পবিত্র ত্রিপিটক

(চতুর্থ খণ্ড)

সূত্রপিটকে দীর্ঘনিকায়

(প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দেবমনুষ্য তথা বিশ্বের সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের জন্য যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন সেসবই এই ত্রিপিটকে ধারণ করা আছে। ত্রিপিটক মানে বুঝায় বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক। এখানে 'পিটক' শব্দ দিয়ে ঝুড়ি বা বাক্স বুঝানো হয়।

গোটা ত্রিপিটকে এমন অসংখ্য জ্ঞানমূলক উপদেশের ছড়াছড়ি যা মানুষকে জাগতিক ও বৈষয়িক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করায়। তাই ত্রিপিটক বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। আর গৌতম বুদ্ধের মতো মহান এক ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনেতিহাস ও বাণী সম্পর্কে জানতে হলেও ত্রিপিটক পাঠ, অধ্যয়ন ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

এমন অমূল্য জ্ঞান ও রত্নের আকর বিশালাকার পালি ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় শত বছর আগে। শত বছর ধরে এত প্রযত্ন-প্রয়াস সত্ত্বেও এখনো পুরো ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

এই প্রথম বাংলায় পুরো ত্রিপিটককে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নাম দিয়ে ২৫ খণ্ডে প্রকাশ করেছে ত্রিপাসো বাংলাদেশ। যেসব পিটকীয় বই ইতিপূর্বে অনূদিত হয়েছে সেগুলোকে কিছুটা সম্পাদনা করে এই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো ইতিপূর্বে অনূদিত হয়নি সেগুলো অভিজ্ঞ অনুবাদক দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মহান ত্রিপিটকের এই সংস্করণ যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর ও বিশুদ্ধ হয় তার জন্য লেখালেখি, সম্পাদনা ও ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ একদল ভিক্ষুকে নিয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পালি ত্রিপিটকের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, কঠিন ও দুর্বোধ্য বৌদ্ধ পরিভাষার যথাসম্ভব সহজ ব্যাখ্যা এবং দক্ষ সম্পাদনা এই সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

‘পবিত্র ত্রিপিটক’ নামে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো :

১. ত্রিপিটকের ছোট-বড় ৫৯টি বইকে (ধারাবাহিকতার কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে) কম্বাইন্ড করে মোট ২৫ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশ।

২. পূর্বে অনূদিত ভালো মানসম্পন্ন বইগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু বইয়ের প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় নতুন বাংলা অনুবাদ সংযোজন।

৩. সম্পাদনার সময় বাংলা একাডেমি প্রণীত ‘প্রমিত বাংলা বানানরীতি’ পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে।

৪. বৌদ্ধ পরিভাষাগুলোর বানান ও যথাযথ প্রয়োগে যথাসম্ভব অর্থপূর্ণ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত এমন অভিজ্ঞ অনুবাদক, লেখক ও সম্পাদকদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকটি পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করা হয়েছে।

৬. ৭০ গ্রাম বিদেশি অফসেট ধবধবে সাদা কাগজের ব্যবহার, ঝকঝকে টকটকে ছাপা, শক্ত পেস্টিং বোর্ডের ওপর উন্নত মানের বিদেশি রেক্সিন দিয়ে বাইন্ডিং, তার ওপর ১৭০ গ্রামের চার রঙা ঝকঝকে আকর্ষণীয় মলাট, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

৭. যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের পাঠকদের পড়তে অসুবিধা না হয় মতো তুলনামূলক বড় অক্ষরে ছাপানো হয়েছে ত্রিপিটকের সবগুলো বই।

৮. ত্রিপিটকের কোন বইয়ে কোন সূত্রটি রয়েছে সেটি চট করে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ত্রিপিটক সেটের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র সম্বলিত একটি রেফারেন্স গাইড সরবরাহ করা।

মহাকারুণিক তথাগত গৌতম বুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

জন্ম : ৮ জানুয়ারি ১৯২০
পরিনির্বাণ : ৩০ জানুয়ারি ২০১২

পবিত্র ত্রিপিটক (চতুর্থ খণ্ড)

[সূত্রপিটকে **দীর্ঘনিকায়** - প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]

পবিত্র ত্রিপিটক

চতুর্থ খণ্ড

[সূত্রপিটকে **দীর্ঘনিকায়** - প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]

ভিক্ষু শীলভদ্র
কর্তৃক অনূদিত

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

পবিত্র ত্রিপিটক (চতুর্থ খণ্ড)

[সূত্রপিটকে **দীর্ঘনিকায়** - প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]

অনুবাদক : ভিক্ষু শীলভদ্র
গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক
ত্রিপাসো-র প্রথম প্রকাশ : ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ; ২৫ আগস্ট ২০১৭
ত্রিপাসো-র দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৫৬২ বুদ্ধবর্ষ; ২৯ মে ২০১৮
(২৫৬২ বুদ্ধবর্ষের শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে পুনঃপ্রকাশিত)
প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
প্রচ্ছদ ডিজাইন : সুভাবিতো ভিক্ষু
মুদ্রণ : রাজবন অফসেট প্রেস
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) প্রতি সেট ২০,০০০/- টাকা মাত্র

PABITRA TRIPITAK - VOL-04
(Strapitake Dirghanikay - 1st, 2nd & 3rd Part)
Translated by Bhikkhu Shilabhadra
Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh
Khagrachari Hill District, Bangladesh
e-mail : tpsocietybd@gmail.com

ISBN 978-984-34-3066-3

এক নজরে পবিত্র ত্রিপিটক

বিনয়পিটকে

- পারাজিকা
- পাচিত্তিয়
- মহাবর্গ
- চূলবর্গ
- পরিবার

সুত্তপিটকে

- দীর্ঘনিকায় (তিন খণ্ড)
- মধ্যমনিকায় (তিন খণ্ড)
- সংযুক্তনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- অঙ্গুত্তরনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- খুদ্দকনিকায় (উনিশটি বই)

১. খুদ্দকপাঠ
২. ধর্মপদ
৩. উদান
৪. ইতিবুত্তক
৫. সুত্তনিপাত
৬. বিমানবত্থু
৭. প্রেতকাহিনী
৮. থেরগাথা
৯. থেরীগাথা
১০. অপদান (দুই খণ্ড)
১১. বুদ্ধবংশ
১২. চরিয়াপিটক
১৩. জাতক (ছয় খণ্ড)
১৪. মহানির্দেশ
১৫. চূলনির্দেশ
১৬. প্রতিসম্ভিদামার্গ
১৭. নেত্তিপ্রকরণ
১৮. মিলিন্দ-প্রশ্ন
১৯. পিটকোপদেশ

অভিধর্মপিটকে

- ধর্মসঙ্গণী
- বিভঙ্গ
- ধাতুকথা
- পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি
- কথাবত্থু
- যমক (তিন খণ্ড)
- পট্ঠান (পাঁচ খণ্ড)

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড)

[**জ্ঞাতব্য :** সর্বশেষ ষষ্ঠ সঙ্গীতি অনুসারে পবিত্র ত্রিপিটকভুক্ত মোট ৫৯টি বইকে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি' হতে মোট ২৫ খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হলো। পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে কোন খণ্ডে কোন গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।]

পবিত্র ত্রিপিটক - প্রথম খণ্ড - পারাজিকা
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বিতীয় খণ্ড - পাচিত্তিয় ও মহাবর্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - তৃতীয় খণ্ড - চূলবর্গ ও পরিবার
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্থ খণ্ড - দীর্ঘনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চম খণ্ড - মধ্যমনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষষ্ঠ খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তম খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - নবম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চক ও ষষ্ঠক নিপাত)
পবিত্র ত্রিপিটক - দশম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - একাদশ খণ্ড - খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, সুত্তনিপাত, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, প্রেতকাহিনি
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাদশ খণ্ড - থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োদশ খণ্ড - অপদান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্দশ খণ্ড - জাতক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চদশ খণ্ড - জাতক (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষোড়শ খণ্ড - জাতক (পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তদশ খণ্ড - মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টাদশ খণ্ড - প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্তিপ্রকরণ
পবিত্র ত্রিপিটক - ঊনবিংশ খণ্ড - মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - বিংশ খণ্ড - ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - একবিংশ খণ্ড - ধাতুকথা, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাবিংশ খণ্ড - যমক (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োবিংশ খণ্ড - পট্ঠান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্বিংশ খণ্ড - পট্ঠান (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চবিংশ খণ্ড - পট্ঠান (পঞ্চম খণ্ড)

লও হে মোদের অঞ্জলি

পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

এক পরম পুণ্যপুরুষের নাম। বিগত ২০১২ সালে
পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নিথর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু
বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকলেও তাঁর আদর্শ ও বাণী
এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর।
তিনি আমাদের জীবনে, চলনে, বলনে, মননে ও আচরণে
চিরজাগরূক হয়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।
তিনি একজন আদর্শ স্বপ্নদ্রষ্টা।
তিনি স্বপ্ন দেখতেন, বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক
পবিত্র ত্রিপিটক একদিন বাংলায় অনূদিত হবে।
ভিক্ষু-গৃহী সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত উপদেশ মোতাবেক জীবনকে
চালিত করে পরম শান্তিময় দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করবে।
কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
বিলম্বে হলেও আজ আমরা এই পরম পুণ্যপুরুষের
স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একে একে আমরা
সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চাই।
দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চাই বুদ্ধের অমৃতনির্ঝর অমিয় উপদেশবাণী।
আমরা এ কাজে সদ্ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহী সকলের
আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের সকল কার্যক্রম—ত্রিপিটক অনুবাদ ও প্রকাশ—এই মহান
পুণ্যপুরুষের পবিত্র করকমলে—
পরম কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি

বাংলাদেশ

গ্রন্থসূচি

দ্বিতীয় প্রকাশের নিবেদন

আপনারা সবাই জানেন বিগত ২৫ আগস্ট ২০১৭, রোজ শুক্রবার ত্রিপাসো বাংলাদেশ নতুন এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক (ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে মোট ২৫ খণ্ডে কম্বাইন্ড করে) প্রকাশ করেছিল। দিনটি বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে ছিল অবিস্মরণীয় গৌরবের এবং দুর্লভ অর্জনের। এক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো, বাংলাদেশ 'এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হয়নি' এই অপবাদটি অপসৃত করেছে চিরতরে। ত্রিপাসো, বাংলাদেশ এই অনন্য কাজটি করার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণকে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশগুলো পরিপূর্ণ ও ভালোভাবে জানার, শেখার, অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, অপরদিকে (বাংলা ভাষায়) বুদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষক ও বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুগণকে আরও বেশি করে বুদ্ধধর্মকে নিয়ে আলোচনা-গবেষণা করার অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছে।

বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হওয়ার পর এদেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক, গবেষক ও বিজ্ঞ পাঠকসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয় দারুণভাবে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের লোকজন পরম আগ্রহে বাংলা ত্রিপিটকের রয়েল সেট সংগ্রহ করতে থাকেন। কেবল বৌদ্ধরা নন, অনেক উচ্চ শিক্ষিত, মুক্ত-চিন্তাবিদ হিন্দু, মুসলমানেরাও ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে মনোযোগী হন। আর তাই তো মাত্র দশ দিনের মাথায় প্রথম সংস্করণের সব কপি শেষ হয়ে যায়। ফলে ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে আসা অনেককে মলিন মুখে, মনে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। তারা আমাদের অতৃপ্তির কথা জানিয়ে পুনর্মুদ্রণ করার আকুল আহ্বান জানান, আর কবে নাগাদ পুনর্মুদ্রিত ত্রিপিটক পাবেন সেটি জানতে চান।

ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকসমাজের প্রত্যাশা ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিতে হলো। সত্যি কথা বলতে কী, পাঠকসমাজ কর্তৃক বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটকের প্রতি এই সমাদর ও আগ্রহ দেখে আমরাও আনন্দিত।

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

নির্ধারিত সময়ের আগে প্রকাশনা প্রসঙ্গে

ত্রিপাসো, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একসঙ্গে সমগ্র ত্রিপিটককে প্রকাশ করার এক মহান পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেই লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল ২০১৫ সালের একদম গোড়ার দিকে জানুয়ারি মাসে। আমরা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনে সমগ্র ত্রিপিটকটি মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে প্রকাশ করবো এবং পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনটিকে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখবো। এতদিন আমরা সেভাবেই প্রচার করে আসছিলাম।

কিন্তু, বেশ কয়েকটি কারণে আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে **"পবিত্র ত্রিপিটক"** নামে ২৫ খণ্ডবিশিষ্ট সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এক. পবিত্র ত্রিপিটকের বেশ কিছু বইয়ের বাংলায় অনুবাদ ও পূর্বে অনূদিত বইগুলোর সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং-এর কাজ শেষ করতে যত সময় লাগবে বলে আমরা ভেবেছিলাম আমাদের অভিজ্ঞ সম্পাদনা পরিষদ তার অনেক আগেই, অন্তত দেড় বছর আগে, দক্ষতার সঙ্গে কাজ শেষ করতে সক্ষম হয়েছে।

দুই. বই ছাপা ও বাইন্ডিং-এর কাজও অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয়েছে।

তিন. ত্রিপাসো-র সাধারণ সদস্য-সদস্যা, পবিত্র ত্রিপিটকের অগ্রিম গ্রাহক ও সমগ্র ত্রিপিটক পড়তে আগ্রহী এমন অনেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে একটা অনুযোগ একদম শুরু থেকেই ছিল যে, ত্রিপিটক প্রকাশনার তারিখটি এত দেরিতে কেন! তাদের সকলের আকুল অনুরোধ ছিল এই যে, সম্ভব হলে প্রকাশের তারিখটি এগিয়ে আনা হোক।

একদিকে অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রুফ রিডিংসহ ছাপার কাজও যখন পুরোপুরি শেষ হয়েছে, আর অন্যদিকে আগ্রহী পাঠকরাও যখন ভগবান বুদ্ধের অমূল্য উপদেশবাণী সম্বলিত পবিত্র ত্রিপিটকটি হাতের কাছে পাবার ও পড়ে দেখার অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, তখন আর দেরি কেন! কেন শুধু বসে বসে দীর্ঘ দেড়টি বছর অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকা! কথায় আছে : "শুভ কাজে দেরি করতে নেই।" তাই আমরাও দেরি না করে সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের তারিখটিকে এগিয়ে নিয়ে আসলাম। এতে করে আপনাদের সমগ্র ত্রিপিটক পাঠের শুভ সূচনা হোক! বুদ্ধজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হোক প্রতিটি মানুষের জীবন!

"চিরং তিট্‌ঠতু বুদ্ধসাসনং!"

মধু মঙ্গল চাকমা
সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিলোকশাস্তা মহাকারুণিক তথাগত ভগবান বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানের আধার। তাঁর প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। এ ধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, এ ধর্ম ত্যাগের ধর্ম। এক কথায় উচ্চমার্গীয় পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। অপরদিকে এই বিশ্বচরাচরে সত্ত্বগণের দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের একমাত্র ধর্মও বটে। আজ আড়াই হাজার বছর অধিককাল যাবত প্রতিরূপ দেশসহ বিশ্বের নানা দেশে এ ধর্ম প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এ কর্মবাদী ও আচরণীয় ধর্মের অমূল্য ও অতুলনীয় নীতিশিক্ষাগুলো আপনাপন জীবনে অনুশীলন করে বহু মানুষ লৌকিক ও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান পেয়েছেন, এখনো পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এরই ধারাবাহিকতায় এই পার্বত্যাঞ্চলের মহান আর্যপুরুষ সর্বজনপূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তেও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান ও স্বাদ পেয়েছেন। এদেশের বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে ও নড়েবড়ে বৌদ্ধধর্মকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোতে পূজ্য বনভন্তের যে অতুলনীয় অবদান তা অনস্বীকার্য। তাঁর সেই অতুলনীয় অবদানের কথা এদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ কাল ধরে এদেশের বৌদ্ধদের মাঝে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার করে তিনি বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে চুরানব্বই বছর বয়সে পরিনির্বাপিত হন। তিনি অকাল বলবো না তবে অকস্মাৎ পরিনির্বাণ লাভ করায় যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।

আমরা জানি, বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিস্তম্ভ হচ্ছে 'ত্রিপিটক'। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী দেবমানব তথা সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তথাগত বুদ্ধ যে অমিয় উপদেশবাণী—চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ—প্রচার করেছিলেন সে-সব নীতিশিক্ষা ও উপদেশবাণীর আকর গ্রন্থই হচ্ছে ত্রিপিটক। মূলত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই তিনটি পিটককেই ত্রিপিটক বলা হয়। দুঃখমুক্তি নির্বাণপ্রদায়ক ধর্মকে জানতে হলে, বুঝতে হলে ত্রিপিটক শিক্ষা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বহুকাল আগে থেকে প্রয়োজনের তাগিদে পালি থেকে নিজ নিজ ভাষায় ত্রিপিটক

অনুবাদ করে বুদ্ধবাণীর চর্চা শুরু করেছিলেন। তাই প্রকৃত বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক পবিত্র ত্রিপিটক আজ বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত ও বহুলভাবে পঠিত ও পাঠক-নন্দিত।

আমরা জানি, পবিত্র ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে আজ থেকে শত বছর আগে। এ কাজে বহু সদ্ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে *বৌদ্ধ মিশন প্রেস*, *যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাস্ট*, *ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড*সহ বহু প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে কিছু মহৎপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিগত ও সমন্বিত উদ্যোগে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এত কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ দেশের মাটিতে শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের মতো মহান এক পুণ্যপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর পূতপবিত্র পুণ্যস্পর্শে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ দেশের বৌদ্ধসমাজে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব! প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনুযায়ী তাঁর সবাক উপস্থিতি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর নির্বাক নিথর পবিত্র দেহধাতুই শুধু আমাদের মাঝে পড়ে আছে। তিনি এখন অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত। কিন্তু তাঁর আশা জাগানীয়া স্বপ্নের বাণীগুলো এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তাঁর সুললিত উপদেশবাণীগুলো এখনো আমাদের বন্ধুর জীবন চলার পথে একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় দিনরাত অবিশ্রান্তভাবে অঝোর ধারায় অমৃতোপম ধর্মবারি বর্ষণ করে লাখো মানুষকে সদ্ধর্মে সিক্ত করেছেন।

তিনি তাঁর ধর্মদেশনায় প্রায়ই কিছু আশা ও স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করতেন। তন্মধ্যে একটি হলো, সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। তিনি বলতেন, এতে করে সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত বুদ্ধের উপদেশবাণীগুলো পড়ার, জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ হবে এবং তদনুযায়ী আচরণ, প্রতিপালন ও কর্মসম্পাদন করে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

পূজ্য বনভন্তের সেই মহান আশা ও স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যেই *ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ* নামে একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় বিগত ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে ২১ (একুশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠনের মাধ্যমে। এটি মূলত

সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের মাসিক ১০০/- টাকা হারে দেওয়া শ্রদ্ধাদান-নির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটির সদস্য সংখ্যা আট শতাধিক। এটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পিটকীয় বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং সদ্ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। ত্রিপাসো প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুব অল্প সময়ে ভিক্ষুসংঘ ও সর্বস্তরের সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ব্যাপক সাড়া আমরা পেয়েছি তাতে আমরা যারপরনাই অভিভূত ও কৃতজ্ঞ।

আজ আমরা অতীব আনন্দিত যে সম্পাদনা পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টায় দীর্ঘ কয়েক বছরের ব্যাপক প্রস্তুতির পর শেষ পর্যন্ত মহান বুদ্ধবাণীর আকর গ্রন্থ পুরো ত্রিপিটক এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় ছাপানোর কাজটা শুরু করতে পেরেছি। এর আগেও বেশ কয়েকবার মহান সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্‌যোগে পুরো ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশ করার কাজ শুরু করেও শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি। আমরা খুব আশাবাদী যে আমাদের এবারের বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করার মহান এই কাজটি সকলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় সফলতার সাথে শেষ করতে পারবো। এবং এর মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে প্রকৃত বুদ্ধবাণীকে জানার, বুঝার ও উপলব্ধি করার অবারিত দ্বার উন্মোচিত হবে।

এবার একটু সোসাইটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পাঠকদের অবগতির জন্য না বললেই নয়। এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় যার মহান স্বপ্ন ছিল এবং যাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও প্রচেষ্টায় এতো বড় মহৎ পুণ্যকর্ম করার সুযোগ হয়েছে তন্মধ্যে আমি প্রথমে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনার স্বপ্নদ্রষ্টা ও সকলের কল্যাণমিত্র পরম পূজ্য বনভন্তেকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এরপর সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও পূজ্য বনভন্তের একান্ত আদর্শিক শিষ্য শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তেকে শ্রদ্ধাভিনন্দন ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ তিনিই মূলত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষাবাস পালনের উদ্দেশ্যে রাংগাপানিছড়া শান্তিগিরি বনভাবনা কুটিরে আসেন এবং বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তেকে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনা বিষয়ে তাঁর সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। আমরা বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের কতিপয় সদস্য শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তের মারফত বিষয়টি অবগত হই এবং শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তের সাথে দেখা করি। সাক্ষাতে তিনি সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থের

উৎসসহ যাবতীয় বিষয়ে যৌক্তিক ধারণা উপস্থাপন করেন এবং এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির ও শ্রদ্ধেয় বিধুর মহাস্থবির ভন্তের সদিচ্ছা রয়েছে এবং সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের আত্মপ্রত্যয়ী মনের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক সদিচ্ছা আমাদের সবাইকে ভীষণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। ফলে এ মহৎ মানবকল্যাণকর পুণ্যকর্মের সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত হবে না মনে করে সকলের মতৈক্যের ভিত্তিতে শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও দিকনির্দেশনায় ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। আমি শ্রদ্ধেয় ভন্তের এ মহতী উদ্যোগ ও কুশলকর্মের প্রচেষ্টাকে সোসাইটির সকল সদস্যের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাচিত্তে সাধুবাদ জানাই এবং ব্রহ্মচর্য জীবনের সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ ছাড়াও সম্পাদনা পরিষদের যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষুসংঘ নিরলসভাবে ও একান্ত অধ্যবসায়ের সাথে প্রকাশনার কার্যক্রমে মূখ্য ভূমিকা পালন করে ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখেছেন বা রেখে যাচ্ছেন তাঁরা বৌদ্ধজাতির ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। আমি তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সোসাইটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে দেশ-বিদেশ হতে যে সকল ধর্মানুরাগী বৌদ্ধ জনসাধারণ সোসাইটির সদস্যভুক্ত হয়ে কিংবা দাতা হিসেবে এককালীন অর্থ সহায়তা দিয়ে সোসাইটির কার্যক্রমকে বেগবান করেছেন আমি তাঁদের এ মহান ত্যাগ ও পুণ্যকর্মের চেতনাকে সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার মাধ্যমে সকলের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু ও ধর্মবোধ উৎপন্ন হয়ে কোনো এক জন্মে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হোক, এ প্রার্থনা করছি।

নিবেদক

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

'ত্রিপিটক' হলো বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের নাম। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে ত্রিপিটকের পরিসর যথেষ্ট ব্যাপক ও বিশাল। ত্রিলোকশাস্তা ভগবান বুদ্ধ সত্ত্বগণের হিত ও কল্যাণে যে বাণী প্রচার করেছিলেন, তারই সমন্বিত রূপ হলো ত্রিপিটক। মোটকথা, ভগবান বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশনার পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ হলো ত্রিপিটক। এ ত্রিপিটক বুদ্ধের উপদেশ, কথোপকথন, বচন, উপাখ্যান, বিধান প্রভৃতি বিষয়ক পরিপূর্ণ এক বিশাল শাস্ত্রবিশেষ।

'ত্রিপিটক'-এর আভিধানিক অর্থ হলো পেটিকা, ঝুড়ি, ভাণ্ডার, ধারণপাত্র, আধার। বৌদ্ধসাহিত্যে পিটক শব্দ অর্থ এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—বুদ্ধের দেশনা বা ধর্ম-দর্শন যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে, তা-ই পিটক। ত্রিপিটক মানে তিনটি পিটক। বুদ্ধের বিনয় বা নীতিমালা-বিষয়ক নির্দেশনার আধারকে বলা হয় বিনয়পিটক। সূত্র-বিষয়ক উপদেশের আধারকে বলা হয় সূত্রপিটক। পরমার্থ-বিষয়ক দেশনার আধারকে বলা হয় অভিধর্মপিটক। এই তিনটি পিটকের সমন্বিত সমাহারের নাম ত্রিপিটক। বলা বাহুল্য যে, প্রথম ধর্মসঙ্গীতি (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে) ও দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে (খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে) ত্রিপিটক নামের সূচনা হয়নি। তখন 'ধর্ম-বিনয়' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুইশত ছত্রিশ বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে 'ধর্ম-বিনয়কে' পিটকানুসারে 'ত্রিপিটক' নামকরণ করা হয়।

তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতি বুদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। এ সঙ্গীতির মাধ্যমে যেমনি বুদ্ধবচনকে (ধর্ম-বিনয়কে) ত্রিপিটকরূপে আখ্যায়িত করা হয়, তেমন বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষা করার স্তম্ভও নির্মিত হয় সুদৃঢ়ভাবে। সঙ্গীতি সমাপ্তিলগ্নে সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণকারী অর্হৎ ভিক্ষুগণ দেখতে পান বিধর্মীর কবলে পড়ে বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসন ভারতবর্ষ হতে তিরোহিত হবে একদিন। বুদ্ধের শাসনদরদী সঙ্গীতির সভাপতি মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষাকল্পে সম্রাট অশোককে দেশ-বিদেশে ভিক্ষু প্রেরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। স্থবিরের অনুরোধে অশোক ভারতবর্ষ ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত হিসেবে

বিশিষ্ট ভিক্ষুদের প্রেরণ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। যেসব স্থানে ভিক্ষু প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার, মহারাষ্ট্র, সুবর্ণভূমি (বর্তমানে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড), সিংহলদ্বীপ (বর্তমানে শ্রীলংকা) এবং মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময় সম্রাট অশোকপুত্র ভিক্ষু মহিন্দকে শ্রীলংকায় প্রেরণ করা হয়। 'সম্রাট অশোকের পুত্র-কন্যা যথাক্রমে থের মহিন্দ ও থেরী সংঘমিত্রা কর্তৃক প্রথম ত্রিপিটক শ্রীলংকায় নীত হয়। এভাবে ক্রমে ত্রিপিটক দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ৬)

চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি আগ পর্যন্ত বুদ্ধের বাণীর আধার 'ত্রিপিটক' পুস্তক আকারে সংকলিত হয়নি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে শ্রীলংকার ধর্মপ্রাণ নৃপতি বট্টগামনী অভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীলংকায় চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক ও এর অর্থকথা তালপত্র ও ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধের বাণীর আধার ত্রিপিটক প্রথম পুস্তক আকারে সংকলিত করা হয়। এতদিন যেই ত্রিপিটক শ্রুতিধর পণ্ডিত ভিক্ষুগণের মাঝে গুরু-শিষ্যপরম্পরায় স্মৃতিতে বা মুখে মুখে ছিল, এ সঙ্গীতিতে সেই ত্রিপিটক লেখ্যরূপ পায়। ইহাই (থেরবাদীদের) বর্তমান ত্রিপিটক।

ত্রিপিটক কেবল বৌদ্ধদের নিকট নিখাদ একটি ধর্মীয় গ্রন্থ (বা গ্রন্থের সম্ভার) নয়। এটির জ্ঞানগর্ভ এবং সর্বজনীন বিষয়বস্তুর কারণে সর্বদেশে ও সর্বজনের অনুসন্ধিৎসু মনকে আলোড়িত করে, পুলকিত এবং নিবৃতও করে। বিশ্বের বিবেকবান, যুক্তিবাদী ও সত্য অনুসন্ধানী মানুষের হৃদয় জয় করে নেয় এ ত্রিপিটক। ক্রমেই ত্রিপিটক (ভারতবর্ষ অতিক্রম করে) এশিয়া ও প্রাচ্যের বহুদেশে গিয়ে পৌঁছে। বৌদ্ধপ্রধান দেশের ভাষায় যেমন—সিংহলী, বার্মিজ, থাই, চীনা, কম্পোডীয়, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় (মূল পালি ত্রিপিটক)। অনেক উৎসুক ও সত্যসন্ধানী ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ড. ফৌসবল প্রথম ল্যাটিন ভাষায় ধর্মপদ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে সিংহলী ত্রিপিটক প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। অধ্যাপক টি. ডব্লিউ রীস ডেভিডস্ (Prof. T.W. Rhys Davids) ১৮৮১ সালে লন্ডনে 'পালি টেক্সট সোসাইটি' গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই পালি টেক্সট সোসাইটি থেকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। তখন ইউরোপ-আমেরিকার অসংখ্য পাঠকসহ বিশ্বের পাঠকসমাজ ত্রিপিটক

সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করেন। ‘এই মহৎ ও সুকঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করতে রীস ডেভিডস্-এর সহধর্মিনীসহ বহু মনীষী নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। এসব মনীষীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—E.B. Cowell, Flusball, Alexander David Neill, W. Montgomery, Prof. Lamam Foucaux, Abel Remusat, Sylvain Levi, E.B. Muller, J.E. Ellam, Childers, Dr. Paulcarus, Karl Neumann, Oldenburg, Hapkin.’ (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ১০৯)। এর সমসাময়িককালে ত্রিপিটকের অনেক গ্রন্থ জার্মান, ফ্রান্স, রুশ ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদের ইতিহাস কিছুতেই সুদীর্ঘকালের বলা যাবে না। উনিশ শতকের দিকে বুদ্ধের বাণীর আধার এই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। বিশেষত অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহান ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের এক মহাউদ্যোগ হাতে নেন ১৯৩০ সালে। তিনি এই বছর রেঙ্গুনে ‘বৌদ্ধ মিশন প্রেস’ প্রতিষ্ঠা করেন। আর বাংলায় অনূদিত ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো প্রকাশ করার জন্য একে একে ‘যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাষ্ট’, ‘রাজেন্দ্র ত্রিপিটক প্রকাশনী’ গঠিত হয়। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সেই উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলায় ত্রিপিটক অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডি-লিট লন্ডন; পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ধর্মতিলক স্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীজ্যোতিপাল স্থবির প্রমুখ সদ্ধর্মহিতৈষীগণ। ১৯৩৪ সালে শ্রীধর্মতিলক স্থবির কর্তৃক অনূদিত ‘বুদ্ধবংশ’ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। ১৯৩৫ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির কর্তৃক অনূদিত ‘থেরগাথা’ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আর ১৯৩৭ সালে প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত বিনয়পিটকের ‘মহাবর্গ’ গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। গ্রন্থটি ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করে ‘যোগেন্দ্র-রূপলীবালা ট্রাষ্ট’। ১৯৪০ সালে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত ‘মধ্যমনিকায় - প্রথম খণ্ড’ উক্ত ট্রাষ্ট হতে প্রকাশিত হয়। বলে রাখা দরকার, ইতিপূর্বে ১৯২৯ সালে ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ৬ খণ্ড জাতক বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেসের বিশেষ ক্ষতি সাধন হয়। ফলশ্রুতিতে কিছুসংখ্যক ত্রিপিটকের গ্রন্থ প্রকাশের পর অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের মহা উদ্যোগ শেষ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বরেণ্য ভিক্ষু ও বিদ্বজ্জনের উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু গ্রন্থ বিচ্ছিন্নভাবে বাংলায় অনূদিত হতে থাকে। এ পর্বে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন—ভিক্ষু শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত মহাথের, জ্যোতিপাল মহাথের, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ড. সুকোমল চৌধুরী, ড. আশা দাস, ডা. সীতাংশু বড়ুয়া, অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী প্রমুখ। তারপরও বেশ কিছু পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অননূদিত থেকে যায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লোকোত্তর জ্ঞানের বৈভবে ঋদ্ধ, মহামানব পরম পূজ্য বনভন্তের পবিত্র সান্নিধ্যে পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধসমাজ খুঁজে পায় মৌলিক বুদ্ধধর্মের পুনরুত্থান বা পুনর্জাগরণ। এতদঞ্চলে রচিত হয় বুদ্ধধর্মের এক নতুন অধ্যায়, নতুন ইতিহাস। শুধু পার্বত্যাঞ্চলে নয়, গোটা বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজে তাঁর এ পুনর্জাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রাণসঞ্চারী সদ্ধর্ম প্রচারের ফলে পার্বত্যাঞ্চলে যেন বুদ্ধযুগের আবহ সৃষ্টি হয়। সদ্ধর্ম পুনর্জাগরণের মহাযোগী বনভন্তের সদ্ধর্ম প্রচার ও বুদ্ধের শাসন রক্ষা, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, পদক্ষেপ গ্রহণ করা অকল্পনীয়। তাঁর সেই পদক্ষেপের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিটি অধ্যায় অনন্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে থাকে নানারূপে, নানারঙে। এসব অধ্যায়ের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো, ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করা। আর সেগুলো ছাপানোর জন্য রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করা। পূজ্য বনভন্তের সেই পদক্ষেপ বা পরিকল্পনাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে রাজবন বিহারের ভিক্ষুসংঘ 'বনভন্তে প্রকাশনী' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করে ১৯৯৯ সালের জুন মাসে। সংস্থার ফান্ড বৃদ্ধির জন্য একই বছরের ২৬ জুনে 'উৎসর্গ ও সূত্র' নামে ভিক্ষু-গৃহীদের ব্যবহারিক ধর্মীয় কর্তব্য সন্নিশ্রিত ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। আর এভাবেই শুরু হয় বনভন্তে প্রকাশনীর পথচলা। এরপর ২০০৩ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশ করা হয় পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের অনূদিত বিনয়পিটকীয় গ্রন্থ 'চূলবর্গ' গ্রন্থটি। এর পরে আরও বহু পিটকীয় ও সংকলিত বই বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে বুদ্ধের শাসনদরদী শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও শ্রীলংকায় পালি বিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে দিয়ে 'মহাসতিপট্ঠান সুত্ত অট্ঠকথা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নেন ২০০১ সালে। একই বছরের ৪ মার্চে রাজবন

বিহার উপাসক-উপাসিকা পরিষদ কর্তৃক সেটা প্রকাশিত হয়। পূজ্য বনভন্তে তাঁর সেই লালিত স্বপ্নকে পূরণ করা সহজতর করতে রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন শিষ্যদেরকে। এবার রাজবন বিহারে প্রেস প্রতিষ্ঠার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। আর প্রতিষ্ঠা করা হলো 'রাজবন অফসেট প্রেস'। ২০০৪ সালের ২৯ জুলাই, রোজ মঙ্গলবার পূজ্য বনভন্তে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ২০০৫ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (চতুর্থ খণ্ড) প্রকাশ করা হয়। আর গ্রন্থটিও মুদ্রিত হয় রাজবন অফসেট প্রেস হতে।

এ সময় পরম পূজ্য বনভন্তে প্রায়ই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতেন। তিনি বলেন, আমি এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুরক্ষা করতে চাচ্ছি। তজ্জন্য পুরো ত্রিপিটক শাস্ত্র রাজবন বিহারে সংগ্রহ করে রেখেছি। আর সেগুলো বাংলায় অনুবাদ করার দিকে জোর দিচ্ছি। ত্রিপিটক ছাড়া বুদ্ধের শাসন সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। আন্দাজ করে বুদ্ধধর্ম আচরণ করা যায় না। এ দেশে ত্রিপিটকশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদ করে সহজলভ্য করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এ কাজের জন্য একটি শক্তিশালী লেখক তথা অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তোলা অপরিহার্য। তিনি আমাদেরকে (শিষ্যদেরকে) লক্ষ করে বলেন, তোমরা পালি শিক্ষা কর, ত্রিপিটক শিক্ষা কর। অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে পালি শিক্ষা কর।

গুরুভন্তের মুখ হতে এমন অনুপ্রেরণাময়, অনাবিল সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ বাক্য শুনে কিছুসংখ্যক শিষ্য পালি শিক্ষা করতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত হয় দারুণভাবে। তারা ব্যক্তিগতভাবে পালি শিক্ষা করতে উদ্যোগী হন। তাদের সেই উদ্যোগ পূজ্য বনভন্তের কাছে নিবেদন করলে বুদ্ধশাসন হিতৈষী ভন্তে বেশ প্রীত হন। তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করে অনুমতি প্রদান করেন। এবার তারা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর কাছে পালি শিক্ষা করা আরম্ভ করলেন। কয়েক বছর ধরে গভীর আগ্রহে পালি শিক্ষা করার পর তারা একটা ভালো পর্যায়ে পৌঁছুতে সমর্থ হন। অন্যদিকে ২০০৬ সালে রাজবন বিহারে পালি শিক্ষা করার এক সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো বনভন্তের উৎসাহপূর্ণ দেশনায় উজ্জীবিত ভিক্ষুগণের প্রচেষ্টায়। পূজ্য বনভন্তের অনুমোদন ও আশীর্বাদ পেয়ে তারা বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং পালি ভাষায় অভিজ্ঞ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে রাজবন বিহারে এসে পালি শিক্ষা

দিতে বিনীত অনুরোধ জানান। মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তের এই ঐকান্তিক সদিচ্ছা, আগ্রহ ও আশীর্বাদের কথা শুনে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরও শাসনদরদী চিত্তে এগিয়ে আসেন। তিনি ২০০৬ সালের বর্ষাবাস রাজবন বিহারে যাপন করে ৩৫ জনের অধিক ভিক্ষু-শ্রামণকে পালি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তবে শিক্ষা গ্রহণের মাঝখানে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায় শিক্ষার্থীই শিক্ষার কার্যক্রম হতে ঝড়ে পড়েন। মাত্র ৭/৮ জনের মতো ভিক্ষু শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। তারা পালি ভাষা অর্জনের মোটামুটি একটা ভালো পর্যায়ে উপনীত হন ২০০৯ সালের প্রথমদিকে।

সুখের বিষয়, পালি শিক্ষা গ্রহণের পর পূজ্য বনভন্তের সেই শিষ্যগণ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ২০০৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে করুণাবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের ‘পাচিত্তিয়’ বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজকে উপহার দেন। একই বছরের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের ‘পারাজিকা’ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকের হাতে অর্পণ করেন। আর বছরের শেষের দিকে প্রবারণা পূর্ণিমা তিথিতে বিনয়পিটকের ‘পরিবার পাঠ ১ম খণ্ড’ এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয়পিটকের ‘পরিবার পাঠ ২য় খণ্ড’ বাংলায় অনুবাদ করে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের নিজকে একটা অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে ২০০৮ সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু সূত্রপিটকের ‘অঙ্গুত্তরনিকায়’ (পঞ্চম নিপাত) বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করেন। ২০১০ সালের পূজ্য বনভন্তের ৯১তম দিনে ‘সংযুক্তনিকায়, স্কন্ধ-বর্গ’ গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন ভিক্ষু, আদিকল্যাণ ভিক্ষু, সীবক শ্রামণ যৌথভাবে। এই পিটকীয় গ্রন্থ সবই রাজবন অফসেট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এভাবেই পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়ার অনুপম সদিচ্ছা বাস্তবায়নে তাঁর শিষ্যগণ দৃঢ়প্রত্যায়ী হয়ে এগিয়ে আসেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একের পর এক অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ হতে থাকে। বলে রাখা দরকার, বনভন্তের শিষ্যদের এ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার মহৎ কাজ দেখে পালি শিক্ষায় সমৃদ্ধ সদ্ধর্মশাসন অনুরাগী ভিক্ষুরাও এ কাজে আগ্রহশীল হয়ে উঠেন।

মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তে বিগত ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে

থাকলেও তাঁর আদর্শ, বাণী এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক, মহান স্বপ্নদ্রষ্টা ও অপরিসীম প্রেরণার উৎস। আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি চিরঞ্জীব, চির অম্লান। জগদ্দুর্লভ এ মহাপুরুষের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজে সহজলভ্য করার স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা। বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্য থেকে কতিপয় চিন্তাশীল, শাসনহিতৈষী, সাহিত্যানুরাগী ভিক্ষু এবং সচেতন ধর্মপিপাসু ও জ্ঞানান্বেষী দায়ক-দায়িকাবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় এ প্রকাশনা সংস্থাটি। সংস্থার অন্যতম একটা লক্ষ্য হচ্ছে পূজ্য বনভন্তের শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থ বঙ্গানুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাদের অনূদিত গ্রন্থসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রকাশনা হতে প্রকাশ করার সুব্যবস্থা করা। সংস্থার বিশ্বাস, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এখনো অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ কয়েক বছরে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পর পরই সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার কাজে নেমে পড়ে। ২০১৩ সালে শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত 'উদান' গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'মহানির্দেশ' গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে সোসাইটির অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। এরপর ২০১৪ সালের অক্টোবরে করুণাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'অপদান' (প্রথম খণ্ড) ও 'অপদান' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থ দুটি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় খুদ্দকনিকায়ের 'চূলনির্দেশ' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের যৌথ অনুবাদক হলেন : ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ এভাবে একের পর এক পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সোসাইটির এই প্রকাশনা কার্যক্রম বৌদ্ধসমাজের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যানুরাগী, সচেতন ও সদ্ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের কাছে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। তারা ক্রমেই সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদেরকে বুদ্ধশাসন ও সদ্ধর্ম সুরক্ষার দুর্লভ কার্যক্রমে নিয়োজিত করতে থাকেন। অন্যদিকে সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও পূজ্য

বনভন্তের যেসব শিষ্য পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদে নিয়ত তারাও সোসাইটির ছত্রতলে এসে প্রবল আগ্রহ আর নিষ্ঠার সাথে অনুবাদের কাজে যোগ দেন। এ রকম সমন্বিত প্রয়াস ও সুপরিকল্পনা-মাফিক অনুবাদকাজের ফলে মূল ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হবার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায় কয়েক বছরের মধ্যে।

এবার ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ পরম পূজ্য বনভন্তের লালিত স্বপ্ন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সময় নির্ধারণ করে। নির্ধারিত সময়টি হলো, ২০১৯ সালের পূজ্য বনভন্তের ১০০তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপাসো পক্ষ থেকে এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক 'পবিত্র ত্রিপিটিক' নামে প্রকাশ করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ, মহান ও পবিত্র কাজটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ত্রিপাসো-এর সম্পাদনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ হতে দক্ষ, অভিজ্ঞ সদস্য নিয়ে 'বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি' নামে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে।

তারই প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের ৫ম পরিনির্বাণ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে মহান ত্রিপিটকের গ্রন্থ ছাপানোর কাজ শুভ উদ্বোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ত্রিপাসো-এর পক্ষ হয়ে এ মহান কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান এবং ত্রিপাসো-এর উপদেষ্টা পরিষদের আহবায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, আর চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

সমগ্র ত্রিপিটকের মোট ৫৯টি গ্রন্থকে মাত্র ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে রয়েল সেট আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সর্বদিক বিবেচনা করে। ত্রিপিটকের মতো বিশাল গ্রন্থের সমাহার প্রকাশনা ও সম্পাদনা করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ, আর শ্রমসাধ্য তো বটেই। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য অভিজ্ঞতার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মহামূল্যবান শ্রমদান ও ন্যায়-নিষ্ঠ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার অপরিসীম ধৈর্য ও কষ্ট-সহিষ্ণু মনোবৃত্তিরও। আমরা এ প্রকাশনা এবং সম্পাদনার কাজ সুন্দর, আকর্ষণীয় ও পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য করে তুলতে অনেক খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিকের সাথে আলোচনা করেছি। তাদের সুপরামর্শ ও যৌক্তিক অভিমতগুলো গ্রহণ করেছি। অন্যদিকে পিটকীয় গ্রন্থের অনেক অনুবাদকের সাথেও যোগাযোগ করেছি। তারা প্রত্যেকে নিঃশর্তভাবে

আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তজ্জন্য আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলায় অনূদিত পিটকীয় বইগুলোর অধিকাংশ আজ থেকে বহু বছর আগে অনুবাদ করা। বইগুলো প্রুফ দেখাসহ সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা পূর্বপ্রকাশিত (পিটকীয়) গ্রন্থের বানানরীতিতে পরিবর্তন এনেছি। বর্তমান পাঠকবৃন্দের যাতে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয় সেই লক্ষ্যে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর বাংলা একাডেমির আধুনিক 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' মেনেই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। অনুবাদকগণ বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর ভিন্ন ভিন্ন বানান ব্যবহার করেছেন। বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর বানানের এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য আমরা বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের বানানরীতি প্রণয়ন করেছি এবং সেই বানানরীতিই আমরা ব্যবহার করেছি। তাই কিছু কিছু বৌদ্ধ পরিভাষার বানানেও পরিবর্তন এনেছি। আমাদের এই পরিবর্তন আধুনিক বাংলা ব্যাকরণরীতি এবং অর্থগত দিকের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের এ কাজটি অনেকের কাছে যথেষ্ট সাহসীও মনে হতে পারে। আসল কথা হলো, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি মূলানুবাদের ভাষা অবিকৃত রেখে অধিকতর আধুনিক ও যুগোপযোগী করার। এতগুলো বইয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকাশনার কাজে দুয়েকটি ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও আমরা সেটা না করতে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। নির্ভুল, সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রকাশনার মাধ্যমে পাঠকসমাজকে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক উপহার দেয়ার মানসে নিরলসভাবে কাজ করেছি আমরা। তার পরও অনিচ্ছাকৃত ভুল-প্রমাদ রয়ে গেলে, সেগুলো উদার চিত্তে গ্রহণ করার আহ্বান রইল। সমগ্র ত্রিপিটক এই প্রথম বাংলায় প্রকাশনার এ মহতী ও বিশাল কর্মকাণ্ডে, বিশেষত প্রুফ রিডিংসহ বিভিন্ন কাজে আমাদেরকে যাঁরা আন্তরিকভাবে কায়িক-বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ।

এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো একদিকে যেমন পরম পূজ্য বনভন্তের সেই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দিতে সমর্থ হলো, অন্যদিকে এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক অনূদিত হয়নি, এ লজ্জাজনক উক্তি ঘুচিয়ে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করলো বলে আমরা মনে করি। এ মহতী পুণ্যময় কার্য সমাধা করে ত্রিপাসো কেবল আমাদের পরম কল্যাণমিত্র মহাগুরু বনভন্তের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই করলো না, এতদঞ্চলে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর প্রচার, প্রসার ও চিরস্থায়ী করার

সুযোগ সৃষ্টি করে দিলো। ত্রিপাসো-এর পরবর্তী লক্ষ্য, মূল পিটকের বাইরে অট্‌ঠকথা ও টীকা-অনুটীকাসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। আর এসব গ্রন্থ প্রজন্মপরম্পরা সহজলভ্য করার তাগিদে কাজ করা।

নিবেদক
সম্পাদনা পরিষদ
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
১৯ জানুয়ারি ২০১৬

সূত্রপিটকে

দীর্ঘনিকায়

(প্রথম খণ্ড)

[শীলস্কন্ধ বর্গ]

ভিক্ষু শীলভদ্র
কর্তৃক অনূদিত

সূত্রপিটকে দীর্ঘনিকায় (প্রথম খণ্ড)

বাংলা অনুবাদ : ভিক্ষু শীলভদ্র

প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ; ২৪৯১ বুদ্ধাব্দ

প্রথম অখণ্ড প্রকাশ : প্রবারণা পূর্ণিমা ১৪০৪; ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

প্রকাশক : মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ভারত

কম্পিউটার কম্পোজ : শ্রীমৎ বিপুলানন্দ ভিক্ষু

সূচিপত্র

সূত্রপিটকে দীর্ঘনিকায় (প্রথম খণ্ড)

ভূমিকা

'নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স'

মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধ ৪৫ বৎসরব্যাপী বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় তাঁহার ধর্মবাণী প্রচার করেন। এই ধর্মবাণীর অমৃতরসে অবগাহন করিয়া অসংখ্য দেবমনুষ্য নিজেদের জীবন ধন্য করিয়াছেন, বহু নরনারী অর্হত্ত্বফল লাভ করিয়া শুদ্ধ হইয়াছেন, মুক্ত হইয়াছেন। বহু রাজন্যবর্গ, শ্রেষ্ঠী ও গণাধিপতিগণ বুদ্ধের ধর্মসুধা পান করিয়া ইহজীবনেই পরম সুখের অধিকারী হইয়াছেন।

বুদ্ধের জীবদ্দশায় তাঁহার ধর্মবাণী সংগৃহীত হয় নাই। তাই তাঁহার মহাপরিনির্বাণের পরে তাঁহার ধর্মবাণী (বিশেষত বিনয়ধর্ম অর্থাৎ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের আচরণবিধি) লইয়া শিষ্যদের মধ্যেই মতভেদ দেখা দেয়। এই মতভেদ দূরীকরণের জন্য রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধসঙ্গীতির অধিবেশন হয়। ভগবানের মহাপরিনির্বাণের ত্রিমাসাধিক চতুর্থ দিবস হইতে মগধরাজ অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় অর্হৎ মহাকাশ্যপের সভাপতিত্বে পঞ্চশত অর্হৎ ভিক্ষুদের লইয়া সাত মাসব্যাপী প্রথম বৌদ্ধমহাসঙ্গীতির অধিবেশন হয়। যাহাতে বুদ্ধের সমগ্র ধর্মবাণী সংগৃহীত হয়। প্রথম অবস্থায় এই সংগ্রহকে এককথায় ধর্মবিনয় বলা হইত।

ইহার পর একশত বৎসর অতিবাহিত হয়। এই একশত বৎসরের মধ্যে আবার বুদ্ধের ধর্মবিনয় লইয়া মতভেদ দেখা দেয়। কারণ তখনো পর্যন্ত বুদ্ধবাণী লিপিবদ্ধ করা হয় নাই, আচার্যপরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল। ফলে মহারাজ কালাশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বৈশালী নগরে বালুকারামে যশ-প্রমুখ সপ্তশত অর্হৎ স্থবির দ্বিতীয় ধর্মমহাসঙ্গীতির অধিবেশন করেন। এই অধিবেশন আট মাসব্যাপী চলিয়াছিল এবং নতুন করিয়া বুদ্ধের ধর্মবিনয় সংগৃহীত করা হয়।

তৃতীয় মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের প্রায় ২৩৫ বৎসর পরে। ইতিমধ্যে বুদ্ধের শিষ্যগণ বিশেষত 'বিনয়'কে ভিত্তি করিয়া বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়েন। ভারত সম্রাট ধর্মাশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় অর্হৎ

মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবিরের সভাপতিত্বে এক সহস্র অর্হৎ ভিক্ষুদের লইয়া নয় মাস যাবত এই মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হয়। ইহাতে বুদ্ধের ধর্মবিনয় আবার সংগৃহীত হয়। জনসাধারণের কল্যাণার্থে মহামতি অশোক কিছু কিছু বুদ্ধবাণী গিরিগাত্রে প্রস্তরফলকে এবং ক্ষুদ্র-বৃহৎ লৌহস্তম্ভে উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। বুদ্ধের অমৃতধর্ম প্রচারের জন্য তিনি বহু অর্থব্যয়ে অসংখ্য সংঘারাম, চৈত্য, স্তম্ভ ও শিলালিপি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, স্বদেশের সর্বত্র এবং বিদেশে ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে নিজ পুত্র কন্যা মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রাকে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরূপে দীক্ষিত করাইয়া তাহাদিগকে লঙ্কাদ্বীপে সদ্ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

চতুর্থ মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হয় লঙ্কাদ্বীপে (বর্তমান শ্রীলঙ্কায়) ধর্মপ্রাণ নরপতি বট্টগামনী অভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অর্হৎ মহাধর্মরক্ষিত স্থবিরের সভাপতিত্বে। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের প্রায় ৪৫০ বৎসর পরে মাতালে-জনপদের আলু (= আলোক) বিহারে পঞ্চশত অর্হৎ স্থবিরদের লইয়া এই চতুর্থ মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়।[১] ইহাতে বুদ্ধবাণীসমূহ নতুন করিয়া আবৃত্তি ও সংগৃহীত হয়। ইহাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া 'ত্রিপিটক' নাম দেওয়া হয়—সুত্তপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধম্মপিটক। শুধু তাহাই নহে, এই সর্বপ্রথম বুদ্ধবাণী ত্রিপিটককে তালপত্রে বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করানো হয়। এইজন্য এই চতুর্থ সঙ্গীতিকে 'পোত্থকারোপণ-সঙ্গীতি' বলা হয়।

ইহার পর বহুকাল অতিবাহিত হইয়াছে। বিশ্বের বহুস্থানে বুদ্ধের ধর্মবাণী প্রচারিত হইয়াছে। দেশে দেশে ইহার বহু অনুবাদ, ব্যাখ্যা, টীকাটিপ্পনী রচিত হইয়াছে, সদ্ধর্মের বহু উত্থান-পতন হইয়াছে, উৎপত্তিস্থল ভারত হইতে সদ্ধর্ম বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে।

২৪১৫ বুদ্ধাব্দে (১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে) ব্রহ্মদেশের (বর্তমান নাম মায়ানমার) মান্দালয়ের রতনপুঞ্জনগরে ধর্মপ্রাণ রাজা মিনডন মিনের পৃষ্ঠপোষকতায় অর্হৎ উ জাগরাভিবংস প্রমুখ ২৪০০ জন সুদক্ষ শাস্ত্রজ্ঞ স্থবিরের উপস্থিতিতে পঞ্চম বৌদ্ধসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই সঙ্গীতির বৈশিষ্ট্য হইল এই যে তখন 'অট্‌ঠকথা' (Commentary)-সহ সমগ্র পালি ত্রিপিটক দ্বি-সহস্রাধিক মনোরম মার্বেল প্রস্তরের ফলকে খোদিত করা হইয়াছিল এবং প্রত্যেক

---

[১]। বর্তমান থেরবাদী (= হীনযানী) বৌদ্ধগণ ইহাকে চতুর্থ মহাসঙ্গীতি আখ্যা দিলেও অন্যান্য বৌদ্ধগণ ভারতে অনুষ্ঠিত কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত সঙ্গীতিকেই চতুর্থ মহাসঙ্গীতিরূপে স্বীকৃতি দিয়া থাকেন।

ফলকোপরি এক একটি মনোজ্ঞ চৈত্য নির্মাণ করা হইয়াছিল। এইজন্য এই পঞ্চম বৌদ্ধসঙ্গীতি বিশ্ব বৌদ্ধ ইতিহাসে 'সেলক্খরারোপন সঙ্গীতি' নামে প্রসিদ্ধ।

২৪৯৮ বুদ্ধাব্দে (১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে) স্বাধীন ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী উ-নুর পৃষ্ঠপোষকতায় রাজধানী রেঙ্গুনের শ্রীমঙ্গলের কাবা-য়ে (= বিশ্বশান্তি) চৈত্যে ষষ্ঠ বৌদ্ধসঙ্গীতির অধিবেশন শুরু হয়। মহারাষ্ট্রগুরু ভদন্ত রেবত এবং মহাসি সেয়াদ প্রমুখ বৌদ্ধজগতের ২৫০০জন বিশিষ্ট বৌদ্ধশাস্ত্রবিশারদ স্থবির-মহাস্থবিরগণের উপস্থিতিতে প্রথম বৌদ্ধসঙ্গীতির অনুকরণে ইহার কাজ চলিয়া পূর্ণ দুই বৎসরে ২৫০০ বুদ্ধাব্দের (১৯৫৬ খ্রি.) শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে এই সঙ্গীতিকর্মের পরিসমাপ্তি ঘটে। সঙ্গীতি চলাকালীন বিশুদ্ধ ত্রিপিটক মুদ্রণালয়ে পালি ভাষায় এবং ব্রহ্মাক্ষরে ত্রিপিটকের বিভিন্ন অংশ মুদ্রিত হইতে থাকে। ইহার পর অর্থকথা ও টীকাসমূহের সঙ্গায়ন হয়। ঐগুলিও বিশুদ্ধভাবে মুদ্রিত হয়।

পালি ত্রিপিটক : লন্ডনের পালি টেক্সট সোসাইটি হইতে ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ রোমান অক্ষরে প্রকাশিত হয়। ষষ্ঠ সঙ্গীতিতে বিশুদ্ধভাবে ত্রিপিটক সংকলিত, সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয় ব্রহ্মাক্ষরে। ইহার পরে 'নব নালন্দা মহাবিহার' (বিহার প্রদেশ, ভারত) হইতে সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হয় দেবনাগরী লিপিতে। ইহাতে পালি টেক্সট সোসাইটির পৃষ্ঠাঙ্ক পাশাপাশি দেওয়া থাকাতে গবেষকদের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে সম্প্রতি 'বিপশ্যনা বিশোধন বিন্যাস' (ধম্মগিরি, ইগতপুরী, মহারাষ্ট্র, ভারত) অর্থাৎ Vipassana Research Institute মূলত ষষ্ঠ সঙ্গায়ন দ্বারা স্বীকৃত ত্রিপিটক (মূল, অট্ঠকথা, টীকা, অনুটীকাসহ) দেবনাগরী লিপিতে প্রকাশনার কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে ১৯৯৩ খ্রি. হইতে। ইতিমধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের মুদ্রণকার্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই প্রকাশনার পুরোভাগে আছে পরম শ্রদ্ধাস্পদ বিপস্সনাচরিয় শ্রীসত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কার অদম্য উৎসাহ ও প্রেরণা।

তিনটি পিটক লইয়া ত্রিপিটক; যথা : বিনয়পিটক, সুত্তপিটক এবং অভিধম্মপিটক।

১. **বিনয়পিটক :** বিনয়পিটকে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীসংঘের নিয়মাবলিই সংরক্ষিত। ইহা পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত; যেমন : পারাজিকা, পাচিত্তিয়া, মহাবগ্গ, চূলবগ্গ এবং পরিবার।

২. **সুত্তপিটক :** সুত্তপিটকে বিনয় বাদে অবশিষ্ট বুদ্ধবচন সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা পাঁচ নিকায়ে বিভক্ত, যেমন দীর্ঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায়,

সংযুক্তনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায় এবং খুদ্দকনিকায়। খুদ্দকনিকায়ে **১৫**টি গ্রন্থ; যথা : খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা, অপদান, বুদ্ধবংস, চরিয়াপিটক, জাতক, নিদ্দেস (মহানিদ্দেস ও চুলনিদ্দেস) এবং পটিসম্ভিদামগ্‌গ। কিন্তু ব্রহ্মদেশের পরম্পরা অনুসারে নেত্তিপকরণ, পেটকোপদেস এবং মিলিন্দপঞ্‌হও খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত।

৩. **অভিধম্মপিটক :** সুত্তপিটকে যে বুদ্ধবাণী আছে তাহা হইতে দার্শনিক তত্ত্বসমূহকে শ্রেণিবদ্ধ করিয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া অভিধম্মপিটক গঠিত হইয়াছে। হইাতে সাতটি খণ্ড আছে; যেমন : ধম্মসঙ্গণী, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি, কথাবত্থু, যমক এবং পট্ঠান।

এখানে আমরা সুত্তপিটকের প্রথম গ্রন্থ 'দীর্ঘনিকায়' লইয়া আলোচনা করিব। অপেক্ষাকৃতভাবে দীর্ঘাকারের সূত্রগুলিকে এই নিকায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'দীর্ঘনিকায়'। ইহা তিনটি বর্গে বিভক্ত যেমন সীলক্‌খন্ধবগ্‌গ, মহাবগ্‌গ এবং পাথিকবগ্‌গ। সীলক্‌খন্ধে **১৩**টি, মহাবগ্‌গে **১০**টি এবং পাথিকবগ্‌গে **১১**টি মোট **৩৪** সুদীর্ঘ সূত্র লইয়া দীর্ঘনিকায়।

ক. সীলক্‌খন্ধ-বগ্‌গ :

১. ব্রহ্মজালসুত্ত : ইহা দীর্ঘনিকায়ের প্রথম সূত্র। বুদ্ধের সমকালীন ভারতবর্ষে যত প্রকার মত ও বিশ্বাস প্রচলিত ছিল সেইগুলিকে তিনি (জাল দ্বারা ধীবরের মাছ ধরার ন্যায়) তাঁহার ধর্মজালের দ্বারা একত্রীভূত করিয়াছেন যাহাদের সংখ্যা ৬২। এগুলিকে বুদ্ধ মিথ্যাদৃষ্টি বলিয়াছেন, কারণ যাঁহারা এই সকল ধারণা পোষণ করিতেন তাঁহারা ইন্দ্রিয়ক্ষেত্রের ঊর্ধ্বে যাইতে পারেন নাই। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ হইলে বেদনা অনুভূত হয়, বেদনা হইতে জাগে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে ভব এবং ভবের কারণে জন্ম, জরা, ব্যাধি মৃত্যু, শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্যাদি উৎপন্ন হয়। জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার জ্ঞান তাহাদের জানা ছিল না। বুদ্ধই সর্বপ্রথম তাঁহার কঠোর তপস্যার মাধ্যমে বেদনা (feeling, অনুভূতি) সমূহের উদয়-ব্যয়, আস্বাদ, পরিণাম হইতে মুক্ত হইবার উপায় প্রজ্ঞা দ্বারা জানিয়া সর্বদুঃখমুক্তিরূপ নির্বাণ লাভ করিয়া সমস্ত মিথ্যাদৃষ্টির ঊর্ধ্বে উঠিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ব্রহ্মজালসূত্রে এই সকল ধর্মপর্যায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাই বুদ্ধ স্বয়ং এই ধর্মপর্যায়কে অর্থজাল, ধর্মজাল, ব্রহ্মজাল, দৃষ্টিজাল এবং

অনুত্তর সংগ্রামবিজয় বলিয়াছেন। ৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি হইতেছে নিম্নরূপ :

১. পূর্বান্তকল্পিকগণ (৪+৪+৪+৪+২=১৮)—অর্থাৎ যাঁহাদের কেহ কেহ মনে করিতেন যে, আত্মা এবং লোক (=জগৎ) নিত্য, অর্থাৎ শাশ্বতবাদী যাঁহাদের সংখ্যা ৪ প্রকার। অন্য কেহ কেহ মনে করিতেন যে, আত্মা এবং লোক অংশত নিত্য এবং অংশত অনিত্য অর্থাৎ অংশত শাশ্বতবাদী যাঁহাদের সংখ্যা ৪। আবার কেহ কেহ মনে করিতেন যে, লোক অন্তবান অথবা অনন্ত, যাঁহাদের সংখ্যা ৪। অন্য কেহ কেহ পাঁকাল মাছের ন্যায় ধরাছোঁয়ার বাহিরে থাকিতেন অর্থাৎ আত্মা, লোক, কুশলাকুশল ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করিলে যাঁহারা 'ইহাও হইতে পারে', 'ইহা নাও হইতে পারে' বলিয়া এড়াইয়া যাইতেন। এইজন্য তাঁহাদের বলা হইত অমরাবিক্ষেপিক যাঁহাদের সংখ্যাও ৪। আবার কেহ কেহ মনে করিতেন যে, আত্মা এবং লোক বিনা কারণে উৎপন্ন—তাঁহাদের বলা হইত অধীত্যসমুৎপন্নবাদী, তাঁহাদের সংখ্যা ছিল ২।

২. অপরান্তকল্পিকগণ (১৬+৮+৮+৭+৫=৪৪)—অর্থাৎ যাঁহাদের কেহ কেহ ১৬ প্রকারে মনে করিতেন যে মৃত্যুর পর আত্মা সংজ্ঞী (অর্থাৎ হুঁশযুক্ত) থাকে, অন্যরা ৮ প্রকারে মনে করিতেন যে মৃত্যুর পর আত্মা অসংজ্ঞী থাকে, আবার কেহ কেহ ৮ প্রকারে মনে করিতেন যে, মৃত্যুর পর আত্মা সংজ্ঞীও থাকে না অসংজ্ঞীও থাকে না, অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মা নির্বিকার নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞী থাকে, আবার কেহ কেহ ৭ প্রকারে মনে করিতেন যে, মৃত্যুর পর আর কিছুই থাকে না। (ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ), আবার কেহ কেহ ৫ প্রকারে মনে করিতেন যে, দৃষ্টধর্মেই (বর্তমান দেহেই)। বিদ্যমান সত্ত্বের পরম নির্বাণপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

২. সামঞ্ঞফলসুত্ত : এই সূত্রে প্রব্রজিত-জীবনের ১৪টি প্রত্যক্ষ ফল বর্ণনার দ্বারা শ্রামণ্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এখানে সেই ১৪ প্রকার শ্রামণ্যফল বর্ণনা করা হইতেছে যাহাদের প্রত্যেকটি তৎপূর্ববর্তী ফল হইতে উৎকৃষ্টতর; যথা :

১. আপন আজ্ঞাবহ দাস সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়া শীলবান হইলে রাজা কর্তৃকও পূজ্য হয়।

২. আপন উপকারী প্রজা সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়া শীলবান হইলে রাজা কর্তৃকও পূজ্য হয়।

বুদ্ধের ধর্মে প্রসন্ন হইয়া কোনো ব্যক্তি ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হইয়া যথোচিতভাবে শীল, ইন্দ্রিয়সংযমাদি পালন করিয়া স্মৃতিভাবনা করিয়া নির্জনস্থানে ধ্যানে নিমগ্ন হয় এবং ক্রমশ—

৩. প্রথম ধ্যান লাভী হয়।
৪. দ্বিতীয় ধ্যান লাভী হয়।
৫. তৃতীয় ধ্যান লাভী হয়।
৬. চতুর্থ ধ্যান লাভী হয়।
৭. জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়।
৮. মনোময় কায় নির্মাণ করার ঋদ্ধিলাভী হয়।
৯. বিবিধ অলৌকিক ঋদ্ধিলাভী হয়।
১০. দিব্যশ্রোত্রলাভী হয়।
১১. পরচিত্ত-বিজাননকারী হয়।
১২. জাতিস্মর জ্ঞানলাভী হয়।
১৩. দিব্যচক্ষুলাভী হয়।
১৪. আসবক্ষয়-জ্ঞানলাভী হইয়া সুবিমুক্ত হয়।

৩. অম্বট্ঠ সুত্ত : এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় জাতিভেদের নিরর্থকতা। পোক্খরসাতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়া নিরভিমানী ছিলেন এবং বুদ্ধ-সন্দর্শনে যাইয়া বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনিয়া মুগ্ধ হন এবং শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অথচ তাঁহার শিষ্য ব্রাহ্মণ অম্বট্ঠ অত্যন্ত দাম্ভিক এবং অহংকারী ছিলেন। তিনি জন্মগত সূত্র ধরিয়া বুদ্ধকে অপমানসূচক কথা বলিতেও দ্বিধা করেন নাই। ইহা জানিতে পারিয়া পোক্খরসাতি অম্বট্ঠকে পদাঘাত করিয়া বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। বুদ্ধ অম্বট্ঠকে প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন যে, অম্বট্ঠের পূর্বপুরুষ শাক্যদের দাসীপুত্র ছিলেন। কিন্তু সাধনাবলে মহাঋষি হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার হীনজাতিত্ব তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বে উন্নীত হইবার ক্ষেত্রে বাধা হইয়া দাঁড়ায়নি। সূত্রের শেষে বুদ্ধ বলিয়াছেন যে, যিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন তিনি যে জাতিতেই উৎপন্ন হউন না কেন, তিনি দেবমানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৪. সোণদত্ত সুত্ত : কী কী গুণ থাকিলে যথার্থ ব্রাহ্মণ হওয়া যায় তাহাই এখানে বুদ্ধ ব্রাহ্মণ সোণদণ্ডকে উপদেশ দিয়াছেন। জাতি ও বর্ণের উপর ব্রাহ্মণত্ব নির্ভর করে না। যাহার মধ্যে শীল ও প্রজ্ঞা থাকিবে তাহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলা হইবে, জন্মসূত্রে সে যাহাই হউক না কেন।

৫. কূটদন্ত সুত্ত : এই সূত্রে নিষ্কাম যজ্ঞকর্মের ১৬ প্রকার উপকরণ এবং ৩ প্রকার যজ্ঞবিধি সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও বুদ্ধ ১০ প্রকার বিশেষ যজ্ঞের কথা বলিয়াছেন যাহাদের প্রত্যেকটি পূর্ববর্তী অপেক্ষা মহাফলদায়ী ও প্রভাবসম্পন্ন। সেই ১০টি যজ্ঞ নিম্নরূপ :

১. শীলবান প্রব্রজিতকে নিত্য দান করা অনুকূল যজ্ঞ।

২. চতুর্দিকস্থ সংঘের উদ্দেশ্যে বিহার দান করা অনুকূল যজ্ঞ।
৩. প্রসন্নচিত্তে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করা অনুকূল যজ্ঞ।
৪. প্রসন্নচিত্তে পঞ্চশীল গ্রহণ ও পালন অনুকূল যজ্ঞ।
৫. নিরন্তর অন্তর্মুখী সাধনার দ্বারা প্রথম ধ্যান লাভ করা অনুকূল যজ্ঞ।
৬. ওইভাবে দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করা অনুকূল যজ্ঞ।
৭. ওইভাবে তৃতীয় ধ্যান লাভ করা অনুকূল যজ্ঞ।
৮. ওইভাবে চতুর্থ ধ্যান লাভ করা অনুকূল যজ্ঞ।
৯. ওইভাবে জ্ঞানদর্শন লাভ করা অনুকূল যজ্ঞ।
১০. ওইভাবে আসবক্ষয়জ্ঞান লাভ করা অনুকূল যজ্ঞ।

এই শেষোক্ত যজ্ঞ হইতে উন্নততর ও শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ আর নাই। কারণ ইহার দ্বারাই সাধক অজর-অমর-নির্বাণসুখ লাভ করিতে পারে।

৬. মহালি সুত্ত : লিচ্ছবি মহালি বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন যে কেবল দিব্যচক্ষু ও দিব্যশ্রোত্র লাভ করাই ভিক্ষুদের লক্ষ্য কি না। বুদ্ধ ইহা অস্বীকার করিয়া বলেন যে, অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণের দ্বারা নবলোকোত্তর[১] ধর্ম লাভ করাই ভিক্ষুদের আসল লক্ষ্য।

৭. জালিয় সুত্ত : এই সূত্রের অনেকটাই শ্রামণ্যফল সূত্রের সদৃশ। মুণ্ডিয় পরিব্রাজক এবং দারুপাত্রিকের শিষ্য জালিয় পরিব্রাজক বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন না ভিন্ন ভিন্ন। বুদ্ধ তাহাদিগকে অনেক ধর্মোপদেশ (শ্রামণ্যফল সূত্রের ন্যায়) প্রদান করিয়া শেষে বলিয়াছিলেন যে যাহাদের কর্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে এবং যাহারা অর্হৎ হইয়াছে তাহারা কখনো জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন না ভিন্ন ভিন্ন এই প্রশ্ন লইয়া মিথ্যা সময় নষ্ট করে না।

৮. মহাসীহনাদ সুত্ত : ইহাতে বুদ্ধ অচেলক (নগ্ন) পরিব্রাজক কাশ্যপকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, শরীরকে নিগৃহীত করিয়া তপশ্চর্যা করা নিরর্থক। ইতিপূর্বে কাশ্যপের তাহাই ধারণা ছিল যে, শরীর নির্যাতক বিবিধ তপশ্চর্যাই যথার্থ শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য। বুদ্ধের মতে শীল-চিত্ত-সমাধিরূপ অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাধনাই হইতেছে প্রকৃত শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য। বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া কাশ্যপ বুদ্ধের শরণাগত হন।

৯. পোট্‌ঠপাদ সুত্ত : পরিব্রাজক পোট্‌ঠপাদ বুদ্ধকে ১০টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১। নবলোকোত্তর ধর্ম : স্রোতাপত্তিমার্গ ও ফল, সকৃদাগামীমার্গ ও ফল, অনাগামীমার্গ ও ফল, অর্হত্ত্বমার্গ ও ফল এবং নির্বাণ।

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সেই ১০টি প্রশ্ন বুদ্ধের ভাষায় 'অব্যাকৃত'। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন ওই সব প্রশ্ন নিরর্থক, কারণ ঐগুলি সর্বোচ্চ ব্রহ্মচর্য ও নির্বাণ লাভের অনুকূল নহে। বুদ্ধগণ নিরর্থক প্রশ্নের উত্তর দেন না। তাই তিনি ওই প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করেন নাই। সেই প্রশ্নগুলি হইল :

১. লোক শাশ্বত?
২. লোক অশাশ্বত?
৩. লোক অন্তবান?
৪. লোক অনন্তবান?
৫. যেই জীবাত্মা সেই শরীর?
৬. জীবাত্মা অন্য শরীর অন্য?
৭. মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন?
৮. মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না?
৯. মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন, নাও থাকেন?
১০. মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না, না থাকেনও না?

১০. সুভ সুত্ত : বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তোদেয়্যপুত্র সুভ আনন্দ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আনন্দ প্রত্যুত্তরে বুদ্ধোপদিষ্ট আর্য-শীলস্কন্ধ, আর্য-সমাধিস্কন্ধ এবং আর্য-প্রজ্ঞাস্কন্ধ বিষয়ে সম্যকভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

১১. কেবট্ট সুত্ত : একসময় ভগবান নালন্দা-সমীপে পাবারিক-আম্রবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে গৃহপতিপুত্র কেবট্ট ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ভন্তে, এই নালন্দা ঐশ্বর্য সম্পন্ন, বহু জনাকীর্ণ আর ভগবানের প্রতি অতিপ্রসন্ন। ভন্তে ভগবান, আপনি নালন্দায় অলৌকিক বিভূতি প্রদর্শনের জন্য কোনো ভিক্ষুকে নির্দেশ প্রদান করিলে ভালো হয়, ইহাতে নালন্দাবাসীরা ভগবানের প্রতি অত্যধিক অভিপ্রসন্ন হইবে।' ইহার উত্তরে ভগবান তিন প্রকার প্রতিহার্যের (অলৌকিক বিভূতি) কথা ব্যক্ত করেন—ঋদ্ধি-প্রতিহার্য, আদেশনা-প্রতিহার্য এবং অনুশাসনী-প্রতিহার্য। এইগুলির মধ্যে ঋদ্ধি-প্রতিহার্য গান্ধারীবিদ্যার দ্বারা এবং আদেশনা-প্রতিহার্য মণিকাবিদ্যার দ্বারাও প্রদর্শিত হইতে পারে। সেইজন্য ওই দুই প্রকার প্রতিহার্য অকিঞ্চিৎকর, নগণ্য। অনুশাসনী-প্রতিহার্যই সর্বোত্তম, কারণ ইহার দ্বারা অনুক্রমে সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

১২. লোহিচ্চ সুত্ত : ইহাতে ভগবান লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদিত করিয়া নিন্দনীয় ও অনিন্দনীয় শাস্তা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন।

বুদ্ধের মতে নিন্দনীয় শাস্তা তিন প্রকারের; যেমন :

১. যিনি নিজের অলব্ধ গুণ লাভের জন্য অন্যকে উপদেশ দেন, অথচ তাহারা মনোযোগী হয় না।

২. যিনি নিজের অলব্ধ গুণ লাভের জন্য অন্যকে উপদেশ দেন, এবং তাহারা মনোযোগী হয়।

৩. যিনি নিজের লব্ধ গুণ লাভের জন্য অন্যকে উপদেশ দেন, অথচ তাহারা অমনোযোগী হয়।

অনিন্দনীয় শাস্তা তিনিই যিনি অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, যাঁহার ধর্মে শ্রাবকগণ বিদ্যাচরণসম্পন্ন হইয়া বিহার করেন।

১৩. তেবিজ্জ সুত্ত : একদিন বাসেট্‌ঠ ও ভারদ্বাজ নামে দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে তর্ক হয়—কী উপায়ে ব্রহ্মার সহিত মিলিত হওয়া যাইতে পারে। ইহার সুমীমাংসার জন্য উভয়ে বুদ্ধের নিকট গমন করেন। বুদ্ধ নানা যুক্তি দিয়া প্রমাণ করেন যে ব্রাহ্মণগণ ওই বিষয়ে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। এমনকি ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণও পঞ্চ কামগুণে আসক্ত বলিয়া ব্রাহ্মণ-করণীয় ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। অতএব তাঁহারাও ওই মার্গ সম্বন্ধে শিক্ষাদানের অযোগ্য। অবশেষে ব্রাহ্মণ বাসেট্‌ঠের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া বুদ্ধ ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবার যথার্থ মার্গ ব্যাখ্যা করেন। তাহা হইতেছে চারি ব্রহ্মবিহার—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা।

খ. মহাবগ্‌গ

১৪. মহাপদান সুত্ত : ভিক্ষুগণের অনুরোধে বুদ্ধ তাঁহার পূর্বজন্ম এবং তৎপূর্ববর্তী ছয়জন বুদ্ধের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। ওই ছয়জন বুদ্ধ হইতেছেন বিপস্‌সী, সিখী, বেস্‌সভু, ককুসন্ধ, কোণাগমন এবং কস্‌সপ। ওই সকল বুদ্ধগণের জাতি, বংশ, আয়ু, বোধিবৃক্ষ, প্রধান শিষ্যগণ, পরিষদ, সেবক, মাতা, পিতা, জন্মস্থান ইত্যাদি এই সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

১৫. মহানিদান সুত্ত : ইহাতে বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণ-নীতি বর্ণিত হইয়াছে। আত্মা সম্বন্ধে মিথ্যাদৃষ্টিও ইহাতে খণ্ডন করা হইয়াছে।

১৬. মহাপরিনির্বাণ সুত্ত : ইহা দীর্ঘতম সূত্র। ইহাতে বুদ্ধের অন্তিম যাত্রা বর্ণিত হইয়াছে কীভাবে তিনি রাজগৃহ হইতে যাত্রা করিয়া ক্রমশ নালন্দা, কোটিগ্রাম, বৈশালী, ভোগনগর, পাবা হইয়া কুশীনগরে যাইয়া মল্লদের শালবনে যমজ-শালবৃক্ষের মধ্যস্থানে মহাপরিনির্বাণে নির্বাপিত হন। পথিমধ্যে তিনি বহু বিষয়ে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। কীভাবে বুদ্ধের

শরীরের দাহক্রিয়া হয় এবং কীভাবে বুদ্ধের অস্থিধাতু প্রার্থীগণের মধ্যে বণ্টিত হয় সমস্ত বর্ণনা এই সূত্রে আছে।

১৭. মহাসুদস্‌সন সুত্ত : কুশীনগরে মহাপরিনির্বাণ শয্যায় শায়িত অবস্থায় বুদ্ধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন কেন তিনি তাঁহার পরিনির্বাণের জন্য কুশীনগরকে বাছিয়া লইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে অতীতের ঘটনা ব্যক্ত করেন। অতীতে যখন রাজা মহাসুদর্শন রাজত্ব করিতেছিলেন তখন এই কুশীনগরের নাম ছিল কুশাবতী যাহা অত্যন্ত বিস্তীর্ণ, সমৃদ্ধ এবং বৈভবসম্পন্ন ছিল। কুশাবতীর রাজা মহাসুদস্‌সন ছিলেন সপ্তরত্ন-সমন্বিত চক্রবর্তী রাজা। গৌতম বুদ্ধই অতীতে রাজা মহাসুদর্শন ছিলেন।

১৮. জনবসভ সুত্ত : মগধরাজ বিম্বিসার বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন বলিয়া মৃত্যুর পর তাঁহার অপায়গতি হয় নাই। তিনি সাতবার জনবসভ নামক যক্ষ হইয়া বৈশ্রবণ মহারাজের মিত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং অদূর ভবিষ্যতে সকৃদাগামী হইবার জন্য আশান্বিত। যক্ষ জনবসভ বুদ্ধের নিকট আরও বর্ণনা করিয়াছিলেন যে, বুদ্ধের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করার ফলে অসংখ্য ব্যক্তি দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। ব্রহ্মা সনৎকুমার ঘোষণা করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র মগধবাসী চব্বিশ লক্ষেরও অধিক পরিচারক মারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্রোতাপন্ন হইয়াছে এবং তাহারা নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।

১৯. মহাগোবিন্দ সুত্ত : একদিন রাত্রে গন্ধর্বপুত্র পঞ্চশিখ বুদ্ধের নিকট আসিয়া বলেন যে তিনি তাবতিংস দেবগণের মুখে পণ্ডিত মহাগোবিন্দের কথা শুনিয়াছেন। মহাগোবিন্দ গৃহী হইয়াও ছিলেন মহাযোগী। একদিন তিনি ঘৃণ্য সংসার-জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া প্রব্রজিত হন। তাঁহার সঙ্গে আরও কয়েক সহস্র লোক প্রব্রজিত হন। মহাগোবিন্দ একে একে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষাযুক্ত চিত্তের দ্বারা সর্বদিক আপ্লুত করিয়া নিজের শিষ্যগণকে ব্রহ্মালোকপ্রাপ্তির মার্গ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে গুণানুসারে কেহ কেহ ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, কেহ বা পরনির্মিতবশবর্তী দেবলোকে, কেহ বা নির্মাণরতি, তুষিত, যাম, তাবতিংস অথবা চতুর্মহারাজিক দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। একেবারে যাঁহারা নিকৃষ্ট তাহারাও গন্ধর্বলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

এইভাবে সকল কুলপুত্রের প্রব্রজ্যাগ্রহণ সার্থক হইয়াছিল। বর্তমান গৌতম বুদ্ধই অতীতের সেই জন্মে মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

২০. মহাসময় সুত্ত : একসময় ভগবান কপিলবাস্তুর মহাবনে পাঁচশত

অর্হৎ ভিক্ষুদের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় ভগবানের দর্শনার্থে দশ লোকধাতু হইতে অনেক দেবতা এবং চারি শুদ্ধাবাস দেবলোক হইতেও অনেক দেবতা আসিয়াছিলেন। ভগবান ভিক্ষুদের নিকট সকল দেবতাদের পরিচয় দিলেন। যখন ইন্দ্র এবং ব্রহ্মা অন্য দেবগণের সহিত আসিলেন, সসৈন্যে মারও ছদ্মবেশে সেখানে উপস্থিত হইল। ভগবান মার সেনার আগমনের কথা জানাইয়া ভিক্ষুদের সাবধান করিয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ বীর্যপূর্বক স্মৃতিমান হইলেন। মারসেনা তাঁহাদের কোনো ক্ষতিই করিতে পারিল না।

২১. সক্কপঞ্ঞ্হ সুত্ত : দেবরাজ শক্র (=ইন্দ্র) বুদ্ধের নিকট আসিয়া ১০টি প্রশ্ন করিয়া সত্য জানিতে পারিলেন যে, যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। (যং কিঞ্চি সমুদযধম্মং সব্বং তং নিরোধধম্মং)।

২২. মহাসতিপট্ঠান সুত্ত : এখানে ৪ প্রকার স্মৃতিপ্রস্থানের (ধ্যানের) কথা বলা হইয়াছে। যেমন কায়-স্মৃতিপ্রস্থান (ভিক্খু কায়ে কায়ানুপস্সী বিহরতি), বেদনা-স্মৃতিপ্রস্থান (ভিক্খু বেদনায় বেদনানুদপস্সী বিহরতি), চিত্ত-স্মৃতিপ্রস্থান (ভিক্খু চিত্তে চিত্তানুপস্সী বিহরতি) এবং ধর্ম-স্মৃতি-প্রস্থান (ভিক্খু ধম্মে ধম্মানুপস্সী বিহরতি)। এই ৪ স্মৃতিপ্রস্থানই সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির একমাত্র উপায়। এই প্রসঙ্গে ৪ আর্যসত্যও এখানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

২৩. পায়াসি সুত্ত : রাজা পায়াসি অত্যন্ত মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ ছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে পরলোক বলিয়া কিছুই নাই এবং সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের কোনো ফল নাই। পণ্ডিত স্থবির কুমারকাশ্যপ অনেক উপমার সাহায্যে রাজার ওই সকল মিথ্যাদৃষ্টি দূর করিয়াছিলেন। পায়াসি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাগত হইয়াছিলেন।

এই সূত্রে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, দান দিতে হইলে শ্রদ্ধাপূর্বক নিজের হাতে উত্তম চিত্তে দান করিতে হইবে।

গ. পাথিক-বগ্গ :

২৪. পাথিক সুত্ত (মতান্তরে পাটিক সুত্ত) **:** এই সূত্রে জগৎ-সৃষ্টি সম্বন্ধে বুদ্ধের মতামত জানা যায়। বুদ্ধ বলিয়াছেন, একসময় আসে যখন জগতের প্রলয় হয়। সেই সময় আভাস্বর যোনিতে জাত প্রাণীগণ মনোময়, প্রীতিভোজী, স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষগামী, এবং শুভস্থায়ী হইয়া চিরকাল অবস্থান করেন। বহুকাল পরে আবার জগতের সৃষ্টি হয়। সেই সময় শূন্যে ব্রহ্মবিমান প্রকট হয়। তখন আভাস্বর দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া কোনো প্রাণী এই

ব্রহ্মবিমানে উৎপন্ন হন। তিনিও মনোময়, প্রীতিভোজী, স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষগামী এবং শুভস্থায়ী হইয়া বহুকাল সেখানে অবস্থান করেন। কিন্তু বহুকাল নির্জনতা অসহনীয় হওয়ায় তিনি দ্বিতীয় কোনো সত্ত্বের আগমন প্রার্থনা করেন। তখন আয়ু বা পুণ্যক্ষয় হইলে অন্য কোনো সত্ত্ব আভাস্বর দেবলোক হইতে উক্ত বিমানে উৎপন্ন হন। তিনিও মনোময়, প্রীতিভোজী, অন্তরীক্ষগামী এবং শুভস্থায়ী হইয়া বহুকাল সেখানে অবস্থান করেন।

তখন শূন্য ব্রহ্মবিমানে প্রথমে উৎপন্ন সত্ত্ব মনে করেন : 'আমিই ব্রহ্মা, ঈশ্বর, কর্তা এবং নির্মাতা, আমার ইচ্ছাতেই দ্বিতীয় সত্ত্ব এখানে উৎপন্ন হইয়াছে।' দ্বিতীয় সত্ত্বও মনে করেন : 'ইনিই ব্রহ্মা, ঈশ্বর, কর্তা এবং নির্মাতা, কারণ ইনি আমার পূর্বেই এখানে উৎপন্ন হইয়াছেন।' ইহার পরে পরে যাহারা উৎপন্ন হইয়াছেন তাঁহারাও মনে করেন : 'যিনি প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছেন তিনিই ব্রহ্মা, ঈশ্বর, কর্তা এবং নির্মাতা—অতএব তিনি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত এবং অবিপরিণামধর্মী আর আমরা সকলে অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ু এবং মরণধর্মী।' এইভাবে কোনো কোনো সত্ত্ব ক্রীড়াপ্রদোষিক, মনোপ্রদোষিক অথবা অধীত্যসমুৎপন্নক দেবতাদের নিজেদের পূর্বপুরুষরূপে ঘোষণা করেন।

বুদ্ধের মতে ওই সত্ত্বগণ লোকসমূহের অগ্রাবস্থা সম্বন্ধে যাহা ব্যক্ত করেন তাহা যথার্থ নহে। তিনি নিজের প্রজ্ঞার দ্বারা জানেন লোকসমূহের যথার্থ অগ্র অবস্থা কী। তিনি সর্বজ্ঞ বলিয়া সমস্ত কিছু তাঁহার জ্ঞাত। কিন্তু তিনি তাহার প্রতি আসক্তি উৎপন্ন করেন না। তিনি অনাসক্ত থাকিয়া নিজের ভিতের মুক্তির অনুভব করেন যাহার দ্বারা সমস্ত কিছু জানিয়া তিনি (তথাগত) কখনো দুঃখভোগ করেন না। তৎপর তিনি বলেন, কেহ কেহ আমার সম্বন্ধে মিথ্যা দোষ আরোপ করিয়া থাকে যে যে সময় শুভ-বিমোক্ষ উৎপন্ন করিয়া যোগী বিহার করেন তখন তিনি প্রজ্ঞা দ্বারা সমস্ত কিছুর মধ্যে অশুভই দেখেন। বস্তুত তিনি কখনো এইরূপ বলেন নাই। তাঁহার বক্তব্য হইতেছে এই যে, শুভ-বিমোক্ষ উৎপন্ন করিয়া যোগী ওই সময় প্রজ্ঞা দ্বারা সমস্ত কিছুর মধ্যে শুধু শুভই দেখিয়া থাকেন।

শেষে বুদ্ধ বলিয়াছেন যে, অন্য মতাবলম্বী, অন্য বিচারসম্পন্ন, অন্য রুচিসম্পন্ন, অন্য আচার্যসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে শুভ-বিমোক্ষ উৎপন্ন করিয়া বিহার করা দুষ্কর।

২৫. উদুম্বরিক সুত্ত : রাজগৃহের উদুম্বরিকা উদ্যানে বুদ্ধের সহিত পরিব্রাজক নিগ্রোধের দুই প্রকার তপশ্চর্যা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। বুদ্ধ

বলিয়াছেন, যদি কোনো তপস্বী নিজের তপস্যার কারণে মনের মধ্যে অহংকার, ঈর্ষা, মাৎসর্যাদি বিকৃতি জাগায় এবং নিজের মতবাদের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখে, সেই তপস্বীর চিত্ত ক্লেশমুক্ত হইতে পারে না, বরং তাহার চিত্তের উপক্লেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যিনি তদ্বিপরীত আচরণ করেন তিনি পরিশুদ্ধই থাকেন। কিন্তু তদপেক্ষাও যে প্রশংসনীয় ও সার্থক তপ আছে সেই বিষয়ে বুদ্ধ ব্যক্ত করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জীবহিংসা, চৌর্য, মিথ্যাভাষণ ও পঞ্চ কামগুণ ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া ব্রহ্মচর্য পালন করেন এবং স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানের দ্বারা পঞ্চনীবরণ হইতে চিত্তকে মুক্ত করিয়া মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষাযুক্ত চিত্তের দ্বারা সর্বদিকে বিচরণ করেন তিনি ক্রমশ পূর্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান লাভ করেন, দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি বিষয়ে অবগত হন এবং আরও উচ্চতর তপের দ্বারা আসবক্ষয়-জ্ঞান লাভ করেন। এই জ্ঞান লাভের জন্য যে তপশ্চর্যার প্রয়োজন তাহা বুদ্ধ শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং ওই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে কাহাকেও ধর্মান্তরিত হইতে হইবে না, নিজের পূর্বগুরুকে ত্যাগ করিতে হইবে না... ।

২৬. চক্কবত্তি সুত্ত : এই সূত্রে দৃঢ়নেমি নামক চক্রবর্তী রাজার কথা বলা হইয়াছে। সপ্তরত্নসমন্বিত এই রাজা বিনা দণ্ডে, বিনা শস্ত্রে পৃথিবী শাসন করিতেন। তারপর বার্ধক্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া প্রব্রজিত হন। রাজকুমারও ধর্মানুসারে রাজ্যশাসন করিয়া চক্রবর্তী রাজা হন। তাঁহার পরে আরও ছয় জন শাসক চক্রবর্তী রাজা হইয়া ধর্মোপায়ে রাজ্য শাসন করিয়া চক্রবর্তীব্রত পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু তারপর ক্রমশ অনাচার শুরু হয়, সদাচার লুপ্ত হইতে থাকে। প্রাণীহত্যা, চৌর্য, কামে ব্যভিচার, মৃষাভাষণ ইত্যাদি অনাচারে পৃথিবী পূর্ণ হয়। ইহার পরে আবার ক্রমশ অবস্থার পরিবর্তন হইবে। লোকেদের মনে আবার সদাচার বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। ভবিষ্যতে এই জম্বুদ্বীপ আবার সমৃদ্ধ হইবে। তখন আবার শঙ্খ নামক চক্রবর্তী রাজা উৎপন্ন হইয়া ধর্মোপায়ে রাজ্য শাসন করিবেন। পৃথিবীতে তখন মৈত্রেয় নামক সমুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন। আবার পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

২৭. অগ্‌গঞ্‌ঞ সুত্ত : পাটিক সুত্তের সহিত অনেকাংশে এই সূত্রের মিল আছে। জগতের প্রথমে উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহাতেও আলোচনা আছে। এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণের কথা বলা হইয়াছে। বুদ্ধের মতে কেবলমাত্র জন্মের দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব দাবি করিতে পারে না। চারি বর্ণের মধ্যে যে ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব, ব্রহ্মচারী, কৃতকৃত্য, ভারমুক্ত,

পরমার্থপ্রাপ্ত, ভববন্ধনমুক্ত তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

২৮. সম্পসাদনীয় সুত্ত : এখানে বুদ্ধের সঙ্গে সারিপুত্রের কথোপকথন আছে। সারিপুত্র বলিয়াছেন যে সম্বোধিজ্ঞানে বুদ্ধের অপেক্ষা শ্রেয় আর কেহই ছিলেন না, হবেন না এবং বর্তমানেও নাই। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে অতীতের বুদ্ধগণকে না জানিয়া কী করিয়া সারিপুত্র ওই সমাধানে আসিলেন। উত্তরে সারিপুত্র বলিয়াছিলেন, ভন্তে, ভগবান অতীতকালের বুদ্ধগণও পঞ্চ নীবরণ দূর করিয়া, প্রজ্ঞাদ্বারা চিত্তমল দূর করিয়া, চারি স্মৃতিপ্রস্থানের দ্বারা চিত্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, সপ্ত বোধ্যঙ্গকে যথাযথভাবে ভাবনা করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভবিষ্যৎকালের বুদ্ধগণও তদ্রূপভাবে সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইবেন। আর আপনি ভগবানও এইভাবেই সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছেন... ।

সারিপুত্র এইভাবে ভগবানের সম্মুখে নিজের সম্প্রসাদ (শ্রদ্ধাভাব) ব্যক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া এই সূত্রের নাম দেওয়া হইয়াছে সম্পসাদনীয় সুত্ত।

২৯. পাসাদিক সুত্ত : নির্গ্রন্থ নাতপুত্তের মৃত্যু হইলে তাঁহার ধর্মবিষয় লইয়া শিষ্যদের মধ্যে বিবাদ এবং বাগ্‌যুদ্ধ সুরু হইয়া গিয়াছিল। তাই ভগবান বলিয়াছেন যে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম সুব্যাখ্যাত, দুঃখোপশমকারী, শান্তিপ্রদ, তাঁহার এবং তাঁহার শিষ্যদের ব্রহ্মচর্য সর্বতো পরিপূর্ণ অর্থাৎ সমৃদ্ধ, উন্নত, বিস্তারিত, প্রসিদ্ধ, বিশাল এবং দেবমনুষ্যগণের মধ্যে সুপ্রকাশিত। তাঁহার ধর্মের মূল বিষয় হইতেছে : ৪ স্মৃতি-প্রস্থান, ৪ সম্যক প্রধান, ৪ ঋদ্ধিপাদ, ৫ ইন্দ্রিয়, ৫ বল, ৭ বোধ্যঙ্গ এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। তাঁহার ধর্মোপদেশ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়ের আসবসমূহের সংবর ও বিনাশের জন্য। এতদ্ব্যতীত ভিক্ষুদের জন্য আরও বিবিধ ধর্মোপদেশ এই সূত্রে আছে। আরও বলা হইয়াছে যে, যে ভিক্ষু অর্হৎ ক্ষীণাসব হইয়াছেন তিনি ৯ প্রকার পাপকর্ম সম্পাদন হইতে বিরত থাকেন, যেমন সজ্ঞানে প্রাণীহত্যা, চৌর্য, মৈথুন সেবন, মৃষাভাষণ, গৃহস্থ থাকাকালীন সংসারের যাবতীয় ভোগের কথা চিন্তন, রাগাসক্ত হওয়া, দ্বেষাসক্ত হওয়া, মোহাসক্ত হওয়া এবং কোনো কারণে ভয়ভীত হওয়া।

৩০. লক্‌খণ সুত্ত : এই সূত্রে ৩২ প্রকার মহাপুরুষলক্ষণ সম্বন্ধে বুদ্ধের উপদেশ আছে। সেই সকল মহাপুরুষ লক্ষণ থাকিলে ব্যক্তি গৃহী থাকিলে চক্রবর্তী রাজা হইয়া বিনা দণ্ডে, বিনা শস্ত্রে সসাগরা ধরিত্রীকে শাসন করিবেন। আর যদি প্রব্রজিত হন তাহা হইলে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়া বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় ধর্ম প্রচার করিবেন।

৩১. সিঙ্গালোবাদ সুত্ত : এই সূত্রকে এক কথায় বলা যায় 'গৃহীবিনয়', ভগবান বুদ্ধ শুধুমাত্র যে প্রব্রজিতদের জন্য ধর্মোপদেশ দিয়াছেন তাহা নহে, গৃহীদের জন্যও তিনি পৃথকভাবে বহু ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ এই 'সিঙ্গালোবাদ সুত্ত'। সিঙ্গালক গৃহপতি প্রত্যহ স্নানান্তে ছয় দিক প্রণাম করিতেন। বুদ্ধ সিঙ্গালককে শিক্ষাদানাবসরে বলিয়াছেন যে, ছয় দিক বলিতে বুঝায় : পূর্বদিক = মাতাপিতা, দক্ষিণদিক = আচার্য-শিক্ষাগুরু, পশ্চিমদিক = স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, উত্তরদিক = মিত্রামাত্য, অধোদিক = দাস-দাসী-ভৃত্য এবং ঊর্ধ্বদিক = শ্রমণ-ব্রাহ্মণ। গৃহীজীবন সুন্দরভাবে যাপন করিতে হইলে এই ছয় দিকের ব্যক্তিগণ পরস্পরের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করিবেন তাহা এই সূত্রে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

৩২. আটানাটিয়া সুত্ত : একদিন রাত্রিবেলায় চতুর্দিকের দিকপাল মহারাজগণ (কুবের, ধৃতরাষ্ট্র, বিরূঢ়ক, বিরূপাক্ষ) সপারিষদ বুদ্ধের নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ভন্তে ভগবান, অনেক বড় বড় যক্ষ আছেন যাঁহারা আপনার ধর্মোপদেশ মানেন না। আপনার বচনের প্রতি অপ্রসন্ন। কিন্তু আপনার গৃহী ও প্রব্রজিত শ্রাবকগণ (ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা) বনে-জঙ্গলে একান্তবাস করেন ধ্যানসাধনার জন্য। তাঁহাদের নিরাপত্তার জন্য আমরা 'আটানাটিয় পরিত্ত' ভগবানের অনুমোদনার্থে বলিতেছি।" ইহার পর বৈশ্রবণ কুবের 'আটানাটিয় পরিত্ত' দেশনা করিয়া বুদ্ধের অনুমোদন লাভ করিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রাতঃকালে ভগবান ভিক্ষুদের সম্বোধন করিয়া সেই আটানাটিয় পরিত্ত দেশনা করিয়া বলিলেন যে, এই 'পরিত্ত' ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা সকলকেই যক্ষাদির ভয় হইতে পরিত্রাণ করিবে। তোমরা ইহা ধারণ করো।

৩৩. সঙ্গীতি সুত্ত : এই সূত্র পাবা-নগরীতে উপদিষ্ট হইয়াছে। মুখ্যত ধর্মসেনাপতি সারিপুত্রই এই সূত্রের প্রবক্তা। পাবাতে তখন নির্গ্রন্থ নাতপুত্র কালগত হইয়াছেন। তাঁহার প্রয়াণের অব্যবহিত পরেই তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়। একে অন্যকে দোষারোপ করিতে থাকে। কেহ বলে 'আমি যাহা জানি তাহাই উত্তম', অন্যজন বলে 'আমি যাহা জানি তাহাই উত্তম, তোমারটা হীন'—এইভাবে নির্গ্রন্থ নাতপুত্রের শিষ্যগণ বহুধা বিভক্ত হইয়া গেল। ইহার কারণ ব্যক্ত করিতে যাইয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্র বলিতেছেন, 'নাতপুত্র দ্বারা প্রতিপাদিত ধর্ম দুরাখ্যাত, দুষ্প্রবেদিত, অনৈর্বাণিক, অনুপশম-সংবর্তনিক, অসম্যকসম্বুদ্ধ-প্রবেদিত, প্রতিষ্ঠারহিত ও আশ্রয়রহিত। তাই শিষ্যরা কেহই সংযম, সদাচার, ইত্যাদি শিক্ষা করিতে

পারে নাই। পরিণামস্বরূপ তাহারা কলহ-বিবাদাপন্ন।' কিন্তু ভগবান বুদ্ধের ধর্ম তাদৃশ নহে। বুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে ব্যক্ত করিতে যাইয়া সারিপুত্র বলিতেছেন, 'ভগবান দ্বারা প্রবর্তিত ধর্ম সু-আখ্যাত (উত্তমরূপে ব্যক্ত) সু-প্রবেদিত (সু-প্রকটিত), নৈর্বাণিক (দুঃখের পরপারে লইয়া যাইতে সক্ষম), উপশম-সংবর্তনিক (শান্তিদায়ক), সম্যকসম্বুদ্ধ প্রবেদিত। অতএব, ইহাকে সকলে সমানভাবে ধারণ করিবেন, সঙ্গায়ন করিবেন, ইহাতে ব্রহ্মচর্য চিরস্থায়ী হইবে, বহু দেবমনুষ্যের হিতসুখ হইবে।' তারপর সারিপুত্র ভগবানের ধর্মবাণীকে এক সংখ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া দশ সংখ্যাতে বর্গীকৃত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই ধর্মবাণী সাধারণ কাহারও দ্বারা উপদিষ্ট হয় নাই। যিনি ইহা প্রকাশ করিয়াছেন তিনি স্বয়ং অর্হন্ত-অবস্থাপ্রাপ্ত এবং সম্যকসম্বুদ্ধ।

৩৪. দসুত্তর সুত্ত : একসময় ভগবান বিশাল ভিক্ষুসংঘ লইয়া চম্পা নগরীর গর্গরা পুষ্করিণী তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। সেখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া এই 'দসুত্তর' (= দশোত্তর, অর্থাৎ দশের অধিক) সূত্র দেশনা করিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহারা সর্ব উপক্লেশমুক্ত হইয়া নিজ নিজ দুঃখের অন্তসাধন করিয়া নির্বাণ লাভ করিতে পারেন।

আয়ুষ্মান সারিপুত্র প্রজ্ঞাপ্ত করিয়াছেন দশোত্তর ধর্মের মধ্যে কোনো কোনো ধর্ম উপকারক, ভাবনীয় পরিজ্ঞেয়, প্রহাতব্য, হানভাগীয়, বিশেষভাগীয়, দুষ্প্রতিবেধ্য, অভিজ্ঞেয় অথবা স্বয়ং উপলব্ধব্য।

শেষে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন সমস্তই বুদ্ধবচন। সম্যকসম্বুদ্ধের বচন, তাহার স্বকীয় কোনো কিছু নহে।

দীর্ঘনিকায়ের ৩৪টি সূত্র আলোচনা করিয়া আমরা দেখিলাম যে, ভগবান বুদ্ধের ধর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এই দীর্ঘনিকায় গ্রন্থেই রহিয়াছে। কী করিয়া মানুষ দুঃখমুক্ত হইয়া বাস্তবিক শান্তি লাভ করিতে পারে তৎসম্বন্ধে এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। তবে দীর্ঘনিকায়ের বক্তব্য বিষয় গুরুগম্ভীর ভাষায় ব্যক্ত হওয়াতে সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা সুখগ্রাহ্য হইতে পারে না। ইহাতে প্রবেশ করিতে হইতে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষের প্রয়োজন। বুদ্ধের ধর্ম বিজ্ঞজন-জ্ঞাতব্য বলা হইয়াছে। এখানে 'বিজ্ঞজন' বলিতে বুঝাইয়াছে যাঁহারা অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করিয়া সাধনায় পরিপক্ব

হইয়াছেন।[১] 'সিঙ্গালোবাদ সুত্ত'কে বাদ দিলে অবশিষ্ট ৩৩টি সূত্রই বুদ্ধের দর্শন-বিষয়ক। আত্মা আছে কি নাই, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর আছেন কি নাই, বুদ্ধের নির্বাণ কী, কী করিয়া নির্বাণ লাভ করা যাইতে পারে—ইত্যাদি সকল প্রশ্নের সদুত্তর এই দীর্ঘনিকায়ে পাওয়া যাইবে।

ভিক্ষু শীলভদ্র সকলের ধন্যবাদার্হ। কারণ তিনিই অনেক আয়াস স্বীকার করিয়া সর্বপ্রথম বাংলাভাষায় এই দীর্ঘনিকায়ের অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন বহুকাল পূর্বে। এই গ্রন্থের গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া মহাবোধি বুক এজেন্সী ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ এক খণ্ডে প্রকাশিত করিতেছেন। কাজেই উক্ত এজেন্সীর স্বত্বাধিকারীগণ বাংলাভাষাভাষী পাঠকবৃন্দের ধন্যবাদার্হ। দীর্ঘনিকায়ের প্রথম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ আরও একজন পণ্ডিত ভিক্ষু করিয়াছিলেন কয়েক বৎসর পরে। তিনি হইতেছেন রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাথের তত্ত্ববারিধি, বিনয়বিশারদ (যিনি ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে মহাপরিনির্বাণ সূত্রের সমূল বঙ্গানুবাদ করিয়া পণ্ডিত সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অনুবাদ ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে রাজবিহার, রাজানগর, রাঙ্গুনিয়া, পূর্ব পাকিস্তান (এখন বাংলাদেশ) হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। অলমতিবিস্তরেণ।

ভবতু সব্বমঙ্গলং!

সুকোমল চৌধুরী

সংস্কৃত কলেজ
কলিকাতা
প্রবারণা পূর্ণিমা, ১৪০৪ (1997)
২৫৪১ বুদ্ধাব্দ

---

[১]। রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাথেরো এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'বুদ্ধবাণী অত্যন্ত গম্ভীর ও জটিল দার্শনিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ। বিশেষত আর্য না হইলে আর্যসত্য বুঝা ও বুঝান দুরূহ ব্যাপার।'

"নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স"

সূত্রপিটকে
দীর্ঘনিকায়
(প্রথম খণ্ড)

[শীলস্কন্ধ বর্গ]

ব্রহ্মজাল সূত্রের পূর্বাভাষ

ব্রহ্মজাল সূত্রের বিষয়বস্তু ভগবান বুদ্ধকর্তৃক বিবৃত হইবার কালে ভারতবর্ষের বহুবিধ দার্শনিক মতের অস্তিত্ব ছিল। উহাদের মধ্যে গুরুত্বের ক্রমানুসারে নির্বাচিত দ্বি-ষষ্ঠী প্রকার মত বর্তমান সূত্রে বর্ণিত ও খণ্ডিত হইয়াছে। উপনিষদসমূহ এবং ভারতীয় ষড়দর্শন নামে জ্ঞাত দর্শনসংগ্রহের মধ্যে উক্ত দার্শনিক মতসমূহের কোনো উল্লেখ না থাকিলেও একসময়ে উহাদের অস্তিত্ব এবং প্রভাব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই। বৌদ্ধ সাহিত্যে উহাদের প্রামাণিকতা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

'আত্মার অস্তিত্ব আছে কি না?' 'উহার স্বরূপ কী?' ইত্যাদি প্রকার প্রশ্নের সহিত উক্ত দ্বি-ষষ্ঠী সংখ্যক দার্শনিক মত-সংশ্লিষ্ট। বৌদ্ধধর্মে আত্মবাদের স্থান নাই এবং উক্ত দার্শনিক মতসমূহে 'আত্মার সম্বন্ধে যে-সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে ব্রহ্মজাল সূত্রে তাহা অগ্রাহ্য করা হইয়াছে; ওই সকল দৃষ্টি অজ্ঞ, অদর্শী, তৃষ্ণাগত, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের বেদনামাত্র, চিত্তচাঞ্চল্য মাত্র।' মধ্যমনিকায়ের অলগর্দোপম সূত্রে উক্ত হইয়াছে : 'এই যে দৃষ্টিস্থান—সে-ই জগৎ, সে-ই আত্মা, সে-ই আমি পরে হইব, নিত্য ধ্রুব শাশ্বত, অবিপরিণামী আমি চিরকাল একইরূপে থাকিব, তাহাও আমার নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে।' উক্ত নিকায়ের সর্বাসব সূত্রে কথিত হইয়াছে যে, 'পূর্বে সুদীর্ঘ অতীতে আমি ছিলাম অথবা না?' কীভাবে ছিলাম এবং পরে কী হইয়াছিলাম? আমি কি ভবিষ্যতে থাকিব অথবা না?

কীভাবে থাকিব? কী হইতে কী হইব? আমি এখন আছি কি নাই? আমার এই সত্তা কোথা হইতে আসিয়াছে? ইহা কোথায় যাইবে?' ইত্যাদি প্রশ্নসমূহকে প্রকৃত দার্শনিক সমস্যারূপে গ্রহণ করা যায় না।

১. ব্রহ্মজাল সূত্র

১.১. আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি, একসময় ভগবান পঞ্চশত ভিক্ষু-সমন্বিত সুবৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্তী রাজপথের উপর দিয়া চলিতেছিলেন। পরিব্রাজক সুপ্রিয়ও ব্রহ্মদত্ত নামক তরুণ বয়স্ক শিষ্যের সহিত রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্তী রাজপথের উপর দিয়া চলিতেছিলেন। ওই সময়ে পরিব্রাজক সুপ্রিয় নানা প্রকারে বুদ্ধের নিন্দা করিতেছিলেন, ধর্মের নিন্দা করিতেছিলেন, সংঘের নিন্দা করিতেছিলেন। কিন্তু সুপ্রিয়ের তরুণ শিষ্য ব্রহ্মদত্ত নানাপ্রকারে বুদ্ধের প্রশংসোক্তি করিতেছিলেন, ধর্মের প্রশংসোক্তি করিতেছিলেন, সংঘের প্রশংসোক্তি করিতেছিলেন। এইরূপে তাঁহারা আচার্য ও শিষ্য উভয়ে প্রত্যক্ষভাবে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধবাদী হইয়া ভগবান ও ভিক্ষুগণের পশ্চাদনুসরণ করিতেছিলেন।

২. তৎপরে ভগবান ভিক্ষুসংঘের সহিত অম্বলট্‌ঠিকা[১] নাম উদ্যানে স্থিত রাজকীয় ভবনে রাত্রিবাস করিলেন। পরিব্রাজক সুপ্রিয়ও তাঁহার তরুণ শিষ্য ব্রহ্মদত্তের সহিত ওই স্থানে রাত্রি যাপন করিলেন। ওই স্থানেও পরিব্রাজক সুপ্রিয় নানাপ্রকারে বুদ্ধের নিন্দোক্তি করিলেন, ধর্মের নিন্দোক্তি করিলেন, সংঘের নিন্দোক্তি করিলেন। কিন্তু সুপ্রিয়ের তরুণ শিষ্য ব্রহ্মদত্ত নানাপ্রকারে বুদ্ধের প্রশংসোক্তি করিলেন, ধর্মের প্রশংসোক্তি করিলেন, সংঘের প্রশংসোক্তি করিলেন। এইরূপে তাঁহারা, আচার্য ও শিষ্য উভয়ে, প্রত্যক্ষভাবে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধবাদী হইলেন।

৩. অনন্তর বহুসংখ্যক ভিক্ষু প্রত্যুষে গাত্রোত্থানপূর্বক মণ্ডলমালে[২] সম্মিলিত হইয়া উপবেশন করিলে তাঁহাদের মধ্যে কথোপকথন এইরূপ ধারা অবলম্বন করিল : 'কী আশ্চর্য, আবুসো, কী অদ্ভুত যে জ্ঞান ও দর্শনসম্পন্ন ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের নিকট মনুষ্যগণের প্রবৃত্তি যে কতরূপ বিভিন্ন

---

[১]। 'ক্ষুদ্র আম্রবৃক্ষ'। উক্ত নামধেয় উদ্যানের প্রবেশদ্বারে একটি ক্ষুদ্র আম্রবৃক্ষ ছিল বলিয়া উদ্যানের ওই নাম হইয়াছিল।

[২]। উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট বৃত্তাকার কক্ষ।

আকার ধারণ করিতে পারে তাহা সুপ্রতিবিদিত। এই পরিব্রাজক সুপ্রিয় অনেক প্রকারে বুদ্ধের নিন্দোক্তি করিতেছেন, ধর্মের নিন্দোক্তি করিতেছেন, সংঘের নিন্দোক্তি করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্য তরুণ ব্রহ্মদত্ত অনেক প্রকারে বুদ্ধের প্রশংসোক্তি করিতেছেন, ধর্মের প্রশংসোক্তি করিতেছেন, সংঘের প্রশংসোক্তি করিতেছেন। এইরূপে তাঁহারা, আচার্য ও শিষ্য উভয়ে, প্রত্যক্ষভাবে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধবাদী হইয়া ভগবান ও ভিক্ষুগণের পশ্চাদনুসরণ করিতেছেন।'

৪. অতঃপর ভগবান ভিক্ষুদিগের কথোপকথনের ধারা অবগত হইয়া মণ্ডলমালে গমন করিলেন এবং তথায় নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তৎপরে তিনি ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিলেন :

'এই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া তোমরা কী কথায় নিযুক্ত, তোমাদের কী আলোচনা বাধাপ্রাপ্ত হইল?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভিক্ষুগণ তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন।

৫. 'ভিক্ষুগণ, অপরে যদি আমার, কিম্বা ধর্মের, কিম্বা সংঘের নিন্দা করে, তজ্জন্য তোমরা দ্বেষাবিষ্ট হইও না, ক্ষুব্ধ হইও না, কুপিত হইও না। অপরে আমার, কিম্বা ধর্মের, কিম্বা সংঘের নিন্দা করিলে, যদি তোমরা কুপিত হও, অথবা হৃদয়ে আঘাত অনুভব করো, তাহা হইলে উহা তোমাদেরই পথে অন্তরায় হইবে। ভিক্ষুগণ, অপরে আমার, কিম্বা ধর্মের, কিম্বা সংঘের নিন্দা করিলে, যদি তোমরা কুপিত অথবা অসন্তুষ্ট হও, তাহা হইলে পরের বাক্য সুভাষিত কিংবা দুর্ভাষিত তাহা বিচার করিতে সক্ষম হইবে কি?'

'না, ভন্তে।'

'ভিক্ষুগণ, অপরে আমার, কিম্বা ধর্মের, কিম্বা সংঘের নিন্দা করিলে তোমরা এই বলিয়া অসত্যের অসত্যতা প্রতিপন্ন করিবে : 'এই কারণে ইহা অসত্য, এই কারণে ইহা মিথ্যা, আমাদিগের মধ্যে ইহার অস্তিত্ব নাই, আমাদিগের মধ্যে ইহা অবিদ্যমান।'

৬. 'কিন্তু, ভিক্ষুগণ, অপরে আমার, কিম্বা ধর্মের, কিম্বা সংঘের প্রশংসা করিলেও তোমরা সেজন্য আনন্দ, সৌমনস্য কিম্বা উল্লাসের প্রশ্রয় দিও না। তোমরা সেরূপ করিলে উহা তোমাদেরই পথে অন্তরায় হইবে। অপরে আমার, অথবা ধর্মের, অথবা সংঘের প্রশংসা করিলে তোমরা সত্যের সত্যতা স্বীকার করিবে এবং বলিবে : 'এই কারণে এরূপ হইয়াছে, এই কারণে ইহা সত্য, আমাদিগের মধ্যে ইহার অস্তিত্ব আছে, আমাদিগের মধ্যে ইহা বিদ্যমান।'

৭. ‘সংসারাসক্ত সাধারণ মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তন করিবার সময় তুচ্ছ, স্বল্পমূল্য শীল সম্বন্ধেই বলিয়া থাকে। যে তুচ্ছ, স্বল্পমূল্য শীলসমূহ তৎকর্তৃক কথিত হয়, উহা কী কী?

৮. ‘প্রাণাতিপাত পরিহার করিয়া উহা হইতে বিরত হইয়া শ্রমণ গৌতম দণ্ড ও শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি বিনয় ও দয়াশীলতার সহিত সর্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রী ও করুণা প্রণোদিত হইয়া বিচরণ করেন।’ সংসারাসক্ত সাধারণ মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ বলিয়া থাকে।

‘অদত্তের গ্রহণ পরিহারপূর্বক শ্রমণ গৌতম অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরত; যাহা দত্ত তাহা গ্রহণ করিয়া, দানের প্রতীক্ষা করিয়া সততা ও শুদ্ধচিত্তের সহিত তিনি বিচরণ করেন।’ সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ বলিয়া থাকে।

‘ইন্দ্রিয়পরায়ণতা পরিহারপূর্বক ব্রহ্মচারী শ্রমণ গৌতম পাপ হইতে দূরে অবস্থান করেন, তিনি ইতরসুলভ মৈথুন হইতে বিরত।’ সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ বলিয়া থাকে।

৯. ‘মৃষাবাদ পরিহারপূর্বক শ্রমণ গৌতম মিথ্যা ভাষণ হইতে বিরত; তিনি সত্যবাদী, তিনি সত্য হইতে কখনো ভ্রষ্ট হন না; তিনি দৃঢ়চিত্ত ও বিশ্বাসযোগ্য; তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে বিরত।’ সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ বলিয়া থাকে।

‘পিশুনবাক্য পরিহারপূর্বক শ্রমণ গৌতম উহা হইতে বিরত। তিনি এই স্থানে যাহা শ্রবণ করেন, এই স্থানের লোকের বিরুদ্ধে কলহ উৎপাদনের অভিসন্ধিতে তাহা অন্যত্র প্রকাশ করেন না; অন্যত্র যাহা শ্রবণ করেন, ওই স্থানের লোকের বিরুদ্ধে কলহ উৎপাদনের অভিসন্ধিতে তাহা এই স্থানে প্রকাশ করেন না। এইরূপে তিনি যাহারা ভিন্ন তাহাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠাতা, যাহারা মিত্র তাহাদের মধ্যে মৈত্রীর উৎসাহদাতা, ঐক্যকারক, ঐক্যপ্রিয়, ঐক্যানন্দ, ঐক্যোৎপাদক বাক্যের কথনকারী।’ সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ বলিয়া থাকে।

‘পুরুষবাক্য পরিহারপূর্বক শ্রমণ গৌতম উহা হইতে প্রতিবিরত। যে বাক্য অনিন্দ্য, যাহা শ্রুতি-সুখকর, মনোজ্ঞ, হৃদয়গ্রাহী, শিষ্ট-মনুষ্যের প্রীতিপ্রদ ও মনোহর, তিনি ওইরূপ বাক্য বলিয়া থাকেন।’ সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ বলিয়া থাকে।

‘বৃথাপ্রলাপ পরিহারপূর্বক শ্রমণ গৌতম উহা হইতে বিরত। তিনি কালবাদী, ভূতবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী; তিনি যথাকালে যুক্তিপূর্ণ, সুবিভক্ত,

অর্থ-সংহতি মূল্যবান বাক্য বলিয়া থাকেন।' সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ উক্তি করিয়া থাকে।

১০. 'শ্রমণ গৌতম বীজ ও উদ্ভিদের বিনাশ হইতে প্রতিবিরত। তিনি একাহারী, রাত্রি ও বিকাল ভোজনে প্রতিবিরত। তিনি নৃত্য-গীত-বাদ্য-সম্বলিত প্রদর্শনী গমনে বিরত। তিনি মাল্য, গন্ধ ও বিলেপনের ধারণ, মণ্ডন ও বিভূষণ হইতে বিরত। তিনি উচ্চ ও বৃহৎ শয্যার ব্যবহারে বিরত। তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যের গ্রহণ হইতে বিরত। কুক্কুট ও শূকর গ্রহণে বিরত। তিনি হস্তী, গো, অশ্ব ও অশ্বী গ্রহণে বিরত। তিনি অপক্ব শস্যের গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি অপক্ব মাংসের গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি স্ত্রীলোক ও কুমারীর গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি ক্রীতদাসী ও ক্রীতদাসের গ্রহণে বিরত। তিনি মেষ ও ছাগের গ্রহণে বিরত। তিনি কর্ষিত ও অকর্ষিত ভূমির গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি দূত ও সংবাদবাহকের কর্ম হইতে বিরত। তিনি ক্রয় ও বিক্রয় হইতে বিরত। তিনি তুলা, কংস'[১] ও মান-সম্বন্ধিত প্রবঞ্চনা হইতে বিরত। তিনি উৎকোচ, বঞ্চনা ও শাঠ্যরূপ বক্রগতি হইতে বিরত। তিনি ছেদন, বধ, বন্ধন, দস্যুতা, লুণ্ঠন ও আক্রমণ হইতে বিরত। সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ বলিয়া থাকে।

[চূলশীল সমাপ্ত]

মধ্যম শীল

১১. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও পঞ্চবীজ শ্রেণির ও তদুদ্ভূত উদ্ভিদসমূহের—যথা : মূলবীজ, খণ্ডবীজ, গ্রন্থিবীজ, অগ্রবীজ এবং বীজ-বীজ—এই সমুদয়ের বিনাশে রত থাকেন; কিন্তু শ্রমণ গৌতম এইরূপ বীজ ও উদ্ভিদের বিনাশের প্রতি বিরত।' সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ বলিয়া থাকে।

১২. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ সঞ্চিত দ্রব্যের উপভোগে রত থাকেন; যথা : সঞ্চিত অন্ন, পান, বস্ত্র, পান, শয্যা, গন্ধ এবং ব্যঞ্জন পাকোপকরণ; কিন্তু শ্রমণ গৌতম এই প্রকার সঞ্চিত দ্রব্যের উপভোগে বিরত।' সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ বলিয়া থাকে।

১৩. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ

---

[১]। বুদ্ধঘোষের মতে এই স্থানে কংসকে মিথ্যার দ্বারা, স্বর্ণরূপে চালান সূচিত হইয়াছে।

করিয়াও এইরূপ প্রদর্শনী গমনে রত থাকেন; যথা : নৃত্য, গীত, বাদ্য, প্রেক্ষা, আখ্যান[১] প্রাণিস্বর[২], কবির গান, দামামা বাদ্য, রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত দৃশ্যপট, চণ্ডাল বাজীকরের কৌশল, হস্তী-যুদ্ধ, অশ্ব-যুদ্ধ, মহিষ-যুদ্ধ, বৃষভ-যুদ্ধ, অজ-যুদ্ধ, মেষ-যুদ্ধ, কুক্কুট-যুদ্ধ, বর্তক[৩]-যুদ্ধ, দণ্ড-যুদ্ধ, মুষ্টি-যুদ্ধ, মল্ল-যুদ্ধ, কৃত্রিম-যুদ্ধ, সেনাবিন্যাস, সৈন্যব্যূহ, বাহিনী পরিদর্শন—শ্রমণ গৌতম এইরূপ প্রদর্শনী গমন হইতে বিরত।' সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ বলিয়া থাকে।

১৪. কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ দ্যূত ও অলস ক্রীড়ারূপ প্রমোদে আসক্ত হইয়া থাকেন; যথা : অষ্টপদ, দশপদ[৪], আকাশ[৫], পরিহার-পথ[৬], সন্তিকা[৭], খালিকা[৮], ঘটিকা[৯], শলাক-হস্ত[১০], অক্ষ[১১], পঙ্গচীর[১২], বঙ্কক[১৩], মোক্ষচিকা[১৪], চিঙ্গুলিক[১৫], প্রত্রাঢ়ক[১৬], ক্রীড়ার্থ রথ ও ধনু, অক্ষরিকা[১৭], মনেষিকা[১৮], অক্ত বিকৃতির অনুকরণ[১৯];' কিন্তু শ্রমণ গৌতম এইরূপ দ্যূত ও অলস ক্রীড়ারূপ

---

[১]। রামায়ণাদি উপাখ্যানের আবৃত্তি।

[২]। হস্ত হইতে উৎপাদিত সঙ্গীত।

[৩]। পক্ষীবিশেষ। বুদ্ধঘোষের মতে ইহার অর্থ খঞ্জনি ধ্বনি এবং ইহা পাণিতালও কথিত হয়।

[৪]। চতুর্ভুজ অঙ্কিত অষ্ট কিম্বা দশ পংক্তিবিশিষ্ট কাষ্ঠফলক লইয়া ক্রীড়া।

[৫]। আকাশে উক্ত প্রকার ফলক কল্পনা করিয়া ক্রীড়া।

[৬]। ভূমিতে নানা পথবিশিষ্ট মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া উহা যথারূপে অতিক্রম করা।

[৭]। ক্রীড়াবিশেষ।

[৮]। অক্ষক্রীড়া।

[৯]। দীর্ঘ দণ্ড দ্বারা ক্ষুদ্র দণ্ডের প্রহরণ ক্রীড়া।

[১০]। লাক্ষা কিম্বা কোনো রং এর মধ্যে হাত ডুবাইয়া পরে ওই হাত তুলির ন্যায় ব্যবহার করিয়া উহা হইতে চিত্রাঙ্কণ।

[১১]। গুলক্রীড়া।

[১২]। পত্রনির্মিত ক্রীড়োপযুক্ত করিয়া উহা হইতে চিত্রাঙ্কণ।

[১৩]। ক্রীড়ার্থ ক্ষুদ্র লাঙ্গল।

[১৪]। ডিগবাজি।

[১৫]। তালপত্রনির্মিত বায়ু বেগে ঘূর্ণিত চক্র।

[১৬]। তালপত্রনির্মিত আঢ়ক অর্থাৎ আড়ি। এক আড়ি ষোল কিম্বা বিশ সের পরিমাণ।

[১৭]। আকাশে চিহ্নিত কিম্বা সহ-ক্রীড়কের পৃষ্ঠে অঙ্কিত অক্ষরের অনুমান।

[১৮]। অপরের চিন্তার বিষয় অনুমান করা।

[১৯]। অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতির অঙ্গ-বিকৃতির অনুকরণ প্রদর্শন ক্রীড়া।

প্রমাদে অনাসক্ত।' সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ বলিয়া থাকে।

১৫. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ উচ্চ ও মহাশয়ন ব্যবহারে রত থাকেন; যথা : আসন্ডি[১], পর্যঙ্ক, গোণক[২], চিত্তক[৩], পটিকা[৪], পটলিকা[৫], তূলিকা[৬], বিকতিকা[৭], উদ্দলোমী[৮], একান্তলোমী[৯], কট্‌ঠিষ্য[১০], কেষৌয়, কুত্তক[১১], হস্তী, অশ্ব ও রথাস্তরণ, অজিনাস্তরণ, কদলী-মৃগ[১২], চর্ম আস্তরণ, সচন্দ্রাতপ আস্তরণ, শির ও পাদদেশ রক্ষার নিমিত্ত লোহিত উপাধানযুক্ত পর্যঙ্ক; কিন্তু শ্রমণ গৌতম এই প্রকার উচ্চ ও মহাশয়ন ব্যবহারে বিরত।' সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ বলিয়া থাকে।

১৬. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ মণ্ডণ ও বিভূষণাদিতে রত থাকেন; যথা : উৎসাদন[১৩], পরিমর্দন, স্নান, সংবাহন[১৪], দর্পণ, অঞ্জন, মাল্য, বিলেপন, মুখচূর্ণ, মুখবিলেপণ, কঙ্কণ, শিখাবন্ধ, দণ্ড, নাড়িক[১৫], খড়গ, ছদ্র, চিত্রিত পাদুকা, উষ্ণীষ, মণি, বাল-বীজনী, দীর্ঘ দশাবিশিষ্ট শুভ্র বস্ত্র; কিন্তু শ্রমণ গৌতম এবম্বিধ মণ্ডণ ও বিভূষণাদি হইতে বিরত।' সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ বলিয়া থাকে।

১৭. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ

---

[১]। সমস্ত দেহেরক্ষা করিবার জন্য সুদীর্ঘ কাষ্ঠাসন।

[২]। পশম নির্মিতদীর্ঘ লোম বিশিষ্ট আচ্ছাদন।

[৩]। পশম নির্মিতনানা বর্ণরঞ্জিত শয্যার আস্তরণ।

[৪]। স্বেতবর্ণ পশমী বস্ত্র (পট+ইক)।

[৫]। পুষ্পের সূচীকার্য্য বিশিষ্ট্য পশম নির্মিতক্ষুদ্র আস্তরণ।

[৬]। কার্পাসতুল্য পূর্ণ লেপ।

[৭]। পশম নির্ম্মিত, সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি মূর্তির সূচী শিল্প বিশিষ্ট, ক্ষুদ্র আচ্ছাদন।

[৮]। উভয় দিকেই পশমের ঝালর যুক্ত আচ্ছাদন।

[৯]। এক প্রান্তে ঝালর যুক্ত আচ্ছাদন।

[১০]। রত্নখচিত ক্ষুদ্র আচ্ছাদন।

[১১]। নর্তকীদিগের নৃত্য প্রদর্শনে ব্যবহৃত আস্তরণ।

[১২]। মৃগবিশেষের নাম।

[১৩]। তৈল ও চন্দনাদি দ্বারা দেহের পরিশোধন।

[১৪]। অঙ্গমর্দন।

[১৫]। নলাকৃতি আধার, চোঙাবিশেষ।

করিয়াও এইরূপ হীন আলাপে রত থাকেন; যথা : রাজ-কথা, চোর-কথা, মহামাত্য-কথা, সেনা সম্বন্ধীয়-কথা, ভয়-কথা, যুদ্ধ-কথা, খাদ্য ও পানীয়-কথা, বস্ত্র-কথা, শয়ন-কথা, মাল্য-কথা, গন্ধ-কথা, জ্ঞাতি-কথা, যান-কথা, গ্রাম-কথা, নিগম-কথা, নগর-কথা, জনপদ-কথা, নারী-কথা, বীর-কথা, পথ-কথা, কুম্ভস্থান[১]-কথা, পূর্বপুরুষ-কথা[২], নিরর্থক কথা পৃথিবী ও সমুদ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মন্তব্য, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কথা; কিন্তু শ্রমণ গৌতম এইরূপ হীন আলাপে বিরত।' সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ বলিয়া থাকে।

১৮. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়া এইরূপ বিগ্রাহিক কথায় নিযুক্ত হন; যথা : 'তুমি এই ধর্ম ও বিনয় অবগত নও, আমি অবগত আছি, তুমি কী প্রকারে এই ধর্ম ও বিনয় জানিবে? তুমি মিথ্যাদৃষ্টির অনুবর্তী হইয়াছ, আমি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন—আমি প্রাসঙ্গিক কথা বলিতেছি, তুমি অপ্রাসঙ্গিক বলিতেছ—পূর্বে কথনীয় তুমি পশ্চাতে বলিয়াছ, পশ্চাতে কথনীয় পূর্বে বলিয়াছ—তোমার বিচার ব্যর্থ হইয়াছে—তোমার আহ্বান গৃহীত হইয়াছে, তুমি নিগৃহীত হইয়াছ—স্বকীয় দৃষ্টি পরিশুদ্ধ হয়। যদি সক্ষম হও আপনাকে পাপ মুক্ত করো।' শ্রমণ গৌতম এবম্বিধ বিগ্রাহিক কথায় বিরত।' সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ বলিয়া থাকে।

১৯. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও রাজগণ, মহামাত্যগণ, ক্ষত্রিয়গণ, ব্রাহ্মণগণ এবং গৃহপতি কুমারগণ তাঁহাদিগকে 'এই স্থানে যাও, সেই স্থানে যাও, ইহা লইয়া আইস, ইহা ওই স্থানে লইয়া যাও' এইরূপ দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করিলে তাঁহারা উহাতে নিযুক্ত হন। শ্রমণ গৌতম এইরূপ দৌত্যকর্মে বিরত।' সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ বলিয়া থাকে।

২০. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও কুহক হইয়া থাকেন, লপক[৩] হইয়া থাকেন, নৈমিত্তিক হইয়া থাকেন, নিষ্পেষিক[৪] হইয়া থাকেন, লাভোপরি লাভগৃধ্রু হইয়া থাকেন, শ্রমণ গৌতম এইরূপ কুহক ও লপন হইতে বিরত।' সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা

---

[১]। কূপ।

[২]। মৃত আত্মীয় সম্বন্ধে দম্ভযুক্ত কথা।

[৩]। ভিক্ষা পাইবার নিমিত্ত অস্পষ্ট মন্ত্রের উচ্চারক।

[৪]। জাদুকর।

কীর্তনকালে এইরূপ বলিয়া থাকে।

[মধ্যম শীল সমাপ্ত]

মহাশীল

২১. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এই প্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন; যথা : সামুদ্রিক বিদ্যা, নিমিত্ত, উৎপাত[১], স্বপ্ন, লক্ষণ, মুষিকচ্ছিন্ন বস্ত্র[২], অগ্নিহোম, দর্বি[৩]-হোম, তুষ-হোম, কণ[৪]-হোক, তণ্ডুল-হোম, ঘৃত-হোম, তৈল-হোম, মুখ-হোম[৫], রক্ত-হোম, অঙ্গবিদ্যা[৬], বস্তুবিদ্যা[৭], ক্ষত্রবিদ্যা[৮], শিববিদ্যা[৯], ভূতবিদ্যা, ভূরিবিদ্যা[১০], অহিবিদ্যা, বিষবিদ্যা, বৃশ্চিকবিদ্যা, মূষিকবিদ্যা, পক্ষীবিদ্যা, বায়সবিদ্যা, পক্বধ্যান[১১], শর পরিত্রাণ, মৃগচক্র[১২], শ্রমণ গৌতম এই প্রকার হীনবিদ্যায় বিরত।' সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ বলিয়া থাকে।

২২. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এই প্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন; যথা : মণিলক্ষণ, দণ্ডলক্ষণ, অসিলক্ষণ, শরলক্ষণ, ধনুলক্ষণ, আয়ুধলক্ষণ, স্ত্রীলক্ষণ, পুরুষলক্ষণ, কুমারলক্ষণ, কুমারীলক্ষণ, দাসলক্ষণ, দাসীলক্ষণ, হস্তীলক্ষণ, অশ্বলক্ষণ, মহিষলক্ষণ, বৃষলক্ষণ, গোলক্ষণ, অজলক্ষণ, মেষলক্ষণ, কক্কুটলক্ষণ, বর্তকলক্ষণ, গোধালক্ষণ, কর্ণিকালক্ষণ, কচ্ছপলক্ষণ, মৃগলক্ষণ—শ্রমণ গৌতম এইরূপ হীনবিদ্যায় বিরত।'

---

[১]। পালি উপ্পাদ বজ্রঘাত ইত্যাদি নিমিত্ত হইতে ভবিষ্যৎ কথন।

[২]। ওইরূপ বস্ত্র পরিধান করিলে অমঙ্গল হয় এইরূপ কুসংস্কার পূর্বে ছিল।

[৩]। হাতা। ওই হোম সাধনাকালে কী প্রকার দর্ব্বি হইতে ঘৃতাদি আহুতি অগ্নিতে ঢালিয়া দিলে কী প্রকার ফল লাভ হয় তাহা কথিত হইত।

[৪]। শস্যের সূক্ষ্ম অংশ।

[৫]। মুখ হইতে সর্ষপ ইত্যাদি বীজ উদ্গীরণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি দান।

[৬]। মনুষের অবয়ব দেখিয়া তাহার স্বভাব নির্ণয়।

[৭]। ভূমি দেখিয়া উহা বাসের পক্ষে শুভ কিম্বা অশুভ তাহা নির্ণয়।

[৮]। এ স্থলে রাজনীতি।

[৯]। শুভ মন্ত্র জ্ঞান।

[১০]। মৃত্তিকা গৃহে বাস করিলে যে শুভ মন্ত্র আবৃত্তি করিতে হয়, ওই মন্ত্রের জ্ঞান।

[১১]। মনুষ্যের অবশিষ্ট আয়ু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্ববাণী।

[১২]। সর্বপ্রাণীর ভাষা বুঝিতে পারা।

সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ বলিয়া থাকে।

২৩. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এই প্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন; যথা : 'রাজগণ যুদ্ধযাত্রা করিবেন, তাঁহারা পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিবেন; অভ্যন্তর রাজগণ আক্রমণ করিবেন, বাহির রাজগণ পলায়ন করিবেন; বাহির রাজগণ আক্রমণ করিবেন, অভ্যন্তর রাজগণ পলায়ন করিবেন; অভ্যন্তর রাজগণের জয় হইবে, বাহির রাজগণের পরাজয় হইবে; বাহির রাজগণের জয় হইবে, অভ্যন্তর রাজগণের পরাজয় হইবে; এইরূপে এক পক্ষের জয় হইবে, অপর পক্ষের পরাজয় হইবে।' শ্রমণ গৌতম এই প্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত।' সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ বলিয়া থাকে।

২৪. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এই প্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন; যথা : 'চন্দ্রগ্রহণ হইবে, সূর্যগ্রহণ হইবে, নক্ষত্রগ্রহণ হইবে। চন্দ্র-সূর্যের যথানির্দিষ্ট পথে গমন হইবে, চন্দ্রসূর্যের বিপথে গমন হইবে, নক্ষত্রদিগের যথানির্দিষ্ট পথে গমন হইবে, উহাদিগের বিপথে গমন হইবে। উল্কাপাত হইবে। দাবাগ্নি হইবে। ভূমিকম্প হইবে। বজ্রপাত হইবে। চন্দ্র-সূর্য নক্ষত্রের উদয়, অস্ত, মালিন্য অথবা ঔজ্জ্বল্য হইবে। চন্দ্রগ্রহণের এই ফল হইবে, সূর্যগ্রহণের এই ফল হইবে, চন্দ্রসূর্যের নির্দিষ্ট পথে গতি হইলে এই ফল হইবে, নির্দিষ্ট পথে গতি হইলে এই ফল হইবে, উহারা বিপথে গমন করিলে এই ফল হইবে। উল্কাপাতের এই ফল হইবে, দাবাগ্নির এই ফল হইবে, ভূমিকম্পের এই ফল হইবে, বজ্রপাতের এই ফল হইবে, চন্দ্র-সূর্য নক্ষত্রগণের উদয়, অস্ত, মালিন্য অথবা ঔজ্জ্বল্যের এই ফল হইবে।' শ্রমণ গৌতম এইরূপ হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত।' সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ বলিয়া থাকে।

২৫. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এই প্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন; যথা : 'সুবৃষ্টি হইবে, দুর্বৃষ্টি হইবে, সুভিক্ষ হইবে, দুর্ভিক্ষ হইবে, শান্তি হইবে, অশান্তি হইবে, রোগ হইবে, আরোগ্য হইবে, মুদ্রা, গণনা, সংখ্যান, কবিতা রচনা, লোকায়ত।' শ্রমণ গৌতম এইরূপ হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত।' সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ বলিয়া থাকে।

২৬. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এই প্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন; যথা : আবাহন[১], বিবাহন[২], সংবদন[৩], বিবদন[৪], সংকিরণ[৫], বিকিরণ[৬], সৌভাগ্যকরণ, দুর্ভাগ্যকরণ, গর্ভপাতকরণ[৭], জিহ্বার জড়তা সাধন, হনুর জড়তা সাধন, হস্তের ঊর্ধ্বক্ষেপ, বধিরতা সাধন, *আদর্শ-প্রশ্ন[৮], কুমারী-প্রশ্ন[৯], দেব-প্রশ্ন[১০], সূর্যোপাসনা, মহা ব্রহ্মোপাসনা, অভ্যুজ্জ্বলন,[১১] শ্রী-আহ্বান[১২]—শ্রমণ গৌতম এইরূপ হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত।' সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ বলিয়া থাকে।

২৭. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এই প্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন; যথা : শান্তিকর্ম প্রণিধিকর্ম,[১৩] ভূমিকর্ম,[১৪] বর্ষকর্ম,[১৫] বর্ষবর কর্ম,[১৬] বাস্তুকর্ম[১৭] বস্তু পরিকিরণ,[১৮] আচমন, স্নান, যজ্ঞ, বমন, বিরেচন, ঊর্ধ্ববিরেচন, অধোবিরেচন, শীর্ষ বিরেচন, কর্ণতৈল, নেত্র-অর্পণ, নাসিকা কর্ম অঞ্জন, অভিলেপন, শালাক্য,[১৯] শল্যকর্ম,[২০] শিশু চিকিৎসা, মূল ও

---

[১]। উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদনের পর বর কিম্বা বধূকে গৃহে আনয়ন।

[২]। উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদনের পর বর কিম্বা বধূকে গৃহান্তরে প্রেরণ।

[৩]। শান্তি স্থাপন!

[৪]। ভেদ আনয়ন।

[৫]। ঋণ সংগ্রহ।

[৬]। অর্থের ব্যয়। 'আবাহন' ইত্যাদি ব্যাপারগুলির জন্য শুভদিনের নির্ণয় সূচিত হইয়াছে।

[৭]। * সৌভাগ্য করণ ইত্যাদির জন্য ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রোচ্চারণ উক্ত হইয়াছে।

[৮]। ইন্দ্রজালিক মুকুরের সাহায্যে দৈববাণীপ্রাপ্তি।

[৯]। কুমারীর সাহায্যে দৈববাণীপ্রাপ্তি।

[১০]। দেবতার নিকট হইতে ভবিষ্যদ্বাণীপ্রাপ্তি।

[১১]। মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা মুখ হইতে অগ্নি-উদ্গীরণ।

[১২]। শ্রী-দেবতাকে মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা আহ্বান।

[১৩]। দেব সন্নিধানে অঙ্গীকারের প্রতিপালন।

[১৪]। মৃত্তিকানির্মিত গৃহে বাসকালে শুভমন্ত্রের উচ্চারণ।

[১৫]। জননশক্তি উৎপাদন।

[১৬]। মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা জনন-শক্তির নাশ।

[১৭]। বাসগৃহ নির্মাণের জন্য শুভদিন নির্ণয়।

[১৮]। বাসভূমি দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা।

[১৯]। নেত্ররোগ চিকিৎসা।

[২০]। অস্ত্র চিকিৎসা।

ভৈষজ্যের প্রয়োগ ওষুধের প্রতিমোক্ষ[১]—শ্রমণ গৌতম এইরূপ হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত।' সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ বলিয়া থাকে।

ভিক্ষুগণ, ইহাই সেই ক্ষুদ্র ও গৌণ-শীল যাহার জন্য সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্তনকালে এইরূপ বলিয়া থাকে।

[মহাশীল সমাপ্ত]

শাশ্বতবাদ

২৮. 'ভিক্ষুগণ, অন্য ধর্ম আছে, যাহা গম্ভীর দুর্দর্শ, দুরানুবোধ্য, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত-বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকারী বলিবেন।'

'ভিক্ষুগণ, ওই ধর্ম কী কী?

২৯. 'ভিক্ষুগণ, এমন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা পূর্বান্তকল্পিক, পূর্বান্তানুদৃষ্টি, যাঁহারা অষ্টাদশ কারণে পূর্বান্ত সম্বন্ধে নানাবিধ মন্তব্য প্রকাশ করেন। ওই সকল সম্মানার্হ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কীসের সম্বন্ধে, কীসের উদ্দেশ্যে ওইরূপ করিয়া থাকেন?

৩০. 'ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শাশ্বতবাদী, তাঁহারা চতুর্বিধ কারণে আত্মা ও জগৎকে শাশ্বত ঘোষণা করেন। ওই সকল সম্মানার্হ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কীসের সম্বন্ধে, কীসের উদ্দেশ্যে ওইরূপ করিয়া থাকেন?

৩১. 'ভিক্ষুগণ, কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ওইরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি অনেক পূর্বনিবাস স্মরণ করেন—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, এক সহস্র, এক লক্ষ, অনেক শত, অনেক সহস্র অনেক লক্ষ জন্ম। 'অমুক স্থানে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার ছিল আমি এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। সেখান হইতে চ্যুত হইয়া আমি অমুক স্থানে জন্মিয়াছিলাম। তথায় আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখদুঃখ অনুভব

---

[১]। এক ওষুধ প্রয়োগের পর অপর ওষুধের প্রয়োগ—বিরেচক প্রয়োগের পর উহার গুণ নাশ করিবার জন্য অপর কোনো ওষুধের প্রয়োগ।

করিয়াছিলাম, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে জন্মিয়াছি।' এইরূপ বহুবিধ পূর্বজন্মের আকার ও প্রকার তিনি স্মরণ করেন। তৎপরে তিনি বলিলেন, 'আত্মা শাশ্বত, জগৎ শাশ্বত, অপরিণামী, কূটস্থ এবং অচল; যদিও তাহারা জন্ম হইতে জন্মান্তরে গমন করে, চ্যুত হয় এবং পুনর্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাশ্বত। কী হেতু? আমি উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হই যে ওইরূপ সমাধির অবস্থায় আমি অনেক পূর্বনিবাস স্মরণ করি—এক জন্ম... লক্ষ জন্ম। অমুক স্থানে আমার এই নাম... এই স্থানে আসিয়াছি। এইরূপ বহুবিধ পূর্বজন্মের আকার ও প্রকার আমি স্মরণ করি। এইজন্যই আমি জানি আত্মা ও জগৎ শাশ্বত, অপরিণামী, কূটস্থ এবং অচল; এবং যদিও তাহারা জন্ম হইতে জন্ম-জন্মান্তরে গমন করে, চ্যুত হয় এবং পুনর্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাশ্বত।'

'ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম কারণ যাহার ভিত্তিতে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শাশ্বতবাদী হইয়া থাকেন, আত্মা ও জগৎকে শাশ্বত বলিয়া থাকেন।

৩২. [দ্বিতীয় কারণ যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা সর্বতোভাবে একই প্রকার, মাত্র এই প্রভেদ যে পূর্বজন্মের অনুস্মৃতি লক্ষ জন্মও অতিক্রম করিয়া দশ-সংবর্ত-বিবর্ত কালব্যাপী হয়।]

৩৩. [তৃতীয় কারণ যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা সর্বতোভাবে একই প্রকার, মাত্র এই প্রভেদ যে পূর্বজন্মের অনুস্মৃতি চত্বারিংশ সংবর্ত-বিবর্ত কালব্যাপী হয়।]

৩৪. 'চতুর্থত ওই সকল সম্মানার্হ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কীসের ভিত্তিতে, কীসের অবলম্বনে শাশ্বতবাদী হইয়া থাকেন, আত্মা ও জগৎকে শাশ্বত বলিয়া থাকেন?

ভিক্ষুগণ, এই ক্ষেত্রে কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ তার্কিক ও আলোচনাপ্রিয় হইয়া থাকেন। তিনি তর্ক-পর্যাহত বিচার প্রতিষ্ঠিত এইরূপ আত্মসিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন : 'আত্মা ও জগৎ শাশ্বত, অপরিণামী, কূটস্থ এবং অচল, এবং যদিও তাহারা জন্ম হইতে জন্মান্তরে গমন করে, চ্যুত হয় এবং পুনর্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাশ্বত।'

'ভিক্ষুগণ, ইহাই চতুর্থ কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহাকে অবলম্বন করিয়া কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শাশ্বতবাদী হইয়া থাকেন, আত্মা ও জগৎকে শাশ্বত বলিয়া থাকেন।'

৩৫. 'ভিক্ষুগণ, ইহারাই ওই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ যাঁহারা চতুর্বিধ কারণে শাশ্বতবাদী হইয়া থাকেন, আত্মা ও জগৎকে শাশ্বত বলিয়া থাকেন। ভিক্ষুগণ, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারাই শাশ্বতবাদী হইয়া আত্মা ও জগৎকে শাশ্বত বলিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই এই চতুর্বিধ কারণে কিম্বা উহাদিগের মধ্যে এক কিম্বা অপর কারণে ওইরূপ বলিয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোনো কারণ নহে।

৩৬. 'ভিক্ষুগণ, ওই সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে ওই সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ওই সকল আসক্ত মনুষ্য জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ওই জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন, বেদনাসমূহের উৎপত্তি, লয়, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তি বর্জিত হইয়া তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

৩৭. 'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দশ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অবর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত-বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকারী বলিবেন।

[প্রথম ভাণবার[১] সমাপ্ত]

আভাস্বর

২.১. 'ভিক্ষুগণ কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা কোনো কোনো বিষয়ে শাশ্বতবাদী, কোনো কোনো বিষয়ে অশাশ্বতবাদী, যাঁহারা চতুর্বিধ কারণে আত্মা ও জগৎকে আংশিকভাবে শাশ্বত ও আংশিকভাবে অশাশ্বত ঘোষণা করেন। ওই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কীসের উপর নির্ভর করিয়া কীসের উদ্দেশ্যে ওইরূপ করিয়া থাকেন?

২. 'ভিক্ষুগণ, এমন সময় আসে যখন, আজই হউক কিম্বা কালই হউক, দীর্ঘকাল অতীত হইবার পর এই জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়। ওইরূপ সময়ে জীবগণ বহুল পরিমাণে আভাস্বর জগতে পুনর্জন্ম লাভ করে। তাহারা তথায় মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহাদের ভক্ষ্যস্বরূপ হয়, তাহারা স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে।

---

[১]। আবৃত্তি। আবৃত্তির উদ্দেশ্যে সমস্ত ত্রিপিটক গ্রন্থ কতকগুলি ভাণবারে বিভক্ত।

৩. 'ভিক্ষুগণ, এমন সময় আসে যখন, আজই হউক কিম্বা কালই হউক, দীর্ঘকাল অতীত হইবার পর, এই জগতের বিবর্তন হয়। ওই সময় শূন্য ব্রহ্মবিমান প্রাদুর্ভূত হয়। কোনো সত্ত্ব আয়ুক্ষয় কিম্বা পুণ্যক্ষয়ের নিমিত্ত আভাস্বর জগৎ হইতে চ্যুত হইয়া শূন্য ব্রহ্মবিমানে পুনরায় উৎপন্ন হয়। সে তথায় মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহার ভক্ষ্য হয়, সে স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করে।

৪. 'দীর্ঘকাল তথায় একাকী বাস করিয়া তাহার মনে উদ্বেগ, অসন্তুষ্টি ও ভয়ের উৎপত্তি হয়। 'হায়, যদি অপর জীবগণও এইস্থানে আগমন করিত।' ওই সময়েই অন্য জীবগণও, আয়ুক্ষয় কিম্বা পুণ্যক্ষয়বশত আভাস্বর লোক হইতে চ্যুত হইয়া, তাহার সঙ্গীরূপে ব্রহ্মবিমানে উৎপন্ন হয়। তাহারাও তথায় মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহাদের ভক্ষ্য হয়, তাহারা স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে।

৫. 'ভিক্ষুগণ, তদনন্তর প্রথমোৎপন্ন সত্ত্ব এইরূপ চিন্তা করিলেন : 'আমি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্বদর্শী সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা। এই জীবগণ আমা কর্তৃক সৃষ্ট। কী হেতু? পূর্বে আমি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলাম : 'অহো, অন্য জীবগণও এইস্থানে আগমন করুক!' আমার এই প্রার্থনায় এই সকল সত্ত্ব এখানে আগমন করিয়াছে।' পশ্চাদুৎপন্ন সত্ত্বগণও এইরূপ চিন্তা করে : 'ইনি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা। আমরা এই ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট। কী হেতু? আমরা ইহাকেই প্রথমোৎপন্ন জীবরূপে দেখিয়াছি, আমরা ইহার পশ্চাতে উৎপন্ন।'

৬. 'ভিক্ষুগণ, অতঃপর যিনি প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ু, সৌন্দর্য ও পরাক্রমশালী। যাঁহারা পশ্চাতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্পায়ু, অল্প সৌন্দর্য ও পরাক্রমশালী। তৎপরে, ভিক্ষুগণ, ইহা সম্ভব যে কোনো এক সত্ত্ব ওই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই লোকে আগমন করেন। এই লোকে আগমন করিয়া তিনি গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া অনাগারিত্ব অবলম্বন করেন। তৎপরে তিনি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ওইরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি উক্ত পূর্বনিবাস স্মরণ করেন, কিন্তু তৎপূর্ববর্তী জন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন। তিনি এইরূপ বলিলেন, 'সেই মহিমাময় ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর,

কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা—যাঁহা কর্তৃক আমরা সৃষ্ট হইয়াছি, তিনি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণাম-ধর্ম, তিনি অনন্তকাল এরূপে অবস্থান করিবেন। কিন্তু সেই ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট আমরা অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ু, পরিবর্তনশীল হইয়া এই লোকে আগমন করিয়াছি।'

'ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম ঘটনা সমাবেশ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশ্যে কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কোনো কোনো বিষয়ে শাশ্বতবাদী কোনো কোনো বিষয়ে অশাশ্বতবাদী হইয়া আত্মা ও জগৎকে আংশিকভাবে শাশ্বত ও আংশিকভাবে অশাশ্বত ঘোষণা করেন।

৭. 'দ্বিতীয় শ্রেণির শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কীসের ভিত্তিতে কীসের উদ্দেশ্যে ওইরূপ মতবাদী হইয়া ওইরূপ মত প্রকাশ করেন?

'ভিক্ষুগণ, কতগুলি দেবতা আছেন যাঁহাদের নাম ক্রীড়া-প্রদোষিক। তাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া হাস্য-ক্রীড়া-রতি-ধর্মসম্পন্ন হইয়া বিহার করেন। ওই কারণে তাঁহাদের স্মৃতি বিলুপ্ত হয়, এবং ওই মোহের কারণে তাঁহারা সেই জন্ম হইতে চ্যুত হন।

৮. 'এক্ষণে, ভিক্ষুগণ, ইহা সম্ভব যেকোনো সত্ত্ব ওই জন্ম হইতে চ্যুত হইয়া এই লোকে আগমন করেন। ইহলোকে আগমন করিয়া তিনি গৃহবাস পরিত্যাগপূর্বক অনাগারিত্ব অবলম্বন করেন। তৎপরে তিনি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্তসমাধি প্রাপ্ত হন যে, ওইরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি পূর্বোক্ত জন্ম অনুস্মরণ করেন, কিন্তু তৎপূর্ব জন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন।

ক্রীড়া-প্রদোষিক

৯. 'তিনি এইরূপ বলিলেন, 'যে-সকল দেবতা ক্রীড়া-প্রদোষিক নহেন, তাঁহারা দীর্ঘকাল হাস্য-ক্রীড়া-রতি-ধর্মসম্পন্ন হইয়া বিহার করেন না। উহার ফলে তাঁহাদের স্মৃতি বিমুগ্ধ হয় না এবং ওই অমোহের ফলে তাঁহারা সেই জন্ম হইতে চ্যুত হন না, তাঁহারা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণাম ধর্ম, তাঁহারা অনন্তকাল ওই স্থানেই অবস্থান করিবেন। কিন্তু আমরা ক্রীড়া-প্রদোষিক হইয়া দীর্ঘকাল হাস্য-ক্রীড়া-রতি-ধর্মসম্পন্ন হইয়া বিচরণ করিয়াছিলাম, তাহার ফলে আমাদের স্মৃতি বিমুগ্ধ হইয়াছিল, ওই মোহের ফলে আমরা সেই জন্ম হইতে চ্যুত হইয়া অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ু, পরিবর্তনশীলরূপে ইহলোকে আগমন করিয়াছি।'

'ভিক্ষুগণ, ইহাই দ্বিতীয় ঘটনা সমাবেশ যাহার ভিত্তিকে যাহার উদ্দেশ্যে

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উক্তরূপ মতবাদী হইয়া উক্ত মত প্রকাশ করেন।

১০. 'তৃতীয় শ্রেণির শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কীসের ভিত্তিতে কীসের উদ্দেশ্যে ওইরূপ মতবাদী হইয়া ওইরূপ মত প্রকাশ করেন?

'ভিক্ষুগণ, কতকগুলি দেবতা আছেন যাঁহাদের নাম মনোপ্রদোষিক। দীর্ঘকাল পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়া তাঁহাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি প্রদুষ্ট হয়। এইরূপ প্রদুষ্ট-চিত্ত হইয়া তাঁহাদের দেহ ও মন ক্লান্ত হয়। ওই দেবগণ ওই দেহ হইতে চ্যুত হন।

১১. 'এক্ষণে, ভিক্ষুগণ, ইহা সম্ভব যেকোনো এক সত্ত্ব ওই জন্ম হইতে চ্যুত হইয়া এই লোকে আগমন করেন। ইহলোকে আগমন করিয়া তিনি গৃহবাস পরিত্যাগপূর্বক অনাগারিত্ব অবলম্বন করেন। তৎপরে তিনি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ওইরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি পূর্বোক্ত জন্ম অনুস্মরণ করেন, কিন্তু তৎপূর্বের জন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন।

১২. তিনি এইরূপে বলিলেন, 'যে-সকল দেবতা মনোপ্রদোষিক নহেন, তাঁহারা দীর্ঘকাল পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসূয়াপরবশ হন না। ফলে তাঁহাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি প্রদুষ্ট হয় না, তাঁহাদের দেহ ও মন ক্লান্ত হয় না। তাঁহারা ওই দেহ হইতে চ্যুত হন না। তাঁহারা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণাম-ধর্ম হইয়া অনন্তকাল ওই স্থানেই অবস্থান করেন। কিন্তু আমরা মনোপ্রদোষিক হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়াছিলাম, আমাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি প্রদুষ্ট হইয়াছিল, আমাদের দেহ ও মন ক্লান্ত হইয়াছিল। আমরা ওই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ু ও মৃত্যু পরায়ণ হইয়া ইহলোকে আগমন করিয়াছি।'

'ভিক্ষুগণ, ইহাই তৃতীয় ঘটনা সমাবেশ, যাহার ভিত্তিতে, যাহার উদ্দেশ্যে কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উক্তরূপ মতবাদী হইয়া উক্ত মত প্রকাশ করেন।

১৩. 'চতুর্থ শ্রেণির শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কীসের ভিত্তিতে কীসের উদ্দেশ্যে এরূপ মতবাদী হইয়া ওইরূপ মত প্রকাশ করেন?

'ভিক্ষুগণ, কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ তার্কিক ও আলোচনাপ্রিয় হইয়া থাকেন। তিনি তর্কপর্যহিত বিচার প্রতিষ্ঠিত এইরূপ আত্মসিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন : 'যাহা চক্ষু কিম্বা কর্ণ কিম্বা নাসিকা কিম্বা জিহ্বা কিম্বা কায় কথিত হয় তাহা অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, বিপরিণামধর্ম আত্মা, কিন্তু যাহা চিত্ত

কিম্বা মন কিম্বা বিজ্ঞান কথিত হয়, তাহা নিত্য, ধ্রুব শাশ্বত অবিপরিণাম-ধর্ম আত্মা, উহা অনন্তকাল ওইরূপই থাকিবে।'

মনোপ্রদোষিক

'ভিক্ষুগণ, ইহাই চতুর্থ ঘটনাসমাবেশ, যাহার ভিত্তিতে, যাহার উদ্দেশ্যে কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উক্তরূপ মতবাদী হইয়া উক্ত মত প্রকাশ করেন।

১৪. 'ভিক্ষুগণ, ইঁহারাই ওই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, যাঁহারা কোনো কোনো বিষয়ে শাশ্বতবাদী, কোনো কোনো বিষয়ে অশাশ্বতবাদী, যাঁহারা চতুর্বিধ কারণে আত্মা ও জগৎকে আংশিকভাবে শাশ্বত ও আংশিকভাবে অশাশ্বত ঘোষণা করেন। ভিক্ষুগণ, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারাই ওইরূপ মতবাদী, তাঁহারা সকলেই এই চতুর্বিধ কারণে কিম্বা উহাদের মধ্যে এক অথবা অপর কারণে ওইরূপ বলিয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোনো কারণে নহে।

১৫. 'ভিক্ষুগণ, ওই সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে ওই সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ওই সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ওই জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন, বেদনাসমূহের উৎপত্তি, লয়, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তিবর্জিত হইয়া তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম যাহা, দুর্দশ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত-বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকারী বলিবেন।

অন্তানন্তিক

১৬. 'ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অন্তানন্তিকবাদী, তাঁহারা চতুর্বিধ কারণে জগৎকে সান্ত অথবা অনন্ত বলিয়া থাকেন। ওই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কীসের ভিত্তিকে কীসের উদ্দেশ্যে ওইরূপ মতবাদী হইয়া ওইরূপ মত প্রকাশ করেন?

১৭. 'ভিক্ষুগণ, কোনো শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ,

অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধিতে উপনীত হন যে, ওইরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি অন্তসংজ্ঞী হইয়া জগতে অবস্থান করেন। তিনি বলিলেন, 'এই জগৎ সান্ত ও পরিচ্ছিন্ন। কী হেতু? যেহেতু আমি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হই, যাহাতে ওই সমাধির অবস্থায় আমি অন্তসংজ্ঞী হইয়া জগতে অবস্থান করি। এই কারণে আমি জানি এই জগৎ সান্ত ও পরিচ্ছিন্ন।'

'ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশ্যে কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অন্তানন্তিকবাদী হইয়া জগৎকে সান্ত অথবা অনন্ত বলিয়া থাকেন।

১৮. 'দ্বিতীয় শ্রেণির শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কীসের ভিত্তিতে কীসের উদ্দেশ্যে ওইরূপ মতবাদী হইয়া ওইরূপ মত প্রকাশ করেন?

'ভিক্ষুগণ, কোনো শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যকচিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধিতে উপনীত হন যে, ওইরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি অনন্তসংজ্ঞী হইয়া জগতে অবস্থান করেন। তিনি বলিলেন, 'এই জগৎ অনন্ত ও অসীম। যে-সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন যে জগৎ সান্ত ও পরিচ্ছিন্ন, তাঁহারা ভ্রান্ত। কী হেতু? আমি উৎসাহ... সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধিতে উপনীত হই যে, ওইরূপ সমাধির অবস্থায় আমি অনন্তসংজ্ঞী হইয়া জগতে অবস্থান করি। এই কারণে আমি জানি যে জগৎ অনন্ত ও অসীম।'

'ভিক্ষুগণ, ইহাই দ্বিতীয় কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশ্যে কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অন্তানন্তিকবাদী হইয়া জগৎকে সান্ত অথবা অনন্ত বলিয়া থাকেন।

১৯. 'তৃতীয় শ্রেণির শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কীসের ভিত্তিতে কীসের উদ্দেশ্যে উক্তরূপ মতবাদী হইয়া উক্ত মত প্রকাশ করেন? কোনো শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ উৎসাহ... সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধিতে উপনীত হন যে এরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি জগতের ঊর্ধ্ব ও অধঃ সান্ত বলিয়া থাকেন, কিন্তু তির্যকভাবে উহাকে অনন্ত সংজ্ঞা দান করেন। তিনি এইরূপে বলিলেন, 'এই জগৎ সান্ত এবং অনন্ত। যে-সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ জগৎকে সান্ত ও পরিচ্ছিন্ন বলিয়া থাকেন তাঁহারা ভ্রান্ত; যাঁহারা জগৎকে অনন্ত ও অসম বলিয়া থাকেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত। এই জগৎ একাধারে সান্ত এবং অনন্ত। কী হেতু? আমি উৎসাহ... সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধিতে উপনীত হই যে, ওইরূপ সমাধির অবস্থায় জগতের ঊর্ধ্ব ও অধোভাগের অন্তসংজ্ঞা প্রাপ্ত হই,

তির্যকভাবে অনন্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হই। এই কারণেই আমি জানিতে পারি যে জগৎ একাধারে সান্ত এবং অনন্ত।'

'ভিক্ষুগণ, ইহাই তৃতীয় কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশ্যে কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অন্তানন্তিকবাদী হইয়া জগৎকে সান্ত অথবা অনন্ত আখ্যা দিয়া থাকেন।

২০. 'চতুর্থ শ্রেণির শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কীসের ভিত্তিতে কীসের উদ্দেশ্যে ওইরূপ মতবাদী হইয়া ওইরূপ মত প্রকাশ করেন?

'ভিক্ষুগণ, কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ তার্কিক ও আলোচনাপ্রিয় হইয়া থাকেন। তিনি তর্কপর্যাহত, বিচার প্রতিষ্ঠিত এইরূপ আত্মসিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন : 'এই জগৎ সান্তও নহে, অনন্তও নহে। যে-সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ জগৎকে সান্ত ও পরিচ্ছিন্ন বলিয়া থাকেন, তাঁহারা ভ্রান্ত; যাঁহারা জগৎ অনন্ত ও অসীম বলিয়া থাকেন তাঁহারাও ভ্রান্ত। যাঁহারা জগৎ একাধারে সান্ত ও অনন্ত বলিয়া থাকেন তাঁহারাও ভ্রান্ত। এই জগৎ সান্তও নহে, অনন্তও নহে।'

'ভিক্ষুগণ, ইহাই চতুর্থ কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশ্যে কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অন্তানন্তিকবাদী হইয়া জগৎকে সান্ত অথবা অনন্ত আখ্যা দিয়া থাকেন।

২১. 'ভিক্ষুগণ, ইহারাই ওই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা অন্তানন্তিকবাদী হইয়া জগৎকে সান্ত অথবা অনন্ত বলিয়া থাকেন তাঁহারা সকলেই উক্ত চতুর্বিধ কারণে কিম্বা উহাদের মধ্যে এক অথবা অপর কারণে ওইরূপ বলিয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোনো কারণে নহে।

২২. 'ভিক্ষুগণ, ওই সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে ওই সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ওই সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ওই জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না; উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন, বেদনাসমূহের উৎপত্তি, লয়, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তি বর্জিত হইয়া, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত-বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকারী বলিবেন।

অমরা-বিক্ষেপিক

২৩. 'ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা অমরা বিক্ষেপিক[১]; কোনো বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে তাঁহারা চতুর্বিধ কারণে দ্ব্যর্থসূচক বাক্যের আশ্রয় লন, অমরার গতি অনুসরণ করেন। ওই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কীসের ভিত্তিতে, কীসের উদ্দেশ্যে ওইরূপ করিয়া থাকেন?

২৪. 'প্রথমত, ভিক্ষুগণ, কোনো শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কুশল কী তাহা যথারূপ জানেন না, অকুশল কী তাহাও যথারূপ জানেন না। তিনি এইরূপ চিন্তা করেন : 'আমি কুশল কী তাহা যথারূপ জানি না, অকুশল কী তাহাও যথারূপ জানি না। এইরূপে কুশল ও অকুশলের স্বরূপ অজ্ঞাত হইয়া যদি আমি ইহা কুশল, ইহা অকুশল এইরূপ কহি, তাহা হইলে আমার বাক্য ছন্দ, রাগ, দোষ কিম্বা প্রতিঘ দুষ্ট হইতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে আমার বাক্য মিথ্যা হইতে পারে। যদি আমার বাক্য মিথ্যা হয়, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে ব্যাঘাত হইবে, এবং ওই ব্যাঘাত আমার অন্তরায় হইবে।' এইরূপে মিথ্যার ভয়ে, মিথ্যার ঘৃণায়, তিনি ইহা কুশল তাহাও বলেন না, ইহা অকুশল তাহাও বলেন না; প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে দ্ব্যর্থসূচক বাক্যের আশ্রয় লইয়া অমরার গতি অনুসরণপূর্বক তিনি বলিলেন, 'ইহা আমার মত নয়, ওই মতও আমার নহে। কোনো বিভিন্ন মতও আমার নাই। ইহা নয় তাহাও আমি বলিতেছি না। ইহাও নয় উহাও নয় এরূপও আমি বলিতেছি না।'

'ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশ্যে কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অমরা-বিক্ষেপিক হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে দ্ব্যর্থসূচক বাক্যের আশ্রয় লইয়া অমরার গতি অনুসরণ করেন।

২৫. 'দ্বিতীয় শ্রেণির শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কীসের ভিত্তিতে কীসের উদ্দেশ্যে উক্তরূপ নীতির আশ্রয় লন?

'ভিক্ষুগণ, কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশল কী... এবং সে ক্ষেত্রে উহা আমার উপাদান[২]-স্বরূপ হইবে। যাহা আমার উপাদান হইবে, তাহা আমার পক্ষে ব্যাঘাত হইবে, এবং ওই ব্যাঘাত আমার অন্তরায় হইবে।' এইরূপে উপাদানের ভয়ে উপাদানের ঘৃণায় তিনি ইহা কুশল তাহাও বলেন না... এরূপও আমি বলিতেছি না।'

---

[১]। অমরা নামক পিচ্ছিল দেহ মৎস্যের ন্যায় বক্রগতিতে গমনকারী। ওই মৎস্যকে ধৃত করা অত্যন্ত কঠিন।

[২]। যাহা কাম, দৃষ্টি, আত্মবাদ ও শীলব্রতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন, যাহা পুনর্জন্মের কারণ, তাহাই উপাদান।

'ভিক্ষুগণ, ইহাই দ্বিতীয় কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশ্যে কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ... অমরার গতি অনুসরণ করেন।

২৬. 'তৃতীয় শ্রেণির শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কীসের ভিত্তিতে কীসের উদ্দেশ্যে উক্তরূপ নীতির আশ্রয় লন?

'কোনো শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কুশল কী... যথারূপ জানি না। এইরূপে কুশল ও অকুশলের স্বরূপ অজ্ঞাত হইয়া আমি ইহা কুশল, ইহা অকুশল এইরূপ বলিতে পারি। কিন্তু, এমন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা পণ্ডিত, নিপুণ অভিজ্ঞ তার্কিক, কুশাগ্র বুদ্ধি, মনে হয় স্বীয় প্রজ্ঞা দ্বারা অপরের সিদ্ধান্তকে ছিন্ন ভিন্ন করণে সক্ষম—ওই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ আমাকে প্রশ্ন করিলে, আমার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইলে এবং বাদানুবাদ করিলে, যদি আমি যথার্থ উত্তর দিতে সক্ষম না হই, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে ব্যাঘাত হইবে এবং ওই ব্যাঘাত আমার অন্তরায় হইবে। এইরূপে অনুযোগের ভয়ে, অনুযোগের ঘৃণায় তিনি ইহা কুশল তাহাও বলেন না, ইহা অকুশল তাহাও বলেন না; প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে দ্ব্যর্থসূচক বাক্যের আশ্রয় লইয়া অমরার গতি অনুসরণপূর্বক তিনি বলিলেন। 'ইহা... বলিতেছি না।'

'ভিক্ষুগণ, ইহাই তৃতীয় কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশ্যে কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ... অমরার গতি অনুসরণ করেন।

২৭. 'চতুর্থ শ্রেণির শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কীসের ভিত্তিতে কীসের উদ্দেশ্যে উক্তরূপ নীতির আশ্রয় লন?

'ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ মন্দবুদ্ধি, নির্বোধ। ওই মূঢ়তার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি দ্ব্যর্থসূচক বাক্যের আশ্রয় লইয়া অমরার গতি অনুসরণ করেন : 'পরলোক আছে কি?' যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করো, তাহা হইলে আমি যদি মনে করি পরলোক আছে, তাহা হইলে আমি ওইরূপই বলিব, কিন্তু আমি সেরূপ বলিতেছি না। উহা এই প্রকার তাহা আমি মনে করি না, উহা যে অন্য প্রকার তাহাও মনে করি না। আমি ইহা অস্বীকার করি না। ইহাও নয় উহাও নয়, আমি এইরূপও কহি না। 'পরলোক নাই কি?' যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করো,... (পূর্বের ন্যায়)। 'পরলোক কি একাধারে আছে এবং নাই? পরলোক নাই এবং উহা যে নাই তাহাও নয়, এইরূপ কি? ঔপপাতিক[১] সত্ত্ব আছে কি? উহা কি নাই? উহা কি একাধারে আছে এবং নাই? উহা নাই এবং উহা যে নাই তাহাও নয়, এইরূপ

[১]। অযোনিজ। পিতামাতার সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন প্রাণী।

কি? সুকৃতি-দুষ্কৃতির ফল আছে কি? উহাদের ফল নাই কি? উহাদের ফল কি একাধারে আছে এবং নাই? উহাদের ফল নাই এবং ফল যে নাই তাহাও নয়, এইরূপ কি? মরণের পর কি তথাগতের অস্তিত্ব থাকে? মরণের পর কি তাঁহার অস্তিত্ব থাকে না? মরণের পর কি একাধারে তাঁহার অস্তিত্ব থাকে এবং থাকে না? মরণের পর তাঁহার অস্তিত্ব থাকে না এবং উহা যে থাকে না তাহাও নয়, এইরূপ কি? আমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না এবং উহা যে থাকে না তাহাও নয়, যদি আমি এইরূপ মনে করি, আমি এইরূপই ব্যক্ত করিব। কিন্তু আমি ওইরূপ বলিতেছি না। উহা এই প্রকার তাহা আমি মনে করি না, উহা যে অন্য প্রকার তাহাও মনে করি না। আমি ইহা অস্বীকার করি না। ইহাও নয় উহাও নয়, আমি এইরূপও কহি না।'

'ভিক্ষুগণ, ইহাই চতুর্থ কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশ্যে কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে দ্ব্যর্থসূচক বাক্যের আশ্রয় লইয়া অমরার গতি অনুসরণ করেন।

২৮. 'ভিক্ষুগণ, ইঁহারাই সেই শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ যাঁহারা অমরা-বিক্ষেপিক, যাঁহারা কোনো বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে চতুর্বিধ কারণে দ্ব্যর্থসূচক বাক্যের আশ্রয় লন এবং অমরার গতি অনুসরণ করেন। ওই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উক্ত চতুর্বিধ কারণে, কিম্বা উহাদের মধ্যে এক কিম্বা অপর কারণে ওইরূপ করিয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোনো কারণে নহে।

২৯. ভিক্ষুগণ, ওই সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে ওই সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ওই সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ওই জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন, বেদনাসমূহের উৎপত্তি, লয়, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তি বর্জিত হইয়া, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দশ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত-বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকারী বলিবেন।

অধীত্য-সমুৎপন্নিক

৩০. 'ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা অকারণবাদী, যাঁহারা দ্বিবিধ কারণে আত্মা ও জগৎকে অকারণসম্ভূত ঘোষণা করেন। ওই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কীসের ভিত্তিতে কীসের উদ্দেশ্যে ওইরূপ করিয়া থাকেন?

৩১. 'ভিক্ষুগণ, অসংজ্ঞ-সত্ত্ব নামক কোনো কোনো দেবতা আছেন, সংজ্ঞা উৎপন্ন হইলেই ওই দেবগণ ওই দেহ হইতে চ্যুত হন। ভিক্ষুগণ, ইহা সম্ভব যে কোনো সত্ত্ব ওই দেহ হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করেন; তৎপরে তিনি গৃহবাস ত্যাগ করিয়া অনাগারিত্ব অবলম্বন করেন। পরে তিনি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধিতে উপনীত হন যে, ওইরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি সংজ্ঞার উৎপত্তি অনুসরণ করেন, কিন্তু তৎপূর্ববস্থা স্মরণে অক্ষম হন। তিনি বলিলেন, 'আত্মা ও জগৎ অকারণসম্ভূত। কী কারণে? আমি পূর্বে ছিলাম না, কিন্তু পূর্বে না থাকিয়াও এক্ষণে সত্ত্বতে পরিণত হইয়াছি।'

'ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম কারণ যাহার ভিত্তিতে, যাহার উদ্দেশ্যে কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অকারণবাদী হইয়া আত্মা জগৎকে অকারণসম্ভূত ঘোষণা করেন।

৩২. 'দ্বিতীয় শ্রেণির শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ, কীসের ভিত্তিতে কীসের উদ্দেশ্যে উক্তরূপ মতবাদী হইয়া উক্তরূপ ঘোষণা করেন?

'ভিক্ষুগণ, কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ তার্কিক ও আলোচনাপ্রিয় হইয়া থাকেন। তিনি তর্ক-পর্যাহত, বিচার প্রতিষ্ঠিত এইরূপ আত্মসিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন : 'আত্মা ও জগৎ অকারণসম্ভূত।'

ভিক্ষুগণ, ইহাই দ্বিতীয় কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশ্যে কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উক্তরূপে মতবাদী হইয়া উক্তরূপ ঘোষণা করেন।

৩৩. 'ভিক্ষুগণ, ইঁহারাই ওই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা অকারণবাদী হইয়া দ্বিবিধ কারণে আত্মা ও জগৎকে অকারণসম্ভূত ঘোষণা করেন। যাঁহারাই ওইরূপ মতবাদ পোষণ করিয়া ওইরূপ মত ঘোষণা করেন। তাঁহারা সকলেই এই দ্বিবিধ কারণে, কিম্বা উহাদের মধ্যে এক অথবা অপর কারণে, ওইরূপ করিয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোনো কারণে নহে।

৩৪. 'ভিক্ষুগণ, ওই সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ওই সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ওই সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্মজন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে।

তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন; কিন্তু ওই জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন, বেদনাসমূহের উৎপত্তি, লয়, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তি বর্জিত হইয়া, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত-বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকারী বলিবেন।

অপরান্ত-কল্পিক

৩৫. 'ভিক্ষুগণ, ইঁহারাই ওই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা পূর্বান্ত-কল্পিক, পূর্বান্তনুদৃষ্টি হইয়া, অষ্টাদশ কারণে পূর্বান্ত সম্বন্ধে অনেক বিধ মত প্রকাশ করেন। যাঁহারাই... ওইরূপ করেন তাঁহারা সকলেই এই অষ্টাদশ কারণে অথবা উহাদের এক বিস্ময় অপর কারণে উহা করিয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোনো কারণে নহে।

৩৬. 'ভিক্ষুগণ, ওই সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ওই সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ওই সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্মজন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ওই জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন, বেদনাসমূহের উৎপত্তি, লয়, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তি বর্জিত হইয়া, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত-বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকারী বলিবেন।

৩৭. 'ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা অপরান্ত-কল্পিক, অপরান্তানুদৃষ্টি; তাঁহারা চতুর্চত্বারিংশ কারণে অপরান্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন। ওই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কীসের ভিত্তিতে কীসের উদ্দেশ্যে ওইরূপ মতবাদী হইয়া ওইরূপ মত প্রকাশ করেন?

৩৮. 'ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা মৃত্যুর পর আত্মার সচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত প্রকাশ করেন। তাঁহারা ষোড়শবিধ কারণে ওইরূপ মতের পোষক। ওই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কীসের ভিত্তিতে কীসের উদ্দেশ্যে ওইরূপ মতবাদী হইয়া ওইরূপ মত প্রকাশ করেন?

'মরণান্তে আত্মারূপী অরোগ এবং সচৈতন্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে', এইরূপ তাঁহারা বলিলেন। 'মরণান্তে আত্মা অরূপী, অরোগ এবং সচৈতন্য অবস্থায় থাকে', এইরূপ বলিলেন। 'আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী'... 'উহা রূপীও নহে, অরূপীও নহে... 'উহা সান্ত... উহা অনন্ত... উহা একাধারে সান্ত এবং অনন্ত... উহা সান্তও নহে, অনন্তও নহে... 'উহা একাত্ম সংজ্ঞী... 'উহা নানাত্ম সংজ্ঞী... 'উহা পরিমিত সংজ্ঞা সম্পন্ন... 'উহা অপরিমিত সংজ্ঞা সম্পন্ন... 'উহা একান্ত সুখী 'উহা একান্ত দুঃখী... 'উহা একাধারে সুখী ও দুঃখী... 'উহা সুখ-দুঃখহীন, অরোগ এবং সচৈতন্য অবস্থায় মরণান্তে বিদ্যমান থাকে' এইরূপ তাঁহারা বলিয়া থাকেন।

৩৯. 'ভিক্ষুগণ, ইঁহারাই ওই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা মৃত্যুর পর আত্মার সচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত প্রকাশ করেন, যাঁহারা ষোড়শবিধ কারণে ওই মতের পোষক। ভিক্ষুগণ, যে-সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ওই মতের পরিপোষক, তাঁহারা সকলেই উক্ত ষোড়শবিধ কারণে, অথবা উহাদের এক কিম্বা অপর কারণে ওইরূপ মতবাদী হইয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোনো কারণে নহে।

৪০. 'ভিক্ষুগণ, ওই সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ওই সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে। ওই সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্মজন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ওই জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন, বেদনাসমূহের উৎপত্তি, লয়, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তি বর্জিত হইয়া, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'হে ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত-বেদনীয় যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকারী বলিবেন।

[দ্বিতীয় ভাণবার সমাপ্ত]

৩.১. 'ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা মৃত্যুর পর আত্মার অচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত প্রকাশ করেন। তাঁহারা অষ্টবিধ কারণে ওই মত পোষণ করিয়া থাকেন। ওই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কীসের ভিত্তিতে কীসের উদ্দেশ্যে ওইরূপ মতবাদী হইয়া ওইরূপ মত প্রকাশ করেন।

২. 'মরণান্তে আত্মা রূপী, অরোগ এবং অচৈতন্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে', এইরূপ তাঁহারা বলিলেন। 'মরণান্তে আত্মা অরূপী... 'আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী... 'উহা রূপীও নহে, অরূপীও নহে... 'উহা সান্ত... 'উহা অনন্ত... উহা একাধারে সান্ত এবং অনন্ত... 'উহা সান্তও নহে, অনন্তও নহে। মরণান্তে উহার অরোগ অচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে,' এইরূপ তাঁহারা বলিয়া থাকেন।

৩. ভিক্ষুগণ, ইঁহারাই ওই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা মৃত্যুর পর আত্মার অচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত প্রকাশ করেন, যাঁহারা অষ্টবিধ কারণে ওই মতের পরিপোষক। ভিক্ষুগণ, যে-সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ওই মতের পরিপোষক, তাঁহারা সকলেই উক্ত অষ্টবিধ কারণে, অথবা উহাদের এক কিম্বা অপর কারণে ওইরূপ মতবাদী হইয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোনো কারণে নহে।

৪. 'ভিক্ষুগণ, ওই সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ওই সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ওই সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্মজন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ওই জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন, বেদনাসমূহের উৎপত্তি, লয়, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তি বর্জিত হইয়া, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত-বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকারী বলিবেন।

অপরান্ত-কল্পিক

৫. 'ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব সচৈতন্যও নহে, অচৈতন্যও নহে, এই মত প্রকাশ করেন।

তাঁহারা অষ্টবিধ কারণে ওইরূপ মতের পোষক। ওই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কীসের ভিত্তিতে কীসের উদ্দেশ্যে ওইরূপ মত প্রকাশ করেন?

৬. মরণান্তে আত্মা রূপী, অরোগ এবং নৈব-সংজ্ঞী নৈব-অসংজ্ঞীরূপে অবস্থান করে,' এইরূপ তাঁহারা বলিলেন। 'মরণান্তে আত্মা অরূপী... 'আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী... 'উহা রূপীও নহে, অরূপীও নহে... 'উহা শান্ত... 'উহা অনন্ত... 'উহা একাধারে শান্ত এবং অনন্ত... 'উহা শান্তও নহে, অনন্তও নহে; মরণান্তে উহার অরোগ নৈব-সংজ্ঞী-নৈব-অসংজ্ঞী অস্তিত্ব থাকে', এইরূপ তাঁহারা করিয়া থাকেন।

৭. 'ভিক্ষুগণ, ইঁহারাই ওই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা মৃত্যুর পর আত্মার নৈব-সংজ্ঞী-নৈব-অসংজ্ঞী অস্তিত্ব থাকে এই মত প্রকাশ করেন, যাঁহারা অষ্টবিধ কারণে ওই মতের পোষক। ভিক্ষুগণ, যে-সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ওই মতের পোষক, তাঁহারা সকলেই উক্ত অষ্টবিধ কারণে, অথবা উহাদের এক কিম্বা অপর কারণে ওইরূপ মতবাদী হইয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোনো কারণে নহে।

৮. 'ভিক্ষুগণ, ওই সম্বন্ধে তথাগত আছেন যে, ওই সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ওই সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্মজন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ওই জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন, বেদনাসমূহের উৎপত্তি, লয়, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তি বর্জিত হইয়া, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত-বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকারী বলিবেন।

উচ্ছেদবাদী

৯. 'ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা উচ্ছেদবাদী, যাঁহারা সপ্তবিধ কারণে সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন। ওই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কীসের ভিত্তিতে কীসের উদ্দেশ্যে ওইরূপ মতবাদী হইয়া ওইরূপ মত প্রকাশ করেন?

১০. 'ভিক্ষুগণ, এস্থলে কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এইরূপ মত, এইরূপ দৃষ্টি

পোষণ করেন : 'যেহেতু এই আত্মা রূপী, চতুর্মহাভূতিক, মাতা ও পিতা হইতে সম্ভূত, সেই হেতু দেহাবসানে ইহার উচ্ছেদ ও বিনাশ হয়, মরণের পর ইহার অস্তিত্ব থাকে না, উহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।' এইরূপে কেহ কেহ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন।

১১. 'অপর কোনো ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনার বর্ণিত আত্মা আছে। আমি তাহা অস্বীকার করি না; কিন্তু ওইরূপে এই আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না। অন্য এক আত্মা আছে যাহা দিব্য, রূপী, কামাবচর, কবলিঙ্কার[১] আহারভোজী। আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। যেহেতু ওই আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মরণান্তে ইহার অস্তিত্ব থাকে না; সেই হেতু উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটিয়া থাকে।' এইরূপে কেহ কেহ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন।

১২. 'অপর কোনো ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনার বর্ণিত আত্মা আছে। আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ওইরূপে এই আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হয় না। অন্য এক আত্মা আছে যাহা দিব্য, রূপী, মনোময়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত এবং অহীনেন্দ্রিয়। আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। যেহেতু ওই আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মরণান্তে ইহার অস্তিত্ব থাকে না, সেই হেতু উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটিয়া থাকে।' এইরূপে কেহ কেহ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন।

১৩. 'অপর কোনো ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনার বর্ণিত আত্মা আছে। আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ওইরূপে এই আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হয় না। অন্য এক আত্মা আছে যাহা রূপসংজ্ঞাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘসংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্মসংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া 'আকাশ-অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' স্তরে গমন করে। আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। যেহেতু ওই আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মরণান্তে উহার অস্তিত্ব থাকে না, সেই হেতু উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটিয়া থাকে।' এইরূপে কেহ কেহ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন।

---

[১]। আহার চতুর্বিধ : **১.** কবলিঙ্কার (শরীরের পুষ্টিসাধক) আহার, ২. স্পর্শ আহার, ৩. মন সঞ্চেতনা আহার এবং ৪. বিজ্ঞান আহার।

১৪. 'অপর কোনো ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনার বর্ণিত আত্মা আছে। আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ওইরূপে এই আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হয় না। অন্য এক আত্মা আছে যাহা 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'বিজ্ঞান অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' স্তরে গমন করে। আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। যেহেতু ওই আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মরণান্তে উহার অস্তিত্ব থাকে না, সেই হেতু উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটিয়া থাকে।' এইরূপে কেহ কেহ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন।

১৫. 'অপর কোনো ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনার বর্ণিত আত্মা আছে। আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ওইরূপে এই আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হয় না। অন্য এক আত্মা আছে যাহা 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'কিছুই নাই' এই অনুভূতির সহিত 'অকিঞ্চন-আয়তন' স্তরে গমন করে। আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। যেহেতু ওই আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মরণান্তে উহার অস্তিত্ব থাকে না, সেই হেতু উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটিয়া থাকে।' এইরূপে কেহ কেহ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন।

১৬. 'অপর কোনো ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ওইরূপে এই আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হয় না। অন্য এক আত্মা আছে যাহা 'অকিঞ্চন-আয়তন' সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া শান্ত ও প্রণীত 'নৈব-সংজ্ঞা-নৈব-অসংজ্ঞায়তন' স্তরে গমন করে। আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। যেহেতু ওই আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মরণান্তে উহার অস্তিত্ব থাকে না, সেই হেতু উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটিয়া থাকে।' এইরূপে কেহ কেহ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন।

১৭. 'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ যাঁহারা উচ্ছেদবাদী, যাঁহারা সপ্তবিধ কারণে সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন। যে-সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ওইরূপ মতবাদী হইয়া ওইরূপ মত পোষণ করেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত সপ্তবিধ কারণে, অথবা উহাদের এক কিম্বা অপর কারণে ওইরূপ মতবাদী হইয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোনো কারণে

নহে।

১৮. 'ভিক্ষুগণ, ওই সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ওই সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত... বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম যাহা... কথনকারী বলিবেন।

দৃষ্টধর্মে নির্বাণবাদী

১৯. 'ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণবাদী[১], যাঁহারা পঞ্চবিধ কারণে জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ ঘোষণা করেন। ওই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কীসের ভিত্তিতে কীসের উদ্দেশ্যে ওইরূপ মতবাদী হইয়া ওইরূপ মত প্রকাশ করেন?

২০. 'ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এইরূপ মতবাদী, এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন 'যেহেতু এই আত্মা পঞ্চকামগুণ-সমন্বিত হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিসাধন করে, সেই হেতু ইহা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।' এইরূপে কেহ কেহ জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ ঘোষণা করেন।

২১. 'অপর কোনো ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই আত্মা ওইরূপেই পরম দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ প্রাপ্ত হয় না। কী হেতু? কাম অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণাম-ধর্ম। উহার পরিবর্তন ও অস্থায়ীত্ব-হেতু শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও অশান্তির উদ্ভব হয়। কিন্তু যখন ওই আত্মা কাম এবং অকুশলধর্ম হইতে বিরত হইয়া সবিতর্ক, সবিচার এবং বিবেকজ প্রীতিসুখ-মণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করে, তখনোই উহা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।' এইরূপে কেহ কেহ জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ ঘোষণা করেন।

২২. 'অপর কোনো ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ওইরূপেই এই আত্মা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম নির্বাণ প্রাপ্ত হয় না। কী হেতু? যেহেতু ওই অবস্থায় বিতর্ক এবং বিচার বর্তমান থাকে, সেই হেতু উহা স্থূল আখ্যাত হয়। কিন্তু যখন ওই আত্মা বিতর্ক ও বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদ, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করে, তখনোই উহা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।' এইরূপে কেহ কেহ জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ ঘোষণা করেন।

---

[১]। এই জগতের নির্বাণ প্রাপ্তি হয়, এই মত যাঁহারা পোষণ করেন।

২৩. 'অপর কোনো ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ওইরূপেই এই আত্মা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম নির্বাণ প্রাপ্ত হয় না। কী হেতু? যেহেতু ওই অবস্থায় চিত্তে প্রীতির অনুভূতি এবং উত্তেজনা বর্তমান থাকে, সেই হেতু উহা স্থূল আখ্যাত হয়। কিন্তু যখন ওই আত্মা প্রীতিতে বিরাগ উৎপাদন করিয়া উপেক্ষার ভাবে বিরাজ করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া কায়ে সুখ অনুভব করে—যে সুখ সম্বন্ধে আর্যগণ বলিয়া থাকেন, 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী এবং এইরূপ তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করে, তখনোই উহা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।' এইরূপে কেহ কেহ জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ ঘোষণা করেন।

২৪. 'অপর কোনো ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ওইরূপেই এই আত্মা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম নির্বাণ প্রাপ্ত হয় না। কী হেতু? যেহেতু ওই অবস্থায় চিত্ত সুখের অনুভূতিতে পরিপূর্ণ থাকে, সেই হেতু উহা স্থূল আখ্যাত হয়। কিন্তু যখন ওই আত্মা সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তমিত করিয়া, দুঃখহীন, সুখহীন, উপেক্ষা ও স্মৃতি-পরিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করে, তখনোই উহা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।' এইরূপে কেহ কেহ জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ ঘোষণা করেন।

২৫. 'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণবাদী, যাঁহারা পঞ্চবিধ কারণে জীবের পরম দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ ঘোষণা করেন। যে-সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ওইরূপ মতবাদী হইয়া ওইরূপ মত পোষণ করেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত পঞ্চবিধ কারণে, অথবা উহাদের এক কিম্বা অপর কারণে ওইরূপ মতবাদী হইয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোনো কারণে নহে।

২৬. 'ভিক্ষুগণ, ওই সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ওই সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত... বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম যাহা... কথনকারী বলিবেন।

২৭. 'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা অপরান্ত-কল্পিক, অপরান্তানুদৃষ্টি, যাঁহারা চতুর্চত্বারিংশ কারণে অপরান্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন। যে-সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ওই মতের পরিপোষক, তাঁহারা সকলেই এই চতুর্চত্বারিংশ কারণেই কিম্বা উহাদের এক অথবা অপর কারণে ওইরূপ মতবাদী হইয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য

কোনো কারণে নহে।

২৮. ‘ভিক্ষুগণ, ওই সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ওই সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত... বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

‘ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম যাহা... কথনকারী বলিবেন।

সংক্ষিপ্ত বিবৃতি

২৯. ‘ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা পূর্বান্তকল্পিক, অপরান্ত-কল্পিক, একাধারে পূর্বান্ত ও অপরান্তকল্পিক, পূর্বান্তাপরান্তানুদৃষ্টি, যাঁহারা দ্বি-ষষ্ঠী কারণে ওই সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে-সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ওইরূপ মতবাদী হইয়া ওইরূপ মত প্রকাশ করেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত দ্বি-ষষ্ঠী কারণে, কিংবা উহাদের এক অথবা অপর কারণে ওইরূপ মতবাদী হইয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোনো কারণে নহে।

৩০. ‘ভিক্ষুগণ, ওই সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে ওই সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত... বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

‘ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম যাহা... কথনকারী বলিবেন।

৩১.[১] ‘ভিক্ষুগণ, যে-সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শাশ্বতবাদী হইয়া চতুর্বিধ কারণে আত্মা ও জগৎকে শাশ্বত ঘোষণা করেন।

৩২. যাঁহারা কোনো কোনো বিষয়ে শাশ্বতবাদী, কোনো কোনো বিষয়ে অশাশ্বতবাদী হইয়া চতুর্বিধ কারণে আত্মা ও জগৎকে আংশিকরূপে শাশ্বত ও আংশিকরূপে অশাশ্বত ঘোষণা করেন।

৩৩. যাঁহারা অন্তানন্তিকবাদী হইয়া চতুর্বিধ কারণে জগৎকে সান্ত অথবা অনন্ত বলিয়া থাকেন।

৩৪. যাঁহারা অমরা বিক্ষেপিক হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে চতুর্বিধ কারণে দ্ব্যর্থসূচক বাক্যের আশ্রয় লইয়া অমরার গতি অনুসরণ করেন।

৩৫. যাঁহারা অকারণবাদী হইয়া দ্বিবিধ কারণে আত্মা ও জগৎকে অকারণসম্ভূত ঘোষণা করেন।

৩৬. যাঁহারা পূর্বান্তকল্পিক, পূর্বান্তানুদৃষ্টি হইয়া অষ্টাদশ কারণে পূর্বান্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন।

৩৭. যাঁহারা ষোড়শবিধ কারণে মৃত্যুর পর আত্মার অচৈতন্য অস্তিত্ব

---

[১]। ৩১ সংখ্যক পদচ্ছেদ মূলে নাই।

থাকে এই মত পোষণ করেন।

৩৮. যাঁহারা অষ্টবিধ কারণে মৃত্যুর পর আত্মার সচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত পোষণ করেন।

৩৯. যাঁহারা অষ্টবিধ কারণে মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব সচৈতন্যও নহে অচৈতন্যও নহে, এই মত পোষণ করেন।

৪০. যাঁহারা উচ্ছেদবাদী হইয়া সপ্তবিধ কারণে সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন।

৪১. যাঁহারা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণবাদী হইয়া পঞ্চবিধ কারণে জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ ঘোষনা করেন।

৪২. যাঁহারা অপরান্তকল্পিক, অপরান্তানুদৃষ্টি হইয়া চতুর্চত্বারিংশ কারণে অপরান্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন।

৪৩. যাঁহারা পূর্বান্তকল্পিক, অপরান্তকল্পিক, একাধারে পূর্বান্ত ও অপারান্তকল্পিক, পূর্বান্তাপরান্তানুদৃষ্টি, যাঁহারা দ্বি-ষষ্ঠী কারণে ওই সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন :

তাঁহাদের ওই সকল দৃষ্টি অজ্ঞ, অদর্শী, তৃষ্ণাগত শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের বেদনা মাত্র, চিত্তচাঞ্চল্য মাত্র।

৪৪. 'ভিক্ষুগণ, যে-সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শাশ্বতবাদী হইয়া চতুর্বিধ কারণে আত্মা ও জগৎকে শাশ্বত ঘোষণা করেন।

৪৫. যাঁহারা কোনো কোনো বিষয়ে শাশ্বতবাদী, কোনো কোনো বিষয়ে অশাশ্বতবাদী হইয়া চতুর্বিধ কারণে আত্মা ও জগৎকে আংশিকরূপে শাশ্বত এবং আংশিকরূপে অশাশ্বত ঘোষণা করেন।

৪৬. যাঁহারা অন্তানন্তিকবাদী হইয়া চতুর্বিধ কারণে জগৎকে সান্ত অথবা অনন্ত বলিয়া থাকেন।

৪৭. যাঁহারা অমরা বিক্ষেপিক হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে চতুর্বিধ কারণে দ্ব্যর্থসূচক বাক্যের আশ্রয় লইয়া অমরার গতি অনুসরণ করেন।

৪৮. যাঁহারা অকারণবাদী হইয়া দ্বিবিধ কারণে আত্মা ও জগৎকে অকারণসম্ভূত ঘোষণা করেন।

৪৯. যাঁহারা পূর্বান্তকল্পিক, পূর্বান্তানুদৃষ্টি হইয়া অষ্টাদশ কারণে পূর্বান্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন।

৫০. যাঁহারা ষোড়শবিধ কারণে মৃত্যুর পর আত্মার সচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত পোষণ করেন।

৫১. যাঁহারা অষ্টবিধ কারণে মৃত্যুর পর আত্মার অচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে,

এই মত পোষণ করেন।

৫২. যাঁহারা অষ্টবিধ কারণে মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব সচৈতন্যও নহে, অচৈতন্যও নহে, এই মত পোষণ করেন।

৫৩. যাঁহারা উচ্ছেদবাদী হইয়া সপ্তবিধ কারণে সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন।

৫৪. যাঁহারা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণবাদী হইয়া পঞ্চবিধ কারণে জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণ ঘোষণা করেন।

৫৫. যাঁহারা অপরান্তকল্পিক, অপরান্তানুদৃষ্টি হইয়া চতুর্চত্বারিংশ কারণে অপরান্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন।

৫৬. যাঁহারা পূর্বান্তকল্পিক, অপরান্তকল্পিক, একাধারে পূর্বান্ত ও অপরান্তকল্পিক, পূর্বান্তাপরান্তানুদৃষ্টি, যাঁহারা দ্বি-ষষ্ঠী কারণে ওই সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

তাঁহাদের ওই সকল মত স্পর্শজনিত।

৫৭-৬৯. 'ভিক্ষুগণ, যাঁহারা ওই সকল মত পোষণ করেন, তাঁহারা যে স্পর্শ ব্যতীত ওইরূপ বেদনাসংযুক্ত হইবেন, তাহা হইতে পারে না।

৭০. 'তাঁহারা সকলেই ষড় স্পর্শায়তনের সহিত স্পর্শে আনীত হইয়া ওইরূপ বেদনাসংযুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, জাতি হইতে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য এবং নৈরাশ্যের উৎপত্তি হয়। ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু ষড় স্পর্শায়তনের সমুদয়, অস্তগমন, আস্বাদ, দৈন্য এবং নিঃসরণ যথাযথরূপে জ্ঞাত হন, তখন তিনি তদূর্ধ্বে যাহা আছে তাহাও জানিতে পারেন।

৭১. 'ভিক্ষুগণ, যে-সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ পূর্বান্তকল্পিক অথবা অপরান্তকল্পিক, অথবা একাধারে পূর্বান্ত ও অপরান্তকল্পিক, অথবা পূর্বান্তাপরান্তানুদৃষ্টি, যাহারা পূর্বান্ত ও অপরান্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন, তাঁহারা সকলেই এই দ্বি-ষষ্ঠী প্রণালির জালে আবদ্ধ; ইহাতেই বদ্ধ হইয়া তাঁহারা ইতস্তত ভাসমান, উহাতেই ধৃত হইয়া তাঁহারা ইতস্তত উন্মজ্জন-নিরত।

'ভিক্ষুগণ, যখন কোনো দক্ষ ধীবর অথবা ধীবর বালক ক্ষুদ্র জলাশয়ের উপর সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট জাল নিক্ষেপ করে, তখন তাহার মনে এইরূপ হইতে পারে : 'এই দহে যে-সকল বৃহৎ মৎস্য আছে তাহারা সকলেই জালবদ্ধ হইয়াছে, এই জালে আবদ্ধ হইয়াই তাহারা ইতস্তত ভাসমান, উহাতেই ধৃত

হইয়া তাহারা ইতস্তত উন্মুজ্জন-নিরত, সেইরূপই উক্ত শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ এই দ্বি-ষষ্ঠী প্রণালির জালে আবদ্ধ, ইহাতেই বদ্ধ হইয়া তাঁহারা ইতস্তত ভাসমান, ইহাতেই ধৃত হইয়া তাঁহারা ইতস্তত উন্মুজ্জন-নিরত।

৭২. 'ভিক্ষুগণ, তথাগতের ভবতৃষ্ণা উচ্ছিন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার দেহ বর্তমান। যতদিন এই দেহ থাকিবে ততদিন দেব ও মনুষ্য তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। দেহের বিলয়ে জীবনান্তে দেব ও মনুষ্য তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না।

'ভিক্ষুগণ, আম্রগুচ্ছের বৃন্ত ছিন্ন হইলে বৃন্তসংলগ্ন সমুদয় আম্র যেরূপ বৃন্তের অনুগমন করে, সেইরূপই উচ্ছিন্ন-ভব-নেত্র তথাগতের দেহ রহিয়াছে। যতদিন এই দেহ থাকিবে, ততদিন দেব ও মনুষ্য তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। দেহের বিলয়ে জীবনান্তে দেব ও মনুষ্য তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না।'

৭৩. এইরূপ কথিত হইলে, আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলিলেন, 'ভন্তে, আশ্চর্য, ভন্তে, অদ্ভুত! ভন্তে, এই ধর্মপর্যায়ের নাম কী?'

'আনন্দ, এই ধর্মপর্যায়কে তুমি অর্থজাল বলিতে পার, ধর্মজাল বলিতে পার, ব্রহ্মজাল বলিতে পার, দৃষ্টিজাল বলিতে পার, অনুত্তর সংগ্রাম-বিজয়ও বলিতে পার।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন। ভিক্ষুগণ আনন্দিত মনে ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিলেন। এই সবিস্তার উপদেশ দানকালে এক সহস্র জগৎ কম্পিত হইল।

[ব্রহ্মজাল সূত্র সমাপ্ত]

শ্রামণ্যফল সূত্রের পূর্বাভাষ

ব্রহ্মজাল সূত্রে বৌদ্ধধর্মের মূল তত্ত্ব এবং জীবন সম্বন্ধে বুদ্ধের নৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টি আলোচিত হইয়াছে। বর্তমান সূত্রে বৌদ্ধসংঘের প্রতিষ্ঠা সমর্থিত হইয়াছে।

মগধরাজ অজাতশত্রু বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, জগতে মনুষ্য সাধারণ জীবিকার উপায়স্বরূপ নানাবিধ শিল্প অবলম্বন করিয়া ইহ জগতেই যেরূপ প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হয়, সংসারত্যাগী সংঘভুক্ত ভ্রাতৃগণ সংঘ আশ্রয়-হেতু ইহ জীবনেই সেইরূপ কোনো প্রত্যক্ষ ফল দর্শন করেন কি না। উত্তরে বুদ্ধ এক এক করিয়া চতুর্দশটি শ্রামণ্যের সাংদৃষ্টিক ফল বিবৃত করিলেন। ওই তালিকার প্রত্যেক পরবর্তী ফল তৎপূর্ববর্তী ফল অপেক্ষা উন্নততর ও মধুরতর।

অজাতশত্রুর প্রশ্নে উল্লিখিত জীবিকা নির্বাহের বৃত্তিগুলি তৎকালীন সামাজিক অবস্থার উপর প্রভূত পরিমাণে আলোকসম্পাত করে। প্রশ্নের প্রস্তাবনায় মগধরাজ বলিয়াছিলেন যে তিনি ঠিক ওই একই প্রশ্ন অপর ছয়টি বিভিন্ন সংঘের নেতাগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনো সদুত্তর পান নাই। উক্ত নেতাগণ তাঁহাদের উত্তরে অজাতশত্রুকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতে সমসাময়িক একাধিক কৌতূহলোদ্দীপক ধর্মমতের বিষয় জানা যায়। ওই সকল বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে জৈনমত ছাড়া অন্য কোনো মতের পূর্ণ বিবরণ এখনো দুষ্প্রাপ্য।

২. শ্রামণ্যফল সূত্র

১. আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। একসময় ভগবান রাজগৃহে জীবক কৌমারভৃত্যের আম্রবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সঙ্গে সার্ধদ্বাদশশত ভিক্ষু-সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসংঘ ছিল। ওই সময় মগধের রাজা বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে, চাতুর্মাসী কৌমুদীপূর্ণ পূর্ণিমার রাত্রিতে, রাজামাত্য পরিবৃত হইয়া শ্রেষ্ঠ প্রাসাদোপরি উপবিষ্ট ছিলেন। অনন্তর সেই উপোসথ দিনে মগধরাজের মুখ হইতে আনন্দোক্তি নির্গত হইল :

'কী রমণীয় জ্যোৎস্না রাত্রি!

'কী সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রি!

'কী দর্শনীয় জ্যোৎস্না রাত্রি!

'কী নির্মল জ্যোৎস্না রাত্রি!

'কী লক্ষণসম্পন্ন জ্যোৎস্না রাত্রি!

'আজ কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের সঙ্গে অভিলাষ করিব, যাঁহার সংসর্গে আমাদিগের চিত্ত প্রসন্ন হইবে?'

২. এইরূপ উক্ত হইলে জনৈক রাজামাত্য মগধরাজকে এইরূপ বলিলেন, 'দেব, পূরণকাশ্যপ আছেন, তিনি সংঘনায়ক, গণনায়ক, গণাচার্য, জ্ঞানী, যশস্বী, তীর্থঙ্কর, বহুজনসম্মানিত, অভিজ্ঞ, দীর্ঘ প্রব্রজিত এবং বয়োবৃদ্ধ। দেব, ওই পূরণকাশ্যপের নিকট গমন করুন। তাঁহার নিকট গমনে মহারাজের চিত্ত প্রসন্ন হইতে পারে।' এইরূপ কথিত হইলে মগধরাজ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

৩. অন্য এক মন্ত্রী রাজাকে বলিলেন, 'দেব, মক্ষলি গোসাল আছেন, তিনি সংঘনায়ক,... এইরূপ কথিত হইলে মগধরাজ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

৪. অন্য এক মন্ত্রী রাজাকে বলিলেন, 'দেব, অজিত কেশকম্বল আছেন, তিনি সংঘনায়ক,... এইরূপ কথিত হইলে মগধরাজ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

৫. অন্য এক মন্ত্রী বলিলেন, 'দেব, পকুধ কাচ্চায়ন আছেন, তিনি সংঘনায়ক,... এইরূপ কথিত হইলে মগধরাজ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

৬. অন্য এক মন্ত্রী রাজাকে বলিলেন, 'দেব, সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত আছেন, তিনি সংঘনায়ক,... এইরূপ কথিত হইলে মগধরাজ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

৭. অন্য এক মন্ত্রী রাজাকে বলিলেন, 'দেব, নিগণ্ঠ নাতপুত্ত আছেন, তিনি সংঘনায়ক,... এইরূপ কথিত হইলে মগধরাজ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

৮. ওই সময় জীবক কৌমারভৃত্য মগধরাজের অনতিদূরে মৌনাবলম্বনপূর্বক উপবিষ্ট ছিলেন। মগধরাজ তাঁহাকে বলিলেন, 'মিত্র জীবক, তুমি কী কারণে মৌন রহিয়াছ?

'দেব, ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ সার্ধদ্বাদশশত ভিক্ষু-সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত আমাদের আম্রকুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন। সেই পূজ্য গৌতমের সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে : 'ইনিই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয়, দম্য-পুরুষ-সারথী, দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবন্ত।' মহারাজ ওই ভগবন্তের নিকট

গমন করুন। তাঁহার নিকট গমনে মহারাজের চিত্ত প্রসন্ন হইতে পারে।'

গৌতমের নিকট গমন

'মিত্র জীবক, তাহা হইলে হস্তীযানসমূহ প্রস্তুত করো।'

৯. জীবক কৌমারভৃত্য 'যে আজ্ঞা, মহারাজ' বলিয়া মগধরাজকে প্রতিশ্রুতি দানপূর্বক পঞ্চশত হস্তিনী এবং রাজার আরোহণীয় হস্তী সজ্জিত করিয়া মগধরাজের নিকট বার্তা প্রেরণ করিলেন : 'দেব, হস্তীযান প্রস্তুত। এক্ষণে যেরূপ ইচ্ছা হয় করুন।' তৎপরে মগধরাজ বৈদেহীপুত্র পাঁচশত হস্তিনীর প্রত্যেকের উপর তাঁহার নারীবর্গের এক একজনকে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং রাজহস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং উল্কাধারী অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে মহা আড়ম্বরের সহিত রাজগৃহ হইতে জীবক কৌমারভৃত্যের আম্রবনে গমন করিলেন।

১০. আম্রবনের অদূরে উপস্থিত হইয়া মগধরাজ অজাতশত্রু ভীত, স্তম্ভিত ও রোমাঞ্চ কলেবর হইলেন। এইরূপে উদ্বিগ্ন ও রোমাঞ্চিত হইয়া তিনি জীবককে বলিলেন :

'মিত্র জীবক, তুমি আমাকে প্রতারিত করো নাই তো? তুমি আমার সহিত প্রবঞ্চনা করো নাই তো? তুমি আমাকে শত্রুকরে অর্পণ করো নাই তো? ইহা কীরূপ যে এই বৃহৎ ভিক্ষুসংঘের মধ্যে, সার্ধদ্বাদশশত ভিক্ষুর মধ্যে কোনো প্রকার শব্দই নাই—না একটি হাঁচির শব্দ, না একটি কাশির শব্দ?'

'মহারাজ ভীত হইবেন না। আমি আপনাকে প্রতারিত করিতেছি না, আপনার সহিত প্রবঞ্চনা করিতেছি না, আপনাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতেছি না। মহারাজ, অগ্রসর হউন, অগ্রসর হউন। ওই মণ্ডপে দীপসমূহ জ্বলিতেছে।'

১১. তৎপরে মগধরাজ হস্তীযানে যতদূর যাওয়া সম্ভব ততদূর হস্তীপৃষ্ঠে গমন করিয়া, পরে হস্তী হইতে অবতরণপূর্বক পদব্রজে মণ্ডপদ্বারে উপনীত হইলেন। পরে তিনি জীবককে বলিলেন :

'মিত্র জীবক, ভগবান কোথায়?'

'মহারাজ, ওই ভগবান—ওই তিনি ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া মধ্যে স্থিত স্তম্ভ আশ্রয় করিয়া পূর্বমুখ হইয়া উপবিষ্ট।'

১২. তৎপরে মগধরাজ ভগবানের সন্নিধানে গমনপূর্বক একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া নির্মল সরোবরের ন্যায় শান্ত ভিক্ষুসংঘকে অবলোকন করিয়া বলিয়া উঠিলেন : 'মদীয় পুত্র উদায়ীভদ্রও এই শান্তিযুক্ত হউক, যে শান্তি এই

ভিক্ষুসংঘে বিরাজমান।'

'মহারাজ, আপনার স্নেহধারা যথাস্থানে প্রবাহিত হইয়াছে।'

'ভন্তে, পুত্র উদায়ীভদ্র আমার প্রিয়। যে শান্তি এই ভিক্ষুসংঘে বিরাজ করিতেছে, কুমারও ওই শান্তিযুক্ত হউক।'

১৩. তদনন্তর মগধরাজ অজাতশত্রু ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক ভিক্ষুসংঘের প্রতি অঞ্জলি প্রণমিত করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। আসন গ্রহণান্তে তিনি ভগবানকে বলিলেন, 'ভন্তে, আপনার অনুমতি পাইলে আমি আপনাকে এক বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।'

'মহারাজ, আপনার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করুন।'

১৪. 'ভন্তে, জনসাধারণের জন্য বহুবিধ শিল্পবিদ্যা আছে; যথা : হস্তী আরোহণ, অশ্বারোহণ, রথিক, ধনুগ্রাহি, চেলক[১], চলক[২], পিণ্ডদায়ক[৩], উগ্ররাজপুত্র[৪], প্রস্কন্দিক[৫], মহানাগ-শূর, চর্ম-যোধী, দাসপুত্র, সূপকার, ক্ষৌরকার, স্নাপক, মোদক, মালাকার, রজক, পেশকার, নলকার, কুম্ভকার, গণকমুদ্রিক এবং এই প্রকারের অন্য যেকোনো শিল্প—ওই সকল শিল্পাবলম্বী সকলেই এই জগতেই সাংদৃষ্টিক শিল্পফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। উহা দ্বারা তাঁহারা স্বয়ং সুখী ও তৃপ্ত হন, মাতাপিতাকে সুখী ও তৃপ্ত করেন, স্ত্রী-পুত্রকে সুখী ও তৃপ্ত করেন, মিত্রামাত্যকে সুখী ও তৃপ্ত করেন। তাঁহারা শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের নিমিত্ত ঔর্ধাগ্রিক, স্বার্গিক ও সুখবিপাকযুক্ত, স্বর্গ-সংবর্তনিক দক্ষিণার প্রতিষ্ঠা করেন। ভন্তে, ওইরূপ ইহজীবনেই লভ্য কোনো সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফলের উল্লেখ করিতে পারেন কি?'

১৫. 'মহারাজ, আপনি স্বীকার করেন যে এই প্রশ্ন অন্য শ্রমণ ব্রাহ্মণকেও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে?'

'ভন্তে, আমি স্বীকার করি।'

পূরণকশ্যপ

'মহারাজ, ওই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যেরূপ উত্তর দিয়াছেন, যদি বাধা না থাকে, তাহা ব্যক্ত করুন।'

'ভন্তে, কোনো বাধাই নাই, যখন ভগবান অথবা ভগবান তুল্যগণ

---

[১]। ধ্বজধারী।

[২]। শিবির সন্নিবেশক।

[৩]। সৈন্যদিগের মধ্যে যাহারা খাদ্য বণ্টনে নিযুক্ত।

[৪]। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী।

[৫]। সামরিক চর।

উপবিষ্ট।'

'মহারাজ, তাহা হইলে ব্যক্ত করুন।'

১৬. 'ভন্তে, একসময় আমি পূরণকশ্যপের নিকট গমন করিয়াছিলাম। তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে তাঁহার সহিত মধুর চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপপূর্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলাম। আসন গ্রহণান্তে, এই ক্ষণে আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছি, তাঁহাকেও ঠিক সেই প্রশ্নই করিলাম।

১৭. 'এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পূরণকশ্যপ আমাকে বলিলেন, 'মহারাজ, যে করে এবং যে করায়, যে ছেদন করে এবং যে ছেদন করায়, যে অঙ্গহীন করে এবং যে অঙ্গহীন করায়, যে শোক ও নির্যাতনের কারণ হয়, যে কম্পিত হয় এবং যে কম্পিত করায়, যে প্রাণনাশ করে, যে অদত্ত গ্রহণ করে, যে সন্ধি ছিন্ন করে[১], যে লুণ্ঠন করে, যে চৌর্যে প্রবৃত্ত হয়, গুপ্তস্থান হইতে যে হঠাৎ পথচারীকে আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়, যে পরদার গমন করে, মিথ্যাভাষণ করে, তাহারা এই সকল কর্ম করিয়া পাপ করে না। যদি কেহ ক্ষুরধার চক্রের দ্বারা পৃথিবীর প্রাণীগণকে এক মাংস-খলে, এক মাংস পুঞ্জে, পরিণত করে, তজ্জন্য কোনো পাপ হয় না, পাপের আগমন হয় না। যদি ওই ব্যক্তি আঘাত করিতে করিতে, হত্যা করিতে করিতে, ছেদন করিতে করিতে, ছেদন করাইতে করাইতে, অঙ্গহীন করিতে করিতে, অঙ্গহীন করাইতে করাইতে গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্তী হইয়া গমন করে, তজ্জন্য কোনো পাপ হইবে না, পাপের আগম হইবে না। যদি ওই ব্যক্তি দান করিতে করিতে, দান করাইতে করাইতে, যজ্ঞ করিতে করিতে, যজ্ঞ করাইতে করাইতে, গঙ্গার উত্তর তীরবর্তী হইয়া গমন করে, তজ্জন্য কোনো পুণ্য হইবে না, পুণ্যের আগম হইবে না। দান হইতে, দম হইতে, সংযম হইতে, সত্যবাক্য হইতে পুণ্যের উদ্ভব হয় না, পুণ্যের আগমন হয় না।' ভন্তে, এইরূপে পূরণকশ্যপ সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল জিজ্ঞাসিত হইয়া, আমার নিকট অক্রিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভন্তে, আম্র কি এই প্রশ্নের উত্তরে লবুজের[২] বর্ণনা যেরূপ হয়, সেইরূপ পূরণকশ্যপ সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল জিজ্ঞাসিত হইয়া অক্রিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভন্তে, তৎপরে আমার মনে হইল 'আমার ন্যায় ব্যক্তি স্বীয় রাজ্যবাসী শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণকে অপ্রসন্ন করিবার চিন্তা কী প্রকারে করিবে?' এইরূপে আমি পূরণকশ্যপের বাক্যের অভিনন্দনও করিলাম

---

[১]। চলিত ভাষায় 'যে ঘরে সিঁধ কাটে।'

[২]। কাঁঠাল জাতীয় ফলবিশেষ।

না, নিন্দাও করিলাম না; অভিনন্দন ও নিন্দা উভয়ই পরিহার করিয়া, স্বয়ং ক্ষুব্ধ হইয়াও ক্ষোভসূচক বাক্যের উচ্চারণ না করিয়া, আমি ওই বাক্য গ্রহণও করিলাম না, বর্জনও করিলাম না, আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিলাম।

মক্ষলি গোসাল

১৮.[১] 'ভন্তে, একসময় আমি মক্ষলি গোসালের নিকট গমন করিয়াছিলাম। তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে তাঁহার সহিত মধুর চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপপূর্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলাম। আসন গ্রহণান্তে এই ক্ষণে আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছি তাঁহাকেও ঠিক সেই প্রশ্ন করিলাম।

১৯. 'এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া মক্ষলি গোসাল আমাকে বলিলেন, 'মহারাজ, সত্ত্বগণের সংক্লেশের হেতুও নাই, প্রত্যয়ও নাই; হেতু ও প্রত্যয় বিনা সত্ত্বগণ সংক্লিষ্ট হয়। সত্ত্বগণের শুদ্ধির হেতুও নাই, প্রত্যয়ও নাই; হেতু ও প্রত্যয় বিনা তাহাদের শুদ্ধি হয়। আত্ম-কার নাই, পর-কার নাই, পুরুষ-কার নাই, বল নাই, বীর্য নাই, পুরুষ-স্থাম নাই, পুরুষ-পরাক্রম নাই। সর্বসত্ত্ব, সর্বপ্রাণী, সর্বভূত, সর্বজীব, অবশ, অবল, নির্বীর্য; তাহারা নিয়তি ও সংযোগ পরিচালিত এবং ষড়বিধ জাতিভুক্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ দুঃখ অনুভব করে। প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ ছয় সহস্র এবং ছয়শত। কর্ম পাঁচশত প্রকার, তদুপরি পাঁচ প্রকার (পঞ্চেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয়), তদুপরি তিন প্রকার (কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক); কর্ম এবং অর্ধ কর্মও[২] আছে। দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ছয় অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগাবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রাজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নির্গ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর, সাত শত সাত গ্রন্থি, সাত শত সাত প্রপাত, সাত শত সাত স্বপ্ন, চতুরশীতি লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্ত করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন : আমি এই শীল, এই ব্রত, এই তপ, অথবা এই ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ব কর্মের পক্বতা-সাধন করিব, অথবা পরিপক্ব কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্ত করিব,' কিন্তু তাঁহারা কৃতকার্য হইবেন না। সংসারে দ্রোণ তুলিত সুখ-দুঃখের পরিবর্তন হয় না;

---

[১]। ১৮নং পদচ্ছেদ মূলে নাই।

[২]। মন দ্বারা কৃতকর্ম।

উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার গতি বেষ্টনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্ত করিবে।'

অজিত কেশকম্বলী

২০. 'ভন্তে, এইরূপে মক্ষলি গোসাল সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল জিজ্ঞাসিত হইয়া সংসারশুদ্ধি ব্যাখ্যা করিলেন। ভন্তে, আম্র কী এ প্রশ্নের উত্তরে লবুজের বর্ণনা যেরূপ হয়, সেইরূপ মক্ষলি গোসাল সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল জিজ্ঞাসিত হইয়া সংসারশুদ্ধি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভন্তে, তৎপরে আমার মনে হইল : 'আমার ন্যায় ব্যক্তি... করিবে?' এইরূপে আমি মক্ষলি গোসালের বাক্যের... চলিয়া আসিলাম।

২১. 'ভন্তে, আমি একদিন অজিত কেশকম্বলীর নিকট গমন করিয়াছিলাম। তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে তাঁহার সহিত চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপপূর্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলাম। আসন গ্রহণান্তে এইক্ষণে আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছি তাঁহাকেও ঠিক সেই প্রশ্ন করিলাম।

২২. 'ভন্তে, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া অজিত কেশকম্বলী বলিলেন, 'মহারাজ, দান নাই, যজ্ঞ নাই, হোম নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল-বিপাক নাই, ইহলোক-পরলোক নাই, মাতাপিতা নাই, ঔপপাতিক[১] জীব নাই, পূর্ণজ্ঞানলব্ধ সর্বোচ্চ মার্গস্থ এমন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ নাই যাঁহারা ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া ওই জ্ঞান প্রচার করেন। মনুষ্য চতুর্মহাভূত হইতে উৎপন্ন। যখন তাহার মৃত্যু হয় তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবী ধাতু মহাপৃথিবীতে গমনপূর্বক উহাতেই লীন হয়, আপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে এবং বায়ুধাতু বায়ুতে লীন হয়, এবং তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। মৃতদেহ শবযানে বাহিত হয়; দাহস্থান পর্যন্ত প্রশংসা কীর্তিত হয়; অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়, এবং সমস্তই ভস্মে পরিণত হয়। এই যে দান ইহা নির্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানের ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়, মরণান্তে তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না।

২৩. 'ভন্তে, এইরূপে অজিত কেশকম্বলী সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল জিজ্ঞাসিত হইয়া উচ্ছেদবাদ প্রকাশ করিলেন। ভন্তে, আম্র জিজ্ঞাসিত হইয়া লবুজের

---

[১]। মাতাপিতার সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন। অযোনিজ।

বর্ণনা অথবা লবুজ জিজ্ঞাসিত হইয়া আম্রের বর্ণনা যেরূপ হয়, সেইরূপ অজিত কেশকম্বলী সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল জিজ্ঞাসিত হইয়া উচ্ছেদবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ভন্তে, তৎপরে আমার মনে হইল : 'আমার ন্যায় ব্যক্তি... করিবে?' এইরূপে আমি অজিত কেশকম্বলীর বাক্যের... চলিয়া আসিলাম।

২৪. 'ভন্তে, আমি একদিন পকুধ কচ্চায়নের নিকট গমন করিয়াছিলাম। তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে তাঁহার সহিত চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপপূর্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলাম। আসন গ্রহণান্তে এই ক্ষণে আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছি তাঁহাকেও ঠিক সেই প্রশ্নই করিলাম।

২৫. 'ভন্তে, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পকুধ কচ্চায়ন বলিলেন, 'মহারাজ, এই সাত বস্তু অকৃত, অকৃত-বিধ[১], অনির্মিত, নির্মাতাহীন, উৎপাদিকা শক্তিহীন, কূটস্থ, অচল স্তম্ভসদৃশ। তাহারা গতিহীন, বিকারহীন; তাহারা পরস্পর পরস্পরের বিরোধী নহে, পরস্পর পরস্পরের সুখ অথবা দুঃখ অথবা সুখ-দুঃখ বিধানে পর্যাপ্ত নহে। এই সাত বস্তু কী কী? ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম বস্তু জীব। এই সাত বস্তু অকৃত, অকৃতবিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভসদৃশ। তাহারা গতিহীন, বিকারহীন... পর্যাপ্ত নহে। এইরূপে, হন্তা নাই, ঘাতয়িতা নাই; শ্রাবক নাই, শ্রাবয়িতা নাই; বিজ্ঞাতা নাই, বিজ্ঞাপয়িতা নাই। যে তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা শীর্ষচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা কাহারও জীবন নাশ করে না, কেবলমাত্র সপ্ত বস্তুর মধ্যস্থ বিবরে[২] অস্ত্র নিপতিত হইয়াছে।'

২৬. 'ভন্তে, এইরূপে পকুধ কচ্চায়ন সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তরে অন্য বিষয়ের ব্যাখ্যা করিলেন। ভন্তে, আম্র জিজ্ঞাসিত হইয়া লবুজের বর্ণনা অথবা লবুজ জিজ্ঞাসিত হইয়া আম্রের বর্ণনা যেরূপ হয়, সেইরূপ পকুধ কচ্চায়ন সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তরে অন্য বিষয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভন্তে, তৎপরে আমার মনে হইল : 'আমার ন্যায় ব্যক্তি... করিবে?' এইরূপে আমি পকুধ কচ্চায়নের বাক্যের... চলিয়া আসিলাম।

২৭. 'ভন্তে, আমি একদিন নিগণ্ঠ নাতপুত্তের নিকট গমন করিয়াছিলাম। তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে তাঁহার সহিত চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপপূর্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলাম। আসন গ্রহণান্তে এই ক্ষণে

---

[১]। যাহা কোনো আদেশবিশেষ দ্বারা সৃষ্ট নয়।

[২]। শূন্য স্থানে।

আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছি তাঁহাকেও ঠিক সেই প্রশ্ন করিলাম।

২৮. 'ভন্তে, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া নিগণ্ঠ নাতপুত্ত বলিলেন, 'মহারাজ, নিগণ্ঠ চতুর্বিধ সংবর দ্বারা সংবৃত। কীরূপে? মহারাজ, নিগণ্ঠ সর্ব জলের ব্যবহারে সংযত, সর্ব পাপে সংযত, সর্ব পাপবিধৌত, সর্বপাপ দূরীকরণে লগ্নচিত্ত। মহারাজ, নিগণ্ঠ এই চতুর্বিধ সংবর দ্বারা সংবৃত। মহারাজ, যেহেতু নিগণ্ঠ এই চতুর্বিধ সংবর দ্বারা সংবৃত, সেই হেতু তিনি গতাত্মা[১], যতাত্মা[২] এবং হিতাত্মা কথিত হন।'

২৯. 'ভন্তে, এইরূপে নিগণ্ঠ নাতপুত্ত সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তরে চতুর্বিধ সংযম বর্ণনা করিলেন। ভন্তে, আম্র জিজ্ঞাসিত হইয়া লবুজের অথবা লবুজ জিজ্ঞাসিত হইয়া আম্রের বর্ণনা যেরূপ হয়, সেইরূপ নিগণ্ঠ নাতপুত্ত সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল জিজ্ঞাসিত হইয়া চতুর্বিধ সংযম বর্ণনা করিয়াছেন। ভন্তে, তৎপরে আমার মনে হইল : 'আমার ন্যায় ব্যক্তি... করিবে?' এইরূপে আমি নিগণ্ঠ নাতপুত্তের বাক্যের... চলিয়া আসিলাম।

৩০. 'ভন্তে, আমি একদিন সঞ্জয় বেলট্‌ঠি-পুত্তের নিকট গিয়াছিলাম। তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে তাঁহার সহিত চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপপূর্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলাম। আসন গ্রহণান্তে এইক্ষণে আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছি তাঁহাকেও ঠিক সেই প্রশ্নই করিলাম।

৩১. 'ভন্তে, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সঞ্জয় বেলট্‌ঠি-পুত্ত বলিলেন, যদি তুমি জিজ্ঞাসা করো 'পরলোক আছে কি?' তাহা হইলে যদি আমি মনে করি উহা আছে, তাহা হইলে 'পরলোক আছে' আমি এইরূপই প্রকাশ করিব। কিন্তু আমি তাহা কহি না। উহা যে ওই প্রকার আমি তাহাও কহি না। উহা যে ওই প্রকার নয় আমি তাহাও কহি না। আমি ইহা অস্বীকার করি না। উহা আছে আমি তাহাও কহি না, নাই তাহাও কহি না। 'পরলোক নাই কি?' যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করি, ...(পূর্বের ন্যায়)। 'পরলোক কি একাধারে আছে এবং নাই? পরলোক নাই এবং উহা যে নাই তাহাও নয়, এইরূপ কি? ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে কি? উহা কি নাই? উহা কি একাধারে আছে এবং নাই? উহা নাই এবং উহা যে নাই তাহাও নয়, এইরূপ কি? সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে কি? উহাদের ফল নাই কি? উহাদের ফল কি একাধারে আছে এবং নাই? উহাদের ফল নাই এবং ফল যে নাই তাহাও নয়, এইরূপ

---

[১]। লক্ষ্যোপনীত।

[২]। আত্মসংযমী।

কি? মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে কিম্বা থাকে না? মরণের পর কি একাধারে তাঁহার অস্তিত্ব থাকে এবং থাকে না? মরণের পর তাঁহার অস্তিত্ব থাকে না এবং উহা যে থাকে না তাহাও নয়, এইরূপ কি?' আমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না এবং উহা যে থাকে না তাহাও নয়, যদি আমি এইরূপ মনে করি, আমি ওইরূপই ব্যক্ত করিব। কিন্তু আমি ওইরূপ বলিতেছি না। উহা এই প্রকার তাহা আমি মনে করি না, উহা যে অন্য প্রকার তাহাও মনে করি না। আমি ইহা অস্বীকার করি না। ইহাও নয়, উহাও নয়, আমি এইরূপও কহি না।'

৩২. 'ভন্তে, এইরূপে সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল জিজ্ঞাসিত হইয়া বিক্ষেপের অভিনয় করিলেন। ভন্তে, আম্র জিজ্ঞাসিত হইয়া... সেইরূপ সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল জিজ্ঞাসিত হইয়া বিক্ষেপ প্রকাশ করিলেন। ভন্তে, তৎপরে আমার মনে হইল : 'এই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ সকলেই নির্বোধ ও মূঢ়। সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল জিজ্ঞাসার উত্তরে বিক্ষেপের প্রকাশ কেন?' ভন্তে, তৎপরে আমার মনে হইল : 'আমার ন্যায় ব্যক্তি... করিবে?' এইরূপে আমি সঞ্জয় বেলট্ঠি-পুত্তের বাক্যের... চলিয়া আসিলাম।

৩৩. 'ভন্তে, এক্ষণে আমি ভগবানকেও ওই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি : 'ভন্তে, জনসাধারণের জন্য বহুবিধ শিল্পবিদ্যা আছে; যথা : হস্তী আরোহণ... পারেন কি?'

'মহারাজ, পারি। এক্ষণে আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। আপনি যথাযথ উত্তর দিন।

৩৪. 'মহারাজ, আপনি কীরূপ মনে করেন? মনে করুন আপনার এক আজ্ঞাবহ দাস আছে যে আপনি শয্যাত্যাগ করিবার পূর্বেই গাত্রোত্থান করে, আপনি শয্যা আশ্রয় করিবার পর শয়ন করে, যে আপনার আদেশ গ্রহণ করিবার জন্য সতত তৎপর, শিষ্টাচারযুক্ত, প্রিয়বাদী এবং সম্মতি বদন। তাহার মনে এইরূপ হইল : 'আশ্চর্য, অদ্ভুত পুণ্যের এই গতি ও বিপাক! এই মগধরাজ বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রুও মনুষ্য, আমিও মনুষ্য। কিন্তু মগধরাজ পঞ্চকামগুণযুক্ত হইয়া উহাদের উপভোগ করিতেছেন—যেন সত্যই দেবতা—আর আমি তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্য, তিনি শয্যাত্যাগ করিবার পূর্বেই গাত্রোত্থান করি, তিনি শয্যা আশ্রয় করিবার পর শয়ন করি, তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিবার জন্য আমি সতত তৎপর, আমি শিষ্টাচারী, প্রিয়বাদী এবং সম্মতি বদন। অতএব আমিও পুণ্যকর্ম করিব, শির ও শ্মশ্রু মুণ্ডনপূর্বক কাষায়বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিব।'

অতঃপর সে শির ও শ্মশ্রু মুণ্ডনপূর্বক কাষায়বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিল। সে এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া কায়সংযম, বাকসংযম ও চিত্তসংযম সমন্বিত হইয়া, মাত্র গ্রাসাচ্ছাদনে সন্তুষ্ট হইয়া নির্জনবাসে রত হইল। যদি জনগণ ওই বিষয়ে আপনাকে এইরূপ বলে : 'দেব, আপনি কি অবগত আছেন যে আপনার পূর্বের দাস মস্তক ও শ্মশ্রু মুণ্ডনপূর্বক কাষায় বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যার আশ্রয় করিয়াছে? সে এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া কায়সংযম, বাকসংযম ও চিত্তসংযম সমন্বিত হইয়া, মাত্র গ্রাসাচ্ছাদনে সন্তুষ্ট হইয়া নির্জনবাসে রত হইয়াছে' তাহা হইলে আপনি কি বলিবেন, 'আমার সেই দাস ফিরিয়া আসিয়া পুনর্বার আমার দাসত্বে নিযুক্ত হউক?'

৩৫. 'না, ভন্তে। উপরন্তু আমরা তাঁহাকে অতিবাদিত করিব, আসন হইতে উঠিয়া তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিব, তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে পুনঃপুন অনুরোধ করিব চীবর, পিণ্ডপাত[১] শয়ন-আসন, ওষুধ ও পথ্য ইত্যাদি ভিক্ষুর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি গ্রহণের জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিব এবং তাঁহার আশ্রয় স্থান ও রক্ষার জন্য যথাধর্ম বিধান করিব।'

'তাহা হইলে, মহারাজ, আপনি কীরূপ মনে করেন? এ ক্ষেত্রে শ্রামণ্যের ফল সাংদৃষ্টিক কি না?'

'ভন্তে, এ ক্ষেত্রে শ্রামণ্যের ফল অবশ্যই সাংদৃষ্টিক।

'মহারাজ, ইহাই আমার প্রদর্শিত প্রথম সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল।'

৩৬. 'ভন্তে, ইহা জগতেই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ অন্য কোনো শ্রামণ্যফল আপনি প্রদর্শন করিতে পারেন কি?'

'মহারাজ, পারি। এক্ষণে আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। আপনি যথাযথ উত্তর দিন। মহারাজ, আপনি কীরূপ মনে করেন? মনে করুন আপনার রাজ্যে কোনো স্বাধীন প্রজা আছেন, তিনি কৃষক, গৃহপতি, ধনবর্ধক। তাহার মনে এইরূপ হইল : 'আশ্চর্য, অদ্ভুত... আর আমি তাঁহার প্রজা, কৃষক, গৃহপতি, ধন-বর্ধক। আমিও পুণ্য কর্ম করিব, শির ও... আশ্রয় করিব।' তৎপরে তিনি স্বীয় অল্প কিম্বা মহৎ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া, স্বল্প অথবা বহুসংখ্যক জ্ঞাতিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শির ও শ্মশ্রু মুণ্ডনপূর্বক কাষায়বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিলেন। তিনি এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া কায়সংযম... .রত হইলেন। যদি জনগণ ওই

---

[১]। ভিক্ষাপাত্রে সংগৃহীত অন্ন।

বিষয়ে আপনাকে এইরূপ বলে : 'দেব, আপনি জানেন কি যে আপনার পূর্বের প্রজা—কৃষক, গৃহপতি, ধনবর্ধক পুরুষ—মস্তক ও শ্মশ্রু মুণ্ডনপূর্বক কাষায় বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া... করিয়াছেন? তিনি এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া... রত হইয়াছেন', তাহা হইলে আপনি কি বলিবেন, 'সেই পুরুষ ফিরিয়া আসিয়া পুনর্বার কৃষক, গৃহপতি ও ধনবর্ধকরূপে অবস্থান করুন?'

৩৭. 'না, ভন্তে। উপরন্তু আমরা... যথাধর্ম বিধান করিব।' 'তাহা হইলে, মহারাজ,... কি না?'

'ভন্তে, এ ক্ষেত্রে... সাংদৃষ্টিক।'

'মহারাজ, ইহাই আমার প্রদর্শিত দ্বিতীয় সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল।

৩৮. 'ভন্তে, উক্ত দুই ফল অপেক্ষা উচ্চতর ও মধুরতর অপর কোনো ফল আপনি প্রদর্শন করিতে পারেন কি?'

'মহারাজ, পারি। তাহা হইলে শ্রবণ করুন, সম্যকরূপে মনঃসংযোগ করুন, আমি বলিতেছি।'

মগধরাজ উত্তর করিলেন, 'যে আজ্ঞা'। অতঃপর ভগবান বলিলেন :

৩৯. 'মহারাজ, মনে করুন জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয়, দম্য-পুরুষ-সারথী, দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবন্ত; যিনি ইহলোক, দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষাদ্দর্শনোদ্ভুত জ্ঞান দ্বারা স্বয়ং অবগত হইয়া উপদিষ্ট করেন, যিনি ধর্মের উপদেশ দান করেন—যে ধর্মের প্রারম্ভ কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময়, অন্ত কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দসম্পদপূর্ণ, সর্বাঙ্গীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত; যিনি বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন।

৪০. 'ওই ধর্ম কোনো গৃহপতি অথবা গৃহপতি-পুত্র অথবা অপর কোনো কুলে জাত কোনো ব্যক্তি শ্রবণ করিল। সে ওই ধর্ম শ্রবণ করিয়া তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইল। সে এইরূপে শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া চিন্তা করিল : 'গৃহবাস বাধাসংকুল ও রাগাভিমুখে প্রবর্তনকারী, প্রব্রজ্যা উন্মুক্ত আকাশতুল্য। গৃহে বাস করিয়া একান্ত পরিপূর্ণ, একান্ত পরিশুদ্ধ শঙ্খলিখিত[১] এই ব্রহ্মচর্যের পালন সুকর নহে, অতএব আমি কেশ ও শ্মশ্রু মোচনপূর্বক কাষায় বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিব।' তৎপরে ওই ব্যক্তি স্বীয় অল্প অথবা মহৎ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া, স্বল্প অথবা

১। ধৌত শঙ্খের ন্যায় সুমার্জিত।

বহুসংখ্যক জ্ঞাতিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কেশ ও শ্মশ্রু মোচনপূর্বক কাষায়বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহত্যাগান্তে গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিল।

৪১. 'এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া সেই মনুষ্য প্রাতিমোক্ষ[১] সংবরে সংবৃত হইয়া আচার-গোচরসম্পন্ন হইয়া, অণুমাত্র পাপে ভয়দর্শী হইয়া, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণপূর্বক উহাতে শিক্ষিত হইতে লাগিল। সে কায় ও বাক্যদ্বারা কুশলকর্ম-সমন্বিত হইয়া, শুদ্ধ জীবিকাসম্পন্ন হইয়া, শীলসম্পন্ন হইয়া, রক্ষিতেন্দ্রিয় হইয়া, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত ও সন্তুষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

৪২. 'মহারাজ, ভিক্ষু কীরূপে শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন? ভিক্ষু প্রাণাতিপাত পরিহারপূর্বক উহা হইতে বিরত হন, তিনি নিহিত-দণ্ড ও নিহিত-শস্ত্র হইয়া, বিনয়ী ও দয়াপন্ন হইয়া, সর্বপ্রাণীর প্রতি হিতেচ্ছা ও অনুকম্পাপরবশ হইয়া বিরাজ করেন। ইহা শীলের অন্তর্গত।

শীল

'তিনি অদত্তের গ্রহণ পরিহারপূর্বক অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরত থাকেন; যাহা দত্ত তাহা গ্রহণ করিয়া, দানের প্রতীক্ষা করিয়া, সতত ও শুদ্ধচিত্তের সহিত বিরাজ করেন। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

'তিনি অব্রহ্মচর্যের পরিহারপূর্বক ব্রহ্মচারী হইয়া পাপ হইতে দূরে অবস্থান করেন, ইতরসুলভ মৈথুন হইতে বিরত থাকেন। ইহাও শীলের অন্তর্গত।'

৪৩. 'মৃষাবাদ পরিহারপূর্বক তিনি মিথ্যা ভাষণ হইতে বিরত; তিনি সত্যবাদী, তিনি সত্য হইতে কখনো ভ্রষ্ট হন না; তিনি দৃঢ়চিত্ত ও বিশ্বাসযোগ্য; তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।'

'তিনি পিশুনবাক্য পরিহারপূর্বক উহা হইতে বিরত। তিনি এই স্থানে যাহা শ্রবণ করেন, এই স্থানের লোকের বিরুদ্ধে কলহ উৎপাদনের অভিসন্ধিতে তাহা অন্যত্র প্রকাশ করেন না; অন্যত্র যাহা শ্রবণ করেন, ওই স্থানের লোকের বিরুদ্ধে কলহ উৎপাদনের অভিসন্ধিতে তাহা এই স্থানে প্রকাশ করেন না। এইরূপে তিনি যাহারা ভিন্ন তাহাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠাতা, যাহারা মিত্র তাহাদের মধ্যে মৈত্রীর উৎসাহদাতা, ঐক্যকারক, ঐক্যপ্রিয়, ঐক্যানন্দ, ঐক্যোৎপাদক বাক্যের কথনকারী। ইহাও শীলের

---

[১]। বিনয়পিটকে সংগৃহীত ভিক্ষুদিগের অবশ্য পালনীয় নিয়মাবলী। উপোসথ দিবসে ভিক্ষুগণ কর্তৃক উহা আবৃত্ত হইত।

অন্তর্গত।

'পুরুষবাক্য পরিহারপূর্বক তিনি উহা হইতে প্রতিবিরত। যে বাক্য অনিন্দ্য, যাহা শ্রুতিসুখকর, মনোজ্ঞ, হৃদয়গ্রাহী, মিষ্ট, মানুষের প্রীতিপ্রদ ও মনোহর তিনি ওইরূপ বাক্য বলিয়া থাকেন। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

'বৃথা প্রলাপ পরিহারপূর্বক তিনি উহা হইতে বিরত। তিনি কালবাদী, ভূতবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী; তিনি যথাকালে যুক্তিপূর্ণ, সুবিভক্ত, অর্থ-সংহতি মূল্যবান বাক্য বলিয়া থাকেন। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৪৪. 'তিনি বীজ ও উদ্ভিদের বিনাশ হইতে প্রতিবিরত। তিনি একাহারী, রাত্রি ও বিকাল ভোজনে বিরত। তিনি নৃত্য-গীত-বাদ্য-সম্বলিত প্রদর্শনী গমনে বিরত। তিনি মাল্য, গন্ধ ও বিলেপনের ধারণ, মণ্ডন ও বিভূষণ হইতে বিরত। তিনি উচ্চ ও বৃহৎ শয্যার ব্যবহারে বিরত। তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যের গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি অপক্ব শস্যের গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি অপক্ব মাংসের গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি স্ত্রীলোক ও কুমারীর গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি দাস ও দাসীর গ্রহণে বিরত। তিনি মেষ ও ছাগের গ্রহণ হইতে বিরত, কুক্কুট ও শূকরের গ্রহণে বিরত। হস্তী, গো, অশ্ব ও অশ্বীর গ্রহণে বিরত। তিনি কর্ষিত ও অকর্ষিত ভূমির গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি দূত ও সংবাদবাহকের কর্ম হইতে বিরত। তিনি ক্রয় ও বিক্রয় হইতে বিরত। তিনি তুলা, কংস ও মান-সম্বন্ধিত প্রবঞ্চনা হইতে বিরত। তিনি উৎকোচ, বঞ্চনা ও শাঠ্যরূপ বক্রগতি হইতে বিরত। তিনি ছেদন, বধ, বন্ধন, দস্যুতা, লুণ্ঠন ও আক্রমণ হইতে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৪৫. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও পঞ্চবীজ শ্রেণির ও তদুদ্ভূত উদ্ভিদসমূহের; যথা : মূলবীজ, খণ্ডবীজ, গ্রন্থিবীজ, অগ্রবীজ এবং বীজ-বীজ এই সমুদয়ের বিনাশে রত থাকেন; কিন্তু ভিক্ষু এইরূপ বীজ ও উদ্ভিদের বিনাশে প্রতিবিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৪৬. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ সঞ্চিত দ্রব্যের উপভোগে রত থাকেন; যথা : সঞ্চিত অন্ন, পান, বস্ত্র, যান, শয্যা, গন্ধ এবং ব্যঞ্জন-পাকোপকরণ; কিন্তু ভিক্ষু এই প্রকার সঞ্চিত দ্রব্যের উপভোগে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৪৭. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ প্রদর্শনী গমনে রত থাকেন; যথা : নৃত্য, গীত, বাদ্য, প্রেক্ষা, আখ্যান পাণিস্বর, কবির গান, দামামা বাদ্য, রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত দৃশ্যপট, চণ্ডাল বাজীকরের কৌশল, হস্তীযুদ্ধ, অশ্বযুদ্ধ, মহিষযুদ্ধ, বৃষভযুদ্ধ,

অজযুদ্ধ, মেষযুদ্ধ, কক্কুট যুদ্ধ, বর্তকযুদ্ধ, দণ্ডযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, কৃত্রিমযুদ্ধ, সেনাবিন্যাস, সৈন্যব্যূহ বাহিনী পরিদর্শন—ভিক্ষু এইরূপ প্রদর্শনী গমন হইতে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৪৮. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ দ্যুত ও অলস ক্রীড়ারূপ প্রমাদে আসক্ত হইয়া থাকেন; যথা : অষ্টপদ, দশপদ, আকাশ, পরিহার-পথ, সন্তিকা, খলিকা, ঘটিকা, শলাকহস্ত, অক্ষ পঙ্গচীর, বঙ্কক, মোক্ষচিকা, চিঙ্গুলিক, পত্রাঢ়ক, ক্রীড়ার্থ রথ ও ধনু, অক্ষরিকা মনেষিকা, অঙ্গবিকৃতির অনুকরণ; ভিক্ষু এইরূপ দ্যুত ও অলস ক্রীড়ারূপ প্রমাদে অনাসক্ত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৪৯. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ উচ্চ ও মহাশয়ন ব্যবহারে রত থাকেন; যথা : আসণ্ডি, পর্যাঙ্ক, গোণক, চিত্রকা, পটিকা, পটলিকা, তুলিকা, বিকতিকা, উদ্দলোমী, একান্তলোমী, কট্ঠিষ্য, কৌষেয়, কুত্তক, হস্তী, অশ্ব ও রথাস্তরণ, অজিনাস্তরণ, কদলী-মৃগ-চর্ম-আস্তরণ, সচন্দ্রাতপ আস্তরণ, শির ও পাদদেশ রক্ষার নিমিত্ত লোহিত উপাধান যুক্ত পর্যাঙ্ক; ভিক্ষু এই প্রকার উচ্চ ও মহাশয়ন ব্যবহারে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৫০. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ মণ্ডন ও বিভূষণাদিতে রত থাকেন; যথা : উৎসাদন, পরিমর্দন, স্নান সংবাহন, দর্পণ, অঞ্জন, মাল্য, বিলেপন, মুখচূর্ণ, মুখবিলেপন, কঙ্কণ, শিখাবন্ধ, দণ্ড, নাড়িক, খড়গ, ছত্র, চিত্রিত পাদুকা, উষ্ণীব, মণি, বালজীবনী, দীর্ঘ দশাবিশিষ্ট শুভ্র বস্ত্র; ভিক্ষু এবম্বিধ মণ্ডন ও বিভূষণাদি হইতে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৫১. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ হীন আলাপে রত থাকেন; যথা : রাজকথা, চোরকথা, মহামাত্য কথা, সেনাসম্বন্ধীয় কথা, ভয়কথা, যুদ্ধকথা, খাদ্য ও পানীয় কথা, বস্ত্রকথা, শয়নকথা, মাল্যকথা, গন্ধকথা, জ্ঞাতিকথা, যানকথা, গ্রামকথা, নিগমকথা, জনপদকথা, নারীকথা, বীরকথা, পথকথা, কুম্ভস্থান কথা, পূর্বপুরুষ কথা, নিরর্থক কথা, পৃথিবী ও সমুদ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মন্তব্য; ভিক্ষু এইরূপ হীন আলাপে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৫২. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ বিগ্রাহিক কথায় নিযুক্ত হন; যথা : 'তুমি এই ধর্ম ও বিনয় অবগত নও, আমি অবগত আছি, তুমি কী প্রকারে এই ধর্ম ও বিনয়

জানিবে? তুমি মিথ্যাদৃষ্টির অনুবর্তী হইয়াছ, আমি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন—আমি প্রাসঙ্গিক কথা বলিতেছি, তুমি অপ্রাসঙ্গিক বলিতেছ—পূর্বে কথনীয় তুমি পশ্চাতে বলিয়াছ, পশ্চাতে কথনীয় পূর্বে বলিয়াছ—তোমার বিচার ব্যর্থ হইয়াছে—তোমার আহ্বান গৃহীত হইয়াছে, তুমি নিগৃহীত হইয়াছ—স্বকময় দৃষ্টি পয়িশুদ্ধ করো, যদি সক্ষম হও আপনাকে পাশ মুক্ত করো।' ভিক্ষু এবম্বিধ বিগ্রাহিক কথায় বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৫৩. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও রাজগণ, মহামাত্যগণ, ক্ষত্রিয়গণ, ব্রাহ্মণগণ এবং গৃহপতি কুমারগণ তাঁহাদিগকে—এই স্থানে যাও, সেই স্থানে যাও, ইহা লইয়া আইস, ইহা ওইস্থানে লইয়া যাও' এইরূপ দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করিলে তাঁহারা উহাতে নিযুক্ত হন। ভিক্ষু এইরূপ দৌত্যকর্মে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।'

৫৪. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও কূহক হইয়া থাকেন, লপক হইয়া থাকেন, নৈমিত্তিক হইয়া থাকেন, নিষ্পেষিক হইয়া থাকেন, লাভোপরি লাভগৃধ্ন হইয়া থাকেন—ভিক্ষু এইরূপ কূহন ও লপন হইতে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৫৫. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এই প্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন; যথা : সামুদ্রিক বিদ্যা, নিমিত্ত, উৎপাত, স্বপ্ন, লক্ষণ, মুষিক ছিন্নবস্ত্র, অগ্নিহোম, দর্বি হোম, তুষ হোম, কণ হোম, তণ্ডুল হোম, ঘৃত হোম, তৈল হোম, মুখ হোম, রক্ত হোম, অঙ্গ বিদ্যা, বস্তু বিদ্যা, ক্ষত্র বিদ্যা, শিববিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ভূরিবিদ্যা, অহিবিদ্যা, বিষবিদ্যা, বৃশ্চিক বিদ্যা, মূষিক বিদ্যা, পক্ষী বিদ্যা, বায়স বিদ্যা, পক্বধ্যান, শরপরিত্রাণ, মৃগচক্র—ভিক্ষু এই প্রকার হীনবিদ্যায় বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৫৬. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এই প্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন; যথা : মণি-লক্ষণ, দণ্ড-লক্ষণ, বস্ত্র-লক্ষণ, অসি-লক্ষণ, শর-লক্ষণ, ধনু-লক্ষণ, আয়ুধ-লক্ষণ, স্ত্রী-লক্ষণ, পুরুষ-লক্ষণ, কুমার-লক্ষণ, কুমারী-লক্ষণ, দাস-লক্ষণ, দাসী-লক্ষণ, হস্তী-লক্ষণ, অশ্ব-লক্ষণ, মহিষ-লক্ষণ, বৃষ-লক্ষণ, গো-লক্ষণ, অজ-লক্ষণ, মেষ-লক্ষণ, কুক্কুট-লক্ষণ, বর্তক-লক্ষণ, গোধা-লক্ষণ, কর্ণিকা-লক্ষণ, কচ্ছপ-লক্ষণ, মৃগ-লক্ষণ। ভিক্ষু এইরূপ হীনবিদ্যায় বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত?

৫৭. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ

করিয়াও এই প্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন; যথা : 'রাজগণ যুদ্ধযাত্রা করিবেন, তাঁহারা পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিবেন; অভ্যন্তর রাজগণ আক্রমণ করিবেন, বাহির রাজগণ পলায়ন করিবেন; বাহির রাজগণ আক্রমণ করিবেন, অভ্যন্তর রাজগণ পলায়ন করিবেন; অভ্যন্তর রাজগণের জয় হইবে, বাহির রাজগণের পরাজয় হইবে; বাহির রাজগণের জয় হইবে, অভ্যন্তর রাজগণের পরাজয় হইবে; এইরূপ এই পক্ষের জয় হইবে, অপর পক্ষের পরাজয় হইবে।' ভিক্ষু এই প্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় হইতে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৫৮. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এই প্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন; যথা : 'চন্দ্রগ্রহণ হইবে, সূর্যগ্রহণ হইবে, নক্ষত্র গ্রহণ হইবে। চন্দ্র-সূর্যের যথা নির্দিষ্ট পথে গমন হইবে, চন্দ্র-সূর্যের বিপথে গমন হইবে, নক্ষত্রদিগের যথানিদিষ্ট পথে গমন হইবে, উহাদের বিপথে গমন হইবে। উল্কাপাত হইবে, দাবাগ্নি হইবে, ভূমিকম্প হইবে, বজ্রপাত হইবে। চন্দ্র-সূর্য নক্ষত্রের উদয়, অস্ত, মালিন্য অথবা ঔজ্জ্বল্য হইবে। চন্দ্রগ্রহণের এই ফল হইবে, সূর্যগ্রহণের এই ফল হইবে, নক্ষত্রগ্রহণের এই ফল হইবে, চন্দ্র-সূর্যের নির্দিষ্ট পথে গতি হইলে এই ফল হইবে, চন্দ্র-সূর্যের বিপথে গমন হইলে এই ফল হইবে, নক্ষত্রগণের নির্দিষ্ট পথে গতি হইলে এই ফল হইবে, উহারা বিপথে গমন করিলে এই ফল হইবে, উল্কাপাতের এই ফল হইবে, দাবাগ্নির এই ফল হইবে, ভূমিকম্পের এই ফল হইবে, বজ্রপাতের এই ফল হইবে, চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রগণের উদয়, অস্ত, মালিন্য অথবা ঔজ্জ্বল্যের এই ফল হইবে।' ভিক্ষু এইরূপ হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৫৯. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এই হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন; যথা : 'সুবৃষ্টি হইবে, দুর্বৃষ্টি হইবে, সুভিক্ষ হইবে, দুর্ভিক্ষ হইবে, শান্তি হইবে, অশান্তি হইবে, রোগ হইবে, আরোগ্য হইবে, মুদ্রা, গণনা, সংখ্যান, কবিতা রচনা, লোকায়ত।' ভিক্ষু এইরূপ হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।'

৬০. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এই প্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন; যথা : 'আবাহন, বিবাহন, সংবদন, বিবদন, সংকিরণ, বিকিরণ,

সৌভাগ্যকরণ, দুর্ভাগ্যকরণ, গর্ভপাতকরণ, জিহ্বার জড়তা সাধন, হনুর জড়তা সাধন, হস্তের ঊর্ধ্বক্ষেপ, বধিরতা সাধন, আদর্শ প্রশ্ন, কুমারী প্রশ্ন, দেব প্রশ্ন, সূর্যোপাসনা, মহাব্রহ্মোপাসনা, অগ্ন্যুজ্জ্বলন, শ্রী-আহ্বান।' ভিক্ষু এইরূপ হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৬১. 'কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এই প্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন; যথা : 'শান্তিকর্ম, প্রণিধি কর্ম, ভূরিকর্ম, বর্ষকর্ম, বর্ষবর কর্ম, বস্তুকর্ম, বস্তু-পরিকিরণ, আচমন, স্নান, যজ্ঞ, বমন, বিরেচন, ঊর্ধ্ব বিরেচন, অধো বিরেচন, শীর্ষ বিরেচন, কর্ণ তৈল, নেত্র-তর্পণ, নাসিকা কর্ম, অঞ্জন, অভিলেপন, শালাক্য, শল্য কর্ম, শিশু-চিকিৎসা, মূল ও ভৈষজ্যের প্রয়োগ, ওষধের প্রতিমোক্ষ।' ভিক্ষু এইরূপ হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৬২. 'মহারাজ, ভিক্ষু এইরূপ শীলসম্পন্ন হইয়া এই শীলসংবরের কারণ কুত্রাপি ভয় দর্শন করেন না। যেরূপ, মহারাজ, মুর্ধাভিষিক্ত, ক্ষত্রিয় শত্রুকুল পরাজিত করিয়া কুত্রাপি শত্রুভয়ে ভীত হন না, এইরূপেই ভিক্ষু শীলসম্পন্ন হইয়া শীলসংবরের কারণ কুত্রাপি ভয় দর্শন করেন না। তিনি আর্য শীলস্কন্ধ-সমন্বিত হইয়া আধ্যাত্মিক অনবদ্য সুখ অনুভব করেন। মহারাজ, ভিক্ষু এইরূপেই শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন।

৬৩. 'মহারাজ, ভিক্ষু কী প্রকারে রক্ষিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন? মহারাজ, ভিক্ষু চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করিয়া নিমিত্ত[১] ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী[২] হন না। যে কারণে চক্ষেন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া বিচরণ না করিলে লোভ, দৌর্মনস্য আদি পাপ অকুশল ধর্ম অনুস্রবিত হয়, তিনি তাহার সংযমের জন্য যত্নবান হন, এবং এই প্রকারে চক্ষুরিন্দ্রিয়কে রক্ষা করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয় সংযত করেন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করিয়া, কায় দ্বারা স্পর্শানুভূতি করিয়া, মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হইয়া তিনি নিমিত্ত ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন না। যে কারণে মনেন্দ্রিয় সম্বন্ধে অসংযত হইয়া বিচরণ করিলে লোভ, দৌর্মনস্য আদি পাপ অকুশল ধর্ম অনুস্রবিত হয়, তিনি তাহার সংযমে যত্নবান হন, এবং এই প্রকারে মনেন্দ্রিয়কে রক্ষা করিয়া মনেন্দ্রিয় সংযত করেন। তিনি এই আর্য ইন্দ্রিয়সংবর-সমন্বিত হইয়া

---

[১]। দৃষ্ট বস্তু নর অথবা নারী এইরূপ অনুব্যঞ্জন।

[২]। দৃষ্ট নয় অথবা নারীর হাস্য, বাক্য, দৃষ্টি, হস্ত, পদ ইত্যাদি অনুব্যঞ্জন।

অধ্যাত্মে অবিমিশ্র সুখ অনুভব করেন। মহারাজ, ভিক্ষু এই প্রকারে রক্ষিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন।

প্রীতি ও বৈরাগ্য

৬৪. 'মহারাজ, ভিক্ষু কীরূপে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত হইয়া থাকেন? মহারাজ, ভিক্ষু পুরোগমনে ও প্রত্যাগমনে সম্প্রজ্ঞানযুক্ত হন, অবলোকনে বিলোকনে, সংকোচনে ও প্রসারণে, সংঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণে, ভুক্তি, পান, ভোজন ও আস্বাদনে, শৌচকর্মে, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, সুপ্তি ও জাগরণে, ভাষণে, তূষ্ণীভাবে, সম্প্রজ্ঞানযুক্ত হন। মহারাজ, ভিক্ষু এইরূপে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত হইয়া থাকেন।

৬৫. 'মহারাজ, ভিক্ষু কীরূপে সন্তুষ্ট হন? মহারাজ, তিনি দেহাচ্ছাদক চীবর ও ভিক্ষালব্ধ উদরান্নে সন্তুষ্ট হন, তিনি যেখানেই গমন করেন, সেখানেই ওই সকল তাঁহার সহিত গমন করে। মহারাজ, যেরূপ পক্ষী যেখানেই উড্ডয়ন করে সেখানেই তাহার পক্ষ তাহার সহগামী হয়, সেইরূপই তিনি দেহাচ্ছাদক চীবর ও ভিক্ষালব্ধ উদরান্নে সন্তুষ্ট হন, তিনি সেখানেই গমন করেন, সেখানেই ওই সকল তাঁহার সহিত গমন করে।

৬৬. 'তিনি এই আর্য শীলস্কন্ধ সমন্বিত হইয়া, এই আর্য ইন্দ্রিয়-সংবর সমন্বিত হইয়া, এই আর্য স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া, এই আর্য সন্তুষ্টি সমন্বিত হইয়া, বিবিক্ত শয়নাসনের ভজনা করেন, অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বত-কন্দর, গিরি-গুহা, শ্মশান, বনপ্রস্থ, উন্মুক্ত স্থান এবং পলাল স্তূপের ভজনা করেন। ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আহারান্তে তিনি পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া, দেহকে ঋজুভাবে রক্ষা করিয়া, পরিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া, উপবিষ্ট হন।

৬৭. 'তিনি লোকে অভিধ্যার পরিহার করিয়া অভিধ্যাহীন চিত্তে বিহার করেন, অভিধ্যা হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি ব্যাপাদপ্রদোষ পরিহার করিয়া অব্যাপন্নচিত্তে বিহার করেন, সর্বপ্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া, সর্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া, ব্যাপাদ-প্রদোষ হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি স্ত্যানমিদ্ধ পরিহার করিয়া বিগত-স্ত্যানমিদ্ধ হইয়া বিহার করেন, আলোক-সংজ্ঞী, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্ত্যানমিদ্ধ হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পরিহার করিয়া অনুদ্ধত হইয়া বিহার করেন, আধ্যাত্মিক শান্তিলব্ধ হইয়া ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি বিচিকিৎসা পরিহার করিয়া বিচিকিৎসাহীন হইয়া বিহার করেন,

কুশলধর্মে সংশয়হীন হইয়া বিচিকিৎসা হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন।

৬৮. 'মহারাজ, কেহ হয়তো ঋণ গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত হইল, ব্যবসায়ে তাহার সাফল্য হইল, সে পূর্বের ঋণ পরিশোধ করিল, এবং এই সমস্ত করিয়াও ভার্যা প্রতিপালনের জন্য তাহার কিছু অবশিষ্ট রহিল। তাহার মনে এইরূপ হইতে পারে : 'আমি পূর্বে ঋণ গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, ব্যবসায়ে আমার সাফল্য লাভ হইয়াছে, পুরাতন ঋণ পরিশোধ করিয়াও ভার্যা প্রতিপালনের জন্যে আমার অর্থ অবশিষ্ট আছে।' উহাতে সে প্রামোদ্য লাভ করিল, সৌমনস্য প্রাপ্ত হইল।

স্বাধীনতা

৬৯. 'মহারাজ, কেহ হয়তো স্বাস্থ্যহীন, দুঃখিত, অতিশয় রোগগ্রস্ত, অন্ন তাহার পুষ্টিসাধন করে না; তাহার দেহ বলহীন। পরবর্তীকালে সে ওই অস্বাস্থ্যকর অবস্থা হইতে মুক্ত হইল, অন্ন হইতে সে পুষ্টিলাভ করিল, তাহার দেহে বলেরও সঞ্চার হইল। তাহার মনে এইরূপ হইতে পারে : 'পূর্বে আমি স্বাস্থ্যহীন, দুঃখিত, অতিশয় রোগগ্রস্ত ছিলাম, অন্ন আমার পুষ্টিসাধন করিত না, আমার দেহ বলহীন ছিল, এক্ষণে আমি সেই অস্বাস্থ্যকর অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়াছি, অন্ন আমার পুষ্টিসাধন করিতেছে, শরীরেও বলের সঞ্চার হইয়াছে।' উহাতে সে প্রামোদ্য লাভ করিল, সৌমনস্য প্রাপ্ত হইল।

৭০. 'মহারাজ, কেহ হয়তো কারাগারে বদ্ধ। পরবর্তীকালে সে স্বস্তির সহিত নিরাপদে কারামুক্ত হইল, তাহার কোনো ধনহানিও হইল না। তাহার মনে এইরূপ হইতে পারে : 'আমি পূর্বে কারাবদ্ধ ছিলাম, এক্ষণে আমি স্বস্তির সহিত নিরাপদে কারামুক্ত হইয়াছি, আমার কোনো ধনহানিও হয় নাই।' উহাতে সে প্রামোদ্য লাভ করিল, সৌমনস্য প্রাপ্ত হইল।

৭১. 'মহারাজ, কেহ হয়তো দাস, সে স্বাধীন নহে, পরাধীন, স্বেচ্ছায় কোনো স্থানে গমনে অক্ষম। পরবর্তীকালে সে ওই দাস্য হইতে মুক্ত হইল, স্বাধীন হইল, তাহার পরাধীনত্ব রহিল না, সে ভুজিষ্য[১] হইল, যথেচ্ছা গমনে সক্ষম হইল। তাহার মনে এইরূপ হইতে পারে : 'আমি পূর্বে দাস ছিলাম, আমার স্বাধীনতা ছিল না, আমি পরাধীন ছিলাম, স্বেচ্ছায় গমনে অক্ষম ছিলাম; এক্ষণে আমি সেই দাস্য হইতে মুক্ত, স্বাধীন, পরাধীনতা-হীন, ভুজিষ্য, যথেচ্ছা গমনক্ষম।' উহাতে সে প্রামোদ্য লাভ করিল, সৌমনস্য

---

[১]। মুক্তদাস।

প্রাপ্ত হইল।

৭২. 'মহারাজ, কোনো ধনবান ও ভোগবান ব্যক্তি অন্নহীন ভয়সংকুল কান্তারপথে উপনীত হইল। পরে সে ওই কান্তার উত্তীর্ণ হইয়া স্বস্তির সহিত নিরাপদ ভয়হীন গ্রামান্ত প্রাপ্ত হইল। তাহার মনে এইরূপ হইতে পারে : 'আমি অন্নহীন, ভয়সংকুল কান্তারে উপনীত হইয়াছিলাম, এক্ষণে আমি ওই কান্তার উত্তীর্ণ হইয়া স্বস্তির সহিত নিরাপদ ভয়হীন গ্রামান্ত প্রাপ্ত হইয়াছি।' উহাতে সে প্রামোদ্য লাভ করিল, সৌমনস্য প্রাপ্ত হইল।

৭৩. 'মহারাজ সেইরূপই ভিক্ষু, যতদিন পঞ্চনীবরণ[১] প্রহীন না হয়, ততদিন আপনাকে ঋণাবদ্ধ, রোগগ্রস্ত, কারাবদ্ধ, কান্তারপথে উপনীতরূপে মনে করেন। কিন্তু পঞ্চ নীবরণ প্রহীন হইলে তিনি আপনাকে অঋণী, অরোগী, বন্ধনমুক্ত, ভুজিষ্য, বিপদমুক্ত স্থানে উপনীতরূপে মনে করেন।

ধ্যান

৭৪. 'আপনাতে এই পঞ্চনীবরণ প্রহীন দেখিয়া তিনি প্রামোদ্য লাভ করেন, প্রামোদ্য হইতে প্রীতির উৎপত্তি হয়, প্রীতির উৎপত্তিতে দেহ শান্ত হয়, শান্ত দেহ সুখানুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাহিত হয়। তিনি কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক, সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। তিনি এই দেহকে বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বারা প্লাবিত করেন, সিক্ত করেন, পরিপূর্ণ করেন, পরিস্ফূরিত করেন, তাঁহার দেহের কোনো অংশই বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না।

৭৫. 'মহারাজ, যেরূপ কোনো দক্ষ স্নাপক অথবা স্নাপকের অন্তেবাসী কংসথালে স্নাচূর্ণ বিকীর্ণ করিয়া উহা জল দ্বারা অল্পে অল্পে সিক্ত করিলে ওই স্নানপিণ্ড স্নেহানুগত, স্নেহাভিভূত, স্নেহময় হয়, কিন্তু উহা হইতে স্নেহের নিঃস্রাব হয় না; সেইরূপই ভিক্ষু এই দেহকে বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বারা প্লাবিত করেন, সিক্ত করেন, পরিপূর্ণ করেন, পরিস্ফুরিত করেন, তাঁহার দেহের কোনো অংশই বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না।

মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, এই ফল পূর্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

---

[১]। অভিধ্যা ইত্যাদি চিত্তের পঞ্চ নীবরণ ৬৮ সং পদচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে। অভিধ্যা ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং বিচিকিৎসা।

৭৬. 'পুনশ্চ, মহারাজ, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক, অবিচার, সমাধিজ, প্রীতিসুখমণ্ডিত, দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। তিনি এই দেহকে সমাধিজ প্রীতিসুখ দ্বারা প্লাবিত করেন, সিক্ত করেন, পরিপূর্ণ করেন, পরিস্ফুরিত করেন, তাঁহার দেহের কোনো অংশ সমাধিজ প্রীতিসুখ দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না।

৭৭. 'মহারাজ, কোনো গভীর জলাশয় আছে, উহার নিম্নস্থ উৎস হইতে জল উদ্গত হয়, উহার পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে কিম্বা দক্ষিণে জলের প্রবেশদ্বার নাই, সময়ে সময়ে বর্ষার ধারাও উহার উপরে বর্ষিত হয় না। তথাপি সেই জলাশয় হইতে শীতল বারিধারা ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া ওই জলাশয়কে প্লাবিত করে, সিক্ত করে, পরিপূর্ণ করে, পরিস্ফুরিত করে, উহার কোনো অংশই শীতল বারিদ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না। মহারাজ, এইরূপেই ভিক্ষু এই দেহকে সমাধিজ প্রীতিসুখ দ্বারা প্লাবিত করেন, সিক্ত করেন, পরিপূর্ণ করেন, পরিস্ফুরিত করেন, তাঁহার দেহের কোনো অংশই সমাধিজ প্রীতিসুখ দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পূর্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৭৮. 'পুনশ্চ, মহারাজ, ভিক্ষু প্রীতিতেও বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া উপেক্ষা সম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া বিহার করেন; তিনি কায়ে সুখ অনুভব করেন—যে সুখ সম্বন্ধে আর্যগণ বলিয়া থাকেন 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী, এবং এইরূপে তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করেন। তিনি এই দেহকে প্রতিরহিত সুখ দ্বারা প্লাবিত করেন, সিক্ত করেন, পরিপূর্ণ করেন, পরিস্ফুরিত করেন, তাঁহার দেহের কোনো অংশই প্রতিরহিত সুখ দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না।

৭৯. 'মহারাজ, যেরূপ উৎপল সরোবর, পদ্ম সরোবর, পুণ্ডরীক সরোবরে জাত সমুদয় উৎপল অথবা পদ্ম অথবা পুণ্ডরীক জলে জাত, জলে বর্ধিত হইয়া জল হইতে ঊর্ধ্বে উত্থান করে না, জল হইতে পুষ্টি গ্রহণ করে এবং যেরূপ উহাদের শীর্ষ হইতে মূল পর্যন্ত শীতল বারি দ্বারা প্লাবিত হয়, সিক্ত হয়, পরিপূর্ণ হয়, পরিস্ফুরিত হয়, উহাদের কোনো অংশই শীতল বারি দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না; সেইরূপেই, মহারাজ, ভিক্ষু এই দেহকে প্রতিরহিত সুখ দ্বারা প্লাবিত করেন, সিক্ত করেন, পরিপূর্ণ করেন, পরিস্ফুরিত করেন, তাঁহার দেহের কোনো অংশই প্রতিরহিত সুখ দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পূর্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৮০. 'পুনশ্চ, মহারাজ, ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জন করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্যের তিরোভাব সাধন করিয়া, না-দুঃখ না-সুখ রূপ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করেন। তিনি ওই পরিশুদ্ধ পর্যবদাত চিত্তের দ্বারা দেহকে স্ফুরিত করিয়া উপবিষ্ট হন, তাঁহার দেহের কোনো অংশই পর্যবদাত চিত্তের দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না।

৮১. 'মহারাজ, যেরূপ কোনো পুরুষ নির্মল শুভ্র বস্ত্রদ্বারা সশীর্ষাবৃত হইয়া উপবিষ্ট হইলে তাহার দেহের কোনো অংশই নির্মল শুভ্র বস্ত্রদ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না, সেইরূপই ভিক্ষু পরিশুদ্ধ পর্যবদাত চিত্তের দ্বারা দেহকে স্ফুরিত করিয়া উপবিষ্ট হন, তাঁহার দেহের কোনো অংশই পরিশুদ্ধ পর্যবদাত চিত্তের দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পূর্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৮২. 'এইরূপে চিত্তের সেই সমাহিত, পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অনঙ্গন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত, আনেজ্যপ্রাপ্ত অবস্থায় তিনি জ্ঞানদর্শনের অভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি এই জ্ঞান লাভ করেন : 'আমার এই কায় রূপী, চতুর্মহাভূতিক, মাতাপিতা হইতে উদ্ভূত, দধিমিশ্রিত পক্ব অন্নের স্তূপ, উৎসাদন ও পরিমর্দন দ্বারা রক্ষিত, অনিত্য, বিপ্রয়োগ এবং বিপর্যস্ত; আমার যে এই বিজ্ঞান, ইহাও তাহাতেই শায়িত, তাহাতেই প্রতিবদ্ধ।'

৮৩. 'মহারাজ, মনে করুন একখণ্ড শুভ্র, উচ্চশ্রেণিভুক্ত, অষ্টমুখ, সুকর্তিত, স্বচ্ছ, সুনির্মল, অনাবিল, সর্বায়বসম্পন্ন বৈদুর্যমণি নীল, পীত, লোহিত, শুভ্র অথবা পাণ্ডুবর্ণ সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। কোনো চক্ষুষ্মান পুরুষ, উহা হস্তে লইয়া প্রত্যবেক্ষণ করিলেন : 'এই শুভ্র, উচ্চশ্রেণিভুক্ত, অষ্টমুখ, সুকর্তিত, স্বচ্ছ, সুনির্মল, অনাবিল, সর্বায়বসম্পন্ন বৈদুর্যমণি নীল, পীত, লোহিত, শুভ্র অথবা পাণ্ডুবর্ণ সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। মহারাজ, এইরূপেই ভিক্ষু চিত্তের সেই সমাহিত, পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অনঙ্গন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত, আনেজ্যপ্রাপ্ত অবস্থায় জ্ঞানদর্শনের অভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি এই জ্ঞান লাভ করেন : 'আমার এই কায়... প্রতিবদ্ধ।'

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পূর্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৮৪. 'এইরূপে চিত্তের সেই সমাহিত, পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত অনঙ্গন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত, আনেজ্যপ্রাপ্ত অবস্থায় তিনি মনোময় কায়ের নির্মাণাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন, তিনি এই কায় হইতে ভিন্ন অপর এক রূপী, মনোময় সর্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গসম্পন্ন, সর্বেন্দ্রিয়যুক্ত কায় নির্মাণ করেন।

৮৫. 'মহারাজ, কোনো পুরুষ মুঞ্জ হইতে শর নিষ্কাশিত করিলে তাহার মনে এইরূপ হইতে পারে : 'ইহা মুঞ্জ, ইহা ইষীকা; মুঞ্জ এক প্রকার দ্রব্য, ইষীকা অন্য প্রকার, কিন্তু মুঞ্জ হইতে ইষীকা বহির্গত হইয়াছে।' মহারাজ, কোনো পুরুষ কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিলে তাহার মনে এইরূপ হইতে পারে : 'ইহা অসি, ইহা কোষ; অসি এক প্রকার দ্রব্য, কোষ অন্য প্রকার, কিন্তু কোষ হইতে অসি নির্গত হইয়াছে।' মহারাজ, কোনো পুরুষ পিটক হইতে সর্প বহিষ্কৃত করিলে তাহার মনে এইরূপ হইতে পারে : 'ইহা সর্প, ইহা পিটক; সর্প এক দ্রব্য, পিটক অন্য প্রকার, কিন্তু পিটক হইতে সর্প নির্গত হইয়াছে।' মহারাজ, এইরূপেই ভিক্ষু চিত্তের সমাহিত, পরিশুদ্ধ... কায় নির্মাণ করেন।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পূর্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৮৬. 'মহারাজ, চিত্তের সেই সমাহিত, পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অনঙ্গন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত, আনেজ্যপ্রাপ্ত অবস্থায় তিনি ঋদ্ধি বর্ধনের অভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি বহুবিধ ঋধিপ্রাপ্ত হন—এক হইয়াও বহু হইতে সক্ষম হন, বহু হইয়াও পুনরায় এক হইতে সক্ষম হন; তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়; আকাশে গমনের ন্যায় তিনি ভিত্তি, প্রাকার ও পর্বতের গাত্র ভেদ করিয়া অপর পারে অবাধে গমন করেন; জলে উন্মুজ্জন-নিমজ্জনের ন্যায় ভূমিতেও উন্মুজ্জন-নিমজ্জন করেন; তিনি ভূমিতে গমনের ন্যায় জলতল ভেদ না করিয়া জলের উপর গমন করেন, তিনি পর্যঙ্কবদ্ধ হইয়া পক্ষীর ন্যায় আকাশে ভ্রমণ করেন; মহাপরাক্রমশালী মহাবল চন্দ্র-সূর্যকে তিনি হস্তদ্বারা স্পর্শ করেন, পরিমর্দন করেন, সশরীরে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গমন করেন।

ঋদ্ধি

৮৭. 'মহারাজ, যেরূপ দক্ষ কুম্ভকার অথবা তাহার অন্তেবাসী সুপ্রস্তুত মৃত্তিকা হইতে ইচ্ছামতো পাত্রাদি নির্মাণ করে; যেরূপ কোনো দক্ষ গজদন্ত-

শিল্পী অথবা তাহার অন্তেবাসী সুপ্রস্তুত গজদন্ত হইতে ইচ্ছামতো দ্রব্যাদি নির্মাণ করে; যেরূপ কোনো দক্ষ স্বর্ণকার অথবা তাহার অন্তেবাসী সুপ্রস্তুত স্বর্ণ হইতে ইচ্ছামতো অলংকারাদি নির্মাণ করে; এইরূপই মহারাজ, ভিক্ষু চিত্তের সেই সমাহিত,... অবস্থায় ঋদ্ধি বর্ধনের অভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি বহুবিধ ঋদ্ধিপ্রাপ্ত হন—এক হইয়াও... গমন করেন।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পূর্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৮৮. 'চিত্তের সেই সমাহিত, পর্যবদাত, অনঙ্গণ, উপক্লেশ বিগত,... অবস্থায় তিনি দিব্যশ্রোত্রের দিকে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি দিব্য, বিশুদ্ধ, অলৌকিক শ্রোত্রদ্বারা দূরস্থ ও নিকটস্থ দৈব ও মনুষ্য উভয় শব্দই শ্রবণ করেন।

৮৯. 'মহারাজ, যেরূপ কোনো পথচারী পুরুষ ভেরীশব্দ, মৃদঙ্গশব্দ, কিম্বা শঙ্খপ্রণব-দেণ্ডিতম শব্দ শ্রবণ করিলে মনে করে : 'ইহা ভেরীশব্দ, ইহা মৃদঙ্গ শব্দ, ইহা শঙ্খ-প্রণব-দেণ্ডিম শব্দ', সেইরূপই ভিক্ষু চিত্তের সেই সমাহিত... অবস্থায় দিব্যশ্রোত্রের দিকে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি দিব্য, বিশুদ্ধ... শ্রবণ করেন।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পূর্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৯০. 'চিত্তের সেই সমাহিত... অবস্থায় তিনি চেতপর্যায় জ্ঞানের দিকে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি স্বচিত্তদ্বারা অপর সত্ত্বগণের অপর মনুষ্যগণের চিত্ত জানিতে পারেন :

সরাগচিত্তকে সরাগচিত্তরূপে জানিতে পারেন, বীতরাগ চিত্তকে বীতরাগ চিত্তরূপে জানিতে পারে।

সদোষচিত্তকে সদোষচিত্তরূপে জানিতে পারেন, বীতদোষ চিত্তকে বীতদোষ চিত্তরূপে জানিতে পারেন।

সমোহ-চিত্তকে সমোহ-চিত্তরূপে জানিতে পারেন, বীতমোহ চিত্তকে বীতমোহ চিত্তরূপে জানাতি পারেন।

সংক্ষিপ্ত চিত্তকে সংক্ষিপ্ত চিত্তরূপে জানিতে পারেন, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বিক্ষিপ্ত চিত্তরূপে জানিতে পারেন।

পরচিত্ত জ্ঞান

মহদ্গাত চিত্তকে মহদ্গাত চিত্তরূপে জানিতে পারেন, অমহদ্গাত চিত্তকে

অমহদ্গত চিত্তরূপে জানিতে পারেন।

সাংসারিক চিত্তকে সাংসারিক চিত্তরূপে জানিতে পারেন, অনুত্তর চিত্তকে অনুত্তর চিত্তরূপে জানিতে পারেন।

সমাহিত চিত্তকে সমাহিত চিত্তরূপে জানিতে পারেন, অসমাহিত চিত্তকে অসমাহিত চিত্তরূপে জানিতে পারেন।

বিমুক্ত চিত্তকে বিমুক্ত চিত্তরূপে জানিতে পারেন, অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্তরূপে জানিতে পারেন।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পূর্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৯১. 'মহারাজ, যেরূপ কোনো বিলাসপ্রিয় স্ত্রী বা পুরুষ, তরুণ অথবা যুবা, দর্পণে কিম্বা পরিশুদ্ধ, পর্যাবদাত স্বচ্ছ জলপাত্রে স্বীয় মুখ প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিয়া উহা তিলযুক্ত হইলে তিলযুক্তরূপে জানিতে পারে, তিল রহিত হইলে তিল রহিতরূপে জানিতে পারে, সেইরূপই ভিক্ষু চিত্তের সেই সমাহিত... অবস্থায় চেতপর্যায় জ্ঞানের দিকে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি স্বচিত্ত দ্বারা... অবিমুক্ত চিত্তরূপে জানিতে পারেন।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পূর্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৯২. 'চিত্তের সেই সমাহিত... অবস্থায় তিনি পূর্বজন্মের জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি অনেকবিধ পূর্বজন্ম স্মরণ করেন; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, এক সহস্র, এক লক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্তকল্প, অনেক বিবর্তকল্প, অনেক সংবর্ত-বিবর্ত কল্প, 'অমুক স্থানে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আমার আয়ু এই পর্যন্ত ছিল। সেস্থান হইতে চ্যুত হইয়া অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেইস্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আয়ু এই পর্যন্ত ছিল। সেস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।' এইরূপে বহু পূর্বজন্ম এবং ওই সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন।

৯৩. 'মহারাজ, কোনো পুরুষ স্বকীয় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিল, ওই গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গমন করিল, ওই গ্রাম হইতে স্বীয় গ্রামে প্রত্যাগমন করিল। তাহার মনে এইরূপ হইবে : 'আমি স্বকীয় গ্রাম হইতে অমুক গ্রামে আসিয়াছিলাম, ঐস্থানে এইরূপ ভাবে দণ্ডায়মান ছিলাম, এইরূপ

ভাবে উপবিষ্ট ছিলাম, এইরূপ কথা বলিয়াছিলাম, এইরূপ মৌনাবলম্বন করিয়াছিলাম। ওই গ্রাম হইতে অমুক গ্রামে আসিয়াছিলাম; সেখানে এইরূপ ভাবে দণ্ডায়মান ছিলাম, এইরূপ ভাবে উপবিষ্ট ছিলাম, এইরূপ কথা বলিয়াছিলাম, এইরূপ মৌনাবলম্বন করিয়াছিলাম। সেই গ্রাম হইতে আমি স্বীয় গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি।' মহারাজ, এইরূপেই ভিক্ষু চিত্তের সেই সমাহিত... অবস্থায় পূর্বজন্মের জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি অনেকবিধ পূর্বজন্ম স্মরণ করেন; যথা :... স্মরণ করেন।

পূর্বজন্মের স্মৃতি

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পূর্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৯৪. 'চিত্তের সেই সমাহিত... অবস্থায় তিনি সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তির জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি বিশুদ্ধ, লোকাতীত, দিব্যচক্ষু দ্বারা সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি দর্শন করেন; কর্মানুযায়ী গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণের মধ্যে হীন ও উত্তমকে, সুবর্ণ ও দুর্বর্ণবিশিষ্টকে, সুগত ও দুর্গতকে জানিতে পারেন : 'ভদ্রগণ, এই এই সত্ত্ব কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দুরাচরণসম্পন্ন, আর্যগণের অপবাদক, মিথ্যাদৃষ্টি সমন্বিত, মিথ্যাদৃষ্টি হইতে উদ্ভূত কর্মপ্রাপ্ত; মরণান্তে দেহের বিনাশে উহারা অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই এই সত্ত্ব কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সদাচরণসম্পন্ন, তাঁহারা আর্যগণের অপবাদ হইতে বিরত, সম্যক দৃষ্টি সমন্বিত, সম্যক দৃষ্টি হইতে উদ্ভূত কর্মপ্রাপ্ত; মরণান্তে দেহের বিনাশে উহারা সুগতিপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন।' এইরূপে তিনি বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা... জানিতে পারেন।

৯৫. 'মহারাজ, শৃঙ্গাটকে মধ্যস্থলে প্রাসাদ। ঐস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ দেখিতে পাইল মনুষ্যগণ গৃহে প্রবেশ করিতেছে, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, পথে পাদচারণা করিতেছে, শৃঙ্গাটকের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট রহিয়াছে। তাহার মনে এইরূপ হইবে : 'এই সকল মনুষ্য গৃহে প্রবেশ করিতেছে, এই সকল শৃঙ্গাটকের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট রহিয়াছে।' মহারাজ, এইরূপেই ভিক্ষু চিত্তের সেই সমাহিত... অবস্থায় সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তির জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি বিশুদ্ধ... জানিতে পারেন।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পূর্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল

হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৯৬. তিনি চিত্তের সেই সমাহিত... অবস্থায় আসবক্ষয় জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি 'ইহা দুঃখ' ইহা যথাযথরূপে জানিতে পারেন, 'ইহা দুঃখ সমুদয়' ইহা যথাযথরূপে জানিতে পারেন, 'ইহা দুঃখ নিরোধ' ইহা যথাযথরূপে জানিতে পারেন, 'ইহা দুঃখ নিরোধাভিমুখী মার্গ' ইহা যথাযথরূপে জানিতে পারেন, 'ইহা আসব' ইহা যথাযথরূপে জানিতে পারেন, 'ইহা আসব সমুদয়' ইহা যথাযথরূপে জানিতে পারেন, 'ইহা আসব নিরোধ' ইহা যথাযথরূপে জানিতে পারেন, 'ইহা আসব নিরোধাভিমুখী মার্গ' ইহা যথাযথরূপে জানিতে পারেন। এইরূপ জানিয়া ও দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্ত কামাসব হইতে বিমুক্ত হয়, ভবাসব হইতে বিমুক্ত হয়, অবিদ্যাসব হইতে মুক্ত হয়, বিমুক্ত চিত্তে 'বিমুক্ত হইয়াছি' এই জ্ঞানের উদয় হয়, 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হইয়াছে, যাহা করণীয় তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, পুনর্জন্ম আর নাই' তিনি ইহা জানিতে পারেন।

৯৭. 'মহারাজ, পর্বতের উপত্যকায় স্বচ্ছ, নির্মল, অনাবিল জলাশয়ের তীরে চক্ষুষ্মান পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া দেখিল শুক্তি, শম্বুক, শর্কার, কঠর, মৎস্যগুল্মাদি উহাতে সঞ্চরণ কিম্বা স্থিতিশীল হইয়া রহিয়াছে। তাহার মনে এইরূপ হইল : 'এই জলাশয় স্বচ্ছ, নির্মল, অনাবিল, ইহাতে শক্তি, শম্বুক, শর্করা, কঠর, মৎস্যগুল্মাদি সঞ্চরণ নিরত কিম্বা স্থিতিশীল।' এইরূপেই মহারাজ, ভিক্ষু চিত্তের সেই সমাহিত... অবস্থায় আসবক্ষয় জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি 'ইহা দুঃখ'... তিনি ইহা জানিতে পারেন।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পূর্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর। মহারাজ, ইহা হইতে উন্নততর, মধুরতর সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল নাই।'

৯৮. এইরূপ উক্ত হইলে মগধরাজ বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রু ভগবানকে বলিলেন, 'উত্তম, ভন্তে! উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈল দীপ ধৃত হয়, সেইরূপেই ভগবান অনেক পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমি ভগবানের শরণ লইতেছি, ধর্মের শরণ লইতেছি, ভিক্ষুসংঘের শরণ লইতেছি। আজ হইতে জীবনের অন্তকাল পর্যন্ত শরণাগত উপাসকরূপে ভগবান আমাকে গ্রহণ করুন। ভন্তে, আমি মূর্খতা, মূঢ়তা ও পাপবশত অপরাধী হইয়াছি, আমি রাজ্যলোভে ধার্মিক, ধর্মরাজ পিতাকে হত্যা করিয়াছি। ভগবান আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, যাহাতে আমি

ভবিষ্যতে সংযত হইতে পারি।'

৯৯. 'মহারাজ, যথার্থই আপনি মূর্খতা, মূঢ়তা ও পাপবশত অপরাধী হইয়াছেন, যেহেতু আপনি ধার্মিক ধর্মরাজ পিতার হত্যাসাধন করিয়াছেন। কিন্তু মহারাজ, যেহেতু আপনি অপরাধকে অপরাধরূপে দর্শন করিয়া যথাধর্ম তাহার প্রতিকার করিতেছেন, সেই হেতু আপনার স্বীকারোক্তি গৃহীত হইল। মহারাজ, যে অপরাধকে অপরাধরূপে দর্শন করিয়া যথাধর্ম তাহার প্রতিকার করে সে ভবিষ্যতে সংযত হয়, ইহাই আর্যদিগের বিনয়ের রীতি।'

১০০. এইরূপ কথিত হইলে মগধরাজ বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রু ভগবানকে বলিলেন, 'ভন্তে, এক্ষণে আমি গমন করিব, আমার অনেক কৃত্য অনেক করণীয় আছে।'

'মহারাজের যেরূপ অভিরুচি।'

তৎপরে মগধরাজ বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রু ভগবদ্বাক্য অভিনন্দন ও অনুমোদনপূর্বক আসন হইতে উত্থান করিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

১০১. তদনন্তর, মগধরাজের প্রস্থানের অত্যল্পকাল পরেই ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন, 'ভিক্ষুগণ, রাজা ছিন্নমূল, অর্ধমৃত; ভিক্ষুগণ, যদি তিনি ধার্মিক ধর্মরাজ পিতার প্রাণনাশ না করিতেন, তাহা হইলে এই আসনেই তাঁহার বিরজ বীতমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইত।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন। ভিক্ষুগণ হৃষ্ট মনে ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

[শ্রামণ্যফল সূত্র সমাপ্ত]

অম্বট্‌ঠসূত্রের পূর্বাভাষ

এই সূত্রের বিষয় জাতিভেদ। একদা ব্রাহ্মণত্বের দাবি করিয়া অম্বট্‌ঠ বুদ্ধের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন যে চতুর্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অপর ত্রিবর্ণ (ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) ব্রাহ্মণদিগের পরিচারক মাত্র। বুদ্ধ প্রমাণ করিলেন যে, জাতি-গর্বিত তথাকথিত ব্রাহ্মণ অম্বট্‌ঠের পূর্বপুরুষ শাক্যদিগের দাসীপুত্র ছিলেন। কিন্তু দাসীপুত্র হইলেও স্বীয় সাধনবলে তিনি মহা ঋষি হইয়াছিলেন।

সুত্তনিপাতে বাসেট্‌ঠ সূত্রেও বুদ্ধ জাতিবাদ সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে জাতিবাদ সম্বন্ধে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। একজন বলিতেছিলেন জাতি দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়, অপর প্রতিপাদন করিতেছিলেন কর্মদ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়। বিরোধের মীমাংসায় অক্ষম হইয়া ব্রাহ্মণদ্বয় বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। বুদ্ধ উত্তরে প্রাণীগণের জাতিবিভঙ্গ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে, জাতির জন্য কিম্বা মাতৃবিশেষের গর্ভে উৎপত্তির জন্য কাহাকেও ব্রাহ্মণ স্বীকার করা যায় না, যিনি আকিঞ্চন, যিনি অনাসক্ত, তিনিই ব্রাহ্মণ। 'জাতি দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, জাতি দ্বারা কেহ অব্রাহ্মণও হয় না, কর্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, কর্ম দ্বারাই অব্রাহ্মণ হয়।' (সুত্তনিপাত, শ্লোক সং-৬৫০) জাতিবিভঙ্গের ব্যাখ্যাক্রমে বুদ্ধ বলিয়াছেন যে, মনুষ্যেতর প্রাণীসমূহের লক্ষণসমূহ যেরূপ জাতিসম্ভূত ও বহুল, মনুষ্যের সেরূপ নহে।' 'দেহবিশিষ্ট প্রাণীগণের মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে ওই পার্থক্য অবিদ্যমান, মনুষ্যের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা নামমাত্র।' (সুত্তনিপাত, শ্লোক সং-৬১১) এই স্থলে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই প্রসঙ্গে বুদ্ধের অভিমত এবং আধুনিক জীববিজ্ঞানবিদদিগের সিদ্ধান্তে কোনো প্রভেদ নাই।

সুতরাং জাতি মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে না। অম্বট্‌ঠের পূর্বপুরুষ হীন গর্ভসম্ভূত হইলেও স্বকীয় প্রয়াসবলে যখন ঋত্বিক প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার হীনজাতি তাঁহার ব্রাহ্মণত্বে উন্নতির পথে বাধা দিতে পারে নাই। বর্তমান সূত্রের উপসংহারে বুদ্ধ বলিতেছেন যে, যিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন, তাঁহার জাতি যাহাই হউক না কেন, তিনি দেবমনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৩. অম্বট্‌ঠ সূত্র

১.১. আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। একদা ভগবান পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত মহাভিক্ষুসংঘের সহিত কোশল দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে

ইচ্ছানঙ্কল নামক কোশলদিগের ব্রাহ্মণ গ্রামে উপনীত হইলেন। ওই স্থানে অবস্থিতিকালে তিনি ইচ্ছানঙ্কল অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ওই সময়ে ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি রাজভোগ্য, রাজদায় ব্রহ্মদেয়রূপে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ কর্তৃক প্রদত্ত, জনাকীর্ণ, তৃণকাষ্ঠ-উদক-ধান্যসম্পন্ন উক্কট্ঠায় বাস করিতেছিলেন।

২. ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি শুনিলেন : 'শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম পঞ্চশত ভিক্ষু-সমন্বিত মহাভিক্ষুসংঘের সহিত কোশল দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে ইচ্ছানঙ্কলে উপনীত হইয়া তত্রস্থ ইচ্ছানঙ্কল অরণ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই পূজ্য গৌতমের সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে : 'ইনিই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয়, দম্য-পুরুষ-সারথি, দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবন্ত; ইহলোক, দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মালোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষাদ্দর্শনোদ্ভূত জ্ঞান দ্বারা স্বয়ং অবগত হইয়া তিনি উপদিষ্ট করেন; তিনি ধর্মের উপদেশ দান করেন—যে ধর্মের প্রারম্ভ কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময়, অন্ত কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দ সম্পদপূর্ণ, সর্বাঙ্গীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত; তিনি বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন, তাদৃশ অর্হতের দর্শন শুভজনক।'

৩. ওই সময়ে ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতির অম্বট্ঠ নামে একজন তরুণ শিষ্য ছিল। তিনি অধ্যায়ক ও মন্ত্রধর ছিলেন, ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট এবং বেদনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতিসমূহ, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চম বেদে পূর্ণ পারদর্শী ছিলেন। তিনি পদ-পাঠজ্ঞ, বৈয়াকরণিক, কূটতর্কবিদ্যানিপুণ ও মহাপুরুষ লক্ষণ জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। আচার্যের ত্রিবিদ্যা-বিষয়ক প্রবচনে তাঁহার পাণ্ডিত্য এতই স্বীকৃত হইত যে তিনি বলিতে পারিতেন : 'যাহা আমি জানি তাহা তুমি জান, যাহা তুমি জান, তাহা আমি জানি।'

৪. অনন্তর ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি অম্বট্ঠকে সম্বোধন করিলেন, 'তাত অম্বট্ঠ, শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়া পঞ্চশত... করিতেছেন। সেই পূজ্য গৌতমের সম্বন্ধে... শুভজনক। তাত অম্বট্ঠ, এস, শ্রমণ গৌতমের নিকট গমন করো এবং অনুসন্ধান করো যে তাঁহার সম্বন্ধে যে যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে, উহা যথার্থ কি না, তিনি যেরূপে ঘোষিত হইয়াছেন সেইরূপ কি না; এইরূপেই আমরা গৌতমকে জানিতে পারিব।'

অম্বট্‌ঠের বুদ্ধের নিকট গমন

৫. 'কিন্তু, ব্রাহ্মণ, আমি কীরূপে জানিব যে গৌতমের সম্বন্ধে যে যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে, উহা যথার্থ কি না, তিনি যেইরূপে ঘোষিত হইয়াছেন সেইরূপ কি না?'

'বৎস, অম্বট্‌ঠ, আমাদিগের মন্ত্রসমূহে দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণপ্রাপ্ত হওয়া যায়, ওই লক্ষণ-সমন্বিত মহাপুরুষের মাত্র দুই প্রকার গতি, অন্য নাই। গৃহবাসী হইলে তিনি রাজচক্রবর্তী, ধার্মিক, ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্ন-সমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন; যথা : চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মনিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতি রত্ন এবং সপ্তরত্নস্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দন; তিনি সসাগরা পৃথিবী বিনাদণ্ডে ও বিনা অস্ত্রে, মাত্র ধর্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরণমুক্ত সম্যকসম্বুদ্ধ অর্হত্ত্বপদ প্রাপ্ত হন। বৎস অম্বট্‌ঠ, আমি মন্ত্রদাতা, তুমি মন্ত্রর গ্রহীতা।'

৬. অম্বট্‌ঠ, প্রত্যুত্তরে 'উত্তম' বলিয়া আসন হইতে উত্থান করিয়া ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতিকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্বক বড়বা-রথে আরোহণপূর্বক বহুসংখ্যক যুবকের সহিত ইচ্ছানঙ্কল অরণ্যে গমন করিলেন। যতদূর যানভূমি ততদূর যানে গমন করিয়া পরে পদব্রজে আরামে প্রবেশ করিলেন।

৭. ওই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু উন্মুক্ত স্থানে পদচারণা করিতেছিলেন। অম্বট্‌ঠ ওই সকল ভিক্ষুদিগের নিকটে গমন করিয়া বলিলেন, 'পূজনীয় গৌতম এক্ষণে কোথায় অবস্থান করিতেছেন? আমরা তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত এই স্থানে আগত হইয়াছি।'

৮. তদনন্তর ভিক্ষুগণ চিন্তা করিলেন : 'এই যুবক অম্বট্‌ঠ প্রসিদ্ধ বংশজাত এবং বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতির অন্তেবাসী। এবম্বিধ কুলপুত্রের সহিত বাক্য বিনিময় ভগবানের অরুচিকর হইবে না।' তাঁহারা অম্বট্‌ঠকে বলিলেন, 'ওই রুদ্ধদ্বার বিহার, ওই স্থানে নিঃশব্দে ধীর পদবিক্ষেপে গমনপূর্বক অলিন্দে প্রবেশ করিয়া কাশির শব্দ করিবে, পরে অর্গলে আঘাত করিবে। ভগবান তোমার জন্য দ্বার খুলিয়া দিবেন।'

৯. অনন্তর অম্বট্‌ঠ নিঃশব্দে রুদ্ধদ্বার বিহারে গমনপূর্বক ধীর পদবিক্ষেপে অলিন্দে প্রবেশ করিলেন এবং কাশির শব্দ করিয়া অর্গলে আঘাত করিলেন। ভগবান দ্বার খুলিয়া দিলেন, অম্বট্‌ঠ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গী যুবকগণও ভিতের প্রবেশ করিয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপব্যঞ্জক বাক্যের বিনিময়ান্তে

এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু অম্বট্ঠ চঙ্ক্রমণ করিতে করিতেও উপবিষ্ট ভগবানের সহিত স্বল্পমাত্রায় বাক্যালাপ করিলেন এবং স্থিত হইয়াও ওইরূপ করিলেন।

১০. তৎপরে ভগবান অম্বট্ঠকে বলিলেন, 'অম্বট্ঠ, তুমি কি এইরূপেই বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আচার্য-প্রাচার্যগণের সহিত বাক্যালাপ করিয়া থাক যেরূপ আমি উপবিষ্ট হইলেও তুমি চলিতে চলিতে এবং স্থিত হইয়া আমার সহিত করিতেছ?'

'না, গৌতম। যে ব্রাহ্মণ চলিতেছেন, চলিতে চলিতে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বিধেয়; যে ব্রাহ্মণ স্থিত, স্থিত হইয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বিধেয়; যে ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট, উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বিধেয়। যে ব্রাহ্মণ শায়িত, শায়িত হইয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বিধেয়। কিন্তু গৌতম, যাহারা মুণ্ডিত-মস্তক, কৃত্রিম শ্রমণ, ইভ্য (নিচ) কৃষ্ণকায়, ব্রহ্মার পাদ হইতে উৎপন্ন, তাহাদের সহিত আমার এইরূপই বাক্যালাপ হয় যেরূপ গৌতমের সহিত হইল।'

১১. 'কিন্তু, অম্বট্ঠ, তুমি অর্থীরূপে এইস্থানে আগত, যে অভীষ্ট লইয়া তুমি আসিয়াছ উহাতেই উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করো। অম্বট্ঠ অশিক্ষিত, তথাপি যে তিনি শিক্ষাভিমানী শিক্ষার অভাবই তাহার কারণ, তদ্ভিন্ন অন্য কী কারণ থাকিতে পারে?'

১২. অম্বট্ঠ ভগবান কর্তৃক অশিক্ষিত উক্ত হইয়া কুপিত ও অসন্তুষ্ট হইলেন; 'আমি শ্রমণ গৌতমের বিরাগভাজন' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি ভগবানের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে বিদ্রুপ করিয়া, তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়া বলিলেন, 'হে গৌতম, শাক্যজাতি কোপনস্বভাব, পুরুষভাষী, অব্যবস্থিতচিত্ত এবং দুর্দান্ত। ওই নীচ জাতি ব্রাহ্মণের সৎকার করে না, ব্রাহ্মণের গুরুত্ব স্বীকার করে না; ব্রাহ্মণকে সম্মান করে না, পূজা করে না, সম্ভ্রম করে না। এইরূপ ব্যবহার অযোগ্য, বিসদৃশ।' এইরূপে শাক্যদিগকে নীচ আখ্যা দিয়া অম্বট্ঠের প্রথম আক্রমণ হইল।

১৩. অম্বট্ঠ, শাক্যগণ তোমার নিকট কীরূপে অপরাধী?'

গৌতম, একদা ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতির কোনো কার্যোপলক্ষে আমি কপিলবাস্তু গমন করিয়াছিলাম। এবং তত্রস্থ শাক্যদিগের মন্ত্রণাগৃহে উপনীত হইয়াছিলাম। ওই সময়ে বহু শাক্য এবং শাক্য কুমারগণ মন্ত্রণাগৃহে উচ্চাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের দেহে অঙ্গুলি সঞ্চালনপূর্বক হাস্য-কৌতুকে রত ছিলেন। আমার ধারণা তাঁহারা নিঃসন্দেহ

আমাকেই লক্ষ করিয়া ওইরূপ করিতেছিলেন। তাঁহারা কেহই আমাকে একখানি আসন পর্যন্ত দান করেন নাই। হে গৌতম, শাক্যগণ স্বয়ং নীচ, নীচ সমান হইয়াও তাঁহাদের ব্রাহ্মণের সৎকারে, ব্রাহ্মণের গুরুত্ব স্বীকারে, ব্রাহ্মণের সম্মানে, ব্রাহ্মণের পূজায় এবং ব্রাহ্মণের সম্ভ্রমকরণে বিরতি অযোগ্য, বিসদৃশ।' এইরূপে শাক্যদিগকে নীচ আখ্যা দিয়া অম্বট্ঠের দ্বিতীয় আক্রমণ হইল।

১৪. 'অম্বট্ঠ, তিতির পক্ষীগণও আপন নীড়ে স্বচ্ছন্দে আলাপ করে, সেইরূপ কপিলবাস্তুও শাক্যদিগের আপন স্থান। এই সামান্য বিষয়ের জন্য ক্রোধপরবশ হওয়া তোমার উচিত নয়।'

১৫. 'হে গৌতম, 'বর্ণ চতুর্বিধ—ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্র। এই চতুর্বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্ররূপ ত্রিবর্ণ অবশ্যই ব্রাহ্মণের পরিচারক। হে গৌতম, শাক্যগণ স্বয়ং নিচ... বিসদৃশ,' এইরূপে শাক্যদিগকে নীচ আখ্যা দিয়া অম্বট্ঠের তৃতীয় আক্রমণ হইল।

১৬. তৎপরে ভগবান এইরূপ চিন্তা করিলেন : 'এই অম্বট্ঠ শাক্যদিগকে নীচ আখ্যা দ্বারা অতিশয় নিগৃহীত করিতেছে। আমি তাহাকে তাহার গোত্র জিজ্ঞাসা করিব।' তদনন্তর ভগবান অম্বট্ঠকে বলিলেন, 'অম্বট্ঠ, তোমার গোত্র কী?'

'হে গৌতম, আমি 'কহ্নায়ন' গোত্র।'

'অম্বট্ঠ, তোমার মাতাপিতার পুরাতন নামগোত্র অনুসরণ করিলে শাক্যেরা তোমার আর্যপুত্র হয়, তুমি শাক্যদিগের দাসীপুত্র হও। শাক্যগণ রাজা ইক্ষাকুকে পিতামহরূপে গ্রহণ করেন। অম্বট্ঠ, পূর্বকালে ইক্ষাকু প্রিয়া মনোহারিণী মহিষীর পুত্রকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিবার অভিপ্রায়ে জ্যেষ্ঠ কুমারগণকে রাষ্ট্র হইতে নির্বাসিত করিয়াছিলেন; তাহাদের নাম—ওক্কামুখ, করণ্ডু, হত্থিনিক এবং সিনিপুর। তাহারা রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়া হিমালয়ের পার্শ্বদেশে এক পুষ্করিণীর তীরে যেখানে এক বিশাল শাকবৃক্ষ ছিল সেইস্থানে বাস করিয়াছিল। তাহারা জাতির বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য স্বীয় ভগ্নীগণের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল।

একদিন রাজা ইক্ষাকু অমাত্য পরিষদবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কুমারগণ, এক্ষণে কোথায়?'

'দেব, হিমালয়ের পার্শ্বদেশে এক পুষ্করিণীর তীরে যেখানে এক বিশাল শাকবৃক্ষ আছে সেইস্থানে কুমারগণ এক্ষণে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহারা জাতির বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য স্বীয় ভগ্নীগণের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ

হইয়াছেন।'

'ইহা শুনিয়া রাজা ইক্ষাকুর মুখ হইতে প্রশংসার উচ্ছ্বাস নির্গত হইল : 'কুমারগণ সত্যই শাক্য, তাহারা পরম শাক্য।'

কৃষ্ণের জন্ম

'অম্বট্‌ঠ, উহা হইতেই শাক্য নামের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনিই শাক্যদিগের পূর্বপুরুষ। কিন্তু রাজা ইক্ষাকুর দিশা নাম্নী এক দাসী ছিল। সে কৃষ্ণবর্ণ সন্তান প্রসব করিয়াছিল। ভূমিষ্ঠ হইয়া কৃষ্ণকায় সন্তান বলিল, 'মা, আমাকে ধৌত করো, স্নাত করো, এই অশুচি হইতে আমাকে মুক্ত করো, ইহা করিলে আমি তোমার উপকারকরণে সক্ষম হইব।' অম্বট্‌ঠ, এক্ষণে যেরূপ মনুষ্য পিশাচকে পিশাচ বলিয়া জানে, সেইরূপ ওই সময় তাহারা পিশাচকে কৃষ্ণ অভিহিত করিত। তাহারা বলিল, 'ভূমিষ্ঠ হইয়াই ইহার বাক্যস্ফুরণ হইয়াছে, ইহা কৃষ্ণবর্ণ, ইহা পিশাচ।' ওই সময় হইতেই কহ্বায়নদিগের উৎপত্তি। সে-ই কহ্বায়নদিগের পূর্বপুরুষ। অম্বট্‌ঠ এইরূপে তোমার মাতাপিতার পুরাতন নামগোত্র অনুসরণ করিলে শাক্যগণ তাহাদের প্রভু হয়, তুমি শাক্যদিগের দাসীপুত্র হও।'

১৭. এইরূপ কথিত হইলে তরুণ ব্রাহ্মণগণ ভগবানকে বলিলেন, 'পূজ্য গৌতম, আপনি দাসীপুত্ররূপ কঠিন অপবাদ দ্বারা অম্বট্‌ঠকে নিগৃহীত করিবেন না, অম্বট্‌ঠ সুজাত, কুলপুত্র, বহুশ্রুত, সুভাষ, পণ্ডিত; তিনি এই বিষয়ে গৌতমকে প্রত্যুত্তর দানে সক্ষম।'

১৮. ভগবান ওই তরুণদিগকে বলিলেন, 'যদি তোমরা মনে করো 'অম্বট্‌ঠ দুর্জাত, অকুলপুত্র, অল্পশ্রুত, দুর্ভাষ, দুষ্প্রাজ্ঞ, শ্রমণ গৌতমকে এই বিষয়ে প্রত্যুত্তর দানে অক্ষম', তাহা হইলে অম্বট্‌ঠ ক্ষান্ত হউক, তোমরাই আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হও। কিন্তু যদি তোমরা মনে করো, 'অম্বট্‌ঠ সুজাত, কুলপুত্র, বহুশ্রুত, সুভাষ, পণ্ডিত; শ্রমণ গৌতমকে এই বিষয়ে প্রত্যুত্তর দানে সক্ষম', তাহা হইলে তোমরা ক্ষান্ত হও, অম্বট্‌ঠই আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হউক।'

১৯. 'হে গৌতম, অম্বট্‌ঠ সুজাত, কুলপুত্র... সক্ষম। আমরা কিছুই বলিব না। অম্বট্‌ঠই পূজ্য গৌতমের সহিত এই বিষয়ে বিচার করিবেন।'

২০. তৎপরে ভগবান অম্বট্‌ঠকে এইরূপ বলিলেন, 'অম্বট্‌ঠ, এক্ষণে একটি যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন আসিতেছে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাকে উহার উত্তর

দিতে হইবে। যদি না দাও, অথবা বিক্ষেপের আশ্রয় লও,[১] অথবা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করো, অথবা চলিয়া যাও, তাহা হইলে এই স্থানেই তোমার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে।

বজ্রপাণি যক্ষ

অম্বট্‌ঠ, তুমি কীরূপ মনে করো? কহ্নায়নদিগের উৎপত্তি কিসে হইল, কে তাহাদের পূর্বপুরুষ, ইহা কি বৃদ্ধ-অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আচার্য-প্রাচার্যগণকে বলিতে শুনিয়াছ?'

এইরূপ উক্ত হইলে অম্বট্‌ঠ মৌন রহিলেন। দ্বিতীয়বার ভগবান অম্বট্‌ঠকে একই প্রশ্ন করিলেন। দ্বিতীয়বারও অম্বট্‌ঠ মৌন রহিলেন।

তদনন্তর ভগবান অম্বট্‌ঠকে বলিলেন, 'অম্বট্‌ঠ, উত্তর দাও, এখন তোমার মৌনাবলম্বনের সময় নয়। যে কেহ তথাগত কর্তৃক তৃতীয়বারও যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তরদানে বিরত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হয়।'

২১. ওই সময় ব্রজপাণি যক্ষ আদীপ্ত, সম্প্রজ্বলিত, জ্যোতিসংযুক্ত লৌহদণ্ড লইয়া আকাশে অম্বট্‌ঠের শিরোপরি স্থিত হইলেন, 'যদি এই অম্বট্‌ঠ ভগবান কর্তৃক তৃতীয়বারও যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তরদানে বিরত হয়, তাহা হইলে এই স্থানেই তাহার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ করিব।' বজ্রপাণি যক্ষকে ভগবান এবং অম্বট্‌ঠ উভয়েই দর্শন করিলেন। অনন্তর ওই দৃশ্য দেখিয়া অম্বট্‌ঠ ভীত, সংবিগ্ন, লোমহর্ষজাত হইয়া ভগবানের নিকট ত্রাণ ভিক্ষা করিলেন, আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন, শরণ ভিক্ষা করিলেন, উপবিষ্ট হইয়া ভগবানকে বলিলেন, 'পূজ্য গৌতম কী বলিলেন? পুনরায় বলুন।'

'অম্বট্‌ঠ, তুমি কীরূপ মনে করো? কহ্নায়নদিগের উৎপত্তি কিসে হইল, কে তাহাদের পূর্বপুরুষ, ইহা কি বৃদ্ধ-অতিবৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ আচার্য-প্রাচার্যগণকে বলিতে শুনিয়াছ?'

'পূজ্য গৌতম যেরূপ বলিলেন আমি সেইরূপই শুনিয়াছি; ওইরূপেই কহ্নায়নদিগের উৎপত্তি হইয়াছে, সে-ই কহ্নায়নদিগের পূর্বপুরুষ।

২২. এইরূপ উক্ত হইলে যুবকগণ উন্নাদ, উচ্চশব্দ, মহাশব্দ করিতে আরম্ভ করিল : 'অম্বট্‌ঠ দুর্জাত, অকুলপুত্র, শাক্যদিগের দাসীপুত্র, শাক্যগণ অম্বট্‌ঠের প্রভু। ধর্মবাদী শ্রমণ গৌতমকে আমরা অশ্রদ্ধেয় মনে

[১]। অর্থাৎ 'জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এড়াইয়া বিষয়ান্তরের অবতারণা করা।'

করিয়াছিলাম।’

২৩. তৎপরে ভগবান চিন্তা করিলেন : ‘এই তরুণগণ, অম্বট্‌ঠকে দাসীপুত্ররূপে অভিহিত করিয়া অতিশয় নিগৃহীত করিতেছে, আমি তাহাকে এই নিগ্রহ হইতে মুক্ত করিব।’ এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, ‘তরুণগণ, তোমরা অম্বট্‌ঠকে দাসীপুত্র বলিয়া তাঁহার অত্যধিক নিগ্রহ করিও না। সেই কহ্ন[১] মহাঋষি হইয়াছিলেন।

জাতিগর্বের ব্যর্থতা

তিনি দক্ষিণ জনপদে গমনপূর্বক ব্রহ্মমন্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং পরে রাজা ইক্ষাকুর নিকট গমন করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্ররূপী নামক কন্যার পাণি প্রার্থনা করেন। রাজা ইক্ষাকু ‘কে রে এই দাসীপুত্র যে আমার ক্ষুদ্ররূপী কন্যার পাণি প্রার্থনা করে?’ বলিয়া ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া শর সন্ধান করিলেন। কিন্তু তিনি ওই শর নিক্ষেপ করিতেও পারিলেন না, বিযুক্ত করিতেও পারিলেন না। তৎপরে অমাত্য ও পরিষদবর্গ ঋষি কহ্নের নিকট গমন করিয়া বলিলেন :

‘ভদন্ত, রাজার মঙ্গল হউক, রাজার মঙ্গল হউক।’

‘রাজার মঙ্গল হইবে যদি তিনি অধোদিকে শর নিক্ষেপ করেন, কিন্তু যতদূর রাজার রাজ্য ততদূর পৃথ্বী বিদীর্ণ হইবে।’

‘ভদন্ত, রাজার মঙ্গল হউক, জনপদের মঙ্গল হউক।’

‘রাজার মঙ্গল হইবে, জনপদের মঙ্গল হইবে, যদি রাজা ঊর্ধ্বে শর নিক্ষেপ করেন, কিন্তু যতদূর রাজার রাজ্য ততদূর সাত বৎসর ধরিয়া বৃষ্টি হইবে না।’

‘ভদন্ত, রাজার মঙ্গল হউক, জনপদের মঙ্গল হউক, বারি বর্ষণ হউক।’

‘রাজার মঙ্গল হইবে, জনপদের মঙ্গল হইবে, বৃষ্টি হইবে, যদি রাজা জ্যেষ্ঠ কুমারের প্রতি শর নিক্ষেপ করেন, কুমার স্বস্তির সহিত নিরাপদ রহিবেন।’

‘হে ব্রাহ্মণগণ, তৎপরে অমাত্যবর্গ ইক্ষাকুর নিকট নিবেদন করিলেন : ‘রাজা জ্যেষ্ঠ কুমারের প্রতি শর নিক্ষেপ করুন, কুমার স্বস্তির সহিত নিরাপদ রহিবেন।’ রাজা ইক্ষাকু জ্যেষ্ঠ কুমারের প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন; কুমার স্বস্তির সহিত নিরাপদে রহিলেন। তদনন্তর রাজা ইক্ষাকু ব্রহ্মদণ্ডভয়ে ভীত হইয়া কন্যা ক্ষুদ্রারূপীকে ঋষির হস্তে সমর্পণ করিলেন। হে ব্রাহ্মণগণ,

---

[১]। কৃষ্ণ। পূর্বোক্ত দাসী দিশার পুত্র।

তোমরা অম্বট্ঠকে দাসীপুত্র বলিয়া তাঁহার অত্যধিক নিগ্রহ করিও না। সেই কহ্ন মহাঋষি ছিলেন।'

২৪. তদনন্তর ভগবান অম্বট্ঠকে বলিলেন :

'তুমি কীরূপ মনে করো, অম্বট্ঠ? ক্ষত্রিয় কুমার ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত সহবাস করিল। ওই সহবাসের ফলে পুত্র জন্মিল। ক্ষত্রিয় কুমার দ্বারা ব্রাহ্মণ কন্যার জাত পুত্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আসন এবং জল পাইবে কি?

'পাইবে, গৌতম।'

'কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে শ্রাদ্ধে, স্থালীপাকে[১], যজ্ঞে কিম্বা ব্রাহ্মণ ভোজনে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিবে?'

মিশ্র জাতি

'করিবে, গৌতম।'

'কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে মন্ত্রশিক্ষা দিবে অথবা দিবে না?'

'দিবে, গৌতম।'

'কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির মধ্য হইতে স্ত্রী গ্রহণ তাহার পক্ষে কি নিষিদ্ধ, অথবা নহে?'

'নিষিদ্ধ নহে।'

'কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ কি তাহাকে ক্ষত্রিয়ের অভিষেকে অভিষিক্ত করিবে?'

'না, তাহা করিবে না।'

'কী কারণে করিবে না?'

'মাতৃপক্ষ হইতে তাহার জাতি বিশুদ্ধ নয়।'

২৫. 'অম্বট্ঠ, তুমি কীরূপ মনে করো? ব্রাহ্মণকুমার ক্ষত্রিয় কন্যার সহিত সহবাস করিল। ওই সহবাসের ফলে পুত্র জন্মিল। ব্রাহ্মণকুমার দ্বারা ক্ষত্রিয় কন্যার জাত পুত্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আসন এবং জল পাইবে কি?'

'পাইবে।'

'কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে শ্রাদ্ধে, স্থালীপাকে, যজ্ঞে কিম্বা ব্রাহ্মণ ভোজনে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিবে?'

'করিবে।'

'কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে মন্ত্রশিক্ষা দিবে অথবা দিবে না?'

'দিবে।'

---

[১]। যজ্ঞে নিবেদিত পায়সান্ন।

'কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির মধ্য হইতে স্ত্রী গ্রহণ তাহার পক্ষে কি নিষিদ্ধ অথবা নহে?'

'নিষিদ্ধ নহে।'

'কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ কি তাহাকে ক্ষত্রিয়ের অভিষেকে অভিষিক্ত করিবে?'

'না, তাহা করিবে না।'

'কী কারণে করিবে না?'

'পিতৃপক্ষ হইতে তাহার জাতি বিশুদ্ধ নয়।'

২৬. 'এইরূপে, অম্বট্ঠ, স্ত্রী কিম্বা পুরুষ উভয় পক্ষ হইতেই ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ হীন। তুমি কীরূপ মনে করো? যদি ব্রাহ্মণগণ কোনো কারণে অপর এক ব্রাহ্মণের মস্তক মুণ্ডন করিয়া, তাহার মস্তক ভস্মাবৃত করিয়া, তাহাকে রাষ্ট্র কিম্বা নগর হইতে বহিষ্কৃত করে, সে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আসন এবং জল পাইবে কি?

'পাইবে না, গৌতম।'

'ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে শ্রাদ্ধে, স্থালীপাকে, যজ্ঞে কিম্বা ব্রাহ্মণ ভোজনে আহারের নিমন্ত্রণ করিবে?'

'হে গৌতম, করিবে না।'

'ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে মন্ত্রশিক্ষা দিবে অথবা দিবে না?'

'দিবে না, গৌতম।

'ব্রাহ্মণ জাতির মধ্য হইতে স্ত্রী গ্রহণ তাহার পক্ষে কি নিষিদ্ধ অথবা নহে?'

'উহা নিষিদ্ধ, গৌতম।'

২৭. 'অম্বট্ঠ, তুমি কীরূপ মনে করো? যদি ক্ষত্রিয়গণ কোনো কারণে অপর এক ক্ষত্রিয়ের মস্তক মুণ্ডন করিয়া, তাহার মস্তক ভস্মাবৃত করিয়া, তাহাকে রাষ্ট্র হইতে কিম্বা নগর হইতে বহিষ্কৃত করে, সে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আসন এবং জল পাইবে কি?'

'পাইবে, গৌতম।'

'ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে শ্রাদ্ধে, স্থালীপাকে, যজ্ঞে কিম্বা ব্রাহ্মণ ভোজনে আহারের নিমন্ত্রণ করিবে?'

'করিবে।'

'ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে মন্ত্রশিক্ষা দিবে অথবা দিবে না?'

'দিবে, গৌতম।'

'ব্রাহ্মণ জাতির মধ্য হইতে স্ত্রী গ্রহণ তাহার পক্ষে কি নিষিদ্ধ অথবা

নহে?'

'নিষিদ্ধ নহে।'

'কিন্তু, অম্বট্‌ঠ, যদি ক্ষত্রিয়গণ কোনো ক্ষত্রিয়ের মস্তক মুণ্ডন করিয়া, তাহার মস্তক ভস্মাবৃত করিয়া, তাহাকে রাষ্ট্র কিম্বা নগর হইতে বহিষ্কৃত করে, তাহা হইলে উহা তাহার পক্ষে চরম অধঃপতন। এইরূপে, অম্বট্‌ঠ, ক্ষত্রিয়ের চরম অধঃপতন হইলেও ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ হীন।

২৮. 'হে অম্বট্‌ঠ, ব্রহ্মা সনৎকুমার ও এই গাথায় উচ্চারণ করিয়াছিলেন :

'যাহারা গোত্রসেবী তাহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ,
যিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন, তিনি দেবমনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

'হে অম্বট্‌ঠ, ব্রহ্মা সনৎকুমার কর্তৃক গীত সেই গাথা সুগীত, দুর্গীত নহে; সুভাষিত, দুর্ভাষিত নহে; অর্থসংহতি, নিরর্থক নহে। আমিও উহার অনুমোদন করি। আমিও বলি :

'যাহারা গোত্রসেবী তাহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ,
যিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন, তিনি দেবমনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

[প্রথম ভাণবার সমাপ্ত]

জাত্যভিমান

২.১. 'হে গৌতম, গাথায় উক্ত সেই আচরণ এবং বিদ্যা কী?' অম্বট্‌ঠ, যেখানে বিদ্যাচরণ পূর্ণতাপ্রাপ্ত, যেখানে জাতিবাদের স্থান নাই, গোত্রবাদের স্থান নাই, 'তুমি আমার যোগ্য অথবা তুমি আমার অযোগ্য' এইরূপ মানবাদের স্থান নাই। অম্বট্‌ঠ, যেখানে আবাহ কিম্বা বিবাহ কিম্বা আবাহ-বিবাহ হয়, সেখানেই জাতিবাদের উল্লেখ হয়, গোত্রবাদের উল্লেখ হয়, 'তুমি আমার যোগ্য অথবা তুমি আমার অযোগ্য' এইরূপ মানবাদের উল্লেখ হয়। অম্বট্‌ঠ, যাহারাই জাতিবাদ বিনিবদ্ধ, গোত্রবাদ বিনিবদ্ধ অথবা আবাহ বিনিবদ্ধ, তাহারাই অনুত্তর বিদ্যাচরণ হইতে দূরে। অম্বট্‌ঠ, জাতিবাদ, গোত্রবাদ, মানবাদ এবং আবাহ-বিবাহরূপ বন্ধন পরিহার করিয়াই অনুত্তর বিদ্যাচরণ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।'

২. 'হে গৌতম, কী সেই আচরণ, কী সেই বিদ্যা?'

'মহারাজ, মনে করুন জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে...

[এইস্থানে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৪০-৪১-৪২ নং পদচ্ছেদের পুনরাবৃত্তি হইয়াছে] অম্বট্‌ঠ, এইরূপে ভিক্ষু শীলসম্পন্ন হন।

[তৎপরে ব্রহ্মজাল সূত্রের ৮-২৭ নং পদচ্ছেদে উক্ত শীলসমূহ উল্লিখিত

হইয়াছে, বর্ণিত প্রত্যেক শীলের শেষে 'এইরূপে শীলসম্পত্তি হয়' পাঠ করিতে হইবে। তৎপরে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৬৩-৭৪ নং পদচ্ছেদে উক্ত আচরণসমূহ উল্লিখিত হইয়াছে, বর্ণিত প্রত্যেক আচরণের শেষে 'এইরূপে শীলসম্পত্তি হয়' পাঠ করিতে হইবে। তৎপরে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৭৫-৮২ নং পদচ্ছেদে উক্ত চারি ধ্যান উল্লিখিত হইয়াছে, বর্ণিত প্রত্যেক ধ্যানের শেষে 'এইরূপে আচরণসম্পত্তি হয়' পাঠ করিতে হইবে।] অম্বট্ঠ ইহাই আচরণ সম্পত্তি।

[তৎপরে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৮৩-৯৮ নং পদচ্ছেদসমূহে উক্ত জ্ঞানদর্শন, মনোময় কায়, ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, চেতপর্যায় জ্ঞান, পূর্বজন্মানুস্মৃতি, দিব্যচক্ষু এবং আসবক্ষয় উল্লিখিত হইয়াছে, বর্ণিত প্রত্যেক বিষয়ের শেষে 'ইহাই বিদ্যাসম্পত্তি' পাঠ করিতে হইবে।] অম্বট্ঠ, ইহাই বিদ্যা।

তপশ্চর্যা

'অম্বট্ঠ, এই ভিক্ষুই বিদ্যাসম্পন্ন, আচরণসম্পন্ন, বিদ্যাচরণসম্পন্ন হন। অম্বট্ঠ, এই বিদ্যাসম্পদা, এই চরণসম্পদা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, মধুরতর অপর কোনো বিদ্যাচরণ-সম্পদা নাই।

৩. 'অম্বট্ঠ, এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদার চারিটি বিঘ্ন আছে। ওই চারি বিঘ্ন কী কী? অম্বট্ঠ, কোনো শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদাসম্পন্ন না হইয়া অরণি, কমণ্ডলু, সূচী ইত্যাদি তাপসের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি বহন করিয়া 'ফলাহারী হইব' এই সংকল্পে দূর বনে প্রবেশ করিলে তিনি নিঃসন্দেহ বিদ্যাচরণসম্পন্নের পরিচারক হইবার যোগ্য প্রমাণিত হন। অম্বট্ঠ, ইহাই সেই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদার প্রথম বিঘ্ন।

'পুনশ্চ, অম্বট্ঠ, কোনো শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদাসম্পন্ন না হইয়া, ফলাহার ব্রত উদ্যাপন না করিয়া, কুদাল ও পিটক গ্রহণপূর্বক 'কন্দ মূলফলাহারী হইব' এই সংকল্পে দূর বনে প্রবেশ করিলে তিনি নিঃসন্দেহ বিদ্যাচরণসম্পন্নের পরিচারক হইবার যোগ্য প্রমাণিত হন। অম্বট্ঠ, ইহাই সেই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদার দ্বিতীয় বিঘ্ন।

'পুনশ্চ, অম্বট্ঠ, কোনো শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া, ফলাহার ব্রত, কন্দমূল ফলাহার ব্রত, উদ্যাপন না করিয়া, নিকটস্থ গ্রাম কিম্বা নিগমে অগ্নিশালা নির্মাণ করিয়া অগ্নির পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলে তিনি নিঃসন্দেহ বিদ্যাচরণসম্পন্নের পরিচারক হইবার যোগ্য প্রমাণিত হন। অম্বট্ঠ, ইহাই সেই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদার তৃতীয় বিঘ্ন।

‘পুনশ্চ, অম্বট্‌ঠ, কোনো শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদাসম্পন্ন না হইয়া, ফলাহার ব্রত, কন্দমূল ফলাহার ব্রত, অগ্নি পরিচর্যা ব্রত, উদ্‌যাপন না করিয়া চতুর্মহাপথের সম্মিলন স্থলে চতুর্দ্বার আগার নির্মাণ করিয়া ‘এই স্থানে চতুর্দিক হইতে আগত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে আমি যথাশক্তি যথাবল পূজা করিব’ এই সংকল্পে অবস্থান করিলে, তিনি নিঃসন্দেহ বিদ্যাচরণসম্পন্নের পরিচারক হইবার যোগ্য প্রমাণিত হন। অম্বট্‌ঠ, ইহাই সেই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদার চতুর্থ বিঘ্ন।

‘অম্বট্‌ঠ, সেই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদার ইহাই চতুর্বিধ বিঘ্ন।

৪. ‘অম্বট্‌ঠ, তুমি কীরূপ মনে করো? তুমি কি আচার্যের সহিত এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা লাভ করিয়াছ।’

‘না, গৌতম। কোথায় আচার্য সহিত আমি, আর কোথায় অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা! হে গৌতম, আমি আচার্য সহিত অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা হইতে দূরে।’

‘অম্বট্‌ঠ, তুমি কীরূপ মনে করো? তুমি কি এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদাসম্পন্ন না হইয়া কমণ্ডলু ইত্যাদি তাপসের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি বহন করিয়া আচার্য সহিত ‘ফলাহারী হইব’ এই সংকল্পে দূর বনে প্রবেশ করো?’

‘না, গৌতম।’

অম্বট্‌ঠ, তুমি কীরূপ মনে করো? তুমি কি এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদাসম্পন্ন না হইয়া, ফলাহার ব্রত উদযাপন না করিয়া, কন্দমূল ফলাহার ব্রত উদ্‌যাপন না করিয়া, নিকটস্থ গ্রাম কিম্বা নিগমে অগ্নিশালা নির্মাণ করিয়া আচার্য সহিত অগ্নির পরিচর্যায় নিযুক্ত হও?

‘না, গৌতম।’

‘অম্বট্‌ঠ, তুমি কীরূপ মনে করো? তুমি কি এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদাসম্পন্ন না হইয়া, ফলাহার ব্রত উদযাপন না করিয়া, কুদাল ও পিকট গ্রহণপূর্বক ‘আচার্য সহিত কন্দমূল ফলাহারী হইব’ এই সংকল্পে দূর বনে প্রবেশ করো?’

‘না, গৌতম।’

‘অম্বট্‌ঠ, তুমি কীরূপ মনে করো? তুমি কি এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদাসম্পন্ন না হইয়া, ফলাহার ব্রত, কন্দমূল ফলাহার ব্রত, অগ্নিপরিচর্যা ব্রত উদযাপন না করিয়া, চতুর্মহাপথের সম্মিলন স্থলে চতুর্দ্বার আগার নির্মাণ করিয়া ‘এই স্থানে চতুর্দিক হইতে আগত শ্রমণ ও ব্রাহ্মণকে আমি যথাশক্তি যথাবল পূজা করিরি’ এই সংকল্পে আচার্য সহিত অবস্থান করো?’

'না, গৌতম।'

৫. 'অম্বট্‌ঠ, এইরূপে তুমি আচার্য সহিত এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদাহীন, এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদার যে চারি বিঘ্ন আছে, আচার্য সহিত উহাদেরও জ্ঞানহীন। তোমার আচার্য ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি বলিয়াছেন :

'কোথায় মুণ্ডিত মস্তক, নীচ, কৃষ্ণকায়, ব্রহ্মার পাদ হইতে জাত শ্রমণাধম, আর কোথায় তাহাদের ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের সহিত বাক্যালাপ!' অথচ তিনি স্বয়ং অপায়গ্রস্ত এবং অকৃতকর্তব্য। অম্বট্‌ঠ, দেখ, আচার্য ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি তোমার প্রতি কতদূর অন্যায় করিয়াছেন।

৬. 'অম্বট্‌ঠ, ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি রাজা প্রসেনজিৎ প্রদত্ত দান উপভোগ করেন। তাঁহার কোশলরাজ প্রসেনজিতের সম্মুখে উপস্থিত হইবারও অনুমতি নাই। এমনকি রাজা যখন তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করেন তখনো তাঁহাকে যবনিকার অন্তরালে থাকিতে হয়। অম্বট্‌ঠ, পৌষ্করসাতি যাঁহার ধর্মানুমোদিত বিশুদ্ধ দান গ্রহণ করেন সেই কোশলরাজ প্রসেনজিৎ কী হেতু তাঁহাকে সম্মুখে উপস্থিত হইবার অনুমতি দেন না? অম্বট্‌ঠ, দেখ, আচার্য ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি তোমার প্রতি কতদূর অন্যায় করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণদিগের পূর্বজ ঋষিগণ

৭. 'অম্বট্‌ঠ, তুমি কী মনে করো? কোশলরাজ প্রসেনজিৎ হস্তী কিম্বা অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া অথবা রথোপরি দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চ কর্মচারী কিম্বা রাজন্যবর্গের সহিত কোনো বিষয়ে মন্ত্রণা করিলেন, পরে তিনি স্থান ত্যাগ করিয়া এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। যদি কোনো শূদ্র অথবা শূদ্রের দাস ঐস্থানে আসিয়া ও দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার ন্যায় মন্ত্রণা করে এবং কহে : 'রাজা প্রসেনজিৎ এইরূপ বলিয়াছেন', তাহা হইলে, যদিও সে রাজবাক্যেরই আবৃত্তি করিল কিম্বা রাজারই ন্যায় মন্ত্রণা করিল, সে কি ওইরূপে রাজা অথবা রাজ-অমাত্য হইবে?'

'না, গৌতম, তাহা হইবে না।'

৮. 'অম্বট্‌ঠ, এই প্রকার যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের পূর্বজ ঋষি মন্ত্রকর্তা, মন্ত্রপ্রবক্তা ছিলেন, যাঁহাদিগের গীত, প্রোক্ত, সমীহিত, পুরাতন মন্ত্র এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অনুগীত, অনুভাষিত, পুনঃপুন আবৃত হয়; যথা : অষ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু—'আমি আচার্য সহিত তাঁহাদের মন্ত্র অধ্যয়ন করি' মাত্র ইহা বলিয়া যে তুমি ঋষি হইবে কিম্বা ঋষিত্বের মার্গে আরূঢ় হইবে তাহা সম্ভব নয়।

৯. ‘অম্বট্‌ঠ, তুমি কী মনে করো? তুমি বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আচার্য প্রাচার্যগণকে কি বলিতে শুনিয়াছ? যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের পূর্বজ ঋষি মন্ত্রকর্তা... ভৃগু, তাঁহারা কি সুস্নাত, সুবিলিপ্ত, সুবিন্যস্ত কেশশ্মশ্রু, মণিকুণ্ডলাভরণযুক্ত, শ্বেতবস্ত্র পরিহিত, পঞ্চকাম ভোগে লিপ্ত ও যুক্ত হইয়া আনন্দানুভব করিতেন, যেরূপ এক্ষণে তুমি এবং তোমার আচার্য করিতেছ?’

‘না, গৌতম, তাহা নয়।’

১০. ‘তাঁহারা কি কৃষ্ণ কণিকা শূন্যশালী অন্ন অনেক প্রকার সূপ-ব্যঞ্জনের সহিত উপভোগ করিতেন, যেরূপ তুমি এবং তোমার আচার্য এক্ষণে করিয়া থাক?’

‘না, গৌতম।’

‘তাঁহারা কি বিন্যস্তবাল বড়বা-রথে আরোহণ করিয়া দীর্ঘ প্রতোদ-যষ্টি দ্বারা বাহনকে প্রহার করিতে করিতে বিচরণ করিতেন, যেরূপ তুমি এবং তোমার আচার্য এক্ষণে করিয়া থাক?’

‘না, গৌতম।’

‘তাঁহারা কি কিঙ্কিণী পরিহিত নারীগণ দ্বারা সেবিত হইতেন, যেরূপ এক্ষণে তুমি এবং তোমার আচার্য হইয়া থাক?’

‘না, গৌতম।’

‘তাঁহারা কি পরিখা-বেষ্টিত, পরিঘ-বদ্ধ নগরদুর্গে অবস্থান করিয়া দীর্ঘ অসিবদ্ধ পুরুষগণ কর্তৃক রক্ষিত হইতেন, যেরূপ তুমি এবং তোমার আচার্য এক্ষণে হইয়া থাক?’

‘না, গৌতম।’

‘এইরূপে, অম্বট্‌ঠ, তুমি ঋষিও নহ, আচার্যের সহিত ঋষিত্বের মার্গেও আরূঢ় নহ। অম্বট্‌ঠ, আমার সম্বন্ধে তোমার কোনো প্রকার সংশয় বা দ্বিধা থাকিলে তুমি প্রশ্ন করো, আমি উত্তর দ্বারা উহা দূর করিব।’

অম্বট্‌ঠের প্রত্যাবর্তন

১১. অনন্তর ভগবান বিহার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চঙ্ক্রমণে নিরত হইলেন। অম্বট্‌ঠও ওইরূপ করিলেন। অম্বট্‌ঠ ভগবানের পশ্চাদ্বর্তী হইয়া চঙ্ক্রমণ করিতে করিতে ভগবানের দেহে দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণ অনুসন্ধান করিলেন। তিনি দেখিলেন যে ভগবানের দেহে মাত্র দুইটি ব্যতীত অপর সমস্ত লক্ষণই বিদ্যমান। দুইটি লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহার সংশয় ও দ্বিধা হইল, তিনি নিশ্চিত হইতে পারিলেন না, সন্তুষ্টি লাভ করিলেন না—কোষ-রক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় এবং

বৃহৎ জিহ্বা।

১২. তৎপরে ভগবান চিন্তা করিলেন, 'অম্বট্‌ঠ আমার দেহে দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণের দুইটি ব্যতীত অপর সকলগুলিই দেখিতেছে; দুইটির সম্বন্ধে তাহার সংশয় ও দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে, সে নিশ্চিত ও সন্তুষ্ট হইতেছে না—কোষ-রক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় এবং বৃহৎ জিহ্বা।

তদনন্তর ভগবান এরূপভাবে স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতার পরিচালনা করিলেন যে অম্বট্‌ঠ ভগবানের কোষ-রক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় দর্শন করিলেন। তৎপরে ভগবান জিহ্বা নিঃসৃত করিয়া উভয় কর্ণ ও উভয় নাসাবিবর স্পর্শ করিলেন, সমুদয় ললাটদেশ জিহ্বাচ্ছাদিত করিলেন।

তৎপরে অম্বট্‌ঠ 'শ্রমণ গৌতমের দেহে দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণ পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান, অপরিপূর্ণরূপে নহে', এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবানকে বলিলেন :

'তাহা হইলে, গৌতম, আমরা এখন যাই, আমাদের বহু কৃত্য বহু করণীয় আছে।'

'অম্বট্‌ঠ, তোমার যেরূপ অভিরুচি।'

তৎপরে অম্বট্‌ঠ বড়বা-রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

১৩. ওই সময় ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি উক্কট্‌ঠা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের সহিত স্বীয় আরামে উপবিষ্ট হইয়া অম্বট্‌ঠের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অতঃপর অম্বট্‌ঠ আরামে উপস্থিত হইলেন। যতদূর যানোপযুক্ত ভূমি ততদূর যানে গমন করিয়া পরে যান হইতে অবরোহণপূর্বক তিনি ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতির নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। অম্বট্‌ঠ আসন গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি তাঁহাকে বলিলেন :

১৪. 'তাত অম্বট্‌ঠ, তুমি ভগবান গৌতমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ?'

'ভগবান গৌতমের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে।

'ভগবান গৌতমের সম্বন্ধে যে যশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহা সত্যমূল, অসত্যমূল নহে? তিনি কি তাদৃশ, অন্য প্রকার নহেন?'

'ভগবান গৌতমের সম্বন্ধে যে যশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহা সত্যমূল, অসত্যমূল নহে। তিনি তাদৃশ, অন্য প্রকার নহেন। তাঁহার দেহে দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণ পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান, অপরিপূর্ণরূপে নহে।

'বৎস অম্বট্‌ঠ, শ্রমণ গৌতমের সহিত তোমার বাক্যালাপ হইয়াছিল?'

'হইয়াছিল।'

পৌষ্করসাতির ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ

কীরূপ বাক্যালাপ হইয়াছিল?

তৎপরে অম্বট্‌ঠ ভগবানের সহিত তাঁহার যেরূপ বাক্যালাপ হইয়াছিল তৎসমস্ত ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতির নিকট নিবেদন করিলেন।

১৫. তৎপরে পৌষ্করসাতি অম্বট্‌ঠকে বলিলেন, 'এই তোমার পাণ্ডিত্য, এই তোমার বহুশ্রুতি, এই তোমার ত্রিবিদ্যা! যে পুরুষ এই প্রকারে স্বকর্তব্য সম্পাদন করে, মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে সে অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। অম্বট্‌ঠ, তুমি যেরূপ ভগবান গৌতমকে আঘাত করিয়া কথা বলিয়াছ, তিনিও সেইরূপ আমাদিগকে অভিযুক্ত করিয়াছেন। এই তোমার পাণ্ডিত্য, এই তোমার বহুশ্রুতি, এই তোমার ত্রিবিদ্যা! যে পুরুষ এই প্রকারে... উৎপন্ন হয়।'

কুপিত ও অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি অম্বট্‌ঠকে পদাঘাতে দূর করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভগবানের দর্শন কামনায় গমনেচ্ছু হইলেন।

১৬. কিন্তু ব্রাহ্মণগণ পৌষ্করসাতিকে বলিলেন, 'দেব, শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ গমনের সময় আজ নাই, আগামীকল্য পৌষ্করসাতি গমন করিতে পারেন।'

এইরূপে ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি স্বীয় আবাসে প্রণীত খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া উহা যানে স্থাপিত করিয়া উল্কালোক সাহায্যে উক্কট্‌ঠা হইতে বহির্গত হইয়া ইচ্ছানঙ্কল বনখণ্ডে গমন করিলেন। যতদূর যানোপযুক্ত ভূমি ততদূর যানে গমন করিয়া পরে যান হইতে অবরোহণপূর্বক পদব্রজে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবানকে অভিবাদন ও তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপ করিয়া তিনি একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। পরে তিনি ভগবানকে বলিলেন :

১৭. 'গৌতম, আমাদের অন্তেবাসী অম্বট্‌ঠ এখানে আসিয়াছিল কি?'

'আসিয়াছিল।'

'অম্বট্‌ঠের সহিত গৌতমের কোনো বাক্যালাপ হইয়াছিল কি?'

'হইয়াছিল।'

'কীরূপ বাক্যালাপ হইয়াছিল?'

তৎপরে ভগবান অম্বট্‌ঠের সহিত যেরূপ বাক্যালাপ হইয়াছিল, তৎসমস্ত পৌষ্করসাতির নিকট প্রকাশ করিলেন।

তদনন্তর ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি ভগবানকে বলিলেন :

'হে গৌতম, অম্বট্‌ঠ নির্বোধ। গৌতম তাহাকে ক্ষমা করুন।'

'হে ব্রাহ্মণ, অম্বট্‌ঠ সুখী হউক।'

১৮. অতঃপর ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি ভগবানের দেহে দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণ অন্বেষণ করিলেন। তিনি মাত্র দুই লক্ষণ ব্যতীত অপর সকল লক্ষণই দেখিলেন। দুইটি লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহার সংশয় ও দ্বিধা হইল, তিনি নিশ্চিত হইতে পারিলেন না, সন্তুষ্টি লাভ করিলেন না, কোষ-রক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় এবং বৃহৎ জিহ্বা।

দ্বাত্রিংশ লক্ষণ

১৯. তখন ভগবান চিন্তা করিলেন : 'অম্বট্‌ঠ আমার দেহে... জিহ্বা।'

তদনন্তর ভগবান এইরূপভাবে স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতার... জিহ্বাচ্ছাদিত করিলেন। তখন পৌষ্করসাতি 'শ্রমণ গৌতমের দেহে দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণ পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান, অপরিপূর্ণরূপে নহে' এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবানকে বলিলেন :

'গৌতম অনুগ্রহপূর্বক ভিক্ষুসংঘের সহিত অদ্য আমার অন্ন গ্রহণ করিবেন।'

ভগবান মৌন হইয়া সম্মতি দান করিলেন।

২০. তদনন্তর ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি ভগবানের সম্মতি বিদিত হইয়া (পরদিন) তাঁহাকে সময় নিবেদন করিলেন :

'হে গৌতম, সময় আগত, অন্ন প্রস্তুত।' তখন ভগবান পূর্বাহ্নের বস্ত্র পরিহিত হইয়া পাত্র-চীবর গ্রহণপূর্বক ভিক্ষুসংঘের সহিত পৌষ্করসাতির পরিবেশনস্থানে গমন করিয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। পরে পৌষ্করসাতি উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া ভগবানকে তৃপ্ত করিলেন, তরুণ ব্রাহ্মণগণও ওইরূপে ভিক্ষুসংঘের তৃপ্তি সাধন করিলেন। তদনন্তর ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি, ভগবান আহারান্তে পাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিলে, নিম্ন আসন গ্রহণপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন।

২১. এইরূপে উপবিষ্ট হইলে ভগবান ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতির সহিত ক্রমানুসারে ধর্মালাপ করিলেন; যথা : দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা; কামের দৈন্য, ব্যর্থতা, মালিন্য এবং নৈষ্ক্রম্যের মাহাত্ম্য। ভগবান যখন দেখিলেন যে পৌষ্করসাতি উপযুক্ত চিত্ত, মৃদুচিত্ত, আবরণমুক্ত চিত্ত, উদগ্র চিত্ত এবং প্রসন্ন চিত্ত হইয়াছেন, তখন তিনি যাহা বুদ্ধগণের অনুত্তর ধর্মদেশনা তাহা প্রকাশ করিলেন, দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, উহার নিরোধ এবং নিরোধের মার্গ। যেরূপ শুদ্ধ নির্মল বস্ত্র উত্তমরূপে রঞ্জন গ্রহণ করে সেইরূপ ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতির

সেই আসনেই বিরজ, বীতমল, ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল : ‘যাহা কিছু উৎপত্তিশীল, তাহাই নাশশীল।’

২২. অনন্তর ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি দৃষ্টধর্ম, প্রাপ্তধর্ম, বিদিত ধর্ম, পর্যবগাহিত ধর্ম হইয়া, বিচিকিৎসা ও সংশয়হীন হইয়া, বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া, ভগবদ্‌শাসনে অপর প্রত্যয় হইয়া ভগবানকে বলিলেন :

‘অতি উত্তম, গৌতম, অতি উত্তম! যেরূপ উৎপাটিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপ পূজনীয় গৌতম অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমি সপুত্র, সভার্যা, সপারিষদ, সামাত্য ভগবান গৌতমের, ধর্মের এবং ভিক্ষুসংঘের শরণ লইতেছি। পূজ্য গৌতম আজ হইতে জীবনের অন্তকাল পর্যন্ত আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন। পূজনীয় গৌতম যেরূপ উক্কট্‌ঠায় অন্যান্য উপাসককুলে গমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ পৌষ্করসাতির গৃহেও আগমন করিবেন। তথাকার যে-সকল স্ত্রী ও পুরুষ ভগবান গৌতমকে অভিবাদন করিবে, আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিবে, তাঁহাকে উদক ও আসন দান করিবে, তাঁহাতে প্রসন্নচিত্ত হইবে, তাহাদের ওই সকল কর্ম দীর্ঘকাল তাহাদের সুখবিধান ও হিতসাধন করিবে।’

‘ব্রাহ্মণ উত্তম বলিয়াছেন।’

[অম্বট্‌ঠ সূত্র সমাপ্ত]

সোণদণ্ড সূত্রের পূর্বাভাষ

এই সূত্র পূর্ববর্তী সূত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। ইহাতে কোনো কোনো গুণবিশিষ্ট হইলে মানুষ যথার্থরূপে ব্রাহ্মণ অভিহিত হইতে পারে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বুদ্ধকর্তৃক উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া বিদ্বান ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড উত্তর করিলেন যে, জাতি, বর্ণ, মন্ত্র, শীল ও প্রজ্ঞা এই পঞ্চবিধ গুণবিশিষ্ট মানুষকে যথার্থরূপে ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে ক্রমান্বয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণও উত্তর দিতে দিতে সর্বশেষে স্বীকার করিলেন যে, উক্ত পঞ্চবিধ গুণ হইতে যদি প্রথম তিনটিকে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও কেবল শীল ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন মানুষকে যথার্থরূপে ব্রাহ্মণ অভিহিত করা যায়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য জাতি ও বর্ণের উপর নির্ভর করে না। এই দুই গুণ[১] না থাকিলেও মানুষ ব্রাহ্মণ হইতে পারে।

ইতিবুত্তকের ৯৯ সংখ্যক সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, মাত্র মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। ব্রাহ্মণ হইতে হইলে উহাপেক্ষা উচ্চ জ্ঞানের প্রয়োজন। ধর্মপদের ৪২৩ নং শ্লোকে কথিত হইয়াছে : 'আমি তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিব যিনি পূর্বজন্মসমূহ স্মরণ করেন, স্বর্গ ও নরক যাঁহার গোচরে, যিনি জাতিক্ষয়প্রাপ্ত, যাঁহার জ্ঞান পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি সর্বাঙ্গীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত।'

এইরূপে বৌদ্ধ অর্হৎ এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা দৃষ্ট হইবে যে, যদি সর্বসাধারণ কর্তৃক এই মত গৃহীত হইত, যদি ব্রাহ্মণত্ব জাতি ও বর্ণের উপর নির্ভর না করিয়া শীলাচার ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করিত, তাহা হইলে ভারতে জাতিভেদ যে-রূপ ধরিয়া মাথা তুলিয়াছে, সে-রূপ ধরিতে পারিত না।

৪. সোণদণ্ড সূত্র

১. আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। একসময় ভগবান পঞ্চশত ভিক্ষু-সমন্বিত মহাভিক্ষুসংঘের সহিত অঙ্গদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে চম্পায় উপনীত হইলেন। তথায় তিনি গগ্গরা পুষ্করিণীর তীরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ওই সময় ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড রাজভোগ্য, রাজদায় ব্রহ্মদেয়রূপে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার কর্তৃক প্রদত্ত জনাকীর্ণ তৃণকাষ্ঠ-উদক-ধান্যসম্পন্ন চম্পায় বাস করিতেছিলেন।

---

[১]। অর্থাৎ জাতি ও বর্ণ।

২. চম্পানিবাসী ব্রাহ্মণ গৃহস্থগণ শুনিলেন : 'শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়া পঞ্চশত ভিক্ষু-সমন্বিত মহাভিক্ষুসংঘের সহিত অঙ্গদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে চম্পায় উপনীত হইয়া তথায় গগ্গরা পুষ্করিণীর তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ভগবান গৌতমের সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে : 'ইনিই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয়, দম্য-পুরুষ-সারথী, দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবন্ত; ইহলোক, দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষাদ্দর্শনোদ্ভূত জ্ঞান দ্বারা স্বয়ং অবগত হইয়া তিনি উপদিষ্ট করেন; তিনি ধর্মের উপদেশ দান করেন—যে ধর্মের প্রারম্ভ কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময়, অন্ত কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দসম্পদপূর্ণ, সর্বাঙ্গীন, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, তিনি বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন, তাদৃশ অর্হতের দর্শন শুভজনক।' অনন্তর চম্পার বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ-গৃহপতি ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া চম্পা হইতে নিষ্ক্রমণপূর্বক গগ্গরা পুষ্করিণীতে গমন করিতে লাগিলেন।

৩. ওই সময়ে ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড দিবাশয়নের নিমিত্ত স্বীয় প্রাসাদোপরি গমন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন চম্পার বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ-গৃহপতি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া চম্পা হইতে নিষ্ক্রমণপূর্বক গগ্গরা পুষ্করিণীর দিতে গমন করিতেছে। উহা দেখিয়া তিনি দ্বারপালকে বলিলেন :

'চম্পার অধিবাসীগণ কী হেতু এইরূপে গগ্গরা পুষ্করিণীর অভিমুখে গমন করিতেছে?'

'শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে... বুদ্ধ, ভগবন্ত। সেই ভগবান গৌতমকে দেখিবার জন্য ইহারা যাইতেছে।'

'তাহা হইলে, দ্বারপাল, তুমি চম্পার ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের নিকট গিয়া বল—'ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড আপনাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন, তিনিও শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ যাইবেন।'

'যথা আজ্ঞা' বলিয়া দ্বারপাল চম্পার ব্রাহ্মণ-গৃহপতিদের নিকট গিয়া সমস্ত বলিল।

সোণদণ্ড ও ব্রাহ্মণগণ

৪. ওই সময় বিভিন্ন রাজ্য হইতে পঞ্চশত ব্রাহ্মণ কার্যোপলক্ষে চম্পায় আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা সোণদণ্ড শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ যাইবেন শুনিয়া সোণদণ্ডের নিকট গমন করিয়া বলিলেন :

'সোণদণ্ড শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যাইবেন ইহা কি সত্য?'

'ইহাই আমার ইচ্ছা, আমিও গৌতমকে দর্শন করিতে যাইব।'

'মাননীয় সোণদণ্ড গৌতমের দর্শনার্থ যাইবেন না, যাওয়া যুক্ত নহে।' সোণদণ্ড গৌতমের দর্শনার্থ যাইলে তাঁহার যশের হ্রাস হইবে, গৌতমের যশ বৃদ্ধি পাইবে। এই কারণে সোণদণ্ডের যাওয়া যুক্ত নহে। শ্রমণ গৌতমেরই সোণদণ্ডের নিকট আগমন করা উচিত। সোণদণ্ড মাতৃ এবং পিতৃ উভয় পক্ষ হইতেই সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্ত পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ। এই কারণে সোণদণ্ডের যাওয়া উচিত নহে, গৌতমেরই সোণদণ্ডের নিকট আগমন করা উচিত। মাননীয় সোণদণ্ড আঢ্য, ধনশালী, ঐশ্বর্যশালী... তিনি অধ্যায়ক, মন্ত্রধারক; ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, বেদনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতিসমূহ, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চম বেদে পারদর্শী; পদ-পাঠজ্ঞ ও বৈয়াকরণিক; কূটতর্কবিদ্যায় নিপুণ এবং মহাপুরুষক্ষণ জ্ঞানসম্পন্ন। তিনি অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পরম বর্ণসৌন্দর্যলব্ধ, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহদ্দর্শন। তিনি শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বর্ধিতশীলসম্পন্ন। তিনি প্রিয়বাদী; শিষ্ট, স্পষ্ট, শুদ্ধ ও অর্থবিজ্ঞাপনীয় বাক্যের কথনকারী। অনেকের আচার্যদিকের গুরু হইয়া তিনি তিন শত বিদ্যার্থীকে মন্ত্র শিক্ষা দেন; নানা দিক নানা জনপদ হইতে বহু বিদ্যার্থী, মন্ত্রার্থী ও মন্ত্রাধ্যয়নেচ্ছু হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করে। তিনি জীর্ণ, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, অদ্ধগত, বয়ঃঅনুপ্রাপ্ত; শ্রমণ গৌতম তরুণ পরিব্রাজক। তিনি মগধরাজ শ্রেণিয় বিম্বিসার কর্তৃক সম্মানিত, গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, মানিত, পূজিত, প্রশংসিত। তিনি ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি কর্তৃক সম্মানিত, গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, মানিত, পূজিত, প্রশংসিত। তিনি রাজভোগ্য, রাজদায় ব্রহ্মদেয়রূপে মগধরাজ শ্রেণিয় বিম্বিসার কর্তৃক প্রদত্ত জনাকীর্ণ তৃণকাষ্ঠ-উদক-ধান্যসম্পন্ন চম্পায় বাস করিতেছেন। এই কারণে সোণদণ্ডের শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ গমন উচিত নহে, গৌতমেরই উচিত সোণদণ্ডের দর্শনার্থ আগমন করা।'

সোণদণ্ড সূত্র

৬. *এইরূপ উক্ত হইলে সোণদণ্ড ওই ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন :

'তাহা হইলে, ব্রাহ্মণগণ, তোমরা আমার বাক্যও শ্রবণ করো, যে কারণে আমারই গৌতমের দর্শনার্থ হওয়া উচিত, গৌতমের আমাকে দর্শনার্থ

---

* ৫ নং পদচ্ছেদ মূলে নাই।

আগমন যুক্ত নহে, তাহা বলিতেছি।

গৌতমের প্রাধান্য

শ্রমণ গৌতম মাতৃ ও পিতৃ উভয় পক্ষ হইতেই সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্ত পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ। শ্রমণ গৌতম বৃহৎ জাতিকুল পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন। শ্রমণ গৌতম ভূমিগত ও বিহায়সস্থ প্রভূত হিরণ্য-সুবর্ণ পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন। শ্রমণ গৌতম প্রথম বয়সেই গৃহ হইতে গৃহহীন প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন—যখন তিনি তরুণ, গভীর কৃষ্ণকেশ ও ভদ্রযৌবনসম্পন্ন। শ্রমণ গৌতম, মাতাপিতা অসম্মত, অশ্রুমুখ ও রোদনপরায়ণ হইলেও কেশ ও শ্মশ্রু মোচনপূর্বক কাষায়বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহ হইতে গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছেন। শ্রমণ গৌতম অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পরম বর্ণসৌন্দর্যলব্ধ, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহদ্দর্শন। শ্রমণ গৌতম শীলবান, আর্যশীলী, কুশলশীলীসম্পন্ন। শ্রমণ গৌতম প্রিয়বাদী, শিষ্ট, স্পষ্ট ও অর্থ বিজ্ঞাপনীয় বাক্যের কথনকারী। শ্রমণ গৌতম অনেকের আচার্যদিগের গুরু। শ্রমণ গৌতম ক্ষীণ-কামরাগ ও বিগত-চাপল্য। শ্রমণ গৌতম কর্মবাদী, ক্রিয়াবাদী, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি উপদেশে তিনি পাপহীনতাকেই প্রাধান্য দেন। শ্রমণ গৌতম উচ্চ, আদি ক্ষত্রিয়কুল হইতে প্রব্রজিত হইয়াছেন। শ্রমণ গৌতম আঢ্য, ধনশালী, ঐশ্বর্যশালী কুল হইতে প্রব্রজিত হইয়াছেন। দূর রাষ্ট্র এবং জনপদ হইতে জনগণ শ্রমণ গৌতমকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার্থ আগমন করে। সহস্র সহস্র দেবতা শ্রমণ গৌতমের শরণাগত। তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে : 'ইনিই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয় দম্য-পুরুষ-সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবন্ত।' তিনি দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণযুক্ত। তিনি স্বাগতবাদী, প্রিয়ভাষী, বিনয়ী, ভ্রূকুটিহীন, উত্তানমুখ, পূর্বভাষী। তিনি চারি পরিষদ[১] কর্তৃক সম্মানিত, গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, মানিত, পূজিত, প্রশংসিত। বহু দেব ও মনুষ্য তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান। তিনি যে গ্রাম অথবা নিগমে অবস্থান করেন তথায় অমনুষ্যগণ মনুষ্যগণের অনিষ্ট করে না। তিনি সংঘ প্রতিষ্ঠাপক, শিষ্যবর্গ-সমন্বিত, গণাচার্য এবং সর্ব তীর্থকরদিগের প্রধানরূপে আখ্যাত। কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যেকোনো উপায়ে যশ অর্জন

---

[১]। ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ পরিষদ, গৃহপতি পরিষদ এবং শ্রমণ পরিষদ।

করেন, কিন্তু শ্রমণ গৌতমের সেরূপে যশলাভ হয় না, তিনি অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা দ্বারা যশ অর্জন করেন। মগধরাজ শ্রেণিয় বিম্বিসার সুপুত্র, সুভার্যা, সপারিষদ, সামাত্য শ্রমণ গৌতমের শরণাগত। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ এবং ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতিও ওইরূপেই তাঁহার শরণাগত। তিনি মগধরাজ বিম্বিসার কর্তৃক, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ কর্তৃক, ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি কর্তৃক সম্মানিত, গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, মানিত, পূজিত, প্রশংসিত।

সোণদণ্ডের ভয়

তিনি চম্পায় উপনীত হইয়া তথায় গগ্‌গরা পুষ্করিণীর তীরে অবস্থান করিতেছেন। যেকোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আমাদিগের গ্রামক্ষেত্রে আসেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের অতিথি। অতিথি আমাদের সম্মানের যোগ্য; অতিথিকে গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা, সম্মান করা, পূজা করা, প্রশংসা করা আমাদের কর্তব্য। যেহেতু তিনি চম্পায় উপনীত হইয়া গগ্‌গরা পুষ্করিণীর তীরে অবস্থান করিতেছেন, সেই হেতু তিনি আমাদের অতিথি এবং অতিথি আমাদের... কর্তব্য। এই সকল কারণে শ্রমণ গৌতমের আমাদিগকে দর্শন করিতে আসা যুক্ত নয়, আমাদিগেরই উচিত তাঁহার দর্শনার্থ গমন করা। শ্রমণ গৌতমের উৎকর্ষ যাহা আমার বিদিত তাহা যে মাত্র উক্ত প্রকার তাহাই নহে, তাঁহার উৎকর্ষ অপরিসীম।'

৭. এইরূপ উক্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ সোণদণ্ডকে বলিলেন, 'মাননীয় সোণদণ্ড যেরূপে শ্রমণ গৌতমের প্রশংসোক্তি করিলেন, তাহাতে গৌতম শতযোজন দূরে অবস্থান করিলেও শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র পৃষ্ঠে খাদ্যভাণ্ড বহন করিয়াও তাঁহার দর্শনার্থে যাইতে প্রস্তুত হইবেন। অতএব আমরা সকলেই শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ যাইব।'

তৎপরে ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড বৃহৎ ব্রাহ্মণসংঘের সহিত গগ্‌গরা পুষ্করিণীর দিকে চলিলেন।

৮. এইরূপ বনপ্রদেশের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে সোণদণ্ডের মনে এইরূপ পরিবিতর্কের উদয় হইল :

সোণদণ্ড সূত্র

'আমি শ্রমণ গৌতমকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে যদি তিনি বলেন : 'এই প্রশ্ন এরূপে জিজ্ঞাসা করিতে নাই, ইহা এইরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, 'তাহা হইলে এই পরিষদ এইরূপ বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিবে; 'ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড

নির্বোধ, অনভিজ্ঞ, তিনি শ্রমণ গৌতমকে যথার্থরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অসমর্থ।' এইরূপে অবজ্ঞাত হইলে আমার যশের হ্রাস হইবে, যশের হ্রাস হইলে ভোগেরও হ্রাস হইবে, যশেরই উপর আমাদের ভোগ নির্ভর করে। কিন্তু শ্রমণ গৌতম আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আমার উত্তর তাঁহার অনুমোদিত না হইতে পারে। ওই ক্ষেত্রে যদি শ্রমণ গৌতম আমাকে বলেন, 'এই প্রশ্নের উত্তর এইরূপে দিতে নাই, এইরূপে উহার উত্তর দিতে হয়,' তাহা হইলে এই পরিষদ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া বলিবে, 'ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড নির্বোধ, অনভিজ্ঞ, গৌতমের প্রশ্নের উত্তর দিয়া তিনি তাঁহার অনুমোদন লাভে অক্ষম।' এইরূপে অবজ্ঞাত হইলে আমার যশের হ্রাস হইবে, যশের হ্রাস হইলে ভোগেরও হ্রাস হইবে, যশেরই উপর আমাদিগের ভোগ নির্ভর করে। অপরপক্ষে সমীপে আগত হইয়াও যদি আমি গৌতমকে দর্শন না করিয়া ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে এই পরিষদ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া বলিবে, 'ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড নির্বোধ, অনভিজ্ঞ; তিনি অহংকারে অভিভূত ও ভীত; শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিবার সাহস তাঁহার নাই; কী হেতু সমীপে আগত হইয়াও গৌতমকে দর্শন না করিয়া তিনি ফিরিয়া যান।'

সোণদণ্ডের ভয়

এইরূপে অবজ্ঞাত হইলে আমার যশের হ্রাস হইবে, যশের হ্রাস হইলে ভোগেরও হ্রাস হইবে, যশেরই উপর আমাদিগের ভোগ নির্ভর করে।'

৯. তৎপরে সোণদণ্ড ভগবানের নিকট গমন করিলেন ও তাঁহাকে অভিবাদন এবং তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপপূর্বক এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। চম্পার ব্রাহ্মণ-গৃহস্থগণ কেহ কেহ ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপপূর্বক ওইরূপে উপবিষ্ট হইলেন, কেহ কেহ ভগবানের দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া পূর্বোক্তরূপে উপবেশন করিলেন, কেহ কেহ নামগোত্র প্রকাশপূর্বক উক্তবিধরূপে আসন গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ মৌনী হইয়া একান্তে বসিলেন।

১০. ওইস্থানেও সোণদণ্ড সংশয়পূর্ণ হইয়া রহিলেন :

'আমি শ্রমণ গৌতমকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে যদি তিনি বলেন : '... ভোগ নির্ভর করে।' অহো! যদি শ্রমণ গৌতম আমার নিজের ত্রৈবিদ্যক জ্ঞান সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই উত্তর দ্বারা তাঁহার সন্তুষ্টি বিধান করিতে পারি।'

১১. তদনন্তর ভগবান সোণদণ্ডের চিত্তের পরিবিতর্ক অবগত হইয়া চিন্তা করিলেন, 'ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড স্বচিত্ত দ্বারা বিনষ্ট হইতেছে। অতএব আমি তাহার নিজের ত্রৈবিদ্যক জ্ঞান সম্বন্ধে তাহাকে প্রশ্ন করিব।'

সোণদণ্ড সূত্র

তৎপরে ভগবান সোণদণ্ডকে বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ, কতগুলি গুণযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ কাহাকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন, যাহাতে ওই পুরুষ 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ কহিলে তাহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না?'

১২. সোণদণ্ড এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া চিন্তা করিলেন :

'যাহা আমার ইচ্ছিত, আকাঙ্ক্ষিত, অভিপ্রেত, প্রার্থিত ছিল—'অহো! যদি শ্রমণ গৌতম... বিধান করিতে পারি।' তদনুরূপই গৌতম আমাকে আমার নিজের ত্রৈবিদ্যক জ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন, আমি অবশ্যই উত্তর দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব।'

১৩. তৎপরে সোণদণ্ড দেহকে ঋজুভাবে রক্ষা করিয়া পরিষদের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক ভগবানকে বলিলেন :

'হে গৌতম, পঞ্চবিধ গুণযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ পুরুষকে ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন, যাহাতে ওই পুরুষ 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ কহিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না। পঞ্চগুণ কী কী? তিনি মাতৃ ও পিতৃ উভয় পক্ষ হইতেই সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্ত পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ। তিনি অধ্যায়ক, মন্ত্রধারক; ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, বেদনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতিসমূহ, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চম বেদে পারদর্শী; পদ পাঠজ্ঞ ও বৈয়াকরণিক; কূটতর্কবিদ্যানিপুণ এবং মহাপুরুষলক্ষণ জ্ঞানসম্পন্ন। তিনি অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পরম বর্ণসৌন্দর্যলব্ধ, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহদ্দর্শন। তিনি শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বর্ধিত শীলসম্পন্ন। তিনি পণ্ডিত, মেধাবী, যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয়। হে গৌতম, এই পঞ্চবিধ গুণযুক্ত হইলে পুরুষ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক ব্রাহ্মণ কথিত হন, যাহাতে তিনি 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ কহিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না।'

১৪. 'হে ব্রাহ্মণ, যদি এই পঞ্চগুণ হইতে এক গুণকে পৃথক করা যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট চারি গুণযুক্ত পুরুষকে কি ব্রাহ্মণ অভিহিত করা যায়, যাহাতে তিনি 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ কহিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না?'

'হে গৌতম, তাহা সম্ভব। এই পঞ্চবিধ গুণ হইতে বর্ণকে পৃথক করা যায়। বর্ণ কী করিতে পারে? ব্রাহ্মণ যদি পূর্বোক্ত অপর চারিটি গুণযুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক ব্রাহ্মণ অভিহিত হইবেন এবং তিনি 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ কহিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না।'

১৫. 'কিন্তু, হে ব্রাহ্মণ, যদি এই চারিটি গুণ হইতে একটিকে পৃথক করা যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট তিনটি গুণযুক্ত পুরুষকে কি ব্রাহ্মণ অভিহিত করা যায়, যাহাতে তিনি 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ কহিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না?'

'হে গৌতম, তাহা সম্ভব। এই চতুর্বিধ গুণ হইতে মন্ত্রকে পৃথক করা যায়। মন্ত্র কী করিতে পারে? ব্রাহ্মণ যদি পূর্বোক্ত অপর তিনটি গুণযুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক ব্রাহ্মণ অভিহিত হইবেন এবং তিনি 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ বলিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না।'

১৬. 'কিন্তু, হে ব্রাহ্মণ, যদি এই তিনটি গুণ হইতে একটিকে পৃথক করা যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট দুইটি গুণযুক্ত পুরুষকে কি ব্রাহ্মণ অভিহিত করা যায়, যাহাতে তিনি 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ কহিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না?'

'হে গৌতম, তাহা সম্ভব। এই ত্রিবিধ গুণ হইতে জাতিকে পৃথক করা যায়। জাতি কী করিতে পারে? ব্রাহ্মণ যদি পূর্বোক্ত অপর দুইটি গুণযুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক ব্রাহ্মণ অভিহিত হইবেন এবং তিনি 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ কহিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না।'

১৭. এইরূপ উক্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ সোণদণ্ডকে বলিল :

'পূজ্য সোণদণ্ড, আপনি এরূপ বলিবেন না! আপনি এরূপ বলিবেন না! মাননীয় সোণদণ্ড বর্ণের অপবাদ করিতেছেন, মন্ত্রের অপবাদ করিতেছেন, জাতির অপবাদ করিতেছেন, তিনি একান্তই শ্রমণ গৌতমের মতবাদ গ্রহণ করিতেছেন।'

১৮. তৎপরে ভগবান ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন :

'ব্রাহ্মণগণ, যদি তোমরা মনে করো 'সোণদণ্ড অল্পশ্রুত, দুর্ভাষ, দুষ্প্রাজ্ঞ, শ্রমণ গৌতমকে এই বিষয়ে প্রত্যুত্তর দানে অক্ষম,' তাহা হইলে সোণদণ্ড ক্ষান্ত হউক, তোমরাই আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হও। কিন্তু যদি তোমরা মনে করো 'সোণদণ্ড' বহুশ্রুত, সুভাষ, পণ্ডিত, শ্রমণ গৌতমকে এই বিষয়ে প্রত্যুত্তর দানে সক্ষম,' তাহা হইলে তোমরা ক্ষান্ত হও, সোণদণ্ডই আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হউক।'

১৯. এইরূপ কথিত হইলে সোণদণ্ড ভগবানকে বলিলেন, 'গৌতম, আপনি ক্ষান্ত হউন, মৌন ধারণ করুন, আমিই তাহাদের সহিত ধর্মানুরূপ বিচার করিব।'

তৎপরে সোণদণ্ড ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন, 'আপনারা এরূপ বলিবেন না, এরূপ বলিবেন না—সোণদণ্ড বর্ণের অপবাদ করিতেছেন, মন্ত্রের অপবাদ করিতেছেন, জাতির অপবাদ করিতেছেন, তিনি একান্তই শ্রমণ গৌতমের মতবাদ গ্রহণ করিতেছেন।' আমি বর্ণ, অথবা মন্ত্র, অথবা জাতির অপবাদ করিতেছি না।'

২০. ওই সময়ে সোণদণ্ডের ভাগিনেয় অঙ্গক নামক যুবক সেই পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন। সোণদণ্ড ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন :

'আপনারা আমাদের ভাগিনেয় অঙ্গককে দেখিতেছেন?'

'দেখিতেছি।'

'অঙ্গক অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পরম বর্ণসৌন্দর্যলব্ধ, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহদ্দর্শন; এই পরিষদে বর্ণ বিষয়ে গৌতম ব্যতীত তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই। তিনি অধ্যায়ক, মন্ত্রধারক; ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, বেদনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতিসমূহ, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চম বেদে পারদর্শী, পদ পাঠজ্ঞ ও বৈয়াকরণিক; কূটতর্কবিদ্যানিপুণ ও মহাপুরুষ লক্ষণ জ্ঞানসম্পন্ন। আমিই তাঁহাকে মন্ত্রশিক্ষা দিয়াছি। অঙ্গক মাতৃ এবং পিতৃ উভয় পক্ষ হইতেই সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্তপুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ। আমি তাঁহার মাতাপিতাকে জানি। যদি অঙ্গক প্রাণনাশ করেন, অদত্ত গ্রহণ করেন, পরদার গমন করেন, মিথ্যা বলিলেন, মদ্য পান করেন, তাহা হইলে বর্ণ তাঁহার কী করিবে? মন্ত্র ও জাতি কী করিবে? ব্রাহ্মণ যখন শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বর্ধিত শীলসম্পন্ন হন, যখন তিনি পণ্ডিত, মেধাবী, যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয় হন, তখন এই দ্বিবিধ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণগণ 'ব্রাহ্মণ' অভিহিত করেন এবং তিনি 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ কহিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না।'

২১. 'ব্রাহ্মণ, যদি এই দুই গুণ হইতে একেকে পৃথক করা যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট একটি গুণযুক্ত পুরুষকে কি ব্রাহ্মণ অভিহিত করা যায়, যাহাতে তিনি 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ কহিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না?'

'না, গৌতম। কারণ প্রজ্ঞা শীল দ্বারা প্রক্ষালিত এবং শীল প্রজ্ঞা দ্বারা প্রক্ষালিত; যেখানে শীল সেখানে প্রজ্ঞা, যেখানে প্রজ্ঞা সেখানে শীল,

শীলবান প্রজ্ঞাসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান শীলসম্পন্ন; শীল ও প্রজ্ঞা লোকে সর্বোৎকৃষ্ট কথিত হয়। হে গৌতম, যেরূপ হস্ত দ্বারা হস্ত ধৌত হয়, পাদ দ্বারা পাদ ধৌত হয়, সেইরূপেই শীল প্রক্ষালিত প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা প্রক্ষালিত শীল; যেখানে শীল সেখানে প্রজ্ঞা, যেখানে প্রজ্ঞা সেখানে শীল; শীলবান প্রজ্ঞাসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান শীলসম্পন্ন, শীল ও প্রজ্ঞা লোকে সর্বোৎকৃষ্ট কথিত হয়।'

২২. 'ব্রাহ্মণ, ইহাই বটে। কারণ প্রজ্ঞা শীল দ্বারা... কতিত হয়। কিন্তু সেই শীল কী, এবং সেই প্রজ্ঞা কী?'

'হে গৌতম, এই বিষয়ে আমরা মাত্র এই পর্যন্ত জানি। পূজ্য গৌতমই অনুগ্রহপূর্বক এই বাক্যের অর্থ প্রকাশ করুন।'

২৩. 'তাহা হইলে, হে ব্রাহ্মণ, শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করো, আমি বলিতেছি।'

প্রত্যুত্তরে সোণদণ্ড বলিলেন, 'উত্তম।'

ভগবান বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ, মনে করো জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ... [এই স্থলে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৪০-৬৩ নং পদচ্ছেদ উক্ত হইয়াছে] ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু এইরূপেই শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন। ইহাই ওই শীল।

[এই স্থলে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৭৫ নং পদচ্ছেদের 'তিনি কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া' এই অংশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে উক্ত সূত্রের ৯৮ নং পদচ্ছেদ পর্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে] 'এইরূপেই তিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ইহাই ওই প্রজ্ঞা।

২৪. এইরূপ কথিত হইলে সোণদণ্ড ভগবানকে বলিলেন :

'উত্তম, গৌতম, উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপ পূজনীয় গৌতম অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমিও ভগবান গৌতমের, ধর্মের এবং ভিক্ষুসংঘের শরণ লইতেছি। পূজ্য গৌতম আজ হইতে জীবনের অন্তকাল পর্যন্ত আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন। পূজ্য গৌতম অনুগ্রহপূর্বক আগামীকল্য ভিক্ষুসংঘের সহিত আমার অন্ন গ্রহণ করিবেন।'

ভগবান তূষ্ণীভাব দ্বারা সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তৎপরে সোণদণ্ড ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হইয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক ভগবানকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাত্রির অবসানে সোণদণ্ড স্বীয় আবাসে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া ভগবানের নিকট বার্তা

প্রেরণ করিলেন :

'হে গৌতম, অন্ন প্রস্তুত।'

ভগবানের নিকট সোণদণ্ডের প্রণতি

২৫. তদনন্তর ভগবান পূর্বাহ্নের বস্ত্র পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর গ্রহণপূর্বক ভিক্ষুসংঘের সহিত সোণদণ্ডের গৃহে উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তৎপরে সোণদণ্ড বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে উত্তম উত্তম খাদ্য ও ভোজ্য স্বহস্তে পরিবেশনপূর্বক তাঁহাদিগের তৃপ্তি সাধন করিলেন। ভোজনাবসানে ভগবান পাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিলে সোণদণ্ড নিম্ন আসন গ্রহণপূর্বক একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। পরে সোণদণ্ড ভগবানকে বলিলেন :

২৬. 'হে গৌতম, পরিষদ মধ্যে আগত হইয়া যদি আমি আসন হইতে উত্থানপূর্বক ভগবান গৌতমকে অভিবাদন করি, তাহা হইলে পরিষদ কর্তৃক আমি তিরস্কৃত হইব। যে পরিষদ কর্তৃক তিরস্কৃত হইবে, তাহার যশের হ্রাস হইবে, যাহার যশের হ্রাস হইবে তাহার ভোগেরও হ্রাস হইবে, যশ হইতেই আমাদের ভোগপ্রাপ্তি হয়। হে গৌতম, পরিষদে আসনোপবিষ্ট হইয়া যদি আমি অঞ্জলিবদ্ধ হই, তাহা হইলে উহা আসন হইতে আমার প্রত্যুপস্থানরূপে গ্রহণ করুন। হে গৌতম, পরিষদে উপবিষ্ট হইয়া যদি আমি শিরোবেষ্টন উন্মোচন করি, ভগবান গৌতম উহা আমার শিরদ্বারা অভিবাদনরূপে গ্রহণ করুন। হে গৌতম, যদি আমি যানারূঢ় হইয়া যান হইতে অবতরণপূর্বক ভগবান গৌতমকে অভিবাদন করি, তাহা হইলে পরিষদ কর্তৃক নিন্দিত হইব। পরিষদ কর্তৃক নিন্দিত হইলে যশের হ্রাস হইবে, যশের হ্রাস হইলে ভোগেরও হ্রাস হইবে, যশ হইতে ভোগপ্রাপ্তি হয়। হে গৌতম, যদি আমি যানারূঢ় হইয়া প্রতোদ যষ্টি উত্তোলন করি, উহা আমার যান হইতে অবতরণরূপে গ্রহণ করুন। হে গৌতম, যদি আমি যানারূঢ় হইয়া হস্ত নমিত করি, উহা শিরদ্বারা আমার অভিবাদনরূপে গ্রহণ করুন।'

২৭. অনন্তর ভগবান সোণদণ্ডকে ধর্মকথা দ্বারা উপবিষ্ট, সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত, সম্প্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

[সোণদণ্ড সূত্র সমাপ্ত]

কূটদন্ত সূত্রের পূর্বাভাষ

ব্রাহ্মণ কূটদন্ত মহাযজ্ঞ সম্পাদনে ইচ্ছুক হইয়া ওই যজ্ঞ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভার্থ বুদ্ধের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞ বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে বুদ্ধ নৃপতি মহাবিজিতের যজ্ঞের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, পূর্বকালে ওই নৃপতি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সংকল্প করিয়া স্বীয় পুরোহিত ব্রাহ্মণকে ওই সম্বন্ধে উপদেশ দান করিতে অনুরোধ করিলেন। ওই ব্রাহ্মণ পুরোহিত আর কেহই নহেন, তিনি বুদ্ধেরই এক পূর্বজন্ম। পুরোহিত রাজাকে সবিশেষ উপদেশ দান করিলে উপদেশানুসারে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল। ওই যজ্ঞে পশুবধ হইল না। শত শত গো, মেষ, কুক্কুট ও শূকর—যজ্ঞে বধার্থ আহৃত পশু মুক্ত হইল।

আখ্যান সমাপ্ত হইলে কূটদন্ত বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ওই ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞ-সম্পদা হইতে অপেক্ষাকৃত সুন্দর কিন্তু মহত্তর ফলপ্রদায়ী অন্য কোনো যজ্ঞ আছে কি না। উত্তরে বুদ্ধ নিম্নলিখিত যজ্ঞসমূহের উল্লেখ করিলেন, উহাদের প্রত্যেক পরবর্তী যজ্ঞ পূর্ববর্তী যজ্ঞ অপেক্ষা মহত্তর ফলপ্রদায়ী; যথা :

১. শীলবান প্রব্রজিতদিগের উদ্দেশে অনুকূল নিত্য দানযজ্ঞ;

২. চতুর্দিকস্থ সংঘের উদ্দেশে নির্মিত বিহার;

৩. প্রসন্ন চিত্তে ত্রিশরণের (বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ) গ্রহণ;

৪. প্রসন্ন চিত্তে শিক্ষাপদসমূহের গ্রহণ : প্রাণাতিপাত, চৌর্য, ব্যভিচার, মৃষাবাদ, মদ্যপান ইত্যাদি হইতে বিরতি;

৫. প্রথম ধ্যান,

৬. দ্বিতীয় ধ্যান,

৭. তৃতীয় ধ্যান,

৮. চতুর্থ ধ্যান,

৯. জ্ঞানদর্শন,

১০. আসবক্ষয়।

সর্বশেষোক্ত যজ্ঞ হইতে উন্নততর ও মধুরতর যজ্ঞ আর নাই। উপদেশান্তে ব্রাহ্মণ কূটদন্ত ত্রিরত্নের শরণ লইলেন।

৫. কূটদন্ত সূত্র

১. আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। একসময় ভগবান পঞ্চশত ভিক্ষু-সমন্বিত মহাভিক্ষুসংঘের সহিত মগধে ভ্রমণ করিতে করিতে ওই দেশের

খানুমত নামক ব্রাহ্মণগ্রামে উপনীত হইলেন। ওই সময় ব্রাহ্মণ কূটদন্ত রাজভোগ্য, রাজদায় ব্রহ্মদায়রূপে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার কর্তৃক প্রদত্ত জনাকীর্ণ তৃণকাষ্ঠ-উদক-ধান্যসম্পন্ন খানুমতে বাস করিতেছিলেন। ওই সময় কূটদন্ত ব্রাহ্মণের মহাযজ্ঞ উপস্থিত হইয়াছিল। সাতশত বৃষ, সাতশত বৎসতর, সাতশত বৎসতরী, সাতশত ছাগ এবং সাতশত মেষ যজ্ঞার্থে যূপকাষ্ঠে নীত হইয়াছিল।

২. খানুমতের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ শুনিলেন : 'শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম... শুভজনক' (সোণদণ্ড সূত্রের ২ নং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) তদনন্তর খানুমতের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া খানুমত হইতে নিষ্ক্রমণপূর্বক অম্বলট্‌ঠিকা উদ্যানে গমন করিতে লাগিলেন।

৩. ওই সময়ে ব্রাহ্মণ কূটদন্ত দিবাশয়নের নিমিত্ত স্বীয় প্রাসাদোপরি গমন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন খানুমতের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া খানুমত হইতে নিষ্ক্রমণপূর্বক অম্বলট্‌ঠিকার অভিমুখে গমন করিতেছে। উহা দেখিয়া তিনি দ্বারপালকে বলিলেন :

'খানুমতের ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ কী হেতু এইরূপে অম্বলট্‌ঠিকার অভিমুখে গমন করিতেছে?'

'শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়া পঞ্চশত ভিক্ষু-সমন্বিত মহাভিক্ষুসংঘের সহিত মগধে ভ্রমণ করিতে করিতে খানুমতে উপনীত হইয়া তথায় অম্বলট্‌ঠিকা উদ্যানে অবস্থান করিতেছেন। সেই ভগবান গৌতমের সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে :

'ইনিই... বুদ্ধ ভগবন্ত।' সেই ভগবান গৌতমকে দেখিবার জন্য ইহারা যাইতেছে।'

৪. তদনন্তর কূটদন্ত চিন্তা করিলেন :

'আমি শুনিয়াছি শ্রমণ গৌতম ষোড়শ অঙ্গযুক্ত ত্রিবিধ যজ্ঞ বিদিত আছেন। উহা কিন্তু আমার বিদিত নয়, অথচ আমি মহাযজ্ঞ সম্পাদনে ইচ্ছুক। অতএব আমি শ্রমণ গৌতমের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিব।'

তৎপরে কূটদন্ত দ্বারপালকে বলিলেন :

'দ্বারপাল, তুমি খানুমতের ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণের নিকট গিয়া বল, 'ব্রাহ্মণ কূটদন্ত আপনাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন, তিনিও শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ যাইবেন।'

কূটদন্ত ও ব্রাহ্মণগণ

'যথা আজ্ঞা' বলিয়া দ্বারপাল খানুমতের ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণের নিকট গিয়া সমস্ত বলিল।

৫. ওই সময়ে বহু শত ব্রাহ্মণ কূটদন্তের মহাযজ্ঞে যোগদান করিবার নিমিত্ত খানুমতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা শুনিলেন যে কূটদন্ত শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ যাইতেছেন, ইহা শুনিয়া তাঁহারা কূটদন্তের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন :

'কূটদন্ত শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যাইবেন ইহা কি সত্য?

'ইহাই আমার ইচ্ছা, আমিও গৌতমকে দর্শন করিতে যাইব।'

৬. 'মাননীয় কূটদন্ত গৌতমের দর্শনার্থ যাইবেন না, যাওয়া যুক্ত নহে। কূটদন্ত গৌতমের দর্শনার্থ যাইলে তাঁহার যশের হ্রাস হইবে, গৌতমের যশ বৃদ্ধি পাইবে। এই কারণে কূদটদন্তের যাওয়া যুক্ত নহে, শ্রমণ গৌতমেরই কূটদন্তের নিকট আগমন করা উচিত। কূটদন্ত মাতৃ এবং পিতৃ উভয় পক্ষ হইতেই... নির্দোষ (সোণদণ্ড সূত্রের ৪ নং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই কারণে কূটদন্তের যাওয়া উচিত নহে, গৌতমেরই কূটদন্তের নিকট আগমন করা উচিত। মাননীয় কূটদন্ত আঢ্য... সম্পন্ন[১] খানুমতে বাস করিতেছেন। এই কারণে কূটদন্তের শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ গমন উচিত নহে, গৌতমেরই উচিত কূটদন্তের দর্শনার্থ আগমন করা।

৭. এইরূপ উক্ত হইলে কূটদন্ত ওই ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন :

'তাহা হইলে, ব্রাহ্মণগণ, তোমরা আমার বাক্যও শ্রবণ করো, যে কারণে... আমাদের কর্তব্য। যেহেতু তিনি খানুমতে উপনীত হইয়া তথায় অম্বলট্ঠিকা উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই হেতু তিনি আমাদের অতিথি এবং অতিথি আমাদের... কর্তব্য। এই সকল কারণে... অপরিসীম।' (সোণদণ্ডের সূত্রের ৬ নং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৮. এইরূপ উক্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ কূটদন্তকে বলিলেন :

'মাননীয় কূটদন্ত যেরূপে শ্রমণ গৌতমের প্রশংসোক্তি করিলেন, তাহাতে... যাইব।' (সোণদণ্ডের সূত্রের ৭ নং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

তৎপরে কূটদন্ত বৃহৎ ব্রাহ্মণসংঘের সহিত অম্বলট্ঠিকা উদ্যানে ভগবানের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে অভিবাদন ও তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপান্তে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। খানুমতের ব্রাহ্মণ-গৃহস্থগণ কেহ কেহ ভগবানকে...

---

[১]। সোণাদণ্ড সূত্রের ৪নং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

একান্তে বসিলেন।

৯. এইরূপে উপবিষ্ট হইয়া কূটদন্ত ভগবানকে বলিলেন :

'হে গৌতম, আমি শুনিয়াছি শ্রমণ গৌতম ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞসম্পদা অবগত আছেন। আমি উহা জানি না, কিন্তু আমি মহাযজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক। গৌতম আমাকে অনুগ্রহপূর্বক ওই যজ্ঞ-সম্পদা শিক্ষা দিন।' 'তাহা হইলে, ব্রাহ্মণ, শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করো, আমি বলিতেছি।'

যজ্ঞের পূর্বকৃত্য

প্রত্যুত্তরে কূটদন্ত সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান বলিলেন :

১০. 'ব্রাহ্মণ, পূর্বকালে মহাবিজিত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী ছিলেন, তাঁহার রাজভাণ্ডার প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্যাদি বিত্ত-উপকরণ ও ধনধান্যে পরিপূর্ণ ছিল। রাজা মহাবিজিত নির্জনে ধ্যানরত হইলে তাঁহার চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্কের উদয় হইল : 'বিপুল মানুষী-ভোগ আমার অধিকারে, আমি সুবিশাল পৃথিবীমণ্ডল জয় করিয়াছি; অতএব আমি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, উহা দীর্ঘকাল আমার সুখ ও হিতবিধান করিবে' তৎপরে রাজা মহাবিজিত পুরোহিত ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'হে ব্রাহ্মণ, আমি নির্জনে ধ্যানরত হইলে আমার চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্কের উদয় হইল : 'বিপুল মানুষী-ভোগ... করিবে। হে ব্রাহ্মণ, আমি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করি, দীর্ঘকাল আমার হিত ও সুখের জন্য আমাকে শিক্ষা দিন।'

১১. 'রাজা এইরূপ কহিলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত মহাবিজিতকে বলিলেন, 'নৃপতির জনপদ সকণ্টক স-উৎপীড়ক, রাজ্যে গ্রাম ও নগর লুণ্ঠনকারী চোরের প্রাদুর্ভাব, পথসমূহ ভয়পূর্ণ। রাজা যদি এই সকণ্টক স-উৎপীড়ক জনপদ হইতে কর গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উহা ন্যায় বিগর্হিত হইবে। রাজা হয়তো মনে করিতে পারেন : 'এই দস্যু-কণ্টক আমি বধ, বন্ধন, হানি, নিন্দা অথবা নির্বাসন দ্বারা উৎপাটিত করিব', কিন্তু এইরূপে ওই দস্যুকণ্টক সম্যক প্রকারে দূরীভূত হইবে না। হতাবশিষ্টগণ রাজার জনপদে উপদ্রব করিবে। কিন্তু এক উপায় আছে যার দ্বারা এই উপদ্রব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইতে পারে। রাজ্যে কৃষি-গোরক্ষ কর্মে যাহাদের উৎসাহ, রাজা তাহাদিগকে বীজ ও অন্নদান করুন, বাণিজ্যে যাহাদের উৎসাহ, রাজা তাহাদিগকে মূলধন দান করুন, যাহারা রাজকার্যে নিযুক্ত, রাজা তাহাদিগকে অন্ন ও বেতন দান করুন, ওই সকল মনুষ্য স্বকর্ম নিরত হইয়া আর রাজ্যে উপদ্রব করিবে না;

রাজার আয়বৃদ্ধি হইবে, রাজ্য ক্ষেমযুক্ত, অকণ্টক, অনুপদ্রুত হইবে, প্রজাবর্গ আনন্দিত চিত্তে ক্রোড়ে পুত্র নাচাইয়া নিরর্গল গৃহে সুখে বিহার করিবে।'

রাজা মহাবিজিত 'উত্তম' বলিয়া পুরোহিত ব্রাহ্মণের বাক্যানুসারে রাজ্যের কৃষক-গোরক্ষগণকে বীজ ও অন্ন দান করিলেন, বণিকগণকে মূলধন দান করিলেন, রাজপুরুষগণকে অন্ন ও বেতন দান করিলেন। ওই সকল মনুষ্য স্বকর্ম নিরত হইয়া আর রাজ্যে উপদ্রব করিল না, রাজার আয় বৃদ্ধি হইল; ক্ষেমযুক্ত, অকণ্টক, অনুপদ্রুত রাজ্যে প্রজাবর্গ আনন্দিত চিত্তে ক্রোড়ে পুত্র নাচাইয়া নিরর্গল গৃহে সুখে বিহার করিতে লাগিল।

যজ্ঞের পূর্বকৃত্য

১২. 'অনন্তর রাজা মহাবিজিত পুরোহিত ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'দস্যুকণ্টক উৎপাটিত হইয়াছে, আপনার বিধানে আমার কোষ পরিপূর্ণ, রাজ্য ক্ষেমযুক্ত, অকণ্টক, অনুপদ্রুত। প্রজাবর্গ আনন্দিত চিত্তে ক্রোড়ে পুত্র নাচাইয়া নিরর্গল গৃহে সুখে বাস করিতেছে। হে ব্রাহ্মণ, আমি মহা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছুক, দীর্ঘকাল আমার হিত ও সুখের জন্য আমাকে শিক্ষা দিন।'

'তাহা হইলে, মহারাজ, রাজ্যের নৈগম এবং জানপদ ক্ষত্রিয় সামন্তরাজগণকে, অমাত্য পারিষদগণকে, ব্রাহ্মণ মহাশালগণকে, ধনী গৃহস্থগণকে আমন্ত্রণপূর্বক বলুন : 'আমি মহা যজ্ঞানুষ্ঠানে অভিলাষী, দীর্ঘকাল আমার হিত ও সুখের জন্য আমাকে শিক্ষা দিন।'

'হে ব্রাহ্মণ, রাজা মহাবিজিত পুরোহিত ব্রাহ্মণের বাক্যে সম্মত হইয়া রাজ্যের নৈগম এবং জানপদ ক্ষত্রিয় সামন্তরাজগণকে, অমাত্য পারিষদগণকে, ব্রাহ্মণ মহাশালগণকে, ধনী গৃহস্থগণকে আমন্ত্রণপূর্বক বলিলেন :

'আমি মহাযজ্ঞানুষ্ঠানে... শিক্ষা দিন।' উত্তরে তাঁহারা সকলেই বলিলেন, মহারাজ, যজ্ঞানুষ্ঠান করুন, যজ্ঞকাল উপস্থিত।'

'এইরূপে ওই চারি অনুমতি-পক্ষ সেই যজ্ঞের উপাদানস্বরূপ হইলেন।'

১৩. 'রাজা মহাবিজিত অষ্টাঙ্গযুক্ত ছিলেন—তিনি মাতৃ ও পিতৃ উভয় পক্ষ হইতেই সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্তপুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ;

'তিনি অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পরম বর্ণসৌন্দর্যলব্ধ, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহদ্দর্শন;

'তিনি আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্যাদি বিত্ত-উপকরণ ও ধনধান্যে পরিপূর্ণ রাজভাণ্ডারসম্পন্ন;

'তিনি পরাক্রান্ত; রাজভক্ত আদেশানুবর্তী চতুরঙ্গিণী সেনাসমন্বিত; স্বীয় যশগৌরব দ্বারা যেন শত্রুদহনকারী;

'তিনি শ্রদ্ধাবান, দায়ক, দানপতি, অবারিত দ্বার, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-নিঃস্ব-দরিদ্র-যাচকগণের তৃষ্ণানিবারী উৎস, তিনি পুণ্য কর্মকারী—'তিনি সর্ববিধ বিদ্যায় বহুশ্রুত;

'তিনি ভাষিতের অর্থজ্ঞানসম্পন্ন—'এই কথার এই অর্থ, এই কথার এই অর্থ';

তিনি পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের চিন্তাকরণে সক্ষম।

'রাজা মহাবিজিত এই অষ্টাঙ্গযুক্ত ছিলেন। এই অষ্টাঙ্গও সেই যজ্ঞে উপাদানস্বরূপ হইল।

ত্রিবিধ

১৪. 'পুরোহিত ব্রাহ্মণ চতুরঙ্গযুক্ত—তিনি মাতৃ ও পিতৃ উভয় পক্ষ হইতেই সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্ত পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ;

তিনি অধ্যায়ক, মন্ত্রধারক, ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, বেদনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতিসমূহ, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাস রূপ পঞ্চম বেদে পারদর্শী; পাদ-পাঠজ্ঞ ও বৈয়াকরণিক; কূটতর্কবিদ্যা নিপুণ এবং মহাপুরুষ লক্ষণজ্ঞানসম্পন্ন—তিনি শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বর্ধিত শীলসম্পন্ন;

তিনি পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী, যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয়।

পুরোহিত ব্রাহ্মণ এই চতুরঙ্গ যুক্ত। এই চতুরঙ্গও সেই যজ্ঞের উপাদানস্বরূপ হইল।

১৫. 'তদনন্তর, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ব্রাহ্মণ রাজা মহাবিজিতকে যজ্ঞের পূর্বে ত্রিবিধি শিক্ষা দিলেন—'মহাযজ্ঞ করণেচ্ছু আপনার চিত্তে যদি এইরূপ অনুতাপ উপস্থিত হয় : 'আমার বিপুল ধনরাশি ব্যয়িত হইবে', তাহা হইলে রাজা ওই অনুতাপ পোষণ করিবেন না। যজ্ঞকালে যদি আপনার চিত্তে এইরূপ অনুতাপ উপস্থিত হয় : 'আমার বিপুল ধনরাশি ব্যয়িত হইতেছে' তাহা হইলে রাজা ওই অনুতাপ পোষণ করিবেন না। যজ্ঞ সমাপনান্তে যদি আপনার চিত্তে এইরূপ অনুতাপ উপস্থিত হয় : 'আমার বিপুল ধনরাশি

ব্যয়িত হইয়াছে', তাহা হইলে রাজা ওই অনুতাপ পোষণ করিবেন না।

'পুরোহিত ব্রাহ্মণ রাজা মহাবিজিতকে যজ্ঞের পূর্বে এই ত্রিবিধি শিক্ষা দিলেন।'

১৬. তৎপরে পুরোহিত ব্রাহ্মণ যজ্ঞের পূর্বেই রাজা মহাবিজিতের প্রতিগ্রাহকদিগের প্রতি যে দশ প্রকারে চিত্ত বিকার উৎপন্ন হইতে পারে তাহা দূর করিলেন। 'আপনার যজ্ঞে প্রাণাতিপাতীও আসিবে, যাহারা প্রাণাতিপাত হইতে বিরত তাহারাও আসিবে। উহাদিগের মধ্যে যাহারা প্রাণাতিপাতী তাহারা আপনাদিগের প্রাণাতিপাত লইয়াই থাকিবে, যাহারা প্রাণাতিপাত হইতে বিরত রাজা তাহাদের জন্যই যজন করিবেন, তাহাদেরই প্রীতি উৎপাদন করিবেন, তাহারাই রাজার হৃদয়াভ্যন্তরে প্রসন্নতা আনয়ন করিবে।

প্রকৃত যজ্ঞ

যাহারা অদত্তের গ্রহণকারী তাহারাও আপনার যজ্ঞে আসিবে, যাহারা অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরত তাহারাও আসিবে... যাহারা ব্যভিচারী তাহারাও আসিবে, যাহারা ব্যভিচার হইতে বিরত তাহারাও আসিবে, যাহারা মিথ্যাবাদী এবং যাহারা মিথ্যাবাদ হইতে বিরত, যাহারা পিশুনভাষী এবং যাহারা পিশুনভাষ হইতে বিরত, যাহারা পুরুষভাষী এবং যাহারা পুরুষভাষ হইতে বিরত, যাহারা বৃথা প্রলাপকারী এবং যাহারা উহা হইতে বিরত, যাহারা লোভী তাহারা এবং যাহারা অলোভী তাহারা, যাহারা ব্যাপন্ন চিত্ত তাহারা এবং যাহারা অব্যাপন্ন চিত্ত তাহারা, যাহারা মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন তাহারা এবং যাহারা সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন তাহারা—উহারা সকলেই আসিবে। যাহারা মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন তাহারা উহা লইয়াই থাকিবে, যাহারা সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন রাজা তাহাদের জন্যই যজন করিবেন, তাহাদেরই প্রীতি উৎপাদন করিবেন, তাহারাই রাজার হৃদয়াভ্যন্তরে প্রসন্নতা আনয়ন করিবে।' পুরোহিত ব্রাহ্মণ যজ্ঞের পূর্বেই রাজা মহাবিজিতের প্রতিগ্রাহকদিগের প্রতি এই দশ প্রকারে যে চিত্তবিকার উৎপন্ন হইতে পারে তাহা দূর করিলেন।

১৭. তৎপরে পুরোহিত ব্রাহ্মণ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানের সময় রাজা মহাবিজিতের চিত্তকে ষোড়শ প্রকারে সমুপদিষ্ট সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহৃষ্ট করিলেন :

'মহা যজ্ঞানুষ্ঠানকালে যদি রাজাকে কেহ কহে—'রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু তিনি নৈগম এবং জানপদ ক্ষত্রিয় সামন্তগণকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, অথচ রাজা এইরূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান

করিতেছেন’, রাজাকে ধর্মত কেহ এরূপ বলিতে পারে না, তিনি নৈগম এবং জানপদ ক্ষত্রিয় সামন্তগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে অতএব আপনি যজন করুন, প্রীতিপূর্ণ হউন, হৃদয়ে প্রসন্নতা অনুভব করুন। যদি কেহ রাজাকে এরূপ কহে : ‘রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু নিগম ও জনপদ হইতে অমাত্য পারিষদবর্গকে নিমন্ত্রণ করেন নাই... ব্রাহ্মণ মহাশালগণকে নিমন্ত্রণ করেন নাই... ধনী গৃহস্থগণকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, অথচ তিনি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন,’ রাজাকে ধর্মত কেহ এরূপ বলিতে পারেন, তিনি ওই সকল নিমন্ত্রণ সম্পন্ন করিয়াছেন, অতএব আপনি যজন করুন, প্রীতিপূর্ণ হউন, হৃদয়ে প্রসন্নতা অনুভব করুন। যদি কেহ রাজাকে এরূপ কহে : ‘রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু তিনি মাতৃ ও পিতৃ উভয় পক্ষ হইতে সুজাত নহেন, ঊর্ধ্বতন সপ্তপুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত নহেন, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক নির্দোষ নহেন, অথচ তিনি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন’, রাজাকে ধর্ম কেহ এরূপ বলিতে পারে না, আপনি মাতৃ ও পিতৃ উভয় পক্ষ হইতে সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্তদশ পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক নির্দোষ। অতএব আপনি যজন করুন, প্রীতিপূর্ণ হউন, হৃদয়ে প্রসন্নতা অনুভব করুন। যদি কেহ রাজাকে এরূপ কহে : ‘রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু তিনি অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পরম বর্ণসৌন্দর্যলব্ধ, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহদ্দর্শন নহেন... তিনি আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, প্রভূত স্বর্ণরৌপ্যাদি বিত্ত-উপকরণ ও ধনধান্যে পরিপূর্ণ রাজভাণ্ডারসম্পন্ন নহেন... তিনি পরাক্রান্ত রাজভক্ত আদেশানুবর্তী চতুরঙ্গিণী সেনা সমন্বিত, স্বীয় যশগৌরব দ্বারা শত্রু দহনকারী নহেন... তিনি শ্রদ্ধাবান, দায়ক, দানপতি, অবারিতদ্বার, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-নিঃস্ব-দরিদ্র-যাচকগণের তৃষ্ণানিবারী উৎস এবং পুণ্য কর্মকারী নহেন... তিনি সর্ববিধ বিদ্যায় বহুশ্রুত নহেন... তিনি ‘এই কথার এই অর্থ, এই কথার এই অর্থ’ এইরূপ ভাষিতের অর্থজ্ঞানসম্পন্ন নহেন... তিনি পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের চিন্তাকরণে সক্ষম নহেন... অথচ তিনি এইরূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন’, রাজাকে ধর্মত কেহ এরূপ বলিতে পারে না, আপনি পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী, ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমানের চিন্তাকরণে সক্ষম, অতএব আপনি যজন করুন, প্রীতিপূর্ণ হউন, হৃদয়ে প্রসন্নতা অনুভব করুন। যদি কেহ রাজাকে এরূপ কহে : ‘রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার পুরোহিত ব্রাহ্মণ মাতৃ ও পিতৃ উভয় পক্ষ হইতে সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্তদশ পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত,

জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক নির্দোষ নহেন। অথচ তিনি এইরূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন,’ রাজাকে ধর্মত কেহ এরূপ বলিতে পারে না, রাজার পুরোহিত ব্রাহ্মণ মাতৃ ও পিতৃ... নিষ্কলঙ্ক নির্দোষ। অতএব আপনি যজন করুন, প্রীতিপূর্ণ হউন, হৃদয়ে প্রসন্নতা অনুভব করুন। যদি কেহ রাজাকে এরূপ কহে : ‘রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার পুরোহিত ব্রাহ্মণ অধ্যায়ক ও মন্ত্রধারক নহেন; ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, বেদনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতিসমূহ, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চমবেদ পারদর্শী নহেন; পদপাঠজ্ঞ ও বৈয়াকরণিক নহেন; কূটতর্কবিদ্যানিপুণ এবং মহাপুরুষলক্ষণ জ্ঞানসম্পন্ন নহেন।... তিনি শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বর্ধিত শীলসম্পন্ন নহেন... তিনি পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয় নহেন, অথচ রাজা এইরূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, ‘রাজাকে ধর্ম কেহ এরূপ বলিতে পারে না, রাজার পুরোহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী, যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয়। অতএব আপনি যজন করুন, প্রীতিপূর্ণ হউন, হৃদয়ে প্রসন্নতা অনুভব করুন।’

‘এইরূপে পুরোহিত ব্রাহ্মণ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানের সময় রাজা মহাবিজিতের চিত্তকে ষোড়শ প্রকারে সমুপদিষ্ট, সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহৃষ্ট করিলেন।

১৮. ‘হে ব্রাহ্মণ, সেই যজ্ঞে গো-হনন হইল না, অজ ও মেষ, কুক্কুট ও শূকরের প্রাণ বিনাশ হইল না, নানাবিধ প্রাণীর জীবন নষ্ট হইল না, যূপকাষ্ঠের নিমিত্ত বৃক্ষ ছিন্ন হইল না, যজ্ঞ-তৃণার্থে দর্ব কর্তিত হইল না; দাস, সংবাদবাহক, কর্মকারকগণ দণ্ড-তর্জিত ও ভস্ম-তর্জিত হইয়া অশ্রুমুখে রোদনপরায়ণ হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইল না। যাহার ইচ্ছুক তাহারাই কর্ম করিল, যাহারা অনিচ্ছুক তাহারা করিল না; যাহারা যে কর্মে প্রবৃত্তি সে তাহাই করিল, যাহার যাহাতে অপ্রবৃত্তি সে তাহা করিল না। ঘৃত-তৈল-নবনীত-দধি-মধু-গুড় দ্বারা সেই যজ্ঞ নিষ্ঠিত হইল।

১৯. ‘হে ব্রাহ্মণ, তৎপরে নৈগম ও জানপদ ক্ষত্রিয় সমান্তগণ, অমাত্য পারিষদগণ, ব্রাহ্মণ মহাশালগণ, ধনী গৃহস্থগণ প্রভূত ধন-সম্পত্তি লইয়া রাজা মহাবিজিতের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে বলিল, ‘দেব, প্রভূত এই ধন-সম্পত্তি দেবোদ্দেশ্যে আহৃত হইয়াছে, আপনি ইহা গ্রহণ করুন।’

‘আমার ধর্মোপার্জিত বহু অর্থ আছে, আপনাদের ধন আপনাদেরই হউক, এই স্থান হইতে আপনারা আরও গ্রহণ করুন।’

‘রাজা ধনগ্রহণে অস্বীকৃত হইলে তাঁহারা স্থানান্তরে গমনপূর্বক এই প্রকার

মন্ত্রণা করিলেন : 'এই ধন যদি আমরা পুনরায় গৃহে লইয়া যাই, তাহা হইলে উহা অযুক্ত হইবে; রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, আমরা তাঁহার অনুযোগী হইব।'

২০. 'হে ব্রাহ্মণ, তৎপরে যজ্ঞবাটের পূর্বদিকে নৈগম এবং জানপদ ক্ষত্রিয় সামন্তগণ আপনাদিগের দান স্থাপিত করিলেন, দক্ষিণে অমাত্য পারিষদবর্গ, পশ্চিমে ব্রাহ্মণ মহাশালগণ এবং উত্তরে ধনী গৃহস্থগণ আপন আপন দান স্থাপিত করিলেন। ওই সকল যজ্ঞে গো-হনন হইল না... সেই যজ্ঞ নিষ্ঠিত হইল।

'ইহাই চারি অনুমতি পক্ষ, রাজা মহাবিজিত অষ্টাঙ্গযুক্ত, পুরোহিত ব্রাহ্মণ চারি অঙ্গযুক্ত; এবং তিন বিধি। হে ব্রাহ্মণ, ইহাই ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞ-সম্পদা কথিত হয়।'

২১. এইরূপ উক্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ উন্নাদ, উচ্চশব্দ, মহাশব্দ করিতে লাগিল : 'অহো যজ্ঞ, অহো যজ্ঞ-সম্পদা!' কিন্তু ব্রাহ্মণ কূটদন্ত মৌন হইয়া উপবিষ্ট রহিলেন, অনন্তর ব্রাহ্মণগণ কূটদন্তকে বলিলেন :

'কূটদন্ত, আপনি কি নিমিত্ত শ্রমণ গৌতমের সুভাষিত বাক্য সুভাষিতরূপে অনুমোদন করিতেছেন না?'

'আমি যে ওই বাক্যের অনুমোদন করিতেছি না তাহা নহে, যে শ্রমণ গৌতমের সুভাষিত বাক্য সুভাষিতরূপে অনুমোদন না করিবে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে। কিন্তু আমি এইরূপ মনে করিতেছি : 'শ্রমণ গৌতম বলিতেছেন না, 'আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি' অথবা 'এইরূপ হইতে পারে, কিন্তু তিনি বলিতেছেন, 'তখন উহাই ছিল, ওই সময় এইরূপই ছিল।' এইরূপে আমার মনে হইতেছে : 'শ্রমণ গৌতম নিশ্চয়ই ওই সময় যজ্ঞ-স্বামী রাজা মহাবিজিত ছিলেন; অথবা সেই যজ্ঞের যাজক পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিলেন।' এইরূপ যজ্ঞের কারক কিংবা কারয়িতা মরণান্তে সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন, ইহা কি পূজ্য গৌতমের স্বকীয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান?'

মহত্তর যজ্ঞ

'হে ব্রাহ্মণ, উহা আমার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। আমি সেই সময়ে সেই যজ্ঞের যাজক পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিলাম।'

২২. 'হে গৌতম, এই ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞ-সম্পদা হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর এবং অনায়াসসাধ্য; কিন্তু মহত্তর ফলপ্রদায়ী ও মহোপকারী অন্য কোনো যজ্ঞ আছে কি?'

'আছে।'

'উহা কী?'

'উহা শীলবান প্রব্রজিতদিগের উদ্দেশ্যে অনুকূল নিত্য দানযজ্ঞ।'

২৩. 'হে গৌতম, শীলবান প্রব্রজিতদিগের উদ্দেশ্যে অনুকূল নিত্য দানযজ্ঞ যে ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞ-সম্পদা হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর এবং অনায়াসসাধ্য; কিন্তু মহত্তর ফলপ্রদায়ী ও মহোপকারী, তাহার হেতু কী, প্রত্যয় কী?'

'হে ব্রাহ্মণ, যাঁহারা অর্হৎ অথবা অর্হত্ত্বমার্গারূঢ় তাঁহারা এবম্বিধ যজ্ঞে গমন করেন না। কী কারণে? যেহেতু ওই স্থানে দণ্ড-প্রহারও দৃষ্ট হয়, গলগ্রহও দৃষ্ট হয়। এই কারণে যাঁহারা অর্হৎ অথবা অর্হত্ত্বমার্গারূঢ় তাঁহার এবম্বিধ যজ্ঞে গমন করেন না। কিন্তু তাঁহারা শীলবান প্রব্রজিতদিগের উদ্দেশ্যে যে অনুকূল নিত্য দানযজ্ঞ তাহাতে গমন করেন। কী কারণে? যেহেতু ওই স্থানে দণ্ড-প্রহারও দৃষ্ট হয় না, গলগ্রহও দৃষ্ট হয় না। এই কারণে তাঁহারা ওই রূপ স্থানে গমন করেন। হে ব্রাহ্মণ, এই অনুকূল নিত্য দানযজ্ঞ যে ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞ-সম্পদা হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর ও অনায়াসসাধ্য; কিন্তু মহত্তর ফলপ্রদায়ী ও মহোপকারী, ইহাই তাহার হেতু, ইহাই প্রত্যয়।'

২৪. 'হে গৌতম, উক্ত দ্বিবিধ যজ্ঞ হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর এবং অনায়াসসাধ্য; কিন্তু মহত্তর ফলপ্রদায়ী ও মহোপকারী অন্য যজ্ঞ আছে কি?'

'আছে।'

'উহা কী?'

'চতুর্দিকস্থ সংঘের উদ্দেশ্যে নির্মিত বিহার।'

২৫. 'হে গৌতম, উক্ত ত্রিবিধ যজ্ঞ হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর এবং অনায়াসসাধ্য; কিন্তু মহত্তর ফলপ্রদায়ী ও মহোপকারী অন্য যজ্ঞ আছে কি?'

'আছে।'

'উহা কী?'

'প্রসন্ন চিত্তে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ, ধর্মের শরণ গ্রহণ, সংঘের শরণ গ্রহণ।'

২৬. 'হে গৌতম, উক্ত চতুর্বিধ যজ্ঞ হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর এবং অনায়াসসাধ্য; কিন্তু মহত্তর ফলপ্রদায়ী ও মহোপকারী অন্য যজ্ঞ আছে কি?'

'আছে।'

'উহা কী?'

'প্রসন্ন চিত্তে শিক্ষাপদসমূহের গ্রহণ—প্রাণাতিপাত হইতে বিরতি, অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরতি, ব্যভিচার হইতে বিরতি, মৃষাবাদ হইতে বিরতি,

সুরা-মেরয়-মদ্য-প্রমাদ স্থান হইতে বিরতি।'

২৭. 'হে গৌতম, উক্ত পঞ্চবিধ যজ্ঞ হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর এবং অনায়াসসাধ্য; কিন্তু মহত্তর ফলপ্রদায়ী ও মহোপকারী অন্য যজ্ঞ আছে কি?'

'আছে।'

'উহা কী?'

'হে ব্রাহ্মণ, জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে... [এইস্থলে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৪০ নং পদচ্ছেদ হইতে ৭৫ নং পদচ্ছেদে বর্ণিত প্রথম ধ্যান পর্যন্ত উক্ত হইয়াছে] হে ব্রাহ্মণ, এই যজ্ঞ পূর্বকথিত যজ্ঞসমূহ হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর এবং অনায়াসসাধ্য; কিন্তু মহত্তর ফলপ্রদায়ী ও মহোপকারী।

... [তৎপরে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৭৭ নং পদচ্ছেদ হইতে ৮২ নং পদচ্ছেদে বর্ণিত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যান উক্ত হইয়াছে] হে ব্রাহ্মণ, এই যজ্ঞ পূর্বকথিত যজ্ঞসমূহ হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর এবং অনায়াসসাধ্য; কিন্তু মহত্তর ফলপ্রদায়ী ও মহোপকারী।

... [তৎপরে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৮৩-৮৪ নং পদচ্ছেদে বর্ণিত জ্ঞানদর্শন উক্ত হইয়াছে] হে ব্রাহ্মণ, এই যজ্ঞ পূর্বকথিত যজ্ঞসমূহ হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর এবং অনায়াসসাধ্য; কিন্তু মহত্তর ফলপ্রদায়ী ও মহোপকারী।

... [তৎপরে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৯৭-৯৮ নং পদচ্ছেদে বর্ণিত আসবক্ষয় জ্ঞান উক্ত হইয়াছে] হে ব্রাহ্মণ, এই যজ্ঞ পূর্বকথিত যজ্ঞসমূহ হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর এবং অনায়াসসাধ্য; কিন্তু মহত্তর ফলপ্রদায়ী ও মহোপকারী। হে ব্রাহ্মণ, এই যজ্ঞ-সম্পদা হইতে উন্নততর ও মধুরতর যজ্ঞ-সম্পদা আর নাই।'

২৮. এইরূপ উক্ত হইলে কূটদন্ত ব্রাহ্মণ ভগবানকে এইরূপ বলিলেন :

অতি উত্তম, গৌতম, অতি উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপ পূজনীয় গৌতম অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমি ভগবান গৌতমের, ধর্মের এবং ভিক্ষুসংঘের শরণ লইতেছি। পূজ্য গৌতম আজ হইতে জীবনের অন্তকাল পর্যন্ত আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন। আমি সাতশত বৃষভ, সাতশত বৎসতর, সাতশত বৎসতরী, সাতশত অজ, সাতশত মেষ মুক্ত করিতেছি, তাহাদের জীবন দান করিতেছি। তাহারা হরিৎ তৃণ ভক্ষণ করুক, শীতল বারি পান করুক, স্নিগ্ধ বায়ু তাহাদের জন্য প্রবাহিত হউক।'

২৯. তৎপরে ভগবান কূটদন্ত ব্রাহ্মণকে যথাক্রমে দান, শীল, স্বর্গ, কামের দৈন্য, ব্যর্থতা ও সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের উপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ দান করিলেন। ভগবান যখন অবগত হইলেন যে ব্রাহ্মণ কূটদন্ত উপযুক্ত-চিত্ত, মৃদু-চিত্ত, বিনীবরণ-চিত্ত, উদগ্র-চিত্ত, প্রসন্ন-চিত্ত হইয়াছেন, তখন তিনি মাত্র বুদ্ধগণ দ্বারা লব্ধ ধর্মের প্রকাশ করিলেন : দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধক মার্গ। যেরূপ শুদ্ধ কলঙ্কহীন বস্ত্র সম্যকরূপে রঞ্জন গ্রহণ করে, সেইরূপই ব্রাহ্মণ কূটদন্তের সেই আসনেই বিরজ, বীতমল, ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল : 'যাহা কিছু উৎপত্তিশীল তাহাই ধ্বংসশীল।'

৩০. অনন্তর ব্রাহ্মণ কূটদন্ত দৃষ্ট-ধর্ম, প্রাপ্ত-ধর্ম, বিদিত-ধর্ম, পর্যবগাহিত-ধর্ম হইয়া, বিচিকিৎসা ও সংশয়হীন হইয়া, বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া, ভগবৎ শাসনে অপরপ্রত্যয় হইয়া ভগবানকে বলিলেন :

'পূজ্য গৌতম আগামীকল্য ভিক্ষুসংঘের সহিত আমার অন্ন গ্রহণ করিবেন।'

ভগবান তুষ্ণীভাব অবলম্বনপূর্বক সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ কূটদন্ত ভগবানের সম্মতি বিদিত হইয়া, আসন হইতে উত্থানপূর্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাত্রির অবসানে কূটদন্ত স্বীয় যজ্ঞবাটে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া ভগবানের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন : 'হে গৌতম, সময় উপস্থিত, অন্ন প্রস্তুত।'

অনন্তর ভগবান পূর্বাহ্নের বস্ত্র পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর গ্রহণপূর্বক ভিক্ষুসংঘের সহিত কূটদন্তের যজ্ঞবাটে গমন করিলেন এবং তথায় নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে কূটদন্ত বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে উত্তম খাদ্য ও ভোজ্য স্বহস্তে অর্পণপূর্বক তাঁহাদিগকে তৃপ্ত করিলেন। তদনন্তর কূটদন্ত, ভগবান আহারান্তে পাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিলে, নিম্ন আসন গ্রহণপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান তাঁহাকে ধর্মকথা দ্বারা উপদিষ্ট, সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত, সম্প্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

[কূটদন্ত সূত্র সমাপ্ত]

মহালি সূত্রের পূর্বাভাষ

এই সূত্রে দুইটি বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে : প্রথম দিব্যদৃষ্টি এবং দিব্যশ্রুতি। ভিক্ষুগণ এই দুইটি ক্ষমতা লাভের জন্যই সংঘে প্রবেশ করেন কি না, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া বুদ্ধ বলিতেছেন, যাঁহারা বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশ করেন, তাঁহারা উক্ত দুইটি ক্ষমতা লাভের জন্য উহা করেন না। কী উদ্দেশ্যে তাঁহারা সংঘভুক্ত হন জিজ্ঞাসিত হইয়া যে উচ্চ হইতে উচ্চতর লক্ষ্য ভিক্ষুর কাম্য তাহা প্রকাশ করিয়া বুদ্ধ বলিলেন ভিক্ষুর প্রথম লক্ষ্য স্রোতাপত্তি লাভ, দ্বিতীয় সকৃদাগামী লাভ, তৃতীয় এবং সর্বোচ্চ লক্ষ্য এই জন্মেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তিসহ নির্বাণলাভ।

পুনরায় বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হইল ওই লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য কোনো নির্দিষ্ট মার্গ আছে কি না। বুদ্ধ উত্তর করিলেন, ওই মার্গ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

দ্বিতীয় বিষয়টির অবতারণা বুদ্ধ নিজেই করিলেন। তিনি বলিলেন, একদা জালিয় তাঁহার নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন জীব এবং দেহ কি একই অথবা ভিন্ন। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন ওইরূপ প্রশ্নই অযৌক্তিক। সুতরাং ওই প্রশ্নের উত্তরের কোনো প্রয়োজন নাই। আত্মার স্বীকৃতির উপর যে-সকল মত প্রতিষ্ঠিত উহারা অনুমানমাত্র, উহারা প্রমাণসিদ্ধ নহে। যে-সকল যুক্তির দ্বারা ওই মতসমূহ সমর্থিত হয়, ওই সকল যুক্তি অসার বাগাড়ম্বর মাত্র। ইহাই বৌদ্ধ মত।

বৌদ্ধধর্ম ব্যতীত জগতে অন্য কোনো ধর্ম নাই যাহাতে আত্মার স্থান নাই। আত্মার স্থান নাই অথচ ধর্ম, এইরূপ পরিস্থিতি জনসাধারণের ধারণার বাহিরে, সুতরাং ভারতে এবং অন্যান্য স্থানেও বৌদ্ধধর্মে যে প্রচ্ছন্নভাবে আত্মাকে স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করিবার একটা প্রচেষ্টা রহিয়াছে; যদিও ওই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল, কারণ পিটক গ্রন্থসমূহ এক বাক্যে উহার প্রতিবাদ করিতেছে।

৬. মহালি সূত্র

১. আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। এক সময়ে ভগবান বৈশালিস্থ মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করিতেছিলেন। ওই সময়ে কোশল এবং মগধ হইতে আগত বহু ব্রাহ্মণ-দূত কার্যোপলক্ষে বৈশালিতে বাস করিতেছিলেন। ওই সকল ব্রাহ্মণগণ শুনিলেন : ‘শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়া বৈশালিস্থ মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করিতেছেন। সেই ভগবান গৌতমের সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে : ‘ইনিই

ভগবান অর্হৎ... তাদৃশ অর্হতের দর্শন শুভজনক।'

২. তদনন্তর ওই সকল ব্রাহ্মণ মহাবনে কূটাগারশালায় গমন করিলেন। ওই সময় আয়ুষ্মান নাগিত ভগবানের উপস্থাপক ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ নাগিতের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন :

'নাগিত, পূজ্য গৌতম এক্ষণে কোথায় আছেন? আমরা তাঁহার দর্শনকামী।'

'আবুসো, ভগবানের দর্শনের ইহা উপযুক্ত সময় নয়, তিনি এক্ষণে ধ্যাননিবিষ্ট।' ব্রাহ্মণগণ ভগবানকে দেখিয়া তবে যাইব' এইরূপ স্থির করিয়া সেই স্থানেই একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন।

৩. লিচ্ছবি ওট্‌ঠদ্ধও বৃহৎ লিচ্ছবি পরিষদের সহিত মহাবনে কূটাগারশালায় আয়ুষ্মান নাগিতের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তিনি নাগিতকে বলিলেন :

'ভন্তে নাগিত, ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ এক্ষণে কোথায় আছেন? আমরা তাঁহার দর্শনকামী।'

'মহালি, ভগবানের দর্শনের ইহা উপযুক্ত সময় নহে, তিনি ধ্যানস্থ।' লিচ্ছবি ওট্‌ঠদ্ধও 'ভগবানকে দেখিয়া তবে যাইব' এইরূপ স্থির করিয়া সেই স্থানেই একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন।

৪. অনন্তর শ্রমণোদ্দেশ সিংহ আয়ুষ্মান নাগিতের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন :

'ভন্তে কাশ্যপ[১], কোশল এবং মগধের এই সকল বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণদূত ভগবানের দর্শনার্থে আগমন করিয়াছেন। ওট্‌ঠদ্ধ, লিচ্ছবি ও বৃহৎ লিচ্ছবি পরিষদের সহিত ওই উদ্দেশ্যে আগত। ভন্তে কাশ্যপ, এই জনতার ভগবানের দর্শনলাভ আনন্দের বিষয় হইবে।'

'তাহা হইলে, সিংহ, তুমিই ভগবানের নিকট সংবাদ জ্ঞাপন করো।'

'তাহাই হউক', বলিয়া শ্রমণোদ্দেশ সিংহ আয়ুষ্মান নাগিতের বাক্যে সম্মত হইয়া ভগবানের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তিনি ভগবানকে বলিলেন, 'ভন্তে, কোশল এবং মগধের এই সকল বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণদূত ভগবানের দর্শনার্থে এই স্থানে আগমন করিয়াছেন। লিচ্ছবি ওট্‌ঠদ্ধও বৃহৎ লিচ্ছবি পরিষদের সহিত ওই উদ্দেশ্যে এই স্থানে আগত। ভন্তে, এই জনতার ভগবানের দর্শনলাভ

---

[১]। ইহা নাগিতের গোত্র।

আনন্দের বিষয় হইবে।'

দিব্যরূপ

'তাহা হইলে, সিংহ, বিহারের ছায়ায় আসন প্রস্তুত করো।'

'যে আজ্ঞা' বলিয়া শ্রমণোদ্দেশ সিংহ ভগবানের বাক্যে সম্মত হইয়া বিহারের ছায়ায় আসন প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর ভগবান বিহার হইতে নির্গত হইয়া বিহারের ছায়ায় প্রস্তুত আসনে উপবেশন করিলেন।

৫. তৎপরে কোশল ও মগধের ব্রাহ্মণদূতগণ ভগবানের নিকট গমনপূর্বক তাঁহার সহিত চিত্তরঞ্জক প্রীত্যালাপান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। লিচ্ছবি ওট্ঠদ্ধও স্বীয় পরিষদের সহিত ওই স্থানে গমন করিয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। এইরূপে উপবিষ্ট হইয়া লিচ্ছবি ওট্ঠদ্ধও ভগবানকে বলিলেন :

'ভন্তে, কতিপয় দিবস পূর্বে লিচ্ছবিবংশীয় সুনক্ষত্ত[1] আমার নিকট আগমনপূর্বক বলিয়াছিলেন : 'মহালি,[2] আমি তিন বৎসরের অনধিককাল ভগবৎ সন্নিধানে রহিয়াছি; আমি দিব্যরূপ দেখিতে পাই—যাহা প্রিয়, বাসনা-তৃপ্তিকর, মনোহর। কিন্তু ওইরূপ প্রিয়, বাসনা-তৃপ্তিকর, মনোহর দিব্যশব্দ আমি শুনিতে পাই না।' ভন্তে, ওইরূপ দিব্যশব্দের অস্তিত্ব সত্ত্বেও কি সুনক্ষত্ত উহা শুনিতে পান নাই, অথবা উহার অস্তিত্ব নাই?'

'মহালি, ওইরূপ প্রিয়, বাসনা-তৃপ্তিকর, মনোহর দিব্যশব্দের অস্তিত্ব সত্ত্বেও সুনক্ষত্ত উহা শুনিতে পান নাই, উহার অস্তিত্বের অভাবে শুনিতে পান নাই, তাহা নয়।'

৬. 'ভন্তে, ওই সকল দিব্যশব্দের অস্তিত্ব সত্ত্বেও যে সুনক্ষত্ত উহা শুনিতে পান না, তাহার কী হেতু, কী প্রত্যয়?'

'মহালি, কোনো ভিক্ষু পূর্বদিকে প্রিয়, বাসনা-তৃপ্তিকর, মনোহর দিব্যরূপ দর্শনার্থ একাঙ্গী সমাধি প্রাপ্ত হন, কিন্তু ওই প্রকার দিব্যশব্দের শ্রবণার্থ নহে। তিনি পূর্বদিকে দিব্যরূপ দর্শন করেন, কিন্তু ওইরূপ দিব্যশব্দ শ্রবণ করেন না। কী হেতু? মহালি, যেহেতু ভিক্ষু পূর্বদিকে ওই প্রকার দিব্যরূপ দর্শনার্থই একাংশ একাঙ্গী সমাধি প্রাপ্ত হন, দিব্যশব্দ শ্রবণার্থ নহে।

৭. 'পুনশ্চ, মহালি, ভিক্ষু দক্ষিণে, পশ্চিমে, উত্তরে, উর্ধ্বে অধোদিকে,

---

[1]। ইহা বুদ্ধের উপস্থায়ক পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বার্ধক্য উপনীত হইলে তিনি বৌদ্ধসংঘ পরিত্যাগপূর্বক ক্ষত্রিয় কোরের মতাবলম্বী হন। কঠোর নিয়মাবলীর পালন এবং দেহের অত্যধিক পীড়ন কোর কর্তৃক অনুসৃত মার্গ।

[2]। ইহাও গোত্র নাম।

তির্যকদিকে দিব্যরূপ দর্শনার্থ একাংশ একাঙ্গী সমাধি প্রাপ্ত হন, কিন্তু ওইরূপ শব্দ শ্রবণার্থ নহে। ওই কারণে তিনি সর্বদিকে দিব্যরূপ দর্শন করেন, কিন্তু ওইরূপ শব্দ শ্রবণ করেন না। কী হেতু? যেহেতু, মহালি, ভিক্ষু সর্বদিকে ওই প্রকার দিব্য দর্শনার্থই একাংশ একাঙ্গী সমাধি প্রাপ্ত হন, দিব্যশব্দ শ্রবণার্থ নহে।

৮-৯. 'এইরূপে, মহালি, ভিক্ষু যদি দিব্যশব্দ শ্রবণের জন্য একাঙ্গ সমাধি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ওই একই কারণে তিনি দিব্যশব্দ শ্রবণ করেন, কিন্তু দিব্যরূপ দর্শন করেন না।

ভিক্ষুর লক্ষ্য

১০-১১. কিন্তু, মহালি, ভিক্ষু যদি কোনো দিকে দর্শন এবং শ্রবণ উভয়বিধ উদ্দেশ্যে উভয়াংশ সমাধি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে, যেহেতু তিনি উভয়বিধ উদ্দেশ্যে সমাধিস্থ হইয়াছেন, তিনি দিব্যরূপও দর্শন করেন, দিব্যশব্দও শ্রবণ করেন। কী হেতু? যেহেতু তাঁহার সমাধি উভয়াঙ্গী।'

১২. 'ভন্তে, এই সকল সমাধি ভাবনার সাক্ষাৎকারের জন্যই কি ভিক্ষুগণ ভগবানের সমীপে ব্রহ্মচর্য পালন করেন?'

'না মহালি, তাহা নহে। অন্য ধর্ম আছে যাহা উৎকৃষ্টতর ও মধুরতর, যাহার সাক্ষাৎকার-হেতু ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করেন।'

১৩. 'ভন্তে, ওই সকল ধর্ম কী কী?'

'মহালি, প্রথমত ত্রিবিদ সংযোজনের ক্ষয়হেতু ভিক্ষুর আর পতন হয় না, তিনি সম্বোধিপরায়ণ হইয়া স্রোতাপন্ন হইয়া থাকেন। মহালি, ইহাও সেই ধর্ম—উৎকৃষ্টতর ও মধুরতর, যাহার সাক্ষাৎকার-হেতু ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করেন।

'পুনশ্চ, মহালি, ভিক্ষু ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়জ রাগ-দোষ-মোহের তনুত্ব-হেতু সকৃদাগামী হন, একবার মাত্র এই লোকে আসিয়া দুঃখের অন্ত করেন। মহালি, ইহাও সেই ধর্ম—উৎকৃষ্টতর ও মধুরতর, যাহার সাক্ষাৎকার-হেতু ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করেন।

'মহালি, পুনশ্চ, ভিক্ষু পঞ্চ অবরভাগী সংযোজনের ক্ষয়হেতু ঔপপাতিক[১] হইয়া ওইস্থান হইতেই নির্বাণপ্রাপ্ত হন, তথা হইতে তাঁহার আর পুনরাগমন

---

[১]। যাঁহারা ওপপাতিক অর্থাৎ পিতামাতার সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন স্বর্গে তাঁহাদের উৎপত্তি হয় এবং এস্থানেই তাঁহারা নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

নাই। মহালি, ইহাও সেই ধর্ম—উৎকৃষ্টতর ও মধুরতর, যাহার সাক্ষাৎকার-হেতু ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করেন।

'পুনশ্চ, মহালি, ভিক্ষু আসবের ক্ষয়হেতু এই জন্মেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তিসহ নির্বাণ স্বয়ং জানিয়া ও উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। মহালি, ইহাও সেই ধর্ম—উৎকৃষ্টতর ও মধুরতর, যাহার সাক্ষাৎকার-হেতু ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করেন।

'মহালি, এই সকলই সেই ধর্ম—উৎকৃষ্টতর ও মধুরতর, যাহার সাক্ষাৎকার-হেতু ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করেন।

১৪. কিন্তু ভন্তে, এই ধর্মের সাক্ষাৎকারের জন্য কোনো মার্গ, কোনো প্রতিপদ আছে কি?'

'মহালি, আছে।'

'সেই মার্গ কী, সেই প্রতিপদ কী?'

'উহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। মহালি, ইহাই সেই মার্গ, সেই প্রতিপদ।

১৫. 'মহালি, একদা আমি কৌশাম্বিস্থ ঘোষিতারামে অবস্থিতি করিতেছিলাম। ওই সময় দুইজন প্রব্রজিত—পরিব্রাজক মণ্ডিষ্য এবং দারুপাত্রিকের শিষ্য জালিয় আমার নিকট আসিয়াছিলেন। আমাকে অভিবাদনপূর্বক আমার সহিত প্রীত্যালাপান্তে তাঁহারা একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তাঁহারা আমাকে বলিলেন।

ভিক্ষুর লক্ষ্য

'আবুসো গৌতম, জীব এবং শরীর কি একই অথবা ভিন্ন?'

'তাহা হইলে, আবুসো, শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করো, আমি বলিতেছি।'

'উত্তম, আবুসো' বলিয়া প্রব্রজিতদ্বয় সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অতঃপর আমি বলিলাম :

১৬. [এইস্থলে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৪০-৭৫ নং পদচ্ছেদ আবৃত্ত হইয়াছে] আবুসো, যে ভিক্ষু এইরূপ জানেন, এইরূপ দর্শন করেন তাঁহার পক্ষে কি 'জীব এবং শরীর একই' অথবা 'জীব এবং শরীর ভিন্ন' এরূপ বাক্য যুক্তিসঙ্গত?'

'আবুসো, ইহা যৌক্তিক।'

'কিন্তু আবুসো, আমি এইরূপ জানি, এইরূপ দর্শন করি। তথাপি আমি কহি না—'জীব এবং শরীর একই' অথবা 'জীব এবং শরীর ভিন্ন'।

১৭-১৮. [তৎপরে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৭৭-৮১ নং পদচ্ছেদে উক্ত দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ধ্যানলব্ধ ভিক্ষুর বিষয় এবং উক্ত সূত্রের ৮৩-৮৪ নং পদচ্ছেদোক্ত জ্ঞানদর্শন উল্লিখিত হইয়াছে; এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে উপরোক্ত একই প্রশ্ন, উত্তর ও প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।]

১৯. 'পুনর্জন্ম আর নাই' ইহা জানিতে পারেন (পূর্বোক্ত সূত্রের ৯৭ নং পদচ্ছেদ)। আবুসো, যে ভিক্ষু এইরূপ জানেন, এইরূপ দর্শন করেন তাঁহার পক্ষে কি 'জীব ও শরীর একই' অথবা 'জীব এবং শরীর ভিন্ন' এরূপ বাক্য যুক্তিসঙ্গত?'

'আবুসো, ইহা অযৌক্তিক।'

'আবুসো, আমিও এইরূপ জানি, এইরূপ দর্শন করি, তথাপি আমি কহি না—'জীব ও শরীর একই' অথবা 'জীব ও শরীর ভিন্ন।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন। হৃষ্ট হইয়া ওট্‌ঠদ্ধ লিচ্ছবি ভগবাদ্বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

[মহালি সূত্র সমাপ্ত]

৭. জালিয় সূত্র

১. আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। একসময় ভগবান কৌশাম্বিস্থ ঘোষিতারামে অবস্থান করিতেছিলেন। ওই সময় মণ্ডিষ্য এবং দারুপাত্রিকের শিষ্য জালিয় নামক দুইজন পরিব্রাজক ভগবানের নিকট আগমন করিলেন। তাঁহারা ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপান্তে একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তাঁহারা ভগবানকে বলিলেন :

'আবুসো গৌতম, জীব ও শরীর কি একই অথবা ভিন্ন?'

'তাহা হইলে আবুসো শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করো, আমি বলিতেছি।'

'উত্তম, আবুসো' বলিয়া প্রব্রজিতদ্বয় সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান বলিলেন :

২. [এই স্থানে মহালি সূত্রের পদচ্ছেদ নং ১৫ হইতে ১৯ পর্যন্ত অবিকল আবৃত্ত হইয়াছে, সুতরাং ওই সূত্র দ্রষ্টব্য।]

ভগবান এইরূপ বলিলেন। হৃষ্ট হইয়া প্রব্রজিতদ্বয় ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

[জালিয় সূত্র সমাপ্ত]

কস্‌সপ সীহনাদ সূত্রের পূর্বাভাষ

এই সূত্রে তপশ্চরণ সম্বন্ধে বুদ্ধ এবং নগ্ন সন্ন্যাসী কাশ্যপের মধ্যে কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে। কাশ্যপ বিবিধ প্রকার তপশ্চরণের উল্লেখ বলিতেছিলেন যে, কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণও ওই সকল দেহ নির্যাতক তপশ্চরণকে শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্যরূপে অভিহিত করেন। বুদ্ধ বলিতেছেন যে, উক্ত তপশ্চরণসমূহ যতই পালিত হউক না কেন, যদি শীল-সম্পদা, চিত্ত-সম্পদা, প্রজ্ঞা-সম্পদা অনুশীলিত না হয় এবং ওই সকলে সাফল্য লাভ না হয়, তাহা হইলে শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ দূরে। ইহা কথিত হইলে কাশ্যপ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন ওই শীল-সম্পদা, চিত্ত-সম্পদা, প্রজ্ঞা-সম্পদা কী। উত্তরে বুদ্ধ উহা ব্যাখ্যা করিলেন। পরিশেষে কাশ্যপ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ লইলেন।

৮. কস্‌সপ সীহনাদ সূত্র

১. আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। এই সময় ভগবান উজুঞ্‌ঞার কণ্ণকত্থল মৃগবনে অবস্থান করিতেছিলেন। ওই সময় নগ্ন সন্ন্যাসী কাশ্যপ ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপান্তে একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তিনি ভগবানকে বলিলেন :

২. 'হে গৌতম, আমি শুনিয়াছি 'শ্রমণ গৌতম সর্ব তপশ্চরণের নিন্দা করিয়া থাকেন, কঠোর ব্রতাচারী তপস্বীমাত্রেই তাঁহার তিরস্কার ও অপবাদের পাত্র।' হে গৌতম, যাহারা ওইরূপ বলিয়া থাকে তাহারা কি গৌতমের বাক্যই পুনরাবৃত্তি করে, গৌতমের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করে না? তাহারা কি ধর্মনিহিত সত্যই প্রকাশ করে? তাহাদের ওইরূপ করণে ধর্মানুমত কোনো বাক্য আপত্তিজনক হয় না? কারণ আমরা ভগবান গৌতমের নিন্দা কামনা করি না।'

৩. 'হে কাশ্যপ, যাহারা ওইরূপ বলিয়া থাকে তাহারা আমার বাক্যের আবৃত্তিকারী নহে, তাহারা মিথ্যা প্রচার করিয়া আমার নিন্দা ঘোষণা করে। কাশ্যপ, আমি দিব্য, বিশুদ্ধ, অলৌকিক চক্ষু দ্বারা দেখি কোনো কোনো কঠোর ব্রতাচারী তপস্বী মরণান্তে দেহের ধ্বংসে অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হইয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা সুগতিপ্রাপ্ত ও স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন; অপেক্ষাকৃত ন্যূনতর কঠোরতা অবলম্বী কোনো কোনো তপস্বী অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হইয়াছেন; তাঁহাদের

মধ্যে কেহ কেহ বা সুগতিপ্রাপ্ত ও স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। কাশ্যপ, এই সকল তপস্বীদিগের এইরূপ আগতি, গতি, চ্যুতি ও উৎপত্তি যথাযথরূপে অবগত হইয়া আমি কী প্রকারে সর্ব তপশ্চরণের নিন্দা করিব, কী প্রকারে কঠোর ব্রতচারী তপস্বীমাত্রই আমার তিরস্কার ও নিন্দাভাজন হইবে?

৪. 'কাশ্যপ, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা পণ্ডিত, নিপুণ, বিতণ্ডাকুশল, কেশাগ্রবিদ্ধকারী; তাঁহারা যেন পরমতকে প্রজ্ঞা দ্বারা খণ্ডিত বিখণ্ডিতকরণে সক্ষম। তাঁহারাও কোনো কোনো স্থলে আমার সহিত একমত হন, কোনো কোনো স্থলে হন না। ওই সকল বিষয়ে কোনো স্থলে তাঁহারা 'সাধু' কহিলে আমরাও 'সাধু' বলিয়া থাকি; কোনো স্থল তাঁহাদের অননুমোদিত হইলে আমরাও উহার অননুমোদন করি। তাঁহাদের অনুমোদিত কোনো কোনো বিষয় আমরা অননুমোদন করি; তাঁহাদের অননুমোদিত কোনো কোনো বিষয় আমরা অনুমোদন করি। কোনো কোনো বিষয় আমরা অনুমোদন করিলে তাঁহারাও ওইরূপ করেন। কোনো কোনো বিষয় আমরা অনুমোদন করিলে তাঁহারা উহার অননুমোদন করেন। কোনো কোনো বিষয় আমরা অননুমোদন করিলে তাঁহারা উহার অনুমোদন করেন।

নগ্ন সন্ন্যাসী

৫. "আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া কহি : 'যে-সকল বিষয়ে আমরা একমত নহি, ওই সকল স্থগিত রাখুন। যে যে স্থানে আমরা একমত, ওই সকল বিষয়ে যাঁহারা বিজ্ঞ তাঁহারা আচার্য আচার্যকে, সংঘ সংঘকে প্রশ্ন করুন, তাঁহারা ওই সকল বিষয় গভীররূপে আলোচনা ও বিচার করুন, তাঁহারা বলিবেন, 'যাহা অকুশল ধর্ম অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ওইরূপে আখ্যাত হয়, যাহা নিন্দনীয় অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ওইরূপে আখ্যাত হয়, যাহা অসেবনীয় অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ওইরূপে আখ্যাত হয়, যাহা অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির পক্ষে পর্যাপ্ত নহে, অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ওইরূপে আখ্যাত হয়, যাহা দুষ্ট অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ওইরূপে আখ্যাত হয়—ওই সকল ধর্মকে নিঃশেষে বর্জন করিয়াছেন, শ্রমণ গৌতম অথবা অপর মাননীয় গণাচার্যগণ?"

৬. "কাশ্যপ, এরূপ হইতে পারে যে, বিজ্ঞগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করিবারকালে, পরস্পরের সহিত আলোচনা ও বিচারকালে, এইরূপ বলিবেন, 'শ্রমণ গৌতম ওই সকল ধর্ম নিঃশেষে বর্জন করিয়াছেন, কিন্তু অপর আচার্যগণ আংশিকরূপে ওই সকলের বর্জন করিয়াছেন।' কাশ্যপ,

এইরূপে বিজ্ঞগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করিবারকালে, পরস্পরের সহিত আলোচনা ও বিচারকালে ওই সকল বিষয়ে আমাদিগেরই ভূয়সী প্রশংসা করিবেন।”

৭. “পুনশ্চ, কাশ্যপ, বিজ্ঞগণ আচার্য আচার্যকে, সংঘ সংঘকে প্রশ্ন করুন, তাঁহারা গভীররূপে আলোচনা ও বিচার করুন, তাঁহারা বলিবেন, ‘যাহা কুশল ধর্ম অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ওইরূপে আখ্যাত হয়, যাহা অনিন্দ্য অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ওইরূপে আখ্যাত হয়, যাহা সেবনীয় অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ওইরূপে আখ্যাত হয়, যাহা অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির পক্ষে পর্যাপ্ত অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ওইরূপে আখ্যাত হয়, যাহা নির্মল অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ওইরূপে আখ্যাত হয়—এই সকল ধর্মকে পূর্ণরূপে পালন করেন, শ্রমণ গৌতম অথবা অপর মাননীয় গণাচার্যগণ?”

৮. “কাশ্যপ, এরূপ হইতে পারে যে, বিজ্ঞগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করিবার কালে, পরস্পরের সহিত আলোচনা ও বিচারকালে এইরূপ বলিবেন, ‘শ্রমণ গৌতম এ সকল ধর্ম পূর্ণরূপে পালন করেন, অপর গণাচার্যগণ আংশিকরূপে ওই সকল পালন করেন।’ এইরূপে কাশ্যপ, বিজ্ঞগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করিবার কালে, পরস্পরের সহিত আলোচনা ও বিচারকালে, ওই সকল বিষয়ে আমাদিগেরই ভূয়সী প্রশংসা করিবেন।”

৯. “পুনশ্চ, কাশ্যপ, বিজ্ঞগণ আচার্য আচার্যকে, সংঘ সংঘকে প্রশ্ন করুন, তাঁহারা গভীররূপে আলোচনা ও বিচার করুন, তাঁহারা বলিবেন, ‘যাহা অকুশল ধর্ম অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ওইরূপে আখ্যাত হয়, যাহা নিন্দনীয় অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ওইরূপে আখ্যাত হয়, যাহা অসেবনীয় অথবা যাহা আপনাদের মধ্যে যাহা ওইরূপে আখ্যাত হয়, যাহা অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির পক্ষে পর্যাপ্ত নহে অথবা যাহা আপনাদের মধ্যে ওইরূপে আখ্যাত হয়, যাহা দৃষ্ট অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ওইরূপে আখ্যাত হয়—এই সকল ধর্মকে নিঃশেষে বর্জন করিয়াছেন, গৌতমের শ্রাবকসংঘ অথবা অপর গণাচার্যদিগের শ্রাবকসংঘ?”

১০. “কাশ্যপ, এরূপ হইতে পারে যে, বিজ্ঞগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করিবারকালে, পরস্পরের সহিত আলোচনা ও বিচারকালে এইরূপ বলিবেন, ‘গৌতমের শ্রাবকসংঘ ওই সকল ধর্ম নিঃশেষে বর্জন করিয়াছেন, অপর গণাচার্যদিগের শ্রাবকসংঘ ওই সকলের আংশিক বর্জন করিয়াছেন।’ এইরূপে কাশ্যপ, বিজ্ঞগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করিবারকালে, পরস্পরের সহিত আলোচনা ও বিচারকালে, ওই সকল বিষয়ে আমাদিগেরই ভূয়সী প্রশংসা

করিবেন।

১১. "পুনশ্চ, কাশ্যপ, বিজ্ঞগণ আচার্য আচার্যকে, সংঘ সংঘকে প্রশ্ন করুন, তাঁহারা গভীর রূপে আলোচনা ও বিচার করুন, তাঁহারা বলিবেন, 'যাহা কুশল ধর্ম অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ওইরূপে আখ্যাত হয়, যাহা অনিন্দ্য অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ওইরূপে আখ্যাত হয়, যাহা সেবনীয় অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ওইরূপে আখ্যাত হয়, যাহা অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির পক্ষে পর্যাপ্ত অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ওইরূপে আখ্যাত হয়, যাহা নির্মল অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ওইরূপে আখ্যাত হয়—এই সকল ধর্মকে পূর্ণরূপে পালন করেন, গৌতমের শ্রাবকসংঘ অথবা গণাচার্যদিগের শ্রাবকসংঘ?"

১২. "কাশ্যপ, এরূপ হইতে পারে যে, বিজ্ঞাগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করিবারকালে, পরস্পরের সহিত আলোচনা ও বিচারকালে এইরূপ বলিবেন, 'গৌতমের শ্রাবকসংঘ ওই সকল ধর্ম পূর্ণরূপে পালন করেন, অপর গণাচার্যদিগের শ্রাবকসংঘ আংশিকরূপে ওই সকল পালন করেন।' এইরূপে কাশ্যপ, বিজ্ঞগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করিবারকালে, পরস্পরের সহিত আলোচনা ও বিচারকালে, ওই সকল বিষয়ে আমাদিগেরই ভূয়সী প্রশংসা করিবেন।"

১৩. "কাশ্যপ, এমন মার্গ, এমন প্রতিপদ আছে যাহার অনুসরণে স্বয়ং জানিতে ও দেখিতে পারিবে যে 'শ্রমণ গৌতম কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী।' কাশ্যপ, ওই মার্গ কী? উহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। কাশ্যপ, ইহাই সেই মার্গ, সেই প্রতিপদ যাহার অনুসরণে স্বয়ং জানিতে ও দেখিতে পারিবে যে 'শ্রমণ গৌতম কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী।'"

১৪. এইরূপ কথিত হইলে নগ্ন সন্ন্যাসী কাশ্যপ ভগবানকে বলিলেন, 'আবুসো গৌতম, এই সকল তপশ্চর্যা কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের মতে শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য কথিত হয়—নগ্ন অবস্থিতি, মুক্তাচারত্ব (ভোজন এবং শৌচক্রিয়াদি দণ্ডায়মান অবস্থায় সম্পন্ন করা), হস্তাবলেহন (আহারান্তে হস্ত ধৌত না করিয়া উহার অবলেহন), ভিক্ষা গ্রহণার্থ আহ্বানের কিম্বা অনুরোধের প্রত্যাখ্যান, আপনার জন্য আনীত অথবা আপনার জন্য

প্রস্তুতকৃত খাদ্য এবং নিমন্ত্রণের অস্বীকার, কুম্ভী অথবা কলোপি[১] মুখ হইতে প্রদত্ত ভিক্ষার ত্যাগ, প্রবেশদ্বারে অথবা ইন্ধন এবং মুসলাভ্যন্তরে স্থাপিত ভিক্ষার ত্যাগ, ভোজননিরত দুইজনের কিম্বা গর্ভিণীর কিম্বা স্তন্যদানরতা স্ত্রীর কিম্বা পুরুষ-সহবাসরতা স্ত্রীর ভিক্ষার ত্যাগ, অভিক্ষালব্ধ সংগৃহীত ভোজ্য অস্বীকার, কুক্কুরের উপস্থিতির স্থান হইতে কিম্বা দলবদ্ধ মক্ষিকাসংকুল স্থান হইতে ভিক্ষা গ্রহণে বিরতি, মৎস্য, মাংস, সুরা, মেরয়, তুষোদকের গ্রহণ অস্বীকার, মাত্র এক গৃহ হইতে একগ্রাস খাদ্য গ্রহণ, দুই গৃহ হইতে দুই গ্রাস—সাত গৃহ হইতে সাত গ্রাস খাদ্যের গ্রহণ, মাত্র এক অথবা দুই অথবা শত ভিক্ষান্তে জীবনযাপন, দিনান্তে একবার ভোজন, অথবা দুই দিবসে একবার অথবা সাত দিবসে একবার ভোজন, এইরূপে নিয়মবদ্ধ হইয়া ক্রমে অর্ধমাসান্তে একবার ভোজন।

'আবুসো গৌতম, এই সকল তপশ্চর্যা কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের মতে শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য কথিত হয়—মাত্র শাক অথবা শ্যামাক, অপক্ব তণ্ডুল, চর্মখণ্ড, শৈবাল, কর্ণ, আচাম, পিণ্যাক, তৃণ, গোময়, বনমূল-ফল, অথবা বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত ফল ভোজন।

'আবুসো গৌতম, কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের মতে এই সকল তপশ্চর্যাও শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য কথিত হয়—শান বস্ত্রের পরিধান, মশান বস্ত্রের ধারণ, শবদেহের পরিত্যক্ত আবরণ বস্ত্রের পরিধান, পাংশুকূল ধারণ, তিরিতক (বৃক্ষবিশেষ) বল্কলের ধারণ, মৃগচর্মধারণ, মৃগচর্ম-নির্মিত পরিচ্ছেদের ধারণ, কুশ-চীর ধারণ, বল্কল-চীর ধারণ, ফলক-চীর ধারণ, কেশ-কম্বল ধারণ, বাল-কম্বল ধারণ, উলুক-পক্ষ-নির্মিত বস্ত্রের ধারণ, কেশ ও শ্মশ্রুর উৎপাটন এবং উহাদের উৎপাটনে আসক্তি, আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মানভাবে অবস্থান, উৎকুটিক অবস্থান এবং ওই অবস্থায় বীর্যারম্ভের অনুশীলন, কণ্টকের ব্যবহার এবং উহা দ্বারা শয্যারচনা, ফলক-শয্যা, ভূমিশয্যা, সর্বদা এক পার্শ্বে শায়িত হইয়া নিদ্রা, ধূলিধূসরিত দেহ, উন্মুক্ত স্থানে শয়ন, সকল প্রকার আসনই নির্বিচারে গ্রহণ, বিকট আহার ভোজন এবং ওই প্রকার আহারে আসক্তি, শীতল জল পানের বর্জন, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা এই সময়ের মধ্যে তিনবার জলে অবতরণ (পাপ ধৌত করিবার জন্য)।'

১৫. 'কাশ্যপ, যে নগ্ন হইয়া অবস্থান করে, যে মুক্তাচার, হস্তাবলেহক,

---

[১]। রন্ধন-পাত্রবিশেষ।

তোমা কর্তৃক কথিত সমস্ত আচারই যে পালন করে, এমনকি নিয়মবদ্ধ হইয়া মাসার্ধে একবারমাত্র ভোজন করে—সে যদি শীল-সম্পদা, চিত্ত-সম্পদা, প্রজ্ঞা-সম্পদার অনুশীলন না করে এবং ওই সকলে সাফল্য লাভ না করে, তাহা হইলে সে শ্রামণ্য হইতে দূরে, ব্রাহ্মণ্য হইতে দূরে। কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈরহীন, দ্বেষহীন মৈত্রী-ভাবনায় নিযুক্ত হইয়া আসবের ক্ষয়-হেতু এই জীবনেই অনাসব চেত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া এবং প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন, হে কাশ্যপ, তখনোই ভিক্ষু শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।

'কাশ্যপ, যে শাকভোজী, শ্যামাক-ভোজী, নীবার-ভোজী,... বনমূল-ফল অথবা বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত ফলভোজী—সে যদি শীল-সম্পদা, চিত্ত-সম্পদা, প্রজ্ঞা-সম্পদার অনুশীলন না করে এবং ওই সকলে সাফল্য লাভ না করে, তাহা হইলে সে শ্রামণ্য হইতে দূরে, ব্রাহ্মণ্য হইতে দূরে। কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈরহীন, দ্বেষহীন মৈত্রী-ভাবনায় নিযুক্ত হইয়া আসবের ক্ষয়-হেতু এই জীবনেই অনাসব চেত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া এবং প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন, হে কাশ্যপ, তখনোই ভিক্ষু শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।

'কাশ্যপ, যে শানবস্ত্র ধারণ করে, যে মশান-বস্ত্র ধারণ করে... প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তিনবার জলে অবতরণ করে, সে যদি শীল-সম্পদা, চিত্ত-সম্পদা, প্রজ্ঞা-সম্পদার অনুশীলন না করে এবং ওই সকলে সাফল্য লাভ না করে, তাহা হইলে সে শ্রামণ্য হইতে দূরে, ব্রাহ্মণ্য হইতে দূরে। কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈরহীন, দ্বেষহীন মৈত্রী-ভাবনায় নিযুক্ত হইয়া আসবের ক্ষয়-হেতু এই জীবনেই অনাসব চেতবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া এবং প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন, হে কাশ্যপ, তখনোই ভিক্ষু শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।

১৬. এইরূপ উক্ত হইলে অচেলক (নগ্ন সন্ন্যাসী) কাশ্যপ ভগবানকে বলিলেন, 'হে গৌতম, শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর।'

'কাশ্যপ, পৃথিবীতে 'শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর' ইহা সাধারণ্যে কথিত হয়। কাশ্যপ, কেহ অচেলক হইলে, মুক্তাচার হইলে, হস্তাবলেহক হইলে, তোমা কর্তৃক কথিত সমস্ত আচারই পালন করিলে, এমনকি নিয়মবদ্ধ হইয়া মাসার্ধে একবার মাত্র ভোজন করিলে, মাত্র ওই তপশ্চর্যার জন্য যদি শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর সুদুষ্কর হয়, তাহা হইলে 'শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর' এরূপ বাক্য অযুক্ত। যেকোনো গৃহপতি, গৃহপতিপুত্র এমনকি কুম্ভবাহিকা-দাসী

পর্যন্ত বলিতে পারে : 'আমি অচেলক হইব, মুক্তাচার হইব, হস্তাবলেহক হইব... নিয়মবদ্ধ হইয়া মাসার্ধে একবার মাত্র ভোজন করিব।' কিন্তু, কাশ্যপ, যেহেতু এই সকল আচার, এই তপশ্চর্যা হইতে ভিন্ন অন্য কারণে 'শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর', সেইহেতু ইহা বলা সঙ্গত যে 'শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর।' কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈরহীন, দ্বেষহীন মৈত্রী-ভাবনায় নিযুক্ত হইয়া আসবের ক্ষয়-হেতু এই জীবনেই অনাসব চেতবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া এবং প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন, হে কাশ্যপ, তখনোই ভিক্ষু শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।

'কাশ্যপ, কেহ শাকভোজী হইলে, শ্যামাক-ভোজী হইলে... বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত ফল অথবা বনমূল-ফলাহারী হইলে, মাত্র ওই তপশ্চর্যার জন্য যদি শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর সুদুষ্কর হয়, তাহা হইলে 'শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর' এরূপ বাক্য অযুক্ত। যে কোনো গৃহপতি, গৃহপতিপুত্র, এমনকি কুম্ভবাহিকা দাসী পর্যন্ত বলিতে পারে : 'আমি শাক-ভোজী, শ্যামাক-ভোজী হইব... বনমূল-ফল এবং বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত ফলাহারী হইব।' কিন্তু, কাশ্যপ, যেহেতু এই সকল আচার, এই তপশ্চর্যা হইতে ভিন্ন অন্য কারণে 'শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর', সেই হেতু ইহা বলা সঙ্গত যে 'শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর।' কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈরহীন, দ্বেষহীন... ব্রাহ্মণ কথিত হন।'

কাশ্যপ, কেহ শাণবস্ত্র ও মশাণবস্ত্র ধারণ করিলে... প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা এই সময়ের মধ্যে তিন বার জলে অবতরন করিলে, মাত্র ওই তপশ্চর্যার জন্য যদি শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর সুদুষ্কর হয়, তাহা হইলে "শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর" এরূপ বাক্য অযুক্ত। যেকোনো গৃহপতি, গৃহপতিপুত্র, এমনকি কুম্ভবাহিকা দাসী পর্যন্ত বলিতে পারে : "আমি শাণবস্ত্র ও মশাণবস্ত্র ধারণ করিব... প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তিনবার জলে অবতরণ করিব।" কিন্তু কাশ্যপ, যেহেতু এ সকল আচার, এই তপশ্চর্যা হইতে ভিন্ন অন্য কারণে "শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর," সেইহেতু ইহা বলা সঙ্গত যে, "শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর।" কাশ্যপ ভিক্ষু যখন বৈরহীন, দ্বেষহীন... ব্রাহ্মণ কথিত হন।"

১৭. এইরূপ উক্ত হইলে অচেলক কাশ্যপ ভগবানকে বলিলেন :

'হে গৌতম, শ্রমণ কে তাহা জানিতে পারা কঠিন, ব্রাহ্মণ কে তাহা জানিতে পারা কঠিন।'

'কাশ্যপ, পৃথিবীতে 'শ্রমণ চিনিতে পারা কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন' ইহা সাধারণ্যে কথিত হয়। কাশ্যপ, কেহ অচেলক হইলে, মুক্তাচার

হইলে, হস্তাবলেহক হইলে... নিয়মবদ্ধ হইয়া মাসার্ধে একবার মাত্র ভোজন করিলে, মাত্র ওই তপশ্চর্যার জন্য যদি শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন' এরূপ বাক্য অযুক্ত। যে কোনো গৃহপতি অথবা গৃহপতিপুত্র, এমনকি কুম্ভবাহিকা দাসী পর্যন্ত জানিতে পারে : 'এই ব্যক্তি অচেলক, মুক্তাচার, হস্তাবলেহক... নিময়বদ্ধ হইয়া মাসার্ধে একবার মাত্র ভোজনকারী।' কিন্তু কাশ্যপ, যেহেতু এই সকল আচার, এই তপশ্চর্যা হইতে ভিন্ন অন্য কারণে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন, সুকঠিন, সেই হেতু ইহা বলা সঙ্গত যে 'শ্রমণ চিনিতে পারা কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন।' কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈরহীন, দ্বেষহীন মৈত্রী-ভাবনায় নিযুক্ত হইয়া আসবের ক্ষয়-হেতু এই জীবনেই অনাসব চেতবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া এবং প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন, হে কাশ্যপ, তখনোই ভিক্ষু শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।

'কাশ্যপ, কেহ শাকভোজী হইলে, শ্যামাক-ভোজী হইলে... বনমূল-ফল অথবা বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত ফলাহারী হইলে, মাত্র এই তপশ্চর্যার জন্য যদি শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন হয়, তাহা হইলে শ্রমণ চিনিতে পারা কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন, এরূপ বাক্য অযুক্ত। যেকোনো গৃহপতি অথবা গৃহপতিপুত্র, এমনকি কুম্ভবাহিকা দাসী পর্যন্ত জানিতে পারে : 'এই ব্যক্তি শাকভোজী, শ্যামাক ভোজ... বনমূল-ফল অথবা বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত ফলভোজী।' কাশ্যপ, যেহেতু এই সকল আচার এই তপশ্চর্যা হইতে ভিন্ন অন্য কারণে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন, সুকঠিন; সেই হেতু ইহা বলা সঙ্গত যে 'শ্রমণ চিনিতে পারা কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন।' কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈরহীন, দ্বেষহীন... শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।

'কাশ্যপ, কেহ শানবস্ত্র ও মশান-বস্ত্র ধারণ করিলে... প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা এই সময়ের মধ্যে তিনবার জলে অবতরণ করিলে, মাত্র ওই তপশ্চর্যার জন্য যদি শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন হয়, তাহা হইলে 'শ্রমণ চিনিতে পারা কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন' এরূপ বাক্য অযুক্ত। যেকোনো গৃহপতি অথবা গৃহপতিপুত্র, এমনকি কুম্ভবাহিকা দাসী পর্যন্ত জানিতে পারে : 'এই ব্যক্তি শান অথবা মশান-বস্ত্রধারী... সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তিনবার জলে অবতরণকারী। কিন্তু কাশ্যপ, যেহেতু এই সকল আচার, এই তপশ্চর্যা হইতে ভিন্ন অন্য কারণে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন, সুকঠিন; সেই হেতু ইহা বলা সঙ্গত যে 'শ্রমণ চিনিতে পারা কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন।' কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈরহীন, দ্বেষহীন...

শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।'

১৮. এইরূপ উক্ত হইলে অচেলক কাশ্যপ ভগবানকে বলিলেন :

'হে গৌতম, সেই শীল-সম্পদা কী? সেই চিত্ত-সম্পদা কী? সেই প্রজ্ঞা-সম্পদা কী?'

'কাশ্যপ,... [এই স্থলে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৪০-৪৩ নং পদচ্ছেদ আবৃত্ত হইয়াছে। তৎপরে ব্রহ্মজাল সূত্রের ২৭ নং পদচ্ছেদ উক্ত হইয়াছে। ওই পদচ্ছেদের সর্বশেষ পংক্তির স্থানে 'ইহা শীল-সম্পদা' এইরূপ পাঠ করিতে হইবে। তৎপরে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৬৩ নং পদচ্ছেদ আবৃত্ত হইয়াছে। ওই পদচ্ছেদের সর্বশেষ পংক্তির পরে 'ইহা সেই শীল-সম্পদা' এইরূপ পাঠ করিতে হইবে।]

১৯. '[এই স্থানে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৬৪-৭৬ নং পদচ্ছেদ উক্ত হইয়াছে। ৭৬ নং পদচ্ছেদের 'তাঁহার দেহের কোনো অংশই বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না' এই বাক্যের পরে 'ইহা চিত্ত-সম্পদা' এইরূপ পাঠ করিতে হইবে।]

'পুনশ্চ, কাশ্যপ,... [এই স্থানে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৭৭, ৭৯, ৮১ নং পদচ্ছেদ উক্ত হইয়াছে] কাশ্যপ, ইহা সেই চিত্ত-সম্পদা।

২০. '[এই স্থানে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৮৩ নং পদচ্ছেদ উক্ত হইয়াছে] ইহা প্রজ্ঞা-সম্পদা। [তৎপরে ওই সূত্রের ৮৫, ৮৭, ৮৯, ৯১, ৯৩, ৯৫, ৯৭ নং পদচ্ছেদ উক্ত হইয়াছে] ইহা প্রজ্ঞা-সম্পদা।

'কাশ্যপ, এই শীল-সম্পদা, চিত্ত-সম্পদা ও প্রজ্ঞা-সম্পদা হইতে ভিন্ন অন্য উৎকৃষ্টতর মধুরতর শীল-সম্পদা, চিত্ত-সম্পদা, প্রজ্ঞা-সম্পদা নাই।

২১. 'কাশ্যপ, কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা শীলবাদী। তাঁহারা অনেক প্রকারে শীলের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কাশ্যপ, আর্য পরম শীল সম্বন্ধে আমি আমার সমকক্ষ কাহাকেও দেখি না, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠের কথাই নাই। অতএব এই শীল সম্বন্ধে আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

'কাশ্যপ, কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা তপ-জুগুপ্সাবাদী। তাঁহারা অনেক প্রকারে তপ-জুগুপ্সার প্রশংসা করিয়া থাকেন। কাশ্যপ, যাহা আর্য, পরম তপ-জুগুপ্সা তাহাতে আমি আমার সমকক্ষ কাহাকেও দেখি না, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠের তো কথাই নাই। এই বিষয়ে আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

'কাশ্যপ, কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা প্রজ্ঞাবাদী। তাঁহারা অনেক প্রকারে প্রজ্ঞার প্রশংসা করিয়া থাকেন। কাশ্যপ, যাহা আর্য

পরম প্রজ্ঞা তাহাতে আমি আমার সমকক্ষ কাহাকেও দেখি না, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠের তো কথাই নাই। অতএব এই বিষয়ে আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

'কাশ্যপ, কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা বিমুক্তিবাদী, তাঁহারা অনেক প্রকারে বিমুক্তির প্রশংসা করিয়া থাকেন। কাশ্যপ, যাহা আর্য পরম বিমুক্তি উহাতে আমি আমার সমকক্ষ কাহাকেও দেখি না, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠের তো কথাই নাই। অতএব এই বিষয়ে আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

২২. 'কাশ্যপ, এরূপ হইতে পারে যে ভিন্ন মতাবলম্বী পরিব্রাজকগণ বলিবেন, 'শ্রমণ গৌতম সিংহনাদ করেন, কিন্তু শূন্যাগারে, পরিষদে নহে।' তাহাদিগকে এইরূপ উত্তর দিতে হইবে : 'ইহা সত্য নহে, শ্রমণ গৌতম সিংহনাদ করেন এবং পরিষদেই করেন।' কাশ্যপ, এরূপ হইতে পারে যে ভিন্ন মতাবলম্বী পরিব্রাজকগণ বলিবেন :

'শ্রমণ গৌতম সিংহনাদ করেন, পরিষদেই করেন, কিন্তু নির্ভীক চিত্তে করেন না।' তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে : 'শ্রমণ গৌতম নির্ভীক চিত্তেই সিংহনাদ করেন।'... 'কিন্তু তাঁহাকে কেহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না'... 'তাঁহাকে প্রশ্নও করা হয়।'... 'কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দানে অক্ষম।'... 'তিনি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম।'... 'কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত উত্তর হৃদয়গ্রাহী হয় না।'... 'তাঁহার উত্তর হৃদয়গ্রাহী।'... 'কিন্তু তাঁহার বাক্য শ্রবণযোগ্য বিবেচিত হয় না।'... তাঁহার বাক্য শ্রবণযোগ্য বিবেচিত হয়।'... 'কিন্তু তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কেহ শ্রদ্ধা অনুভব করে না।'... তাঁহার বাক্য শ্রবণান্তে শ্রদ্ধা অনুভূত হয়।'... 'কিন্তু অনুভূত হইলেও ওই শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ নাই।'... 'উহার বহিঃপ্রকাশ আছে।'... 'কিন্তু উহা দ্বারা মনুষ্য সত্যে উপনীত হইলেও ওই সত্য পালনে অক্ষম হয়।' উহাদিগকে বলিতে হইবে, এরূপ নহে; শ্রমণ গৌতম সিংহনাদ করেন এবং উহা পরিষদেই করেন, নির্ভীক হইয়া করেন; তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম, তাঁহার উত্তর হৃদয়গ্রাহী হয়, তাঁহার বাক্য শ্রবণযোগ্য বিবেচিত হয়, উহার শ্রবণে শ্রদ্ধা অনুভূত হয়, ওই শ্রদ্ধার বাহ্যিক বিকাশ হয়, উহা সত্য প্রদর্শনকারী এবং মনুষ্য ওই সত্য পালনে সক্ষম।' কাশ্যপ, এইরূপ উত্তর দিতে হইবে।

২৩. 'কাশ্যপ, একসময়ে আমি রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। ওই স্থানে নিগ্রোধ নামক তপ-ব্রহ্মচারী আমাকে তপ-জুগুপ্সা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আমি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলাম। আমার উত্তরে তিনি অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।'

'ভন্তে, ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করিয়া কে অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট না হইবে? আমিও ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করিয়া অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট হইয়াছি। ভন্তে, অতি উত্তম, অতি উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ-প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপ ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। ভন্তে, আমি ভগবানের শরণ লইতেছি, ধর্মের শরণ লইতেছি, ভিক্ষুসংঘের শরণ লইতেছি। আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লইতে বাসনা করি।'

২৪. কাশ্যপ, পূর্বে অন্য ধর্মাবলম্বী যে ব্যক্তি এই ধর্ম গ্রহণ করিয়া উহাতে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লইবার ইচ্ছা করেন, শিক্ষার্থীরূপে তাঁহাকে চারি মাস যাপন করিতে হইবে; চারি মাস অতিবাহিত হইবার পর একাগ্রচিত্ত ভিক্ষুগণ তাঁহাকে ভিক্ষুজীবন যাপনার্থ প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করিবেন। তথাপি এই বিষয়ে মনুষ্যগণের মধ্যে পার্থক্য আমি বিদিত আছি।'

'ভন্তে, পূর্বে অন্য ধর্মাবলম্বী কোনো ব্যক্তি এই ধর্ম গ্রহণ করিয়া উহাতে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লইবার ইচ্ছা করিলে, যদি তাঁহাকে শিক্ষার্থীরূপে চারি মাস যাপন করিতে হয়, যদি চারি মাস যাপন করিবার পর একাগ্রচিত্ত ভিক্ষুগণ তাঁহাকে ভিক্ষুজীবন যাপনার্থ প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করেন, আমি চারি বৎসর শিক্ষার্থীরূপে যাপন করিব, চারি বৎসর অতিবাহিত হইবার পর একাগ্রচিত্ত ভিক্ষুগণ আমাকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করুন।

অচেলক কাশ্যপ ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর নবদীক্ষিত আয়ুষ্মান কাশ্যপ নির্জনবাসী, অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়সংকল্প হইয়া অনতিবিলম্বে যথার্থ পথাবলম্বী কুলপুত্রগণ যে সম্পদ লাভের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যার আশ্রয় করেন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য স্বয়ং জাত হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া এই জীবনেই উহার পূর্ণতা সাধন করিলেন : 'জন্মের ধ্বংস হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য সম্পাদিত হইয়াছে, কর্তব্য সম্পন্ন হইয়াছে, এই জীবনে করণীয় আর কিছুই নাই,' ইহা জ্ঞাত হইয়া আয়ুষ্মান কাশ্যপ অর্হৎদিগের অন্যতম হইলেন।

[কস্‌সপ-সীহনাদ সূত্র সমাপ্ত]

পোট্‌ঠপাদ সূত্রের পূর্বাভাষ

পরিব্রাজক পোট্‌ঠপাদ অভিসংজ্ঞা-নিরোধ সম্বন্ধে প্রচলিত মতসমূহ বর্ণনা করিয়া বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন অভিসংজ্ঞা-নিরোধ কীসে হয়। বুদ্ধ ওই সকল মতের ভ্রান্তি প্রদর্শনপূর্বক বলিলেন যে, পুরুষ শীলসম্পন্ন ও রক্ষিতেন্দ্রিয় হইয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে গমনপূর্বক ক্রমান্বয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যান লাভ করেন। ওই ধ্যান লাভের পর পুরুষ সর্বতোভাবে রূপ-সংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অরূপ-সংজ্ঞায় উপনীত হন। এইরূপে সংজ্ঞা হইতে সংজ্ঞান্তরপ্রাপ্ত ও পরিশেষে শ্রেষ্ঠতম সংজ্ঞায় উপনীত হইয়া তিনি চিন্তা না করাই শ্রেষ্ঠতর স্থির করিয়া চিন্তা পরিহার করেন। এইরূপে তিনি নিরোধে উপনীত হন। এইরূপে অভিসংজ্ঞা-নিরোধ হইয়া থাকে।

তৎপরে পোট্‌ঠপাদ বুদ্ধকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি পর্যায়ক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন :

জগৎ শাশ্বত কিম্বা অশাশ্বত?

জগৎ সসীম কিম্বা অসীম?

জীব ও শরীর একই অথবা ভিন্ন?

মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম হয় কি না?

বুদ্ধ উত্তর করিলেন, ওই সকল অনিশ্চিত বিষয়ে তিনি কোনো মত প্রকাশ করেন নাই, কারণ এই প্রশ্নসমূহ নিরর্থক, উহারা সর্বোচ্চ ব্রহ্মচর্য ও নির্বাণের অনুকূল নহে। ভগবান কোন প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন জিজ্ঞাসিত হইয়া বুদ্ধ বলিলেন, দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ এবং ওই নিরোধের মার্গরূপ নিশ্চিত বিষয়সমূহ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, কারণ ওই সকল প্রশ্নই অর্থ-সংহতি, উহারাই সর্বোচ্চ ব্রহ্মচর্য ও নির্বাণের অনুকূল।

৯. পোট্‌ঠপাদ সূত্র

১. আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী নগরে অনাথপিণ্ডিকের জেতবন উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ওই সময় পরিব্রাজক পোট্‌ঠপাদ তিনশত পরিব্রাজক-সমন্বিত বৃহৎ পরিব্রাজক পরিষদের সহিত মল্লিকার[১] উদ্যানে তিণ্ডুক বৃক্ষ পরিবেষ্টিত বিচারশালায় বাস করিতেছিলেন।

---

[১]। মল্লিকা—কোশলরাজ প্রসেনজিতের অন্যতমা মহিষী।

২. অনন্তর ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে বস্ত্র পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর সহিত পিণ্ডার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে তিনি চিন্তা করিলেন : 'পিণ্ডার্থ শ্রাবস্তী প্রবেশের পক্ষে এখনো অতি প্রত্যুষ, আমি মল্লিকার উদ্যানে তিণ্ডুক বৃক্ষ পরিবেষ্টিত বিচারশালায়, যেখানে পরিব্রাজক পোট্ঠপাদ অবস্থান করিতেছেন সেই স্থানে গমন করিব।' অতঃপর তিনি ওই স্থানে গমন করিলেন।

৩. ওই সময়ে পরিব্রাজক পোট্ঠপাদ বৃহৎ পরিব্রাজক পরিষদের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা সকলে উন্নাদ, উচ্চ শব্দ, মহাশব্দের সহিত অনেক প্রকার অসার বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন; যথা : রাজকথা, চোরকথা, মহামাত্য-কথা, সেনা-কথা, ভয়-কথা, যুদ্ধ-কথা, অন্ন-কথা, পান-কথা, বস্ত্র-কথা, শয়ন-কথা, মালা-কথা, গন্ধকথা, জ্ঞাতি-কথা, যান-কথা, গ্রাম-নিগম-নগর-জনপদ-কথা, নারী-কথা, শুর-কথা, বিশিখা-কথা, কুম্ভস্থান-কথা, প্রেত-কথা, নিরর্থক-কথা, পৃথিবী ও সমুদ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় জনপ্রবাদ এবং অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কথা।

৪. পোট্ঠপাদ দূরে ভগবানকে আসিতে দেখিয়া স্বকীয় পরিষদকে সাবধান করিলেন :

'মাননীয়গণ, আপনারা নীরব হউন, শব্দ করিবেন না। শ্রমণ গৌতম আসিতেছেন, সেই আয়ুষ্মান নীরবতাপ্রিয়, নীরবতার প্রশংসাবাদী। পরিষদকে শব্দহীন জ্ঞাত হইয়া তিনি যেন এই স্থানকে আগমনের যোগ্য মনে করেন।'

এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজকগণ নীরব হইলেন।

৫. তদনন্তর ভগবান পোট্ঠপাদ সমীপে উপস্থিত হইলেন। পোট্ঠপাদ ভগবানকে বলিলেন :

'ভগবান! আসুন, স্বাগত! বহুদিন পরে আপনি এই স্থানে আগমন করিয়াছেন, উপবেশন করুন, এই আসন প্রস্তুত।'

ভগবান নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। পোট্ঠপাদ অপেক্ষাকৃত নিম্ন আসন গ্রহণপূর্বক এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। ভগবান তাঁহাকে বলিলেন :

'এই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া তোমরা এক্ষণে কি কথায় নিযুক্ত, তোমাদের কী আলোচনা বাধাপ্রাপ্ত হইল?'

আত্মবাদ

৬. ভগবান এইরূপ কহিলে পোট্ঠপাদ বলিলেন :

'আমরা এই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া এক্ষণে যে কথায় নিযুক্ত ছিলাম, সে কথা থাক; অন্য সময়ে ভগবান সে কথা অনায়াসে শুনিতে পাইবেন। ভন্তে, বহু দিবস হইল নানা তীর্থিয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কুতুহল-শালায়[১] সম্মিলিত ও উপবিষ্ট হইলে তাঁহাদের মধ্যে অনেকবার অভিসংজ্ঞা-নিরোধ সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছিল : 'অভিসংজ্ঞা-নিরোধ কীরূপে হয়?'

তদুত্তরে কেহ কেহ বলিয়ছিলেন : 'পুরুষের সংজ্ঞার উৎপত্তি ও নিরোধের হেতুও নাই, প্রত্যয়ও নাই। উহার উৎপত্তিকালে পুরুষ সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়, নিরোধকালে সংজ্ঞাহীন হয়।' এইরূপে তাঁহারা অভিসংজ্ঞা-নিরোধ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

অপর একজন ওই বিষয়ে বলিয়াছিলেন : 'তাহা নহে। সংজ্ঞা পুরুষের আত্মা, উহা (আত্মা) আসে, যায়। যখন আসে পুরুষ তখন সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়, যখন যায় তখন পুরুষ সংজ্ঞাহীন হয়।' এইরূপে কেহ কেহ অভিসংজ্ঞা-নিরোধ ব্যাখ্যা করেন।

অপর একজন ওই বিষয়ে বলিয়াছিলেন : 'তাহা নহে। কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা মহাঋদ্ধিসম্পন্ন, মহা অনুভাবসম্পন্ন। তাঁহারাই মনুষ্যদেহে সংজ্ঞার সঞ্চারও করেন এবং দেহ হইতে সংজ্ঞা অপসারণও করেন। যখন সঞ্চার করেন, তখন মনুষ্য সংজ্ঞাবান হয়, যখন অপসারণ করেন, তখন মনুষ্য সংজ্ঞাহীন হন।' এইরূপে কেহ কেহ অভিসংজ্ঞা-নিরোধ ব্যাখ্যা করেন।

অপর একজন ওই বিষয়ে বলিয়াছিলেন : 'তাহা নহে। মহাঋদ্ধি ও অনুভাবসম্পন্ন দেবতারা আছেন। তাঁহারাই মনুষ্যদেহে সংজ্ঞার সঞ্চারও করেন, দেহ হইতে সংজ্ঞার অপসারণও করেন, যখন সঞ্চার করেন মনুষ্য তখন সংজ্ঞাবান হয়, যখন অপসারণও করেন, তখন মনুষ্য সংজ্ঞাহীন হয়।' এইরূপে কেহ কেহ অভিসংজ্ঞা-নিরোধ ব্যাখ্যা করেন। ভন্তে, আমার ভগবানের কথাই মনে হইল : নিঃসন্দেহ ভগবান সুগত উক্ত ধর্মসমূহে সুকুশল।' ভগবান অভিসংজ্ঞা-নিরোধের প্রকৃতিজ্ঞ। ভন্তে, অভিসংজ্ঞা-নিরোধ কীরূপে হয়?

৭. 'পোট্ঠপাদ, এ বিষয়ে যে-সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন : 'পুরুষের সংজ্ঞার উৎপত্তি ও নিরোধের হেতুও নাই, প্রত্যয়ও নাই, তাঁহারা প্রারম্ভেই ভ্রান্ত। কী হেতু? পোট্ঠপাদ পুরুষের সংজ্ঞার উৎপত্তি ও নিরোধের

---

[১]। বিশ্রামাগার।

হেতু ও প্রত্যয় আছে। শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার নিরোধ হয়।

'ওই শিক্ষা কী?' ভগবান বলিলেন :

'পোট্‌ঠপাদ, মনে করো জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ... ইত্যাদি... (শ্রামণ্যফল সূত্রের ৪০-৪২ নং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) কায় ও বাক্য দ্বারা কুশলকর্ম-সমন্বিত হইয়া, শুদ্ধ জীবিকাসম্পন্ন হইয়া, শীলসম্পন্ন হইয়া, রক্ষিতেন্দ্রিয় হইয়া, স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত ও সন্তুষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। পোট্‌ঠপাদ ভিক্ষু কীরূপে শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন? ভিক্ষু প্রাণাতিপাত পরিহারপূর্বক উহা হইতে বিরত হন... ওষুধের প্রতিমোক্ষ। ভিক্ষু এইরূপ হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত (শ্রামণ্যফল সূত্রের পদচ্ছেদ নং ৪৩-৬২ দ্রষ্টব্য)।

৮. পোট্‌ঠপাদ, তিনি এইরূপ শীলসম্পন্ন হইয়া এই শীলসংবরের কারণ কুত্রাপি ভয়দর্শন করেন না। যেরূপ, পোট্‌ঠপাদ, মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়... অনবদ্য সুখ অনুভব করেন। (শ্রামণ্যফল সূত্রের ৬৩ নং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) পোট্‌ঠপাদ, ভিক্ষু এইরূপেই শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন।

৯. পোট্‌ঠপাদ, ভিক্ষু কী প্রকারে রক্ষিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন? পোট্‌ঠপাদ, ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপদর্শন করিয়া... অবিমিশ্র সুখ অনুভব করেন (শ্রামণ্যফল সূত্রের ৬৪ নং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) পোট্‌ঠপাদ... ভিক্ষু এই প্রকারে রক্ষিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন।

১০. (এই স্থলে শ্রামণ্যফল সূত্রের পদচ্ছেদ সংখ্যা ৬৫ হইতে ৭৪ এর 'প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন' পর্যন্ত পাঠ করিতে হইবে)। তাহার পূর্বের কামসংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। ওই সময় বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞার উৎপত্তি হয় এবং তিনি বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞী হইয়া থাকেন। এইরূপে শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার নিরোধ হয়। ইহাই শিক্ষা।' ভগবান এইরূপ বলিলেন।

১১. 'পুনশ্চ, পোট্‌ঠপাদ, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশমে অধ্যাত্মসম্প্রসাদী... অবিতর্ক অবিচার... দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন (শ্রামণ্যফল সূত্রের ৭৭ নং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)? তাহার পূর্বের বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। ওই সময় সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞার উৎপত্তি হয় এবং তিনি সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞী হইয়া থাকেন। এইরূপে শিক্ষার দ্বারা

কোনো কোনো সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার নিরোধ হয়। ইহাই শিক্ষা।' ভগবান এইরূপ বলিলেন।

১২. 'পুনশ্চ, পোট্ঠপাদ, ভিক্ষু প্রীতিতেও বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া... এইরূপে তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করেন। (শ্রামণ্যফল সূত্রের ৭৯ নং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) তাঁহার পূর্বের সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়; ওই সময় উপেক্ষা-সুখমণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞার উৎপত্তি হয় এবং তিনি উপেক্ষা সুখমণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞী হইয়া থাকেন। এইরূপে শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার নিরোধ হয়। ইহাই শিক্ষা।' ভগবান এইরূপ বলিলেন।

১৩. 'পুনশ্চ, পোট্ঠপাদ, ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জন করিয়া... চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করেন। (শ্রামণ্যফল সূত্রের ৮১ নং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) তাঁহার পূর্বের উপেক্ষা সুখমণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। ওই সময় না-দুঃখ না-সুখ রূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞার উৎপত্তি হয় এবং তিনি না-দুঃখ না-সুখ রূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞী হইয়া থাকেন। এইরূপে শিক্ষা দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার নিরোধ হয়। ইহাই শিক্ষা।' ভগবান এইরূপ বলিলেন।

১৪. পুনশ্চ, পোট্ঠপাদ, ভিক্ষু সর্বতোভাবে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ সংজ্ঞার অন্ত গমনান্তে নানাত্ব সংজ্ঞার চিন্তা পরিহার করিয়া, 'আকাশ অনন্ত' এইরূপ চিন্তা করিয়া আকাশ-অনন্ত-আয়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন। তাঁহার পূর্বের রূপসংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। ওই সময় আকাশ-অনন্ত-আয়তন রূপ সুখময় সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞার উৎপত্তি হয় এবং তিনি আকাশ-অনন্ত-আয়তন রূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞী হইয়া থাকেন। এইরূপে শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার নিরোধ হয়। ইহাই শিক্ষা।' ভগবান এইরূপ বলিলেন।

১৫. "পুনশ্চ, পোট্ঠপাদ, ভিক্ষু সর্বতোভাবে আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করিয়া, 'বিজ্ঞান অনন্ত' এইরূপ চিন্তা করিয়া বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন। তাঁহার পূর্বের আকাশ-অনন্ত-আয়তনরূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। ওই সময় বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনরূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞার উৎপত্তি হয় এবং তিনি বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনরূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞী হইয়া থাকেন। এইরূপে শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার নিরোধ হয়। ইহাই শিক্ষা।" ভগবান এইরূপ বলিলেন।

১৬. "পুনশ্চ, পোট্‌ঠপাদ, ভিক্ষু বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সর্বাংশে অতিক্রম করিয়া 'কিছুই নাই' এইরূপ অকিঞ্চন-আয়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন। তাঁহার পূর্বের বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনরূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। ওই সময়ে আকিঞ্চনায়তনরূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞার উৎপত্তি হয় এবং তিনি আকিঞ্চনায়তনরূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞী হইয়া থাকেন। এইরূপে শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, শিক্ষার দ্বারা কোনো কোনো সংজ্ঞার নিরোধ হয়। ইহাই শিক্ষা।" ভগবান এইরূপ বলিলেন।

১৭. পোট্‌ঠপাদ, ভিক্ষু যে সময় হইতে স্বক-সংজ্ঞী হন, সেই সময় হইতে ক্রমান্বয়ে তিনি সংজ্ঞা হইতে সংজ্ঞান্তর প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে শ্রেষ্ঠতম সংজ্ঞায় উপনীত হন। সর্বোচ্চ সংজ্ঞায় উপনীত হইয়া তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'চিন্তা করা হীনতার অবস্থা। চিন্তা না করাই শ্রেষ্ঠতর। আমি যদি চিন্তা করি, অভিসন্ধান করি, তাহা হইলে আমার এই সকল সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হইয়া স্থূলতার সংজ্ঞার উৎপত্তি হইতে পারে। অতএব আমি চিন্তা করিব না, অভিসন্ধান করিব না।' তিনি চিন্তাও করেন না, অভিসন্ধানও করেন না। চিন্তা ও অভিসন্ধানের পরিহারে তাঁহার ওই সকল সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয় এবং অন্য স্থূলতর সংজ্ঞার উৎপত্তি হয় না। তিনি নিরোধে উপনীত হন। এইরূপে, পোট্‌ঠপাদ, ক্রমানুসারে অভিসংজ্ঞা-নিরোধ সম্প্রজ্ঞান সমাপত্তি হইয়া থাকে।

১৮. "পোট্‌ঠপাদ, তুমি কীরূপ মনে করো? তুমি কি ইতিপূর্বে অভিসংজ্ঞা-নিরোধের ক্রমিক সম্প্রজ্ঞান-সমাপত্তি শুনিয়াছ?"

"না, ভন্তে। ভগবান যাহা বলিলেন আমি তাহা এইরূপ বুঝিলাম—(এই স্থানে উপরে ১৭ নং পদচ্ছেদের উক্তি আবৃত্ত হইয়াছে।)

'পোট্‌ঠপাদ, তুমি যথার্থই বলিয়াছ।'

১৯. 'ভন্তে, ভগবান কি শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা এক এইরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন, অথবা বহু?'

'পোট্‌ঠপাদ, শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা এক আমি ইহাও কহি, উহা একাধিক তাহাও কহি।'

'শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা এক এবং একাধিক, ভগবান কীরূপে ইহা বলিতে পারেন?'

'পোট্‌ঠপাদ নিরোধ হইতে নিরোধান্তরে অগ্রসর হইবার কালে এই শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা হইতে অপর শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা প্রাপ্তি হয়। এই কারণেই, পোট্‌ঠপাদ, আমি শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা এক ইহাও কহি, উহা একাধিক তাহাও কহি।'

২০. 'ভন্তে, সংজ্ঞা প্রথমে উৎপন্ন হয়, তৎপশ্চাতে জ্ঞান; অথবা প্রথমে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তৎপশ্চাতে সংজ্ঞা; অথবা সংজ্ঞা এবং জ্ঞান কোনোটিই

পূর্বাপর নহে, উভয়ে একই সময়ে উৎপন্ন হয়?'

'পোট্ঠপাদ, সংজ্ঞা প্রথমে উৎপন্ন হয়, পরে জ্ঞান; সংজ্ঞার উৎপত্তি হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি। উহা এইরূপে দৃষ্ট হয় :

'এই হেতু হইতে আমার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে।' পোট্ঠপাদ, এই পর্যায় হইতে ইহা জ্ঞাতব্য যে সংজ্ঞা প্রথমে উৎপন্ন হয়, পরে জ্ঞান; সংজ্ঞার উৎপত্তি হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি।'

২১. 'ভন্তে, সংজ্ঞাই কি পুরুষের আত্মা, অথবা সংজ্ঞা ও আত্মা পরস্পর ভিন্ন?'

'পোট্ঠপাদ, তুমি কি সত্যই আত্মায় আশ্রয় লইতেছ?'

'ভন্তে, আমি ধরিয়া লইতেছি যে, স্থূল এক আত্মার অস্তিত্ব আছে যাহা রূপী, চাতুর্মহাভূতিক এবং কবঙ্কিকার আহারভোজী।'

'পোট্ঠপাদ, যদি এরূপ আত্মার অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে তোমার সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ। ইহা নিম্নোক্ত পর্যায় হইতেও জ্ঞাতব্য। পোট্ঠপাদ, স্থূল, রূপী, চাতুর্মহাভূতিক, কবঙ্কিকার আহারভোজী আত্মা স্বীকার করিয়া লইলেও পুরুষের কোনো কোনো সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, কোনো কোনো সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। পোট্ঠপাদ, ইহার দ্বারাও জানিতে হইবে সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ।'

২২. 'ভন্তে, আমি আত্মাকে সর্বাঙ্গ-সর্বেন্দ্রিয় সম্পন্ন মনোময়রূপে গ্রহণ করি।'

'পোট্ঠপাদ, তোমার আত্মা সর্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সর্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন মনোময় হইলেও তোমার সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ। ইহা নিম্নোক্ত পর্যায় হইতেও জ্ঞাতব্য। পোট্ঠপাদ সর্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সর্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন মনোময় আত্মা স্বীকার করিয়া লইলেও পুরুষের কোনো কোনো সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, কোনো কোনো সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। পোট্ঠপাদ, ইহা দ্বারাও জানিতে হইবে সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ।

২৩. 'ভন্তে, তাহা হইলে আমি আত্মাকে অরূপী, সংজ্ঞাময়রূপে গ্রহণ করিতেছি।'

'পোট্ঠপাদ, তোমার আত্মা অরূপী, সংজ্ঞাময় হইলেও তোমার সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ। ইহা নিম্নোক্ত পর্যায় হইতেও জ্ঞাতব্য। পোট্ঠপাদ, আত্মাকে অরূপী, সংজ্ঞাময়রূপে গ্রহণ করিলেও পুরুষের কোনো কোনো সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, কোনো কোনো সংজ্ঞার নিরুদ্ধ হয়। পোট্ঠপাদ, ইহা দ্বারাও জানিতে হইবে সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য

পদার্থ।

২৪. 'ভন্তে, সংজ্ঞা পুরুষের আত্মা অথবা সংজ্ঞা এবং আত্মা পরস্পর বিভিন্ন ইহা কি আমি জানিতে পারি?'

'পোট্‌ঠপাদ, তুমি ভিন্ন দৃষ্টিসম্পন্ন, ভিন্ন মতাবলম্বী, ভিন্ন রুচিসম্পন্ন, ভিন্ন আযোগানুসারী, ভিন্ন আচার্যের শিক্ষাগ্রহণকারী; এইজন্য এই বিষয় জানিতে পারা তোমার পক্ষে কঠিন।'

২৫. 'ভন্তে, যদি আমার পক্ষে তাহা জানিতে পারা কঠিন হয়, তাহা হইলে, ভন্তে, জগৎ কি শাশ্বত? ইহাই কি একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক?'

'পোট্‌ঠপাদ, 'জগৎ শাশ্বত, ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক', এই বিষয়ে আমি কোনো মত প্রকাশ করি নাই।'

'ভন্তে, তবে কি জগৎ অশাশ্বত? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক?'

'পোট্‌ঠপাদ, এ বিষয়েও আমি কোনো মত প্রকাশ করি নাই।'

'ভন্তে, তবে কি জগৎ অসীম? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক?'

'পোট্‌ঠপাদ, এই বিষয়েও আমি কোনো মত প্রকাশ করি নাই।'

'ভন্তে, তবে কি জগৎ অসীম? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক?'

'পোট্‌ঠপাদ, এই বিষয়েও আমি কোনো মত প্রকাশ করি নাই।'

২৬. ভন্তে, জীব এবং শরীর কি একই? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক?'

'পোট্‌ঠপাদ, এই বিষয়েও আমি কোনো মত প্রকাশ করি নাই।'

'ভন্তে, তবে কি জীব হইতে শরীর ভিন্ন? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক?'

'পোট্‌ঠপাদ, এই বিষয়েও আমি কোনো মত প্রকাশ করি নাই।'

২৭. 'ভন্তে, মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম হয় কি? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক?'

'পোট্‌ঠপাদ, এই বিষয়ে আমি কোনো মত প্রকাশ করি নাই।'

'ভন্তে, তবে মরণের পর কি তথাগতের পুনরাবির্ভাব হয় না? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক?'

'পোট্‌ঠপাদ, এ বিষয়ে আমি কোনো মত প্রকাশ করি নাই।'

'ভন্তে, তবে মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম একাধারে হয় এবং হয় না? ইহাই একমাত্র সত্য; অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক?'

'পোট্‌ঠপাদ, এ বিষয়ে আমি মত প্রকাশ করি নাই।'

'ভন্তে, তবে কি মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম হয় না, এবং উহা যে হয় না তাহাও নহে? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক?'

'পোট্‌ঠপাদ, এই বিষয়েও আমি কোনো মত প্রকাশ করি নাই।'

২৮. 'কেন ভগবান ওই বিষয়ে কোনো মত প্রকাশ করেন নাই?'

'পোট্‌ঠপাদ, এই প্রশ্ন অর্থ-সংহতি নহে, ধর্ম-সংহতি নহে, সর্বোচ্চ ব্রহ্মচর্যের অনুকূল নহে; নির্বেদ, বিরাগ, বিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণের অনুকূল নহে। এই কারণে আমি ওই বিষয়ে কোনো মত প্রকাশ করি নাই।'

২৯. 'ভন্তে, ভগবান কোন প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন?'

'পোট্‌ঠপাদ, দুঃখ কী তাহা আমি প্রকাশ করিয়াছি, দুঃখের উৎপত্তি আমি প্রকাশ করিয়াছি, দুঃখের নিরোধ আমি প্রকাশ করিয়াছি, দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদ (মার্গ) আমি প্রকাশ করিয়াছি।'

৩০. 'কী হেতু ভগবান ওই সকল প্রকাশ করিয়াছেন?'

'পোট্‌ঠপাদ, যেহেতু ইহা অর্থ-সংহিত, ধর্ম-সংহিত; সর্বোচ্চ ব্রহ্মচর্যের অনুকূল; নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণের অনুকূল। এই হেতু আমি উহা ব্যক্ত করিয়াছি।'

'হে ভগবান, সত্য। হে সুগত, সত্য। এক্ষণে ভগবান যথেচ্ছা করিতে পারেন।'

অনন্তর ভগবান আসন হইতে উত্থান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

৩১. তদনন্তর, ভগবান প্রস্থান করিবা মাত্র উপস্থিত পরিব্রাজকগণ চতুর্দিক হইতে বিদ্রূপবাক্য দ্বারা পোট্‌ঠপাদকে জর্জরিত করিলেন : 'এই প্রকারে পোট্‌ঠপাদ শ্রমণ গৌতম যাহা বলিতেছেন তাহারই অনুমোদন করিতেছেন এবং বলিতেছেন, 'হে ভগবান, সত্য। হে সুগত, সত্য।' আমরা কিন্তু উপরি উক্ত দশবিধ প্রশ্ন সম্বন্ধে শ্রমণ গৌতমের কোনো স্পষ্ট ধর্মদেশনা অবগত নহি।'

এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজক পোট্‌ঠপাদ ওই সকল পরিব্রাজককে বলিলেন, 'আমিও ওই সকল বিষয়ে শ্রমণ গৌতম কর্তৃক ভাষিত কোনো সুস্পষ্ট দেশনা অবগত নহি। কিন্তু শ্রমণ গৌতম যে মার্গ ভূত, তথ্য, সত্য, ধর্মস্থিত, ধর্মনিয়ামক, সেই মার্গের ঘোষণা করেন। শ্রমণ গৌতম ঘোষিত

মার্গ ভূত, তথ্য, সত্য, ধর্মস্থিত, ধর্মনিয়ামক জানিয়াও সেই সুভাষিত বাক্যের অভিনন্দন করিব না?'

৩২. দুই তিন দিন অতিবাহিত হইলে হস্তী-আচার্যপুত্র চিত্ত এবং পরিব্রাজক পোট্‌ঠপাদ ভগবানের নিকট গমন করিলেন। তথায় চিত্ত ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন, পোট্‌ঠপাদ ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপসূচক বাক্যের বিনিময়ান্তে একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপরে পোট্‌ঠপাদ, পরিব্রাজকগণ তাঁহাকে কীরূপ বিদ্রুপবাণে জর্জরিত করিয়াছেন এবং তিনি কীরূপ উত্তর দিয়াছেন তৎসমুদয় ভগবানের নিকট বিবৃত করিলেন।

৩৩. 'পোট্‌ঠপাদ, ওই সকল পরিব্রাজক অন্ধ, চক্ষুহীন, উহাদের মধ্যে একমাত্র তুমিই চক্ষুষ্মান। পোট্‌ঠপাদ, কোনো কোনো বিষয় নিশ্চিত আমি এইরূপ বিজ্ঞাপিত করিয়াছি, কোনো কোনো বিষয় অনিশ্চিত ঘোষণা করিয়াছি। আমি যাহা অনিশ্চিত ঘোষণা করিয়াছি তাহা কী? 'জগৎ শাশ্বত,' 'জগৎ অশাশ্বত' 'জগৎ সান্ত', 'জগৎ অনন্ত', 'যে জীব সে-ই শরীর', 'জীব এক, শরীর অন্য', 'মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম হয়', 'মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম হয় না', 'মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম একাধারে হয় এবং হয় না, মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম হয় না, এবং উহা যে হয় না তাহাও নহে,' পোট্‌ঠপাদ, আমি যাহা অনিশ্চিত ঘোষণা করিয়াছি তাহা এই সকল।

'পোট্‌ঠপাদ, কী কারণে আমি ওই সকল অনিশ্চিত ঘোষণা করিয়াছি? পোট্‌ঠপাদ, যেহেতু উহা অর্থ-সংহিত নহে, ধর্ম-সংহিত নহে, সর্বোচ্চ ব্রহ্মচর্যের অনুকূলে নহে; নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণের অনুকূলে নহে। এই কারণে আমি উহা অনিশ্চিত ঘোষণা করিয়াছি।

'পোট্‌ঠপাদ, যে-সকল বিষয় নিশ্চিত, আমি এইরূপ বিজ্ঞাপিত করিয়াছি, ওই সকল কী? 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখের উৎপত্তি', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখনিরোধগামিনী মার্গ'; পোট্‌ঠপাদ, এই সকল বিষয় নিশ্চিত, আমি এইরূপ বিজ্ঞাপিত করিয়াছি।

'পোট্‌ঠপাদ, কী কারণে আমি ওই সকল নিশ্চিত এইরূপ বিজ্ঞাপিত করিয়াছি? যেহেতু উহা অর্থ-সংহিত, ধর্ম-সংহিত, সর্বোচ্চ ব্রহ্মচর্যের অনুকূল, নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণের অনুকূল। এই কারণে উহা নিশ্চিত আমি এইরূপ বিজ্ঞাপিত করিয়াছি।

৩৪. 'পোট্‌ঠপাদ, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ

মতাবলম্বী, এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন : 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং অরোগ হইয়া থাকে।' আমি তাঁহাদের নিকট গিয়া কহি : 'আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি সত্যই এইরূপ মতাবলম্বী, এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং অরোগ হইয়া থাকে?' উত্তরে তাঁহারা সম্মতি জ্ঞাপন করেন। আমি তাঁহাদিগকে এইরূপ কহি : 'আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি একান্ত সুখসম্পন্ন লোক জানিয়া ও দেখিয়া বিহার করেন?' এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা 'না' এইরূপ উত্তর দিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে কহি : 'আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি এক রাত্রি অথবা এক দিবস, কিম্বা অর্ধ রাত্রি অথবা অর্ধ দিবসের জন্য আপনাদিগকে একান্ত সুখী অনুভব করিয়াছেন?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা 'না' বলিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে কহি : 'আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি এমন কোনো মার্গ, কোনো প্রতিপদ জানেন যাহা দ্বারা একান্ত সুখময় জগতের সাক্ষাৎকার হয়?' তাঁহারা 'না' এইরূপ উত্তর দিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে কহি : 'আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি একান্ত সুখময় জগতে পুনরুৎপন্ন দেবতাদিগকে বলিতে শুনিয়াছেন—'মারিষ, একান্ত সুখময় লোক প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সুপ্রতিপন্ন হউন আমরা ওইরূপেই একান্ত সুখময় লোক প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সুপ্রতিপন্ন হউন। আমরা ওই রূপেই একান্ত সুখময় লোক প্রাপ্ত হইয়াছি'।' এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা 'না' বলিয়া থাকেন। পোট্‌ঠপাদ, তুমি কীরূপ মনে করো? এরূপ হইলে ওই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণের বাক্য কি ভিত্তিহীন নহে?'

৩৫. যেরূপ কোনো পুরুষ বলিল, 'আমি এই জনপদের জনপদকল্যাণীকে অভিলাষ করি, কামনা করি।' জনগণ তাহাকে বলিল, হে পুরুষ, যে জনপদকল্যাণীকে তুমি অভিলাষ করো, কামনা করো, সেই জনপদকল্যাণী ক্ষত্রিয়া, কিম্বা ব্রাহ্মণী, কিম্বা বৈশ্যা, কিম্বা শূদ্রাণী, তাহা কি তুমি জান?' এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া পুরুষটি বলিল, 'না'।

'জনগণ তাহাকে বলিল, 'হে পুরুষ, যে জনপদকল্যাণীকে তুমি অভিলাষ করো, কামনা করো, সেই জনপদকল্যাণী এই নাম অথবা এই গোত্রবিশিষ্ট, দীর্ঘ, হ্রস্ব অথবা মধ্যমাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণা, শ্যামবর্ণা অথবা মদগুর বর্ণা, অমুক গ্রাম নিগম অথবা নগরবাসিনী, তাহা কি তুমি জান?

'এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পুরুষটি বলিল, 'না'।

'জনগণ তাহাকে বলিল, 'হে পুরুষ, যাহাকে তুমি জান না এবং দেখ নাই তাহাকে তুমি অভিলাষ করো, কামনা করো?'

'পুরুষটি বলিল, 'হাঁ'।

'পোট্ঠপাদ, তুমি কীরূপ মনে করো? এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য কি ভিত্তিহীন নহে?'

অবশ্যই ভন্তে, এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য ভিত্তিহীন।

৩৬. পোট্ঠপাদ, এইরূপই যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন : 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং অরোগ হইয়া থাকে,' আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া কহি : 'আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি সত্যই ওইরূপ মত পোষণ করেন?' উত্তরে তাঁহারা সম্মতি জ্ঞাপন করেন। আমি তাহাদিগকে কহি : 'আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি একান্ত সুখের লোক জানিয়া ও দেখিয়া বিহার করেন?' উত্তরে তাঁহারা 'না' বলিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে কহি... নহে? [পদচ্ছেদ সংখ্যা ৩৪ দ্রষ্টব্য]

'অবশ্যই ভন্তে, এরূপ হইলে ওই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণের বাক্য ভিত্তিহীন।'

৩৭. 'পোট্ঠপাদ, কোনো পুরুষ প্রাসাদে আরোহণার্থ চতুর্মহাপথে সোপানশ্রেণি নির্মাণ করিল। জনগণ তাহাকে বলিল, 'হে পুরুষ, যে প্রাসাদে আরোহণার্থ তুমি সোপান নির্মাণ করিতেছ, উহা পশ্চিমদিকে কিম্বা পূর্বদিকে কিম্বা উত্তর দিকে কিম্বা দক্ষিণ দিকে, উহা উচ্চ, নিচ কিংবা মধ্যমাকৃতি বিশিষ্ট, তাহা তুমি জান কি?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সে বলিল, 'না'। জনগণ তাহাকে বলিল, 'হে পুরুষ, যাহা তুমি জান না এবং দেখ নাই, সেই প্রাসাদে আরোহণার্থ তুমি সোপান নির্মাণ করিতেছ? এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সে বলিল, 'না'। পোট্ঠপাদ তুমি কীরূপ মনে করো?' এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য কি ভিত্তিহীন নহে?'

'অবশ্যই ভন্তে, এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য ভিত্তিহীন।'

৩৮. 'এইরূপই পোট্ঠপাদ, যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন 'মরণান্তে আত্মা একান্ত সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়' আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া কহি : 'আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি সত্যই ওইরূপ বলিয়া থাকেন?' তাঁহারা উত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। আমি উহাদিগকে কহি : 'আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি একান্ত সুখময় লোক জানিয়া ও দেখিয়া বিহার করেন?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা বলিলেন 'না'। আমি তাহাদিগকে কহি : ... ভিত্তিহীন নহে? (পদচ্ছেদ সংখ্যা ৩৪ দ্রষ্টব্য)।

'অবশ্যই ভন্তে, এরূপ হইলে ওই সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণের বাক্য ভিত্তিহীন।'

৩৯. 'পোট্ঠপাদ, শরীর গ্রহণ ত্রিবিধ—স্থূল-শরীর গ্রহণ, মনোময় শরীর গ্রহণ এবং অরূপ-শরীর গ্রহণ। পোট্ঠপাদ স্থূল-শরীর কী? উহা রূপী, চাতুর্মহাভূতিক, কবলিঙ্কার আহার-ভোজী। মনোময় শরীর কী? উহা রূপী,

মনোময়, সর্বাঙ্গ প্রত্যক্ষ সর্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন। অরূপ-শরীর কী? উহা অরূপ, সংজ্ঞামায়।

৪০. 'পোট্ঠপাদ, স্থূল-শরীর পরিগ্রহণের নিবারণার্থ আমি উপদেশ দান করিতেছি, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে তোমাদিগের সংক্লেশিক ধর্মসমূহ দূরীভূত হইবে, শোধক ধর্মসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, এই জন্মেই তোমরা প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা ও বিপুলতা স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া বিহার করিবে। পোট্ঠপাদ, হয়তো তোমার মনে হইবে : 'সংক্লেশিক ধর্ম দূরীভূত হইবে, শোধক ধর্ম পরিবর্ধিত হইবে, এই জন্মেই প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা ও বিপুলতা স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া বিহার সম্ভব হইবে; কিন্তু ওই প্রকার অবস্থান দুঃখ।' পোট্ঠপাদ, সেরূপ মনে করিও না। ওই অবস্থায় উপনীত হইলে প্রমোদ্য, প্রীতি, শান্তি, স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান এবং সুখবিহার লাভ হইবে।

৪১. পোট্ঠপাদ, মনোময় শরীর পরিগ্রহণের নিবারণার্থও আমি উপদেশ দান করিতেছি, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে তোমাদিগের... সুখবিহার লাভ হইবে। [৪০ নং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]

৪২. 'পোট্ঠপাদ অরূপ-শরীর গ্রহণের নিবারণার্থও আমি উপদেশ দান করিতেছি, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে তোমাদিগের... সুখবিহার লাভ হইবে।

৪৩. 'পোট্ঠপাদ অপরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে : 'যে স্থূল-শরীর পরিগ্রহের নিবারণার্থ আপনি ধর্মোপদেশ দান করেন। যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে সংক্লেশিক ধর্মসমূহ দূরীভূত হয়, শোধক ধর্মসমূহ পরিবর্ধিত হয়, এই জন্মেই প্রজ্ঞার পূর্ণতা ও বিপুলতা স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া বিহার সম্ভব হয়, হে আবুসো! ওই স্থূল-শরীর কী?' এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে আমি বলিব : 'এই শরীরই সেই স্থূল-শরীর যাহার পরিগ্রহের নিবারণার্থ আমি উপদেশ দান করি, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে সংক্লেশিক ধর্মসমূহ দূরীভূত হয়... সম্ভয় হয়।'

৪৪. 'পোট্ঠপাদ অপরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে :

'যে মনোময় শরীরের নিবারণার্থ আপনি উপদেশ দান করেন, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে... সম্ভব হয়, হে আবুসো, ওই মনোময় শরীর কী?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে আমি বলিব, 'ইহাই সেই মনোময় শরীর যাহার নিবারণার্থ আমি উপদেশ দান করি, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে... সম্ভব হয়।'

৪৫. 'পোট্ঠপাদ অপরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে :

'যে অরূপ-শরীরের নিবারণার্থ আপনি উপদেশ দান করেন, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে... সম্ভব হয়, হে আবুসো, ওই অরূপ-শরীর কী?' এইরূপে

জিজ্ঞাসিত হইলে আমি বলিব, ‘ইহাই সেই অরূপ-শরীর যাহার নিবারণার্থ আমি উপদেশ দান করি, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে... সম্ভব হয়।’

‘পোট্ঠপাদ, তুমি কীরূপ মনে করো? এরূপ হইলে কথিত বাক্য কি সুপ্রতিষ্ঠিত নহে?’

‘অবশ্যই ভন্তে, ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত।

৪৬. ‘পোট্ঠপাদ, কোনো পুরুষ প্রাসাদে আরোহণার্থ উহার নিম্নদেশে সোপান নির্মাণ করিল। জনগণ তাহাকে বলিল, ‘হে পুরুষ, যে প্রাসাদে আরোহণার্থ তুমি সোপান নির্মাণ করিতেছ, ওই প্রাসাদ পূর্বে অথবা দক্ষিণে অথবা পশ্চিমে অথবা উত্তরে, উহা উচ্চ বা নীচ বা মধ্যমাকৃতিবিশিষ্ট, তাহা তুমি জান কি?’ সে উত্তর করিল, ‘ইহাই সেই প্রাসাদ যাহাতে আরোহণার্থ উহার নিম্নে আমি সোপান নির্মাণ করিতেছি।’ পোট্ঠপাদ, তুমি কীরূপ মনে করো? এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য কি সুপ্রতিষ্ঠিত নহে?

‘অবশ্যই ভন্তে, এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য সুপ্রতিষ্ঠিত।’

৪৭. ‘এইরূপেই, পোট্ঠপাদ, অপরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে :

‘যে স্থূল... সম্ভব হয়।’ (৫৩-৪৫) নং পদচ্ছেদ পুনরাবৃত্ত হইয়াছে)

‘পোট্ঠপাদ, তুমি কীরূপ মনে করো? এরূপ হইলে কথিত বাক্য কি সুপ্রতিষ্ঠিত নহে?’

‘অবশ্যই ভন্তে, ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত।’

৪৮. এইরূপ কথিত হইলে হস্তী-আচার্য পুত্র চিত্ত ভগবানকে বলিলেন :

‘ভন্তে, যখন স্থূল-শরীর পরিগ্রহ হয়, তখন মনোময় শরীর পরিগ্রহ এবং অরূপ-শরীর পরিগ্রহ মিথ্যা হয়। তখন স্থূল-শরীর পরিগ্রহই পুরুষের পক্ষে সত্য হয়। যখন মনোময় শরীর পরিগ্রহ হয়, তখন স্থূল-শরীর পরিগ্রহ মিথ্যা হয়, অরূপ-শরীর পরিগ্রহ মিথ্যা হয়। মনোময় শরীর পরিগ্রহই তখন পুরুষের পক্ষে সত্য হয়। যখন অরূপ-শরীর পরিগ্রহ হয়, তখন স্থূল-শরীর পরিগ্রহ মিথ্যা হয়, মনোময় শরীর পরিগ্রহ মিথ্যা হয়; তখন অরূপ-শরীর পরিগ্রহই পুরুষের পক্ষে সত্য হয়।’

৪৯. ‘চিত্ত, যে সময় স্থূল-শরীর পরিগ্রহ হয়, এই সময় উহা মনোময় শরীর পরিগ্রহের স্তরভুক্ত হয় না, অরূপ-শরীর পরিগ্রহের স্তরভুক্ত হয় না। উহা তখন স্থূল-শরীর পরিগ্রহরূপেই জ্ঞাত হয়। সে সময় মনোময় শরীর পরিগ্রহ হয়, ওই সময় উহা স্থূল-শরীর পরিগ্রহের স্তরভুক্ত হয় না, অরূপ-শরীর পরিগ্রহের স্তরভুক্ত হয় না। উহা তখন মনোময় শরীর পরিগ্রহরূপেই জ্ঞাত হয়। যে সময় অরূপ-শরীর পরিগ্রহ হয়, ওই সময় উহা স্থূল-শরীর

পরিগ্রহের স্তরভুক্ত হয় না, মনোময় শরীরের স্তরভুক্ত হয় না। উহা তখন অরূপ-শরীর পরিগ্রহরূপেই জ্ঞাত হয়। চিত্ত, যদি তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে : 'তুমি অতীতে ছিলে কি না? ভবিষ্যতে তুমি হইবে কি না? তুমি এখন আছ কি না?' চিত্ত, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে তুমি কী উত্তর দিবে?'

ভন্তে, এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে আমি এইরূপ বলিব , 'আমি অতীতে ছিলাম, আমি যে ছিলাম না তাহা নহে, আমি ভবিষ্যতে হইব, আমি যে হইব না তাহা নহে; এক্ষণে আমি আছি, আমি যে নাই তাহা নহে।'

৫০. 'চিত্ত, যদি তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে : 'তোমার যে অতীতের শরীর গ্রহণ, তাহাই কি সত্য? ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান শরীর গ্রহণ মিথ্যা? তোমার যে ভবিষ্যৎ শরীর পরিগ্রহ, তাহা কি সত্য? অতীত এবং বর্তমান শরীর গ্রহণ মিথ্যা? তোমার যে এই ক্ষণকার বর্তমান শরীর পরিগ্রহ, তাহাই কি সত্য? অতীত এবং ভবিষ্যৎ শরীর পরিগ্রহ মিথ্যা?' চিত্ত, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে তুমি কী উত্তর দিবে?'

'ভন্তে, এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে আমি বলিব, 'আমার যে অতীতের শরীর পরিগ্রহ, তাহা যে সময় আমি ছিলাম, ওই সময় সত্য ছিল, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান শরীর পরিগ্রহ মিথ্যা ছিল। আমার যে ভবিষ্যৎ শরীর পরিগ্রহ, তাহা যে সময় আমি হইব, ওই সময় সত্য হইবে, অতীত এবং বর্তমান শরীর পরিগ্রহ মিথ্যা হইবে। আমার যে এই ক্ষণকার বর্তমান শরীর পরিগ্রহ উহাই এক্ষণে সত্য। অতীত ও ভবিষ্যৎ শরীর পরিগ্রহ মিথ্যা।' আমি এইরূপেই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিব।'

৫১. 'এইরূপেই, চিত্ত, যখন উক্ত ত্রিবিধ শরীর পরিগ্রহের কোনো একটি চলিতেছে, তখন উহা অপর দুইটির কোনোটিরই স্তরভুক্ত হয় না।

৫২. 'চিত্ত, যেরূপ গাভী হইতে দুধ, দুধ হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড; যে সময় দুগ্ধ থাকে, ওই সময় উহা দধিও নহে, নবনীতও নহে, ঘৃতও নহে, ঘৃতমণ্ডও নহে, ওই সময় দুগ্ধই উহার সংজ্ঞা। যে সময় দধি হয়... নবনীত হয়... ঘৃত হয়... ঘৃতমণ্ড হয় তখন উহা দুগ্ধ পদবাচ্য নহে, দধি পদবাচ্য নহে, নবনীত পদবাচ্য নহে, ঘৃত পদবাচ্য নহে, তখন ঘৃতমণ্ডই উহার সংজ্ঞা।

৫৩. এইরূপেই, চিত্ত, যখন উক্ত ত্রিবিধ শরীর পরিগ্রহের কোনো একটি চলিতেছে, তখন উহা অপর দুইটির কোনোটিরই সংজ্ঞাভুক্ত হয় না। চিত্ত, এই সকল লৌকিক সংজ্ঞা, লৌকিক নিরুক্তি, লৌকিক ব্যবহার, লৌকিক প্রজ্ঞপ্তি। তথাগত নির্লিপ্ত হইয়া উহাদের ব্যবহার করেন।'

৫৪. এইরূপ উক্ত হইলে পোট্‌ঠপাদ পরিব্রাজক ভগবানকে বলিলেন, ‘ভন্তে, অতি উত্তম, অতি উত্তম। যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপই ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। ভন্তে, আমি ভগবানের শরণ লইতেছি। ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘের শরণ লইতেছি। অদ্য হইতে জীবনের অন্তকাল পর্যন্ত ভগবান আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।’

৫৫. কিন্তু হস্তী আচার্যপুত্র চিত্ত ভগবানকে বলিলেন :

‘ভন্তে, অতি উত্তম... শরণ লইতেছি। আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লইবার বাসনা করি।’

৫৬. হস্তী আচার্যপুত্র চিত্ত ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন। অতঃপর নবদীক্ষিত আয়ুষ্মান হস্তী আচার্যপুত্র চিত্ত নির্জনবাসী, অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়সংকল্প হইয়া অনতিবিলম্বে যথার্থ পথাবলম্বী কুলপুত্রগণ যে সম্পদ লাভের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যার আশ্রয় করেন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া এই জীবনেই উহার পূর্ণতা সাধন করিলেন : ‘জন্মের ধ্বংস হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য সম্পাদিত হইয়াছে, কর্তব্য সম্পন্ন হইয়াছে, এই জীবনে করণীয় আর কিছুই নাই,’ ইহা জ্ঞাত হইয়া আয়ুষ্মান চিত্ত অর্হৎদিগের অন্যতম হইলেন।

[পোট্‌ঠপাদ সূত্র সমাপ্ত]

শুভ সূত্রের পূর্বাভাষ

এই সূত্রে এবং শ্রামণ্যফল সূত্রে বিশেষ কোনো প্রভেদ নাই। পার্থক্য এই মাত্র যে, শ্রামণ্যফল সূত্রে উক্ত শ্রামণ্যের ফলরূপ মানসিক অবস্থাগুলি বর্তমান সূত্রে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া শীলস্কন্ধ, সমাধিস্কন্ধ এবং প্রজ্ঞাস্কন্ধ কথিত হইয়াছে।

বর্তমান সূত্র হইতে দৃষ্ট হইবে যে, পূর্বোক্ত চারি ধ্যান (প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান) সমাধির অন্তর্গত। কিন্তু ওই চারি ধ্যান ব্যতীত অপরাপর গুণও সমাধির অন্তর্গত; যথা :

ইন্দ্রিয়-দ্বারসমূহের রক্ষণ;

স্মৃতি ও ধৃতি;

সন্তুষ্টি;

চিত্তের পঞ্চ নীবরণের পরিহার।

ধ্যান ও সমাধির মধ্যে যে সম্বন্ধ, প্রধানত তাহাই প্রদর্শনের জন্য বর্তমান সূত্র একটি পৃথক সূত্ররূপে সংগৃহীত হইয়াছে।

১০. শুভ সূত্র

১. আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। ভগবানের পরিনির্বাণের অল্পকাল পরে কোনো সময় আয়ুষ্মান আনন্দ শ্রাবস্তীস্থিত অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। ওই সময় তোদেয়্য[১]পুত্র তরুণ শুভ কর্মবশত শ্রাবস্তীতে বাস করিতেছিলেন।

২. তরুণ শুভ অপর এক যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

'এস, যুবক, শ্রমণ আনন্দের নিকট গমন করিয়া আমার নামে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিও এবং কৃপাপূর্বক আমার গৃহে আসিবার জন্য তাঁহাকে বলিও।'

৩. যুবক উত্তরে 'উত্তম' বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট গমনপূর্বক তাঁহার সহিত চিত্তরঞ্জক প্রীত্যালাপান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। এইরূপে উপবিষ্ট হইয়া যুবক আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন :

'তোদেয়-পুত্র তরুণ শুভ পূজ্য আনন্দের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং কৃপাপূর্বক তাঁহার গৃহে আগমনের জন্য আনন্দকে অনুরোধ করিয়াছেন।'

---

[১]। তুদি নামক স্থানের অধিবাসী। ওইস্থান শ্রাবস্তীর নিকটে স্থিত। উহা এক্ষণে নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত।

৪. এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ সেই যুবককে বলিলেন :

'হে যুবক, এখন সময় নয়, আজ আমি ওষুধ সেবন করিয়াছি। অবস্থা এবং অবসর বুঝিয়া আগামীকল্য আমার যাওয়া সম্ভব হইতে পারে।'

তদনন্তর সেই যুবক আসন হইতে উত্থানপূর্বক শুভের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে সমস্ত বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে আনন্দ যাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাই পর্যাপ্ত, কারণ তিনি আগামী দিবসে আসিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

৫. অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ সেই রাত্রির অবসানে প্রাতঃকালীন বস্ত্র পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর গ্রহণপূর্বক চেতিয় দেশাগত জনৈক ভিক্ষুকে পশ্চাৎ শ্রমণরূপে সমভিব্যাহারে লইয়া শুভের আবাসে গমন করিলেন ও তথায় নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। শুভ তাঁহার সমীপে আগত হইয়া তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপব্যঞ্জক বাক্যের বিনিময়ান্তে একপ্রান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন :

'আনন্দ, আপনি দীর্ঘকাল গৌতমের সেবা করিয়াছেন, অনুক্ষণ তাঁহার নিকটে অবস্থান করিয়াছেন, সর্বদা তাঁহার সঙ্গ অনুসরণ করিয়াছেন। ভগবান গৌতম যে ধর্মের প্রশংসা করিতেন, যাহা আশ্রয় করিবার জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট করাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন, পূজ্য আনন্দ সেই ধর্ম জ্ঞাত আছেন। আনন্দ, ওই ধর্ম কী?'

শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা

৬. 'হে যুবক, ভগবান তিন ধর্মস্কন্ধের প্রশংসা করিতেন, যাহা আশ্রয় করিবার জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট করাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন। ওই তিন স্কন্ধ কী কী? আর্য শীলস্কন্ধ, আর্য সমাধিস্কন্ধ, আর্য প্রজ্ঞাস্কন্ধ। হে যুবক, ভগবান এই তিন স্কন্ধের প্রশংসাবাদী ছিলেন, যাহা আশ্রয় করিবার জন্য তিনি জনগণকে... প্রতিষ্ঠিত করিতেন।'

'আনন্দ, পূজ্য গৌতম প্রশংসিত ওই আর্য শীলস্কন্ধ কী?'

৭. 'হে যুবক, মনে করো জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ... হে যুবক, ভিক্ষু এইরূপেই শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন। [শ্রামণ্যফল সূত্রের পদচ্ছেদ সংখ্যা ৪০-৬৩ দ্রষ্টব্য।]

৮. 'হে যুবক, ইহাই ভগবান প্রশংসিত আর্য শীলস্কন্ধ, যাহা আশ্রয়

করিবার জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট করাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন। কিন্তু ইহার পরও করণীয় আছে।'

'হে আনন্দ, আশ্চর্য! হে আনন্দ, অদ্ভুত! হে আনন্দ, এই আর্য শীলস্কন্ধ পরিপূর্ণ, অপরিপূর্ণ নহে; এরূপ পরিপূর্ণ শীলস্কন্ধ আমি এই ধর্মের বাহিরে অন্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণের মধ্যে দেখি না। হে আনন্দ, এইরূপ পরিপূর্ণ আর্য শীলস্কন্ধ যদি এই ধর্মের বাহিরে অন্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক আপনার মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহারা উহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন : 'ইহাই পর্যাপ্ত, যাহা সম্পাদন করিয়াছি তাহাতেই শ্রামণ্যের লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছি, অপর কিছুই করণীয় নাই; অথচ আনন্দ বলিতেছেন : 'ইহার পরও করণীয় আছে।'

[শুভ সূত্রের প্রথম ভাণবার সমাপ্ত]

২.১. 'হে আনন্দ, ভগবান প্রশংসিত সেই আর্য সমাধিস্কন্ধ কী? যাহা আশ্রয় করিবার জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট করাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন?

'হে যুবক, ভিক্ষু কী প্রকারে রক্ষিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন?... তাঁহার দেহের কোনো অংশই বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না। [শ্রামণ্যফল সূত্রের পদচ্ছেদ সংখ্যা ৬৪-৭৬ দ্রষ্টব্য]

২. 'হে যুবক, ভিক্ষু যখন কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন, তখন তিনি এই দেহকে বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বারা প্লাবিত করেন, সিক্ত করেন, পরিপূর্ণ করেন, পরিস্ফুরিত করেন, তাঁহার দেহের কোনো অংশই বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না। ইহাই সমাধিস্কন্ধ।

৩. 'পুনশ্চ, যুবক, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের... অব্যাপ্ত থাকে না। [শ্রামণ্যফল সূত্রের পদচ্ছেদ সংখ্যা ৭৭-৭৮]... ইহাও সমাধিস্কন্ধ।

৪. 'পুনশ্চ, যুবক, ভিক্ষু প্রীতিতেও বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া উপেক্ষাসম্পন্ন... অব্যাপ্ত থাকে না। [শ্রামণ্যফল সূত্রের পদচ্ছেদ সংখ্যা ৭৯-৮২]... ইহাও সমাধিস্কন্ধ।

৫. 'হে যুবক, ইহাই সেই আর্য সমাধিস্কন্ধ যাহা ভগবান কর্তৃক প্রশংসিত, যাহা আশ্রয় করিবার জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট করাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন। কিন্তু ইহার পরও করণীয় আছে।

'হে আনন্দ, আশ্চর্য! অদ্ভুত! ওই আর্য শীলস্কন্ধ পরিপূর্ণ... ইহার পরও করণীয় আছে।'

৬. পরন্তু, হে আনন্দ, সেই আর্য প্রজ্ঞাস্কন্ধ কি যাহা ভগবান কর্তৃক প্রশংসিত হইত, যাহা আশ্রয় করিবার জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট করাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন?'

'এইরূপে চিত্তের সেই সমাহিত, পরিশুদ্ধ, পর্যাবদাত... প্রতিবদ্ধ। (শ্রামণ্যফল সূত্র পদচ্ছেদ সংখ্যা ৮৩, ৮৪)

৭. 'হে যুবক, ভিক্ষু যখন চিত্তের সেই সমাহিত, পরিশুদ্ধ, পর্যাবদাত, অনঙ্গন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত, অনেক অবস্থায় জ্ঞানদর্শনের অভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন, তখন তিনি এই জ্ঞান লাভ করেন :

'আমার এই কায়... প্রতিবদ্ধ।' [শ্রামণ্যফল সূত্র পদচ্ছেদ সংখ্যা ৮৩ দ্রষ্টব্য] ইহা প্রজ্ঞা।

৮. 'এইরূপে চিত্তের সেই সমাহিত... সর্বেন্দ্রিয়যুক্ত কায় নির্মাণ করেন। [শ্রামণ্যফল সূত্র পদচ্ছেদ নং ৮৫ দ্রষ্টব্য) ইহাও প্রজ্ঞা।

৯. 'চিত্তের সেই সমাহিত... পুনর্জন্ম আর নাই, ইহা তিনি জানিতে পারেন। [শ্রামণ্যফল সূত্র পদচ্ছেদ সংখ্যা ৮৭-৯৮] ইহাও প্রজ্ঞা।

১০. 'হে যুবক, ইহাই সেই আর্য প্রজ্ঞাস্কন্ধ, যাহা ভগবান কর্তৃক প্রশংসিত, যাহা আশ্রয় করিবার জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট করাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন। ইহার পর করণীয় আর কিছুই নাই।'

'হে আনন্দ, আশ্চর্য! হে আনন্দ, অদ্ভুত! হে আনন্দ, এই আর্য প্রজ্ঞাস্কন্ধ পরিপূর্ণ, অপরিপূর্ণ নহে, হে আনন্দ এইরূপ পরিপূর্ণ আর্য প্রজ্ঞাস্কন্ধ আমি এই ধর্মের বাহিরে অন্য শ্রমণ ব্রাহ্মণের মধ্যে দেখি না। ইহার পর করণীয় আর কিছুই নাই। হে আনন্দ, উত্তম! উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেরূপই পূজ্য আনন্দ অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। হে আনন্দ, আমি ভগবান গৌতমের শরণ লইতেছি, ধর্মের শরণ লইতেছি, ভিক্ষুসংঘের শরণ লইতেছি। অদ্য হইতে জীবনের অন্তকাল পর্যন্ত পূজ্য আনন্দ আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।'

[শুভ সূত্র সমাপ্ত]

কেবদ্ধ সূত্রের পূর্বাভাষ

এই সূত্রে অলৌকিক ঘটনার উৎপাদন-শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বুদ্ধকে অলৌকিক অদ্ভুত ঘনটা প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হইলে বুদ্ধ উত্তর করিলেন যে, ওই সকল শক্তির কোনো মূল্য নাই। গান্ধারী, মণিক ইত্যাদি বিদ্যার দ্বারা যেকোনো পুরুষের পক্ষে ওই সকল শক্তি লাভ সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যে শিক্ষা দ্বারা পুরুষ উচ্চ হইতে উচ্চতর মার্গে গমন করিয়া অর্হতে পরিণত হয়, ওই শিক্ষা অপেক্ষা বৃহত্তর বিস্ময় আর নাই।

এই প্রসঙ্গে বুদ্ধ একটি আখ্যান বিবৃত করিলেন। একজন ভিক্ষু ঋদ্ধিবলে স্বর্গ হইতে স্বর্গান্তরে গমনপূর্বক বিভিন্ন দেবগণকে প্রশ্ন করিলেন :

> চারি মহাভূত—পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু,
> বায়ুধাতু, কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়?

দেবতাগণের কেহই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। মহাব্রহ্মা সর্বশেষে ভিক্ষুকে বলিলেন, একমাত্র বুদ্ধই তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম। ভিক্ষু তখন বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহাকে ওই প্রশ্ন করিলেন। বুদ্ধ ওই প্রশ্নের মীমাংসাকালে প্রথমে বলিলেন, প্রশ্নটি এইরূপভাবে করা উচিত :

> চারি মহাভূত কোথায় স্থিত হয় না?
> নাম ও রূপ কোথায় নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়?

উত্তর হইল :

> যে বিজ্ঞান অনিদর্শন, অনন্ত আপধাতু, পৃথিবীধাতু, তেজ
> ও বায়ুধাতু তাহাতে স্থিত হয় না।
> এই স্থানেই নাম ও রূপ নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়, বিজ্ঞানের
> নিরোধে ইহারাও বিলুপ্ত হয়।

অর্হতের বিজ্ঞানই ওই বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের নিরোধের সহিত চারি মহাভূতসহ পুরুষেরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

'বন্ধুগণ, আমি তোমাদিগকে সত্যই বলিতেছি—নশ্বর, চারি হস্ত পরিমিত কিন্তু আত্মবোধী ও মনসংযুক্ত এই যে দেহ ইহারই মধ্যে জগৎ স্থিত, ইহারই মধ্যে উহার বৃদ্ধি ও ক্ষয় এবং ইহাতেই উহার বিলুপ্তি।' (অঙ্গুত্তরনিকায়) উপযুক্ত আখ্যানের মর্ম এই যে, প্রথমত দেবতাগণের উপর নির্ভর করা ভ্রম, দ্বিতীয়ত ঋদ্ধিবল অকিঞ্চিৎকর।

১১. কেবদ্ধ সূত্র

১. আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। একসময় ভগবান নালন্দায় পাবারিকের আম্রবনে অবস্থান করিতেছিলেন। ওই সময় গৃহপতি পুত্র কেবদ্ধ ভগবানের সমীপে উপগত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরে কেবদ্ধ ভগবানকে বলিলেন :

'ভন্তে, এই নালন্দা সমৃদ্ধিশালী, ঐশ্বর্য এবং ভগবানে অনুরক্ত জনবহুল। ভগবান কৃপাপূর্বক অলৌকিক ঋদ্ধি প্রদর্শনের জন্য কোনো ভিক্ষুকে আদেশ করুন। এইরূপ করিলে নালন্দা অধিকতররূপে ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হইবে।'

এইরূপ উক্ত হইলে ভগবান গৃহপতিপুত্র কেবদ্ধকে বলিলেন, 'কেবদ্ধ আমি ভিক্ষুদিগকে এরূপ ধর্মোপদেশ দিই না—'ভিক্ষুগণ, তোমরা শুভ্র বসন পরিহিত গৃহীদিগের নিকট ঋদ্ধি প্রদর্শন করো।'

২. দ্বিতীয়বার কেবদ্ধ ভগবানকে বলিলেন :

'ভগবানের বিরক্তির উৎপাদন আমার ইচ্ছা নহে, কিন্তু আমি বলিতেছি—'এই নালন্দা সমৃদ্ধিশালী... অনুরক্ত হইবে।'

দ্বিতীয়বারও ভগবান কেবদ্ধকে পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলেন।

৩. তৃতীয়বার কেবদ্ধ ভগবানকে পূর্বের ন্যায় অনুরোধ করিলেন। 'কেবদ্ধ, ত্রিবিধ প্রতিহার্য আছে যাহা স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া আমি প্রকাশ করিয়াছি। ওই তিন প্রতিহার্য কী কী? ঋদ্ধি প্রতিহার্য, আদেশনা প্রতিহার্য, অনুশাসনী প্রতিহার্য।

৪. 'কেবদ্ধ, ঋদ্ধি প্রতিহার্য কী? ভিক্ষু অনেকবিধ ঋদ্ধিসম্পন্ন হন—এক হইয়াও বহুতে পরিণত হন, বহু হইয়াও একে পরিণত হন। তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, আকাশে গমনের ন্যায় তিনি ভিত্তি, প্রাকার ও পর্বতের অপর পারে অবাধে গমন করেন; জলে উন্মুজ্জন নিমজ্জনের ন্যায় ভূমিতেও উন্মুজ্জন-নিমজ্জন করেন; ভূমিতে গমনের ন্যায় জলতল ভেদ না করিয়া জলের উপর গমন করেন, পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া পক্ষীর ন্যায় আকাশে ভ্রমণ করেন, মহাপরাক্রমশালী মহাবল চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করেন, পরিমর্দন করেন, সশরীরে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গমন করেন। কোনো শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি ভিক্ষুকে ওই সকল ঋদ্ধি প্রদর্শন করিতে দেখিলেন।

৫. সেই শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি ঘটনাটি কোনো এক শ্রদ্ধাহীন প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিলেন :

"আশ্চর্য, অদ্ভুত, শ্রমণের এই মহাঋদ্ধি, মহাবল। আমি সত্যই সেই

ভিক্ষুকে বহুবিধ ঋদ্ধিসম্পাদন করিতে দেখিলাম; যথা : এক হওয়া ও বহুতে পরিণত হওয়া,... সশরীরে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গমন।' শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিটি তাহাকে বলিল, 'গান্ধারী নামে এক বিদ্যা আছে। উহারই সাহায্যে ভিক্ষু বহুবিধ ঋদ্ধি সম্পাদন করেন। এক হইয়াও বহুতে পরিণত হন... সশরীরে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গমন করেন।' কেবদ্ধ, তুমি কীরূপ মনে করো? সেই শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিটি শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিকে কি এইরূপ বলিতে পারে না?"

'ভন্তে, তাহা সম্ভব।'

'কেবদ্ধ, ঋদ্ধি প্রতিহার্যের এই দোষ দেখিয়া আমি উহাতে বিরক্ত, উহা আমার নিকট লজ্জা ও ঘৃণার বস্তু।

৬. 'কেবদ্ধ, আদেশনা প্রতিহার্য কী? ভিক্ষু সত্ত্বগণের, মনুষ্যগণের, চিত্ত, চেতসিক, বিতর্ক এবং বিচার উদ্ঘাটন করেন : 'এইরূপ তোমার মন, এই এই বিষয়ে তোমার মন মগ্ন, তোমার চিত্ত এই প্রকার।' কোনো শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি ভিক্ষুকে ওই ঋদ্ধি প্রদর্শন করিতে দেখিলেন।

৭. 'সেই শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি ঘটনাটি কোনো এক শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিলেন : 'আশ্চর্য, অদ্ভুত, শ্রমণের এই মহাঋদ্ধি, মহাবল! আমি সত্যই সেই ভিক্ষুকে সত্ত্বগণের মনুষ্যগণের চিত্ত, চেতসিক, বিতর্ক এবং বিচার উদ্ঘাটন করিতে দেখিলাম—'এইরূপ তোমার মন, এই এই বিষয়ে তোমার মন মগ্ন, তোমার চিত্ত এই প্রকার'। শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিটি তাঁহাকে বলিল, 'মণিক নামে এক বিদ্যা আছে। উহারই সাহায্যে ভিক্ষু সত্ত্বগণের মনুষ্যগণের চিত্ত, চেতসিক... এইরূপ তোমার মন, এই এই বিষয়ে তোমার মন মগ্ন, তোমার চিত্ত এই প্রকার।' কেবদ্ধ, তুমি কীরূপ মনে করো? সেই শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিটি শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিকে কি এইরূপ বলিতে পারে না?

'ভন্তে, তাহা সম্ভব।'

'কেবদ্ধ, আদেশনা প্রতিহার্যের এই দোষ দেখিয়া আমি উহাতে বিরক্ত, উহা আমার নিকট লজ্জা ও ঘৃণার বস্তু।

৮. 'কেবদ্ধ, অনুশাসনী প্রতিহার্য কী? ভিক্ষু এইরূপ অনুশাসন করেন : 'এইরূপ বিতর্ক করিবে, এইরূপ বিতর্ক করিবে না; এইরূপ নমস্কার করিবে, এরূপ নমস্কার করিবে না, ইহা পরিহার করিবে, ইহা স্বীকার করিবে'। কেবদ্ধ, ইহাই অনুশাসনী প্রতিহার্য।

৯. 'পুনশ্চ, কেবদ্ধ, জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি অর্হৎ,

সম্যকসম্বুদ্ধ... ইত্যাদি... [শ্রামণ্যফল সূত্র, পদচ্ছেদ সংখ্যা ৪০-৭৪ দ্রষ্টব্য]।

১০. 'আপনাতে এই পঞ্চ নীবরণ প্রহীন... দেখিয়া অব্যাপ্ত থাকে না। [শ্রামণ্যফল সূত্র পদচ্ছেদ সংখ্যা ৭৫]।

১১. 'কেবদ্ধ, যেরূপ কোনো দক্ষ স্নাপক... অব্যাপ্ত থাকে না। (শ্রামণ্যফল সূত্র পদচ্ছেদ সংখ্যা ৭৬) কেবদ্ধ ইহাও অনুশাসনী প্রতিহার্য কথিত হয়।

১২.... চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করেন... । (শ্রামণ্যফল সূত্র পদচ্ছেদ সংখ্যা ৮১-৮২) কেবদ্ধ, ইহাও অনুশাসনী প্রতিহার্য কথিত হয়।

১৩. 'এইরূপে চিত্তের সেই সমাহিত, পরিশুদ্ধ... চিত্তকে নমিত করেন... (শ্রামণ্যফল সূত্র পদচ্ছেদ সংখ্যা ৮৩) কেবদ্ধ, ইহাও অনুশাসনী প্রতিহার্য কথিত হয়।

১৪. '... পুনর্জন্ম আর নাই, ইহা তিনি জানিতে পারেন। (শ্রামণ্যফল সূত্র পদচ্ছেদ সংখ্যা ৯৭) ইহাও অনুশাসনী প্রতিহার্য কথিত হয়।

১৫. 'কেবদ্ধ, এই তিন প্রতিহার্য আমি স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ করিয়াছি। কেবদ্ধ, পূর্বে এই ভিক্ষুসংঘেই জনৈক ভিক্ষুর চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্কের উদয় হইয়াছিল; 'চারি মহাভূত—পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু, বায়ধাতু, কোথাও নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়?' অনন্তর কেবদ্ধ, সেই ভিক্ষু এরূপ সমাধি প্রাপ্ত হইলেন যে চিত্তের ওই সমাহিত অবস্থায় দেবলোকে গমনের মার্গ তাঁহার নিকট প্রকট হইল।

১৬. 'তৎপরে, কেবদ্ধ, ভিক্ষু চাতুর্মহারাজিক দেবগণের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'আবুসো, চারি মহাভূত—পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু, কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়?'

'কেবদ্ধ, এইরূপ কথিত হইলে চাতুর্মহারাজিক দেবগণ সেই ভিক্ষুকে বলিলেন, 'হে ভিক্ষু ওই চারি মহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় তাহা আমরাও জানি না। কিন্তু আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত চারি মহারাজা আছেন। তাঁহারা উক্ত চারি মহাভূতের নিঃশেষ নিরোধের স্থান অবগত হইবেন।'

১৭. 'তৎপরে, কেবদ্ধ, ভিক্ষু সেই চারি মহারাজার নিকট গমনপূর্বক তাঁহাদিগকে পূর্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

'কেবদ্ধ, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই চারি মহারাজা ভিক্ষুকে বলিলেন, 'হে ভিক্ষু ওই চারি মহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় তাহা আমরাও জানি না। কিন্তু, ভিক্ষু, ত্রয়ত্রিংশ দেবগণ আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

ও উন্নত। তাঁহারা উক্ত চারি মহাভূতের নিঃশেষ নিরোধের স্থান অবগত হইবেন।

১৮. 'অনন্তর, কেবদ্ধ, ভিক্ষু ত্রয়ত্রিংশ দেবগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে পূর্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন :

'তাঁহারা ভিক্ষুকে বলিলেন, 'হে ভিক্ষু, ওই চারি মহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় তাহা আমরাও জানি না। কিন্তু দেবরাজ শক্র আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। তিনি উক্ত চারি মহাভূতের নিঃশেষ নিরোধের স্থান অবগত হইবেন।'

১৯. 'কেবদ্ধ, তৎপরে ভিক্ষু দেবরাজ শক্রের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে পূর্ববিধ প্রশ্ন করিলেন। শক্রও প্রশ্নের উত্তর দানে স্বীয় অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া ভিক্ষুকে যাম দেবতাদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন।

২০. 'ভিক্ষু যাম দেবতাদিগের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া ভিক্ষুকে সুযাম দেবপুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন।

২১. 'ভিক্ষু সুযামের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে পূর্বোক্ত প্রশ্ন করিলে তিনিও উত্তর দানে অক্ষম হইয়া ভিক্ষুকে তুষিত দেবগণের নিকট প্রেরণ করিলেন।

২২. 'তদনন্তর, কেবদ্ধ, ভিক্ষু তুষিত দেবগণের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাদিগকে পূর্বোক্ত প্রশ্ন করিলেন।

দেবগণ

'তুষিত দেবগণও জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দানে অক্ষম হইয়া ভিক্ষুকে সন্তুসিত নামক দেবপুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন।

২৩. 'তৎপরে, কেবদ্ধ, ভিক্ষু সন্তুসিত দেবপুত্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে পূর্বোক্ত প্রশ্ন করিলেন। তিনি স্বীয় অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া ভিক্ষুকে নির্মাণরতি দেবগণের নিকট প্রেরণ করিলেন।

২৪. 'ভিক্ষু নির্মাণরতি দেবগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন করিলেন। তাঁহারাও অপর দেবগণের ন্যায় উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া ভিক্ষুকে সুনির্মিত নামক দেবপুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন।

২৫. 'তৎপরে ভিক্ষু সুনির্মিত দেবপুত্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন করিলেন। তিনিও প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া ভিক্ষুকে পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণের নিকট প্রেরণ করিলেন।

২৬. 'ভিক্ষু পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণের নিকট গমনপূর্বক তথায় পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন করিলেন। তাঁহারা উত্তর দানে অক্ষম হইয়া ভিক্ষুকে বশবর্তী দেবপুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন।

২৭. 'ভিক্ষু বশবর্তী দেবপুত্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে পূর্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

'বশবর্তী দেবপুত্রও স্বীয় অক্ষমতা জানাইয়া ভিক্ষুকে ব্রহ্মকায়িক দেবগণের নিকট প্রেরণ করিলেন।

২৮. 'অতঃপর কেবদ্ধ, সেই ভিক্ষু এরূপ সমাধি প্রাপ্ত হইলেন যে চিত্তের ওই সমাহিত অবস্থায় ব্রহ্মলোকে গমনের মার্গ তাঁহার নিকট প্রকট হইল। তৎপরে ভিক্ষু ব্রহ্মকায়িক দেবগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকট পূর্বোক্ত প্রশ্ন করিলেন।

'সেই দেবগণ প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া ভিক্ষুকে বলিলেন, 'হে ভিক্ষু, ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, যিনি বিজয়ী, অপরাজিত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা আছেন। তিনি আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম হইবেন।

'আবুসো, সেই মহাব্রহ্মা এক্ষণে কোথায়?

'হে ভিক্ষু, সেই ব্রহ্মা যে কোথায় আছেন, কেন আছেন, কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাহা আমরাও অবগত নহি। কিন্তু, ভিক্ষু, যখন নিমিত্ত দৃষ্ট হয়, আলোকের উদ্ভব হয়, আভার বিকাশ হয়, তখন ব্রহ্মা প্রকট হইবেন। জ্ঞানলোকের উদ্ভব এবং আভার বিকাশ ব্রহ্মার প্রকাশের পূর্বলক্ষণ।'

২৯. তদনন্তর, কেবদ্ধ, অচিরে মহাব্রহ্মার আবির্ভাব হইল। ভিক্ষু মহাব্রহ্মার সমীপে গমনপূর্বক তাঁহাকে পূর্বোক্ত প্রশ্ন করিলেন।

মহাব্রহ্মা ভিক্ষুকে বলিলেন, 'হে ভিক্ষু, আমি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, বিজয়ী, অপরাজিত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা শ্রেষ্ঠ-স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা।'

৩০. ভিক্ষু উত্তর বলিলেন, 'আবুসো, আপনি যেরূপভাবে নিজের বর্ণনা করিলেন, ওই বর্ণনা আপনার প্রতি যথার্থই প্রযোজ্য কি না তাহা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি চারি মহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়?'

'মহাব্রহ্মা পুনরায় ভিক্ষুকে পূর্বেরই ন্যায় উত্তর দিলেন।

৩১. 'তৃতীয়বার ভিক্ষু মহাব্রহ্মাকে পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন করিলেন।

'তদনন্তর মহাব্রহ্মা ভিক্ষুর বাহু গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে একপ্রান্তে লইয়া গিয়া বলিলেন, 'হে ভিক্ষু, ব্রহ্মকায়িক দেবগণের ধারণা যে এমন কিছুই নাই যাহা ব্রহ্মার অদৃষ্ট, অবিদিত, অসাক্ষাৎকৃত। সেই হেতু তাহাদিগের সম্মুখে আমি কিছুই কহি নাই। চারি মহাভূতের নিঃশেষ নিরোধের স্থান আমিও অবগত নহি। অতএব হে ভিক্ষু, ইহা তোমারই দোষ, তোমারই অপরাধ, যে তুমি ভগবানের নিকট না গিয়া এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপরের নিকট গমন করিয়াছ। যাও, ভগবানের নিকট গমন করিয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো, তিনি যেরূপ বলিবেন সেইরূপই গ্রহণ করিবে।'

৩২. 'তৎপরে, কেবদ্ধ, সেই ভিক্ষু বলবান পুরুষ যেরূপ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করেন, অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করেন, সেইরূপ ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া আমার নিকট আবির্ভূত হইলেন এবং আমাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : 'ভন্তে, এই চারি মহাভূত—পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু, কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়?'

৩৩. কেবদ্ধ, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি সেই ভিক্ষুকে বলিলাম, 'হে ভিক্ষু পূর্বকালে সামুদ্রিক বণিকগণ তীরদর্শী পক্ষী সঙ্গে লইয়া পোতারোহণে সমুদ্রযাত্রা করিতেন। পোত হইতে তীরভূমি অদৃশ্য হইলে তাঁহারা তীরদর্শী পক্ষী মুক্ত করিতেন। পক্ষী পূর্বদিকে যাইতে, পশ্চিম দিকে যাইত, দক্ষিণ ও উত্তর দিকে যাইত, ঊর্ধ্ব ও অনুদিকে যাইত। যদি কোনো দিকে সে তীর দর্শন করিত, সেই দিকেই যাইত। যদি তীর দর্শন না করিত, পোতে প্রত্যাগমন করিত। এইরূপেই, ভিক্ষু, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত তুমি এই প্রশ্নের উত্তরের অনুসন্ধান করিয়া অকৃতকার্য হইয়া আমারই সমীপে আগমন করিয়াছ। প্রশ্নটি তুমি যেরূপভাবে করিয়াছ সেরূপভাবে করিতে নাই। চারি মহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া তোমার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল : 'আপধাতু, পৃথিবীধাতু, তেজ ও বায়ুধাতু, দীর্ঘ ও হ্রস্ব, অণু ও স্থূল শুভ ও অশুভ কোথায় স্থিত হয় না? নাম ও রূপ কোথায় নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়?'

উহার উত্তর এই : 'যে বিজ্ঞান অনিদর্শন, অনন্ত, যাহা সর্বদিক হইতে সুগম—আপধাতু, পৃথিবীধাতু, তেজ ও বায়ুধাতু, দীর্ঘ ও হ্রস্ব, অণু ও স্থূল,

শুভ অশুভ তাহাতে স্থিত হয় না; এই স্থানেই নাম ও রূপ নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়, বিজ্ঞানের নিরোধে ইহারাও বিলুপ্ত হয়।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন। গৃহপতিপুত্র কেবদ্ধ হৃষ্টমনা হইয়া কথিত বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

[কেবদ্ধ সূত্র সমাপ্ত]

লোহিচ্চ সূত্রের পূর্বাভাষ

এই সূত্রে 'কে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক' সেই সম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ লোহিচ্চ মনে করিতেন কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশল ধর্ম প্রাপ্ত হইলেও তাহা অপরের নিকট প্রকাশ না করাই শ্রেয়। কারণ তাহা নিরর্থক, যেহেতু একে অন্যের কিছুই করিতে পারে না।

বুদ্ধ লোহিচ্চকে তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিয়া ত্রিবিধ নিন্দার্হ শিক্ষকের বর্ণনা করিয়া পরিশেষে জগতে অনিন্দ্য শিক্ষক কে তাহা ব্যাখ্যা করিলেন। যে শিক্ষকের ধর্ম অনুসরণ করিয়া শিক্ষার্থী জ্ঞানের উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণপূর্বক সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভান্তে অবিদ্যামুক্ত হইয়া তাঁহার আর পুনর্জন্ম নাই এইরূপ অনুভূতি লাভ করেন, সেই শিক্ষকই জগতে অনিন্দ্য শিক্ষক।

১২. লোহিচ্চ সূত্র

১. আমি এইরূপ শরণ করিয়াছি। এক সময়ে ভগবান পঞ্চশত ভিক্ষু-সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত কোশল দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে সালবতিকায় উপস্থিত হইলেন। ওই সময় লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ সালবতিকায় বাস করিতেছিলেন। এ জনাকীর্ণ তৃণকাষ্ঠ-উদক-ধান্যসম্পন্ন স্থান রাজদায় ব্রহ্মদেয়রূপে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ কর্তৃক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

২. ওই সময়ে লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছিল : 'কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশলধর্ম প্রাপ্ত হইলেও উহা অপরের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। কারণ একে অন্যের কী করিতে পারে? অপরের নিকট প্রকাশ করিলে পুরাতন বন্ধন ছিন্ন করিয়া নতুন বন্ধন সৃষ্টি করার ন্যায় হইবে। সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ লোভধর্ম কহি। একে অন্যের কী করিতে পারে?'

৩. লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ শুনিলেন : 'শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়া কোশল দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে পঞ্চশত ভিক্ষু-সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত সালবতিকায় উপস্থিত হইয়াছেন। সেই ভগবান গৌতমের সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে : 'ইনিই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ অতুলনীয়, দম্য-পুরুষ-সারথী, দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবন্ত; ইহলোক, দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষাৎ দর্শনোদ্ভূত জ্ঞান দ্বারা স্বয়ং অবগত হইয়া তিনি উপদিষ্ট করেন; তিনি ধর্মের উপদেশ দান করেন—যে ধর্মের প্রারম্ভ কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময়, অন্ত কল্যাণময়, যাহা

অর্থ ও শব্দসম্পদপূর্ণ সর্বাঙ্গীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত; তিনি বিশুদ্ধ, ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন, তাদৃশ অর্হতের দর্শন শুভজনক।'

৪. তৎপরে লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ ক্ষৌরকার ভেসিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'মিত্র ভেসিক, এস, শ্রমণ গৌতমের নিকট গমন করো এবং তথায় আমার নাম করিয়া তাঁহার কুশল ও ক্ষেম জিজ্ঞাসাপূর্বক আগামীকল্য ভিক্ষুসংঘের সহিত আমার অন্নগ্রহণের জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিও।'

৫. ক্ষৌরকার ভেসিক 'উত্তম' বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপনপূর্বক ভগবানের নিকট গমন করিলেন এবং তথায় ভগবানকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরে তিনি ভগবানকে লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের বার্তা জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান মৌন রহিয়া লোহিচ্চের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন।

লোহিচ্চের ভগবানকে নিমন্ত্রণ

৬. তদনন্তর ক্ষৌরকার ভেষিক ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হইয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের সমীপে আগত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, তাঁহার বার্তা ভগবানের নিকট জ্ঞাপন করা হইয়াছে এবং ভগবান নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

৭. অনন্তর লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ সেই রাত্রির অবসানে স্বীয় আবাসে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া ক্ষৌরকার ভেসিককে বলিলেন :

'শ্রমণ গৌতমের নিকট গিয়া 'অন্ন প্রস্তুত' বলিয়া তাঁহাকে ভোজনের কাল নিবেদন করো।'

ক্ষৌরকার ভেষক সম্মতিসূচক 'উত্তম' বলিয়া ভগবানের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন এবং পরে ভগবানকে ভোজনের কাল নিবেদন করিলেন। তৎপরে ভগবান পূর্বাহ্ণের বস্ত্র পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর গ্রহণপূর্বক ভিক্ষুসংঘের সহিত সালবতিকায় গমন করিলেন।

৮. গমন সময়ে ক্ষৌরকার ভেষিক ভগবানের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছিলেন। তিনি ভগবানকে বলিলেন :

লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে : 'কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশলধর্ম প্রাপ্ত হইলেও উহা অপরের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। কারণ একে অন্যের কী করিতে পারে? অপরের নিকট প্রকাশ করিলে পুরাতন বন্ধন ছিন্ন করিয়া নতুন বন্ধন সৃষ্টি করার ন্যায় হইবে। সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ-লোভধর্ম কহি। একে অন্যের কী করিতে পারে?' ভগবান ব্রাহ্মণকে

অনুগ্রহপূর্বক এই পাপদৃষ্টি হইতে মুক্ত করুন।

'হইতে পারে, ভেসিক, তাহা হইতে পারে।'

৯. তৎপরে ভগবান লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের আবাসে উপনীত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। লোহিচ্চ উত্তম উত্তম খাদ্য ও ভোজ্য স্বহস্তে পরিবেশনপূর্বক বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে তৃপ্ত করিলেন। তদনন্তর লোহিচ্চ ভগবান আহারান্তে পাত্র হইতে হস্ত উপনীত করিলে এক নিম্ন আসন গ্রহণপূর্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান তাঁহাকে বলিলেন :

লোহিচ্চকে বুদ্ধের উপদেশ দান

'লোহিচ্চ, সত্যই কি তোমার এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে : [এই স্থলে ভেসিক কর্তৃক কথিত দৃষ্টি পুনরুক্ত হইয়াছে]?

'সত্য, গৌতম।'

১০. লোহিচ্চ, তুমি কীরূপ মনে করো? তুমি কি সালবতিকার অধিবাসী নহ?'

'গৌতম, আমি তাহাই বটে।'

'লোহিচ্চ, যদি কেহ এরূপ কহে : 'লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ সালবতিকার প্রতিষ্ঠিত, সালবতিকায় উৎপন্ন দ্রব্য লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ একাকী ভোগ করিবে, অন্য কাহাকেও দিবে না,' তাহা হইলে যে ওইরূপ বলিবে সে যাহারা তোমার পোষ্য তাহাদের অনিষ্টকারী হইবে, অথবা না?

'হে গৌতম, সে অনিষ্টকারী হইবে।'

'অনিষ্টকারী হইলে সে তাহাদের হিতানুকম্পী হইবে অথবা অহিতানুকম্পী?'

'অহিতানুকম্পী হইবে।'

'অহিতানুকম্পী চিত্ত তাহাদের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হইবে, অথবা শত্রুভাবাপন্ন?'

'শত্রুভাবাপন্ন হইবে।'

'শত্রুভাবাপন্ন চিত্তে মিথ্যাদৃষ্টি উৎপত্তি হয়, অথবা সম্যক দৃষ্টি?'

'মিথ্যাদৃষ্টির উৎপত্তি হয়।'

১১. 'লোহিচ্চ, তুমি কীরূপ মনে করো? কাশী ও কোশল কি কোশলরাজ প্রসেনজিতের অধিকৃত নহে?

'তাঁহারই অধিকৃত।'

'যদি কেহ এরূপ কহে; কাশী ও কোশল কোশলরাজ প্রসেনজিতের

অধিকৃত; ওই দুই দেশের সমগ্র উৎপন্ন দ্রব্য প্রসেনজিৎ একাকী ভোগ করিবেন, অন্য কাহাকেও দিবেন না', তাহা হইলে যে ওইরূপ বলিবে সে যাহারা কোশল রাজ্যের পোষ্য—তুমি এবং অপরে—তাহাদের অনিষ্টকারী হইবে, অথবা না?

'অনিষ্টকারী হইবে।'

'অনিষ্টকারী হইলে সে তাহাদের হিতানুকম্পী হইবে অথবা অহিতানুকম্পী?'

'অহিতানুকম্পী হইবে।'

'অহিতানুকম্পী চিত্ত তাহাদের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হইবে, অথবা শত্রুভাবাপন্ন?'

'শত্রুভাবাপন্ন হইবে।'

'শত্রুভাবাপন্ন চিত্তে মিথ্যাদৃষ্টির উৎপত্তি হয়, অথবা সম্যক দৃষ্টি?'

'মিথ্যাদৃষ্টির উৎপত্তি হয়।'

'লোহিচ্চ, আমি কহি যে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, দ্বিবিধ গতির—নিরয় এবং পশুযোনি—এক তাহার নিয়তি।

১২. এইরূপে, লোহিচ্চ, যদি কেহ কহে : 'লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ সালবতিকায় প্রতিষ্ঠিত, সালবতিকায় উৎপন্ন দ্রব্য লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ একাকী ভোগ করিবে, অন্য কাহাকেও দিবে না,' তাহা হইলে যে ওইরূপ বলিবে সে যাহারা তোমার পোষ্য তাহাদের অনিষ্টকারী হইবে, অনিষ্টকারী হইলে তাহাদের অহিতানুকম্পী হইবে, অহিতানুকম্পী চিত্ত শত্রুভাবাপন্ন হইবে, শত্রুভাবাপন্নের চিত্তে মিথ্যাদৃষ্টির উৎপত্তি হয়।'

১৩. 'এইরূপে, লোহিচ্চ, যদি কেহ এরূপ কহে : 'কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশলধর্ম প্রাপ্ত হইলেও উহা অপরের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়, কারণ একে অন্যের কী করিতে পারে? অপরের নিকট প্রকাশ করিলে পুরাতন বন্ধন ছিন্ন করিয়া নতুন বন্ধন সৃষ্টি করার ন্যায় হইবে। সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ-লোভধর্ম কহি, একে অন্যের কী করিতে পারে?' তাহা হইলে যে ওইরূপ বলিবে সে যে-সকল কূলপুত্র তথাগত কর্তৃক প্রকাশিত ধর্মবিনয় লব্ধ হইয়া স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল এবং অর্হত্ত্বরূপ বৈশারদ্য প্রাপ্ত হন—যাঁহারা দিব্য পুনর্জন্ম লাভের জন্য অনুকূল কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের অনিষ্টকারী হইবে, অনিষ্টকারী হইলে তাঁহাদের অহিতানুকম্পী হইবে, অহিতানুকম্পীর চিত্ত শত্রুভাবাপন্ন হইবে, শত্রুভাবাপন্নের চিত্তে মিথ্যাদৃষ্টির উৎপত্তি হয়। লোহিচ্চ, আমি কহি যে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, নিরয়

এবং পশুযোনিরূপ দ্বিবিধ গতির এক তাহার নিয়তি।

১৪. 'এইরূপে, লোহিচ্চ, যদি কেহ এরূপ কহে : 'কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ কাশী ও কোশলের অধিপতি। কাশী ও কোশলের সমুদয় উৎপন্ন দ্রব্য তিনিই একাকী ভোগ করিবেন, অপর কাহাকেও দিবেন না,' তাহা হইলে সে যাহারা কোশল রাজ্যের পোষ্য—তুমি এবং অপরে—তাহাদের অনিষ্টকারী হইবে, অনিষ্টকারী হইলে তাহাদের অহিতানুকম্পী হইবে, অহিতানুকম্পীর চিত্ত শত্রুভাবাপন্ন হইবে, শত্রুভাবাপন্ন চিত্তে মিথ্যাদৃষ্টির উৎপত্তি হয়।

১৫. 'এইরূপে, লোহিচ্চ, যদি কেহ এরূপ কহে : 'কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশলধর্ম প্রাপ্ত হইলেও উহা অপরের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়, কারণ একে অপরের কী করিতে পারে? অপরের নিকট প্রকাশ করিলে পুরাতন বন্ধন ছিন্ন করিয়া নতুন বন্ধন সৃষ্টি করার ন্যায় হইবে। সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ-লোভধর্ম কহি। একে অন্যের কী করিতে পারে? তাহা হইলে যে এইরূপ বলিবে সে যে-সকল কূলপুত্র... নিয়তি (১৩ নং পদচ্ছেদের অনুরূপ)।

ত্রিবিধ শিক্ষক

১৬. 'লোহিচ্চ, জগতে ত্রিবিধ শিক্ষক নিন্দার পাত্র। যে এরূপ শিক্ষকের নিন্দা করে, তাহার নিন্দা ভূত, তথ্য, ধর্মসঙ্গত এবং অনবদ্য। কীরূপ ত্রিবিধ শিক্ষক? লোহিচ্চ, কোনো শাস্তা যাহা লাভ করিবার জন্য আগার হইতে অনাগারিতা অবলম্বন করেন, ওই শ্রামণ্যার্থ লাভে অসমর্থ হন। ওই শ্রামণ্যার্থ লাভ না করিয়া তিনি শ্রোতাগণকে ধর্মোপদেশ দেন : 'ইহা তোমাদের হিতার্থ, তোমাদের সুখার্থ।' তাঁহার ওই সকল শ্রাবক শ্রবণেচ্ছু হন না, কর্ণপাত করেন না, অর্হত্ত্ব লাভের চিত্ত উৎপাদন করেন না, শাস্তার শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে অবস্থান করেন। ওই প্রকার শিক্ষক এইরূপে তিরস্কৃত হইতে পারেন; আয়ুষ্মান যাহা লাভ করিবার জন্য প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন ওই শ্রামণ্যার্থ প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি আপনি শ্রাবকদিগকে ধর্মোপদেশ দিয়াছেন : 'ইহা তোমাদের হিতার্থ, তোমাদের সুখার্থ।' শ্রাবকগণ শ্রবণে অনিচ্ছুক, তাঁহারা কর্ণপাত করেন না অর্হত্ত্ব লাভের চিত্ত উৎপাদন করেন না, শাস্তার শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে অবস্থান করেন। আপনি যে বিরূপ তাহাকে আকর্ষণ করিতেছেন, যে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে তাহাকে অলিঙ্গন করিতেছেন; সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ লোভ

ধর্ম কহি, কারণ একে অন্যের কী করিতে পারে?'

'লোহিচ্চ, ইনিই জগতে নিন্দার্হ প্রথম শ্রেণির শাস্তা। এবং যে এরূপ শিক্ষকের নিন্দা করে, তাহার নিন্দা ভূত, তথ্য ধর্মসঙ্গত এবং অনবদ্য।

১৭. 'পুনশ্চ, লোহিচ্চ, কোনো শাস্তা যাহা লাভ করিবার জন্য আগার হইতে অনাগারিতা অবলম্বন করেন, ওই শ্রামণ্যার্থ লাভে অসমর্থ হন। ওই শ্রামণ্যার্থ লাভ না করিয়া তিনি শ্রোতাগণকে ধর্মোপদেশ দেন : 'ইহা তোমাদের হিতার্থ, তোমাদের সুখার্থ।' তাঁহার ওই সকল শ্রাবক শ্রবণেচ্ছু হইয়া কর্ণপাত করেন, অর্হত্ত্ব লাভের চিত্ত উৎপাদন করেন, শাস্তার শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে অবস্থান করেন না। ওই প্রকার শিক্ষক এইরূপে তিরস্কৃত হইতে পারেন : 'আয়ুষ্মান যাহা লাভ করিবার জন্য প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন ওই শ্রামণ্যার্থ প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি আপনি শ্রাবকদিগের ধর্মোপদেশ দিয়াছেন : 'ইহা তোমাদের হিতার্থ, তোমাদের সুখার্থ। শ্রাবকগণ শ্রবণেচ্ছু হইয়া কর্ণপাত করেন, অর্হত্ত্ব লাভের চিত্ত উৎপাদন করেন, শাস্তার শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে অবস্থান করেন না। আপনি নিজ ক্ষেত্র অবহেলা করিয়া অন্যের ক্ষেত্রের তৃণোৎপাটনে নিযুক্ত। সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ-লোভধর্ম কহি। কারণ একে অন্যের কী করিতে পারে।

'লোহিচ্চ, ইনিই জগতে নিন্দার্হ দ্বিতীয় শ্রেণির শাস্তা, এবং যে এরূপ শিক্ষকের নিন্দা করে, তাহার নিন্দা ভূত, তথ্য, ধর্মসঙ্গত এবং অনবদ্য।

১৮. 'পুনশ্চ, লোহিচ্চ, কোনো শাস্তা যাহা লাভ করিবার জন্য আগার হইতে অনাগারিতা অবলম্বন করেন, ওই শ্রামণ্যার্থ লাভ করেন। উহা লাভ করিয়া তিনি শ্রোতাগণকে ধর্মোপদেশ দেন : 'ইহা তোমাদের হিতার্থ, তোমাদের সুখার্থ।' শ্রাবকগণ শ্রবণেচ্ছু হন না, কর্ণপাত করেন না, অর্হত্ত্ব লাভের চিত্ত উৎপাদন করেন না, শাস্তার শিক্ষা অবহেলা করিয়া অন্য পথে অবস্থান করেন। ওই শিক্ষক এইরূপে তিরস্কৃত হইতে পারেন : আয়ুষ্মান যাহা লাভ করিবার নিমিত্ত আগার হইতে অনাগারীতা অবলম্বন করিয়াছেন, ওই শ্রামণ্যার্থ লাভে সমর্থ হইয়াছেন। উহা লাভ করিয়া আপনি শ্রাবকদিগকে ধর্মোপদেশ দিয়াছেন, 'ইহা তোমাদের হিতার্থ, তোমাদের সুখার্থ।' শ্রাবকগণ শ্রবণেচ্ছু হন না, কর্ণপাত করেন না, অর্হত্ত্ব লাভের চিত্ত উৎপাদন করেন না। শাস্তার শিক্ষা অবহেলা করিয়া অন্য পথে অবস্থান করেন। আপনার কার্য পুরাতন বন্ধন ছিন্ন করিয়া নতুন বন্ধন সৃষ্টি করার ন্যায় হইতেছে। সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ-লোভধর্ম কহি। কারণ একে অন্যের কী করিতে পারে?'

'লোহিচ্চ, ইনিই জগতে নিন্দার্হ তৃতীয় শ্রেণির শাস্তা, এবং যে এরূপ শিক্ষকের নিন্দা করে তাহার নিন্দা ভূত, তথ্য, ধর্মসঙ্গত এবং অনবদ্য।

'লোহিচ্চ, ইহারাই জগতে নিন্দার্হ ত্রিবিধ শিক্ষক। যে এরূপ শাস্তাদিগের নিন্দা করে তাহার নিন্দা ভূত, তথ্য, ধর্মসঙ্গত এবং অনবদ্য।'

১৯. এইরূপ উক্ত হইলে লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলিলেন :

'হে গৌতম, এমন কোনো শাস্তা আছেন কি যিনি জগতে নিন্দার্হ নন?'

অনিন্দনীয় শাস্তা

'লোহিচ্চ, এমন শাস্তা আছেন যিনি জগতে নিন্দার্হ নহেন।'

'তিনি কীরূপ?'

'লোহিচ্চ, জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে—যিনি অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, দম্য-পুরুষ-সারথী, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান... (শ্রামণ্যফল সূত্র দ্রষ্টব্য)।

২০. 'আপনাতে এই পঞ্চ নীবরণ প্রহীন দেখিয়া তিনি প্রমোদ্য লাভ করেন... অব্যাপ্ত থাকে না। (শ্রামণ্যফল সূত্র পদচ্ছেদ নং ৭৫)।

২১. 'লোহিচ্চ, যেরূপ কোনো দক্ষ স্নাপক... অব্যাপ্ত থাকে না। (শ্রামণ্যফল সূত্র পদচ্ছেদ নং ৭৬)।

'লোহিচ্চ, যে শিক্ষকের ধর্মে শ্রাবক এবম্বিধ বৈশারদ্য প্রাপ্ত হন, সেই শিক্ষকও জগতে নিন্দার্হ হন না। যে এরূপ শাস্তার নিন্দা করে, তাহার নিন্দা অভূত, অতথ্য, অধর্মসঙ্গত, অনবদ্য।

২২. 'পুনশ্চ, লোহিচ্চ, ভিক্ষু বিতর্ক বিচারের উপশমে... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। (শ্রামণ্যফল সূত্র)।

'লোহিচ্চ, যে শিক্ষকের ধর্মে শ্রাবক এবম্বিধ বৈশারদ্য প্রাপ্ত হন, সেই শিক্ষকও জগতে নিন্দার্হ হন না। যে এরূপ শাস্তার নিন্দা করে, তাহার নিন্দা, অভূত, অতথ্য, অধর্মসঙ্গত, অনবদ্য।

২৩. 'এইরূপে চিত্তের সেই সমাহিত, পরিশুদ্ধ... জ্ঞানদর্শনের অভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। (শ্রামণ্যফল সূত্র পদচ্ছেদ নং ৮৩)।...

'লোহিচ্চ, যে শিক্ষকের ধর্মে শ্রাবক... অনবদ্য।'

২৪. তিনি চিত্তের সেই সমাহিত... অবস্থায় আসবক্ষয় জ্ঞানাভিমুখে... ইহা জানিতে পারেন। (শ্রামণ্যফল সূত্র, পদচ্ছেদ নং ৯৭)

'লোহিচ্চ, যে শিক্ষকের ধর্মে শ্রাবক... অনবদ্য।'

২৫. এইরূপ উক্ত হইলে লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলিলেন :

'হে গৌতম, যেরূপ কোনো পুরুষ নরকপ্রপাতে পতনশীল মনুষ্যকে কেশে গ্রহণপূর্বক তাহাকে উদ্ধার করিয়া স্থলে প্রতিষ্ঠাপিত করে, সেইরূপ নরকপ্রপাতে পতনশীল আমাকে পূজ্য গৌতম উদ্ধার করিয়া প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। উত্তম, গৌতম! গৌতম। যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত... গ্রহণ করুন।'

[লোহিচ্চ সূত্র সমাপ্ত]

তেবিজ্জ সূত্রের পূর্বাভাষ

দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার মার্গামার্গ সম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা মীমাংসার জন্য বুদ্ধের নিকটে গমন করিলেন। বুদ্ধ বলিলেন, ব্রহ্মের সহিত মিলনের মার্গ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে সম্ভব নহে, কারণ তাঁহারা নিজেরাই ওই মার্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ। ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ পঞ্চকাম গুণে লিপ্ত হইয়া, পঞ্চ নীবরণে আবৃত্ত হইয়া, যে ধর্মের পালনে মানুষ ব্রাহ্মণে পরিণত হয় ওই ধর্মের পালনে অবহেলা করেন। পুনঃপুন প্রতিপ্রশ্ন করিয়া বুদ্ধ প্রশ্নকারক ব্রাহ্মণের স্বীকৃতি হইতে প্রমাণ করিলেন যে যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত মিলনের মার্গ ঘোষণা করেন, তাঁহারা ওই মার্গ শিক্ষাদানের অযোগ্য।

পরিশেষে বুদ্ধ স্বয়ং ওই মার্গ প্রকাশ করিলেন। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার লক্ষ্য যে অনুসরণীয় তাহা বুদ্ধ বলিতেছেন না। তাঁহার বক্তব্য এই যে, যদি ওই লক্ষ্যই সম্মুখে থাকে তাহা হইলে তাঁহার প্রদর্শিত মার্গই একমাত্র মার্গ।

১৩. তেবিজ্জ সূত্র

১. আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। এক সময়ে ভগবান পঞ্চশত ভিক্ষু-সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত কোশলদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে মনসাকট নামক কোশলের ব্রাহ্মণ গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান মনসাকটের উত্তর দিকে অচিরবতী নদীর তীরস্থ আম্র বনে অবস্থান করিলেন।

২. ওই সময়ে বহু বিখ্যাত ব্রাহ্মণ মহাশাল মনসাকটে বাস করিতেন। তাঁহাদের নাম—চঙ্কী, তারুখ্য, পোক্ষরসাতি, জাণুসসোণি, তোদেয়্য এবং অপরাপর প্রসিদ্ধ মহাশাল।

৩. অনন্তর চক্রমণ নিরত হইয়া পাদচারণাকালীন বাসেট্‌ঠ ও ভারদ্বাজের মধ্যে মার্গামার্গ সম্বন্ধে কথোপকথন হইল।

৪. তরুণ বাসেট্‌ঠ বলিলেন, 'ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সরল ও মুক্তিসংবর্তনিক, এই মার্গে ভ্রমণকারী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। ব্রাহ্মণ পোক্ষরসাতি স্বয়ং ইহা বলিয়াছেন।

৫. যুবক ভারদ্বাজ বলিলেন, 'ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সরল ও মুক্তিসংবর্তনিক, এই মার্গে ভ্রমণকারী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। ব্রাহ্মণ

তারুখ্য স্বয়ং ইহা বলিয়াছেন।

৬. কিন্তু বাসেট্‌ঠ ভারদ্বাজকে স্বমতে আনয়ন করিতে সমর্থ হইলেন না, এবং ভারদ্বাজও ওইরূপ বাসেট্‌ঠকে স্বমতে স্থাপনে অসমর্থ হইলেন।

৭. তদনন্তর বাসেট্‌ঠ ভারদ্বাজকে বলিলেন, 'ভারদ্বাজ, সেই শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম—যিনি শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়াছেন—এক্ষণে মনসাকটের উত্তরে স্থিত অচিরবতী নদীর তীরে আম্রবনে অবস্থান করিতেছেন। সেই ভগবান গৌতমের সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে; ইনিই সেই ভগবান... ভগবন্ত।' এস ভারদ্বাজ, শ্রমণ গৌতমের নিকট গমন করি। তথায় আমরা শ্রমণ গৌতমকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব। শ্রমণ গৌতম যেরূপ ব্যাখ্যা করিলেন, আমরা সেইরূপই গ্রহণ করিব।'

ব্রহ্ম জ্ঞান

৮. তৎপরে বাসেট্‌ঠ ও ভারদ্বাজ ভগবানের নিকট গমন করিলেন। তথায় ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপব্যঞ্জক বাক্যের বিনিময়ান্তে তাঁহারা এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরে বাসেট্‌ঠ ভগবানকে বলিলেন :

'হে গৌতম, চঙ্ক্রমণনিরত হইয়া পাদচারণাকালীন আমাদের মধ্যে মার্গামার্গ সম্বন্ধে কথোপকথন হইতেছিল। আমি বলিয়াছি : 'ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সরল ও মুক্তিসংবর্তনিক, এই মার্গে ভ্রমণকারী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। ব্রাহ্মণ পোক্ষরসাতি স্বয়ং ইহা বলিয়াছেন।' ভারদ্বাজ বলিয়াছেন, 'ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সরল ও মুক্তিসংবর্তনিক, এই মার্গে ভ্রমণকারী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। ব্রাহ্মণ তারুখ্য স্বয়ং ইহা বলিয়াছেন।' গৌতম, এই বিষয়ে বিগ্রহ, বিবাদ ও নানাবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।'

৯. 'তাহা হইলে, বাসেট্‌ঠ, তুমি এইরূপ বলিয়াছ : 'ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সরল ও মুক্তিসংবর্তনিক, এই মার্গে ভ্রমণকারী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। ব্রাহ্মণ পোক্ষরসাতি স্বয়ং ইহা বলিয়াছেন।' যুবক ভারদ্বাজ বলিয়াছেন, 'ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সরল ও মুক্তিসংবর্তনিক, এই মার্গে ভ্রমণকারী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। ব্রাহ্মণ তারুখ্য স্বয়ং ইহা বলিয়াছেন।' অতঃপর, বাসেট্‌ঠ কোনস্থানে তোমাদের বিগ্রহ, বিবাদ ও নানাবাদের উৎপত্তি হইয়াছে?'

১০. 'হে গৌতম, মার্গামার্গ সম্বন্ধে। ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণ ভিন্ন ভিন্ন মার্গ শিক্ষা দিয়া থাকেন—অধ্বর্য্যু ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ছন্দোগ ব্রাহ্মণ,

ছন্দাবা ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচর্য ব্রাহ্মণ—ওই সকলগুলিই কি মুক্তিমার্গ, ওই সকল মার্গই কি এরূপ, যাহাতে ভ্রমণকারী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন?

১১. 'বাসেট্‌ঠ কি বলিতেছেন 'মিলিত হন'?'

'তাহাই বলিতেছি।'

'বাসেট্‌ঠ কি বলিতেছেন 'মিলিত হন'?'

'তাহাই বলিতেছি।'

'বাসেট্‌ঠ কি বলিতেছেন 'মিলিত হন?'

'তাহাই বলিতেছি।'

১২. 'বাসেট্‌ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কি একজনও এমন আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন?'

'না, গৌতম।'

'তবে কি তাঁহাদের আচার্যদিগের মধ্যে এমন একজনও আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন?'

'না, গৌতম।'

'তবে কি তাঁহাদের আচার্য-প্রাচার্যদিগের মধ্যে এমন কেহ আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন?'

'না, গৌতম।'

'তবে কি ওই সকল ব্রাহ্মণদিগের ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত এমন কেহ আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন?'

'না, গৌতম।'

১৩. 'তবে কি যাঁহারা ওই সকল ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের পূর্বজ ঋষি, মন্ত্রকর্তা, মন্ত্র-প্রবক্তা ছিলেন, যাঁহাদিগের গীত, প্রোক্ত, সমীহিত, পুরাতন মন্ত্র এক্ষণে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অনুগীত, অনুভাষিত, পুনঃপুন আবৃত্ত হয়; যথা : অষ্টম, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু, তাঁহারা কি এরূপ বলিয়াছেন : 'ব্রহ্মা কোথায়, তিনি কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার গতি কোথায়, আমরা জানি এবং প্রত্যক্ষ করিয়াছি?'

'না, গৌতম।'

১৪. 'এইরূপে বাসেট্‌ঠ ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের আচার্যদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের আচার্য-প্রাচার্যদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের ঊর্ধ্বতন সপ্তম

পুরুষ পর্যন্ত এমন কেহই নাই যিনি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। যাহারা ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের পূর্বজ ঋষি, মন্ত্রকর্তা, মন্ত্র-প্রবক্তা ছিলেন, যাঁহাদিগের গীত, প্রোক্ত, সমীহিত, পুরাতন মন্ত্র এক্ষণে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অনুগীত, অনুভাষিত, পুনঃপুন আবৃত্ত হয়; যথা : অষ্টক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গিরা, ভারদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু—তাঁহারাও এরূপ বলেন নাই; ব্রহ্মা কোথায়, তিনি কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার গতি কোথায়, তাহা আমরা জানি এবং প্রত্যক্ষ করিয়াছি।' সুতরাং ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ এইরূপ বলিয়াছেন : 'যাহা আমরা জানি না এবং দেখি নাই তাহার সহিত মিলিত হইবার মার্গ উপদেশ দিতেছ—ইহাই ঋজুমার্গ, ইহা সরল ও মুক্তিসংবর্তনিক, এ মার্গে ভ্রমণকারী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন।'

'বাসেট্‌ঠ তুমি কীরূপ মনে করো? এরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য কি অর্থহীন নহে?'

'অবশ্যই, গৌতম, এরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য অর্থহীন।'

১৫. 'বাসেট্‌ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যাহা জানেন না ও দেখেন নাই, তাহার সহিত মিলিত হইবার যে পন্থা নির্দেশ করিতে পারিবেন, তাহা কখনো হইতে পারে না। বাসেট্‌ঠ যেরূপ পরস্পর সংসৃষ্ট শ্রেণিবদ্ধ অন্ধগণ সম্মুখে, মধ্যে কিংবা পশ্চাতে দেখিতে পায় না, সেইরূপেই ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য শ্রেণিবদ্ধ অন্ধের বাক্যের ন্যায় : যে প্রথমে স্থিত সেও দেখিতে পায় না, যে মধ্যে স্থিত সেও দেখিতে পায় না, যে সর্বপশ্চাতে সেও দেখিতে পায় না। ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ বাক্য হাস্যকর, অর্থহীন, রিক্ত ও তুচ্ছ।'

১৬. বাসেট্‌ঠ, তুমি কীরূপ মনে করো? ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ কি, যখন তাঁহারা চন্দ্রসূর্যের উদয় ও অস্তগমনের স্থানাভিমুখে অঞ্জলিবদ্ধ ও প্রদক্ষিণ নিরত হইয়া উহাদিগের নিকট প্রার্থনা করেন, উহাদিগের স্তুতি ও পূজা করেন, তখন অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় উহাদিগকে দেখিতে পান?'

'অবশ্যই, গৌতম, দেখিতে পান।'

১৭. 'বাসেট্‌ঠ তুমি কীরূপ মনে করো? ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যে চন্দ্র-সূর্যের উদয় ও অস্তগমনের স্থানাভিমুখে অঞ্জলিবদ্ধ ও প্রদক্ষিণ নিরত হইয়া উহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিবার কালে, উহাদিগের স্তুতি ও পূজা করিবার কালে, অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় উহাদিগকে দেখিতে পান, সেই চন্দ্র-সূর্যের সহিত মিলিত হইবার মার্গ তাঁহারা কি এইরূপ বলিয়া উপদেশ দিতে পারেন : 'ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সরল ও মুক্তিসংবর্তনিক, এই মার্গে ভ্রমণকারী চন্দ্র-সূর্যের সহিত মিলিত হন?'

'না, গৌতম।'

১৮. 'তাহা হইলে, বাসেট্‌ঠ ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ, যাহা তাঁহারা দেখিয়াছেন, তাহার সহিত মিলিত হইবার পন্থা নির্দেশ করিতে পারেন না। তাঁহারা ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখেন নাই, তাঁহাদের আচার্যগণ ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখেন নাই, তাঁহাদের আচার্য-প্রাচার্যগণও ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখেন নাই, তাঁহাদের ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত কেহই স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখেন নাই। ওই সকল ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের পূর্বজ ঋষিগণও ব্রহ্মার স্থিতি, আগতি এবং গতি অবগত নহেন। তথাপি তাঁহারা যাহাকে জানেন না ও দেখেন নাই তাহার সহিত মিলিত হইবার পন্থা নির্দেশ করেন। তুমি কীরূপ মনে করো, বাসেট্‌ঠ? এরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য কি অর্থশূন্য নহে?'

'অবশ্যই, গৌতম, এস্থলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণের বাক্য অর্থশূন্য।'

সাধু, বাসেট্‌ঠ। ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যাহা জানেন না ও দেখেন নাই, তাহার সহিত মিলিত হইবার যে পন্থা নির্দেশ করিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই।

১৯. 'যেরূপ কোনো পুরুষ বলিল, 'আমি এই জনপদের জনপদকল্যাণীকে অভিলাষ করি, কামনা করি।' জনগণ তাহাকে বলিল, 'হে পুরুষ, যে জনপদকল্যাণীকে তুমি অভিলাষ করো, কামনা করো, সেই জনপদকল্যাণী ক্ষত্রিয়া, কিম্বা ব্রাহ্মণী, কিম্বা বৈশ্যা, কিম্বা শূদ্রাণী, তাহা কি তুমি জান?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পুরুষটি বলিল, 'না'। জনগণ তাহাকে বলিল, 'হে পুরুষ, যে জনপদকল্যাণীকে তুমি অভিলাষ করো, কামনা করো, সেই জনপদকল্যাণী এই নাম অথবা এই গোত্রবিশিষ্ট, দীর্ঘ, হ্রস্ব অথবা মধ্যমাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণা, শ্যামবর্ণা অথবা মদ্‌গুর বর্ণা, অমুক গ্রাম, নিগম অথবা নগরবাসিনী, তাহা কি তুমি জান?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পুরুষটি বলিল, 'না'। জনগণ তাহাকে বলিল, 'হে পুরুষ, যাহাকে তুমি জান না এবং দেখ নাই তাহাকে তুমি অভিলাষ করো, কামনা করো?' পুরুষটি বলিল, 'হ্যাঁ'। বাসেট্‌ঠ, তুমি কীরূপ মনে করো? এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য কি অর্থহীন নহে?'

'অবশ্যই, গৌতম, এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য অর্থহীন।'

২০. 'এইরূপে, বাসেট্‌ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে... মিলিত হন।' (উপরোক্ত পদচ্ছেদ নং ১৪ দ্রষ্টব্য)। বাসেট্‌ঠ, তুমি কীরূপ মনে করো? এরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য কি অর্থহীন নহে?'

'অবশ্যই, গৌতম এরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য অর্থহীন।'

'সাধু, বাসেট্‌ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যাহা জানেন না ও দেখেন নাই, তাহার সহিত মিলিত হইবার যে পন্থা নির্দেশ করিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই।'

২১. 'বাসেট্‌ঠ, কোনো পুরুষ প্রাসাদে আরোহণার্থ চতুর্মহাপথে সোপান শ্রেণি নির্মাণ করিল। জনগণ তাহাকে বলিল, 'হে পুরুষ, যে প্রাসাদে আরোহণার্থ তুমি সোপান নির্মাণ করিতেছ, উহা পশ্চিমদিকে কিম্বা পূর্বদিকে কিম্বা উত্তরদিকে কিম্বা দক্ষিণদিকে, উহা উচ্চ, নীচ কিম্বা মধ্যমাকৃতিবিশিষ্ট, তাহা তুমি জান কি?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সে বলিল, 'না'।' জনগণ তাহাকে বলিল, 'হে পুরুষ, যাহা তুমি জান না এবং দেখ নাই সেই প্রাসাদে আরোহণার্থ তুমি সোপান নির্মাণ করিতেছ?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সে বলিল, 'হ্যাঁ'। বাসেট্‌ঠ, তুমি কীরূপ মনে করো? এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য কি অর্থহীন নহে?'

'অবশ্যই, গৌতম, এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য অর্থহীন।'

২২. 'এইরূপে, বাসেট্‌ঠ ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে... মিলিত হন।' (উপরোক্ত পদচ্ছেদ সং... দ্রষ্টব্য)। বাসেট্‌ঠ, তুমি কীরূপ মনে করো? এরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য কি অর্থহীন নহে?'

'অবশ্যই, গৌতম, এরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য অর্থহীন।'

২৩. 'সাধু, বাসেট্‌ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যাহা জানেন না ও দেখেন নাই, তাহার সহিত মিলিত হইবার যে পন্থা নির্দেশ করিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই।'

২৪. 'বাসেট্‌ঠ, মনে করো অচিরবতী নদী কূলে কূলে পূর্ণ। কোনো পুরুষ পারার্থী হইয়া আসিল। সে এই তীরে স্থিত হইয়া পরপারকে আহ্বান করিয়া বলিল, 'হে পরপার, এই তীরে আইস।' বাসেট্‌ঠ, তুমি কীরূপ মনে করো? সেই পুরুষের আহ্বান-হেতু, আযাচন-হেতু, প্রার্থনা-হেতু অথবা অভিনন্দন হেতু অচিরবতী নদীর অপর পার কি এই তীরে আসিবে?'

'অবশ্যই নহে, গৌতম।'

২৫. 'এইরূপেই বাসেট্‌ঠ, যে ধর্মের পালনে মনুষ্য ব্রাহ্মণে পরিণত হয় সেই ধর্ম অবহেলা করিয়া, যাহার পালনে মনুষ্য অব্রাহ্মণে পরিণত করে সেই ধর্মের সেবা করিয়া ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ বলিয়া থাকেন : 'আমরা ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি, সোমকে আহ্বান করিতেছি, বরুণকে আহ্বান করিতেছি, ঈশানকে আহ্বান করিতেছি, প্রজাপতিকে আহ্বান করিতেছি, ব্রহ্মাকে আহ্বান করিতেছি, মহর্ধিকে আহ্বান করিতেছি, যমকে আহ্বান করিতেছি।'

যে ধর্মের পালনে মনুষ্য ব্রাহ্মণে পরিণত হয় সেই ধর্ম অবহেলা করিয়া, যাহার পালনে মনুষ্য অব্রাহ্মণে পরিণত হয় সেই ধর্মের সেবা করিয়া ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যে আহ্বান দ্বারা, আযাচন দ্বারা, প্রার্থনা দ্বারা অথবা অভিনন্দন দ্বারা মৃত্যুর পর দেহের ধ্বংস হইলে ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবেন, তাহা অসম্ভব।

২৬. 'কূলে কূলে পূর্ণ অচিরবতী নদীর তীরে কোনো পুরুষ পারার্থী হইয়া আসিল। এই তীরে স্থিত সেই পুরুষের বাহুদ্বয় পশ্চাতে দৃঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ। বাসেট্‌ঠ, তুমি কীরূপ মনে করো? সেই পুরুষ কি অচিরবতীর এই তীর হইতে অপর পারে গমনে সক্ষম হইবে?'

'অবশ্যই নহে, গৌতম।'

২৭. 'সেইরূপই, বাসেট্‌ঠ, আর্যবিনয়ে পঞ্চকামগুণ শৃঙ্খলও উক্ত হয়, বন্ধনও উক্ত হয়। কোন কোন পঞ্চগুণ? চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ—ইষ্ট, কান্ত, মনাপ, প্রিয়রূপ; উহা কামোপসংহিত এবং রাগোৎপাদক। শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ... ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ... জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস... কায়-বিজ্ঞেয় স্পর্শ... উহারা ইষ্ট, কান্ত, মনাপ, প্রিয়রূপ এবং কামোপসংহিত ও রাগোৎপাদক। বাসেট্‌ঠ, এই পঞ্চকামগুণ আর্যবিনয়ে শৃঙ্খলও উক্ত হয়, বন্ধনও উক্ত হয়। বাসেট্‌ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ওই পঞ্চকামগুণে গ্রথিত, মুগ্ধ, লিপ্ত হইয়া, উহাদের পরিণাম দর্শন না করিয়া উহা হইতে নিঃসরণের জ্ঞান লাভ না করিয়া ওই সকল উপভোগ করেন।

২৮. 'বাসেট্‌ঠ, ওই সকল ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যে ধর্মের পালনে মনুষ্য ব্রাহ্মণে পরিণত হয় সেই ধর্ম অবহেলা করিয়া, যাহার পালনে মনুষ্য অব্রাহ্মণে পরিণত হয় সেই ধর্মের সেবা করিয়া, পঞ্চকামগুণে গ্রথিত, মুগ্ধ, লিপ্ত হইয়া, উহাদের পরিণাম দর্শন না করিয়া, উহা হইতে নিঃসরণের জ্ঞান লাভ না করিয়া, ওই সকল উপভোগ করিয়া, কামানুবন্ধনে বদ্ধ হইয়া যে মরণান্তে দেহের বিলয়ে ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবেন তাহা অসম্ভব।

২৯. 'বাসেট্‌ঠ, কূলে কূলে পূর্ণ অচিরবতী নদীর তীরে কোনো পুরুষ পারার্থী হইয়া আসিল। সে সশীর্ষাবৃত হইয়া এই তীরে গমন করিল। বাসেট্‌ঠ, তুমি কীরূপ মনে করো? সেই পুরুষ কি অচিরবতীর এই তীর হইতে অপর পারে গমনে সক্ষম হইবে?'

'অবশ্যই নহে, গৌতম।'

৩০. এইরূপই, বাসেট্‌ঠ, এই পঞ্চ নীবরণ আর্যবিনয়ে আবরণও উক্ত হয়, নীবরণও উক্ত হয়, অবনাহও উক্ত হয়, পর্যবনাহও উক্ত হয়। ওই পাঁচটি

কী কী? কামচ্ছন্দ নীবরণ, ব্যাপাদ নীবরণ, স্ত্যানমিদ্ধ নীবরণ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য নীবরণ, বিচিকিৎসা নীবরণ। এই পঞ্চ নীবরণই আর্যবিনয়ে আবরণও উক্ত হয়, নীবরণও উক্ত হয়, অবনাহও উক্ত হয়, পর্যবনাহও উক্ত হয়। বাসেট্‌ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ এই পঞ্চ নীবরণ দ্বারা আবৃত, পরিবেষ্টিত, অবনদ্ধ, পর্যবনদ্ধ। ওই সকল ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যে ধর্মের পালনে মনুষ্য ব্রাহ্মণে পরিণত হয় সেই ধর্ম অবহেলা করিয়া, যে ধর্মের পালনে মনুষ্য অব্রাহ্মণে পরিণত হয় সেই ধর্মের সেবা করিয়া, পঞ্চনীবরণ দ্বারা আবৃত, পরিবেষ্টিত, অবনদ্ধ, পর্যবনদ্ধ হইয়া, মরণান্তে দেহের বিলয়ে যে ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবেন, সে সম্ভাবনা নাই।

৩১. 'বাসেট্‌ঠ, তুমি কীরূপ মনে করো? তুমি বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আচার্য প্রাচার্যগণকে কীরূপ বলিতে শুনিয়াছ? ব্রহ্মা কি কৃতদার অথবা অকৃতদার?'

'হে গৌতম, তিনি অকৃতদার।'

'তাঁহার চিত্ত কি স-বৈর অথবা বৈরহীন?'

'তাঁহার চিত্ত বৈরহীন।'

'তিনি কি ব্যাপন্ন-চিত্ত অথবা অব্যাপন্ন-চিত্ত?'

'তিনি অব্যাপন্ন-চিত্ত।'

'তিনি কি সংক্লিষ্ট-চিত্ত, অথবা অসংক্লিষ্ট-চিত্ত?'

'তিনি অসংক্লিষ্ট-চিত্ত।'

'তিনি কি চিত্তজয়ী অথবা নহে?'

'তিনি চিত্তজয়ী।'

৩২. 'বাসেট্‌ঠ তুমি কীরূপ মনে করো? ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ কি কৃতদার অথবা অকৃতদার?'

'তাঁহারা কৃতদার।'

'তাঁহাদের চিত্ত কি স-বৈর অথবা বৈরহীন।'

'তাঁহাদের চিত্ত স-বৈর।'

'তাঁহারা কি ব্যাপন্ন-চিত্ত অথবা অব্যাপন্ন-চিত্ত?'

'তাঁহারা ব্যাপন্ন-চিত্ত।'

'তাঁহারা কি সংক্লিষ্ট-চিত্ত অথবা অসংক্লিষ্ট-চিত্ত?'

'তাঁহারা সংক্লিষ্ট-চিত্ত।'

'তাঁহারা কি চিত্তজয়ী অথবা নহে?'

'তাঁহারা চিত্তজয়ী নহেন।'

৩৩. 'তাহা হইলে, বাসেট্ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ কৃতদার, ব্রহ্মা অকৃতদার। কৃতদার ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণের সহিত কি অকৃতদার ব্রহ্মার ঐক্য এবং সাম্য হইতে পারে?'

'অবশ্যই নহে, গৌতম।'

৩৪. 'সাধু, বাসেট্ঠ। ওই সকল কৃতদার ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যে মরণান্তে দেহের বিলয়ে অকৃতদার ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবেন তাহার সম্ভাবনা নাই।

৩৫. 'এইরূপে, বাসেট্ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণের চিত্ত স-বৈর, ব্রহ্মা বৈরহীন... ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ব্যাপন্ন-চিত্ত, ব্রহ্মা অব্যাপন্ন-চিত্ত... ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ সংক্লিষ্ট-চিত্ত, ব্রহ্মা অসংক্লিষ্ট-চিত্ত... . ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ চিত্তজয়ী নহেন, ব্রহ্মা চিত্তজয়ী। ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ, যাঁহারা চিত্তজয়ী নহেন, তাঁহাদের সহিত কি চিত্তজয়ী ব্রহ্মার ঐক্য এবং সাম্য হইতে পারে?'

'অবশ্যই নহে, গৌতম।'

৩৬. সাধু, বাসেট্ঠ। ওই সকল ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ, যাঁহারা চিত্তজয়ী নহেন, তাঁহারা যে মরণান্তে দেহের বিলয়ে চিত্তজয়ী ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। এইরূপে, বাসেট্ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের নিশ্চিন্ততার মধ্যে অধঃপতিত হইতেছেন, ওই অধঃপতন তাঁহাদিগকে বিষাদগ্রস্ত করিতেছে, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত সুখময় স্থানে উত্তরণের স্বপ্ন দেখিতেছেন। অতএব ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের ত্রিবিদ্যা ত্রিবিদ্যা-মরুও কথিত হয়, ত্রিবিদ্যা-বিপিনও কথিত হয়, ত্রিবিদ্যা ব্যসনও কথিত হয়।'

৩৭. এইরূপে কথিত হইলে তরুণ বাসেট্ঠ ভগবানকে বলিলেন :

'হে গৌতম, আমি শুনিয়াছি শ্রমণ গৌতম ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার মার্গ অবগত আছেন।'

'বাসেট্ঠ, তুমি কীরূপ মনে করো? মনসাকট এই স্থানের নিকটে, এই স্থান হইতে দূরে নহে; কেমন, নয়?'

'সত্য, গৌতম। মনসাকট এই স্থানের নিকটে, এই স্থান হইতে দূরে নহে।'

'বাসেট্ঠ, তুকি কীরূপ মনে করো? মনে করো কোনো পুরুষ, মনসাকটে জন্মগ্রহণ করিয়া এই স্থানেই বর্ধিত হইয়াছে। সে কখনই মনসাকটের বাহিরে যায় নাই। যদি কেহ তাহাকে মনসাকটে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে ওই সম্বন্ধে কি তাহার চিত্ত সংশয়াপন্ন অথবা দ্বিধাযুক্ত হইবে?'

'অবশ্যই নহে, গৌতম। কী কারণে? সেই পুরুষ মনসাকটে জাত ও

বর্ধিত হওয়ায় ওই স্থানে যাইবার সমস্ত পথই তাহার সুবিদিত।’

৩৮. ‘বাসেট্‌ঠ, মনসাকটে জাত ও বর্ধিত পুরুষ মনসাকটে যাইবার মার্গ জিজ্ঞাসিত হইলে তাহার চিত্ত সংশয়াপন্ন অথবা দ্বিধাযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মালোক অথবা ব্রহ্মালোকে গমনের মার্গ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে তথাগতের চিত্ত সংশয়াপন্ন কিম্বা দ্বিধাযুক্ত হইবে না। বাসেট্‌ঠ, আমি ব্রহ্মাকে জানি, ব্রহ্মালোক এবং ওই স্থানে গমনের মার্গও জানি এবং যে মার্গে আরূঢ় হইলে ব্রহ্মালোকে উৎপত্তি হয় তাহাও জানি।’

৩৯. এইরূপ উক্ত হইলে যুবক বাসেট্‌ঠ ভগবানকে বলিলেন :

‘হে গৌতম, আমি শুনিয়াছি শ্রমণ গৌতম ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার মার্গ উপদেশ দিতেছেন।’ সাধু! পূজ্য গৌতম ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবার মার্গ আমাদিগকে শিক্ষা দিন, ব্রাহ্মণ জাতিকে রক্ষা করুন!

‘তাহা হইলে বাসেট্‌ঠ শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করো, আমি বলিতেছি।’

‘উত্তম’ বলিয়া বাসেট্‌ঠ সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ভগবান বলিলেন :

৪০. ‘মহারাজ, মনে করুন জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয়,... বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন (শ্রামণ্যফল সূত্র ৪০ নং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৪১. ‘ওই ধর্ম কোনো গৃহপতি অথবা... আশ্রয় করিল। (শ্রামণ্যফল সূত্র ৪১ নং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৪২. ‘এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া... সন্তুষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। (শ্রামণ্যফল সূত্র ৪২ নং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৪৩. ‘মহারাজ, ভিক্ষু কীরূপে শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন?’

‘ভিক্ষু প্রাণাতিপাত পরিহারপূর্বক... সুখীর চিত্ত সমাহিত হয়। (শ্রামণ্যফল সূত্র পদচ্ছেদ নং ৪৪-৭৫ দ্রষ্টব্য)।

৪৪. ‘তিনি মৈত্রীসহগত চিত্তে এক-দুই-তিন, এইরূপে চতুর্দিক পরিস্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে তিনি ঊর্ধ্বে, অধোদিকে, তির্যক দিকে সর্বত্র সর্বলোক মৈত্রীযুক্ত এবং বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, বৈরহীন, দ্রোহহীন, চিত্ত দ্বারা পরিস্ফুরিত করিয়া বিহার করেন।

৪৫. বাসেট্‌ঠ, যেরূপ বলবান শঙ্খধ্বনি কারক অল্লায়াসেই চতুর্দিক বিজ্ঞাপিত করে, সেই রূপেই, বাসেট্‌ঠ, ওই মৈত্রী-ভাবনা ও চেত-বিমুক্তি সর্বভূতে নিরবশেষে নিযুক্ত হয়, কেহই উপেক্ষিত হয় না। বাসেট্‌ঠ ইহাই ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার মার্গ।

৪৬. 'পুনশ্চ, বাসেট্‌ঠ, ভিক্ষু করুণা-সহগত চিত্তে,... মুদিতা-সহগত চিত্তে... উপেক্ষা-সহগত চিত্তে এক, দুই, তিন—এইরূপে চতুর্দিক পরিস্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে তিনি ঊর্ধ্বে, অধোদিকে, তির্যক দিকে সর্বত্র সর্বলোক মৈত্রীযুক্ত এবং বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, বৈরহীন, দ্রোহহীন চিত্ত দ্বারা পরিস্ফুরিত করিয়া বিহার করেন।

৪৭. 'বাসেট্‌ঠ, যেরূপ বলবান শঙ্খধ্বনিকারক অল্পায়াসেই চতুর্দিক বিজ্ঞাপিত করে, সেই রূপেই ওই উপেক্ষা-ভাবিত চেতবিমুক্তি সর্বভূতে নিরবশেষে নিযুক্ত হয়, কেহই উপেক্ষিত হয় না। বাসেট্‌ঠ, ইহাই ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার মার্গ।

৪৮. 'বাসেট্‌ঠ, তুমি কীরূপ মনে করো? এবম্বিধ ভিক্ষু, কি বিত্ত-দারসম্পন্ন হইবেন অথবা নহে?'

'তিনি বিত্ত-দারহীন হইবেন।'

'তাহার চিত্ত কি স-বৈর হইবে অথবা বৈরহীন হইবে?'

'বৈরহীন হইবে।'

'তিনি কি ব্যাপন্ন-চিত্ত হইবেন অথবা অব্যাপন্ন-চিত্ত?'

'তিনি অব্যাপন্ন-চিত্ত হইবেন।'

'তিনি সংক্লিষ্ট-চিত্ত অথবা অসংক্লিষ্ট-চিত্ত হইবেন?'

'তিনি অসংক্লিষ্ট-চিত্ত হইবেন।'

'তিনি কি চিত্তজয়ী হইবেন অথবা নহে?'

'তিনি চিত্তজয়ী হইবেন।'

৪৯. 'তাহা হইলে বাসেট্‌ঠ ভিক্ষু বিত্ত-দারহীন, ব্রহ্মাও চিত্ত-দারহীন। বিত্ত-দারহীন ভিক্ষুর সহিত বিত্ত-দারহীন ব্রহ্মার ঐক্য এবং সাম্য হইতে পারে?

'হইতে পারে?'

'সাধু, বাসেট্‌ঠ। অপরিগ্রহ[১] ভিক্ষু মরণান্তে দেহের বিলয়ে যে অপরিগ্রহ ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবেন, তাহার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে।

'তাহা হইলে, বাসেট্‌ঠ ভিক্ষু বৈরহীন, ব্রহ্মা বৈরহীন... ভিক্ষু অব্যাপন্নচিত্ত, ব্রহ্মাও তাহাই... ভিক্ষু অসংক্লিষ্ট-চিত্ত, ব্রহ্মাও তাহাই; ভিক্ষু চিত্তজয়ী, ব্রহ্মাও তাহাই। চিত্তজয়ী ভিক্ষুর সহিত চিত্তজয়ী ব্রহ্মার ঐক্য ও সাম্য হইতে পারে?'

---

[১]। অকৃতদার।

'হইতে পারে।'

'সাধু, বাসেট্ঠ। চিত্তজয়ী ভিক্ষু মরণান্তে দেহের বিলয়ে যে চিত্তজয়ী ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবেন, তাহার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে।'

৫০. এইরূপ উক্ত হইলে বাসেট্ঠ ও ভারদ্বাজ তরুণদ্বয় ভগবানকে বলিলেন, 'অতি উত্তম, গৌতম, অতি উত্তম। যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধৃত হয়, সেইরূপ পূজনীয় গৌতম অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা ভগবান গৌতমের, ধর্মের এবং ভিক্ষুসংঘের শরণ লইতেছি। পূজ্য গৌতম আজ হইতে জীবনের অন্তকাল পর্যন্ত আমাদিগকে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।'

[তেবিজ্জ সূত্র সমাপ্ত]

[দীর্ঘনিকায়ে শীলস্কন্ধ বর্গ (প্রথম খণ্ড) সমাপ্ত]

সূত্রপিটকে

দীর্ঘনিকায়

(দ্বিতীয় খণ্ড)

[মহাবর্গ]

ভিক্ষু শীলভদ্র

কর্তৃক অনূদিত

সূচিপত্র

সূত্রপিটকে দীর্ঘনিকায় (দ্বিতীয় খণ্ড)

[মহাবর্গ]

"নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স"

সূত্রপিটকে
দীর্ঘনিকায়
দ্বিতীয় খণ্ড
[মহাবর্গ]

১৪. মহাপদান সূত্রান্ত

১.১. আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। একসময় ভগবান শ্রাবস্তী নগরস্থ জেতবন নামক অনাথপিণ্ডিকের আরামে করেরি-কুটিরে অবস্থান করিতেছিলেন। ওই সময়ে একদিন বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আহারান্তে করেরি-মণ্ডলমালে[১] একত্রিত ও উপবিষ্ট হইলে তাঁহাদের মধ্যে পূর্বজন্ম সম্বন্ধীয় ধর্মালোচনা আরম্ভ হইল : "ইহাই পূর্বজন্ম, ইহাই পূর্বজন্ম" ইত্যাদি।

২. ভগবান স্বীয় দিব্য, বিশুদ্ধ ও অলৌকিক শ্রুতি দ্বারা ভিক্ষুদিগের বাক্যালাপ শ্রবণ করিলেন। অনন্তর ভগবান আসন হইতে উত্থান করিয়া করেরি-মণ্ডলমালে গমন করিলেন এবং তথায় নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন :

'ভিক্ষুগণ, এইস্থানে উপবিষ্ট হইয়া তোমরা কী কথায় নিযুক্ত, তোমাদের কী আলোচনাই বা বাধাপ্রাপ্ত হইল?'

এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, 'ভন্তে, আমরা ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আহারান্তে মণ্ডলমালে একত্রিত হইয়া

---

[১] । সূক্ষ্মাগ্র আচ্ছাদনসম্পন্ন বৃত্তাকার কক্ষ।

উপবিষ্ট হইলে আমাদের মধ্যে পূর্বজন্ম সম্বন্ধীয় ধর্মালোচনা উঠিয়াছিল : "ইহাই পূর্বজন্ম, ইহাই পূর্বজন্ম।" আমরা এই কথায় নিযুক্ত ছিলাম, এমন সময় ভগবান উপস্থিত হইলেন।'

৩. 'ভিক্ষুগণ, তোমরা পূর্বজন্ম সম্বন্ধীয় ধর্মকথা শুনিতে ইচ্ছা করো?'

'হে ভগবান, হে সুগত, ভগবান পূর্বজন্ম সম্বন্ধীয় ধর্মকথা কহিবার ইহা উপযুক্ত সময়, ভগবানের নিকট শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণ উহা হৃদয়ে ধারণ করিবে।'

'তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করো, আমি বলিব।'

প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুগণ বলিলেন, 'ভন্তে, উত্তম।' ভগবান বলিলেন :

৪. 'ভিক্ষুগণ, এখন হইতে একনবতি কল্পে অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, ভগবান বিপস্‌সী জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এখন হইতে একত্রিংশ কল্পে অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, ভগবান শিখী জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ওই একত্রিংশ কল্পেই অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, ভগবান বেস্‌সভূ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হে ভিক্ষুগণ, বর্তমান কল্পে অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, ভগবান ককুসন্ধ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্তমান কল্পে অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, ভগবান কোণাগমন জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্তমান কল্পে অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, ভগবান কস্‌সপ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্তমান কল্পে এক্ষণে আমি অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধরূপে জগতে আবির্ভূত হইয়াছি।

৫. ভিক্ষুগণ, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান বিপস্‌সী জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান শিখী জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান বেস্‌সভূ জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ক্ষত্রিয় কুলোৎপন্ন ছিলেন। অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান ককুসন্ধ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান কোণাগমন জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান কস্‌সপ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ, এক্ষণে আমি অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধরূপে জাতিতে ক্ষত্রিয় হইয়া ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়াছি।

৬. 'ভিক্ষুগণ, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান বিপস্‌সী কোণ্ডঞ্‌ঞ কৌণ্ডিন্য গোত্রীয় ছিলেন। ভগবান শিখী এবং ভগবান বেস্‌সভূ কোণ্ডঞ্‌ঞ গোত্রীয় ছিলেন। ভগবান ককুসন্ধ কস্‌সপ গোত্রীয় ছিলেন। ভগবান কোণাগমন এবং

ভগবান কস্‌সপ কস্‌সপ গোত্রীয় ছিলেন। ভিক্ষুগণ, এক্ষণে অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধরূপে আমি গৌতম গোত্রীয়।'

৭। ভগবান বিপস্‌সীর আয়ুষ্কাল অশীতি সহস্র বৎসর ছিল। ভগবান শিখীর আয়ুষ্কাল সপ্ততি সহস্র বৎসর ছিল। ভগবান বেস্‌সভূর আয়ুষ্কাল ষষ্টি সহস্র বৎসর ছিল। ভগবান ককুসন্ধের আয়ুষ্কাল চত্বারিংশ সহস্র বৎসর ছিল। ভগবান কোণাগমনের আয়ুষ্কাল ত্রিশ সহস্র বৎসর ছিল। ভগবান কস্‌সপের আয়ুষ্কাল বিংশতি সহস্র বৎসর ছিল। ভিক্ষুগণ, এক্ষণে আমার আয়ু নগণ্য এবং অল্পকাল স্থায়ী, এক্ষণে যে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে তাহার আয়ুপরিমাণ অল্পাধিক একশত বৎসর।

৮. 'ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী পাটলীবৃক্ষের মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভগবান শিখী পুণ্ডরীকের মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভগবান বেস্‌সভূ শালবৃক্ষের মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভগবান ককুসন্ধ শিরীষবৃক্ষমূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভগবান কোণাগমন উডুম্বরবৃক্ষের মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভগবান কস্‌সপ নিগ্রোধবৃক্ষের মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ, বর্তমান সময়ে অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ আমি অশ্বত্থবৃক্ষের মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছি।'

৯. 'ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সীর খণ্ড এবং তিস্‌স নামক দুইজন মহানুভাব অগ্রশ্রাবক ছিলেন। ভগবান শিখীর অভিভূ এবং সম্ভব নামক দুইজন মহানুভাব অগ্রশ্রাবক ছিলেন। ভগবান বেস্‌সভূর সোণ এবং উত্তর নামক দুইজন মহানুভাব অগ্রশ্রাবক ছিলেন। ভগবান ককুসন্ধের বিধূর এবং সঞ্জীব নামক দুইজন মহানুভাব অগ্রশ্রাবক ছিলেন। ভগবান কোণাগমনের ভিয়্যোস এবং উত্তর নামক দুইজন মহানুভাব অগ্রশ্রাবক ছিলেন। ভগবান কস্‌সপের তিস্‌স এবং ভরদ্বাজ নামক দুইজন মহানুভাব অগ্রশ্রাবক ছিলেন। ভিক্ষুগণ, বর্তমানে আমার সারিপুত্র এবং মোগ্‌গল্লায়ন নামক দুইজন মহানুভাব অগ্রশ্রাবক আছেন।'

১০. 'ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সীর শ্রাবকগণের তিনটি সম্মিলন হইয়াছিল। একটিতে অষ্ট-ষষ্টিলক্ষ ভিক্ষুর সমাগম হইয়াছিল। একটিতে এক লক্ষ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। একটিতে অশীতি সহস্র ভিক্ষু মিলিত হইয়াছিলেন। ভগবান বিপস্‌সীর শ্রাবকগণের ওইরূপ তিন সম্মিলন হইয়াছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাসব ছিলেন।'

'ভগবান শিখীর শ্রাবকগণের তিন সম্মিলন হইয়াছিল। একটিতে এক লক্ষ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। একটিতে অশীতি সহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন।

একটিকে সপ্ততি সহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভগবান শিখীর শ্রাবকগণের ওইরূপ তিন সম্মিলন হইয়াছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাসব ছিলেন।'

'ভগবান বেস্‌সভূর শ্রাবকগণের তিন সম্মিলন হইয়াছিল। একটিতে অশীতি সহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন, একটিতে সপ্ততি সহস্র ভিক্ষু এবং একটিতে ষষ্টিসহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভগবান বেস্‌সভূর শ্রাবকগণের ওইরূপ তিন সম্মিলন হইয়াছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাসব ছিলেন।'

'ভগবান ককুসন্ধের শ্রাবকগণের একটি সম্মিলন হইয়াছিল, উহাতে চত্বারিংশ সহস্র ভিক্ষুর সমাগম হইয়াছিল। ভগবান ককুসন্ধের শ্রাবকগণের ওই একটি সম্মিলন হইয়াছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাসব ছিলেন।'

'ভগবান কোণাগমনের শ্রাবকগণের একটি সম্মিলন হইয়াছিল, উহাতে ত্রিংশ সহস্র ভিক্ষুর সমাগম হইয়াছিল। ভগবান কোণাগমনের শ্রাবকগণের ওই একটি সম্মিলন হইয়াছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাসব ছিলেন।'

'ভগবান কস্‌সপের শ্রাবকগণের একটি সম্মিলন হইয়াছিল, উহাতে বিংশতি সহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার শ্রাবকদিগের ওই একটি সম্মিলন হইয়াছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাসব ছিলেন।'

'বর্তমানে আমার শ্রাবকগণের একটি সম্মিলন হইয়াছিল, উহাতে একসহস্র দুইশত পঞ্চাশৎ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবকগণের ওই একটি সম্মিলন হইয়াছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাসব ছিলেন।'

১১. 'ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সীর অশোক নামক একজন ভিক্ষু প্রধান পরিচারক ছিলেন। ভগবান শিখীর ক্ষেমঙ্কর নামক ভিক্ষু, ভগবান বেস্‌সভূর উপসন্নক নামক ভিক্ষু, ভগবান ককুসন্ধের বুদ্ধিজ নামক ভিক্ষু, ভগবান কোণাগমনের সোত্থিজ নামক ভিক্ষু, ভগবান কস্‌সপের সব্বমিত্ত নামক ভিক্ষু প্রধান পরিচারক ছিলেন। বর্তমানে আমার আনন্দ নামক ভিক্ষু প্রধান পরিচারক।'

১২। 'ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সীর পিতার নাম রাজা বন্ধুমা, মাতার নাম বন্ধুমতী। বন্ধুমতী নামক নগর রাজা বন্ধুমার রাজধানী ছিল।'

'ভগবান শিখীর পিতার নাম রাজা অরুণ, মাতার নাম প্রভাবতী। অরুণবতী নামক নগর রাজা অরুণের রাজধানী ছিল।'

'ভগবান বেস্‌সভূর পিতার নাম রাজা সুপ্রতীত, মাতার নাম যশবতী।

অনোপম নামক নগর রাজা সুপ্রতীতের রাজধানী ছিল।'

'অগ্নিদত্ত নামে ব্রাহ্মণ ভগবান ককুসন্ধের পিতা ছিলেন, বিশাখা নাম্নী ব্রাহ্মণী তাঁহার মাতা। ওই সময়ে ক্ষেম নামে এক রাজা ছিলেন, ক্ষেমবতী নামক নগর তাঁহার রাজধানী ছিল।'

'যজ্ঞদত্ত নামে ব্রাহ্মণ ভগবান কোণাগমনের পিতা ছিলেন, উত্তরা নাম্নী ব্রাহ্মণী তাঁহার মাতা। ওই সময়ে সোভ নামে এক রাজা ছিলেন। সোভবতী নামক নগর তাঁহার রাজধানী ছিল।'

'ব্রহ্মদত্ত নামে ব্রাহ্মণ ভগবান কস্সপের পিতা ছিলেন, ধনবতী নাম্নী ব্রাহ্মণী তাঁহার মাতা। ওই সময়ে কিকী নামে এক রাজা ছিলেন। বারাণসী নামক নগর তাঁহার রাজধানী ছিল।'

'বর্তমানে আমার পিতার নাম রাজা শুদ্ধোদন, মাতার নাম মায়াদেবী। কপিলবাস্তু নগর রাজধানী।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন। তৎপরে সুগত আসন হইতে উত্থান করিয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন।

১৩. অতঃপর ভগবানের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ভিক্ষুগণের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন আরম্ভ হইল :

'বন্ধুগণ, তথাগতের কী আশ্চর্য মহিমা, কী আশ্চর্য মহানুভবতা! যেহেতু তথাগত অতীতের বুদ্ধগণ যাঁহারা পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, ছিন্নপ্রপঞ্চ, সম্পন্ন-ভ্রমণ, যাঁহারা কর্মবর্ত, ক্লেশবর্ত, বিপাকবর্তরূপ ত্রিবর্তের ক্ষয়-সাধন করিয়াছেন এবং সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ওই সকলের জাতি, নাম, গোত্র, আয়ুপ্রমাণ, শ্রাবক-যুগ এবং শ্রাবক-সম্মিলন, এই সমস্তই স্মরণ করিতে পারেন—"ওই সকল ভগবান এই এই জাতি হইতে উদ্ভূত, এই এই নাম এবং গোত্রবিশিষ্ট, এইরূপ শীল ও ধর্মসম্পন্ন, এইরূপ প্রজ্ঞা-সমন্বিত, এইরূপ তাঁহাদের জীবনযাত্রার প্রণালি, এইরূপে তাঁহারা বিমুক্ত।" বন্ধুগণ, ইহা কি তথাগতেরই স্বাভাবিক তীক্ষ্ণদৃষ্টি যাহার দ্বারা তিনি অতীতের বুদ্ধগণ যাঁহারা পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, ছিন্নপ্রপঞ্চ, সম্পন্ন-ভ্রমণ, যাঁহারা কর্মবর্ত, ক্লেশবর্ত, বিপাকবর্তরূপ ত্রিবর্তের ক্ষয়-সাধন করিয়াছেন এবং সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ওই সকলের জাতি, নাম, গোত্র, আয়ু-প্রমাণ, শ্রাবক-যুগ এবং শ্রাবক-সম্মিলন, এই সমস্তই স্মরণ করিতে পারেন—"ওই সকল ভগবান এই এই জাতি হইতে উদ্ভূত, এই এই নাম এবং গোত্রবিশিষ্ট, এইরূপ শীল ও ধর্মসম্পন্ন, এইরূপ প্রজ্ঞা-সমন্বিত, এইরূপ তাঁহাদের জীবনযাত্রার প্রণালি, এইরূপে তাঁহারা বিমুক্ত?" অথবা দেবতাগণ তথাগতকে এই বিষয় জ্ঞাপন

করিয়াছেন যাহার দ্বারা তিনি অতীতের বুদ্ধগণ যাঁহারা পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, ছিন্নপ্রপঞ্চ, সম্পন্ন-ভ্রমণ, যাঁহারা কর্মবর্ত, ক্লেশবর্ত, বিপাকবর্তরূপ ত্রিবর্তের ক্ষয়-সাধন করিয়াছেন এবং সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ওই সকলের জাতি, নাম, গোত্র, আয়ু-প্রমাণ, শ্রাবক-যুগ এবং শ্রাবক-সম্মিলন, এই সমস্তই স্মরণ করিতে পারেন—"ওই সকল ভগবান এই এই জাতি হইতে উদ্ভূত, এই এই নাম এবং গোত্রবিশিষ্ট, এইরূপ শীল ও ধর্মসম্পন্ন, এইরূপ প্রজ্ঞা-সমন্বিত, এইরূপ তাঁহাদের জীবনযাত্রার প্রণালি, এইরূপে তাঁহারা বিমুক্ত?"

ভিক্ষুগণের এই আলোচনার মীমাংসা হইল না।

১৪. অনন্তর ভগবান সায়াহ্নে ধ্যান হইতে উত্থান করিয়া করেরি-মণ্ডলমালে উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর ভগবান ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিলেন :

'ভিক্ষুগণ, তোমরা এক্ষণে এইস্থানে কি কথায় নিযুক্ত ছিলে, তোমাদের কোনো কথাই বা বাধাপ্রাপ্ত হইল?'

এইরূপ কথিত হইলে ওই ভিক্ষুগণ ভগবানকে বলিলেন :

ভগবান এইস্থান হইতে প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরেই আমাদের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন আরম্ভ হইল : "বন্ধুগণ, তথাগতের কী আশ্চর্য মহিমা, কী আশ্চর্য মহানুভবতা! যেহেতু তথাগত অতীতের বুদ্ধগণ যাঁহারা পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, ছিন্নপ্রপঞ্চ, সম্পন্ন-ভ্রমণ, যাঁহারা কর্মবর্ত, ক্লেশবর্ত, বিপাকবর্তরূপ ত্রিবর্তের ক্ষয়-সাধন করিয়াছেন এবং সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ওই সকলের জাতি, নাম, গোত্র, আয়ুপ্রমাণ, শ্রাবক-যুগ এবং শ্রাবক-সম্মিলন, এই সমস্তই স্মরণ করিতে পারেন—"ওই সকল ভগবান এই এই জাতি হইতে উদ্ভূত, এই এই নাম এবং গোত্রবিশিষ্ট, এইরূপ শীল ও ধর্মসম্পন্ন, এইরূপ প্রজ্ঞা-সমন্বিত, এইরূপ তাঁহাদের জীবনযাত্রার প্রণালি, এইরূপে তাঁহারা বিমুক্ত।" বন্ধুগণ, ইহা কি তথাগতেরই স্বাভাবিক তীক্ষ্ণদৃষ্টি যাহার দ্বারা তিনি অতীতের বুদ্ধগণ যাঁহারা পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, ছিন্নপ্রপঞ্চ, সম্পন্ন-ভ্রমণ, যাঁহারা কর্মবর্ত, ক্লেশবর্ত, বিপাকবর্তরূপ ত্রিবর্তের ক্ষয়-সাধন করিয়াছেন এবং সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ওই সকলের জাতি, নাম, গোত্র, আয়ু-প্রমাণ, শ্রাবক-যুগ এবং শ্রাবক-সম্মিলন, এই সমস্তই স্মরণ করিতে পারেন—"ওই সকল ভগবান এই এই জাতি হইতে উদ্ভূত, এই এই নাম এবং গোত্রবিশিষ্ট, এইরূপ শীল ও ধর্মসম্পন্ন, এইরূপ প্রজ্ঞা-সমন্বিত, এইরূপ তাঁহাদের জীবনযাত্রার প্রণালি, এইরূপে তাঁহারা বিমুক্ত?" অথবা

দেবতাগণ তথাগতকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন যাহার দ্বারা তিনি অতীতের বুদ্ধগণ যাঁহারা পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, ছিন্নপ্রপঞ্চ, সম্পন্ন-ভ্রমণ, যাঁহারা কর্মবর্ত, ক্লেশবর্ত, বিপাকবর্তরূপ ত্রিবর্তের ক্ষয়-সাধন করিয়াছেন এবং সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ওই সকলের জাতি, নাম, গোত্র, আয়ুপ্রমাণ, শ্রাবক-যুগ এবং শ্রাবক-সম্মিলন, এই সমস্তই স্মরণ করিতে পারেন—"ওই সকল ভগবান এই এই জাতি হইতে উদ্ভূত, এই এই নাম এবং গোত্রবিশিষ্ট, এইরূপ শীল ও ধর্মসম্পন্ন, এইরূপ প্রজ্ঞা-সমন্বিত, এইরূপ তাঁহাদের জীবনযাত্রার প্রণালি, এইরূপে তাঁহারা বিমুক্ত"?

'আমাদের এইরূপ কথোপকথনের মধ্যে ভগবান আসিলেন।'

১৫. 'ভিক্ষুগণ, ইহা তথাগতেরই স্বাভাবিক তীক্ষ্ণদৃষ্টি যাহার দ্বারা তিনি অতীত বুদ্ধগণ যাঁহারা পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, ছিন্নপ্রপঞ্চ, সম্পন্ন-ভ্রমণ, যাঁহারা কর্মবর্ত, ক্লেশবর্ত, বিপাকবর্তরূপ ত্রিবর্তের ক্ষয়-সাধন করিয়াছেন এবং সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ওই সকলের জাতি, নাম, গোত্র, আয়ুপ্রমাণ, শ্রাবক-যুগ এবং শ্রাবক-সম্মিলন, এই সমস্তই স্মরণ করিতে পারেন—"ওই সকল ভগবান এই এই জাতি হইতে উদ্ভূত, এই এই নাম এবং গোত্রবিশিষ্ট, এইরূপ শীল ও ধর্মসম্পন্ন, এইরূপ প্রজ্ঞা-সমন্বিত, এইরূপ তাঁহাদের জীবনযাত্রার প্রণালি, এইরূপে তাঁহারা বিমুক্ত।" দেবতাগণও তথাগতকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন যাহার দ্বারা তিনি অতীতের বুদ্ধগণ যাঁহারা পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, ছিন্নপ্রপঞ্চ, সম্পন্ন-ভ্রমণ, যাঁহারা কর্মবর্ত, ক্লেশবর্ত, বিপাকবর্তরূপ ত্রিবর্তের ক্ষয়-সাধন করিয়াছেন এবং সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ওই সকলের জাতি, নাম, গোত্র, আয়ু-প্রমাণ, শ্রাবক-যুগ এবং শ্রাবক-সম্মিলন, এই সমস্তই স্মরণ করিতে পারেন—"ওই সকল ভগবান এই এই জাতি হইতে উদ্ভূত, এই এই নাম এবং গোত্রবিশিষ্ট, এইরূপ শীল ও ধর্মসম্পন্ন, এইরূপ প্রজ্ঞা-সমন্বিত, এইরূপ তাঁহাদের জীবনযাত্রার প্রণালি, এইরূপে তাঁহারা বিমুক্ত।"

'ভিক্ষুগণ, তোমরা কি পূর্বজন্ম সম্বন্ধীয় ধর্মকথা অধিকতররূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর?'

'হে ভগবান, হে সুগত, ভগবান পূর্বজন্ম সম্বন্ধীয় ধর্মকথা বলিবার ইহা উপযুক্ত সময়, ভগবানের নিকট শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণ উহা হৃদয়ে ধারণ করিবে।'

'তাহা হইলে ভিক্ষুগণ শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করো, আমি বলিব।'

'প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুগণ বলিলেন, 'ভন্তে, উত্তম।' ভগবান বলিলেন :

১৬. 'ভিক্ষুগণ, আজ হইতে একনবতি কল্প পূর্বে ভগবান বিপস্‌সী অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি কৌণ্ডিণ্য গোত্রীয় ছিলেন। তাঁহার আয়ুষ্কাল অশীতি সহস্র বৎসর ছিল। তিনি পাটলী বৃক্ষের মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার খণ্ড এবং তিস্‌স নামক দুইজন মহানুভাব অগ্রশ্রাবক ছিলেন। তাঁহার শ্রাবকগণের তিনটি সম্মিলন হইয়াছিল। একটিতে অষ্ট-ষষ্টি লক্ষ ভিক্ষুর সমাগম হইয়াছিল। একটিতে এক লক্ষ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। একটিতে অশীতি সহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভগবান বিপস্‌সীর শ্রাবকগণের এই তিনটি সম্মিলন হইয়াছিল। মিলিত ভিক্ষুগণের সকলেই ক্ষীণাসব ছিলেন। ভগবান বিপস্‌সীর অশোক নামক একজন ভিক্ষু প্রধান পরিচারক ছিলেন। বন্ধুমা নামে রাজা তাঁহার পিতা ছিলেন। রাজ্ঞী বন্ধুমতী তাঁহার মাতা ছিলেন। রাজা বন্ধুমার বন্ধুমতী নামক নগর রাজধানী ছিল।

১৭. 'ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী তুষিত দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানসমন্বিত হইয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিলেন। বোধিসত্ত্বের প্রতিসন্ধি গ্রহণকালে এইরূপ অদ্ভুত ঘটনার আবির্ভাব হয় :

'যখন বোধিসত্ত্ব তুষিত দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করেন, তখন দেবলোক, মারভুবন, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও দেব-মনুষ্য সহিত এই পৃথিবীতে দেবতাগণের দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমিত মহান আলোকের প্রকাশ হয়। অনন্ত ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকান্তরিক নিরয়—যে-স্থানে মহাবলশালী চন্দ্র ও সূর্যের কিরণও প্রবেশ করিতে অক্ষম, সেই স্থানেও দেবতাগণের দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমিত মহান আলোকের প্রকাশ হয়। যে সকল প্রাণী ওইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছে তাহারাও ওই আলোকে পরস্পরকে জানিতে সক্ষম হয় : "ওহে, অন্যান্য প্রাণীও এইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছে।" দশ সহস্র জগৎসম্পন্ন এই ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয়, প্রকম্পিত হয়, সঞ্চালিত হয়। দেবতাগণের দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি বিশ্বে প্রাদুর্ভূত হয়। এইরূপ অদ্ভুত ঘটনার আবির্ভাব হয়।

'ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন তখন তাঁহার রক্ষার জন্য চারি দেবপুত্র চারিদিকে গমন করেন : "মনুষ্য অথবা অমনুষ্য কেহই যেন বোধিসত্ত্ব অথবা তদীয় মাতার অনিষ্ট-সাধন করিতে না পারে।" ইহা বিশ্বধর্ম।

১৮. 'ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার মাতা স্বভাবতই শীলবতী হন; প্রাণাতিপাত, অদত্তের গ্রহণ, ব্যভিচার, মৃষাবাদ, সুরামেরয়াদি মদ্যপানরূপ স্খলন হইতে বিরত হন।'' ইহা বিশ্বধর্ম।

১৯. 'ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার মাতা পুরুষের প্রতি রাগোপসংহিত চিত্ত উৎপাদন করেন না, তিনি রক্তচিত্ত পুরুষের প্রভাবের অতীত হন।'' ইহা বিশ্বধর্ম।

২০. 'ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার মাতা পঞ্চেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিরূপ সুখের অধিকারিণী হন, ওই সুখের উপকরণরূপ ভোগ্যবস্তুসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও সেবিত হইয়া বিহার করেন।'' ইহা বিশ্বধর্ম।

২১. 'ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার মাতা কোনো প্রকার রোগাক্রান্ত হন না, তিনি অক্লান্তদেহে সুখ অনুভব করেন, কুক্ষিনিষ্ক্রান্ত বোধিসত্ত্বকে তিনি সর্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং সর্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন দেখেন।'

'ভিক্ষুগণ, মনে করো একখণ্ড শুভ্র উচ্চ শ্রেণিভুক্ত, অষ্টমুখ, সুকর্তিত, স্বচ্ছ, সুনির্মল, সর্বাবয়বসম্পন্ন বৈদূর্যমণি নীল, পীত, লোহিত, শুভ্র অথবা পাণ্ডুবর্ণ সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। কোনো চক্ষুষ্মান পুরুষ উহা হস্তে লইয়া প্রত্যবেক্ষণ করিলেন : "এই শুভ্র, উচ্চশ্রেণিভুক্ত, অষ্টমুখ সুকর্তিত স্বচ্ছ, সুনির্মল, সর্বায়বসম্পন্ন বৈদূর্যমণি নীল, পীত, লোহিত, শুভ্র অথবা পাণ্ডুবর্ণ সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে।" ভিক্ষুগণ, এইরূপেই যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার মাতা কোনো রোগাক্রান্ত হন না, তিনি অক্লান্তদেহে সুখ অনুভব করেন, কুক্ষিনিষ্ক্রান্ত বোধিসত্ত্বকে তিনি সর্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং সর্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন দেখেন।'' ইহা বিশ্বধর্ম।

২২. 'ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, বোধিসত্ত্বের জন্মের পর সপ্তাহকাল অতীত হইলে তাঁহার মাতা দেহত্যাগ করেন, এবং তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হন।'' ইহা বিশ্বধর্ম।

২৩. 'ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যেরূপ অন্যান্য স্ত্রীগণ নয় অথবা দশ মাস গর্ভধারণ করিয়া প্রসব করে, বোধিসত্ত্বের মাতা এইরূপে তাঁহাকে প্রসব করেন না, পূর্ণ দশ মাস বোধিসত্ত্ব-মাতা বোধিসত্ত্বকে গর্ভে ধারণ করিয়া প্রসব করেন।'' ইহা বিশ্বধর্ম।

২৪. 'ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যেরূপ অন্যান্য স্ত্রীগণ উপবিষ্ট অথবা

শায়িত অবস্থায় প্রসব করে, বোধিসত্ত্বের মাতা এইরূপে বোধিসত্ত্বকে প্রসব করেন না, তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় বোধিসত্ত্বকে প্রসব করেন।'' ইহা বিশ্বধর্ম।

২৫. 'ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন দেবগণ তাঁহাকে প্রথমে গ্রহণ করেন, পরে মনুষ্যগণ।' ইহা বিশ্বধর্ম।'

২৬. 'ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন তিনি ভূমির স্পর্শে আনীত হন না, চারিজন দেবপুত্র তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া মাতার সম্মুখে স্থাপিত করেন :

"দেবী, প্রসন্ন হও, তোমার মহাশক্তিসম্পন্ন পুত্র জন্মিয়াছে।'' ইহা বিশ্বধর্ম।

২৭. "ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন তিনি সুনির্মল, জল, শ্লেষ্মা, রুধির অথবা অপর কোনো প্রকার অশুচি দ্বারা লিপ্ত নহেন। তখন তিনি শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক।' ইহা বিশ্বধর্ম।

'ভিক্ষুগণ, যেরূপ মণি-রত্ন কৌশিক বস্ত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে উভয়ে উভয়কে কলুষিত করে না কী হেতু? উভয়েরই শুদ্ধতার নিমিত্ত—এইরূপেই যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন তখন তিনি সুনির্মল; জল, শ্লেষ্মা রুধির অথবা অপর কোনো প্রকার অশুচির দ্বারা লিপ্ত নহেন, তখন তিনি শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক।' ইহা বিশ্বধর্ম।

২৮. "ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন অন্তরীক্ষ হইতে দুইটি জলধারা নির্গত হয়; একটি শীত অপরটি উষ্ণ, যাহার দ্বারা বোধিসত্ত্ব এবং তাঁহার মাতার প্রক্ষালন কার্য সম্পন্ন হয়।' ইহা বিশ্বধর্ম।

২৯. 'ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, সদ্যোজাত বোধিসত্ত্ব সমপাদোপরিস্থিত এবং উত্তরাভিমুখী হইয়া সপ্তপদ গমন করেন, মস্তকোপরি শ্বেত ছত্র ধৃত হইলে তিনি সর্বদিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক এই মহত্ত্বব্যঞ্জক বাক্য ঘোষণা করেন : "এই পৃথিবীতে আমি অগ্র, আমি জ্যেষ্ঠ এবং আমি শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার সর্বশেষ জন্ম, আর আমার পুনর্জন্ম নাই।" ইহা বিশ্বধর্ম।

৩০. 'ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন দেবলোক মারভুবন, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও দেব-মনুষ্য সহিত এই পৃথিবীতে দেবগণের দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি বিশ্বে প্রাদুর্ভূত হয়। অনন্ত ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকান্তরিক

নিরয়—যে-স্থানে মহাবলশালী চন্দ্র ও সূর্যের কিরণও প্রবেশ করিতে অক্ষম, সেই স্থানেও দেবগণের দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি বিশ্বে প্রাদুর্ভূত হয়। যে সকল প্রাণী ওইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছে তাহারাও ওই আলোকে পরস্পরকে জানিতে সক্ষম হয় : "ওহে, অন্যান্য প্রাণীও এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছে।" দশসহস্র জগৎসম্পন্ন এই ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয়, প্রকম্পিত হয়, সঞ্চালিত হয়। দেবতাগণের দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি বিশ্বে প্রাদুর্ভূত হয়।' ইহা বিশ্বধর্ম।

৩১. 'ভিক্ষুগণ, কুমার বিপস্‌সীর জন্ম হইলে রাজা বন্ধুমার নিকট সংবাদ জ্ঞাপন করা হইল : "দেব, আপনার পুত্র জন্মিয়াছে, তাহাকে দর্শন করুন।" ভিক্ষুগণ, রাজা বন্ধুমা বিপস্‌সী কুমারকে দর্শন করিলেন এবং পরে নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণগণকে আমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন, "আপনারা নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণ, কুমারকে দর্শন করুন।" ভিক্ষুগণ, নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণগণ কুমারকে দেখিয়া রাজাকে বলিলেন, "দেব, হৃষ্টমনা হউন, আপনার মহাপরাক্রমশালী পুত্র জন্মিয়াছে। মহারাজ, ইহা আপনার পরমলাভ যে আপনার কুলে এরূপ পুত্রের জন্ম হইয়াছে। দেব, এই কুমার দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণ-সমন্বিত, ওইরূপ লক্ষণ-সমন্বিত মহাপুরুষের মাত্র দুইগতি, অন্য গতি নাই। যদি তিনি গৃহবাসী হন তাহা হইলে তিনি চক্রবর্তী রাজা হন, ধার্মিক ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা হন, তাঁহার রাজ্য শান্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি সপ্তরত্নের অধিকারী হন। সপ্তরত্ন এই : চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন, মন্ত্রীরত্ন। তিনি সূর, বীর শত্রুসেনামর্দনক্ষম সহস্রাধিক পুত্র লাভ করেন। তিনি এই সসাগরা পৃথিবীকে দণ্ড ও শস্ত্রবিনা ধর্মানুসারে জয় করিয়া বাস করেন। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহা হইলে জগতে মায়াবরণমুক্ত অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হন।"

৩২. 'দেব, কুমার কোনো কোনো দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ-লক্ষণযুক্ত, যে সকল লক্ষণযুক্ত মহাপুরুষের মাত্র দুই গতি, অন্য গতি নাই? যদি তিনি গৃহবাসী হন তাহা হইলে তিনি চক্রবর্তী রাজা হইবেন, ধার্মিক, ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা হইবেন, তাঁহার রাজ্য শান্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে, তিনি সপ্তরত্নের অধিকারী হইবেন। তাঁহার সপ্তরত্ন এই : চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন, মন্ত্রীরত্ন। তিনি সূর, বীর শত্রুসেনামর্দন সহস্রাধিক পুত্র লাভ করিবেন। তিনি এই সসাগরা পৃথিবীকে বিনা দণ্ডে ও শস্ত্রে ধর্মানুসারে জয় করিয়া বাস করিবেন। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া অনাগারিত্ব আশ্রয় করেন, তাহা হইলে তিনি জগতে মায়াবরণমুক্ত

অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হইবেন।'

"দেব, কুমার সুপ্রতিষ্ঠিত-পাদ। ইহা কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমারের পাদতলের নিম্নদেশে সর্বাকার-পরিপূর্ণ নেমি ও নাভিসহ সহস্র অরযুক্ত চক্র বিদ্যমান। ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার আয়ত-পাষ্ণি, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার দীর্ঘাঙ্গুলিবিশিষ্ট, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার মৃদু-তরুণ-হস্ত-পাদবিশিষ্ট, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার [১]জাল-হস্ত-পাদবিশিষ্ট, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার পাদ-মধ্যবর্তী-গুল্‌ফ[২] যুক্ত, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার এণি-মৃগ-সদৃশ ক্ষিপ্র-পাদবিশিষ্ট, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার দণ্ডায়মান হইয়া অবনত না হইয়া উভয় হস্ততল দ্বারা জানুদেশ স্পর্শ এবং পরিমর্দন করণে সক্ষম, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমারের গুহ্যেন্দ্রিয় কোষরক্ষিত, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার সুবর্ণবর্ণ কাঞ্চন সদৃশ ত্বকবিশিষ্ট, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার সূক্ষ্মছবিবিশিষ্ট, তজ্জন্য রজ এবং ক্লেদ তাঁহার দেহে লিপ্ত হয় না, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার একৈক লোম, তাঁহার প্রত্যেক লোমকূপে এক একটি লোম, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

---

[১]। হস্ত ও পদের অঙ্গুলি অলিপ্ত।

[২]। গুল্‌ফ পাষ্ণির অব্যবহিত উপরেই অবস্থিত নহে।

"দেব, কুমার নীলাঞ্জনবর্ণ, কুণ্ডলীভূত, দক্ষিণাবর্ত, ঊর্ধ্বাগ্র কেশ-বিশিষ্ট, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার দিব্য-ঋজু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার সপ্ত উৎসেধাঙ্ক[১]বিশিষ্ট, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার সিংহ-পূর্বার্ধ-কায়, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমারের স্কন্ধ-গহ্বর পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার নিগ্রোধবৃক্ষের পরিধিবিশিষ্ট, বয়ঃপ্রমাণ ব্যাম, ব্যাম প্রমাণ বয়ঃ, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার সমবর্তস্কন্ধ, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার শ্রেষ্ঠতম রুচিসম্পন্ন, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার সিংহহনু, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার চত্বারিংশ দন্তবিশিষ্ট, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার সমদন্ত, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার অবিবর-দন্ত, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার সুশুভ্র দংষ্ট্রাবিশিষ্ট, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার দীর্ঘ জিহ্বাবিশিষ্ট, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।"

"দেব, কুমার দিব্য কণ্ঠস্বরসম্পন্ন, করবীকভাষী, ইহাও কুমারের

---

[১]। উচ্চতা জ্ঞাপক চিহ্ন। শরীরের সপ্ত স্থানে—হস্তদ্বয়ে, পাদদ্বয়ে, অংসদ্বয়ে এবং পৃষ্ঠে উদ্গাতি উদ্গাত অংশ মহাপুরুষ-লক্ষণ।

মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।”

“দেব, কুমার গাঢ়নীল নেত্রসম্পন্ন, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।”

“দেব, কুমার গো-পক্ষ্মবিশিষ্ট, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।”

“দেব, কুমারের ভ্রূ-যুগমধ্যস্থ রোমরাজি অবদাত মৃদুতুলসন্নিভ, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।”

“দেব, কুমার উষ্ণীষ-শীর্ষ, ইহাও কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহের এক লক্ষণ।”

৩৩. “দেব, কুমার এই দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ-লক্ষণ সমন্বিত, ওইরূপ লক্ষণ সমন্বিত মহাপুরুষের মাত্র দুই গতি, অন্য গতি নাই। যদি তিনি গৃহবাসী হন তাহা হইলে তিনি চক্রবর্তী রাজা হইবেন, ধার্মিক, ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা হইবেন, তাঁহার রাজ্য শান্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে, তিনি সপ্তরত্নের অধিকারী হইবেন। তাঁহার সপ্তরত্ন এই : চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন, মন্ত্রীরত্ন। তিনি সূর, বীর শত্রুসেনামর্দন সহস্রাধিক পুত্র লাভ করিবেন। তিনি এই সসাগরা পৃথিবীকে বিনা দণ্ডে ও শস্ত্রে ধর্মানুসারে জয় করিয়া বাস করিবেন। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া অনাগারিত্ব আশ্রয় করেন, তাহা হইলে তিনি জগতে মায়াবরণমুক্ত অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হন।”

‘তৎপরে, ভিক্ষুগণ, রাজা বন্ধুমা লক্ষণজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে নববস্ত্র পরিধান করাইয়া তাহাদিগের সর্ব বাসনা পূর্ণ করিলেন।’

৩৪. ‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, রাজা বন্ধুমা বিপস্‌সী কুমারের নিমিত্ত ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন। কোনো ধাত্রী স্তন পান করাইতে লাগিল। কেহ রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইল, কেহ ক্রোড়ে লইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। জন্মাবধি কুমারের উপর দিবা-রাত্রি শ্বেতছত্র ধৃত হইত : “শৈত্য, উষ্ণতা, তৃণ, রজ অথবা তুষার যেন কুমারের পীড়াদায়ক না হয়।” জন্মকাল হইতেই বিপস্‌সী কুমার বহুজনের প্রিয় এবং প্রীতিকর হইলেন। ভিক্ষুগণ, যেরূপ উৎপল অথবা পদ্ম, অথবা পুণ্ডরীক বহুজনের প্রিয় ও প্রীতিপ্রদ হয়, সেইরূপই বিপস্‌সী কুমার বহুজনের প্রিয় ও প্রীতিকর হইলেন। তিনি অঙ্ক হইতে অঙ্কান্তরে ধৃত হইতে লাগিলেন।’

৩৫. ‘ভিক্ষুগণ, জন্ম হইতেই বিপস্‌সী কুমার হিমবন্ত-চারিণী কোকিলার ন্যায় মঞ্জুকন্ঠ, চারুকন্ঠ, মধুরকন্ঠ এবং স্নিগ্ধকন্ঠ হইয়াছিলেন।’

৩৬. ‘ভিক্ষুগণ, জন্ম হইতেই বিপস্‌সী কুমারের পূর্বজন্ম প্রসূত দিব্যচক্ষু

উৎপন্ন হইয়াছিল, যাহা দ্বারা তিনি দিবা-রাত্রি যোজন পরিমিত স্থান সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিতেন।'

৩৭. 'ভিক্ষুগণ, জন্ম হইতেই বিপস্‌সী কুমার ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের ন্যায় অনিমেষ দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। "কুমার অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করেন," এই হেতু, ভিক্ষুগণ, কুমারের "বিপস্‌সী, বিপস্‌সী" এইরূপ নাম উৎপন্ন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ, রাজা বন্ধুমা ধর্মাধিকরণে উপবিষ্ট হইয়া বিপস্‌সী কুমারকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া বিচারকার্য করিতেন। বিপস্‌সী কুমারও পিতার অঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া ন্যায়ের সহিত সূক্ষ্ম বিচার করিতেন। "কুমার ন্যায়ের সহিত সূক্ষ্ম বিচার করেন" এই হেতু, ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমারের "বিপস্‌সী, বিপস্‌সী", নাম অধিকতররূপে উৎপন্ন হইয়াছিল।'

৩৮. তদনন্তর, ভিক্ষুগণ, রাজা বন্ধুমা বিপস্‌সী কুমারের নিমিত্ত তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন—একটি বর্ষাকালের নিমিত্ত, একটি হেমন্তকালের নিমিত্ত, একটি গ্রীষ্মকালের নিমিত্ত এবং সর্ববিধ ভোগ বিলাসের আয়োজন করাইলেন। ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমার বর্ষাকালের প্রাসাদে বর্ষার চারিমাস দিব্যসঙ্গীত-ধ্বনির মধ্যে অতিবাহিত করিতেন, প্রাসাদের নিম্নতলে অবতরণ করিতেন না।'

জাতি খণ্ড সমাপ্ত

২.১. 'তৎপরে, ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমার বহু শত সহস্র বৎসর অতীত হইলে সারথিকে বলিলেন, "মিত্র সারথি, উত্তম উত্তম যান প্রস্তুত করো, উদ্যানভূমি দর্শনার্থ গমন করিব।"

"দেব, তথাস্তু" এই বলিয়া, ভিক্ষুগণ, সারথি বিপস্‌সী-কুমারকে প্রত্যুত্তর দিয়া উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যানসমূহ যোজনাপূর্বক বিপস্‌সী কুমারের নিকট জ্ঞাপন করিল, "দেব, আপনার নিমিত্ত যান প্রস্তুত, এখন আপনার যেরূপ অভিরুচি।"

'ভিক্ষুগণ, তৎপরে বিপস্‌সী কুমার উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করিয়া অনুরূপ যানসমূহের সহিত বহির্গত হইলেন।'

২. 'ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমার উদ্যানভূমিতে গমনকালে একটি পুরুষকে যাইতে দেখিলেন—পুরুষটি জীর্ণ, গোপানসী বক্র, নত, দণ্ডপরায়ণ, প্রকম্পমান, আতুর, বিগত-যৌবন। ইহা দেখিয়া তিনি সারথিকে বলিলেন, "হে সারথি, ইহা কীদৃশ পুরুষ? ইহার কেশ অন্যের ন্যায় নহে, দেহও অন্যের ন্যায় নহে।"

“দেব, ইহা বৃদ্ধপুরুষ।”

“সারথি, বৃদ্ধপুরুষ কী প্রকার?”

“দেব, ইহাই বৃদ্ধপুরুষ : পুরুষটি আর অধিককাল জীবিত থাকিবে না।”

“সারথি, আমিও কি জরাধর্মবিশিষ্ট? ইহা কি আমারও অনিবার্য নিয়তি?”

“দেব, আপনি, আমি এবং সর্বলোক জরাধর্মবিশিষ্ট, ইহা আমাদের অনিবার্য নিয়তি।”

“সারথি, তাহা হইলে আজ আর উদ্যানে যাইবার প্রয়োজন নাই, এইস্থান হইতেই অন্তঃপুরাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করো।”

“ভিক্ষুগণ, সারথি বিপস্‌সী-কুমারকে “দেব, তথাস্তু” এই কথা বলিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমার অন্তঃপুরে গমন করিয়া দুঃখী ও দুর্মনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন : “জন্মকে ধিক্, যেহেতু যে জাত সে জরাগ্রস্ত হইবে।”

৩. ‘ভিক্ষুগণ, অনন্তর রাজা বন্ধুমা সারথিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “সারথি, কুমার উদ্যানভ্রমণ উপভোগ করিয়াছেন তো? উদ্যানভূমি কুমারের প্রীতিকর হইয়াছে তো?”

‘দেব, কুমার উদ্যান ভ্রমণ উপভোগ করেন নাই, উদ্যানভূমি তাঁহার প্রীতিকর হয় নাই।”

“সারথি, কুমার উদ্যান গমনের পথে কি দেখিয়াছিলেন?”

দেব, কুমার উদ্যানে গমনকালে একটি জীর্ণ, গোপানসী-বক্র, নত, দণ্ডপরায়ণ, প্রকম্পমান, আতুর, বিগত-যৌবন পুরুষ দেখিয়াছিলেন।’ উহা দেখিয়া তিনি আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন : “সারথি, ইহা কীদৃশ পুরুষ? ইহার কেশ অন্যের ন্যায় নহে, দেহও অন্যের ন্যায় নহে।’ ‘দেব, ইহা বৃদ্ধপুরুষ।’ ‘সারথি, বৃদ্ধপুরুষ কী প্রকার? ‘দেব, ইহাই বৃদ্ধপুরুষ : পুরুষটি আর অধিককাল জীবিত থাকিবে না।’ ‘সারথি, আমিও কি জরাধর্ম-বিশিষ্ট? ইহা কি আমার অনিবার্য নিয়তি?” ‘দেব আপনি, আমি এবং সর্বলোক জরাধর্মবিশিষ্ট, ইহা আমাদের অনিবার্য নিয়তি।’ ‘সারথি, তাহা হইলে আজ আর উদ্যানে যাইবার প্রয়োজন নাই, এইস্থান হইতেই অন্তঃপুরাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করো।’ ‘দেব, তথাস্তু’ এই কথা বলিয়া আমি কুমারকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলাম। কুমার অন্তঃপুরে গমন করিয়া দুঃখী ও দুর্মনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, ‘জন্মকে ধিক, যেহেতু যে জাত সে জরাগ্রস্ত হইবে।’

৪. ‘ভিক্ষুগণ, তখন রাজা বন্ধুমা এইরূপ চিন্তা করিলেন : “বিপস্‌সী-কুমার রাজত্ব করিবেন না এরূপ যেন না হয়, তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন

প্রব্রজ্যা-আশ্রয় করিবেন এরূপ যেন না হয়, নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণগণের বচন যেন সত্য না হয়।"

'ভিক্ষুগণ, অতঃপর রাজা বন্ধুমা বিপস্‌সী কুমারকে অধিকতর রূপে সর্ববিধ ভোগপরিবেষ্টিত করিলেন, যাহাতে কুমার রাজ্য ভোগ করেন, গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় না করেন, যাহাতে নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণগণের বচন মিথ্যা হয়। ভিক্ষুগণ, এইরূপে বিপস্‌সী কুমার সর্ববিধ ভোগানন্দে ব্যাপৃত রহিলেন।

৫. 'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমার বহুশত সহস্র বৎসর অতীত হইলে সারথিকে বলিলেন, "মিত্র সারথি, উত্তম উত্তম যান প্রস্তুত করো, উদ্যানভূমি দর্শনার্থ গমন করিব।"

"দেব, তথাস্তু" এই বলিয়া, ভিক্ষুগণ, সারথি বিপস্‌সী-কুমারকে প্রত্যুত্তর দিয়া উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যানসমূহ যোজনাপূর্বক বিপস্‌সী-কুমারের নিকট জ্ঞাপন করিল, "দেব, আপনার নিমিত্ত যান প্রস্তুত, এখন আপনার যেরূপ অভিরুচি।"

'ভিক্ষুগণ, তৎপরে বিপস্‌সী কুমার উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করিয়া অনুরূপ যানসমূহের সহিত বহির্গত হইলেন।'

৬. 'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমার উদ্যান-ভূমিতে গমনকালে একটি পুরুষকে দেখিলেন, পুরুষটি পীড়িত, আর্ত, কঠিন রোগগ্রস্ত, স্বকীয় মূত্রকরীষের মধ্যে শায়িত, উত্থানে ও শয়নে অপরের সাহায্যাপেক্ষী। এই দৃশ্য দেখিয়া কুমার সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মিত্র সারথি, এই পুরুষটি কি করিয়াছে? ইহার চক্ষুও অন্যের চক্ষুর ন্যায় নহে, স্বরও অন্যের স্বরের ন্যায় নহে।"

"দেব, পুরুষটি ব্যাধিগ্রস্ত।"

"সারথি, ব্যাধিগ্রস্ত কাহাকে বলে?"

"দেব, যে রোগে সে আক্রান্ত, ওই রোগ হইতে তাহার অব্যাহতির সম্ভাবনা অত্যল্প।"

"সারথি, আমিও কি ব্যাধির অধীন? আমিও কি ব্যাধির অতীত নহি?"

"দেব, আপনি, আমি এবং আমরা সকলেই ব্যাধির অধীন, আমরা ব্যাধির অতীত নহি।"

"তাহা হইলে, মিত্র সারথি, আজ আর উদ্যানে যাইবার প্রয়োজন নাই, এইস্থান হইতেই প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করো।"

"দেব, তথাস্তু" এই কথা বলিয়া সারথি প্রত্যাবর্তন করিল। ভিক্ষুগণ,

বিপস্সী কুমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দুঃখিত ও দুর্মনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন : "এই জন্মকে ধিক্! যেহেতু যে জাত সে জরা ও ব্যাধিগ্রস্ত হইবে।"

৭. 'ভিক্ষুগণ, অনন্তর রাজা বন্ধুমা সারথিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "সারথি, কুমার উদ্যান ভ্রমণ উপভোগ করিয়াছেন তো? উদ্যানভূমি কুমারের প্রীতিকর হইয়াছে তো?"

"দেব, কুমার উদ্যান ভ্রমণ উপভোগ করেন নাই, উদ্যানভূমি তাহার প্রীতিকর হয় নাই।"

"সারথি, কুমার উদ্যান গমনের পথে কি দেখিয়াছিলেন?"

"দেব, কুমার উদ্যানে গমনকালে একটি পুরুষকে দেখিয়াছিলেন, পুরুষটি পীড়িত, আর্ত, কঠিন রোগগ্রস্ত, স্বকীয় মূত্রকরীষের মধ্যে শায়িত, উত্থানে ও শয়নে অপরের সাহায্যাপেক্ষী। এই দৃশ্য দেখিয়া কুমার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : 'সারথি, এই পুরুষটি কি করিয়াছে? ইহার চক্ষুও অন্যের চক্ষুর ন্যায় নহে।' 'দেব, পুরুষটি ব্যাধিগ্রস্ত।' 'সারথি, ব্যাধিগ্রস্ত কাহাকে বলে? 'দেব, যে রোগে সে আক্রান্ত, ওই রোগ হইতে তাহার অব্যাহতির সম্ভাবনা অত্যল্প।' 'সারথি, আমিও কি ব্যাধির অধীন? আমিও কি ব্যাধির অতীত নহি?' 'দেব, আপনি, আমি এবং আমরা সকলেই ব্যাধির অধীন, আমরা ব্যাধির অতীত নহি।' "তাহা হইলে, মিত্র সারথি, আজ আর উদ্যানে যাইবার প্রয়োজন নাই। এইস্থান হইতেই প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করো।' আমি সম্মত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলাম। কুমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দুঃখিত ও দুর্মনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন : এই জন্মকে ধিক্, যেহেতু যে জাত সে জরা ও ব্যাধিগ্রস্ত হইবে।"

৮. 'ভিক্ষুগণ, তখন রাজা বন্ধুমা এইরূপ চিন্তা করিলেন : "বিপস্সী-কুমার রাজত্ব করিবেন না এরূপ যেন না হয়, তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিবেন এরূপ যেন না হয়, নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণগণের বচন যেন সত্য না হয়।"

'ভিক্ষুগণ, অতঃপর রাজা বন্ধুমা বিপস্সী কুমারকে অধিকতররূপে সর্ববিধ ভোগপরিবেষ্টিত করিলেন, যাহাতে কুমার রাজ্য ভোগ করেন, গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় না করেন, যাহাতে নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণগণের বচন মিথ্যা হয়। ভিক্ষুগণ, এইরূপে বিপস্সী কুমার সর্ববিধ ভোগানন্দে ব্যাপৃত রহিলেন।

৯. 'অতঃপর ভিক্ষুগণ, বিপস্সী-কুমার বহুশত সহস্র বৎসর অতীত

হইলে সারথিকে বলিলেন, "মিত্র সারথি, উত্তম উত্তম যান প্রস্তুত করো, উদ্যানভূমি দর্শনার্থ গমন করিব।"

"দেব, তথাস্তু" এই বলিয়া, ভিক্ষুগণ, সারথি বিপস্সী-কুমারকে প্রত্যুত্তর দিয়া উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যানসমূহ যোজনাপূর্বক বিপস্সী কুমারের নিকট জ্ঞাপন করিল : "দেব, আপনার নিমিত্ত যান প্রস্তুত, এখন আপনার যেরূপ অভিরুচি।"

'ভিক্ষুগণ, তৎপরে বিপস্সী কুমার উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করিয়া অনুরূপ যানসমূহের সহিত বহির্গত হইলেন।'

১০. 'ভিক্ষুগণ, বিপস্সী-কুমার উদ্যান-ভূমিতে গমনকালে দেখিলেন সম্মিলিত বৃহৎ জনসংঘ নানাবর্ণরঞ্জিত বস্ত্রের দ্বারা চিতা নির্মাণে রত। উহা দেখিয়া তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

"সারথি, সম্মিলিত এই বৃহৎ জনসংঘ নানাবর্ণরঞ্জিত বস্ত্রে কি নিমিত্ত চিতা নির্মাণে রত?"

"দেব, যেহেতু এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।"

"তাহা হইলে, সারথি, ওই মৃতের সন্নিধানে রথ চালনা করো।"

"তথাস্তু" এই কথা বলিয়া সারথি মৃতের সন্নিধানে রথ চালনা করিল। ভিক্ষুগণ, বিপস্সী কুমার মৃতদেহ দেখিলেন এবং সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

"সারথি, মৃত কাহাকে বলে?"

"দেব, মৃতের মাতা, পিতা অথবা অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ কেহই আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না। সেও মাতা, পিতা অথবা অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গকে আর দেখিতে পাইবে না।"

"সারথি, আমিও কি মরণধর্ম-বিশিষ্ট? আমিও কি মরণের অতীত নহি? আমাকেও কি রাজা, রাণী অথবা অপরাপর জ্ঞাতিবর্গ আর দেখিতে পাইবে না? আমিও কি তাঁহাদিগকে আর দেখিতে পাইব না?"

"দেব, আপনি ও আমি এবং আমরা সকলেই মরণধর্মযুক্ত, মরণের অতীত নহি। আপনাকেও রাজা, রাণী অথবা অপরাপর জ্ঞাতিবর্গ দেখিতে পাইবেন না, আপনিও তাঁহাদের দেখিতে পাইবেন না।"

"তাহা হইলে, সারথি, আজ আর উদ্যানে যাইবার প্রয়োজন নাই, এই স্থান হইতেই প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করো।"

"তথাস্তু" বলিয়া, ভিক্ষুগণ, সারথি সেই স্থান হইতেই প্রত্যাবর্তন করিল। বিপস্সী কুমার অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া দুঃখিত ও দুর্মনা হইয়া চিন্তা করিতে

লাগিলেন : "জন্মকে ধিক্, যেহেতু যাহার জন্ম হইয়াছে সে জরা, ব্যাধি ও মরণগ্রস্ত হইবে।"

১১-১২. 'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, রাজা বন্ধুমা সারথিকে পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন করিলেন এবং পূর্বের ন্যায় বিপস্‌সী-কুমারকে অধিকতররূপে সর্ববিধ ভোগ পরিবেষ্টিত করিলেন। এইরূপে বিপস্‌সী কুমার সর্ববিধ ভোগানন্দে ব্যাপৃত রহিলেন।'

১৩. 'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমার বহুশত সহস্র বৎসর অতীত হইলে সারথিকে বলিলেন :

"মিত্র সারথি, উত্তম উত্তম যান প্রস্তুত করো, উদ্যানভূমি দর্শনার্থ গমন করিব।"

"দেব, তথাস্তু" এই বলিয়া, ভিক্ষুগণ, সারথি বিপস্‌সী কুমারকে প্রত্যুত্তর দিয়া উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যানসমূহ যোজনাপূর্বক বিপস্‌সী কুমারের নিকট জ্ঞাপন করিল : "দেব, আপনার নিমিত্ত যান প্রস্তুত, এখন আপনার যেরূপ অভিরুচি।"

'ভিক্ষুগণ, তৎপরে বিপস্‌সী কুমার উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করিয়া অনুরূপ যানসমূহের সহিত বহির্গত হইলেন।'

১৪. 'ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমার উদ্যানভূমিতে গমনকালে এক মুণ্ডিতমস্তক, কাষায়বস্ত্র পরিহিত প্রব্রজিত পুরুষকে দেখিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

"সারথি, এই পুরুষটি কি করিয়াছে, যাহার জন্য তাহার মস্তক অন্যের মস্তকের ন্যায় নহে, বস্ত্রও অন্যের ন্যায় নহে?"

"দেব, পুরুষটি প্রব্রজিত।"

"সারথি, প্রব্রজিত কাহাকে বলে?"

"দেব, যিনি প্রব্রজিত তিনি ধর্মচর্যা, শমচর্যা কুশলক্রিয়া পুণ্যকর্ম অহিংসা এবং সর্ব প্রাণীর প্রতি অনুকম্পায় পূর্ণতা প্রাপ্ত।"

"সারথি, যিনি প্রব্রজিত তিনি সাধু, সাধু ধর্মচর্যা, সাধু শমচর্যা, সাধু কুশলধর্ম, সাধু পুণ্যকর্ম, সাধু অহিংসা, সাধু সর্ব প্রাণীর প্রতি অনুকম্পা। সারথি, এইবার ওই প্রব্রজিতের নিকট রথ চালনা করো।

"তথাস্তু" বলিয়া সারথি প্রব্রজিতের নিকট রথ চালনা করিল। ভিক্ষুগণ, তৎপরে বিপস্‌সী কুমার সেই প্রব্রজিতকে এইরূপে বলিলেন, "সৌম্য, কী নিমিত্ত আপনার মস্তক অন্যের মস্তকের ন্যায় নহে, বস্ত্রও অন্যের ন্যায় নহে?"

"দেব, আমি প্রব্রজিত।"

"সৌম্য, উহার অর্থ কী?"

"দেব, যিনি প্রব্রজিত তিনি ধর্মচর্যা, শমচর্যা, কুশলকর্ম, পুণ্যকর্ম, অহিংসা এবং সর্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পায় পূর্ণতা প্রাপ্ত।"

"সৌম্য, সাধু আপনার ন্যায় প্রব্রজিত, সাধু ধর্মচর্যা, সাধু শমচর্যা, সাধু কুশলকর্ম, সাধু পুণ্যকর্ম, সাধু অহিংসা, সাধু সর্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পা।"

১৫. 'তৎপরে, ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমার সারথিকে বলিলেন :

"সারথি, রথ লইয়া এই স্থান হইতেই প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করো। আমি এই স্থানেই কেশ ও শ্মশ্রু মোচনপূর্বক কাষায় বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহ হইতে গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিব।"

"তথাস্তু, দেব" বলিয়া সারথি সেইস্থান হইতে রথ লইয়া প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিল। বিপস্‌সী কুমারও সেই স্থানেই কেশ ও শ্মশ্রু মোচনপূর্বক কাষায় বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহ হইতে গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিলেন।"

১৬. 'ভিক্ষুগণ, রাজধানী বন্ধুমতী নগরের চতুরশীতি সহস্র মনুষ্য শুনিল : "বিপস্‌সী কুমার কেশ ও শ্মশ্রু মোচন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহ হইতে গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া তাহারা চিন্তা করিল : "যে ধর্ম-বিনয়ে বিপস্‌সী কুমার কেশ-শ্মশ্রু মোচনপূর্বক কাষায় পরিহিত হইয়া গৃহ হইতে গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছেন ওই ধর্ম-বিনয় কখনোই হীন নহে, ওই প্রব্রজ্যা কখনোই হীন নহে। যখন রাজকুমার বিপস্‌সী এইপথ আশ্রয় করিয়াছেন, তখন আমরাই বা কেন তাহা না করি?" অনন্তর ভিক্ষুগণ, সেই চতুরশীতি সহস্র মানব বিপস্‌সী বোধিসত্ত্বের অনুকরণে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল। ভিক্ষুগণ, এইরূপে সেই জনসংঘ পরিবেষ্টিত হইয়া বিপস্‌সী বোধিসত্ত্ব গ্রাম নগর রাজধানীসমূহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

১৭. 'ভিক্ষুগণ, তদনন্তর বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী যখন নির্জনে ধ্যানরত ছিলেন, তখন তাঁহার মনে এই চিন্তার উদয় হইল :

"বহুজন পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করা আমার অনুপযুক্ত। আমি জনসংঘ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থান করিব।"

'তৎপরে, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকী বিহার করিতে লাগিলেন। সেই চতুরশীতি সহস্র প্রব্রজিত এক পথ ধরিয়া প্রস্থান করিল, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী অন্যপথ ধরিলেন।

১৮। 'তৎপরে, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী একদিন যখন স্বকীয় বাসস্থানে ধ্যানরত ছিলেন, তখন তাঁহার মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল :

"এই জগৎ দুঃখাপন্ন, এইস্থানে জন্ম, জরা ও মৃত্যু, চ্যুতি এবং

পুনরুৎপত্তি; অথচ এই জরামরণরূপ দুঃখ হইতে মুক্তির উপায় কেহই অবগত নয়। এই জরামরণরূপ দুঃখ হইতে মুক্তির উপায় কোন দিনে উদ্ঘাটিত হইবে?"

'তৎপরে, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : "কীসের বর্তমানে জরা-মরণ হয়? কোন হেতু হইতে উহা উদ্ভূত?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : "জাতি বর্তমানে জরা-মরণ, জাতিরূপ হেতু হইতে জরা-মরণের উৎপত্তি।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : "কীসের বর্তমানে জাতির জন্ম হয়? কোন হেতু হইতে জাতির উৎপত্তি?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : "ভব বর্তমানে জাতি, ভবরূপ হেতু হইতে জাতির উৎপত্তি।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : "কীসের বর্তমানে ভব হয়? কোন হেতু হইতে ভবের উৎপত্তি?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : "উপাদান বর্তমানে ভব, উপাদানরূপ হেতু হইতে ভবের উৎপত্তি।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : "কীসের বর্তমানে উপাদান হয়? কোন হেতু হইতে উপাদানের উৎপত্তি?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : "তৃষ্ণা বর্তমানে উপাদান, তৃষ্ণারূপ হেতু হইতে উপাদানের উৎপত্তি।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : "কীসের বর্তমানে তৃষ্ণা হয়? কোন হেতু হইতে তৃষ্ণার উৎপত্তি?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : "বেদনা বর্তমানে তৃষ্ণা, বেদনারূপ হেতু হইতে তৃষ্ণার উৎপত্তি।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : "কীসের বর্তমানে বেদনা হয়? কোন হেতু হইতে বেদনার উৎপত্তি?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : "স্পর্শ বর্তমানে বেদনা, স্পর্শরূপ হেতু হইতে

বেদনার উৎপত্তি।”

‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : “কীসের বর্তমানে স্পর্শ হয়? কোন হেতু হইতে স্পর্শের উৎপত্তি?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “ষড়ায়তন বর্তমানে স্পর্শ, ষড়ায়তনরূপ হেতু হইতে স্পর্শের উৎপত্তি।”

‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : “কীসের বর্তমানে ষড়ায়তন হয়? কোনো হেতু হইতে ষড়ায়তনের উৎপত্তি?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “নামরূপ বর্তমানে ষড়ায়তন, নামরূপ রূপ হেতু হইতে ষড়ায়তনের উৎপত্তি।”

‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : “কীসের বর্তমানে নামরূপ হয়? কোন হেতু হইতে নামরূপের উৎপত্তি?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “বিজ্ঞান বর্তমানে নামরূপ, বিজ্ঞানরূপ হেতু হইতে নামরূপের উৎপত্তি।”

‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : “কীসের বর্তমানে বিজ্ঞান হয়? কোন হেতু হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “নামরূপ বর্তমানে বিজ্ঞান, নামরূপ রূপ হেতু হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি।”

১৯. ‘ভিক্ষুগণ, অতঃপর বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : “নামরূপ হইতে বিজ্ঞানের পুনরাবর্তন হয়, উহা নামরূপকে অতিক্রম করে না। এইরূপেই জন্ম হয়, বার্ধক্য হয়, মৃত্যু হয় এবং চ্যুতি ও পুনরুৎপত্তি হয়; যথা : নামরূপ হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিজ্ঞান হইতে নামরূপের উৎপত্তি, নামরূপ হইতে ষড়ায়তনের উৎপত্তি, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইবে ভব, ভব হইতে জাতি, জাতি হইতে জরা-মরণ, শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্য এবং নৈরাশ্যের উৎপত্তি। এইরূপেই সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উদয় হয়।

ভিক্ষুগণ, “উদয়, উদয়” এই চিন্তা করিতে করিতে বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর অশ্রুতপূর্ব ধর্মসমূহে চক্ষু উৎপন্ন হইল, জ্ঞান উৎপন্ন হইল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইল, বিদ্যা উৎপন্ন হইল, আলোক উৎপন্ন হইল।

২০. 'ভিক্ষুগণ, অতঃপর বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : "কীসের অবর্তমানে জরা-মরণ থাকে না? কীসের নিরোধে জরা-মরণের নিরোধ হয়?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : "জাতির অবর্তমানে জরা-মরণ হয় না, জাতির নিরোধে জরা-মরণের নিরোধ হয়।"

'ভিক্ষুগণ, অতঃপর বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : "কীসের অবর্তমানে জাতি থাকে না? কীসের নিরোধে জাতির নিরোধ হয়?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : "ভবের অবর্তমানে জাতি থাকে না, ভবের নিরোধে জাতির নিরোধ হয়।

'ভিক্ষুগণ, অতঃপর বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : "কীসের অবর্তমানে ভব হয় না? কীসের নিরোধে ভবের নিরোধ হয়?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনোসযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : "উপাদানের অবর্তমানে ভব হয় না, উপাদানের নিরোধে ভবের নিরোধ হয়।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : "কীসের অবর্তমানে উপাদান হয় না? কীসের নিরোধে উপাদানের নিরোধ হয়?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : "তৃষ্ণার অবর্তমানে উপাদান হয় না, তৃষ্ণার নিরোধে উপাদানের নিরোধ হয়।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : "কীসের অবর্তমানে তৃষ্ণা হয় না? কীসের নিরোধে তৃষ্ণার নিরোধ হয়? ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : "বেদনার অবর্তমানে তৃষ্ণা হয় না, বেদনার নিরোধে তৃষ্ণার নিরোধ হয়।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : "কীসের অবর্তমানে বেদনা হয় না? কীসের নিরোধে বেদনার নিরোধ হয়?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : "স্পর্শের অবর্তমানে বেদনা হয় না, স্পর্শের নিরোধে বেদনার নিরোধ হয়।"

'অতঃপর ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : 'কীসের অবর্তমানে স্পর্শ হয় না? কীসের নিরোধে স্পর্শের নিরোধ হয়?" ভিক্ষুগণ,

তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : "ষড়ায়তনের অবর্তমানে স্পর্শ হয় না, ষড়ায়তনের নিরোধে স্পর্শের নিরোধ হয়।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : "কীসের অবর্তমানে ষড়ায়তন হয় না? কীসের নিরোধে ষড়ায়তনের নিরোধ হয়?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : 'নামরূপের অবর্তমানে ষড়ায়তন হয় না, নামরূপের নিরোধে ষড়ায়তনের নিরোধ হয়।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : "কীসের অবর্তমানে নামরূপ হয় না? কীসের নিরোধে নামরূপের নিরোধ হয়?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : "বিজ্ঞানের অবর্তমানে নামরূপ হয় না; বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপের নিরোধ হয়।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : "কীসের অবর্তমানে বিজ্ঞান হয় না? কীসের অবর্তমানে বিজ্ঞানের নিরোধ হয়?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর, গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : "নামরূপের অবর্তমানে বিজ্ঞান হয় না; নামরূপের নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ হয়।"

২১. 'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : "জ্ঞানালোক প্রাপ্তির নিমিত্ত এই বিপশ্যনা মার্গ আমার অধিগত, উহা এই : নামরূপের নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ, বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপের নিরোধ, নামরূপের নিরোধে ষড়ায়তনের নিরোধ, ষড়ায়তনের নিরোধে স্পর্শের নিরোধ, স্পর্শের নিরোধে বেদনার নিরোধ, বেদনার নিরোধে তৃষ্ণার নিরোধ, তৃষ্ণার নিরোধে উপাদানের নিরোধ, উপাদানের নিরোধে ভব-নিরোধ, ভব-নিরোধ হইতে জাতি-নিরোধ, জাতি-নিরোধ হইতে জরা-মরণ, শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্য, নৈরাশ্য নিরুদ্ধ হয়; এইরূপেই সমগ্র দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।

'ভিক্ষুগণ, "নিরোধ, নিরোধ" এই চিন্তা করিতে করিতে বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর অশ্রুতপূর্ব ধর্মসমূহে চক্ষু উৎপন্ন হইল, জ্ঞান উৎপন্ন হইল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইল, বিদ্যা উৎপন্ন হইল, আলোক উৎপন্ন হইল।

২২. 'তৎপরে, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী পঞ্চ উপাদানস্কন্ধে উদয়-ব্যয়দর্শী হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন : "ইহা রূপ; ইহা রূপের উদয়, ইহা

রূপের অস্ত; ইহা বেদনা, ইহা বেদনার উদয়, ইহা বেদনার অস্ত; ইহা সংজ্ঞা, ইহা সংজ্ঞার উদয়, ইহা সংজ্ঞার অস্ত, ইহা সংস্কার, ইহা সংস্কারের উদয়, ইহা সংস্কারের অস্ত; ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিজ্ঞানের উদয়, ইহা বিজ্ঞানের অস্ত।"

'পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের উৎপত্তি ও বিনাশ দেখিয়া বিহার করিতে করিতে অচিরে তাঁহার চিত্ত আসবহীন হইয়া বিমুক্ত হইল।

দ্বিতীয় ভাণবার সমাপ্ত

৩.১. 'ভিক্ষুগণ, অতঃপর ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : "আমি ধর্ম প্রচার করিব।"

'তখন, ভিক্ষুগণ, তাঁহার মনে এইরূপ হইল : "আমার অধিগত ধর্ম গম্ভীর, দুর্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয়। কিন্তু মানুষগণ আসক্তি-প্রিয়, আসক্তিরত, আসক্তি-প্রমোদী। যাহারা আসক্তি-প্রিয়, আসক্তিরত, আসক্তি-প্রমোদী তাহাদের পক্ষে "ইহা হইতে ইহার উৎপত্তি হয়" রূপ প্রতীত্যসমুৎপাদ অবধারণ করা কঠিন। ইহাও তাহাদের পক্ষে অবধারণ করা কঠিন যে, সর্ব সংস্কারের শান্তি, সর্ব উপাধির পরিহার, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ এবং নিরোধই নির্বাণ। আমি ধর্ম প্রচার করিলে অপরে যদি তাহা গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে শ্রান্তিজনক ও বিরক্তিকর হইব।"

২. 'ভিক্ষুগণ, সত্যই তৎমুহূর্তে ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ বিপস্‌সীর মনে অশ্রুতপূর্ব এই গাথাগুলি প্রতিভাত হইল :

"আমি বহু কষ্টে অর্জিয়াছি যাহা,
কাজ নাই প্রকাশ করিয়া তাহা,
রাগ-দোষে লিপ্ত নর যারা,
এই ধর্ম বুঝিবে না তাহা!
প্রতিস্রোতগামী ইহা নিপুণ গম্ভীর,
দুর্দর্শ সুসূক্ষ্ম ইহা রাগরক্ত যারা
অবিদ্যার অন্ধকারে ঢাকা বুঝিবে না ইহা তারা।"

'ভিক্ষুগণ, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ বিপস্‌সী নিরুৎসাহ হইলেন, ধর্মদেশনায় তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। ভিক্ষুগণ, তখন মহাব্রহ্মা স্বচিত্তে ভগবান বিপস্‌সীর চিত্ত-বিতর্ক জ্ঞাত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিলেন : "হায়! এই জগৎ নষ্ট হইবে, বিনষ্ট হইবে, যেহেতু ভগবান

বিপস্‌সীর চিত্ত উৎসাহহীন হইয়া ধর্মদেশনায় প্রবৃত্ত হইতেছে না।"

৩. 'অনন্তর, ভিক্ষুগণ, সেই মহাব্রহ্মা, যেরূপ বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে, অথবা প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে, সেইরূপই ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া ভগবান বিপস্‌সীর সম্মুখে অবির্ভূত হইলেন। তৎপরে, ভিক্ষুগণ, মহাব্রহ্মা একাংশ উত্তরাসঙ্গে আবৃত করিয়া দক্ষিণজানুমণ্ডল ভূমিতে স্থাপন করিয়া ভগবান বিপস্‌সীর দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন, "হে ভগবান, ধর্মপ্রচার করুন, হে সুগত ধর্মপ্রচার করুন, সাংসারিকতার মলিনতায় যাহাদের চক্ষু নিষ্প্রভ হয় নাই, এমন প্রাণীও আছে। ধর্মশ্রবণের অভাবে তাহারা বিনষ্ট হইতেছে, তাহারা ধর্মের জ্ঞান লাভ করিবে।"

৪. ভিক্ষুগণ, এইরূপ উক্ত হইলে ভগবান বিপস্‌সী মহাব্রহ্মাকে বলিলেন,

"ব্রহ্মা, আমারও মনে এইরূপ হইয়াছিল : 'আমি ধর্মপ্রচার করিব।' কিন্তু আমি চিন্তা করিলাম : "আমার অধিগম ধর্ম গম্ভীর, দুর্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয়। কিন্তু মানুষগণ আসক্তি-প্রিয়, আসক্তিরত, আসক্তি-প্রমোদী। যাহারা আসক্তি-প্রিয়, আসক্তিরত, আসক্তি-প্রমোদী তাহাদের পক্ষে "ইহা হইতে ইহার উৎপত্তি হয়" রূপ প্রতীত্যসমুৎপাদ অবধারণ করা কঠিন। ইহাও তাহাদের পক্ষে অবধারণ করা কঠিন যে, সর্ব সংস্কারের শান্তি, সর্ব উপাধির পরিহার, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ এবং নিরোধই নির্বাণ। আমি ধর্ম প্রচার করিলে অপরে যদি তাহা গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে শ্রান্তিজনক ও বিরক্তিকর হইবে।" তন্মুহূর্তে আমার মনে অশ্রুতপূর্ব এই গাথাগুলি প্রতিভাত হইল :

"আমি বহু কষ্টে অর্জিয়াছি যাহা,
কাজ নাই প্রকাশ করিয়া তাহা,
রাগ-দোষে লিপ্ত নর যারা,
এই ধর্ম বুঝিবে না তাহা!
প্রতিস্রোতগামী ইহা নিপুণ গম্ভীর,
দুর্দর্শ সুসূক্ষ্ম ইহা রাগরক্ত যারা
অবিদ্যার অন্ধকারে ঢাকা বুঝিবে না ইহা তারা।"

'ব্রহ্মা, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি নিরুৎসাহ হইলাম, ধর্মদেশনায় আমার প্রবৃত্তি হইল না।"

৫. 'ভিক্ষুগণ, দ্বিতীয়বার মহাব্রহ্মা বিপস্‌সীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

"হে ভগবান, ধর্মপ্রচার করুন, হে সুগত ধর্মপ্রচার করুন, সাংসারিকতার

মলিনতায় যাহাদের চক্ষু নিষ্প্রভ হয় নাই, এমন প্রাণীও আছে। ধর্মশ্রবণের অভাবে তাহারা বিনষ্ট হইতেছে, তাহারা ধর্মের জ্ঞান লাভ করিবে।"

"ব্রহ্মা, আমারও মনে এইরূপ হইয়াছিল : 'আমি ধর্মপ্রচার করিব।' কিন্তু আমি চিন্তা করিলাম : "আমার অধিগম ধর্ম গম্ভীর, দুর্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয়। কিন্তু মানুষগণ আসক্তি-প্রিয়, আসক্তিরত, আসক্তি-প্রমোদী। যাহারা আসক্তি-প্রিয়, আসক্তিরত, আসক্তি-প্রমোদী তাহাদের পক্ষে "ইহা হইতে ইহার উৎপত্তি হয়" রূপ প্রত্যতীসমুৎপাদ অবধারণ করা কঠিন। ইহাও তাহাদের পক্ষে অবধারণ করা কঠিন যে, সর্ব সংস্কারের শান্তি, সর্ব উপাধির পরিহার, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ এবং নিরোধই নির্বাণ। আমি ধর্ম প্রচার করিলে অপরে যদি তাহা গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে শ্রান্তিজনক ও বিরক্তিকর হইবে।" তন্মুহূর্তে আমার মনে অশ্রুতপূর্ব এই গাথাগুলি প্রতিভাত হইল :

"আমি বহু কষ্টে অর্জিয়াছি যাহা,
কাজ নাই প্রকাশ করিয়া তাহা,
রাগ-দোষে লিপ্ত নর যারা,
এই ধর্ম বুঝিবে না তাহা!
প্রতিস্রোতগামী ইহা নিপুণ গম্ভীর,
দুর্দর্শ সুসূক্ষ্ম ইহা রাগরক্ত যারা
অবিদ্যার অন্ধকারে ঢাকা বুঝিবে না ইহা তারা।"

'ব্রহ্মা, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি নিরুৎসাহ হইলাম, ধর্মদেশনায় আমার প্রবৃত্তি হইল না।"

৬. "ভিক্ষুগণ, তৃতীয়বার মহাব্রহ্মা ভগবান বিপস্‌সীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে ভগবান, ধর্মপ্রচার করুন, হে সুগত ধর্মপ্রচার করুন, সাংসারিকতার মলিনতায় যাহাদের চক্ষু নিষ্প্রভ হয় নাই, এমন প্রাণীও আছে। ধর্মশ্রবণের অভাবে তাহারা বিনষ্ট হইতেছে, তাহারা ধর্মের জ্ঞান লাভ করিবে।

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী ব্রহ্মার অনুরোধ জ্ঞাত হইয়া এবং প্রাণীগণের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া বুদ্ধ-চক্ষুদ্বারা জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি দেখিলেন কাহারও কাহারও চক্ষু ধূলি-মল বিরহিত, কাহারও বা চক্ষু ধূলির তমসায় আবৃত, কেহ তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট, কেহ মৃদু ইন্দ্রিয়, কেহ সুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন, কেহ দুষ্প্রবৃত্তি, কেহ বশানুগ, কেহ নহে, কেহ বা পরলোকে কেহ বা গর্হিত আচরণে ভয়দর্শী। যেরূপ উৎপল অথবা পদ্ম

অথবা পুণ্ডরীক সরোবরে কোনো কোনো উৎপল অথবা পদ্ম অথবা পুণ্ডরীক জলে জন্মিয়া, জলে বর্ধিত হইয়া, জলানুগত হইয়া জলে নিমগ্ন হইয়া পুষ্টিলাভ করে; কোনো কোনো উৎপল অথবা পদ্ম অথবা পুণ্ডরীক জলে জন্মিয়া জলে বর্ধিত হইয়া সমোদক হইয়া জলতলে অবস্থান করে; কোনো কোনো উৎপল অথবা পদ্ম অথবা পুণ্ডরীক জলে জন্মিয়া জলে বর্ধিত হইয়া জল হইতে ঊর্ধ্বে অবস্থান করে এবং জলে লিপ্ত হয় না; এইরূপেই ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী বুদ্ধচক্ষুদ্বারা জগৎকে অবলোকন করিয়া দেখিলেন কোনো কোনো প্রাণীর চক্ষু ধূলি-মল বিরহিত, কাহারও বা চক্ষু ধূলির তমসায় আবৃত, কেহ তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট কেহ মৃদু ইন্দ্রিয়, কেহ সুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন, কেহ দুষ্প্রবৃত্তি, কেহ বশানুগ, কেহ নহে, কেহ বা পরলোকে, কেহ বা গর্হিত আচরণে ভয়দর্শী।

৭. 'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, মহাব্রহ্মা স্বচিত্তে ভগবান বিপস্‌সীর চিত্ত-বিতর্ক জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে গাথায় সম্বোধন করিলেন :

"যেরূপ পর্বতচূড়াস্থ শৈলখণ্ডে স্থিত মনুষ্য
চতুর্দিকস্থ জনগণকে নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ,
হে সুমেধ! সর্বদর্শী! তুমি ধর্মময় প্রাসাদে
আরোহণপূর্বক, হে শোক-রহিত, শোকাবতীর্ণ
জাতিজরাভিভূত মনুষ্যগণকে নিরীক্ষণ কর;
হে সংগ্রাম-বিজয়ী, সার্থবাহ, অঋণী বীর,
উঠো, জগতে বিচরণ করো, হে ভগবান, ধর্ম
প্রচার করো, বোধশক্তিসম্পন্নগণ দৃষ্ট হইবে।"

'তদনন্তর, ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী মহাব্রহ্মাকে গাথায় সম্বোধন করিলেন :

"যাহাদের কর্ণ আছে, তাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হউক,
অমৃতের দ্বার তাহাদের জন্য উন্মুক্ত!
হে ব্রহ্মা ব্যর্থ প্রয়াসের আশঙ্কায় আমি
এই মধুর, উত্তমধর্ম মনুষ্যগণকে কহি নাই।"

'ভিক্ষুগণ, তখন মহাব্রহ্মা "ভগবান বিপস্‌সীর নিকট ধর্ম প্রচারের প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছি" এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণপূর্বক ওই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন।

৮. 'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন :

"কাহার নিকট প্রথম ধর্মপ্রচার করিব? কে এই ধর্ম ক্ষিপ্রতার সহিত

বুঝিতে সক্ষম হইবে?”

‘তৎপরে, ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী চিন্তা করিলেন :

“রাজপুত্র খণ্ড এবং পুরোহিত পুত্র তিস্‌স বন্ধুমতী রাজধানীতে বাস করেন, তাঁহারা পণ্ডিত, প্রাজ্ঞ, মেধাবী, বহুদিন হইতে তাঁহাদের চক্ষু ধূলি-মল বিরহিত। অতএব সর্বপ্রথম আমি তাঁহাদের নিকটই ধর্মপ্রচার করিব, তাঁহারা এই ধর্ম ক্ষিপ্রতার সহিত বুঝিতে সক্ষম হইবেন।”

‘তদনন্তর, ভিক্ষুগণ, যেরূপ বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহু প্রসারিত করেন, প্রসারিত বাহু সংকুচিত করেন, সেইরূপ ভগবান বিপস্‌সী বোধিবৃক্ষমূলে অন্তর্হিত হইয়া বন্ধুমতী রাজধানীর খেম-মৃগদাবে আবির্ভূত হইলেন।

৯. ‘ভিক্ষুগণ, তৎপরে ভগবান বিপস্‌সী উদ্যানপালকে বলিলেন :

“সৌম্য উদ্যানপাল, তুমি বন্ধুমতী রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া রাজপুত্র খণ্ড এবং পুরোহিত পুত্র তিস্‌সকে এইরূপ বল :

“ভন্তে, ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিপস্‌সী বন্ধুমতী রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া খেম মৃগদাবে অবস্থান করিতেছেন, তিনি আপনাদিগের দর্শনাভিলাষী।”

‘ভিক্ষুগণ, উদ্যানপাল “তথাস্তু” বলিয়া রাজধানী বন্ধুমতীতে প্রবেশপূর্বক রাজপুত্র খণ্ড এবং পুরোহিত পুত্র তিস্‌সের নিকট ওই সংবাদ বহন করিল।

১০. “ভিক্ষুগণ, তখন তাঁহারা উত্তম উত্তম রথ প্রস্তুতের আদেশ দিয়া উহাতে আরোহণপূর্বক বন্ধুমতী রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া খেম মৃগদাবে গমন করিলেন। যতদূর যান-পথ ততদূর যানারোহণে গিয়া পরে অবতরণপূর্বক পদব্রজে ভগবান বিপস্‌সীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান বিপস্‌সীকে অভিবাদনপূর্বক এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন।

১১. ‘ভগবান বিপস্‌সী তাঁহাদের নিকট আনুপূর্বী কথা বলিলেন; যথা : দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কামের দৈন্য, ব্যর্থতা ও সংক্লেশ এবং নৈষ্কাম্যের পুণ্য। যখন ভগবান জানিলেন যে তাহারা শুদ্ধ-চিত্ত, মৃদু-চিত্ত, নীবরণমুক্ত-চিত্ত, উদগ্র-চিত্ত, প্রসন্নচিত্ত, তখন তিনি যাহা বুদ্ধগণের সামুৎকর্ষিক ধর্মদেশনা তাহা প্রকাশ করিলেন—দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ, দুঃখনিরোধের মার্গ। যেরূপ শুদ্ধ অকলঙ্ক বস্ত্র উত্তমরূপে রঞ্জন গ্রহণ করে, সেই রূপেই রাজপুত্র খণ্ড এবং পুরোহিতপুত্র তিস্‌সের সেই আসনেই বিরজ, বীতমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল : “যাহা উৎপত্তিশীল, তাহা ধ্বংসশীল।”

১২. ‘যখন তাঁহারা ধর্মের দর্শন লাভ করিলেন, উহা অধিগত করিলেন,

উহাতে দৃঢ়রূপে স্থিত হইলেন, বিচিকিৎসা এবং সংশয়োত্তীর্ণ হইয়া বৈশারদ্য লাভপূর্বক শাস্তার শাসনে অপর-প্রত্যয় হইলেন, তখন তাঁহারা ভগবান বিপস্‌সীকে বলিলেন, "অতি উত্তম, ভন্তে! অতি উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথপ্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবা নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপেই ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা ভগবানের এবং ধর্মের শরণ লইতেছি। ভন্তে, আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা লাভের অভিলাষী।"

১৩. 'ভিক্ষুগণ, রাজপুত্র খণ্ড এবং পুরোহিতপুত্র তিস্‌স ভগবান বিপস্‌সীর নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগের নিকট সংস্কারসমূহের দৈন্য, ব্যর্থতা ও সংক্লেশ এবং নির্বাণের শ্রেষ্ঠতা প্রকাশপূর্বক ধর্মালোচনা দ্বারা তাঁহাদিগকে উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও প্রহৃষ্ট করিলেন। এইরূপে উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও প্রহৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের চিত্ত আসব রহিত হইয়া অচিরে বিমুক্ত হইল।

১৪. 'ভিক্ষুগণ, রাজধানী বন্ধুমতীর চতুরশীতিসংখ্যক নাগরিক শুনিতে পাইল যে, ভগবান বিপস্‌সী রাজধানী বন্ধুমতী নগরে আগমনপূর্বক ক্ষেম নামক মৃগদাবে অবস্থান করিতেছেন। তাহারা আরও শুনিল যে, রাজপুত্র খণ্ড ও পুরোহিতপুত্র তিস্‌স কেশ ও শ্মশ্রু মোচনপূর্বক কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহ হইতে গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া তাহারা চিন্তা করিল : "যে ধর্ম-বিনয় অবলম্বনে রাজপুত্র খণ্ড ও পুরোহিতপুত্র তিস্‌স কেশ ও শ্মশ্রু মোচনপূর্বক কাষায় বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহ হইতে গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছেন, ওই ধর্ম-বিনয়, ওই প্রব্রজ্যা কখনোই হীন নহে। খণ্ড ও তিস্‌স যখন এইরূপ করিয়াছেন, তখন আমরাই বা কেন উহা না করি?"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, চতুরশীতি সহস্র মনুষ্য সমন্বিত সেই বিপুল জনসংঘ রাজধানী বন্ধুমতী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্ষেম মৃগদাবে ভগবান বিপস্‌সীর সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিল।

১৫. 'ভগবান বিপস্‌সী তাহাদের নিকট আনুপূর্বিক কথা বলিলেন; যথা : দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কামের দৈন্য, ব্যর্থতা ও সংক্লেশ এবং নৈষ্কাম্যের পুণ্য। যখন ভগবান জানিলেন যে, তাহারা শুদ্ধ-চিত্ত, মৃদু-চিত্ত, নীবরণমুক্ত-চিত্ত, উদগ্র-চিত্ত, প্রসন্ন-চিত্ত তখন তিনি যাহা বুদ্ধগণের

সামুৎকর্ষিক ধর্মদেশনা তাহা প্রকাশ করিলেন—দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ, দুঃখনিরোধের মার্গ। যেরূপ শুদ্ধ অকলঙ্ক বস্ত্র উত্তমরূপে রঞ্জন গ্রহণ করে, সেইরূপেই সেই চতুরশীতি সহস্র মনুষ্যগণের সেই আসনেই বিরজ, বীতমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল : "যাহা উৎপত্তিশীল, তাহা ধ্বংসশীল।"

১৬. 'যখন তাহারা ধর্মের দর্শন লাভ করিল, উহা অধিগত করিল, উহাতে দৃঢ়রূপে স্থিত হইল, বিচিকিৎসা এবং সংশয়োত্তীর্ণ হইয়া বৈশারদ্য লাভপূর্বক শাস্তার শাসনে অপর-প্রত্যয় হইল, তখন তাহারা ভগবান বিপস্সীকে বলিল :

"অতি উত্তম, ভন্তে! অতি উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথপ্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপেই ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা ভগবানের এবং ধর্মের শরণ লইতেছি। ভন্তে, আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা লাভের অভিলাষী।"

১৭. 'ভিক্ষুগণ, সেই চতুরশীতি সহস্র মনুষ্য ভগবান বিপস্সীর নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন। তিনি তাহাদিগের নিকট সংস্কারসমূহের দৈন্য, ব্যর্থতা ও সংক্লেশ এবং নির্বাণের শ্রেষ্ঠতা প্রকাশপূর্বক ধর্মালোচনা দ্বারা তাহাদিগকে উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও প্রহৃষ্ট করিলেন। এইরূপে উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও প্রহৃষ্ট হইয়া তাহাদের চিত্ত আসব রহিত হইয়া অচিরে বিমুক্ত হইল।

১৮. 'ভিক্ষুগণ, তৎপরে পূর্বের চতুরশীতি সহস্র প্রব্রজিত (যাহারা বিপস্সী কুমারের সহিত প্রব্রজিত হইয়াছিল) শুনিল যে ভগবান বিপস্সী রাজধানী বন্ধুমতী নগরে আগমনপূর্বক তথায় ক্ষেম মৃগদাবে অবস্থান করিতেছেন এবং ধর্মের উপদেশ দিতেছেন। অতঃপর, ভিক্ষুগণ, ওই প্রব্রজিতগণ বন্ধুমতী নগরে ক্ষেম মৃগদাবে ভগবান বিপস্সীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিল।

১৯. 'ভগবান বিপস্সী তাহাদের নিকট আনুপূর্বিক কথা বলিলেন; যথা : দান কথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কামের দৈন্য, ব্যর্থতা ও সংক্লেশ এবং নৈষ্কাম্যের পুণ্য। যখন ভগবান জানিলেন যে, তাহারা শুদ্ধ-চিত্ত, মৃদু-চিত্ত, নীবরণমুক্ত-চিত্ত, উদগ্র-চিত্ত, প্রসন্ন চিত্ত, তখন তিনি যাহা বুদ্ধগণের সামুৎকর্ষিক ধর্মদেশনা তাহা প্রকাশ করিলেন—দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ, দুঃখনিরোধের মার্গ। যেরূপ শুদ্ধ অকলঙ্ক বস্ত্র উত্তমরূপে

রঞ্জন গ্রহণ করে, সেইরূপেই সেই চতুরশীতি সহস্র মনুষ্যগণের সেই আসনেই বিরজ, বীতমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল : "যাহা উৎপত্তিশীল, তাহা ধ্বংসশীল।"

২০. 'যখন তাহারা ধর্মের দর্শন লাভ করিল, উহা অধিগত করিল, উহাতে দৃঢ়রূপে স্থিত হইল, বিচিকিৎসা এবং সংশয়োত্তীর্ণ হইয়া বৈশারদ্য লাভপূর্বক শাস্তার শাসনে অপর-প্রত্যয় হইল, তখন তাহারা ভগবান বিপস্‌সীকে বলিল :

"অতি উত্তম, ভন্তে! অতি উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথপ্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপেই ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা ভগবানের এবং ধর্মের শরণ লইতেছি। ভন্তে, আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা লাভের অভিলাষী।"

২১. 'ভিক্ষুগণ, সেই চতুরশীতি সহস্র মনুষ্য ভগবান বিপস্‌সীর নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন। তিনি তাহাদিগের নিকট সংস্কারসমূহের দৈন্য, ব্যর্থতা ও সংক্লেশ এবং নির্বাণের শ্রেষ্ঠতা প্রকাশপূর্বক ধর্মালোচনা দ্বারা তাহাদিগকে উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও প্রহৃষ্ট করিলেন। এইরূপে উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও প্রহৃষ্ট হইয়া তাহাদের চিত্ত আসব রহিত হইয়া অচিরে বিমুক্ত হইল।

২২. 'ভিক্ষুগণ, ওই সময়ে রাজধানী বন্ধুমতী নগরে অষ্টষষ্টিশত সহস্র ভিক্ষু সমন্বিত মহাভিক্ষুসংঘ বাস করিতেছিল। তখন একদিন যখন ভগবান বিপস্‌সী নির্জনে ধ্যানরত ছিলেন, তখন তাঁহার মনে এই চিন্তার উদয় হইল :

"এক্ষণে বন্ধুমতী রাজধানীতে মহাভিক্ষুসংঘ বাস করিতেছে। অতএব আমি ভিক্ষুদিগকে নির্দেশ দিব : 'ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া দেবমনুষ্যের লাভের জন্য, হিতের জন্য, সুখের জন্য তোমরা বিচরণ করো। একই মার্গ দুইজন অবলম্বন করিও না। ভিক্ষুগণ, যে ধর্মের আদিকল্যাণময়, মধ্যকল্যাণময়, অন্তকল্যাণময়, অর্থ ও ব্যঞ্জনসহ ওই ধর্মের উপদেশ দাও; সর্বাঙ্গ পূর্ণতাবিশিষ্ট পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের প্রকাশ করো। সাংসারিকতার মলিনতায় যাহাদের চক্ষু নিষ্প্রভ হয় নাই, এমন প্রাণী বিদ্যমান, ধর্মশ্রবণের অভাবে তাহারা বিনষ্ট হইতেছে, তাহারা ধর্মের জ্ঞান লাভ করিবে। পরন্তু, প্রতি ছয় বৎসর অন্তর প্রাতিমোক্ষের আবৃত্তি করিবার উদ্দেশ্যে বন্ধুমতী রাজধানীতে আগমন করিবে।"

২৩. 'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, মহাব্রহ্মা স্বচিত্তে ভগবান বিপস্সীর চিত্তবিতর্ক জ্ঞাত হইয়া, যেরূপ বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে, অথবা প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে, সেইরূপই ব্রহ্মালোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া ভগবান বিপস্সীর সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তৎপরে, ভিক্ষুগণ, মহাব্রহ্মা একাংস উত্তরাসঙ্গে আবৃত করিয়া ভগবান বিপস্সীর দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন :

"হে ভগবান, হে সুগত, আপনার সংকল্প যথার্থ। এক্ষণে বন্ধুমতী রাজধানীতে মহাভিক্ষুসংঘ বাস করিতেছেন; আপনি তাঁহাদিগকে নির্দেশ দিন : 'ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া দেবমনুষ্যের লাভের জন্য, হিতের জন্য, সুখের জন্য তোমরা বিচরণ করো। একই মার্গ দুইজন অবলম্বন করিও না। ভিক্ষুগণ, যে ধর্মের আদিকল্যাণময়, মধ্যকল্যাণময়, অন্তকল্যাণময়, অর্থ ও ব্যঞ্জনসহ ওই ধর্মের উপদেশ দাও; সর্বাঙ্গ পূর্ণতাবিশিষ্ট পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের প্রকাশ করো। সাংসারিকতার মলিনতায় যাহাদের চক্ষু নিষ্প্রভ হয় নাই, এমন প্রাণী বিদ্যমান, ধর্মশ্রবণের অভাবে তাহারা বিনষ্ট হইতেছে, তাহারা ধর্মের জ্ঞান লাভ করিবে।' আমরাও ভিক্ষুদিগের ন্যায় প্রতি ছয় বৎসর অন্তর প্রাতিমোক্ষের আবৃত্তি করিবার উদ্দেশ্যে বন্ধুমতী রাজধানীতে আগমন করিব।"

'ভিক্ষুগণ, মহাব্রহ্মা এইরূপ বলিলেন। ইহা কহিয়া তিনি ভগবান বিপস্সীকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া ওই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন।

২৪. 'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্সী সায়াহ্ন সময়ে ধ্যান হইতে উত্থিত হইয়া ভিক্ষুগণকে বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, আমি যখন নির্জনে ধ্যানরত ছিলাম, তখন আমার মনে এই চিন্তার উদয় হইল : 'এক্ষণে বন্ধুমতী রাজধানীতে মহাভিক্ষুসংঘ বাস করিতেছেন। অতএব আমি ভিক্ষুদিগকে নির্দেশ দিব : 'ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া দেবমনুষ্যের লাভের জন্য, হিতের জন্য, সুখের জন্য তোমরা বিচরণ করো। একই মার্গ দুইজন অবলম্বন করিও না। ভিক্ষুগণ, যে ধর্মের আদিকল্যাণময়, মধ্যকল্যাণময়, অন্তকল্যাণময়, অর্থ ও ব্যঞ্জনসহ ওই ধর্মের উপদেশ দাও; সর্বাঙ্গ পূর্ণতাবিশিষ্ট পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের প্রকাশ করো। সাংসারিকতার মলিনতায় যাহাদের চক্ষু নিষ্প্রভ হয় নাই, এমন প্রাণী বিদ্যমান, ধর্মশ্রবণের অভাবে তাহারা বিনষ্ট হইতেছে, তাহারা ধর্মের জ্ঞান লাভ করিবে। পরন্তু, প্রতি ছয় বৎসর অন্তর প্রাতিমোক্ষের আবৃত্তি করিবার

উদ্দেশ্যে বন্ধুমতী রাজধানীতে আগমন করিবে।"

২৫. "ভিক্ষুগণ, অতঃপর মহাব্রহ্মা স্বচিত্তে আমার চিত্ত-বিতর্ক জ্ঞাত হইয়া যেরূপ বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে, অথবা প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে, সেইরূপেই ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তৎপরে তিনি একাংস উত্তরাসঙ্গে আবৃত করিয়া আমার দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া বলিলেন : 'হে ভগবান, হে সুগত, আপনার সংকল্প যথার্থ। এক্ষণে বন্ধুমতী রাজধানীতে মহাভিক্ষুসংঘ বাস করিতেছেন; আপনি তাঁহাদিগকে নির্দেশ দিন :

'ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া দেব-মনুষ্যের লাভের জন্য, হিতের জন্য, সুখের জন্য তোমরা বিচরণ করো। একই মার্গ দুইজন অবলম্বন করিও না। ভিক্ষুগণ, যে ধর্মের আদিকল্যাণময়, মধ্যকল্যাণময়, অন্তকল্যাণময়, অর্থ ও ব্যঞ্জনসহ ওই ধর্মের উপদেশ দাও; সর্বাঙ্গ পূর্ণতাবিশিষ্ট পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের প্রকাশ করো। সাংসারিকতার মলিনতায় যাহাদের চক্ষু নিষ্প্রভ হয় নাই, এমন প্রাণী বিদ্যমান, ধর্মশ্রবণের অভাবে তাহারা বিনষ্ট হইতেছে, তাহারা ধর্মের জ্ঞান লাভ করিবে।' আমরাও ভিক্ষুদিগের ন্যায় প্রতি ছয় বৎসর অন্তর প্রাতিমোক্ষের আবৃত্তি করিবার উদ্দেশ্যে বন্ধুমতী রাজধানীতে আগমন করিব।' ভিক্ষুগণ, মহাব্রহ্মা এরূপ বলিলেন। এইরূপ কহিয়া তিনি আমাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্বক সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন।

২৬. 'ভিক্ষুগণ, আমি নির্দেশ দিতেছি বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া দেব-মনুষ্যের লাভের জন্য, হিতের জন্য, সুখের জন্য তোমরা বিচরণ করো। একই মার্গ দুইজন অবলম্বন করিও না। ভিক্ষুগণ, যে ধর্মের আদিকল্যাণময়, মধ্যকল্যাণময়, অন্তকল্যাণময়, অর্থ ও ব্যঞ্জনসহ ওই ধর্মের উপদেশ দাও; সর্বাঙ্গ পূর্ণতাবিশিষ্ট পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের প্রকাশ করো। সাংসারিকতার মলিনতায় যাহাদের চক্ষু নিষ্প্রভ হয় নাই, এমন প্রাণী বিদ্যমান, ধর্মশ্রবণের অভাবে তাহারা বিনষ্ট হইতেছে, তাহারা ধর্মের জ্ঞান লাভ করিবে। পরন্তু, প্রতি ছয় বৎসর অন্তর প্রাতিমোক্ষের আবৃত্তি করিবার উদ্দেশ্যে বন্ধুমতী রাজধানীতে আগমন করিবে।"

'তৎপরে, ভিক্ষুগণ, অধিকাংশ ভিক্ষুই ওই দিনই জনপদ পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

২৭. 'ভিক্ষুগণ, ওই সময়ে জম্বুদ্বীপে চতুরশীতি সহস্র ভিক্ষু নিবাস ছিল। এক বৎসর অতীত হইলে দেবতাগণ ঘোষণা করিলেন : "বন্ধুগণ, এক

বৎসর অতীত হইয়াছে, পাঁচ বৎসর অবশিষ্ট আছে। পাঁচ বৎসর অতীত হইলে রাজধানী বন্ধুমতী নগরে প্রাতিমোক্ষের আবৃত্তি করিবার নিমিত্ত যাইতে হইবে।”

‘প্রতিবৎসরের শেষে এইরূপই করিয়া দেবতাগণ ষষ্ঠ বৎসরের শেষভাগে ঘোষণা করিলেন : “বন্ধুগণ, ছয় বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, প্রাতিমোক্ষের আবৃত্তি করিবার উদ্দেশ্যে রাজধানী বন্ধুমতী নগরে যাইবার সময় উপস্থিত।”

‘ভিক্ষুগণ, তখন ওই সকল ভিক্ষুদিগের কেহ কেহ স্বকীয় ঋদ্ধিবলে কেহ কেহ দেবতাগণের ঋদ্ধিবলে এক দিবসেই রাজধানী বন্ধুমতী নগরে প্রাতিমোক্ষের আবৃত্তির জন্য উপস্থিত হইলেন।

২৮. ‘তখন ভগবান বিপস্‌সী ভিক্ষুসংঘের নিকট প্রাতিমোক্ষের আবৃত্তি করিলেন :

“ক্ষান্তি এবং তিতিক্ষা পরম তপঃ।
নির্বাণ বুদ্ধগণ কর্তৃক সর্বশ্রেষ্ঠ
কথিত হয়। যে পরোপঘাতী সে
প্রব্রজিত নহে, যে পরোৎপীড়ক সে
শ্রমণ নহে।
“সর্বপাপ হইতে বিরতি, কুশলের
সম্পাদন, স্বচিত্তের শুদ্ধি, ইহাই
বুদ্ধদিগের উপদেশ।
“উপবাদ ও উপঘাত রহিত্য, প্রাতিমোক্ষের
নিয়মাবলীর পালন, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা,
শয়নাসনের নির্জনতা, উচ্চচিন্তার
অনুশীলন, ইহাই বুদ্ধদিগের উপদেশ।”

২৯. ‘ভিক্ষুগণ, একসময় আমি উক্কট্‌ঠার সুভগবনে শালরাজ বৃক্ষমূলে অবস্থান করিতেছিলাম। ওই সময় নির্জনে ধ্যান করিতে করিতে আমার চিত্তে এই বিতর্কের উদয় হইল : “শুদ্ধাবাস দেবযোনি ব্যতীত অপর কোনো যোনি নাই যাহাতে এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমি জন্মগ্রহণ করি নাই। অতএব আমি শুদ্ধাবাস দেবলোকে গমন করিব।”

‘তৎপরে, ভিক্ষুগণ, যেরূপ বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে, অথবা প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে, সেইরূপেই আমি উক্কট্‌ঠার সুভগবানস্থ শালরাজ বৃক্ষমূলে অন্তর্হিত হইয়া অবিহ দেবলোকে আবির্ভূত হইলাম। ভিক্ষুগণ, ওই স্থানের দেবতাদিগের মধ্যে অনেক সহস্র দেবতা আমার নিকট

উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। তৎপরে সেই দেবগণ আমাকে বলিলেন :

"আয়ুষ্মান! আজ হইতে একনবতি কল্প পূর্বে ভগবান বিপস্‌সী অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি কৌণ্ডিণ্য গোত্রীয় ছিলেন। তাঁহার আয়ুষ্কাল অশীতি সহস্র বৎসর ছিল। তিনি পাটলীবৃক্ষের মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার খণ্ড এবং তিস্‌স নামক দুইজন মহানুভাব অগ্রশ্রাবক ছিলেন। তাঁহার শ্রাবকগণের তিনটি সম্মিলন হইয়াছিল। একটিতে অষ্টষষ্টি লক্ষ ভিক্ষুর সমাগম হইয়াছিল। একটিতে এক লক্ষ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। একটিতে অশীতি সহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভগবান বিপস্‌সীর শ্রাবকগণের এই তিনটি সম্মিলন হইয়াছিল। মিলিত ভিক্ষুগণের সকলেই ক্ষীণাসব ছিলেন। ভগবান বিপস্‌সীর অশোক নামক একজন ভিক্ষু প্রধান পরিচারক ছিলেন। বন্ধুমা নামে রাজা তাঁহার পিতা ছিলেন। রাজ্ঞী বন্ধুমতী তাঁহার মাতা ছিলেন। রাজা বন্ধুমার বন্ধুমতী নামক নগর রাজধানী ছিল। এইরূপে ভগবান বিপস্‌সীর অভিনিষ্ক্রমণ হইয়াছিল, এইরূপে প্রব্রজ্যা, এইরূপে প্রধান,[১] এইরূপে অভিসম্বোধি, এইরূপে ধর্মচক্র প্রবর্তন হইয়াছিল। আমরা ভগবান বিপস্‌সীর নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া পার্থিব ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া এইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।"[২]

৩০. 'ভিক্ষুগণ, ওই দেব লোকেরেই বহুশত, বহুসহস্র দেবতা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ বলিলেন, "আয়ুষ্মান! বর্তমান ভদ্রকল্পে ভগবান স্বয়ং অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। ভগবান জাতিতে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন। ভগবান গৌতম গোত্রীয়। ভগবানের যুগে আয়ুষ্কাল অল্প, সংক্ষিপ্ত, উহা অচিরে অতীত হয়; যে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে তাহার আয়ু পরিমাণ অল্পাধিক একশত বৎসর। ভগবান অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছেন। ভগবানের সারিপুত্র এবং মৌদ্গল্লায়ন নামক দুই মহানুভাব অগ্রশ্রাবক। ভগবানের শ্রাবকগণের এক সম্মিলন হইয়াছিল, উহাতে এক সহস্র দুইশত পঞ্চাশৎ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভগবানের শ্রাবকগণের এই

১। বুদ্ধত্ব লাভের নিমিত্ত তপ।

২। জাতি খণ্ডের ১৫ নং পদচ্ছেদে উক্ত "দেবতাগণও তথাগতকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন" ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

একটি সম্মিলন হইয়াছিল, উহাতে উপস্থিত সকলেই ক্ষীণাসব ছিলেন। ভিক্ষু আনন্দ ভগবানের প্রধান পরিচারক। ভগবানের পিতা রাজা শুদ্ধোদন, মাতা মায়াদেবী, রাজধানী কপিলবাস্তু। এইরূপে ভগবানের অভিনিষ্ক্রমণ হইয়াছিল, এইরূপে প্রব্রজ্যা, এইরূপে প্রধান, এইরূপে অভিসম্বোধি, এইরূপে ধর্মচক্র প্রবর্তন হইয়াছিল। আমরা ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া পার্থিব ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া এইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।”

৩১. ‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, আমি অবিহ দেবগণের সহিত অতপ্প দেবগণের নিকট উপস্থিত হইলাম। পরে, ভিক্ষুগণ, আমি অবিহ এবং অতপ্প দেবগণের সহিত সুদস্‌স দেবগণের নিকট উপস্থিত হইলাম। তৎপরে ওই ত্রিবিধ দেবগণের সহিত আমি সুদস্‌সী দেবগণের নিকট উপস্থিত হইলাম। তৎপরে ওই সকল দেবগণের সহিত আমি অকনিট্‌ঠ দেবগণের নিকট গমন করিলাম। ওই স্থানের দেবগণের অনেক সহস্র আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে বলিলেন, “আয়ুষ্মান! আজ হইতে একনবতি কল্পপূর্বে ভগবান বিপস্‌সী অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভগবান জাতিতে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন। ভগবান গৌতম গোত্রীয়। ভগবানের যুগে আয়ুষ্কাল অল্প, সংক্ষিপ্ত, উহা অচিরে অতীত হয়; যে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে তাহার আয়ু পরিমাণ অল্পাধিক একশত বৎসর। ভগবান অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছেন। ভগবানের সারিপুত্র এবং মৌদ্গাল্লায়ন নামক দুই মহানুভাব অগ্রশ্রাবক। ভগবানের শ্রাবকগণের এক সম্মিলন হইয়াছিল, উহাতে এক সহস্র দুইশত পঞ্চাশৎ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভগবানের শ্রাবকগণের এই একটি সম্মিলন হইয়াছিল, উহাতে উপস্থিত সকলেই ক্ষীণাসব ছিলেন। ভিক্ষু আনন্দ ভগবানের প্রধান পরিচারক। ভগবানের পিতা রাজা শুদ্ধোদন, মাতা মায়াদেবী, রাজধানী কপিলবাস্তু। এইরূপে ভগবানের অভিনিষ্ক্রমণ হইয়াছিল, এইরূপে প্রব্রজ্যা, এইরূপে প্রধান, এইরূপে অভিসম্বোধি, এইরূপে ধর্মচক্র প্রবর্তন হইয়াছিল। আমরা ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া পার্থিব ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া এইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।”

৩২. ‘ভিক্ষুগণ, ওই দেবলোকেরই অনেক শতসহস্র দেবতা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, “আয়ুষ্মান! বর্তমান ভদ্রকল্পে ভগবান স্বয়ং অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভগবান জাতিতে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন। ভগবান গৌতম গোত্রীয়। ভগবানের যুগে আয়ুষ্কাল অল্প, সংক্ষিপ্ত,

উহা অচিরে অতীত হয়; যে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে তাহার আয়ু পরিমাণ অল্পাধিক একশত বৎসর। ভগবান অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছেন। ভগবানের সারিপুত্র এবং মৌদ্গাল্লায়ন নামক দুই মহানুভাব অগ্রশ্রাবক। ভগবানের শ্রাবকগণের এক সম্মিলন হইয়াছিল, উহাতে এক সহস্র দুইশত পঞ্চাশৎ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভগবানের শ্রাবকগণের এই একটি সম্মিলন হইয়াছিল, উহাতে উপস্থিত সকলেই ক্ষীণাসব ছিলেন। ভিক্ষু আনন্দ ভগবানের প্রধান পরিচারক। ভগবানের পিতা রাজা শুদ্ধোদন, মাতা মায়াদেবী, রাজধানী কপিলবাস্তু। এইরূপে ভগবানের অভিনিষ্ক্রমণ হইয়াছিল, এইরূপে প্রব্রজ্যা, এইরূপে প্রধান, এইরূপে অভিসম্বোধি, এইরূপে ধর্মচক্র প্রবর্তন হইয়াছিল। আমরা ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া পার্থিব ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া এইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।”

৩৩. ‘ভিক্ষুগণ, এইরূপে যাহা বিশ্বধর্ম তাহা তথাগতের এরূপ সুপরিজ্ঞাত যে, তিনি অতীতের বুদ্ধগণ যাঁহারা পরিনির্বাণ প্রাপ্ত, ছিন্নপ্রপঞ্চ সম্পন্ন-ভ্রমণ, ত্রিবর্তের[১] ক্ষয়-সাধন সম্পন্ন এবং সর্বদুঃখমুক্ত, ওই সকলের জাতি, নাম, গোত্র, আয়ুপরিমাণ, শ্রাবকযুগ এবং শ্রাবক সম্মিলন, ওই সমস্তই স্মরণ করিতে পারেন :

‘ওই সকল ভগবান এই এই জাতি হইতে উদ্ভূত, এই এই নাম এবং গোত্রবিশিষ্ট, এইরূপ শীল ও ধর্মসম্পন্ন, এইরূপ প্রজ্ঞাসমন্বিত, এইরূপ তাঁহাদের জীবনযাত্রার প্রণালি, এইরূপে তাঁহারা বিমুক্ত।”

ভগবান এইরূপ বলিলেন। আনন্দিত হইয়া ভিক্ষুগণ ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিল।

মহাপদান সুত্রান্ত সমাপ্ত

১৫. মহানিদান সূত্রান্ত

১. আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি, একসময় ভগবান কুরুরাজ্যে কম্মাসধম্ম নামক নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরে তিনি ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, ‘ভন্তে, আশ্চর্য! অদ্ভুত! এই প্রতীত্য-সমুৎপাদ যেমন গভীর তেমনই গভীররূপে প্রতীয়মান হয়; অথচ আমার

---

[১]। কর্মবর্ত, ক্লেশবর্ত এবং বিপাকবর্ত রূপ ত্রিবর্ত।

নিকট উহা অতি সুস্পষ্ট।'

'আনন্দ, এরূপ কহিও না, এরূপ কহিও না। এই প্রতীত্য-সমুৎপাদ যেমন গভীর তেমনই গভীররূপে প্রতীয়মান হয়। ইহার অর্থ অবধারণ না করিয়া, ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া জনগণ জড়ীভূত গ্রন্থিল সূত্রগুলের ন্যায়, মুঞ্জা বল্বজ তৃণের ন্যায় হইয়া অপায় দুর্গতি বিনিপাতে প্রবেশপূর্বক সংসার অতিক্রম করিতে অসমর্থ হয়।[১]

২. 'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও "জরা-মরণের কোনো বিশেষ হেতু আছে কি?" তাহা হইলে তুমি বলিবে "আছে"। "জরা-মরণের হেতু কী?" এইরূপ প্রশ্ন হইলে, "জাতি-জরা-মরণের হেতু" এইরূপ বলিবে।

'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, "জাতির কোনো বিশেষ হেতু আছে কি?" তাহা হইলে তুমি বলিবে, "আছে"। "জাতির হেতু কী?" এইরূপ প্রশ্ন হইলে "ভব[২] জাতির হেতু" এইরূপ বলিবে।

'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, "ভবের কোনো বিশেষ হেতু আছে কি?" তাহা হইলে তুমি বলিবে "আছে"। "ভবের হেতু কী?" এইরূপ প্রশ্ন হইলে 'উপাদান ভবের হেতু" এইরূপ কহিবে।

'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, "উপাদানের কোনো বিশেষ হেতু আছে কি?" তাহা হইলে তুমি বলিবে "আছে"। উপাদানের হেতু কী? এইরূপ প্রশ্ন হইলে, "তৃষ্ণা উপাদানের হেতু", এইরূপ কহিবে।

'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, তৃষ্ণার কোনো বিশেষ হেতু আছে কি?" তাহা হইলে তুমি বলিবে "আছে"। "তৃষ্ণার হেতু কী?" এইরূপ প্রশ্ন হইলে, "বেদনা তৃষ্ণার হেতু" এইরূপ কহিবে।

'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, "বেদনার বিশেষ কোনো হেতু আছে কি?" তাহা হইলে তুমি বলিবে "আছে"। "বেদনার হেতু কী?" এইরূপ প্রশ্ন হইলে, স্পর্শ বেদনার হেতু" এইরূপ কহিবে।

'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, "স্পর্শের বিশেষ কোনো হেতু আছে কি?" তাহা হইলে তুমি বলিবে "আছে"। "স্পর্শের হেতু কী?" এইরূপ প্রশ্ন হইলে, "নামরূপ স্পর্শের হেতু" এইরূপ কহিবে।

'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, "নামরূপের বিশেষ কোনো হেতু

---

[১]। এই স্থানে বিবিধ দার্শনিক দৃষ্টির জালে আবদ্ধ ভ্রান্ত সংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণের চিত্তের বিশৃঙ্খলতা উক্ত হইয়াছে।

[২]। কর্মফলরূপ শক্তি যাহার দ্বারা পুনর্জন্ম প্রসূত হয়।

আছে কি?" তাহা হইলে তুমি বলিবে "আছে"। "নামরূপের হেতু কী?" এইরূপ প্রশ্ন হইলে, "বিজ্ঞান নামরূপের হেতু" এইরূপ কহিবে।

'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, বিজ্ঞানের কোনো বিশেষ হেতু আছে কি?" তাহা হইলে তুমি বলিবে "আছে"। "বিজ্ঞানের হেতু কী?" এইরূপ প্রশ্ন হইলে, "নামরূপ বিজ্ঞানের হেতু" এইরূপ কহিবে।

৩. 'এইরূপে, আনন্দ, নামরূপ হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিজ্ঞান হইতে নামরূপের উৎপত্তি, নামরূপ হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব,[১] ভব হইতে জাতি, জাতি হইতে জরা-মরণ, জরা-মরণ হইতে শোক, পরিদেবনা, দুঃখ, দৌর্মনস্য, অশান্তির উৎপত্তি হয়। এইরূপে এই সমগ্র দুঃখ স্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

৪. 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "জাতি হইতে জরা-মরণ উৎপন্ন হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে : যদি কাহারও কুত্রাপি কোনো প্রকার জন্ম না হয়, যথা দেবগণের দেবরূপে, গন্ধর্বগণের গন্ধর্বরূপে, যক্ষগণের যক্ষরূপে, ভূতগণের ভূতরূপে, মনুষ্যগণের মনুষ্যরূপে, চতুষ্পদগণের চতুষ্পদরূপে, পক্ষীগণের পক্ষীরূপে, সরীসৃপগণের সরীসৃপরূপে, অন্যান্য প্রাণীগণের তাহাদের রূপে জন্ম না হয়, তাহা হইলে সর্বতোভাবে জাতির অভাবে, জাতির নিরোধে, জরা-মরণের আবির্ভাব হইবে কি?"

'ভন্তে, হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই জাতি জরামরণের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

৫. 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "ভব হইতে জাতির উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে, আনন্দ, যদি কাহারও কুত্রাপি কোনো প্রকার 'ভব' না হয়; যথা : কাম-ভব,[২] অথবা রূপ-ভব,[৩] অথবা অরূপ-ভব[৪], তাহা হইলে সর্বতোভাবে 'ভবের' অভাবে, 'ভবের' নিরোধে জাতির আবির্ভাব হইবে কি?

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই 'ভব' জাতির হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

৬. 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "উপাদান হইতে ভবের উৎপত্তি হয়।"

---

[১]। পুনর্জন্মের অভিমুখে গতিশীল কর্ম বিপাক।

[২]। পার্থিব অস্তিত্বের অভিমুখে গতিশীল কর্মবিপাক।

[৩]। দেবলোকে সাকার অস্তিত্বের অভিমুখে গতিশীল কর্মবিপাক।

[৪]। নিরাকার অস্তিত্বের অভিমুখে গতিশীল কর্মবিপাক।

আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে : যদি কাহারও কুত্রাপি কোনো প্রকার উপাদান না হয়; যথা : কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান শীলব্রত-উপাদান অথবা আবাদ-উপাদান, তাহা হইলে সর্বতোভাবে উপাদানের অভাবে, উপাদানের নিরোধে ভবের আবির্ভাব হইবে কি?

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই উপাদান ভবের হেতু, নিদান, সমুদয়, এবং প্রত্যয়।

৭. 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "তৃষ্ণা হইতে উপাদানের উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে : যদি কাহারও কুত্রাপি কোনো প্রকার তৃষ্ণা না হয়; যথা : রূপ-তৃষ্ণা, শব্দ-তৃষ্ণা, গন্ধ-তৃষ্ণা, রস-তৃষ্ণা, স্পর্শ-তৃষ্ণা, ধর্ম[১]-তৃষ্ণা, তাহা হইলে সর্বতোভাবে, তৃষ্ণার অভাবে, তৃষ্ণার নিরোধে উপাদানের আবির্ভাব হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই তৃষ্ণা উপাদানের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

৮. 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "বেদনা হইতে তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে : যদি কাহারও কুত্রাপি কোনো প্রকার বেদনা না হয়; যথা : চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা, কায়-সংস্পর্শজ বেদনা, মন-সংস্পর্শজ বেদনা, তাহা হইলে সর্বতোভাবে বেদনার অভাবে বেদনার নিরোধে তৃষ্ণার আবির্ভাব হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই বেদনা, তৃষ্ণার হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

৯. 'এইরূপে, আনন্দ, বেদনা হইতে তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়, তৃষ্ণা হইতে পর্যেষণা, পর্যেষণা হইতে লাভ, লাভ হইতে বিনিশ্চয়,[২] বিনিশ্চয় হইতে ছন্দ-রাগ, ছন্দ-রাগ হইতে সংসক্তি, সংসক্তি হইতে পরিগ্রহ, পরিগ্রহ হইতে মাৎসর্য, মাৎসর্য হইতে আরক্ষ, আরক্ষ হইতে দণ্ড-গ্রহণ, শস্ত্র-গ্রহণ, কলহ-বিগ্রহ-বিবাদ-দ্বন্দ্ব পৈশুণ্য-মৃষাবাদ রূপ অনেক পাপ ও অকুশলের উৎপত্তি হয়।

---

[১]। চিচ্ছায়া। যেরূপ চক্ষু-ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ বিজ্ঞাত হয়, সেইরূপ মন-ইন্দ্রিয় দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হয়।

[২]। লাভকে কী প্রকারে নিয়োজিত করিতে হইবে তাহার স্থিরীকরণ।

১০. 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "আরক্ষ হইতে দণ্ড-গ্রহণ, শস্ত্র-গ্রহণ, কলহ-বিগ্রহ-বিবাদ-দ্বন্দ্ব পৈশুণ্য-মৃষাবাদ রূপ অনেক পাপ ও অকুশলের উৎপত্তি হয়।" আনন্দ ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে : যদি কাহারও কুত্রাপি কোনো প্রকার আরক্ষ না থাকে, তাহা হইলে সর্বতোভাবে আরক্ষের অভাবে আরক্ষের নিরোধে দণ্ড-গ্রহণ, শস্ত্র গ্রহণ, কলহ-বিগ্রহ-বিবাদ-দ্বন্দ্ব-পৈশুণ্য-মৃষাবাদ রূপ অনেক পাপ ও অকুশলের উৎপত্তি হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই আরক্ষ দণ্ড-গ্রহণ, শস্ত্র-গ্রহণ, কলহ-বিগ্রহ-বিবাদ-দ্বন্দ্ব-পৈশুণ্য মৃষাবাদ রূপ অনেক পাপ ও অকুশলের উৎপত্তির হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

১১. 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "মাৎসর্য হইতে আরক্ষের উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে : যদি কাহারও কুত্রাপি কোনো প্রকার মাৎসর্য না থাকে, তাহা হইলে সর্বতোভাবে মাৎসর্যের অভাবে মাৎসর্যের নিরোধে আরক্ষের আবির্ভাব হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই মাৎসর্য আরক্ষের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

১২. 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "পরিগ্রহ হইতে মাৎসর্যের উৎপত্তি হয়।" আনন্দ ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে : যদি কাহারও কুত্রাপি কোনো প্রকার পরিগ্রহ না থাকে, তাহা হইলে সর্বতোভাবে পরিগ্রহের অভাবে পরিগ্রহের নিরোধে মাৎসর্যের আবির্ভাব হইবে কি?"

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই পরিগ্রহ মাৎসর্যের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

১৩. 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "সংসক্তি হইতে পরিগ্রহের উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে : যদি কাহারও কুত্রাপি কোনো প্রকার সংসক্তি না থাকে, তাহা হইলে সর্বতোভাবে সংসক্তির অভাবে সংসক্তির নিরোধে পরিগ্রহের আবির্ভাব হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই সংসক্তি পরিগ্রহের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

১৪. 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "ছন্দ-রাগ হইতে সংসক্তির উৎপত্তি হয়।"

আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে : যদি কাহারও কুত্রাপি কোনো প্রকার ছন্দ-রাগ না থাকে, তাহা হইতে সর্বতোভাবে ছন্দ-রাগের অভাবে ছন্দ-রাগের নিরোধে সংসক্তির আবির্ভাব হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

আনন্দ, সেই জন্যই ছন্দ-রাগ সংসক্তির হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

১৫. 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "বিনিশ্চয় হইতে ছন্দ-রাগের উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে : যদি কাহারও কুত্রাপি কোনো প্রকার বিনিশ্চয় না থাকে, তাহা হইলে সর্বতোভাবে বিনিশ্চয়ের অভাবে বিনিশ্চয়ের নিরোধে ছন্দ-রাগের উৎপত্তি হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই বিনিশ্চয় ছন্দ-রাগের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

১৬. 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "লাভ হইতে বিনিশ্চয়ের উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে : যদি কাহারও কুত্রাপি কোনো প্রকার লাভ না থাকে, তাহা হইলে সর্বতোভাবে লাভের অভাবে লাভের নিরোধে বিনিশ্চয়ের উৎপত্তি হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই লাভ বিনিশ্চয়ের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

১৭. 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "পর্যেষণা হইতে লাভের উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে : যদি কাহারও কুত্রাপি কোনো প্রকার পর্যেষণা না থাকে, তাহা হইলে সর্বতোভাবে পর্যেষণার অভাবে পর্যেষণার নিরোধে লাভের উৎপত্তি হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই পর্যেষণা লাভের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

১৮. 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "তৃষ্ণা হইতে পর্যেষণার উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে : যদি কাহারও কুত্রাপি কোনো প্রকার তৃষ্ণা না থাকে, তাহা হইলে সর্বতোভাবে তৃষ্ণার অভাবে তৃষ্ণার নিরোধে পর্যেষণার উৎপত্তি হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই তৃষ্ণা পর্যেষণার হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

'আনন্দ এইরূপে [তৃষ্ণার] এই দুইটি[1] দিক দ্বিত্ব হইতে বেদনার দ্বারা একত্বে পরিণত হয়!'

১৯. 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "স্পর্শ হইতে বেদনার উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে : যদি কাহারও কুত্রাপি কোনো প্রকার স্পর্শ না থাকে; যথা : চক্ষু-সংস্পর্শ, শ্রোত্র-সংস্পর্শ, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ, জিহ্বা-সংস্পর্শ, কায়-সংস্পর্শ, মনো-সংস্পর্শ, তাহা হইলে সর্বতোভাবে স্পর্শের অভাবে স্পর্শের নিরোধে বেদনার উৎপত্তি হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই স্পর্শ বেদনার হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

২০. 'ইহা উক্ত হইয়াছে যে, "নামরূপ হইতে স্পর্শের উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে : যে সকল আকার, লিঙ্গ, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ হইতে নাম-কায়ের প্রকাশ হয় ওই সকল আকার, লিঙ্গ, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ না থাকিলে কি রূপ-কায়ে অধিবচন জ্ঞাত হইবে?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, যে সকল আকার, লিঙ্গ, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ হইতে রূপ-কায়ের প্রকাশ হয়, ওই সকল আকার, লিঙ্গ, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ না থাকিলে নাম-কায়ে প্রতিঘ-সংস্পর্শের উৎপত্তি হইবে কি?"

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, যে সকল আকার, লিঙ্গ, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ হইতে নাম-কায় এবং রূপ-কায়ের প্রকাশ হয়, ওই সকলের অভাবে অধিবচন-সংস্পর্শ অথবা প্রতিঘ-সংস্পর্শের উৎপত্তি হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, যে সকল আকার, লিঙ্গ, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ হইতে নামরূপের প্রকাশ হয়, ওই সকলের অভাবে স্পর্শের উৎপত্তি হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই নামরূপ স্পর্শের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

২১. 'ইহা কথিত হইয়াছে যে, "বিজ্ঞান হইতে নামরূপের উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে : আনন্দ, যদি বিজ্ঞান মাতৃগর্ভে প্রবেশ

---

[1]। প্রথম দিক—আদিম তৃষ্ণা যাহা হইতে পুনর্জন্মের উৎপত্তি হয়, দ্বিতীয় দিক—পর্যেষণা ও লাভ।

না করে, তাহা হইলে কি মাতৃগর্ভে নামরূপের প্রতিষ্ঠা হইবে?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, যদি বিজ্ঞান মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়, তাহা হইলে কি পার্থিব অস্তিত্বের নিমিত্ত নামরূপের উৎপত্তি হইবে?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, যদি বিজ্ঞান শিশুকালে, কুমার অথবা কুমারীকালে নিষ্ক্রান্ত হয়, তাহা হইলে কি নামরূপের বৃদ্ধি, বিকাশ, প্রসারণ হইবে?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই বিজ্ঞান নামরূপের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

২২. 'ইহা কথিত হইয়াছে যে, "নামরূপ হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে : যদি নামরূপে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা লাভ না করে, তাহা হইলে কি ভবিষ্যতে জন্ম, জরা, মরণ-রূপ দুঃখসমূহের উৎপত্তি হইবে?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই নামরূপ বিজ্ঞানের হেতু, নিদান, সমুদয়, প্রত্যয়।

'আনন্দ, জন্ম বার্ধক্য মৃত্যু চ্যুতি উৎপত্তি অধিবচন-প্রণালি, নিরুক্তি প্রণালি, প্রজ্ঞপ্তি-প্রণালি, জ্ঞান-ক্ষেত্র, পার্থিব বর্তের আবর্তন—এই সমস্তই বিজ্ঞানসহ নামরূপের জন্য।[১]

২৩. 'আনন্দ, যিনি আত্মার ঘোষণা করেন, তিনি কিরূপে উহা করেন? আত্মাকে রূপযুক্ত এবং সূক্ষ্ম এইরূপ ঘোষণা করিয়া তিনি কহিয়া থাকেন, "আমার আত্মা রূপী এবং সূক্ষ্ম।" যিনি আত্মাকে রূপী এবং অনন্তরূপে ঘোষণা করেন, তিনি কহিয়া থাকেন, "আমার আত্মা রূপী এবং অনন্ত।" যিনি আত্মাকে অরূপী এবং সূক্ষ্মরূপে ঘোষণা করেন, তিনি কহিয়া থাকেন, "আমার আত্মা অরূপী এবং সূক্ষ্ম।" যিনি আত্মাকে অরূপী এবং অনন্তরূপে ঘোষণা করেন, তিনি কহিয়া থাকেন, "আমার আত্মা অরূপী এবং অনন্ত।"

২৪. 'আনন্দ, যে আত্মাকে রূপী ও সূক্ষ্মরূপে ঘোষণা করে, সে বর্তমান জীবনের সম্পর্কে ওইরূপ কহিয়া থাকে অথবা ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বন্ধে; অথবা তাহার মনে হয়, "ওইরূপ না হইলেও আমি উহাকে ওইরূপে

---

[১]। সংক্ষেপ অর্থ—বিজ্ঞান, ভাষা ও রূপ এই তিনের দ্বারা আমরা জীবন ধারণ করি এবং আত্মপ্রকাশ করি।

সাজাইব।” এইরূপে আনন্দ, “আত্মা রূপী ও সূক্ষ্ম” এইরূপ অনুদৃষ্টি সে আশ্রয় করে, ইহা বলা সঙ্গত।

‘আনন্দ, যাহারা আত্মার সম্বন্ধে পূর্বোক্ত অপরাপর মতসমূহ পোষণ করে, তাহারা একই যুক্তির বশবর্তী হইয়া আত্মার সম্বন্ধে আপনাপন অনুদৃষ্টি আশ্রয় করে, ইহা বলা সঙ্গত।

‘আনন্দ, আত্মার সম্বন্ধে এইরূপে বিবিধ মত ঘোষিত হয়।

২৫. ‘আনন্দ, যিনি আত্মার ঘোষণা করেন না, তিনি কী প্রকারে ওই ঘোষণা হইতে বিরত হন? আত্মাকে রূপী ও সূক্ষ্মরূপে ঘোষণায় নিরত হইয়া তিনি “আমার আত্মা-রূপী ও সূক্ষ্ম” এইরূপ কহেন না; আত্মাকে রূপী ও অনন্তরূপে ঘোষণায় বিরত হইয়া তিনি “আমার আত্মা রূপী ও অনন্ত” এইরূপ কহেন না; আত্মাকে অরূপী ও সূক্ষ্মরূপে ঘোষণায় বিরত হইয়া তিনি “আমার আত্মা অরূপী ও সূক্ষ্ম” এইরূপ কহেন না, আত্মাকে অরূপী ও অনন্তরূপে ঘোষণায় বিরত হইয়া তিনি “আমার আত্মা অরূপী ও অনন্ত” এইরূপ কহেন না।

২৬. ‘আনন্দ, যিনি আত্মাকে রূপী ও সূক্ষ্মরূপে ঘোষণায় বিরত, তিনি বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ জীবনের সম্পর্কে ওইরূপ ঘোষণা করেন না; অথবা ইহাও তাঁহার মনে হয় না “ওইরূপ না হইলেও আমি উহাকে ওইরূপে সাজাইব।” এইরূপে, আনন্দ, আত্মা রূপী ও সূক্ষ্ম এইরূপ অনুদৃষ্টি তিনি আশ্রয় করেন না, ইহা বলা সঙ্গত।

‘আনন্দ, যাঁহারা আত্মার সম্বন্ধে পূর্বোক্ত অপরাপর ঘোষণাসমূহে বিরত, তাঁহারা একই যুক্তির বশবর্তী হইয়া ওই সম্বন্ধে কোনো প্রকার অনুদৃষ্টি আশ্রয় করেন না, ইহা বলা সঙ্গত।

‘আনন্দ, এইরূপ বিভিন্ন প্রকারে অনাত্মবাদী আত্মার ঘোষণায় বিরত।

২৭. ‘আনন্দ, আত্মবাদী কী কী রূপে আত্মাকে অনুভব করেন? তিনি “বেদনা আমার আত্মা” ইহা কহিয়া বেদনায় আত্মা অনুভব করেন; অথবা “বেদনা আমার আত্মা নহে, আমার আত্মা অনুভূতিহীন এইরূপে আত্মাকে দর্শন করেন; অথবা “বেদনা আমার আত্মা নহে, আমার আত্মা যে অনুভূতিহীন তাহাও নহে, আমার আত্মা অনুভূতিসম্পন্ন এবং অনুভূতি তাহার ধর্ম” এইরূপে তিনি আত্মাকে দর্শন করেন।

২৮. ‘আনন্দ, যে বলে “বেদনা আমার আত্মা,” তাহাকে এইরূপ বলিতে হইবে : “মহাশয়, বেদনা তিন প্রকার—সুখবেদনা, দুঃখবেদনা, না-দুঃখ না-সুখ-বেদনা। এই তিন প্রকার বেদনার মধ্যে কোনটিকে আপনার আত্মারূপে

গ্রহণ করেন?"

'আনন্দ, যখন সুখবেদনা অনুভূত হয়, তখন দুঃখবেদনা অথবা না-সুখ না-দুঃখ-বেদনা অনুভূত হয় না, ওই সময় কেবল মাত্র সুখ-বেদনাই অনুভূত হয়। আনন্দ, যখন দুঃখবেদনা অনুভূত হয়, তখন সুখবেদনা অথবা না-সুখ না-দুঃখ বেদনা অনুভূত হয় না, ওই সময় কেবল মাত্র দুঃখবেদনাই অনুভূত হয়। আনন্দ, যে সময় না দুঃখ না সুখবেদনা অনুভূত হয়, তখন সুখবেদনা অথবা দুঃখবেদনা অনুভূত হয় না, ওই সময়ে কেবল মাত্র না দুঃখ না সুখবেদনাই অনুভূত হয়।

২৯. 'অধিকন্তু, আনন্দ, সুখবেদনা অনিত্য, কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়-ধর্ম, ব্যয়ধর্ম, বিরাগ-ধর্ম এবং নিরোধ-ধর্মবিশিষ্ট। আনন্দ, দুঃখবেদনাও অনিত্য, কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়-ধর্ম, ব্যয়ধর্ম, বিরাগ-ধর্ম এবং নিরোধ-ধর্মবিশিষ্ট। আনন্দ, না-দুঃখ না সুখবেদনাও অনিত্য, কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্ম, ব্যয়ধর্ম, বিরাগ-ধর্ম এবং নিরোধ-ধর্মবিশিষ্ট। যে সুখবেদনা অনুভব করে, তাহার মনে হয় "ইহাই আমার আত্মা," ওই সুখবেদনার নিরোধে তাহার মনে হয় "আমার আত্মা অন্তর্হিত হইয়াছে।" যে দুঃখবেদনা অনুভব করে, তাহার মনে হয় "ইহাই আমার আত্মা," ওই দুঃখ বেদনার নিরোধে তাহার মনে হয় "আমার আত্মা অন্তর্হিত হইয়াছে।" যে না-দুঃখ না-সুখ বেদনা অনুভব করে, তাহার মনে হয় "ইহাই আমার আত্মা," ওই না-দুঃখ না-সুখ বেদনার নিরোধে তাহার মনে হয় "আমার আত্মা অন্তর্হিত হইয়াছে।"

'এইরূপে যে "বেদনা আমার আত্মা" এইরূপ কহে সে এই জগতে যাহা অনিত্য, সুখ-দুঃখ মিশ্রিত, উৎপাদ-ব্যয়-ধর্মশীল, তাহাকেই আত্মারূপে দর্শন করে। আনন্দ, সেইজন্য "বেদনা আমার আত্মা" এইরূপ উক্তি অযুক্ত।

৩০. 'পুনশ্চ, আনন্দ, যে এইরূপ কহে, "বেদনা আমার আত্মা নহে, আমার আত্মা অনুভূতিহীন," তাহাকে এইরূপ বলিতে হইবে : "মহাশয়, যেখানে কোনো প্রকার বেদনার অস্তিত্ব নাই, সেখানে কি "আমি বিদ্যমান" এইরূপ উক্তি সম্ভব?"

'ভন্তে, তাহা সম্ভব নয়।

'আনন্দ, সেইজন্য "বেদনা আমার আত্মা নহে, আমার আত্মা অনুভূতিহীন," এইরূপ উক্তি অযুক্ত।

৩১. 'পুনশ্চ, আনন্দ, যে কহে, "বেদনা আমার আত্মা ইহাও নহে, আমার আত্মা অনুভূতিহীন ইহাও নহে, আমার আত্মা অনুভব করে, ইহা

বেদনা ধর্মসম্পন্ন," তাহাকে এইরূপ বলিতে হইবে, "মহাশয়, যদি সর্বশ্রেণির সর্বপ্রকার বেদনা সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে বেদনার নিরোধহেতু উহার সম্পূর্ণ অভাবে, "আমি বিদ্যমান" এইরূপ উক্তি কি সম্ভব?

'ভন্তে, তাহা সম্ভব নয়।

'সেই জন্য, আনন্দ, "বেদনা আমার আত্মা ইহাও নহে, আমার আত্মা অনুভূতিহীন ইহাও নহে, আমার আত্মা অনুভব করে, ইহা বেদনা ধর্মসম্পন্ন," এইরূপ উক্তি অযুক্ত।

৩২. 'আনন্দ, ভিক্ষু যখন বেদনাকে আত্মারূপে দর্শন করেন না, কিংবা উহাকে অনুভূতিহীন অথবা অনূভূতিসম্পন্ন বেদনা-ধর্ম বিশিষ্টরূপে দর্শন করেন না, তখন ওইরূপ দর্শনসমূহে বিরত হইয়া তিনি কোনো পার্থিব বস্তুতে আসক্ত হন না, অনাসক্ত হইয়া তিনি ত্রাসহীন হন, ত্রাসহীন হইয়া তিনি অধ্যাত্মে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন, 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় সম্পন্ন হইয়াছে, পুনর্জন্ম আর নাই," তিনি ইহা জানিতে পারেন। আনন্দ, যদি কেহ কহে, ঈদৃশ বিমুক্ত-চিত্ত পুরুষ "মৃত্যুর পর তথাগত বিদ্যমান থাকেন" এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন, তাহা হইলে তাহার কথা মিথ্যা; অথবা "মরণের পর তথাগত বিদ্যমান থাকেন না" এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন তাহা হইলে তাহার কথা মিথ্যা; অথবা "মরণের পর তথাগত বিদ্যমান থাকেন এবং থাকেন না" এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন, তাহা হইলে তাহার কথা মিথ্যা; অথবা মরণের পর তথাগত বিদ্যমান থাকেন না এবং বিদ্যমান যে থাকেন না তাহাও নয়" এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন, তাহা হইলে তাহার কথা মিথ্যা। কী কারণে? আনন্দ, যাবতীয় অধিবচন সংজ্ঞা , যাবতীয় অধিবচন প্রণালি, যাবতীয় নিরুক্তি এবং নিরুক্তি প্রণালি, যাবতীয় প্রজ্ঞপ্তি এবং প্রজ্ঞপ্তি প্রণালি যাবতীয় প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞা-পথ, যাবতীয় সংসারবর্ত এবং উহার ভ্রমণ, এই সমস্ত উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া ভিক্ষু বিমুক্ত, এইরূপে বিমুক্ত "ভিক্ষু জানেন না, দর্শন করেন না" এইরূপ দৃষ্টি মিথ্যা।

৩৩. 'আনন্দ, বিজ্ঞানস্থিতি সপ্তবিধ, আয়তন দ্বিবিধ। সপ্তবিধ কী কী? সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাহারা নানারূপ দেহসম্পন্ন এবং নানারূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন; যথা : মনুষ্যগণ, কোনো কোনো দেবতা এবং কোনো কোনো বিনিপাতিক নিরয়বাসী । ইহাই প্রথম বিজ্ঞানস্থিতি।

'সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাহারা নানারূপ দেহসম্পন্ন কিন্তু একই রূপসংজ্ঞাবিশিষ্ট; যথা : ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণ যাঁহারা প্রথম ধ্যানের অনুশীলনে ওইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাই, দ্বিতীয় বিজ্ঞানস্থিতি।

'সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা একইরূপ দেহবিশিষ্ট কিন্তু নানারূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন; যথা : আভাস্বর দেবগণ। ইহাই তৃতীয় বিজ্ঞানস্থিতি।

'সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা একইরূপ দেহ ও সংজ্ঞাবিশিষ্ট; যথা : শুভকৃৎস্ন দেবগণ। ইহাই চতুর্থ বিজ্ঞানস্থিতি।

'সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা রূপ সংজ্ঞাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ব সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া "আকাশ অনন্ত" এই অনুভূতির সহিত 'আকাশ-অনন্ত আয়তন' স্তরে গমন করিয়াছেন। ইহাই পঞ্চম বিজ্ঞানস্থিতি।

'সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা 'আকাশ-অনন্ত আয়তন" সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া "বিজ্ঞান অনন্ত" এই অনুভূতির সহিত "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" স্তরে গমন করিয়াছেন। ইহাই ষষ্ঠ বিজ্ঞানস্থিতি।

'সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া "কিছুই নাই" এই অনুভূতির সহিত 'আকিঞ্চন আয়তন' স্তরে গমন করিয়াছেন। ইহাই সপ্তম বিজ্ঞানস্থিতি।

'অসংজ্ঞসত্ত্বায়তন এবং নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন—এই দুই আয়তন।

৩৪. 'আনন্দ, এক্ষণে এই যে প্রথম বিজ্ঞানস্থিতি, নানা দেহ এবং নানা সংজ্ঞাসম্পন্ন সত্ত্ব; যথা : মনুষ্য, কোনো কোনো দেবতা এবং কোনো কোনো বিনিপাতিক, যে ওই স্থিতির জ্ঞানসম্পন্ন, উহার উৎপত্তি, বিনাশ, আস্বাদ, দৈন্য এবং উহা হইতে মুক্তির উপায়ের জ্ঞানসম্পন্ন, তাহার পক্ষে উহার অভিনন্দন করা কি যুক্ত?

'ভন্তে, যুক্ত নহে।'

'আনন্দ, যে অপর ছয়টি বিজ্ঞানস্থিতি এবং দুইটি আয়তনের জ্ঞানসম্পন্ন, উহাদের উৎপত্তি, বিনাশ, আস্বাদ, দৈন্য এবং উহাদিগের হইতে মুক্তির উপায়ের জ্ঞানসম্পন্ন, তাহার পক্ষে উহাদের অভিনন্দন করা কি যুক্ত?

'ভন্তে, যুক্ত নহে।'

'আনন্দ, যখন ভিক্ষু এই সাত বিজ্ঞানস্থিতি এবং আয়তনদ্বয়ের উৎপত্তি, বিনাশ, আস্বাদ, দৈন্য এবং ওই সকল হইতে মুক্তির উপায় যথাযথরূপে জ্ঞাত ও উপাদান-রহিত হইয়া বিমুক্ত হন, তখন তিনি প্রজ্ঞা বিমুক্ত ভিক্ষু কথিত হন।

৩৫. 'আনন্দ, আট বিমোক্ষ। কী কী? রূপী রূপ দর্শন করে। ইহা প্রথম বিমোক্ষ।

'অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী বাহিরে রূপ দর্শন করে। ইহা দ্বিতীয় বিমোক্ষ।

"সুন্দর!" এই চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হয়। ইহা তৃতীয় বিমোক্ষ।

'রূপ-সংজ্ঞাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ব-সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া "আকাশ-অনন্ত" এই অনুভূতির সহিত আকাশ-অনন্ত আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা চতুর্থ বিমোক্ষ।

'আকাশ-অনন্ত-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া "বিজ্ঞান-অনন্ত" এই অনুভূতির সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা পঞ্চম বিমোক্ষ।

'বিজ্ঞান-অনন্ত আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'কিছুই নাই" এই অনুভূতির সহিত আকিঞ্চন-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা ষষ্ঠ বিমোক্ষ।

'আকিঞ্চন-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে ইহা সপ্তম বিমোক্ষ।

'"নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধ উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা অষ্টম বিমোক্ষ।

'আনন্দ, যখন ভিক্ষু এই অষ্টবিধ বিমোক্ষ ক্রমানুসারে এবং প্রতিলোমরূপে আয়ত্তীভূত করেন, অনুলোম প্রতিলোমরূপে আয়ত্তীভূত করেন, যেখানে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা, যতক্ষণ ইচ্ছা উহাতে বিলীন হইতে এবং উহা হইতে নির্গত হইতে পারেন, আসবক্ষয় হেতু এই জগতেই অনাসব চিত্ত-বিমুক্তি এবং প্রজ্ঞা-বিমুক্তি স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া উহাতে বিহার করেন, তখন তিনি উভয়-ভাগ[১]-বিমুক্ত কথিত হন। আনন্দ, এই উভয়-ভাগ-বিমুক্তি অপেক্ষা অন্য শ্রেষ্ঠতর অথবা প্রণীততর উভয়-ভাগ-বিমুক্তি আর নাই।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন। আনন্দিত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

মহানিদান সূত্রান্ত সমাপ্ত

---

[১]। চারি ধ্যান প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং অরূপধ্যানসমূহ উক্ত হইয়াছে।

১৬. মহাপরিনির্বাণ সূত্রান্ত

প্রথম অধ্যায়

১. আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি, একসময়ে ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। ওই সময় মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু বৃজিদিগকে[১] আক্রমণ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, 'আমি বৃজিদিগকে উচ্ছিন্ন করিব, তাহারা যতই ঐশ্বর্যশালী হউক, যতই পরাক্রান্ত হউক; আমি বৃজিদিগকে ধ্বংস করিব; তাহাদের চূড়ান্ত সর্বনাশ করিব।'

২. অতঃপর তিনি মগধের প্রধানমন্ত্রী ব্রাহ্মণ-বর্ষকারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ, ভগবানের নিকট গমন করিয়া আমার প্রতিনিধিরূপে তাঁহার পাদদেশে মস্তক স্থাপনপূর্বক বন্দনা করিয়া তাঁহার আরোগ্য, স্বাস্থ্য, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য জিজ্ঞাসা করিবে : "ভন্তে, মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু ভগবানের পাদদেশে মস্তক স্থাপনপূর্বক বন্দনা করিতেছেন এবং তাঁহার আরোগ্য, স্বাস্থ্য, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন;" পরে তাঁহাকে ইহাও কহিবে : "ভন্তে, মগধরাজ বৃজিগণের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে অভিলাষী। তিনি এইরূপ কহিয়াছেন : 'আমি বৃজিদিগকে উচ্ছিন্ন করিব, তাহারা যতই ঐশ্বর্যশালী হউক, যতই পরাক্রান্ত হউক; আমি বৃজিদিগকে ধ্বংস করিব, তাহাদের চুড়ান্ত সর্বনাশ করিব।" ভগবান তোমার নিকট যাহা ব্যক্ত করিবেন তাহা উত্তমরূপে ধারণপূর্বক আমার নিকট জ্ঞাপন করিবে; তথাগতগণ অসত্য কহেন না।'

৩. ব্রাহ্মণ বর্ষকার "তথাস্তু" বলিয়া মগধরাজকে প্রতিশ্রুতি দানপূর্বক উত্তম উত্তম যান প্রস্তুত করাইয়া উত্তম যানে আরোহণ করিয়া ওই সকল যানসহ রাজগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গৃধ্রকূট পর্বতে গমন করিলেন। তথায় যতদূর যানভূমি ততদূর যানে গমন করিয়া পরে যান হইতে অবতরণপূর্বক পদব্রজে ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক তাঁহার সহিত চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপান্তে তিনি একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন এবং মগধরাজ কর্তৃক যেরূপ আদিষ্ট হইয়াছিলেন সেইরূপ সমস্ত বৃত্তান্ত ভগবানের নিকট নিবেদন করিলেন।

৪. ওই সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে ব্যজনে রত ছিলেন। অতঃপর ভগবান আনন্দকে বলিলেন,

---

[১]। বৃজি—জাতিবিশেষের নাম। উহারা মগধের নিকটবর্তী স্থানে বাস করিত।

“আনন্দ, তুমি শুনিয়াছ কি যে বৃজিগণ প্রায়শই জনসাধারণের অবাধ সম্মিলনের আয়োজন করেন?

আনন্দ উত্তর করিলেন, ‘দেব, আমি শুনিয়াছি।’

‘আনন্দ, যতদিন বৃজিগণ এইরূপ জনসাধারণের অবাধ সম্মিলনের আয়োজন করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা। আনন্দ, তুমি শুনিয়াছ কি যে বৃজিগণ সমগ্র হইয়া একত্রিত হয়, সমগ্রভাবে উত্থান করে, সমগ্র হইয়া বৃজিগণের করণীয় সম্পাদন করে?’

‘দেব, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।’

‘আনন্দ, যতদিন বৃজিগণ ওইরূপ করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা। আনন্দ, তুমি শুনিয়াছ কি যে, বৃজিগণ অব্যবস্থিতের ঘোষণা করেন না, ব্যবস্থিতের উচ্ছেদ করেন না, যথাপ্রজ্ঞপ্ত পুরাতন বৃজিধর্ম গ্রহণপূর্বক উহাতে স্থিত হন?’

‘দেব, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।’

‘আনন্দ, যতদিন বৃজিগণ অব্যবস্থিতের ঘোষণা না করেন, ব্যবস্থিতের উচ্ছেদ সাধন না করেন; যথা : প্রজ্ঞপ্ত পুরাতন বৃজিধর্ম গ্রহণপূর্বক উহাতে স্থিত হন, ততদিন তাহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা। আনন্দ, তুমি শুনিয়াছ কি যে, বৃজিগণ তাঁহাদের মধ্যে যাহারা বয়োজ্যেষ্ঠ তাহাদের সৎকার করেন, তাহাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহাদিগের পূজা করেন, তাহাদের বাক্য শ্রোতব্যরূপে গ্রহণ করেন?’

‘দেব, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।’

‘আনন্দ, যতদিন বৃজিগণ তাঁহাদের বয়োজ্যেষ্ঠগণের সৎকার করিবেন, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিবেন, তাঁহাদিগের পূজা করিবেন, তাঁহাদের বাক্য শ্রোতব্যরূপে গ্রহণ করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা। আনন্দ, তুমি শুনিয়াছ কি যে, বৃজিগণ তাঁহাদের কুলস্ত্রী ও কুলকুমারীগণকে বলপূর্বক ধৃত করিয়া রক্ষিতায় পরিণত করেন না?’

‘দেব, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।’

‘আনন্দ, যতদিন বৃজিগণ তাঁহাদের কুলস্ত্রী ও কুলকুমারীগণকে বলপূর্বক ধৃত করিয়া রক্ষিতায় পরিণত না করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা। আনন্দ, তুমি শুনিয়াছ কি যে, বৃজিগণ তাঁহাদের নগর এবং জনপদস্থ চৈত্যসমূহের সৎকার করেন, তাহাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহাদের পূজা করেন, তাহাদের পূর্বদত্ত, পূর্বকৃত

ধর্মানুমোদিত বলি দান করিতে পরাঙ্মুখ হন না?'

'দেব, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।'

'আনন্দ, যতদিন বৃজিগণ তাঁহাদের নগর এবং জনপদস্থ চৈত্যসমূহের সৎকার করিবেন, তাহাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিবেন, তাহাদের পূজা করিবেন, তাহাদের পূর্বদত্ত, পূর্বকৃত, ধর্মানুমোদিত বলি দান করিতে পরাঙ্মুখ না হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা। আনন্দ, তুমি শুনিয়াছ কি যে, বৃজিগণের অর্হৎদিগের ধর্মানুমোদিত রক্ষা, নিরাপত্তা এবং পালন সুব্যবস্থিত, যাহাতে দূরস্থ অর্হৎগণ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন এবং রাজ্যস্থ অর্হৎগণ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন?'

'দেব, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।'

'আনন্দ, যতদিন বৃজিদিগের অর্হৎগণের ধর্মানুমোদিত রক্ষা, নিরাপত্তা এবং পালন সুব্যবস্থিত থাকিবে, যাহাতে দূরস্থ অর্হৎগণ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন এবং রাজ্যস্থ অর্হৎগণ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।

৫. অতঃপর ভগবান ব্রাহ্মণ বর্ষকারকে সম্বোধন করিলেন :

'ব্রাহ্মণ, একসময় আমি বৈশালির সারন্দদ চৈত্যে অবস্থান করিতেছিলাম, ওই সময় আমি বৃজিদিগকে এই সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্মের উপদেশ দিয়াছিলাম; ব্রাহ্মণ, যতদিন এই সাত মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম বৃজিগণের মধ্যে বর্তমান থাকিবে, যতদিন তাহারা ওই ধর্মানুসারে আপনাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবে, ততদিন তাহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।

ব্রাহ্মণ বর্ষকার প্রত্যুত্তরে ভগবানকে এইরূপ বলিলেন :

'হে গৌতম, মাত্র একটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্মপালনরত বৃজিগণের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা, সমগ্র সাতটি ধর্মের পালনের তো কথাই নাই। কূটনীতি অথবা মিত্রভেদ অবলম্বন ব্যতীত যুদ্ধে মগধরাজ কর্তৃক বৃজিগণ অপরাজেয়। এক্ষণে, হে গৌতম, আমি যাই, আমার অনেক কর্তব্য আছে।'

'ব্রাহ্মণ, তোমার ইচ্ছা।'

অতঃপর ব্রাহ্মণ বর্ষকার ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদনপূর্বক আসন হইতে উত্থান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

৬. অনন্তর ভগবান ব্রাহ্মণ বর্ষকারের প্রস্থানের অব্যবহিত পরে আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, 'আনন্দ, তুমি যাও এবং রাজগৃহের নিকটে যে সকল ভিক্ষু অবস্থান করিতেছেন তাঁহাদিগকে উপস্থানশালায় একত্রিত করো।'

আনন্দ 'তথাস্তু' বলিয়া রাজগৃহের নিকটস্থ সমস্ত ভিক্ষুগণকে

উপস্থানশালায় একত্রিত করিয়া ভগবানের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন; পরে তিনি ভগবানকে বলিলেন :

'দেব, ভিক্ষুসংঘ একত্রিত, এক্ষণে ভগবানের যাহা ইচ্ছা।

তৎপরে ভগবান আসন হইতে উত্থান করিয়া উপস্থানশালায় গমনপূর্বক নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া ভিক্ষুগণকে বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে সপ্ত মঙ্গলবিধায়ক ধর্মের উপদেশ দিব, শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করো।'

ভিক্ষুগণ 'তথাস্তু' বলিলে ভগবান বলিলেন :

'ভিক্ষুগণ, যতদিন ভ্রাতৃবর্গ আপনাদের সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়া বারংবার একত্রিত হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা সমগ্র হইয়া একত্রিত হইবেন, সমগ্র হইয়া উত্থান করিবেন, সমগ্র হইয়া সংঘনির্দিষ্ট কর্মসমূহের সম্পাদন করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা অব্যবস্থিতের ঘোষণা না করিবেন, ব্যবস্থিতের উচ্ছেদ না করিবেন, যথাব্যবস্থিত শিক্ষাপদসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অভিজ্ঞ, বহুপূর্বগ, সংঘপিতা, সংঘ-পরিনায়ক, তাঁহাদের সৎকার করিবেন, তাঁহাদিগকে ভক্তি করিবেন, তাঁহাদের সম্মান ও পূজা করিবেন, তাহাদের বাক্য শ্রোতব্যরূপে গ্রহণ করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা উৎপন্ন পুনর্ভবিকা তৃষ্ণার বশবর্তী না হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা নির্জনবাসে প্রীতিলাভ করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা স্বীয় স্বীয় চিত্তের স্থৈর্য সম্পাদন করিবেন, যাহাতে অনাগত প্রিয়শীল সব্রহ্মচারীগণ তাঁহাদের নিকট আগমন করিতে পারেন, এবং যাঁহারা আগত তাঁহারা স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন এই সাত মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম তাহাদের মধ্যে বর্তমান থাকিবে, যতদিন তাঁহারা ওই ধর্মানুসারে আপনাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

৭. 'ভিক্ষুগণ, অপর সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্মের উপদেশ দিব, শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করো।'

'ভিক্ষুগণ 'তথাস্তু' বলিলে ভগবান বলিলেন :

'যতদিন ভিক্ষুগণ পার্থিব কর্মসমূহে প্রীতিলাভ না করিবেন, ওইরূপ কর্মে রত না হইবেন, উহাতে সম্পর্কবিহীন হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা বৃথা বাক্যালাপপ্রিয় না হইবেন, ওই রূপ বাক্যালাপে রত না হইবেন, উহাতে সম্পর্কবিহীন হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা আলস্যপরায়ণ না হইবেন, আলস্যে প্রীতিলাভ না করিবেন, আলস্যের প্রশ্রয় না দিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা সঙ্গশীলী না হইবেন, সঙ্গপ্রিয় না হইবেন, সঙ্গে প্রীতিলাভ না করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা পাপেচ্ছাসম্পন্ন না হইবেন, পাপেচ্ছার বশবর্তী না হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা পাপকারীর মিত্র না হইবেন, সহায়ক না হইবেন, পাপকারীর সহিত ঘনিষ্ঠতা না করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা অল্পমাত্র সাফল্য লাভ হেতু গন্তব্য পথে ক্ষান্ত না হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন এই সাত মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম তাঁহাদের মধ্যে বর্তমান থাকিবে, যতদিন তাহারা ওই ধর্মানুসারে আপনাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

৮. 'ভিক্ষুগণ, অপর সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্মেরও উপদেশ দিব, শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করো।'

ভিক্ষুগণ 'তথাস্তু' বলিলে ভগবান বলিলেন :

'যতদিন ভিক্ষুগণ শ্রদ্ধাবান হইবেন, বিনয়ী হইবেন, বিবেকী হইবেন, বহুশ্রুত হইবেন, সংকল্পবদ্ধ হইবেন, স্থিরচিত্ত হইবেন, প্রজ্ঞাবান হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন এই সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম তাঁহাদের মধ্যে বর্তমান থাকিবে,

যতদিন তাঁহারা ওই ধর্মানুসারে আপনাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

৯. 'ভিক্ষুগণ, অপর সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্মের উপদেশ দিব, শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করো।'

ভিক্ষুগণ 'তথাস্তু' বলিলে ভগবান বলিলেন :

'যতদিন ভিক্ষুগণ স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি-সম্বোধ্যঙ্গ সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন এই সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম তাঁহাদের মধ্যে বর্তমান থাকিবে, যতদিন তাঁহারা ওই ধর্মানুসারে আপনাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

১০. 'ভিক্ষুগণ, অপর সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্মের উপদেশ দিব, শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করো।'

ভিক্ষুগণ 'তথাস্তু' বলিলে ভগবান বলিলেন, 'যতদিন ভিক্ষুগণ অনিত্য-সংজ্ঞা, অনাত্ম-সংজ্ঞা, অশুভ-সংজ্ঞা, আদীনব-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা, এবং নিরোধ-সংজ্ঞার ভাবনা করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন এই সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম তাঁহাদের মধ্যে বর্তমান থাকিবে, যতদিন তাঁহারা ওই ধর্মানুসারে আপনাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

১১. 'ভিক্ষুগণ, ছয়টি মঙ্গলবিধায়ক ধর্মের উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করো।'

ভিক্ষুগণ 'তথাস্তু' বলিলে ভগবান বলিলেন, 'যতদিন ভিক্ষুগণ সব্রহ্মচারীগণের প্রতি, প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে, কায়মনোবাক্যে মৈত্রীভাবাপন্ন হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা ধর্মানুসঙ্গত ধর্মানুসারে প্রাপ্ত লাভসমূহে, এমন কী ভিক্ষাপাত্রে নিক্ষিপ্ত দ্রব্য মাত্রে অপ্রতিবিভক্তভোগী হইয়া শীলবান সব্রহ্মচারীগণের সহিত সাধারণ ভোগী হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা অখণ্ড, নির্দোষ, নির্মল, পবিত্র, শুদ্ধ, বিজ্ঞ-প্রশংসিত, নিষ্কলঙ্ক, সমাধি-সংবর্তনিক শীলসমূহে সব্রহ্মচারীগণের সহিত প্রকাশ্যে

অথবা অপ্রকাশ্যে স্থিত হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন ভিক্ষুগণ যে আর্যদৃষ্টি সংসার হইতে মুক্তির প্রদর্শক এবং যাহা উহার অনুসরণকারীকে সম্যক দুঃখক্ষয়ে উপনীত করে, সব্রহ্মচারীগণের সহিত প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে ওই দৃষ্টিযুক্ত হইয়া অবস্থান করেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন এই ছয়টি মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম তাঁহাদের মধ্যে বর্তমান থাকিবে, যতদিন তাঁহারা ওই ধর্মানুসারে আপনাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

১২. রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থানকালে ভগবান ভিক্ষুদিগের নিকট বিস্তৃতভাবে ধর্মকথা বলিলেন, ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা, শীলপরিভাবিত সমাধি মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী, সমাধি পরিভাবিত প্রজ্ঞা মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী, প্রজ্ঞা-পরিভাবিতচিত্ত সম্যকরূপে আসবসমূহ হইতে; যথা : কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টি-আসব এবং অবিদ্যাসব হইতে বিমুক্ত হয়।

১৩. অতঃপর ভগবান রাজগৃহে ইচ্ছানুরূপ অবস্থান করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আনন্দ চল, আমরা অম্বলট্ঠিকায় গমন করি।'

আনন্দ বলিলেন, 'দেব, 'তথাস্তু'। তদনন্তর ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত অম্বলট্ঠিকায় গমন করিলেন।

১৪. তথায় ভগবান রাজভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেইস্থানেও তিনি ভিক্ষুদিগের নিকট বিস্তৃতভাবে ধর্মকথা বলিলেন, ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা, শীলপরিভাবিত সমাধি মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী, সমাধি পরিভাবিত প্রজ্ঞা মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী, প্রজ্ঞা-পরিভাবিতচিত্ত সম্যকরূপে আসবসমূহ হইতে; যথা : কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টি-আসব এবং অবিদ্যাসব হইতে বিমুক্ত হয়।

১৫. অতঃপর ভগবান অম্বলট্ঠিকায় যতদিন ইচ্ছা অবস্থান করিয়া আনন্দকে বলিলেন, 'আনন্দ, চল, আমরা নালন্দায় গমন করি।'

আনন্দ বলিলেন, 'তথাস্তু'। তৎপরে ভগবান সুবৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত নালন্দায় গমন করিলেন। তথায় ভগবান পাবারিক-আম্রবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

১৬. অনন্তর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে

অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। পরে তিনি ভগবানকে বলিলেন :

'দেব, আমি ভগবানের প্রতি এতই শ্রদ্ধাবান যে, আমার মতে সম্বোধির সম্বন্ধে ভগবান অপেক্ষা অভিজ্ঞতর অন্য শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কখনো ছিল না, হইবে না এবং এখনও নাই।'

'সারিপুত্র, তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা সত্যই গৌরবমণ্ডিত ও সুস্পষ্ট, উহা সত্যই ভাবাবেশের গান। তাহা হইলে, সারিপুত্র, অতীতকালে যাঁহারা অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, স্ব-চিত্তে তাঁহাদের চিত্ত পরিজ্ঞাত হইয়া তুমি জানিয়াছ তাঁহারা কীরূপ শীলসম্পন্ন ছিলেন, কীরূপ ধর্মসম্পন্ন ছিলেন, কীরূপ প্রজ্ঞাসম্পন্ন ছিলেন, কীরূপই বা তাঁহাদের জীবনযাত্রার প্রণালি ছিল এবং তাঁহারা কীরূপ বিমুক্তি লাভ করিয়াছিলেন?

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'তাহা হইলে, সারিপুত্র, যাঁহারা ভবিষ্যতে অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হইবেন, স্ব-চিত্তে তাঁহাদের চিত্ত পরিজ্ঞাত হইয়া তুমি জানিয়াছ তাঁহারা কীরূপ শীলসম্পন্ন হইবেন, কীরূপ ধর্মসম্পন্ন হইবেন, কীরূপ প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইবেন, কীরূপই বা তাঁহাদের জীবনযাত্রার প্রণালি হইবে এবং তাঁহারা কীরূপ বিমুক্তি লাভ করিবেন?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'তাহা হইলে, সারিপুত্র, বর্তমানে অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ আমার চিত্ত স্ব-চিত্তে পরিজ্ঞাত হইয়া তুমি জানিয়াছ ভগবান কীরূপ শীলসম্পন্ন, কীরূপ ধর্ম ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন, কীরূপই বা তাঁহার জীবনযাত্রা প্রণালি এবং তিনি কীরূপ বিমুক্তি লাভ করিয়াছেন?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'সারিপুত্র, অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধগণের চিত্ত তোমার পরিজ্ঞাত নহে, তবে কিরূপে তুমি এরূপ সুমহান ও সুস্পষ্ট উক্তি করিলে? কিরূপে তোমার এরূপ ভাবাবেশ গীত হইল?'

১৭. 'ভন্তে, অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধগণের চিত্ত আমার জ্ঞাত নহে। তবে আমি ন্যায়ানুযায়ী সিদ্ধান্তের উপর দণ্ডায়মান। দেব, মনে করুন কোনো রাজার সীমান্তে স্থিত নগরী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গঠিত, দুর্ভেদ্য প্রাচীর বেষ্টিত, উহার মাত্র একটি দ্বার; রাজা সেখানে বন্ধু ভিন্ন অপর সকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিবার জন্য চতুর, দক্ষ এবং বুদ্ধিমান প্রহরী রাখিয়াছেন। রাজা নগরাভিমুখী পথগুলি পরিদর্শনে যাইয়া দুর্গ প্রাকারের কোথায়ও এমন কোনো ছিদ্রাদি হয়ত দেখিতে পাইবেন না যেখান দিয়া

বিড়ালের ন্যায় একটু ক্ষুদ্র প্রাণীও বাহির হইতে পারে। তথাপি তাঁহার মনে এইরূপ হইবে যে, বৃহত্তর প্রাণীগণ, যাহারা নগরে প্রবেশ করিবে কিংবা নগর ত্যাগ করিবে, তাহাদিগকে মাত্র ওই একটি দ্বার ব্যবহার করিতে হইবে। আমিও সেইরূপ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে স্থিত। আমি জানি অতীতের বুদ্ধগণ সকলেই চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞাদুর্বলকারী পঞ্চ নীবরণ পরিহার করিয়া, চতুর্বিধ স্মৃতি-প্রস্থানে চিত্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, সপ্ত বোধ্যঙ্গ যথারূপে অনুশীলনপূর্বক অনুত্তর সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবেন তাঁহারা সকলেই ওই একই মার্গ অবলম্বন করিয়া সম্বোধি প্রাপ্ত হইবেন। বর্তমানে ভগবানও ওই মার্গই অবলম্বন করিয়া সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াছেন।'

১৮. ওই স্থানেও ভগবান নালন্দায় পাবারিক আম্রবনে অবস্থানকালে ভিক্ষুদিগের নিকট বিস্তৃতভাবে ধর্মকথা বলিলেন, ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা, শীলপরিভাবিত সমাধি মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী, সমাধি পরিভাবিত প্রজ্ঞা মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী, প্রজ্ঞা-পরিভাবিতচিত্ত সম্যকরূপে আসবসমূহ হইতে; যথা : কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টি-আসব এবং অবিদ্যাসব হইতে বিমুক্তি হয়।

১৯. অতঃপর ভগবান নালন্দায় ইচ্ছানুরূপ অবস্থান করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'এসো, আনন্দ, আমরা পাটলিগ্রামে গমন করি।'

'দেব, তথাস্তু,' আনন্দ এইরূপ কহিলে ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত পাটলিগ্রামে গমন করিলেন।'

২০. পাটলিগ্রামের উপাসকগণ শ্রবণ করিল যে, ভগবান পাটলিগ্রামে উপনীত হইয়াছেন। তখন ওই গ্রামের উপাসকগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিল। পরে তাহারা ভগবানকে বলিল, 'ভগবান, আমাদের অতিথিশালায় অবস্থান করুন।' ভগবান মৌনভাবের দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

২১. তৎপরে উপাসকগণ ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হইয়া আসন হইতে উত্থান করিয়া ভগবানকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণপূর্বক অতিথিশালায় গমন করিল। তথায় তাহারা চতুর্দিকে আস্তরণ বিস্তৃত করিয়া আসন স্থাপনপূর্বক জলাধার এবং তৈলপ্রদীপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইল। তৎপরে তাহারা ভগবানকে বলিল :

'দেব, অতিথিশালার সর্বত্র আস্তরণ বিস্তৃত হইয়াছে, আসন স্থাপিত হইয়াছে, জলপাত্র এবং প্রদীপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এক্ষণে ভগবানের যাহা ইচ্ছা।'

২২. তৎপরে ভগবান পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবরসহ ভিক্ষুসংঘের সহিত অতিথিশালায় গমন করিলেন এবং পাদ প্রক্ষালনপূর্বক অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মধ্যেস্থিত স্তম্ভ পশ্চাতে রাখিয়া পূর্বাভিমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন। ভিক্ষুগণও পাদ প্রক্ষালনপূর্বক অতিথিশালায় প্রবেশ করিয়া পশ্চিমদিকস্থ ভিত্তি পশ্চাতে রাখিয়া পূর্বমুখী হইয়া ভগবানকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। উপাসকগণও পাদ প্রক্ষালনান্তে অতিথিশালায় প্রবেশপূর্বক পূর্বদিকস্থ ভিত্তি পশ্চাতে রাখিয়া পশ্চিমাভিমুখী হইয়া ভগবানের সম্মুখীন হইয়া উপবিষ্ট হইল।

২৩. তৎপরে ভগবান পাটলিগ্রামের উপাসকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'গৃহপতিগণ, দুঃশীল শীলভ্রষ্টগণের পঞ্চবিধ ক্ষতি; কী কী?

'দুঃশীল শীলভ্রষ্টগণ প্রমাদহেতু দারুণ দারিদ্র্যে উপনীত হয়, ইহা প্রথম ক্ষতি।

'পুনশ্চ, তাহাদের নিন্দা ঘোষিত হয়, ইহা দ্বিতীয় ক্ষতি।

'পুনশ্চ, তাহারা যে সমাজেই প্রবেশ করুক, তাহা ক্ষত্রিয়দিগেরই হউক, অথবা ব্রাহ্মণদিগের, অথবা গৃহপতিদিগের, অথবা শ্রমণদিগেরই হউকIতথায় তাহারা সংকুচিত ও হতবুদ্ধি হইয়া থাকে, ইহা তৃতীয় ক্ষতি।'

'পুনরায়, মৃত্যুকালে তাহারা উদ্বেগপূর্ণ হয়, ইহা চতুর্থ ক্ষতি।'

'পুনশ্চ, মৃত্যুর পর দেহের ধ্বংসাবসানে তাহাদের পুনর্জন্ম, দুঃখ-দুর্দশা দুর্গতি পূর্ণ হয়। ইহা পঞ্চম ক্ষতি।'

২৪. 'শীলবানদিগের শীলরক্ষার পঞ্চবিধ ফল কী কী?'

'প্রথমত, তাঁহারা অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়া মহৎ ঐশ্বর্যের অধিকারী হন।'

'দ্বিতীয়ত, তাঁহাদের খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়।'

'তৃতীয়ত, তাঁহারা যে সমাজেই প্রবেশ করেন, তাহা ক্ষত্রিয়দিগের হউক, ব্রাহ্মণদিগের হউক, গৃহপতিদিগের হউক, অথবা শ্রমণদিগেরই হউক, তথায় তাঁহারা আত্মপ্রত্যয় ও ধৃতিসহকারে প্রবেশ করেন।'

'চতুর্থত, তাঁহারা বিনা উদ্বেগে দেহত্যাগ করেন।'

'সর্বশেষে, মৃত্যুর পর দেহের ধ্বংসাবসানে তাঁহাদের পুনর্জন্ম সুখময় ও সুগতিসম্পন্ন হয়। শীলবানদিগের শীলরক্ষার এই পঞ্চবিধ লাভ।'

২৫. তৎপরে ভগবান দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত পাটলিগ্রামের উপাসকগণকে

ধর্মকথায় উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও প্রহৃষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, 'গৃহপতিগণ, রাত্রি অনেক হইয়াছে, এক্ষণে তোমরা ইচ্ছানুরূপ করিতে পার।' এই কথা বলিয়া তিনি তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। তাহারাও 'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আসন হইতে উত্থান করিয়া ভগবানকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণপূর্বক প্রস্থান করিল। ইহার অব্যবহিত পরে ভগবান নির্জন কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

২৬. ওই সময়ে সুনীধ এবং বর্ষকার নামক মগধের প্রধান অমাত্যদ্বয় বৃজিগণের আক্রমণ প্রতিরোধার্থ পাটলিগ্রামে নগর নির্মাণ করিতেছিলেন। বহুসহস্র দেবতাও এ সময়ে তথায় বাস গ্রহণ করিতেছিল। যে-স্থানে মহাপ্রভাবশালী দেবতাগণ বাস গ্রহণ করেন, সেইস্থানে পরাক্রমশালী নৃপতিগণ এবং তাঁহাদের প্রধান অমাত্যগণ বাসস্থান নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন। যে-স্থানে মধ্যম শ্রেণির দেবতাগণ বাসগ্রহণ করেন, সেইস্থানে মধ্যম শ্রেণির নৃপতি ও তাঁহাদের প্রধান অমাত্যগণ বাসস্থান নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন; যে-স্থানে নিম্নশ্রেণির দেবতাগণ বাসগ্রহণ করেন, সেইস্থানে নিম্নশ্রেণির নৃপতি ও তাঁহাদের প্রধান অমাত্যগণ বাসস্থান নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন।

২৭. ভগবান দিব্য, বিশুদ্ধ, অমানুষিক চক্ষুদ্বারা পাটলিগ্রামে বাসস্থান গ্রহণে নিরত ওই সকল সহস্রাধিক দেবতাগণকে নিরীক্ষণ করিলেন। অতঃপর তিনি প্রত্যুষে উঠিয়া আনন্দকে বলিলেন :

'আনন্দ, পাটলিগ্রামে কে নগর নির্মাণ করিতেছে?'

'ভন্তে, সুনীধ এবং বর্ষকার নামক মগধের প্রধান অমাত্যদ্বয় বৃজিগণের আক্রমণ প্রতিরোধার্থ পাটলিগ্রামে নগর নির্মাণ করিতেছেন?'

২৮. 'আনন্দ, মগধের প্রধান অমাত্যদ্বয় যেন ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়াই বৃজিগণের আক্রমণ প্রতিরোধার্থ পাটলিগ্রামে নগর নির্মাণ করিতেছেন। আনন্দ, আমি দিব্য, বিশুদ্ধ, অমানুষিক চক্ষুদ্বারা এই পাটলিগ্রামে বাসস্থান গ্রহণে নিরত বহুসহস্র দেবতাকে দেখিয়াছি। যে-স্থানে মহাপ্রভাবশালী দেবতাগণ বাস গ্রহণ করেন, সেইস্থানে পরাক্রমশালী নৃপতিগণ এবং তাঁহাদের প্রধান অমাত্যগণ বাসস্থান নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন। যে-স্থানে মধ্যম শ্রেণির দেবতাগণ বাস গ্রহণ করেন, সেইস্থানে মধ্যম শ্রেণির নৃপতি ও তাঁহাদের প্রধান অমাত্যগণ বাসস্থান নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন; যে-স্থানে নিম্নশ্রেণির দেবতাগণ বাস গ্রহণ করেন, সেইস্থানে নিম্নশ্রেণির নৃপতি ও তাঁহাদের প্রধান অমাত্যগণ বাসস্থান নির্মাণ করিতে

ইচ্ছা করেন। আনন্দ, যতদূর আর্যভূমি, যতদূর বণিকদিগের গমনাগমনের পথ, তাহার মধ্যে এই পাটলিপুত্র প্রধান নগর হইবে, ইহা সর্ববিধ বাণিজ্যের কেন্দ্র হইবে। কিন্তু পাটলিপুত্রের ত্রিবিধ অন্তরায় আছে—অগ্নি অথবা জল অথবা মিত্রভেদ।'

২৯. তদনন্তর সুনীধ এবং বর্ষকার, মগধের প্রধান অমাত্যদ্বয়, যেখানে ভগবান সেখানে গমন করিলেন এবং ভগবানের সহিত অভিবাদন এবং শিষ্টাচারের আদান প্রদানপূর্বক একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তাঁহারা ভগবানকে বলিলেন, 'ভগবান অদ্য ভিক্ষুসংঘের সহিত আমাদের গৃহে আহার গ্রহণ করুন। ভগবান মৌনভাবের দ্বারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।'

৩০. সুনীধ এবং বর্ষকার, মগধের দুই প্রধান অমাত্য, ভগবানের স্বীকৃতি জ্ঞাত হইয়া স্বকীয় আবাসে প্রত্যাবর্তনপূর্বক উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া ভগবানের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন, হে গৌতম, আহার প্রস্তুত'।

তখন ভগবান পূর্বাহ্নে পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া পাত্র-চীবর হস্তে ভিক্ষুসংঘের সহিত অমাত্যদ্বয়ের গৃহে গমনপূর্বক নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। মগধের প্রধান অমাত্যদ্বয় বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে উত্তম খাদ্য ও ভোজ্য স্বহস্তে পরিবেশনপূর্বক তৃপ্ত করিলেন। তদনন্তর অমাত্যদ্বয় ভগবান আহারান্তে পাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিলে নিম্ন আসন গ্রহণপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন।

৩১. অমাত্যদ্বয় উপবেশন করিলে ভগবান নিম্নোক্তরূপে দানানুমোদন করিলেন :

'পণ্ডিত ব্রহ্মচারী যে-স্থানে বাস করিয়া শীলবান সংযত পুরুষদিগকে আহার দান করেন, এবং ওই স্থানে যে সকল দেবতা আছেন তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দান করেন, সেইস্থানে দেবতাগণ পূজিত ও সম্মানিত হইয়া তাঁহার পূজা ও সম্মান করেন।

মাতা ঔরসপুত্রকে যেরূপ অনুকম্পা করেন, ওই সকল দেবতাগণ তাঁহাকে সেইরূপ অনুকম্পা করেন; দেবানুকম্পিত পুরুষ সর্বদা মঙ্গল দর্শন করেন।'

অনন্তর ভগবান অমাত্যদ্বয়কে উপর্যুক্তরূপে সাধুবাদ দিয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

৩২. অমাত্যদ্বয় ভগবানের পশ্চাদনুসরণ করিল এবং বলিতে লাগিল, 'অদ্য ভগবান যে দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইবেন তাহার নাম হইবে গৌতম দ্বার। যে তীর্থ দিয়া তিনি গঙ্গা নদী পার হইবেন, সেই তীর্থের নাম হইবে গৌতম-তীর্থ।' তৎপরে ভগবান যে দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন ওই দ্বারের নাম হইল

গৌতম-দ্বার।

৩৩. অতঃপর ভগবান গঙ্গা নদীতে গমন করিলেন। ওই সময় গঙ্গা নদী কূলে কূলে পরিপূর্ণ। ইতস্তত গমনাগমনের নিমিত্ত কেহ কেহ নৌকার, কেহ বা ভেলার অন্বেষণ করিতেছিল, কেহ বা কুল্ল নির্মাণ করিতেছিল। তৎপরে ভগবান যেরূপ বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে, অথবা প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে, সেইরূপ গঙ্গা নদীর এই পারে অন্তর্হিত হইয়া ভিক্ষু সংঘের সহিত অপর তীরে প্রত্যুত্থান করিলেন।

৩৪. মনুষ্যগণের উপর্যুক্ত ক্রিয়া ভগবান দেখিলেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে এই উদান বাক্য নির্গত হইল :

যাঁহারা ক্ষুদ্র জলাশয় পরিহারপূর্বক সেতুর সাহায্যে সমুদ্র ও নদী উত্তীর্ণ হন, তাঁহারা পণ্ডিত; যখন জনসাধারণ কুল্ল নির্মাণ রত, তখন পণ্ডিতগণ উত্তীর্ণ।[১]

প্রথম ভাণবার সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১. অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, 'আনন্দ, চলো, আমরা কোটিগ্রামে গমন করি।' 'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মত হইলেন। তৎপরে ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত কোটিগ্রামে গমন করিলেন এবং তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

২. তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

'ভিক্ষুগণ চারি আর্যসত্যের জ্ঞান এবং অনুভূতির অভাবের কারণেই পুনঃপুন জন্ম হইতে জন্মান্তরে ভ্রমণ হইয়াছে, আমারও এবং তোমাদিগেরও। ওই চারিটি কী কী? ভিক্ষুগণ, দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ নিরোধের মার্গ আর্যসত্য—এই চারি আর্যসত্যের জ্ঞান এবং অনুভূতির অভাবের কারণেই পুনঃপুন জন্ম হইতে জন্মান্তরে ভ্রমণ হইয়াছে, আমারও এবং তোমাদিগেরও। কিন্তু ভিক্ষুগণ, এই চারি আর্যসত্যের জ্ঞান এবং অনুভূতি হইলে ভব-তৃষ্ণা উচ্ছিন্ন হয়, পুনঃপুন জন্ম প্রবর্তনকারী তৃষ্ণার ধ্বংস সাধন হয়, তাহার পর আর পুনর্জন্ম নাই।'

---

[১]। যাঁহারা আর্য মার্গরূপ সেতুর সাহায্যে কাম, অবিদ্যা এবং মোহরূপ পল্বল পরিহার পূর্বক তৃষ্ণারূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হন, তাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা মুক্ত। অজ্ঞান জগৎ আচার অনুষ্ঠান পালন এবং দেবপূজা হইতে মুক্তির আশা করে।

৩. ভগবান এইরূপ বলিলেন। সুগত শাস্তা পুনরায় বলিলেন :

'চারি আর্যসত্যের যথারূপ দর্শনের
অভাবে বহুজন্ম অতিক্রান্ত হইয়াছে।
তাহাদের সম্যক অনুধাবনে পুনর্জন্মের
হেতু বিনষ্ট হয়, দুঃখের মূল উচ্ছিন্ন হয়,
তখন আর পুনর্জন্ম নাই।'

৪. কোটিগ্রামে অবস্থানকালে ওইস্থানেও ভগবান ভিক্ষুগণকে বিস্তৃতরূপে ধর্মকথা বলিলেন, ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা; শীল-পরিভাবিত সমাধি মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী; সমাধি পরিভাবিত প্রজ্ঞা মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী; প্রজ্ঞা পরিভাবিত চিত্ত সম্যকরূপে আসবসমূহ হইতে; যথা : কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টি-আসব এবং অবিদ্যা-আসব হইতে বিমুক্ত হয়।

৫. ভগবান কোটিগ্রামে যথেচ্ছা অবস্থান করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

'আনন্দ, চল, আমরা নাদিকে গমন করি।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

অনন্তর ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত নাদিকে গমন করিলেন এবং ওইস্থানে ইষ্টক নির্মিত ভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৬. তদনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরে তিনি ভগবানকে বলিলেন :

'দেব, সাল্হ নামক ভিক্ষু নাদিকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন; তিনি কী গতি লাভ করিয়াছেন? পরলোকে তাঁহার নিয়তি কি? নাদিকে নন্দা নাম্নী ভিক্ষুণীর মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার কী গতি এবং পরলোকে তাঁহার নিয়তি কী? ওইস্থানে সুদত্ত নামক উপাসকের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার কী গতি এবং পরলোকে তাঁহার নিয়তি কী? ওইস্থানে সুজাতা নাম্নী উপাসিকার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার কী গতি এবং পরলোকে তাহার নিয়তি কী? ককুধ, কালিঙ্গ, নিকট, কটিস্‌সভ তুট্‌ঠ, সন্তুট্‌ঠ, ভদ্দ, সুভদ্দ নামক উপাসকগণ নাদিকে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের কী গতি, এবং পরলোকে তাঁহাদের নিয়তি কী?'

৭. 'আনন্দ, ভিক্ষু সাল্হ আসবসমূহের ক্ষয়হেতু এই জগতেই অনাসব চিত্ত-বিমুক্তি এবং প্রজ্ঞা-বিমুক্তি স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া এবং উপলব্ধি করিয়া উহা

লাভ করিয়াছিলেন। ভিক্ষুণী নন্দা পঞ্চ অবরভাগীয়[1] সংযোজনের[2] ক্ষয়হেতু ঔপপাতিকা হইয়াছেন, ওই অবস্থাতেই তিনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, ওই অবস্থা হইতে তাঁহার চ্যুতি নাই। উপাসক সুদত্ত ত্রিবিধ[3] সংযোজনের ক্ষয়হেতু রাগ-দ্বেষ-মোহের অবসানে সকৃদাগামী হইয়াছেন, তিনি আর একবার মাত্র এই জগতে আসিয়া দুঃখের অন্ত করিবেন। উপাসিকা সুজাতা ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্রোতাপন্ন হইয়াছেন, ওই অবস্থা হইতে তাঁহার চ্যুতি নাই, এবং সম্বোধি তাঁহার নিশ্চিত নিয়তি। উপাসক ককুধ পঞ্চ অবরভাগীয় সংযোজনের ক্ষয়হেতু ঔপপাতিক হইয়াছেন, ওই অবস্থাতেই তিনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, ওই অবস্থা হইতে তাঁহার চ্যুতি নাই। কালিঙ্গ, নিকট, কটিস্‌সভ, তুট্‌ঠ, সন্তুট্‌ঠ, ভদ্দ এবং সুভদ্দ নামক উপাসকগণ পঞ্চ অবরভাগীয় সংযোজনের ক্ষয়হেতু ঔপপাতিক হইয়াছেন, ওই অবস্থাতেই তাঁহারা পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, ওই অবস্থা হইতে তাঁহাদের চ্যুতি নাই। নাদিকের পঞ্চাশাধিক উপাসক মরণান্তে পঞ্চ অবরভাগীয় সংযোজনের ক্ষয়হেতু ঔপপাতিক হইয়াছেন, ওই অবস্থাতেই তাঁহাদের পরিনির্বাণ হইবে, ওই অবস্থা হইতে তাঁহাদের চ্যুতি নাই। নাদিকের নবতির অধিক উপাসক মরণান্তে ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু রাগ-দ্বেষ-মোহের অবসানে সকৃদাগামী হইয়াছেন, তাঁহারা আর একবার মাত্র এই জগতে আসিয়া দুঃখের অন্ত করিবেন। পঞ্চশতের অধিক নাদিকের উপাসক মরণান্তে ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্রোতাপন্ন হইয়াছেন, ওই অবস্থা হইতে তাঁহাদের চ্যুতি নাই এবং সম্বোধি তাঁহাদের নিশ্চিত নিয়তি।

৮. 'আনন্দ, মনুষ্যের যে মৃত্যু হইবে ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই; কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্যের মৃত্যুর পর তুমি যদি তথাগতের নিকট আসিয়া এইরূপ প্রশ্ন করো, তাহা হইলে উহা তথাগতের বিরক্তির কারণ হইবে। অতএব আমি ধর্মাদর্শ[4] নামক ধর্ম পর্যায়ের উপদেশ দিব। ওই আদর্শ সমন্বিত আর্যশ্রাবক ইচ্ছা হইলে আপনার সম্বন্ধে আপনিই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিবেন : "আমার আর নরক নাই, পশুযোনিতে জন্ম নাই, প্রেতযোনিতে জন্ম নাই, আমি স্রোতাপন্ন হইয়াছি, উহা হইতে আমার চ্যুতি নাই, সম্বোধি আমার নিশ্চিত নিয়তি।"

---

[1]। কামলোক সম্পর্কিত।

[2]। সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ, কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ।

[3]। উপর্যুক্ত পঞ্চসংযোজনের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়।

[4]। ধর্মের মুকুর।

৯. 'আনন্দ, এই ধর্মাদর্শ কী? আনন্দ, আর্যশ্রাবক বুদ্ধে অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন : "ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর দম্য-পুরুষ-সারথি, দেব মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।" তিনি আর্যশ্রাবক ধর্মে অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন : "ধর্ম জগতের হিতার্থ ভগবান কর্তৃক ঘোষিত; উহা সাংদৃষ্টিক, অকালিক, সর্ব জগৎকে সাদরে আহ্বানকারী, মুক্তি প্রদায়ী, এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক স্ব-স্ব চেষ্টায় জ্ঞাতব্য।" তিনি আর্যশ্রাবক সংঘে অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন : "ভগবানের শ্রাবকসংঘ সু-প্রতিপন্ন, ঋজু-প্রতিপন্ন, ন্যায়-প্রতিপন্ন, সম্যক-প্রতিপন্ন। চারি পুরুষ-যুগল এবং অষ্ট পুরুষ পুদ্গলবিশিষ্ট ভগবানের এই শ্রাবকসংঘ; তাঁহারা সম্মানের যোগ্য, সৎকারের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, পূজার যোগ্য; তাঁহারা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।" এই সংঘ অখণ্ডিত, নির্দোষ, নির্মল, নিষ্কলঙ্ক, শৃঙ্খল মোচনকারী, বিজ্ঞ-প্রশংসিত, বিশুদ্ধ, সমাধি-সংবর্তনিক, আর্য কান্তশীল সমন্বিত।

'আনন্দ, ইহাই ধর্মাদর্শ ধর্ম-পর্যায়। এই আদর্শ সমন্বিত আর্যশ্রাবক ইচ্ছা হইলে আপনার সম্বন্ধে আপনিই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিবেন : "আমার আর নরক নাই, পশুযোনিতে জন্ম নাই, প্রেতযোনিতে জন্ম নাই, আমি স্রোতাপন্ন হইয়াছি, উহা হইতে আমার চ্যুতি নাই, সম্বোধি আমার নিশ্চিত নিয়তি।"

১০. 'ভগবান নাদিকে ইষ্টক গৃহে অবস্থানকালে এইরূপে বিস্তৃতভাবে ভিক্ষুগণকে ধর্মের উপদেশ দিলেন : ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা; শীল-পরিভাবিত সমাধি মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী; সমাধি পরিভাবিত প্রজ্ঞা মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী; প্রজ্ঞা পরিভাবিত চিত্ত সম্যকরূপে আসবসমূহ হইতে; যথা : কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টি-আসব এবং অবিদ্যা-আসব হইতে বিমুক্ত হয়।

১১. অতঃপর ভগবান নাদিকে ইচ্ছানুরূপ অবস্থান করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, 'আনন্দ চল, আমরা বৈশালি গমন করি।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

তৎপরে ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত বৈশালি গমনপূর্বক তথায় অম্বপালি-বনে বাসস্থান গ্রহণ করিলেন।

১২. ওই স্থানে ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

'ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইবেন, তোমাদের প্রতি আমার এই উপদেশ।

'কিরূপে ভিক্ষু স্মৃতিসমন্বিত হন? ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া বিহার

করেন, তিনি উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানযুক্ত এবং স্মৃতিমান হইয়া লোকে অভিধ্যা এবং দৌর্মনস্যের দমন করেন; তিনি বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী, ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন এবং উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞান-যুক্ত এবং স্মৃতিমান হইয়া লোকে অভিধ্যা এবং দৌর্মনস্যের দমন করেন।'

১৩. 'কিরূপে ভিক্ষু সম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত হন? ভিক্ষু পুরোগমনে ও প্রত্যাগমনে সম্প্রজ্ঞানযুক্ত হন, অবলোকনে বিলোকনে, সঙ্কোচন ও প্রসারণে, সংঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণে, ভুক্তি, পান, ভোজন ও আস্বাদনে, শৌচকর্মে, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, সুপ্তি ও জাগরণে, ভাষণে, তূষ্ণীম্ভাবে, সম্প্রজ্ঞান যুক্ত হন। ভিক্ষু এইরূপে সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হন। ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইবেন, তোমাদের প্রতি আমার এই উপদেশ।'

১৪. গণিকা অম্বপালি শুনিলেন যে, ভগবান বৈশালিতে আগমনপূর্বক তাঁহার আম্রবনে অবস্থান করিতেছেন। তখন তিনি উত্তম উত্তম যানাদি প্রস্তুত করাইয়া স্বয়ং এক রথে আরোহণপূর্বক যানাদির সহিত বৈশালি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বকীয় উদ্যানের দিকে অগ্রসর হইলেন। ভূমি যতদূর যানাদির গতির পক্ষে উপযুক্ত ততদূর রথারোহণে গমন করিয়া তথায় অবতরণপূর্বক পদব্রজে ভগবানের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে ভগবান তাঁহাকে ধর্মালোচনা দ্বারা উপদিষ্ট, উৎসাহিত ও হর্ষান্বিত করিলেন।

তৎপরে অম্বপালি ভগবান কর্তৃক ধর্মালোচনা দ্বারা উপদিষ্ট, উৎসাহিত ও হর্ষান্বিত হইয়া ভগবানকে এইরূপ বলিলেন :

'ভগবান আগামীকল্য ভিক্ষুসংঘের সহিত আমার গৃহে আহার গ্রহণ করুন।'

ভগবান মৌন দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অম্বপালি ভগবানের সম্মতি বিদিত হইয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

১৫. বৈশালির লিচ্ছবিগণ শুনিল ভগবান বৈশালিতে আগমনপূর্বক তথায় অম্বপালির আম্রবনে অবস্থান করিতেছেন। তখন তাহারা উত্তম উত্তম যানাদি প্রস্তুত করাইয়া উত্তম রথে আরোহণপূর্বক যানাদিসহ বৈশালি হইতে যাত্রা করিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নীলাঙ্গ, নীলবস্ত্র পরিহিত ও নীলালংকারভূষিত, কেহ কেহ পীতাঙ্গ, পীতবস্ত্র পরিহিত, পীতালংকারভূষিত, কেহ কেহ লোহিতাঙ্গ, লোহিতবস্ত্র পরিহিত, লোহিতালংকারভূষিত, কেহ কেহ শ্বেতাঙ্গ, শ্বেতবস্ত্র পরিহিত, শ্বেত অলংকারভূষিত।

১৬. অম্বপালি তরুণ লিচ্ছবিগণের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন—অক্ষে অক্ষে, চক্রে চক্রে, যুগে যুগে ঘর্ষণ হইল। তখন লিচ্ছবিগণ অম্বপালিকে বলিলেন :

'অম্বপালি, তুমি কি নিমিত্ত এরূপভাবে রথ চালনা করিলে?'

'আর্যপুত্রগণ, যেহেতু আমি আগামীকল্য আহার গ্রহণের জন্য ভিক্ষুসংঘসহ ভগবানকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।'

'অম্বপালি, লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে এই নিমন্ত্রণ আমাদিগকে দাও।'

আর্যপুত্রগণ, আপনারা সমগ্র বৈশালি অধীনস্থ সামন্ত রাজ্যসমূহের সহিত আমাকে দান করিলেও আমি এই মহৎ ভোজোৎসব বিক্রয় করিব না।'

তখন লিচ্ছবিগণ অঙ্গুলিস্ফোটনসহ বলিল, 'আমরা এই ক্ষুদ্র আম্রপালিকা দ্বারা পরাজিত ও বঞ্চিত।'

অনন্তর লিচ্ছবিগণ অম্বপালির উদ্যানের দিকে অগ্রসর হইল।

১৭. ভগবান দূর হইতে লিচ্ছবিগণের আগমন দেখিয়া ভিক্ষুগণকে বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, যে সকল ভিক্ষুর ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের দর্শন লাভ হয় নাই, তাঁহারা লিচ্ছবি পরিষদের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। তাঁহারা লিচ্ছবি পরিষদকে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণরূপে জ্ঞান করুন।'

১৮. অতঃপর লিচ্ছবিগণ ভূমি যতদূর যানাদির গমনের উপযুক্ত ততদূর যানারোহণে গিয়া পরে অবতরণপূর্বক পদব্রজে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। ভগবান তাঁহাদিগকে ধর্মালোচনা দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উৎসাহিত ও হর্ষান্বিত করিলেন।

তখন লিচ্ছবিগণ ভগবানকে বলিলেন, 'দেব, ভগবান আগামীকল্য ভিক্ষুসংঘের সহিত আমাদের গৃহে আহার গ্রহণ করুন।'

'লিচ্ছবিগণ, আগামীকল্য আহারের জন্য আমি গণিকা অম্বপালির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি।'

তখন লিচ্ছবিগণ অঙ্গুলিস্ফোটনপূর্বক বলিল, 'ক্ষুদ্র আম্রপালিকা দ্বারা আমরা পরাজিত ও বঞ্চিত।'

তৎপরে লিচ্ছবিগণ ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উত্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

১৯. অনন্তর গণিকা অম্বপালি রাত্রির অবসানে স্বকীয় গৃহে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল : 'দেব,

আহারের সময় হইয়াছে, অন্ন প্রস্তুত।’ তখন পূর্বাহ্নে পরিহিত বস্ত্র ভগবান পাত্র ও চীবর হস্তে ভিক্ষুগণসহ অম্বপালির আহার পরিবেশনের স্থানে উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তখন অম্বপালি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া তাঁহাদিগকে তৃপ্ত করিলেন।

তৎপরে অম্বপালি, ভগবান আহারান্তে পাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিলে, নিম্ন আসন গ্রহণপূর্বক একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে তিনি ভগবানকে বলিলেন, ‘দেব, এই উদ্যান আমি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করিতেছি।’

ভগবান দান গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ভগবান গণিকা অম্বপালিকে ধর্মালোচনা দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উৎসাহিত ও হর্ষান্বিত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

২০. ভগবান বৈশালিতে অবস্থান করিবারকালেও ভিক্ষুগণকে বিস্তৃতরূপে ধর্মোপদেশ দিলেন : ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা; শীল-পরিভাবিত সমাধি মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী; সমাধি পরিভাবিত প্রজ্ঞা মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী; প্রজ্ঞা পরিভাবিত চিত্ত সম্যকরূপে আসবসমূহ হইতে; যথা : কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টি-আসব এবং অবিদ্যা-আসব হইতে বিমুক্ত হয়।

২১. অনন্তর ভগবান অম্বপালির উদ্যানে যথেচ্ছা অবস্থান করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন :

‘আনন্দ, চলো, আমরা বেলুব গ্রামে গমন করি।’

‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত বেলুব গ্রামের দিকে অগ্রসর হইলেন। ভগবান ওই গ্রামেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

২২. ওই স্থানে ভগবান ভিক্ষুগণকে বলিলেন, ‘ভিক্ষুগণ, বৈশালির চতুর্দিকে যাহার যেখানে মিত্র অথবা পরিচিত অথবা অন্তরঙ্গ আছে, সে সেখানে বর্ষাবাস করুক, আমি এই বেলুব গ্রামেই বর্ষাবাস করিব।’

‘দেব, তথাস্তু’ বলিয়া ভিক্ষুগণ সম্মতি জ্ঞাপনপূর্বক বৈশালির চতুর্দিকে যাহার যেখানে মিত্র অথবা পরিচিত অথবা অন্তরঙ্গ আছে, সে সেইখানে বর্ষাবাস করিল, ভগবান স্বয়ং সেই বেলুব গ্রামেই বর্ষাবাস করিলেন।

২৩. এইরূপে বর্ষাবাসকালে ভগবান মারাত্মক যন্ত্রণাদায়ক ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইলেন। কিন্তু তিনি সতর্ক ও শান্তভাবে উহা নীরবে সহ্য করিলেন।

তৎপরে ভগবানের মনে এই চিন্তার উদয় হইল :

'ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিবার পূর্বে, তাহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ না করিয়া পরিনির্বাণে প্রবেশ করা উচিত হইবে না। অতএব আমি ইচ্ছাশক্তির প্রবল প্রয়োগ দ্বারা এই ব্যাধিকে দমন করিয়া, যতদিন নির্দিষ্ট সময় আগত না হয়, ততদিন জীবন রক্ষা করিব।'

এইরূপে ভগবান বীর্যের প্রয়োগে ব্যাধি দমন করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের আগমনের প্রতীক্ষায় জীবনকে আয়ত্তাধীনে রাখিলেন। ভগবানের ব্যাধির প্রাবল্য হ্রাস হইল।

২৪. ভগবান সুস্থ হইলেন। রোগমুক্ত হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি বিহার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উহার ছায়ায় নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। তৎপরে তিনি ভগবানকে বলিলেন :

'দেব, আমি ভগবানের সুস্থ অবস্থা দেখিয়াছি, তাঁহার অসুস্থ অবস্থাও দেখিয়াছি। যদিও তাঁহার পীড়ার দৃশ্যে আমার দেহ অবশ হইয়াছিল, জগৎ আমার নিকট অন্ধকার হইয়াছিল, আমার মনোবৃত্তিসমূহ ক্ষীণ হইয়াছিল, তথাপি ভগবান যে অন্তত সংঘ সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া পর্যন্ত পরিনির্বাণে প্রবেশ করিবেন না, এই চিন্তায় আমি কিয়ৎ পরিমাণ সান্ত্বনা পাইয়াছিলাম।'

২৫. 'আনন্দ, ভিক্ষুসংঘ আমার নিকট কী প্রত্যাশা করেন? আমি ধর্মপ্রচার করিবারকালে বাহ্য ও গুপ্ত মতের প্রভেদ করি নাই; আনন্দ, ধর্মের বিষয়ে তথাগতের আচার্য-মুষ্টি নাই। নিশ্চয়ই, আনন্দ, যিনি মনে করেন "আমিই ভিক্ষুসংঘের নেতৃত্ব করিব," অথবা "ভিক্ষুসংঘ আমার উপর নির্ভর করে," তিনিই ভিক্ষুসংঘ সম্বন্ধীয় যেকোনো বিষয়ে বিধি বিধান করিবেন। কিন্তু তথাগতের মনে কখনোই এরূপ হয় না যে, "আমি ভিক্ষুসংঘের নেতৃত্ব করিব" অথবা ভিক্ষুসংঘ আমার উপর নির্ভর করে।" তাহা হইলে কেন তথাগত সংঘের সম্বন্ধে নিয়মের ব্যবস্থা করিবেন? আনন্দ, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার বয়স অনেক হইয়াছে, আমার ভ্রমণের অবসান নিকটবর্তী হইতেছে, আমার নির্দিষ্টকাল পূর্ণ হইয়াছে, আমি অশীতি বৎসরে উপনীত হইয়াছি। আনন্দ, যেরূপ জীর্ণ শকটের গতি বিঘ্ন সঙ্কুল, সেইরূপ তথাগতের দেহের রক্ষাও কষ্টসাধ্য। আনন্দ, যখন তথাগত বাহ্য জগতের প্রতি

মনোনিবেশে বিরত হইয়া বেদনাসমূহের নিরোধে অনিমিত্ত[১] চিত্ত সমাধিতে উপনীত হইয়া বিহার করেন, তখনই তথাগতের দেহ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে।

২৬. 'অতএব, আনন্দ, তোমরা আত্মদ্বীপ হইয়া, আত্মশরণ হইয়া, অনন্যশরণ হইয়া বিহার করো, ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ, অনন্যশরণ হও। আনন্দ, কিরূপে ভিক্ষু আত্মদ্বীপ, আত্মশরণ, অনন্যশরণ; ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার করেন?

'আনন্দ, ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, তিনি উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানযুক্ত এবং স্মৃতিমান হইয়া লোকে অভিধ্যা এবং দৌর্মনস্যের দমন করেন, তিনি বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী, ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন এবং উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞান-যুক্ত এবং স্মৃতিমান হইয়া লোকে অভিধ্যা এবং দৌর্মনস্যের দমন করেন।' এইরূপেই ভিক্ষু আত্মদ্বীপ, আত্মশরণ, অনন্যশরণ; ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ অনন্যশরণ হইয়া বিহার করেন।

'আনন্দ, যাঁহারা এক্ষণে অথবা আমার দেহাবসানে আত্মদ্বীপ, আত্মশরণ, অনন্যশরণ; ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার করিবেন, আমার সেই সকল ভিক্ষুগণ জন্মের অতীত হইবেন, তবে তাঁহাদিগকে জ্ঞান-পিপাসু হইতে হইবে।'

দ্বিতীয় ভাণবার সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১. পূর্বাহ্ণে পরিহিত বস্ত্র ভগবান পাত্র ও চীবর হস্তে বৈশালিতে পিণ্ডার্থ প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্তনপূর্বক আহারান্তে ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন :

'আনন্দ, কুশাসন গ্রহণ করো। আমি দিবা বিহারার্থ চাপাল-চৈত্যে গমন করিব।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপনপূর্বক আসন হস্তে ভগবানের পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

২. ভগবান চাপাল চৈত্যে উপনীত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দও ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। তৎপর ভগবান আনন্দকে বলিলেন :

'আনন্দ, বৈশালি রমণীয় স্থান, রমণীয় উদেন চৈত্য, রমণীয় গৌতমক চৈত্য, রমণীয় সত্তম্বক চৈত্য, রমণীয় বহুপুত্ত চৈত্য, রমণীয় সারন্দদ চৈত্য,

---

[১]। বাহ্যবস্তুর সহিত সম্পর্কশূন্য।

রমণীয় চাপাল চৈত্য!

৩. 'আনন্দ, যাঁহার চারি ঋদ্ধিপাদ[১] বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ, তিনি ইচ্ছা করিলে কল্পব্যাপী জীবন-যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন। আনন্দ, তথাগতের চারি ঋদ্ধিপাদ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ। তথাগত ইচ্ছাক্রমে কল্পব্যাপী জীবন-যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণধারণ করিতে পারেন।'

৪. 'ভগবান স্পষ্ট ইঙ্গিতসহ এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি করিলেও আয়ুষ্মান আনন্দ উহা বুঝিতে সক্ষম হইলেন না, তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন না—বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পা করণার্থ, দেব-মনুষ্যের মঙ্গল, হিত ও সুখের জন্য ভগবান কল্পস্থায়ী হউন, সুগত কল্পস্থায়ী হউন!' ইহার কারণ তাঁহার চিত্ত মার কর্তৃক অভিভূত হইয়াছিল।

৫. দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার ভগবান আনন্দকে বলিলেন, 'আনন্দ, বৈশালি রমণীয় স্থান, রমণীয় উদেন চৈত্য, রমণীয় গৌতমক চৈত্য, রমণীয় সত্তম্বক চৈত্য, রমণীয় বহুপুত্ত চৈত্য, রমণীয় সারন্দদ চৈত্য, রমণীয় চাপাল চৈত্য।'

'আনন্দ, যাঁহার চারি ঋদ্ধিপাদ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ, তিনি ইচ্ছা করিলে কল্পব্যাপী জীবন-যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন।

ভগবান স্পষ্ট ইঙ্গিতসহ এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি করিলেও আয়ুষ্মান আনন্দ উহা বুঝিতে সক্ষম হইলেন না, তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন না—বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পা করণার্থ, দেব-মনুষ্যের মঙ্গল, হিত ও সুখের জন্য ভগবান কল্পস্থায়ী হউন, সুগত কল্পস্থায়ী হউন!' ইহার কারণ তাঁহার চিত্ত মার কর্তৃক অভিভূত হইয়াছিল।

৬. তৎপরে ভগবান আনন্দকে বলিলেন :

'আনন্দ, তুমি যাও, এখন তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপনপূর্বক আসন হইতে উত্থান করিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করণান্তে নিকটস্থ এক বৃক্ষমূলে

---

[১]। উদ্দেশ্য, ইচ্ছাশক্তি, চিন্তা ও এষণার বিষয়ে চিত্তকে একাগ্র করিবার দৃঢ় সংকল্প।

উপবেশন করিলেন।

৭. আয়ুষ্মান আনন্দের প্রস্থানের অব্যবহিত পরে দুষ্ট মার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানকে বলিল :

‘দেব, ভগবান এইবার পরিনির্বাণে প্রবেশ করুন, সুগত পরিনির্বাণে প্রবেশ করুন, ভগবানের পরিনির্বাণের কাল উপস্থিত হইয়াছে। ভগবান পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন : “হে দুষ্ট, যতদিন আমার ভিক্ষুগণ প্রকৃত শ্রাবক না হইবেন, যতদিন তাঁহারা জ্ঞানী ও উপযুক্তরূপে নিয়ন্ত্রিত, দক্ষ ও সুশিক্ষিত, ধর্মগ্রন্থসমূহে পারদর্শী হইয়া বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কর্তব্যের পালন না করিবেন, উপদেশাবলীর অনুবর্তী হইয়া জীবনে শুদ্ধাচারী না হইবেন, যতদিন তাঁহারা স্বয়ং ধর্মকে আয়ত্ত করিয়া ওই ধর্ম সম্বন্ধে অপরকে শিক্ষাদান করিতে না পারিবেন, উহা প্রচার করিতে, ঘোষণা করিতে, প্রতিষ্ঠিত করিতে, উন্মুক্ত করিতে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করিতে ও উহার অর্থ সুস্পষ্ট করিতে না পারিবেন, যতদিন তাঁহারা অপরে মিথ্যা মত প্রচার করিলে উহাকে পরাভূত ও বিনষ্ট করিয়া বিস্ময়কর সত্যের বিস্তৃতি সাধন করিতে না পারিবেন, ততদিন আমি পরিনির্বাণে প্রবেশ করিব না।”

৮. ‘দেব, ভগবানের ভিক্ষুগণ এক্ষণে ভগবানের ইচ্ছানুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুরূপ সমস্তই করিতে সক্ষম। অতএব দেব, ভগবান সুগত পরিনির্বাণে প্রবেশ করুন, ভগবানের পরিনির্বাণের কাল উপস্থিত হইয়াছে।

‘ভগবান পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন : “হে দুষ্ট, যতদিন আমার ভিক্ষুণীগণ প্রকৃত শ্রাবিকা না হইবেন, জ্ঞানী ও উপযুক্তরূপে নিয়ন্ত্রিত, দক্ষ ও সুশিক্ষিত, ধর্মগ্রন্থসমূহে পারদর্শী হইয়া বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কর্তব্যের পালন না করিবেন, উপদেশাবলীর অনুবর্তী হইয়া জীবনে শুদ্ধাচারী না হইবেন, যতদিন তাঁহারা স্বয়ং ধর্মকে আয়ত্ত করিয়া ওই ধর্ম সম্বন্ধে অপরকে শিক্ষাদান করিতে না পারিবেন, উহা প্রচার করিতে, ঘোষণা করিতে, প্রতিষ্ঠিত করিতে, উন্মুক্ত করিতে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করিতে ও উহার অর্থ সস্পষ্ট করিতে না পারিবেন, যতদিন তাঁহারা অপরে মিথ্যা মত প্রচার করিলে উহাকে পরাভূত ও বিনষ্ট করিয়া বিস্ময়কর সত্যেও বিস্তৃতি সাধন করিতে না পারিবেন, ততদিন আমি পরিনির্বাণে প্রবেশ করিব না।”

যতদিন আমার গৃহস্থ উপাসকগণ প্রকৃত শ্রাবক না হইবেন, জ্ঞানী ও উপযুক্তরূপে নিয়ন্ত্রিত, দক্ষ ও সুশিক্ষিত, ধর্মগ্রন্থসমূহে পারদর্শী হইয়া বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কর্তব্যের পালন না করিবেন, উপদেশাবলীর অনুবর্তী হইয়া

জীবনে শুদ্ধাচারী না হইবেন, যতদিন তাঁহারা স্বয়ং ধর্মকে আয়ত্ত করিয়া ওই ধর্ম সম্বন্ধে অপরকে শিক্ষাদান করিতে না পারিবেন, উহা প্রচার করিতে, ঘোষণা করিতে, প্রতিষ্ঠিত করিতে, উন্মুক্ত করিতে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করিতে ও উহার অর্থ সুস্পষ্ট করিতে না পারিবেন, যতদিন তাঁহারা অপরে মিথ্যা মত প্রচার করিলে উহাকে পরাভূত ও বিনষ্ট করিয়া বিস্ময়কর সত্যের বিস্তৃতি সাধন করিতে না পারিবেন, ততদিন আমি পরিনির্বাণে প্রবেশ করিব না।" দেব, উপাসকগণ এক্ষণে ভগবানের ইচ্ছানুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুরূপ সমস্তই করিতে সক্ষম। অতএব দেব, ভগবান পরিনির্বাণে প্রবেশ করুন, ভগবানের পরিনির্বাণের কাল উপস্থিত হইয়াছে।

'ভগবান পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন : "হে দুষ্ট, যতদিন আমার উপাসিকাগণ প্রকৃত শ্রাবিকা না হইবেন, জ্ঞানী ও উপযুক্তরূপে নিয়ন্ত্রিত, দক্ষ ও সুশিক্ষিত, ধর্মগ্রন্থসমূহে পারদর্শী হইয়া বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কর্তব্যের পালন না করিবেন, উপদেশাবলীর অনুবর্তী হইয়া জীবনে শুদ্ধাচারী না হইবেন, যতদিন তাঁহারা স্বয়ং ধর্মকে আয়ত্ত করিয়া ওই ধর্ম সম্বন্ধে অপরকে শিক্ষাদান করিতে না পারিবেন, উহা প্রচার করিতে, ঘোষণা করিতে, প্রতিষ্ঠিত করিতে, উন্মুক্ত করিতে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করিতে ও উহার অর্থ সুস্পষ্ট করিতে না পারিবেন, যতদিন তাঁহারা অপরে মিথ্যা মত প্রচার করিলে উহাকে পরাভূত ও বিনষ্ট করিয়া বিস্ময়কর সত্যের বিস্তৃতি সাধন করিতে না পারিবেন, ততদিন আমি পরিনির্বাণে প্রবেশ করিব না। দেব, উপাসিকাগণ এক্ষণে ভগবানের ইচ্ছানুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুরূপ সমস্তই করিতে সক্ষম। অতএব ভগবান সুগত পরিনির্বাণে প্রবেশ করুন, ভগবানের পরিনির্বাণের কাল উপস্থিত হইয়াছে।

'ভগবান, পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন : "হে দুষ্ট, যতদিন মৎ-প্রচারিত ব্রহ্মচর্য ঋদ্ধ, স্ফীত, প্রখ্যাত, বহুজনাদৃত, দূরবিস্তৃত না হয়, যতদিন উহা সমগ্র মানব-সমাজে সুপ্রকাশিত না হয়, ততদিন আমি পরিনির্বাণে প্রবেশ করিব না।" এক্ষণে ভগবানের প্রচারিত ব্রহ্মচর্য তাঁহার ইচ্ছানুরূপ অবস্থায় উপনীত। অতএব ভগবান সুগত পরিনির্বাণে প্রবেশ করুন, ভগবানের পরিনির্বাণের কাল উপস্থিত হইয়াছে।

৯. মার এইরূপ কহিলে ভগবান দুষ্টকে বলিলেন :

'দুষ্ট! তুমি সুখী হও; অচিরে তথাগতের পরিনির্বাণ হইবে, অদ্য হইতে তিন মাসের অবসানে তথাগত পরিনির্বাণে প্রবেশ করিবেন।'

১০. অনন্তর ভগবান চাপাল চৈত্যে স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া

অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল প্রত্যাখ্যান করিলেন। ওই সময়ে মহাভূমিকম্প হইল, ভীষণ লোমহর্ষক, বজ্রপাত হইল। ভগবান উহা অবগত হইলে তাঁহার মুখ হইতে উদান নির্গত হইল :

‘জাতি ও জাতির হেতু অপরিমেয় অথবা স্বল্প মুনি বিসর্জন দিয়াছেন; তিনি অধ্যাত্মরত ও সমাহিত হইয়া আত্মোদ্ভূত বর্ম ছিন্ন করিয়াছেন।’

১১. তদনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ এইরূপ চিন্তা করিলেন : ‘আশ্চর্য অদ্ভুত এই মহাভূমিকম্প, ভীষণ ও লোমহর্ষক, বজ্রপাতও হইল! এই ভূমিকম্পের হেতু ও প্রত্যয় কী?’

১২. অতঃপর আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশনপূর্বক বলিলেন :

‘আশ্চর্য অদ্ভুত এই মহাভূমিকম্প, ভীষণ ও লোমহর্ষক, বজ্রপাতও হইল! এই মহাভূমিকম্পের হেতু ও প্রত্যয় কী?’

১৩. ‘আনন্দ, মহাভূমিকম্পের আট হেতু এবং আট প্রত্যয়। এই আট হেতু এবং আট প্রত্যয় কী কী? এই মহা-পৃথিবী জলে প্রতিষ্ঠিত, জল বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত, এবং বায়ু আকাশাশ্রিত। যখন মহাবাত প্রবাহিত হয়, তখন ওই বাতের প্রবাহে জল কম্পিত হয় এবং পৃথিবীকে কম্পিত করে। ইহাই মহাভূমিকম্পের প্রথম হেতু, প্রথম প্রত্যয়।

১৪. ‘পুনশ্চ, ঋদ্ধিমান বশীভূত-চিত্ত শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ, অথবা মহাবলশালী মহাপরাক্রান্ত দেবতা, যাঁহার প্ররিক্ত সূক্ষ্ম পৃথিবী-সংজ্ঞা এবং অপ্রমাণ আপ-সংজ্ঞা অনুশীলিত হইয়াছে, তিনি এই পৃথিবীকে কম্পিত, সংকম্পিত, সংপ্রকম্পিত এবং সঞ্চালিত করিতে সমর্থ। ইহাই মহাভূমিকম্পের দ্বিতীয় হেতু, দ্বিতীয় প্রত্যয়।’

১৫. ‘পুনশ্চ, যখন বোধিসত্ত্ব তুষিত দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকারে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন, তখন এই পৃথিবী কম্পিত হয়, সংকম্পিত হয়, সংপ্রকম্পিত হয়, সঞ্চালিত হয়। ইহাই মহাভূমিকম্পের তৃতীয় হেতু, তৃতীয় প্রত্যয়।’

১৬. ‘পুনশ্চ, যখন বোধিসত্ত্ব স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন এই পৃথিবী কম্পিত হয়, সংকম্পিত হয়, সংপ্রকম্পিত হয়, সঞ্চালিত হয়। ইহাই মহাভূমিকম্পের চতুর্থ হেতু, চতুর্থ প্রত্যয়।’

১৭. ‘পুনশ্চ, যখন তথাগত অনুত্তর সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হন, তখন এই পৃথিবী কম্পিত হয়, সংকম্পিত হয়, সংপ্রকম্পিত হয়, সঞ্চালিত হয়। ইহাই

মহাভূমিকম্পের পঞ্চম হেতু, পঞ্চম প্রত্যয়।'

১৮. 'পুনশ্চ, যখন তথাগত অনুত্তর ধর্মচক্রের প্রবর্তন করেন, তখন এই পৃথিবী কম্পিত হয়, সংকম্পিত হয়, সম্প্রকম্পিত হয়, সঞ্চালিত হয়। ইহাই মহাভূমিকম্পের ষষ্ঠ হেতু, ষষ্ঠ প্রত্যয়।'

১৯. 'পুনশ্চ, যখন তথাগত স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল প্রত্যাখ্যান করেন, তখন এই পৃথিবী কম্পিত, সংকম্পিত, সংপ্রকম্পিত ও সঞ্চালিত হয়। ইহাই মহাভূমিকম্পের সপ্তম হেতু, সপ্তম প্রত্যয়।'

২০. 'পুনশ্চ, যখন তথাগত অনুপাদিশেষ পরিনির্বাণে প্রবেশ করেন, তখন এই পৃথিবী কম্পিত হয়, সংকম্পিত হয়, সংপ্রকম্পিত হয়, সঞ্চালিত হয়। ইহাই মহাভূমিকম্পের অষ্টম হেতু, অষ্টম প্রত্যয়। আনন্দ, এই সকলই মহাভূমিকম্পের অষ্ট হেতু এবং অষ্ট প্রত্যয়।

২১. 'আনন্দ, পরিষদ আট প্রকার। কী কী? ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ পরিষদ, গৃহপতি পরিষদ, শ্রমণ পরিষদ, চাতুর্মহারাজিক পরিষদ, ত্রয়ত্রিংশ পরিষদ, মার পরিষদ, ব্রহ্ম পরিষদ।

২২. 'আনন্দ, আমার স্মরণ আছে আমি শতাধিক ক্ষত্রিয় পরিষদে গমন করিয়াছি, ওই সকল স্থানে আসন গ্রহণের পূর্বে, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিবার পূর্বে, আমি বর্ণে ও স্বরে তাহাদিগেরই মত হইতাম। আমি তাহাদিগকে ধর্মকথা দ্বারা উপদিষ্ট, উৎসাহিত ও আনন্দিত করিতাম। কিন্তু আমি কথা কহিলে কেহ আমাকে চিনিত না; তাহারা বলিত, "ইনি কে? মনুষ্য অথবা দেব?" তাহাদিগকে ধর্মকথা দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উৎসাহিত ও হর্ষান্বিত করিয়া আমি অদৃশ্য হইতাম। তখনও তাহারা আমাকে চিনিতে পারিত না, তাহারা বলিত, "যিনি অদৃশ্য হইলেন ইনি কে? দেব অথবা মনুষ্য?"

২৩. 'আনন্দ, আমার স্মরণ আছে, আমি শতাধিক ব্রাহ্মণ পরিষদে গমন করিয়াছি, গৃহপতি পরিষদে গমন করিয়াছি, শ্রমণ পরিষদে গমন করিয়াছি, চাতুর্মহারাজিক পরিষদে গমন করিয়াছি, ত্রয়ত্রিংশ পরিষদে গমন করিয়াছি, মার পরিষদে গমন করিয়াছি, ব্রহ্ম পরিষদে গমন করিয়াছি, ওই সকল স্থানে আসন গ্রহণের পূর্বে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিবার পূর্বে, আমি বর্ণে ও স্বরে তাহাদিগেরই মত হইতাম। আমি তাহাদিগকে ধর্মকথা দ্বারা উপদিষ্ট, উৎসাহিত ও আনন্দিত করিতাম। কিন্তু আমি কথা কহিলে কেহ আমাকে চিনিত না; তাহারা বলিত "ইনি কে? মনুষ্য অথবা

দেব?” তাহাদিগকে ধর্মকথা দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উৎসাহিত ও হর্ষান্বিত করিয়া আমি অদৃশ্য হইতাম। তখনও তাহারা আমাকে চিনিতে পারিত না, তাহারা বলিত, “যিনি অদৃশ্য হইলেন ইনি কে? দেব অথবা মনুষ্য? আনন্দ, এই আট প্রকার পরিষদ।

২৪. ‘আনন্দ, অভিভূ-আয়তন[১] (জয়-স্থান) আট প্রকার। কী কী?

২৫। ‘কেহ অধ্যাত্মে রূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—সীমাবদ্ধ, সুদৃশ্য অথবা তদ্বিপরীত রূপ; “ওই সকল অভিভূত করিয়া জানিতেছি এবং দেখিতেছি” তিনি এইরূপ সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহাই প্রথম অভিভূ-আয়তন।

২৬. ‘কেহ অধ্যাত্মে রূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—অসীম, সুদৃশ্য অথবা তদ্বিপরীত রূপ; “ওই সকল অভিভূত করিয়া জানিতেছি এবং দেখিতেছি” তিনি এইরূপ সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহাই দ্বিতীয় অভিভূ-আয়তন।

২৭. ‘কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ-দর্শন করেন—সীমাবদ্ধ, সুদৃশ্য অথবা তদ্বিপরীত রূপ; “ওই সকল অভিভূত করিয়া জানিতেছি এবং দেখিতেছি” তিনি এইরূপ সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহাই তৃতীয় অভিভূ-আয়তন।’

২৮. ‘কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—অসীম, সুদৃশ্য অথবা তদ্বিপরীত রূপ; “ওই সকল অভিভূত করিয়া জানিতেছি এবং দেখিতেছি” তিনি এইরূপ সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহাই চতুর্থ অভিভূ-আয়তন।

২৯. ‘কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীল-নিভাস; যথা : উমা পুষ্প নীল, নীল-বর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীল-নিভাস ‘অথবা যেরূপ বারাণসীর বস্ত্র উভয় পৃষ্ঠ সুমৃষ্ট, নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীল-নিভাস—এইরূপ কেহ অধ্যাত্মে অরূপ সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন, নীল, নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীল-নিভাস; যথা : উমা পুষ্প নীল, নীল-বর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীল-নিভাস; “ওই সকল অভিভূত করিয়া জানিতেছি এবং দেখিতেছি” তিনি এইরূপ সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহাই পঞ্চম অভিভূ-আয়তন।’

৩০. ‘কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ-দর্শন করেন—

---

[১]। বাহ্যবস্তুসমূহের প্রতীয়মান নিত্যতা হইতে উদ্ভূত ভ্রমের নিরাকরণ।

পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীত-নিভাস; যথা : কর্ণিকার পুষ্প পীত, পীতবর্ণ, পীতনিদর্শন, পীত-নিভাস; অথবা যেরূপ বারাণসীর বস্ত্র—উভয় পৃষ্ঠ সুমৃষ্ট পীত, পীতবর্ণ, পীতনিদর্শন, পীত-নিভাস—এইরূপ কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন, পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীত-নিভাস; যথা : কর্ণিকার পুষ্প পীত, পীতবর্ণ, পীতনিদর্শন, পীত-নিভাস; "ওই সকল অভিভূত করিয়া জানিতেছি এবং দেখিতেছি" তিনি এইরূপ সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহাই ষষ্ঠ অভিভূ-আয়তন।'

৩১. 'কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ-দর্শন করেন—রক্ত, রক্তবর্ণ, রক্ত-নিদর্শন, রক্ত নিভাস; যথা : বন্ধুজীব পুষ্প রক্ত, রক্তবর্ণ, রক্ত-নিদর্শন, রক্ত নিভাস; অথবা যেরূপ বারাণসীর বস্ত্র উভয় পৃষ্ঠ সুমৃষ্ট, রক্ত, রক্তবর্ণ, রক্ত-নিদর্শন, রক্ত-নিভাস—এইরূপ কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপদর্শন করেন, রক্ত, রক্তবর্ণ, রক্ত-নিদর্শন, রক্ত-নিভাস; "ওই সকল অভিভূত করিয়া জানিতেছি এবং দেখিতেছি" তিনি এইরূপ সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহাই সপ্তম অভিভূ-আয়তন।'

৩২. 'কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—শুভ্র, শুভ্রবর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্র-নিভাস; যথা : ঔষধি তারকা শুভ্র, শুভ্রবর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্র-নিভাস; অথবা যেরূপ বারাণসীর বস্ত্র-উভয় পৃষ্ঠ সুমৃষ্ট, শুভ্র, শুভ্রবর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্র-নিভাস—এইরূপ কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন, শুভ্র, শুভ্রবর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্র-নিভাস; "ওই সকল অভিভূত করিয়া জানিতেছি এবং দেখিতেছি" তিনি এইরূপ সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহাই অষ্টম অভিভূ-আয়তন। আনন্দ, এই অষ্ট অভিভূ-আয়তন।'

৩৩. 'আনন্দ, আট বিমোক্ষ। কী কী?'

'রূপী রূপ দর্শন করে, ইহা প্রথম বিমোক্ষ।'

'অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী বাহিরে রূপ দর্শন করে, ইহা দ্বিতীয় বিমোক্ষ।

"সুন্দর" এই চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হয়, ইহা তৃতীয় বিমোক্ষ।

'রূপ-সংজ্ঞাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ব-সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া, "আকাশ-অনন্ত" এই অনুভূতির সহিত আকাশ-অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা চতুর্থ বিমোক্ষ।'

'আকাশ-অনন্ত-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া "বিজ্ঞান-অনন্ত" এই অনুভূতির সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে।

ইহা পঞ্চম বিমোক্ষ।

'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'কিছুই নাই" এই অনুভূতির সহিত আকিঞ্চন-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে, ইহা ষষ্ঠ বিমোক্ষ।'

'আকিঞ্চন-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে, ইহা সপ্তম বিমোক্ষ।'

'নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ উপলব্ধি করিয়া বিহার করে, ইহা অষ্টম বিমোক্ষ।'

'আনন্দ, এই সকল আট বিমোক্ষ।'

৩৪. 'আনন্দ, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পরক্ষণেই এক দিন আমি উরুবেলায় নিরঞ্জন নদীর তীরস্থ ন্যাগ্রোধবৃক্ষের তলে বিশ্রাম করিতেছিলাম। ওই সময় দুষ্ট মার আমার নিকট উপস্থিত হইয়া একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইল এবং আমাকে বলিল, "ভগবান সুগত পরিনির্বাণে প্রবেশ করুন। ভগবানের পরিনির্বাণের কাল উপস্থিত হইয়াছে।"

৩৫. 'আনন্দ, মার এইরূপ কহিলে আমি তাহাকে বলিলাম :

'রে দুষ্ট! যতদিন সংঘভুক্ত ভ্রাতা-ভগ্নীগণ এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে গৃহস্থ শিষ্যগণ প্রকৃত শ্রাবক না হইবেন, যতদিন তাঁহারা জ্ঞানী ও উপযুক্তরূপে নিয়ন্ত্রিত, দক্ষ ও সুশিক্ষিত, ধর্মগ্রন্থসমূহে পারদর্শী হইয়া বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কর্তব্যের পালন না করিবেন, উপদেশাবলীর অনুবর্তী হইয়া জীবনে শুদ্ধাচারী না হইবেন, যতদিন তাঁহারা স্বয়ং ধর্মকে আয়ত্ব করিয়া ওই ধর্ম সম্বন্ধে অপরকে শিক্ষাদান করিতে না পারিবেন, উহা প্রচার করিতে, ঘোষণা করিতে, প্রতিষ্ঠা করিতে, উন্মুক্ত করিতে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করিতে ও উহার অর্থ সুস্পষ্ট করিতে না পারিবেন, যতদিন তাঁহারা, অপরে মিথ্যা মত প্রচার করিলে উহাকে পরাভূত ও বিনষ্ট করিয়া বিস্ময়কর সত্যের দূরদূরান্তরে বিস্তৃতি সাধন করিতে না পারিবেন, ততদিন আমি পরিনির্বাণে প্রবেশ করিব না।'

'হে দুষ্ট! যতদিন মৎপ্রচারিত ব্রহ্মচর্য ঋদ্ধ, স্ফীত, প্রখ্যাত, বহুজনাদৃত, দূরবিস্তৃত না হয়, যতদিন উহা সমগ্র মানব সমাজে সুপ্রকাশিত না হয়, ততদিন আমি পরিনির্বাণে প্রবেশ করিব না।'

৩৬. 'আনন্দ, পুনরায় অদ্য চাপাল চৈত্যে দুষ্ট মার আমার নিকট আসিয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে পূর্বের ন্যায় সম্বোধন করিল।

৩৭. 'আনন্দ, তদুত্তরে আমি তাহাকে বলিলাম :

"দুষ্ট! সুখী হও, অনতিবিলম্বে তথাগতের পরিনির্বাণ হইবে! অদ্য হইতে তিন মাসের অবসানে তথাগত পরিনির্বাণে প্রবেশ করিবেন।"

'পুনশ্চ, আনন্দ, অদ্য চাপাল চৈত্যে তথাগত জীবনের অবশিষ্টকাল স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।'

৩৮. তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলিলেন :

'বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পা করণার্থ, দেব ও মনুষ্যের মঙ্গল, হিত ও সুখের জন্য ভগবান কল্পস্থায়ী হউন, সুগত কল্পস্থায়ী হউন।'

'আনন্দ, ক্ষান্ত হও, তথাগতকে অনুনয় করিও না, এই প্রার্থনার সময় অতীত হইয়াছে।'

৩৯. দ্বিতীয়বার আনন্দ ভগবানকে পূর্বোক্তরূপে অনুনয় করিলেন এবং ভগবানের নিকট হইতে একই প্রকার উত্তর প্রাপ্ত হইলেন।

তৃতীয়বার আনন্দ ভগবানকে পূর্বের ন্যায় অনুনয় করিলেন।

'আনন্দ, তথাগতের জ্ঞানে তোমার শ্রদ্ধা আছে?'

'দেব, আছে।'

'তবে তুমি কেন তথাগতকে তৃতীয়বার নিপীড়িত করিতেছ?'

৪০. 'ভগবানের মুখ হইতে আমি যাহা শুনিয়াছি, যাহা গ্রহণ করিয়াছি তাহা এই : "আনন্দ, যাঁহার চারি ঋদ্ধি-পাদ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ, তিনি ইচ্ছা করিলে কল্পব্যাপী জীবন-যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন। আনন্দ, তথাগতের চারি ঋদ্ধিপাদ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ। তথাগত ইচ্ছাক্রমে কল্পব্যাপী জীবন-যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন।"

'আনন্দ, তোমার শ্রদ্ধা আছে?'

'দেব, আছে।'

'আনন্দ, তাহা হইলে ইহা তোমারই দুষ্কৃতি, তোমারই অপরাধ যে ভগবান স্পষ্ট ইঙ্গিতসহ এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি করিলেও তুমি বুঝিতে সক্ষম হইলে না' ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে না :

"বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পা করণার্থ, দেব-মনুষ্যের মঙ্গল, হিত ও সুখের জন্য ভগবান কল্পস্থায়ী হউন, সুগত কল্পস্থায়ী হউন!"

'আনন্দ, যদি তুমি তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিতে, তাহা হইলে দুইবার তথাগত তোমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন, কিন্তু তৃতীয় অনুরোধ রক্ষা করিতেন। অতএব, আনন্দ, ইহা তোমারই দুষ্কৃতি, তোমারই অপরাধ।'

৪১. 'আনন্দ, আমি একসময় রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলাম। ওই স্থানেও, আনন্দ, আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম : "রাজগৃহ রমণীয় স্থান, গৃধ্রকূট পর্বত রমণীয় স্থান! আনন্দ, যাঁহার চারি ঋদ্ধিপাদ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ, তিনি ইচ্ছা করিলে কল্পব্যাপী জীবন-যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন। আনন্দ, তথাগতের চারি ঋদ্ধিপাদ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ। তথাগত ইচ্ছাক্রমে কল্পব্যাপী জীবন-যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন।" আনন্দ, তথাগত স্পষ্ট ঈঙ্গিতসহ এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি করিলেও তুমি বুঝিতে সক্ষম হইলে না; তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিলে না : "বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পা করণার্থ, দেব-মনুষ্যের মঙ্গল, হিত ও সুখের জন্য ভগবান কল্পস্থায়ী হউন, সুগত কল্পস্থায়ী হউন!" আনন্দ, যদি তুমি তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিতে, তাহা হইলে দুইবার তথাগত তোমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন, কিন্তু তৃতীয় অনুরোধ রক্ষা করিতেন। অতএব, আনন্দ, ইহা তোমারই দুষ্কৃতি, তোমারই অপরাধ।'

৪২. 'আনন্দ, একসময় আমি রাজগৃহের নিগ্রোধারামে, ওই স্থানেই চোর-প্রপাতে, ওই স্থানেই সপ্তপর্ণী গুহায় বেভার-পার্শ্বে, ওই স্থানেই কাল শিলায় ইসিগিলি পার্শ্বে, ওই স্থানেই শীতবনে সপ্পসোণ্ডিক গুহায়, ওই স্থানেই তপোদারামে, ওই স্থানেই বেলুবনে কলন্দক নিবাপে, ওই স্থানেই জীবকের আম্রবনে, ওই স্থানেই মদ্দকুচ্ছির মৃগদাবে, অবস্থান করিতেছিলাম!'

৪৩. 'আনন্দ, ওই স্থানেও আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম : "রমণীয় রাজগৃহ, রমণীয় গৃধ্রকূট পর্বত, গৌতম নিগ্রোধ, চোর প্রপাত, সপ্তপর্ণী গুহায় বেভার পার্শ্বে, কালশিলায় ইসিগিলি পার্শ্ব, শীতবনে সপ্পসোণ্ডিক গুহা, তপোদারামে, বেলুবনে কলন্দক নিবাপ, জীবকের আম্রবন, মদ্দকুচ্ছির মৃগদাব!'

৪৪. "আনন্দ, যাঁহার ঋদ্ধিপাদ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ, তিনি ইচ্ছা করিলে কল্পব্যাপী জীবন-

যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন। আনন্দ, তথাগতের চারি ঋদ্ধিপাদ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ। তথাগত ইচ্ছাক্রমে কল্পব্যাপী জীবন-যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন।" ভগবান স্পষ্ট ঈঙ্গিতসহ এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি করিলেও, আনন্দ তুমি উহা বুঝিতে সক্ষম হইলে না, তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিলে না : "বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পা করণার্থ, দেব-মনুষ্যের মঙ্গল, হিত ও সুখের জন্য ভগবান কল্পস্থায়ী হউন, সুগত কল্পস্থায়ী হউন।" আনন্দ, যদি তুমি তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিতে, তাহা হইলে দুইবার তথাগত তোমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন, কিন্তু তৃতীয় অনুরোধ রক্ষা করিতেন। অতএব, আনন্দ ইহা তোমারই দুষ্কৃতি, তোমারই অপরাধ।'

৪৫. 'আনন্দ, একসময় আমি বৈশালির উদেন চৈত্যে অবস্থান করিতেছিলাম : ওই স্থানেও আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম : "আনন্দ, বৈশালি রমণীয় স্থান, রমণীয় উদেন চৈত্য। আনন্দ, যাঁহার ঋদ্ধি-পাদ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ, তিনি ইচ্ছা করিলে কল্পব্যাপী জীবন-যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন। আনন্দ, তথাগতের চারি ঋদ্ধি-পাদ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ। তথাগত ইচ্ছাক্রমে কল্পব্যাপী জীবন-যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন।" তথাগত স্পষ্ট ইঙ্গিতসহ এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি করিলেও, আনন্দ, তুমি উহা বুঝিতে সক্ষম হইলে না, তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিলেন না—'বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পা করণার্থ, দেব-মনুষ্যের মঙ্গল, হিত ও সুখের জন্য ভগবান কল্পস্থায়ী হউন, সুগত কল্পস্থায়ী হউন।" আনন্দ, যদি তুমি তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিতে, তাহা হইলে দুইবার তিনি তোমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন, কিন্তু তৃতীয় অনুরোধ রক্ষা করিতেন। অতএব, আনন্দ, ইহা তোমারই দুষ্কৃতি, তোমারই অপরাধ।'

৪৬. 'আনন্দ, একসময় আমি বৈশালির গৌতমক চৈত্যে, ওই স্থানেই সত্তম্বক চৈত্যে, ওই স্থানেই বহুপুত্ত চৈত্যে, ওই স্থানেই সারন্দদ চৈত্যে অবস্থান করিতেছিলাম।

৪৭. 'আনন্দ, অদ্য চাপাল চৈত্যে আমি তোমাকে বলিয়াছি : "আনন্দ,

বৈশালি রমণীয় স্থান, রমণীয় উদেন চৈত্য, রমণীয় গৌতমক চৈত্য, রমণীয় সত্তম্বক চৈত্য, রমণীয় বহুপুত্ত চৈত্য, রমণীয় সারন্দদ চৈত্য, রমণীয় চাপাল চৈত্য! আনন্দ, যাঁহার চারি ঋদ্ধিপাদ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ, তিনি ইচ্ছা করিলে কল্পব্যাপী জীবন-যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন। আনন্দ, তথাগতের চারি ঋদ্ধিপাদ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ। তথাগত ইচ্ছাক্রমে কল্পব্যাপী জীবনযাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন।" তথাগত স্পষ্ট ইঙ্গিতসহ এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি করিলেও, আনন্দ, তুমি উহা বুঝিতে সক্ষম হইলে না তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিলেন না—"বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পা করণার্থ, দেব-মনুষ্যের মঙ্গল, হিত ও সুখের জন্য ভগবান কল্পস্থায়ী হউন, সুগত কল্পস্থায়ী হউন!" আনন্দ, যদি তুমি তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিতে, তাহা হইলে দুইবার তিনি তোমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন, কিন্তু তৃতীয় অনুরোধ রক্ষা করিতেন। অতএব, আনন্দ, ইহা তোমারই দুষ্কৃতি, তোমারই অপরাধ।"

৪৮. 'আনন্দ, আমি কি তোমাকে পূর্বে বলি নাই যে আমাদের অত্যন্ত প্রিয় সকল বস্তুরই স্বভাব এই যে আমাদিগকে তৎসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে? তবে, আনন্দ, কী প্রকারে আমার পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব, যখন জাত এবং গঠিত বস্তু মাত্রেরই মধ্যে বিনাশের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান? তবে আমার এই দেহ যে ধ্বংস হইবে না তাহা কী প্রকারে সম্ভব? এরূপ অবস্থা অসম্ভব! আনন্দ, এই মরজীবন তথাগত কর্তৃক পরিত্যক্ত, দূরে নিক্ষিপ্ত, বর্জিত ও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে! তথাগত নিশ্চিতরূপে কহিয়াছেন : "অচিরেই তথাগতের পরিনির্বাণ হইবে, অদ্য হইতে তিন মাসের অবসানে তথাগত পরিনির্বাণে প্রবেশ করিবেন।" তথাগত জীবিত হেতু যে ওই বাক্যের প্রতিসংহার করিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

'আনন্দ, এসো, আমরা মহাবনে কূটাগারশালায় গমন করি।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

৪৯. অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দের সহিত মহাবনে কূটাগারশালায় গমনপূর্বক আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

'আনন্দ, যাও, বৈশালির নিকটবর্তী স্থানে যে সকল ভিক্ষু অবস্থান

করিতেছেন, তাঁহাদিগকে উপস্থানশালায় একত্রিত করো।'

'তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ বৈশালির নিকটস্থ ভিক্ষুগণকে উপস্থানশালায় একত্রিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন :

'দেব, ভিক্ষুসংঘ একত্রিত হইয়াছে, এক্ষণে ভগবানের যেরূপ ইচ্ছা।'

৫০. তখন ভগবান উপস্থানশালায় গমনপূর্বক নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন :

'যে জ্ঞানলব্ধ সত্য আমি প্রচার করিয়াছি, জগতের প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া, সর্ব প্রাণীর হিত ও উপকারের জন্য, উহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া কার্যে পরিণত করো, উহাকে ধ্যানের বিষয়ীভূত করো, দেশ দেশান্তরে উহার বিস্তৃতি সাধন করো, যাহাতে এই বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য দীর্ঘকাল স্থায়ী ও সযত্নে রক্ষিত হয়, যাহাতে উহা অসংখ্য প্রাণীর মঙ্গল ও কল্যাণে নিয়োজিত হয়।

'মৎ প্রচারিত জ্ঞানলব্ধ সত্য কী কী? উহা এই সকল চারি স্মৃতি প্রস্থান; চারি সম্যক প্রধান; চারি ঋদ্ধিপাদ; পঞ্চ ইন্দ্রিয়; পঞ্চ বল; সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ; আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গ।

ওই সকল জ্ঞানলব্ধ সত্য আমি প্রচার করিয়াছি। উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া কার্যে পরিণত করো, উহাকে ধ্যানের বিষয়ীভূত করো, দেশ-দেশান্তরে উহার বিস্তৃতি সাধন করো, যাহাতে এই বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য দীর্ঘকাল স্থায়ী ও সযত্নে রক্ষিত হয়, যাহাতে উহা অসংখ্য প্রাণীর মঙ্গল ও কল্যাণে নিয়োজিত হয়।'

৫১. অতঃপর ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন :

'ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে বলিতেছি, "সংযোগ মাত্রই বিপ্রযোগান্ত। অপ্রমত্ত হইয়া মুক্তির পথ পরিষ্কৃত করো। অচিরে তথাগতের পরিনির্বাণ হইবে, অদ্য হইতে তিন মাসের অবসানে তথাগত পরিনির্বাণে প্রবেশ করিবেন।"

ভগবান এইরূপ বলিলেন। সুগত শাস্তা পুনরায় বলিলেন :

'আমি পরিপক্ক বয়সে উপনীত; আমার অবশিষ্ট আয়ু অল্প; আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইব; আমার আশ্রয়স্থান প্রস্তুত; ভিক্ষুগণ। অপ্রমত্ত, স্মৃতিমান এবং সুশীল হও; সুসমাহিত-সংকল্প হইয়া স্বচিত্তের পরিরক্ষণ কর; যিনি এই ধর্মবিনয়ে অপ্রমত্ত হইয়া বিহার করিবেন, তিনি জাতি-সংসার পরিহারপূর্বক দুঃখের বিনাশ সাধন করিবেন।'

তৃতীয় ভাণবার সমাপ্ত

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১. ভগবান পূর্বাহ্নে পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া পাত্র-চীবর হস্তে বৈশালিতে পিণ্ডার্থ প্রবেশ করিলেন। ওই স্থানে ভ্রমণপূর্বক আহারান্তে প্রত্যাবর্তনকালে নাগভঙ্গীতে বৈশালির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন :

'আনন্দ, ইহাই তথাগতের সর্বশেষ বৈশালি দর্শন হইবে, এস আমরা ভণ্ডগ্রামে গমন করি।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত ভণ্ডগ্রামে গমন করিলেন এবং গ্রামেই বাস গ্রহণ করিলেন।

২. ওই স্থানে ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন :

'ভিক্ষুগণ, চারি সত্যের সম্যক জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাবে আমার এবং তোমাদিগের দীর্ঘকাল সংসার ভ্রমণ হইয়াছে। ওই চারি সত্য কী কী? ভিক্ষুগণ, আর্য শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তির সম্যক জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাবে আমার এবং তোমাদিগের দীর্ঘকাল সংসার ভ্রমণ হইয়াছে। ওই আর্য শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি সম্যকরূপে জ্ঞাত ও উপলব্ধ হইলে ভবতৃষ্ণা উচ্ছিন্ন হয়, পুনর্জন্মের মূল বিনষ্ট হয়, তখন আর জন্মান্তর নাই।'

৩. ভগবান এইরূপ বলিলেন। পরে সুগত শাস্তা পুনরায় বলিলেন :

'অনুত্তর শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি যশস্বী গৌতম কর্তৃক উপলব্ধ। স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া বুদ্ধ উহা ভিক্ষুদিগের নিকট প্রচার করিয়াছেন। দুঃখান্তকারী, চক্ষুষ্মান শাস্তা শান্ত।'

৪. ভণ্ডগ্রামে অবস্থানকালেও ভগবান ভিক্ষুগণকে বিস্তৃতরূপে ধর্মোপদেশ দিলেন : ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা; শীল পরিভাবিত সমাধি মহৎফলোৎপাদক, মহোপকারী; সমাধি পরিভাবিত প্রজ্ঞা মহৎ ফলোৎপাদক, মহোপকারী; প্রজ্ঞা পরিভাবিত চিত্ত সম্যকরূপে আসবসমূহ হইতে; যথা : কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টি-আসব এবং অবিদ্যাসব হইতে বিমুক্তি হয়।

৫। ভগবান ভণ্ডগ্রামে যথেচ্ছা অবস্থান করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, 'আনন্দ, এস, আমরা হস্তীগ্রামে... অম্বগ্রামে... জম্বুগ্রামে... ভোগ নগরে গমন করিব।'

৬. 'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলে ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত ভোগ নগরে গমন করিলেন।

৭. ভগবান ভোগনগরে আনন্দ চৈত্যে বাস গ্রহণ করিলেন। ওই স্থানে

তিনি ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন :

'ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে চারি মহাপ্রদেশ[১] শিক্ষা দিব। শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করো, আমি বলিতেছি।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া ভিক্ষুগণ সম্মতি জ্ঞাপন করিলে ভগবান বলিলেন :

৮. 'ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বলিতে পারেন : "আমি স্বয়ং ভগবানের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি, তাঁহার মুখ হইতে গ্রহণ করিয়াছি—ইহা ধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা শাস্তার শাসন।" ওই ভিক্ষুর বাক্যের অভিনন্দনও করিবে না, উহা অগ্রাহ্যও করিবে না। অভিনন্দন না করিয়া, অগ্রাহ্য না করিয়া ওই সকল পদ-ব্যঞ্জন উত্তমরূপে বুঝিয়া সূত্রসমূহের পার্শ্বে স্থাপিত করিবে এবং বিনয়ের সহিত উহাদের তুলনা করিবে। এইরূপ করিবার পর যদি সূত্র ও বিনয়ের সহিত উহাদের সামঞ্জস্য দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে : "ইহা কখনোই ভগবানের বচন নহে, ভিক্ষুই ভ্রান্ত।" অতএব, ভিক্ষুগণ, উহা অগ্রাহ্য করিবে। যদি সূত্র ও বিনয়ের সহিত উহাদের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে : "ইহা নিশ্চিতরূপে ভগবানের বচন, ভিক্ষু সত্যই কহিয়াছেন।" ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম মহা-প্রদেশরূপে গ্রহণ করিবে।'

৯. 'ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বলিতে পারেন : "অমুক আবাসে থের এবং প্রধানসহ সংঘ অবস্থান করিতেছেন। আমি সাক্ষাৎ সংঘের মুখ হইতে শ্রবণ এবং গ্রহণ করিয়াছি—ইহা ধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা শাস্তার শাসন।" ওই ভিক্ষুর বাক্যের অভিনন্দনও করিবে না, উহা অগ্রাহ্যও করিবে না। অভিনন্দন না করিয়া, অগ্রাহ্য না করিয়া ওই সকল পদ-ব্যঞ্জন উত্তমরূপে বুঝিয়া সূত্রসমূহের পার্শ্বে স্থাপিত করিবে এবং বিনয়ের সহিত উহাদের তুলনা করিবে। এইরূপ করিবার পর যদি সূত্র ও বিনয়ের সহিত উহাদের সামঞ্জস্য দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে : "ইহা কখনোই ভগবানের বচন নহে, সংঘই ভ্রান্ত।" অতএব, ভিক্ষুগণ, উহা অগ্রাহ্য করিবে। যদি সূত্র ও বিনয়ের সহিত উহাদের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে : "ইহা নিশ্চিতরূপে ভগবানের বচন, সংঘ সত্যই কহিয়াছেন।" ভিক্ষুগণ, ইহাই দ্বিতীয় মহা-প্রদেশরূপে গ্রহণ করিবে।'

১০. 'ভিক্ষুগণ কোনো ভিক্ষু বলিতে পারেন : "অমুক আবাসে বহুসংখ্যক থের ভিক্ষু অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা বহুশ্রুত, বুদ্ধশাসন-পারদর্শী, ধর্মধর,

---

[১]। নির্দেশক।

বিনয়ধর, মাতৃকাধর। আমি ওই সকল থেরগণের মুখ হইতে শ্রবণ এবং গ্রহণ করিয়াছি—ইহা ধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা শাস্তার শাসন।” ওই ভিক্ষুর বাক্যের অভিনন্দনও করিবে না, উহা অগ্রাহ্যও করিবে না। অভিনন্দন না করিয়া, অগ্রাহ্য না করিয়া ওই সকল পদ-ব্যঞ্জন উত্তমরূপে বুঝিয়া সূত্রসমূহের পার্শ্বে স্থাপিত করিবে এবং বিনয়ের সহিত উহাদের তুলনা করিবে। এইরূপ করিবার পর যদি সূত্র ও বিনয়ের সহিত উহাদের সামঞ্জস্য দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে : “ইহা কখনোই ভগবানের বচন নহে, থেরগণ ভ্রান্ত।” সুতরাং, ভিক্ষুগণ, উহা অগ্রাহ্য করিবে। যদি সূত্র ও বিনয়ের সহিত উহাদের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে : “ইহা নিশ্চিতরূপে ভগবানের বচন, থেরগণ সত্যই কহিয়াছেন।” ভিক্ষুগণ, ইহাই তৃতীয় মহা-প্রদেশরূপে গ্রহণ করিবে।

১১. ‘ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু বলিতে পারেন : “অমুক আবাসে এক থের ভিক্ষু অবস্থান করিতেছেন, তিনি বহুশ্রুত, বুদ্ধশাসন পারদর্শী, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর। আমি সেই থের ভিক্ষুর মুখ হইতে শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়াছি—ইহা ধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা শাস্তার শাসন।” ভিক্ষুগণ, ওই ভিক্ষুর বাক্যের অভিনন্দনও করিবে না, উহা অগ্রাহ্যও করিবে না। অভিনন্দন ও অগ্রাহ্য না করিয়া ওই সকল পদ-ব্যঞ্জন উত্তমরূপে বুঝিয়া সূত্রসমূহের পার্শ্বে স্থাপিত করিবে এবং বিনয়ের সহিত উহাদের তুলনা করিবে। এইরূপ করিবার পর যদি সূত্র ও বিনয়ের সহিত উহাদের সামঞ্জস্য দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে : “ইহা কখনোই ভগবানের বচন নহে, ভিক্ষুই ভ্রান্ত।” সুতরাং, ভিক্ষুগণ, উহা অগ্রাহ্য করিবে। যদি সূত্র ও বিনয়ের সহিত উহাদের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে : “ইহা নিশ্চিতরূপে ভগবানের বচন, থের সত্যই কহিয়াছেন।” ভিক্ষুগণ, ইহাই চতুর্থ মহা-প্রদেশরূপে গ্রহণ করিবে।

‘ভিক্ষুগণ, এই সকলই চারি মহা-প্রদেশ।’

১২. ওই স্থানেও ভোগনগরে আনন্দ চৈত্যে অবস্থান করিবার কালে ভগবান বিস্তৃতভাবে ভিক্ষুগণকে ধর্মোপদেশ দিলেন : ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা; শীলপরিভাবিত সমাধি মহাফলোৎপাদক, মহোপকারী, সমাধি পরিভাবিত প্রজ্ঞা মহাফলোৎপাদক, মহোপকারী, প্রজ্ঞা পরিভাবিত চিত্ত সম্যকরূপে আসবসমূহ হইতে; যথা : কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টি-আসব এবং অবিদ্যাসব হইতে মুক্ত হয়।

১৩. অতঃপর ভগবান ভোগনগরে যতদিন ইচ্ছা অবস্থান করিয়া আয়ুষ্মান

আনন্দকে বলিলেন, 'এসো, আনন্দ, আমরা পাবায় গমন করি।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

তৎপরে ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত পাবায় গমন করিলেন। ওই স্থানে তিনি কর্মকার চুন্দের আম্রবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

১৪. কর্মকার পুত্র চুন্দ শ্রবণ করিল : 'ভগবান পাবাতে উপনীত হইয়া আমার আম্রবনে অবস্থান করিতেছেন।' তখন কর্মকারপুত্র চুন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলে ভগবান তাহাকে ধর্মালোচনার দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত এবং হর্ষান্বিত করিলেন।

১৫। তৎপরে কর্মকারপুত্র চুন্দ ভগবান কর্তৃক ধর্মালোচনার দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত এবং হর্ষান্বিত হইয়া ভগবানকে বলিল, 'ভগবান অনুগ্রহপূর্বক আগামীকল্য ভিক্ষুসংঘের সহিত আমার গৃহে আহার গ্রহণ করিবেন।' ভগবান মৌন দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

১৬. অনন্তর কর্মকারপুত্র চুন্দ ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক ভগবানকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিল।

১৭। কর্মকারপুত্র চুন্দ রাত্রির অবসানে স্বকীয় আবাসে বহুবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য প্রভূত পরিমাণে শূকরকন্দ-পাকের সহিত প্রস্তুত করাইয়া ভগবানের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল : 'দেব, সময় হইয়াছে, আহার প্রস্তুত।'

১৮. তখন ভগবান পূর্বাহ্নে পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর হস্তে ভিক্ষুসংঘের সহিত কর্মকারপুত্র চুন্দের বাসস্থানে গমনপূর্বক নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া চুন্দকে বলিলেন : 'তুমি যে শূকরকন্দ-পাক প্রস্তুত করিয়াছ, তাহা আমাকে পরিবেশন করো, অপর খাদ্য ও ভোজ্য ভিক্ষুসংঘকে পরিবেশন করো।'

'দেব, তথাস্তু,' বলিয়া চুন্দ ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিয়া শূকরকন্দ-পাক ভগবানকে পরিবেশন করিল এবং অপরাপর খাদ্য ও ভোজ্য ভিক্ষুসংঘকে পরিবেশন করিল।

১৯. তৎপরে ভগবান চুন্দকে বলিলেন, 'চুন্দ, অবশিষ্ট শূকরকন্দ-পাক মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত করো। দেবলোকসহ পৃথিবীতে, মারলোকে, ব্রহ্মালোকে, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অথবা দেব-মনুষ্যের মধ্যে তথাগত ব্যতীত আমি এমন কাহাকেও দেখিতেছি না যে উহা আহার করিয়া জীর্ণ করিতে পারে।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া চুন্দ অবশিষ্ট শূকরকন্দ-পাক মৃত্তিকার নিম্নে

প্রোথিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইল। তখন ভগবান তাহাকে ধর্মালোচনা দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত এবং হর্ষান্বিত করিয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

২০. কর্মকার চুন্দ কর্তৃক প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করিয়া ভগবান রক্তামাশয়রূপ ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইলেন, মারাত্মক তীব্র যাতনা তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিল। কিন্তু তিনি স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানসহকারে নীরবে উহা সহ্য করিলেন।

তদনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, 'আনন্দ, চল, আমরা কুশিনারায় গমন করি।' 'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

'আমি এইরূপ শুনিয়াছি, কর্মকার চুন্দের আহার গ্রহণ করিয়া ভগবান ভীষণ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইলেন। শূকরকন্দ-পাক ভোজন করিয়া শাস্তার প্রবল ব্যাধি উৎপন্ন হইল; বিরেচনান্তে ভগবান বলিলেন 'আমি কুশিনারা নগরে গমন করিতেছি।"

২১. ভগবান পথের পার্শ্বস্থ এক বৃক্ষতলে গমন করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে কাতরতার সহিত বলিলেন, 'আনন্দ, আমার অঙ্গবস্ত্র চারি পাট করিয়া বিস্তৃত কর; আনন্দ, আমি ক্লান্ত, বিশ্রাম লাভার্থী।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপনপূর্বক আনন্দ ভগবানের নিমিত্ত চতুর্গুণ করিয়া অঙ্গবস্ত্র বিস্তৃত করিলেন।

২২. ভগবান নির্দিষ্ট আসনে উপবেশনপূর্বক পূজ্যপাদ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আনন্দ, পানীয় সংগ্রহ করো, আমি পিপাসিত, পানেচ্ছু।'

ভগবান এইরূপ কহিলে আনন্দ তাঁহাকে বলিলেন, 'দেব, এইমাত্র পঞ্চশত শকট এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছে, চক্রচ্ছিন্ন জল প্ররিক্ত, আলোড়িত, আবিল হইয়া বহিতেছে। অদূরে ককুত্থা নদী, স্বচ্ছ প্রীতিকর, শীতল, শুভ্র, সুপ্রতীর্থ, রমণীয়। এই স্থানে ভগবান পানীয় গ্রহণ করিবেন, গাত্রও শীতল করিবেন।'

২৩. দ্বিতীয়বার ভগবান আনন্দকে বলিলেন, 'আনন্দ, পানীয় সংগ্রহ করো, আমি পিপাসিত, পানেচ্ছু।'

দ্বিতীয়বার আনন্দ ভগবানকে পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলেন [দেব, এইমাত্র পঞ্চশত শকট এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছে, চক্রচ্ছিন্ন জল প্ররিক্ত, আলোড়িত, আবিল হইয়া বহিতেছে। অদূরে ককুত্থা নদী স্বচ্ছ প্রীতিকর, শীতল, শুভ্র, সুপ্রতীর্থ, রমণীয়। এই স্থানে ভগবান পানীয় গ্রহণ করিবেন,

গাত্র ও শীতল করিবেন]।

২৪. তৃতীয়বার ভগবান আনন্দকে পূর্বের ন্যায় অনুরোধ করিলেন।

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ ভগবানের নিকট অঙ্গীকৃত হইয়া পাত্র হস্তে উপর্যুক্ত নদীতে গমন করিলেন। তখন শকট চক্রালোড়িত কর্দমাক্ত ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী, আনন্দ তৎসন্নিকটে আগমন করিলে, স্বচ্ছ উজ্জ্বল ও সর্বপ্রকার মালিন্য বর্জিত হইয়া বহিতে লাগিল।

২৫. অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দের মনে এই চিন্তার উদয় হইল : 'আশ্চর্য! অদ্ভুত, তথাগতের পরাক্রম ও শক্তি! চক্রচ্ছিন্ন, স্বল্পোদক, আলোড়িত, আবিল এই স্রোতস্বিনী আমার আগমন মাত্র স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও অনাবিল হইয়া বহিতেছে!' পাত্রে পানীয় সংগ্রহ করিয়া আনন্দ ভগবানের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন :

'দেব, আশ্চর্য! অদ্ভুত, তথাগতের পরাক্রম ও শক্তি! দেব এইমাত্র সেই নদী চক্রচ্ছিন্ন, প্ররিক্ত, আলোড়িত, আবিল হইয়া বহিতেছিল, কিন্তু আমার ওই স্থানে গমনমাত্র স্রোতস্বিনী স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও অনাবিল হইয়া বহিতেছে! ভগবান পানীয় গ্রহণ করুন, সুগত পানীয় গ্রহণ করুন।'

তখন ভগবান পানীয় গ্রহণ করিলেন।

২৬. ওই সময় আড়ার কালামের শিষ্য মল্লপুত্র পুক্কুস কুশিনারা হইতে রাজপথ ধরিয়া পাবায় গমন করিতেছিল।

পুক্কুস ভগবানকে এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইল। পরে সে ভগবানকে বলিল :

'দেব, আশ্চর্য! অদ্ভুত! যাঁহারা প্রব্রজিত তাঁহাদের জীবন সত্যই শান্তিময়!

২৭. 'দেব, পূর্বে একসময় আড়ার কালাম রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে, পথ হইতে সরিয়া দিবাবিহারের নিমিত্ত নিকটস্থ এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। ওই সময় পঞ্চশত শকট একে একে তাঁহার নিকট দিয়া গমন করিল। তখন এক পুরুষ সেই শকট-সার্থের পশ্চাত হইতে আগমন করিয়া আড়ার কালামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল :

"দেব, পাঁচশত শকটকে যাইতে দেখিয়াছেন কি?"

"আমি দেখি নাই।"

"উহাদের শব্দ শুনিয়াছেন কি?"

"আমি শুনি নাই।"

"আপনি কি নিদ্রিত ছিলেন?"

"আমি নিদ্রিত ছিলাম না।"

"আপনার কি সংজ্ঞা ছিল?"

"ছিল।"

'দেব, আপনি সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগরিত থাকিয়াও পাঁচশত শকটের একে একে নিকট দিয়া গমন দর্শন করেন নাই, উহাদের শব্দও শ্রবণ করেন নাই, অথচ আপনার অঙ্গবস্ত্র পর্যন্ত রজোকীর্ণ হইয়াছে।'

'তাহা সত্য।'

'দেব, তখন সেই পুরুষের মনে এই চিন্তার উদয় হইল : "আশ্চর্য! অদ্ভুত! যাঁহারা প্রব্রজিত তাঁহাদের জীবন সত্যই শান্তিময়। যেহেতু মানুষ সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগরিত থাকিয়াও পাঁচশত শকটের একে একে নিকট দিয়া গমন দর্শনও করে নাই, তাহাদের শব্দও শ্রবণ করে নাই।" আঢ়ার কালামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া সে প্রস্থান করিল।'

২৮. 'পুক্কুস, তুমি কি মনে কর? কোনটি অধিকতর দুষ্কর অথবা দুরভিভব, মানুষের পক্ষে সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগরিত হইয়াও পাঁচশত শকট একে একে নিকট দিয়া গমন করিলেও উহা দেখিতেও না পাওয়া এবং উহার শব্দও শুনিতে না পাওয়া; অথবা সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগরিত হইয়াও বারিবর্ষণে, মেঘ গর্জনে, বিদ্যুতের স্ফুরণে, অশনিপাতে দেখিতে না পাওয়া এবং উহার শব্দও শুনিতে না পাওয়া?"

২৯. 'দেব, ওই সকল শকট পাঁচশত অথবা ছয়, সাত, আট, নয়, দশ শত, শত শত এবং সহস্র সহস্র শকট কী করিবে? কিন্তু মানুষের পক্ষে সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগরিত হইয়াও বারিবর্ষণে, মেঘ গর্জনে, বিদ্যুতের স্ফুরণে, অশনিপাতে দেখিতে না পাওয়া এবং উহার শব্দও শুনিতে না পাওয়া, ইহাই অধিকতর দুষ্কর এবং দুরভিভব।

৩০. 'পুক্কুস, একসময় আমি আতুমায় ভুষাগারে অবস্থান করিতেছিলাম। ওই সময় বারিবর্ষণে, মেঘ গর্জনে, বিদ্যুতের স্ফুরণে, অশনি পাতে দুই কৃষক ভ্রাতা এবং চারিটি বলিবর্দ হত হইয়াছিল। তখন আতুমা হইতে মহা জনতা নিষ্ক্রান্ত হইয়া কৃষক ভ্রাতাদ্বয় এবং চারি বলিবর্দ যে স্থানে হত হইয়াছিল ওই স্থানে গমন করিল।

৩১. 'পুক্কুস, ওই সময় আমি ভুষাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উহার দ্বারদেশে উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করিতেছিলাম। পুক্কুস, মহা জনতা হইতে জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইল। তখন আমি তাহাকে বলিলাম :

৩২. "আবুস, এই বৃহৎ জনতার কারণ কী?"

"দেব, এই মাত্র বৃষ্টিপাতে, মেঘ গর্জনে, বিদ্যুতের স্ফুরণে, অশনিপাতে দুই কৃষক ভ্রাতা এবং চারি বলিবর্দ হত হইয়াছে। এই জন্যই এই বৃহৎ জনতার সন্নিপাত হইয়াছে। কিন্তু, দেব, আপনি কোথায় ছিলেন?"

"আমি এই স্থানেই ছিলাম।"

"কিন্তু, দেব, আপনি উহা দেখিয়াছেন কি?"

"আমি দেখি নাই।"

"শব্দ শুনিয়াছেন কি?"

"আমি শব্দ শুনি নাই।"

"দেব, তবে কি আপনি নিদ্রিত ছিলেন?"

"আমি নিদ্রিত ছিলাম না।"

"আপনার সংজ্ঞা ছিল কি?"

"ছিল।"

"তাহা হইলে, দেব, আপনি সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগরিত হইয়াও বৃষ্টিপাত, মেঘগর্জন, বিদ্যুতের স্ফুরণ এবং অশনিপাত দেখিতেও পান নাই এবং উহার শব্দও শুনিতে পান নাই।"

"তাহা সত্য।"

৩৩. 'পুক্কুস, তখন সেই পুরুষের মনে এই চিন্তার উদয় হইল : 'আশ্চর্য! অদ্ভুত! যাঁহারা প্রব্রজিত তাঁহাদের জীবন সত্যই শান্তিময়! যেহেতু মানুষ সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগরিত থাকিয়াও বৃষ্টিপাত, মেঘগর্জন, বিদ্যুতের স্ফুরণ, অশনিপাত দেখিতেও পায় না এবং উহার শব্দও শুনিতে পায় না।" সে আমার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনপূর্বক আমাকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিল।'

৩৪. ভগবানের এই উক্তির পর মল্লপুত্র পুক্কুস তাঁহাকে বলিল :

'দেব, আঢ়ার কালামের প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা ছিল তাহা তুষের ন্যায় বাতাসে উড়াইয়া দিতেছি, খরস্রোত নদীতে ভাসাইয়া দিতেছি। অতি উত্তম, দেব, অতি উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপ ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমি ভগবানের, ধর্মের এবং ভিক্ষুসংঘের শরণ লইতেছি। ভগবান আজ হইতে জীবনের অন্তকাল পর্যন্ত আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।'

৩৫. অতঃপর পুক্কুস জনৈক পুরুষকে বলিল, 'স্বর্ণবর্ণ বস্ত্র নির্মিত

পরিধানোপযোগী মৃষ্ট দুইটি পরিচ্ছদ আমাকে আনিয়া দাও।'

'তথাস্তু দেব' বলিয়া পুরুষটি আদেশানুরূপ বস্ত্র লইয়া আসিল।'

তখন মল্লপুত্র পুক্কুস পরিচ্ছদ দুইটি ভগবানকে উপহার দিয়া বলিল, 'দেব, বস্ত্র দুইখানি ভগবান কৃপা করিয়া আমার নিকট হইতে গ্রহণ করুন।'

'তাহা হইলে, পুক্কুস, একখানি দ্বারা আমাকে আচ্ছাদিত করো, অপরখানি দ্বারা আনন্দকে।"

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া পুক্কুস একখানি দ্বারা ভগবানকে এবং অপরখানি দ্বারা আয়ুষ্মান আনন্দকে আচ্ছাদিত করিল।

৩৬. অনন্তর ভগবান মল্লপুত্র পুক্কুসকে ধর্মালোচনা দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত উত্তেজিত এবং হর্ষান্বিত করিলেন। তখন পুক্কুস ভগবান কর্তৃক ধর্মালোচনা দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত এবং হর্ষান্বিত হইয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক ভগবানকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণপূর্বক প্রস্থান করিল।

৩৭. পুক্কুস প্রস্থান করিবার অল্পকাল পরে আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বোক্ত পরিচ্ছদ দুইটি ভগবানের দেহে স্থাপিত করিলেন। ভগবানের দেহে স্থাপিত পরিচ্ছদ হৃতৌজ্জ্বল্যরূপে প্রতীয়মান হইল।

তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলিলেন, 'দেব, আশ্চর্য! অদ্ভুত! ভগবানের দেহবর্ণ কতই পরিশুদ্ধ, কতই পর্যবদাত! এই স্বর্ণবর্ণ, মৃষ্ট, পরিধানোপযোগী বস্ত্র ভগবানের দেহে স্থাপিত করিলাম, অমনি উহা নিষ্প্রভ প্রতীয়মান হইল!"

'আনন্দ, ইহা সত্য। আনন্দ, দুইটি সময়ে তথাগতের দেববর্ণ অতীব পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত হয়। কোন কোন সময়ে? আনন্দ, যে রাত্রিতে তথাগত চরম দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন সেই রাত্রে, এবং যে রাত্রিতে তাঁহার চরম অন্তর্ধান হয়, যে অন্তর্ধানে তাঁহার পার্থিব-জীবনের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না সেই রাত্রে। আনন্দ, এই দুইটি সময়ে তথাগতের দেহবর্ণ অতীব পরিশুদ্ধ ও পর্যবদাত হয়।'

৩৮. 'আনন্দ, অদ্য রাত্রির পশ্চিম যামে কুশিনারায় মল্লগণের উপবর্তন নামক শালবনে যুগ্ম শালতরুর অন্তরে তথাগতের পরিনির্বাণ হইবে। আনন্দ, চল, আমরা ককুত্থা নদীতে গমন করি।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

পুক্কুস আহৃত স্বর্ণবর্ণ মৃষ্ট বসনে
আচ্ছাদিত হইয়া শাস্তা হেমবর্ণ
হইয়া শোভা পাইলেন।

৩৯. তদনন্তর ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত কুকত্থা নদীতে গমন করিলেন। নদীতে অবগাহন ও স্নান করিয়া পানান্তে উত্তরণপূর্বক ভগবান আম্রবনে গমন করিলেন এবং আয়ুষ্মান চুন্দককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

'চুন্দক, অঙ্গবস্ত্র চতুর্গুণ করিয়া বিস্তৃত করো, আমি ক্লান্ত ও শয়নেচ্ছু।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আয়ুষ্মান চুন্দক চতুর্গুণ করিয়া অঙ্গবস্ত্র বিস্তৃত করিলেন।

৪০. তখন ভগবান স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া উত্থান-সংজ্ঞা মনস্থ করিয়া পাদোপরি পাদ রক্ষাপূর্বক দক্ষিণ পার্শ্বোপরি সিংহশয্যা আশ্রয় করিলেন। আয়ুষ্মান চুন্দক সেই স্থানেই ভগবানের সম্মুখে উপবেশন করিলেন।

৪১. জগতে অতুলনীয় শাস্তা তথাগত বুদ্ধ স্বচ্ছ, মনোরম,
নির্মল সলিলা ককুত্থা নদীতে গমনপূর্বক ক্লান্ত
দেহে অবগাহন করিলেন। শাস্তা স্নান ও পানান্তে
ভিক্ষুগণ পরিবেষ্টিত হইয়া উত্তরণ করিলেন।
শাস্তা, ধর্ম প্রবক্তা, ভগবান মহর্ষি আম্রকুঞ্জে
উপনীত হইয়া ভিক্ষু চুন্দককে সম্বোধন করিয়া
বলিলেন, 'চতুর্গুণ করিয়া অঙ্গবস্ত্র বিস্তৃত করো,
আমি শয়ন করিব।' ভাবিতাত্মা হইতে
প্রেরণাপ্রাপ্ত চুন্দ তৎক্ষণাৎ চতুর্গুণ করিয়া
বস্ত্র বিস্তৃত করিলেন। ক্লান্ত দেহে শাস্তা-শয়ন
করিলেন, চুন্দও সেইস্থানে তাঁহার সম্মুখে
উপবেশন করিলেন।

৪২. তখন ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিলেন, 'আনন্দ, কেহ কর্মকারপুত্র চুন্দকে এইরূপ কহিয়া তাহার হৃদয়ে অনুতাপ আনয়ন করিতে পারে : "চুন্দ, তথাগত যে তোমার নিকট শেষ আহার গ্রহণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন, ইহা তোমার অমঙ্গলকর, হানিকর।" আনন্দ, চুন্দের অনুশোচনা এইরূপে দূর করিতে হইবে :

"চুন্দ, তথাগত যে তোমার নিকট শেষ অন্ন গ্রহণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তোমার মঙ্গলকর এবং লাভজনক। আমি স্বয়ং ভগবানের মুখ হইতে এইরূপ শ্রবণ এবং গ্রহণ করিয়াছি : "এই দুই প্রকার আহারদান সমফলপ্রদায়ী; সমবিপাকান্ত এবং অপরাপর দান অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদায়ী ও উপকারক। ওই দুই প্রকার কী কী? বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির কালে

তথাগত যে আহার গ্রহণ করেন তাহা এবং তাঁহার অন্তর্ধানকালে যে চরম অন্তর্ধানে তাঁহার পার্থিব জীবনের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তিনি যে আহার গ্রহণ করেন তাহা, এই দুই দান সমফলপ্রদায়ী, সমবিপাকান্ত এবং অপরাপর দান অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদায়ী ও উপকারক। কর্মকার চুন্দের কৃত কর্ম দীর্ঘ জীবন, উচ্চ জন্ম, সৌভাগ্য, সুযশ, স্বর্গপ্রাপ্তি এবং বৃহৎ ক্ষমতায় পর্যবসিত হইবে।"

'আনন্দ, কর্মকারপুত্র চুন্দের অনুশোচনা এইরূপে শান্ত করিতে হইবে।'

৪৩. অতঃপর ভগবান তৎকালীন পরিস্থিতি বিদিত হইয়া সেই ক্ষণে এই উদান ব্যক্ত করিলেন :

দানকারীর পুণ্য বর্ধিত হয়, সংযমকারীর
হৃদয়ে দ্বেষের উৎপত্তি হয় না,
সজ্জন পাপ পরিহার করেন,
রাগ-দ্বেষ-মোহের ক্ষয় হেতু তিনি নির্বৃত।

চতুর্থ ভাণবার সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়

৫.১. অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিলেন, 'আনন্দ, চল আমরা হিরণ্যবতী নদীর অপরপার্শ্বস্থিত কুশিনারার উপবর্তন মল্লদিগের শালবনে গমন করি।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

তখন ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত উক্ত শালবনে গমনপূর্বক আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, 'আনন্দ, যুগ্ম শালতরুর মধ্যবর্তী স্থানে উত্তর দিকে মস্তক রক্ষা করিয়া আমার শয্যা প্রস্তুত করো। আনন্দ, আমি ক্লান্ত ও শয়নেচ্ছু।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপনপূর্বক যমক শালতরুর মধ্যবর্তী স্থানে আনন্দ উত্তর-শীর্ষ শয্যা প্রস্তুত করিলেন। তখন ভগবান স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া পাদোপরি পাদ রক্ষাপূর্বক দক্ষিণ পার্শ্বোপরি সিংহশয্যা আশ্রয় করিলেন।

২. ওই সময় যুগ্ম শালতরু মুকুলিত হইয়া অকালে পুষ্পে শোভিত হইয়াছিল। পুষ্প সকল তথাগতের পূজার নিমিত্ত তাঁহার দেহোপরি পতিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়াছিল। অন্তরীক্ষ হইতে দিব্য মন্দার পুষ্পসমূহ তথাগতের পূজার নিমিত্ত তাঁহার দেহোপরি পতিত ও বিক্ষিপ্ত

হইয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিল। অন্তরীক্ষ হইতে দিব্য চন্দন চূর্ণ পতিত হইল, উহারাও তথাগতের পূজার নিমিত্ত তাঁহার দেহোপরি পতিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিল। অন্তরীক্ষ হইতে তথাগতের পূজার নিমিত্ত দিব্য তূর্যধ্বনি হইতে লাগিল। তথাগতের পূজার নিমিত্ত অন্তরীক্ষে দিব্য সঙ্গীত গীত হইল।

৩. তখন ভগবান আনন্দকে বলিলেন, 'আনন্দ, অকাল পুষ্প শোভিত যুগ্ম শালতরু হইতে পুষ্পসকল তথাগতের পূজার নিমিত্ত তাঁহার দেহোপরি পতিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। অন্তরীক্ষ হইতে দিব্য মন্দার পুষ্পসমূহ তথাগতের পূজার নিমিত্ত তাঁহার দেহোপরি পতিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। অন্তরীক্ষ হইতে দিব্য চন্দনচূর্ণ তথাগতের পূজার নিমিত্ত তাঁহার দেহোপরি পতিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। অন্তরীক্ষ হইতে তথাগতের পূজার নিমিত্ত দিব্য তূর্যধ্বনি শ্রুত হইতেছে। তথাগতের পূজার নিমিত্ত অন্তরীক্ষে দিব্য সঙ্গীত গীত হইতেছে।'

'আনন্দ, কেবল মাত্র এইরূপ ঘটনা দ্বারা তথাগতকে যথার্থরূপে সম্মান, শ্রদ্ধা ও পূজা করা হয় না। যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী, ধর্মনিষ্ঠ নর বা নারী, উপদেশাবলী অনুসারে বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কর্তব্যসমূহকে অবিরত পালন করেন, তাঁহারাই যথার্থরূপে তথাগতকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন, তাঁহারাই তথাগতকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত অর্ঘ্য দান করেন। অতএব, আনন্দ, অবিচ্ছিন্নভাবে বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কর্তব্য পালনে রত হও। উপদেশাবলির অনুশরণ কর; এইরূপ করিলে তোমরা বুদ্ধের সম্মান করিবে।'

৪. ওই সময় আয়ুষ্মান উপবাণ ভগবানের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে ব্যজনে রত ছিলেন। ভগবান উপবাণের প্রতি বিরক্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষু, স্থানান্তরে গমন করো, আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইও না।'

তখন আনন্দের মনে এইরূপ হইল : 'আয়ুষ্মান উপবাণ বহুদিন হইতে ভগবানের সমীপে অবস্থান করিয়া পার্শ্বচররূপে ভগবানের সেবা করিয়াছেন, অথচ অন্তিমকালে ভগবান উপবাণের প্রতি বিরক্তি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ভিক্ষু, স্থানান্তরে গমন করো, আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইও না। উপবাণের প্রতি ভগবানের এইরূপ বিরক্তির কী হেতু, কী প্রত্যয়?'

৫. অনন্তর আনন্দ ভগবানকে বলিলেন, 'দেব, আয়ুষ্মান উপবান বহুদিন হইতে ভগবানের সমীপে অবস্থান করিয়া পার্শ্বচররূপে ভগবানের সেবা করিয়াছেন, অথচ অন্তিমকালে ভগবান উপবানের প্রতি বিরক্ত হইয়া

বলিলেন :

“ভিক্ষু, স্থানান্তরে গমন করো, আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইও না।” দেব, ইহার কী হেতু, কী প্রত্যয়?

‘আনন্দ, দশ লোকধাতু হইতে বহুসংখ্যক দেবতা তথাগতের দর্শনার্থ সন্নিপতিত হইয়াছেন। আনন্দ, কুশিনারার উপবর্তন মল্লদিগের শালবনের চতুর্দিকস্থ দ্বাদশ যোজনব্যাপী ভূমির মধ্যে কেশাগ্র পরিমিত এমন স্থানও নাই যেখানে মহেশাখ্য দেবতাগণের আগমন হয় নাই। আনন্দ, দেবতাগণ অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন : “তথাগতের দর্শনার্থ আমরা দূর হইতে আসিয়াছি। যাঁহারা তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, কদাচিৎ পৃথিবীতে তাঁহাদের উৎপত্তি হয়; অদ্য রাত্রির পশ্চিম যামে তথাগতের পরিনির্বাণ হইবে, তথাপি এই মহেশাখ্য ভিক্ষু ভগবানের সম্মুখে স্থিত হইয়া তাঁহার দর্শন রোধ করিতেছেন, আমরা অন্তিমকালে তথাগতের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।” আনন্দ, দেবতাগণ এইরূপে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন।’

৬. ‘ভগবান কী প্রকার দেবতার কথা মনে করিতেছেন?’

‘আনন্দ, আকাশে পৃথিবী-সংজ্ঞী দেবতাগণ আছেন, তাঁহারা আলুলায়িত কেশে ক্রন্দন করিতেছেন, প্রসারিত বাহু হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, সাষ্টাঙ্গে পতিত ও অবলুণ্ঠিত হইয়া বিলাপ করিতেছেন : “অতি শীঘ্র ভগবান পরিনির্বাণে প্রবেশ করিবেন, অতি শীঘ্র সুগত পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, অতি শীঘ্র জগতের আলোক নির্বাপিত হইবে!”

‘আনন্দ, পৃথিবীতে দেবতাগণ আছেন, তাঁহারা পৃথিবী-সংজ্ঞী, তাঁহারা আলুলায়িত কেশ এবং প্রসারিত বাহু হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, তাঁহারা সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে পতিত ও অবলুণ্ঠিত হইয়া বিলাপ করিতেছেন : অতি শীঘ্র ভগবান সুগত পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, অতি শীঘ্র জগতের আলোক নির্বাপিত হইবে!” যে সকল দেবতা বীতরাগ ও স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান সমন্বিত, তাঁহারা “সর্বসংস্কার অনিত্য, ইহার অন্যথা কী প্রকারে সম্ভব?” চিন্তা করিয়া শান্ত রহিয়াছেন।’

৭. ‘দেব, পূর্বে বর্ষাবাসান্তে চতুর্দিকস্থ ভিক্ষুগণ তথাগতের দর্শনার্থ আগমন করিতেন, আমরা ওই সকল মাননীয় ভিক্ষুগণের দর্শন পাইতাম, তাঁহাদের পূজা করিবার অবসর পাইতাম। ভগবানের অবর্তমানে, আমরা ওই সকল ভিক্ষুর দর্শনও পাইব না, তাঁহাদের পূজা করিবারও অবসর পাইব না।’

৮. ‘আনন্দ, শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণের জন্য চারিটি দর্শনীয় সংবেগোৎপাদক স্থান আছে। ওই চারিটি কী কী?

"এইস্থানে তথাগত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন," এইস্থান শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণের পক্ষে দর্শনীয়, সংবেগোৎপাদক।

"এইস্থানে তথাগত অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন," এইস্থান শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণের পক্ষে দর্শনীয়, সংবেগোৎপাদক।

"এইস্থানে তথাগত কর্তৃক অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তিত হইয়াছিল," এই স্থান শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণের পক্ষে দর্শনীয়, সংবেগোৎপাদক।

"এইস্থানে তথাগত অনুপাদিশেষ, নির্বাণ ধাতুতে পরিনির্বৃত হইয়াছিলেন," এইস্থান শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণের পক্ষে দর্শনীয়, সংবেগোৎপাদক।

'আনন্দ, এই চারিটি স্থান শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণের পক্ষে দর্শনীয়, সংবেগোৎপাদক। আনন্দ, শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকাগণ আসিবেন, তাঁহারা বলিবেন "এইস্থানে তথাগত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন", অথবা "এইস্থানে তথাগত সম্যক সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন, অথবা "এইস্থানে তথাগত কর্তৃক অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তিত হইয়াছিল" অথবা "এইস্থানে তথাগত অনুপাদিশেষ নির্বাণ ধাতুতে পরিনির্বৃত হইয়াছিলেন"।

'আনন্দ, তীর্থ ভ্রমণকালে যাঁহারা প্রসন্ন চিত্তে দেহত্যাগ করিবেন, তাঁহারা সকলেই মরণান্তে দেহের বিনাশে সুখময় স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবেন।'

৯. 'দেব, নারীগণের প্রতি আমরা কীরূপ আচরণ করিব?'

'তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না।'

'যদি তাহারা দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহা হইলে কীরূপ আচরণ কর্তব্য?'

'তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিও না।'

'বাক্যালাপ অপরিহার্য হইলে কীরূপ আচরণ কর্তব্য?'

'স্মৃতি উপস্থাপিত করিতে হইবে।'

১০. 'তথাগতের দেহ সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য কী?'

'আনন্দ, তোমরা তথাগতের শরীর পূজায় ব্যাপৃত হইও না, সদর্থে প্রযুক্ত হও, সদর্থের অনুসরণ করো, সদর্থে অপ্রমত্ত হও, দৃঢ়সংকল্প হও। আনন্দ, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদিগের মধ্যে পণ্ডিতগণ আছেন, তাঁহারা তথাগতের প্রতি অতি প্রসন্নচিত্ত; তাঁহারা তথাগতের শরীর পূজা করিবেন।

১১. 'কিন্তু, দেব, তথাগতের শরীরের সম্বন্ধে কী কর্তব্য?'

'আনন্দ, রাজচক্রবর্তীর শরীর সম্বন্ধে যাহা কৃত হয়, তথাগতের শরীর সম্বন্ধেও তাহাই কর্তব্য।'

'দেব, চক্রবর্তী রাজার শরীর সম্বন্ধে কীরূপ কৃত হয়?'

'আনন্দ, রাজচক্রবর্তীর দেহ নতুন বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়, পরে বিহত কার্পাস দ্বারা এবং তৎপরে নতুন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। এইরূপে পাঁচশত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা রাজচক্রবর্তীর দেহ আচ্ছাদিত করিয়া লৌহ-নির্মিত তৈল দ্রোণীতে নিক্ষেপপূর্বক ওইরূপ অপর দ্রোণীদ্বারা উহা আবৃত করিয়া সর্বপ্রকার সুগন্ধ কাষ্ঠে নির্মিত চিতায় রাজচক্রবর্তীর দেহ দাহ করা হয়। চতুর্মহাপথে রাজচক্রবর্তীর স্তূপ নির্মিত হয়।

'আনন্দ, রাজচক্রবর্তীর শরীর সম্বন্ধে যে বিধি অবলম্বিত হয়, তথাগতের শরীর সম্বন্ধেও সেই বিধি অবলম্বন করিতে হইবে। চতুর্মহাপথে তথাগতের স্তূপ নির্মাণ করিতে হইবে। যাহারা উহাতে মালা, গন্ধ অথবা রঞ্জনোপকরণ স্থাপন করিবে, উহাকে অভিবাদন করিবে, অথবা উহাতে প্রসন্নচিত্ত হইবে, তাহাদের উহা দীর্ঘকাল হিত ও সুখবিধায়ক হইবে।

১২. 'আনন্দ, চারিজন স্তূপার্হ। কে কে? তথাগত অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, প্রত্যেক-বুদ্ধ, তথাগত-শ্রাবক এবং রাজচক্রবর্তী।

'আনন্দ, কোন হেতুবশত তথাগতের অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ স্তূপার্হ? "ইহাই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধের স্তূপ" এইরূপ মনে করিয়া, আনন্দ, বহুজন চিত্তকে নির্মল করণে সক্ষম হয়, তাহারা ওইস্থানে চিত্তের নির্মলতা প্রাপ্ত হইয়া মরণান্তে দেহের ধ্বংসে সুগতি লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করে। আনন্দ, এই হেতু তথাগত অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ স্তূপার্হ।

'আনন্দ, কোন হেতুবশত প্রত্যেক-সম্বুদ্ধ স্তূপার্হ? "ইহাই ভগবান প্রত্যেক সম্বুদ্ধের স্তূপ" এইরূপ চিন্তা করিয়া, আনন্দ, বহুজন-চিত্তকে নির্মল করণে সক্ষম হয়, তাহারা ওইস্থানে চিত্তের নির্মলতা প্রাপ্ত হইয়া মরণান্তে দেহের ধ্বংসে সুগতি লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করে। আনন্দ, এই হেতু প্রত্যেক সম্বুদ্ধ স্তূপার্হ।

'আনন্দ, কোন হেতুবশত তথাগত-শ্রাবক স্তূপার্হ? "ইহাই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধের শ্রাবক স্তূপ" এইরূপ চিন্তা করিয়া আনন্দ বহুজন চিত্তকে নির্মল করণে সক্ষম হয়, তাহারা ওইস্থানে চিত্তের নির্মলতা প্রাপ্ত হইয়া মরণান্তে দেহের ধ্বংসে সুগতি লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করে। 'আনন্দ, এই হেতু তথাগত-শ্রাবক স্তূপার্হ।'

'আনন্দ, কোন হেতুবশত রাজচক্রবর্ত্তী স্তূপার্হ? ইহাই সেই ধার্মিক ধর্মরাজের স্তূপ" এইরূপ চিন্তা করিয়া, আনন্দ, বহুজন চিত্তকে নির্মল করণে সক্ষম হয়, তাহারা ওইস্থানে চিত্তের নির্মলতা প্রাপ্ত হইয়া মরণান্তে দেহের

ধ্বংসে সুগতি লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করে। আনন্দ, এই হেতু রাজাচক্রবর্তী স্তূপার্হ।

'আনন্দ, এই চারিজন স্তূপার্হ।'

১৩. অনন্তর আনন্দ বিহারে প্রবেশপূর্বক কপিশীর্ষ অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন : "আমি এখনও শিক্ষার্থী, এখনও আমার নিজের সম্পূর্ণতার জন্য প্রয়াস করিতে হইবে। আমার প্রতি কৃপাবান ভগবানের পরিনির্বাণ হইবে।"

তখন ভগবান একজন ভিক্ষুকে বলিলেন :

'ভিক্ষু, যাও, আমার নাম করিয়া আনন্দকে বলো "আনন্দ, শাস্তা আপনাকে আহ্বান করিতেছেন।"

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া সেই ভিক্ষু ভগবানের নিকট সম্মতি জ্ঞাপনপূর্বক আয়ুষ্মান আনন্দের সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে বলিল, 'ভ্রাত আনন্দ, শাস্তা আপনাকে আহ্বান করিতেছেন।'

'উত্তম, কহিয়া আনন্দ ভগবানের সমীপে উপনীত হইয়া ভগবানকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন।

১৪. তখন ভগবান আনন্দকে বলিলেন :

'আনন্দ, ক্ষান্ত হও; শোক করিও না, বিলাপ করিও না। আমি কি তোমাকে ইতিপূর্বে বলি নাই যে, যে সকল বস্তু আমাদের প্রিয়, মনোজ্ঞ, তাহাদের ধর্মই এই যে আমরা তাহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিব? তবে, আনন্দ, ইহা কী প্রকারে সম্ভব যে, যাহা জাত, ভূত, গঠিত এবং ক্ষয়ধর্মসম্পন্ন, তাহা বিনষ্ট হইবে না? ইহা অসম্ভব। আনন্দ, তুমি দীর্ঘকাল অপরিবর্তনীয় ও অপরিমেয় প্রীতিপূর্ণ চিন্তা ও কর্মদ্বারা আমার অতিশয় প্রিয় হইয়াছ, আনন্দ, তুমি কৃতপুণ্য, প্রধানের অনুশীলনে রত হও, অবিলম্বে অনাসব হইবে।'

১৫. তৎপরে ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন :

'ভিক্ষুগণ, আনন্দ, যেরূপ আমার পরম ভক্ত উপস্থাপক, সেইরূপ অতীত কালে যাঁহারা অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সকল ভগবানেরও পরম ভক্ত উপস্থাপক ছিল। ভিক্ষুগণ, যাঁহারা ভবিষ্যতে অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হইবেন, ওই সকল ভগবানেরও আনন্দেরই ন্যায় উপস্থাপক লাভ হইবে।

'ভিক্ষুগণ, আনন্দ পণ্ডিত, তিনি জানেন : "ইহাই তথাগতকে দর্শনার্থ ভিক্ষুদিগের যাইবার সময়, ইহা ভিক্ষুণীদিগের, ইহা উপাসকদিগের, ইহা উপাসিকাদিগের, ইহা রাজার, ইহা অমাত্যগণের, ইহা তীর্থিয়গণের, ইহা

তীর্থিয়-শ্রাবকগণের যাইবার সময়।”

১৬. ‘ভিক্ষুগণ, আনন্দের চারিটি আশ্চর্য অদ্ভুত গুণ আছে। কী কী?

‘যদি ভিক্ষু-পরিষদ আনন্দের দর্শনার্থ গমন করেন, দর্শন মাত্রেই পরিষদ আনন্দিত হন, যদি সেইস্থানে আনন্দ ধর্মালোচনা করেন তাহা হইলেও পরিষদ আনন্দিত হন, আনন্দ বাক্যালাপে বিরত হইলে ভিক্ষু-পরিষদ তৃপ্তি লাভ করেন না।’

‘ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুণী-পরিষদ আনন্দের দর্শনার্থ গমন করেন, উপাসক-পরিষদ আনন্দের দর্শনার্থ গমন করেন, উপাসিকা-পরিষদ আনন্দের দর্শনার্থ গমন করেন, দর্শন মাত্রেই পরিষদ আনন্দিত হয়, যদি সে স্থানে আনন্দ ধর্মালোচনা করেন, তাহা হইলেও পরিষদ আনন্দিত হন, আনন্দ বাক্যালাপে বিরত হইলে পরিষদ তৃপ্তি লাভ করেন না।’

‘ভিক্ষুগণ, রাজচক্রবর্তীর চারিটি আশ্চর্য অদ্ভুত গুণ আছে।’

‘ভিক্ষুগণ, যদি ক্ষত্রিয়-পরিষদ রাজচক্রবর্তীর দর্শনার্থ গমন করেন, ব্রাহ্মণ-পরিষদ রাজচক্রবর্তীর দর্শনার্থ গমন করেন, গৃহপতি-পরিষদ রাজচক্রবর্তীর দর্শনার্থ গমন করেন, শ্রমণ-পরিষদ রাজচক্রবর্তীর দর্শনার্থ গমন করেন, দর্শন মাত্রেই পরিষদ আনন্দিত হন, যদি সেস্থানে রাজচক্রবর্তী বাক্যালাপ করেন, তাহা হইলেও পরিষদ আনন্দিত হন, তিনি বাক্যালাপে বিরত হইলে পরিষদ তৃপ্তি লাভ করেন না।

‘এইরূপই, ভিক্ষুগণ, আনন্দের চারিটি আশ্চর্য অদ্ভুত গুণ আছে। যদি ভিক্ষু-পরিষদ আনন্দের দর্শনার্থ গমন করেন, ভিক্ষুণী-পরিষদ আনন্দের দর্শনার্থ গমন করেন, উপাসক-পরিষদ আনন্দের দর্শনার্থ গমন করেন, উপাসিকা-পরিষদ আনন্দের দর্শনার্থ গমন করেন, দর্শন মাত্রেই পরিষদ আনন্দিত হন, যদি আনন্দ সেস্থানে ধর্মালাপ করেন তাহা হইলেও পরিষদ আনন্দিত হন, আনন্দ বাক্যালাপে বিরত হইলে পরিষদ তৃপ্তি লাভ করেন না।’

‘ভিক্ষুগণ, আনন্দের এই চারিটি আশ্চর্য অদ্ভুত গুণ আছে।’

১৭. এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলিলেন, ‘দেব, এই ক্ষুদ্র, পরিত্যক্ত, শাখানগরে যেন ভগবান পরিনির্বৃত না হন। অন্যান্য মহানগরসমূহ বিদ্যমান; যথা : চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত কৌশাম্বি, বারাণসী। এই সকলের যেকোনো স্থানে ভগবানের পরিনির্বাণ হউক, এই সকল স্থানের বহু ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতি মহাশালগণ তথাগতে অভিপ্রসন্ন, তাঁহারা তথাগতের শরীর পূজা করিবেন।’

'আনন্দ, ইহা ক্ষুদ্র, পরিত্যক্ত, শাখানগর, এরূপ কথা বলিও না।'

১৮. 'আনন্দ, পূর্বকালে মহাসুদর্শন নামে রাজা ছিলেন। তিনি রাজচক্রবর্তী, ধার্মিক, ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্ন সমন্বিত ছিলেন। আনন্দ, এই কুশিনারা কুশাবতী নামে রাজা মহাসুদর্শনের রাজধানী ছিল; উহা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দৈর্ঘে দ্বাদশ যোজন পরিমিত ছিল, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সপ্ত যোজন বিস্তৃত ছিল।

'আনন্দ, কুশাবতী রাজধানী সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, মনুষ্যাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ ছিল। আনন্দ, যেরূপ দেবতাদিগের আলকনন্দা নামক রাজধানী, সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, যক্ষাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ; সেইরূপ রাজধানী কুশাবতী সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল মনুষ্যাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ ছিল।'

'আনন্দ, রাজধানী কুশাবতী দিবা-রাত্রি অবিশ্রান্ত দশবিধ শব্দে ধ্বনিত হইত; যথা : হস্তীশব্দ, রথশব্দ, ভেরীশব্দ, মৃদঙ্গশব্দ, বীণাশব্দ, গীতশব্দ, করতালশব্দ, খঞ্জনীশব্দ, "আহার করো, পান করো, চর্বণ কর" ইত্যাদি দশবিধ শব্দে ধ্বনিত হইত।

১৯. 'আনন্দ, যাও, কুশিনারায় প্রবেশপূর্বক তত্রস্থ মল্লগণের নিকট ঘোষণা করো : "বাশিষ্ঠগণ, আজ রাত্রির পশ্চিম যামে তথাগতের পরিনির্বাণ হইবে। বাশিষ্ঠগণ, নির্গত হও! নির্গত হও! পরে অনুতাপ করিয়া বলিও না—"আমাদিগের আপন গ্রামক্ষেত্রে তথাগতের পরিনির্বাণ হইল, আমরা অন্তিমকালে তথাগতের দর্শন লাভ করিলাম না।"

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন ও পরিচ্ছদ পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর হস্তে একাকী কুশিনারায় প্রবেশ করিলেন।

২০. ওই সময় কুশিনারার মল্লগণ কোনো কার্যোপলক্ষে মন্ত্রণাসভায় সমবেত হইয়াছিল। আয়ুষ্মান আনন্দ তাহাদের মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত হইয়া মল্লগণের নিকট ঘোষণা করিলেন :

'বাশিষ্ঠগণ, অদ্য রাত্রির পশ্চিম যামে তথাগতের পরিনির্বাণ হইবে। বাশিষ্ঠগণ, নির্গত হও, নির্গত হও! পরে অনুতাপ করিয়া বলিও না, "আমাদিগের আপন গ্রামক্ষেত্রে তথাগতের পরিনির্বাণ হইল, আমরা অন্তিমকালে তথাগতের দর্শন লাভ করিলাম না।"

২১. আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট এইরূপ শ্রবণ করিয়া মল্লগণ এবং তাহাদের পুত্র, বধূ ও ভার্যাগণ শোকার্ত, দুর্মনা হইয়া দুঃখ-পীড়িত চিত্তে কেহ কেহ আলুলায়িত কেশে ক্রন্দন করিতে লাগিল, প্রসারিত বাহু হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে পতিত হইয়া অবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল :

'অতি শীঘ্র ভগবানের পরিনির্বাণ হইবে, অতি শীঘ্র সুগতের পরিনির্বাণ হইবে, অতি শীঘ্র জগতের আলোক নির্বাপিত হইবে।'

তৎপরে মল্লগণ পুত্র-বধূ-ভার্যাগণসহ শোকার্ত, দুর্মনা ও দুঃখপীড়িত হইয়া উপবর্তনে মল্লদিগের শালবনে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হইল।

২২. তখন আয়ুষ্মান আনন্দের মনে এইরূপ হইল :

'যদি আমি মল্লগণকে এক এক করিয়া ভগবানকে বন্দনা করিতে দিই, রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইবে, তথাপি মল্লদিগের ভগবান-বন্দনা শেষ হইবে না। অতএব আমি মল্লগণকে তাহাদের কুলক্রমানুসারে স্থাপিত করিয়া ভগবানের বন্দনার অবসর দিব :

"দেব, এই নামবিশিষ্ট মল্ল সপুত্র, সভার্যা, সপরিষদ, সামাত্য ভগবানের পাদে মস্তক নত করিতেছেন।"

অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ কুশিনারার মল্লগণকে কুলক্রমানুসারে স্থাপিত করিয়া ভগবানকে বন্দনা করিতে দিলেন : 'দেব, এই নামবিশিষ্ট মল্ল সপুত্র, সভার্যা, সপরিষদ, সামাত্য, ভগবানের পাদে মস্তক নত করিতেছেন।'

এইরূপে আয়ুষ্মান আনন্দ রাত্রির প্রথম যামেই কুশিনারার মল্লগণকে ভগবানের বন্দনা করাইলেন।

২৩. ওই সময়ে সুভদ্র নামক পরিব্রাজক কুশিনারায় বাস করিতেছিলেন। তিনি শুনিলেন : 'অদ্য রাত্রির পশ্চিম যামে শ্রমণ গৌতমের পরিনির্বাণ হইবে।'

তখন পরিব্রাজক সুভদ্র চিন্তা করিলেন :

'আমি অভিজ্ঞ বয়োবৃদ্ধ আচার্য প্রাচার্যগণকে বলিতে শুনিয়াছি : "তথাগত অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধগণ কদাচিৎ কখন জগতে আবির্ভূত হন।" অথচ অদ্য রাত্রির পশ্চিম যামে শ্রমণ গৌতমের পরিনির্বাণ হইবে। আমার মনে সংশয় উৎপন্ন হইয়াছে, তথাপি শ্রমণ গৌতমে আমার এতই শ্রদ্ধা যে, আমি আশা করি তিনি এরূপভাবে সত্যকে উপস্থাপিত করিবেন যাহাতে আমার সংশয় দূরীভূত হয়।'

২৪. তখন পরিব্রাজক সুভদ্র উপবর্তনে মল্লদিগের শালবনে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন :

'আনন্দ, আমি অভিজ্ঞ বয়োবৃদ্ধ আচার্য প্রাচার্যগণকে বলিতে শুনিয়াছি : "তথাগত অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধগণ কদাচিৎ কখন জগতে আবির্ভূত হন।" অথচ অদ্য রাত্রির পশ্চিম যামে শ্রমণ গৌতমের পরিনির্বাণ হইবে। আমার মনে

সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তথাপি শ্রমণ গৌতমের প্রতি আমার এতই শ্রদ্ধা যে, আমি আশা করি তিনি আমাকে এরূপভাবে ধর্মোপদেশ দিবেন যাহাতে আমার সংশয় দূরীভূত হয়। আনন্দ, আমি শ্রমণ গৌতমের দর্শন প্রার্থী।'

সুভদ্র এইরূপ কহিলে আয়ুষ্মান আনন্দ তাঁহাকে বলিলেন, 'সৌম্য সুভদ্র, ক্ষান্ত হও, তথাগতকে কষ্ট দিও না, ভগবান ক্লান্ত।'

দ্বিতীয়বার পরিব্রাজক সুভদ্র... তৃতীয়বার পরিব্রাজক সুভদ্র আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন :

'আনন্দ, আমি অভিজ্ঞ বয়োবৃদ্ধ আচার্য প্রাচার্যগণকে বলিতে শুনিয়াছি : "তথাগত অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধগণ কদাচিৎ কখন জগতে আবির্ভূত হন।" অথচ অদ্য রাত্রির পশ্চিম যামে শ্রমণ গৌতমের পরিনির্বাণ হইবে। আমার মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তথাপি শ্রমণ গৌতমে আমার এতই শ্রদ্ধা যে, আমি আশা করি তিনি আমাকে এরূপভাবে ধর্মোপদেশ দিবেন যাহাতে আমার সংশয় দূরীভূত হয়। আনন্দ, আমি শ্রমণ গৌতমের দর্শন প্রার্থী।'

তৃতীয়বারও আয়ুষ্মান আনন্দ পরিব্রাজক সুভদ্রকে বলিলেন, 'সৌম্য সুভদ্র, ক্ষান্ত হও, তথাগতকে কষ্ট দিও না, ভগবান ক্লান্ত।'

২৫. ভগবান পরিব্রাজক সুভদ্রের সহিত আয়ুষ্মান আনন্দের এই কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। অনন্তর ভগবান আনন্দকে সম্বোধন করিলেন :

'আনন্দ, ক্ষান্ত হও, সুভদ্রকে বাধা দিও না, তথাগতের দর্শনার্থ, তাহাকে আসিতে দাও। সুভদ্র জ্ঞানান্বেষী হইয়া আমাকে প্রশ্ন করিবে আমাকে বিরক্ত করিবার জন্য নয়; জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি তাহাকে যে উত্তর দিব তাহা তৎক্ষণাৎ তাহার বোধ্য হইবে।'

তখন আয়ুষ্মান আনন্দ পরিব্রাজক সুভদ্রকে বলিলেন, সৌম্য সুভদ্র, তুমি যাও, ভগবান তোমাকে অনুমতি দিয়াছেন।'

২৬. অনন্তর পরিব্রাজক সুভদ্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সহৃদয়তা এবং সৌজন্যসূচক বাক্যালাপান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরে সুভদ্র ভগবানকে বলিলেন :

'হে গৌতম, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ সংঘী, গণী, গণাচার্য, সুবিজ্ঞাত, যশস্বী, তীর্থকর, সাধুরূপে বহুজনাদৃত; যথা : পূরণ কশ্যপ, মক্ষলি গোশাল, অজিত-কেশকম্বলী, পকুধ-কচ্চায়ন, সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্র, নিগণ্ঠ নাথপুত্র তাঁহারা কী স্ব স্ব মতানুসারী হইয়া পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন অথবা করেন নাই? অথবা কেহ কেহ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ করেন নাই?'

'সুভদ্র, ক্ষান্ত হও, এরূপ প্রশ্নের প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে

ধর্মোপদেশ দিব, শ্রবণ করো, মনঃসংযোগ করো, আমি বলিতেছি।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া সুভদ্র সম্মত হইলেন। তখন ভগবান বলিলেন :

২৭. সুভদ্র, যে ধর্ম-বিনয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অস্তিত্ব নাই, সে ধর্ম-বিনয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণির শ্রমণও নাই;[১] সুভদ্র, যে ধর্ম-বিনয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অস্তিত্ব আছে, সে ধর্ম-বিনয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, অথবা চতুর্থ শ্রেণির শ্রমণও আছে। সুভদ্র, এই ধর্ম-বিনয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অস্তিত্ব আছে; সুভদ্র, ইহাতেই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণির শ্রমণ বিদ্যমান। অন্যান্য ধর্মমতসমূহ শ্রমণশূন্য, সুভদ্র এই ধর্মে ভিক্ষুগণ যথার্থ জীবন-যাপন করিতে পারেন, এবং সে ক্ষেত্রে জগৎ অর্হৎ শূন্য হইবে না।

সুভদ্র, একোনত্রিংশ বৎসর বয়সে কুশলের অন্বেষণে আমি প্রব্রজিত হইয়াছিলাম।

সুভদ্র, আমার প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় হইতে আজ পর্যন্ত পঞ্চাশৎ বৎসরের অধিক হইয়াছে, ওই সময় ব্যাপিয়া আমি ন্যায়-ধর্মের প্রদেশ-বর্তী হইয়াছি।

এই ধর্মের বাহিরে শ্রমণ নাই!

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ কোনো শ্রেণিরই শ্রমণ নাই। অপরাপর ধর্মমত শ্রমণশূন্য; সুভদ্র, এই ধর্মে ভিক্ষুগণ যথার্থ জীবন-যাপন করিতে পারেন, এবং সে ক্ষেত্রে জগৎ অর্হৎশূন্য হইবে না।'

২৮. এইরূপ কথিত হইলে পরিব্রাজক সুভদ্র ভগবানকে বলিলেন : 'উত্তম, দেব, উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, পথভ্রান্ত পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপই ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। দেব, আমি ভগবানের, ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণ লইতেছি। আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার প্রার্থী।'

'সুভদ্র, পূর্বে অন্য মতাবলম্বী হইয়া যদি কেহ এই ধর্ম-বিনয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার প্রার্থী হয়, তাহাকে চারি মাস শিক্ষার্থীরূপে অতিবাহিত করিতে হয়, পরে আরব্ধ-চিত্ত ভিক্ষুগণ তাঁহাকে ভিক্ষু হইবার নিমিত্ত প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করেন। তথাপি এই বিষয়ে আমি মনুষ্যের মধ্যে পার্থক্য জ্ঞাত আছি।'

---

[১]। এইস্থানে স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হৎ এই চারি শ্রেণীর শ্রমণ উক্ত হইয়াছে।

২৯. 'দেব, পূর্বের অন্য মতাবলম্বীগণ এই ধর্ম-বিনয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার প্রার্থী হইলে যদি তাঁহাদিগকে চারি মাস পরিবাস করিতে হয় এবং পরে আরদ্ধ-চিত্ত ভিক্ষুগণ তাঁহাদিগকে ভিক্ষু হইবার নিমিত্ত প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করেন, তাহা হইলে আমি চারি বৎসর পরিবাসের নিমিত্ত প্রস্তুত আছি, চারি বৎসরের অন্তে আরদ্ধ-চিত্ত ভিক্ষুগণ আমাকে ভিক্ষু হইবার নিমিত্ত প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করুন।'

তখন ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, 'তাহা হইলে, আনন্দ, সুভদ্রকে প্রব্রজ্যা দাও।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ সম্মত হইলেন।

৩০. অতঃপর পরিব্রাজক সুভদ্র আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন :

'আনন্দ, আপনাদের লাভ অসামান্য, সৌভাগ্য মহৎ; এই ধর্ম-বিনয়ে স্বয়ং বুদ্ধের হস্ত হইতে সংঘভুক্ত শিষ্যত্বের বারি আপনাদের উপর বর্ষিত হইয়াছে।'

পরিব্রাজক সুভদ্র ভগবানের নিকট হইতে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন এবং একাকী, নির্জনরত, অপ্রমত্ত, উৎসাহী, প্রহিতাত্মা হইয়া অচিরে কুলপুত্রগণ যাহা লাভ করিবার জন্য সম্যকরূপে গৃহত্যাগপূর্বক গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য-সিদ্ধি এই জগতেই স্বয়ং উপলব্ধি এবং সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন : 'জাতি ধ্বংস হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হইয়াছে, কর্তব্য সম্পাদিত হইয়াছে, পুনর্জন্ম আর নাই' এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন।

আয়ুষ্মান সুভদ্র অর্হৎদিগের অন্যতর হইলেন।

তিনিই ভগবানের সর্বশেষ সাক্ষাৎ-শ্রাবক হইলেন।

হিরণ্যবতিয়-ভাণবার সমাপ্ত

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.১. অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, 'আনন্দ, তোমাদের মনে এরূপ হইতে পারে : "প্রাবচন-বক্তা আর নাই, আমাদের শাস্তা আর নাই।" কিন্তু, আনন্দ, এই বিষয়কে সেরূপভাবে দেখিবে না। আনন্দ, আমি যে ধর্ম ও বিনয় উপদেশ দিয়াছি ও ঘোষণা করিয়াছি, আমার দেহান্তে তাহাই তোমাদের শাস্তা।

২. 'আনন্দ, বর্তমানে যেরূপ ভিক্ষুগণ পরস্পরকে 'আবুস' কহিয়া সম্বোধন করে, আমার দেহান্তে তাহারা যেন সেরূপ না করে। আনন্দ,

নবদীক্ষিত ভিক্ষু থেরতর ভিক্ষু কর্তৃক নাম, গোত্র অথবা 'আবুস' বাক্য দ্বারা সম্বোধিত হইবেন, থেরতর ভিক্ষু নবদীক্ষিত ভিক্ষু কর্তৃক 'ভন্তে' অথবা 'আয়ুষ্মান' বাক্যের দ্বারা সম্বোধিত হইবেন।

৩. 'আনন্দ, আমার দেহান্তে, সংঘ ইচ্ছানুরূপে ক্ষুদ্র ও অপ্রধান বিধিসমূহের বর্জন করিতে পারেন।'

৪. 'আনন্দ, আমার দেহান্তে ভিক্ষু ছন্নকে[১] ব্রহ্মদণ্ড দিতে হইবে।

'দেব, ব্রহ্মদণ্ড কী?'

'আনন্দ, ভিক্ষু ছন্ন যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন, ভিক্ষুগণ তাঁহার সহিত বাক্যালাপও করিবে না, তাঁহাকে উপদেশও দিবে না, তাঁহার অনুশাসনও করিবে না।'

৫. তদনন্তর ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন :

'ভিক্ষুগণ, তোমাদের মধ্যে কাহারও মনে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, মার্গ অথবা বিধি সম্বন্ধে সংশয় অথবা বিমতি থাকিতে পারে। ভিক্ষুগণ, জিজ্ঞাসা করো। পরে অনুতপ্ত হইয়া কহিও না : "শাস্তা আমাদের সম্মুখেই ছিলেন, তথাপি আমরা সম্মুখে তাঁহাকে কোনো প্রশ্নই করি নাই।"

ভিক্ষুগণ নীরব রহিলেন।

দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ভগবান ভিক্ষুগণকে বলিলেন :

'তোমাদের মধ্যে কাহারও মনে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, মার্গ অথবা বিধি সম্বন্ধে সংশয় অথবা বিমতি থাকিতে পারে। ভিক্ষুগণ, জিজ্ঞাসা করো। পরে অনুতপ্ত হইয়া কহিও না : "শাস্তা আমাদের সম্মুখেই ছিলেন, তথাপি আমরা সম্মুখে তাঁহাকে কোনো প্রশ্নই করি নাই।"

তখনও ভিক্ষুগণ নীরব রহিলেন।

তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে বলিলেন :

'ভিক্ষুগণ, এরূপ হইতে পারে যে, তোমরা শাস্তার প্রতি সম্মানবশত কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছ না। এরূপ ক্ষেত্রে তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট জ্ঞাপন করো।'

তথাপি ভিক্ষুগণ নীরব রহিলেন।

৬. তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলিলেন :

---

[১]। এই ভিক্ষু অবাধ্য ও উন্মার্গগামী ছিলেন। এক সময়ে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের মধ্যে বিবাদ হইলে তিনি ভিক্ষুণীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অবিমৃশ্যকারিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মদণ্ডের প্রয়োগে তাঁহার গর্ব খর্ব হইয়াছিল।

'দেব, আশ্চর্য! অদ্ভুত! এই ভিক্ষুসংঘে আমার শ্রদ্ধা এতই গভীর যে, ইহাতে আমি এখন একজন ভিক্ষুও দেখিতেছি না যাঁহার বুদ্ধে, ধর্মে, সংঘে, মার্গে এবং বিধিসমূহে কোনো সংশয় অথবা বিমতি আছে।'

'আনন্দ, তুমি শ্রদ্ধার গভীরতায় ইহা বলিতেছ। কিন্তু, আনন্দ, তথাগত নিশ্চিত জানেন যে এই সমগ্র ভিক্ষুমণ্ডলে এমন কোনো ভিক্ষু নাই যিনি বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, মার্গ অথবা বিধিসমূহ সম্বন্ধে সংশয় অথবা বিমতি পোষণ করেন। আনন্দ, এই পাঁচশত ভিক্ষুদিগের মধ্যে যিনি সর্বপশ্চাতে তিনিও স্রোতাপন্ন, দুঃখজনক পুনরুৎপত্তি হইতে মুক্ত এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'

৭. তৎপরে ভগবান ভিক্ষুদিগকে বলিলেন :

'ভিক্ষুগণ, শ্রবণ করো, "ধ্বংসই সর্বপ্রকার মিশ্র পদার্থের ধর্ম। যত্নসহকারে নিজের মুক্তির মার্গ পরিষ্কৃত করো।"

ইহাই তথাগতের শেষ বাক্য।

৮. অনন্তর ভগবান প্রথম ধ্যানে প্রবেশ করিলেন। উহা হইতে দ্বিতীয় ধ্যানে, উহা হইতে তৃতীয় ধ্যানে, উহা হইতে চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ করিলেন। চতুর্থ ধ্যান হইতে 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' সমাপত্তিতে, উহা হইতে 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন', উহা হইতে 'আকিঞ্চন-আয়তন', উহা হইতে 'নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা' আয়তন, উহা হইতে 'সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ' সমাপত্তিতে প্রবেশ করিলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে বলিলেন :

'দেব অনুরুদ্ধ, ভগবান পরিনির্বৃত।'

'সৌম্য আনন্দ, ভগবান পরিনির্বৃত নহেন, তিনি সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ সমাপত্তি লাভ করিয়াছেন।'

৯. অনন্তর ভগবান সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ সমাপত্তি হইতে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা আয়তন, উহা হইতে আকিঞ্চন আয়তন, উহা হইতে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, উহা হইতে আকাশ-অনন্ত-আয়তন, উহা হইতে চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হইলেন, উহা হইতে তৃতীয় ধ্যান, উহা হইতে দ্বিতীয় ধ্যান, উহা হইতে প্রথম ধ্যানে উপনীত হইলেন। প্রথম ধ্যান হইতে দ্বিতীয় ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান হইতে তৃতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান হইতে চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হইলেন। সেই মুহূর্তেই ভগবানের পরিনির্বাণ হইল।

১০. ভগবান পরিনির্বৃত হইলে সেই মুহূর্তেই ভীষণ লোমহর্ষক প্রবল ভূমিকম্প হইল, বজ্রপাত হইল।

সেই মুহূর্তেই ব্রহ্মা সহম্পতি এই গাথা বলিলেন :

'জগতের সর্বপ্রাণীই দেহত্যাগ করিবে,
যেরূপ জগতের এতাদৃশ অপ্রতিম
শাস্তা বলসম্পন্ন তথাগত সম্বুদ্ধ
পরিনির্বৃত হইয়াছেন।'

তৎক্ষণেই দেবেন্দ্র শক্র এই গাথা বলিলেন :

'সংস্কারসমূহ অনিত্য' তাহারা
উৎপত্তি ও বিনাশশীল; উৎপন্ন
হইয়া তাহারা ধ্বংসে পর্যবসিত
হয়, তাহাদের উপশমই সুখ।'

তৎক্ষণেই আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ এই গাথাগুলি বলিলেন :

'যখন শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত নিষ্কম্প
মুনি প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন
স্থিতচিত্ত তথাগতের আশ্বাস-
প্রশ্বাস ছিল না। তিনি অবিচলিত
চিত্তে বেদনা সহ্য করিয়াছিলেন,
দীপের নির্বাণের ন্যায় তাঁহার
চিত্তের বিমুক্তি হইয়াছিল।'

তৎক্ষণেই আয়ুষ্মান আনন্দ এই গাথা বলিলেন :

'সর্বসৌন্দর্যাকর সম্বুদ্ধের
পরিনির্বাণে মহাভয় ও রোমহর্ষ
অনুভূত হইল।'

ভগবান পরিনির্বাণে প্রবেশ করিলে যে সকল ভিক্ষু রাগমুক্ত ছিলেন না, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাহু প্রসারিত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, সাষ্টাঙ্গে ভূমিতে পতিত ও অবলুণ্ঠিত হইলেন : 'অতি শীঘ্র ভগবান সুগত পরিনির্বৃত হইয়াছেন, অতি শীঘ্র জগতের আলোক অন্তর্হিত হইয়াছে।

যে সকল ভিক্ষু বীতরাগ ছিলেন তাঁহারা স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকারে 'সংস্কারসমূহ অনিত্য, কিরূপে ইহার অন্যথা হইবে!' চিন্তা করিয়া সহ্য করিলেন।

১১. অনন্তর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন :

'বন্ধুগণ, ক্ষান্ত হও, শোক করিও না, বিলাপ করিও না। ভগবান কি পূর্বেই বলেন নাই যে, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় সকল বস্তুরই স্বভাব এই যে আমাদিগকে তৎসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে?

তাহা হইলে ইহা কী প্রকারে সম্ভব যে, যাহা জাত, ভূত, গঠিত এবং ক্ষয়ধর্মসম্পন্ন তাহার বিনাশ হইবে না? ইহা অসম্ভব। দেবগণ বিরক্ত হইতেছেন।'

'কিন্তু, ভন্তে, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ কোন প্রকার দেবগণের কথা মনে করিতেছেন?'

'আনন্দ, আকাশে পৃথিবীসংজ্ঞী দেবগণ আছেন, তাঁহারা আলুলায়িত কেশে ক্রন্দন করিতেছেন, প্রসারিত বাহু হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে পতিত ও অবলুণ্ঠিত হইয়া "অতি শীঘ্র ভগবান সুগত পরিনির্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন, অতি শীঘ্র জগতের আলোক নির্বাপিত হইয়াছে" কহিয়া বিলাপ করিতেছেন।

'আনন্দ, পৃথিবীতে পৃথিবী-সংজ্ঞী দেবগণ আছেন, তাঁহারা আয়ুলায়িত কেশ, প্রসারিত বাহু এবং সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে পতিত ও অবলুণ্ঠিত হইয়া "অতি শীঘ্র ভগবান সুগত পরিনির্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন, অতি শীঘ্র জগতের আলোক নির্বাপিত হইয়াছে" কহিয়া ক্রন্দন করিতেছেন।'

'কিন্তু যে সকল দেবতা বীতরাগ তাঁহারা স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকারে 'সংস্কারসমূহ অনিত্য, কিরূপে ইহার অন্যথা হইবে? চিন্তা করিয়া সহ্য করিতেছেন।

১২. অতঃপর মাননীয় অনুরুদ্ধ ও আনন্দ অবশিষ্ট রাত্রি ধর্মালোচনায় অতিবাহিত করিলেন। পরে অনুরুদ্ধ আনন্দকে বলিলেন :

'আনন্দ, যাও, কুশিনারায় প্রবেশপূর্বক তত্রস্থ মল্লগণের নিকট ঘোষণা করো : "বাশিষ্ঠগণ, ভগবান পরিনির্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন, যাহা ক্ষেত্রোচিত তাহার অনুষ্ঠান করো।"

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপনপূর্বক পূর্বাহ্নে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পাত্র-চীবর হস্তে একাকী কুশিনারায় প্রবেশ করিলেন।

ওই সময়ে কুশিনারায় মল্লগণ মন্ত্রণা সভায় সমবেত হইয়া ওই বিষয়েরই আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। আনন্দ সভায় উপস্থিত হইয়া মল্লগণকে বলিলেন, 'বাশিষ্ঠগণ, ভগবান পরিনির্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন। এক্ষণে যাহা ক্ষেত্রোচিত তাহার অনুষ্ঠান করো।'

আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট এইরূপ শ্রবণ করিয়া মল্লগণ এবং তাহাদের পুত্র, বধূ ও ভার্যাগণ শোকার্ত ও দুর্মনা হইয়া দুঃখপীড়িত চিত্তে কেহ কেহ আলুলায়িত কেশ ও প্রসারিত বাহু হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল; 'অতি শীঘ্র ভগবানের পরিনির্বাণ হইয়াছে, অতি শীঘ্র সুগতের পরিনির্বাণ হইয়াছে, অতি

শীঘ্র জগতের আলোক নিষ্প্রভ হইয়াছে!' কহিয়া সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে পতিত ও অবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

১৩. তৎপরে কুশিনারার মল্লগণ ভৃত্যগণকে আদেশ দিল : 'সুগন্ধি দ্রব্য, পুষ্পমাল্য ও কুশিনারার সমস্ত বাদ্যভাণ্ড সংগ্রহ করো।'

ওই সকল সুগন্ধি দ্রব্য, পুষ্পমাল্য এবং বাদ্য-যন্ত্রাদিসহ পাঁচশত খণ্ড পরিচ্ছদের বস্ত্র লইয়া মল্লগণ উপবর্তনে তাহাদের শালবনে যেখানে ভগবানের দেহ রক্ষিত ছিল তথায় গমন করিল। সেখানে তাহারা নৃত্য, স্তুতিগান, বাদ্য, পুষ্পমাল্য ও সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা ভগবানের পার্থিব অবশেষের পূজার্চনায় এবং পরিচ্ছদ বস্ত্র সাহায্যে চন্দ্রাতপ নির্মাণ ও ইহাতে লম্বিত করিবার জন্য প্রসাধক মাল্যাদি প্রস্তুত করিয়া সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিল।

তৎপরে মল্লগণ চিন্তা করিল :

"অদ্য আর ভগবানের দেহ দাহ করিবার সময় নাই। আগামীকল্য দাহ করিব।" অতঃপর ভগবানের দেহের পূজার্চনায় দ্বিতীয় দিবসও পূর্বোক্তরূপে অতিবাহিত হইল; তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবসও একই প্রকারে অতিবাহিত হইল।

১৪. সপ্তম দিবসে মল্লগণ চিন্তা করিল :

'আমরা নৃত্য, গীত, বাদ্য, মালা, গন্ধাদি দ্বারা ভগবানের দেহের পূজা ও অর্চনা করিতে করিতে উহা দক্ষিণ দিক দিয়া বহন করিয়া নগরের বাহিরে দক্ষিণস্থ স্থানে দাহ করিব।'

ওই সময় মল্লগণের আটজন প্রধান স্নান ও নববস্ত্র পরিধান করিয়া ভগবানের দেহ উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সমর্থ হইল না।

তখন মল্লগণ অনুরুদ্ধকে বলিল, 'দেব, মল্লগণের আটজন প্রধান স্নান ও নববস্ত্র পরিধানপূর্বক ভগবানের দেহ উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সমর্থ হইল না। ইহার কী হেতু, কী প্রত্যয়?'

'বাশিষ্ঠগণ, তোমাদের অভিপ্রায় একরূপ, দেবতাগণের অন্যরূপ।'

১৫. 'দেব, দেবতাগণের অভিপ্রায় কীরূপ?'

'বাশিষ্ঠগণ, তোমাদের অভিপ্রায়ও : "আমরা নৃত্য, গীত, বাদ্য, মালা, গন্ধাদি দ্বারা ভগবানের দেহের পূজা অর্চনা করিতে করিতে উহা দক্ষিণ দিক দিয়া বহন করিয়া নগরের বাহিরে দক্ষিণস্থ স্থানে দাহ করিব।" দেবতাগণের অভিপ্রায় : "আমরা দিব্য নৃত্য, গীত, বাদ্য, মাল্য, গন্ধাদি দ্বারা ভগবানের দেহের পূজা ও অর্চনা করিতে করিতে উহা উত্তর দিক দিয়া নগরের উত্তরে

বহন করিয়া উত্তর দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করাইয়া নগরের মধ্যদেশে লইয়া গিয়া পূর্বদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া পূর্বদিকেস্থিত মল্লদিগের মকুটবন্ধন নামক চৈত্যে দাহ করিব।”

‘দেব, দেবতাগণের যেরূপ অভিপ্রায়, তাহাই হউক।’

১৬. ওই সময়ে কুশিনারা—জঞ্জাল-স্তূপ এবং অবস্কারাধার পর্যন্ত মন্দার পুষ্পের আজানু গভীর স্তুপে আবৃত হইয়াছিল। অনন্তর দেবতা ও মল্লগণ ভগবানের দেহ দিব্য ও মানুষিক নৃত্য, গীত, বাদ্য, এবং মালা গন্ধাদির দ্বারা পূজা ও অর্চনা করিতে করিতে উহা উত্তর দিক দিয়া নগরের উত্তরে বহন করিয়া উত্তর দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করাইয়া নগরের মধ্যদেশে লইয়া গিয়া পূর্বদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া পূর্বদিকে স্থিত মল্লদিগের মকুটবন্ধন নামক চৈত্যে রক্ষা করিলেন।

১৭. অতঃপর কুশিনারার মল্লগণ আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিল, ‘পূজ্য আনন্দ, তথাগতের দেহ সম্বন্ধে আমাদের কী কর্তব্য?’

‘বাশিষ্ঠগণ, রাজচক্রবর্তীর শরীর সম্বন্ধে যাহা কৃত হয়, তথাগতের শরীর সম্বন্ধেও তাহাই কর্তব্য।’

‘প্রভু আনন্দ, চক্রবর্তী রাজার শরীর সম্বন্ধে কীরূপ কৃত হয়?’

‘বাশিষ্ঠগণ, রাজচক্রবর্তীর দেহ নতুনবস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়, পরে বিহত কার্পাস দ্বারা এবং তৎপরে নতুন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। এইরূপে পাঁচশত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা রাজচক্রবর্তীর দেহ আচ্ছাদিত করিয়া লৌহনির্মিত তৈল দ্রোণীতে নিক্ষেপপূর্বক ওইরূপ অপর দ্রোণী দ্বারা উহা আবৃত করিয়া সর্বপ্রকার সুগন্ধ কাষ্ঠে নির্মিত চিতায় রাজচক্রবর্তীর দেহ দাহ করা হয়। চতুর্মহাপথে রাজচক্রবর্তীর স্তূপ নির্মিত হয়। বাশিষ্ঠগণ, রাজচক্রবর্তীর শরীর সম্বন্ধে এইরূপ উপায় অবলম্বিত হয়।

‘বাশিষ্ঠগণ, রাজচক্রবর্তীর শরীর সম্বন্ধে যাহা কৃত হয়, তথাগতের শরীর সম্বন্ধেও তাহাই কর্তব্য। চতুর্মহাপথে তথাগতের স্তূপ নির্মাণ করিতে হইবে। যাহারা উহাতে মালা, গন্ধ, অথবা রঞ্জনোপকরণ স্থাপন করিবে, উহাকে অভিবাদন করিবে, অথবা উহাতে প্রসন্নচিত্ত হইবে, তাহাদের উহা দীর্ঘকাল হিত ও সুখ বিধায়ক হইবে।’

১৮. তদনন্তর মল্লগণ ভৃত্যগণকে আদেশ করিল :

‘মল্লদিগের নিকট হইতে বিহত কার্পাস সংগ্রহ করো।’

তৎপরে মল্লগণ ভগবানের দেহ নতুন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিল, পরে বিহত কার্পাস দ্বারা এবং তৎপরে নতুন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিল। এইরূপে

পাঁচশত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ভগবানের দেহ আচ্ছাদিত করিয়া লৌহনির্মিত তৈল দ্রোণীতে নিক্ষেপপূর্বক ওইরূপ অপর দ্রোণীর দ্বারা উহা আবৃত করিয়া সর্বপ্রকার সুগন্ধ কাষ্ঠে নির্মিত চিতায় স্থাপিত করিল।

১৯. ওই সময় আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত পাবা হইতে কুশিনারার পথে চলিবার কালে মার্গ হইতে অপসৃত হইয়া এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট ছিলেন।

ওই সময়েই জনৈক আজীবক কুশিনারা হইতে মন্দার পুষ্প সংগ্রহ করিয়া পাবাভিমুখী পথে চলিতেছিলেন।

আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ দূর হইতে আজীবককে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'আয়ুষ্মান, আপনি অবশ্যই আমাদের শাস্তাকে জানেন?'

'জানি। অদ্য সপ্তাহ হইল শ্রমণ গৌতম পরিনির্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন। সেই কারণেই এই মন্দার পুষ্প আমি প্রাপ্ত হইয়াছি।'

ভিক্ষুদিগের মধ্যে যাঁহারা রাগমুক্ত ছিলেন না, তাঁহাদের কেহ কেহ বাহু প্রসারিত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; 'অতি শীঘ্র ভগবান সুগত পরিনির্বৃত হইয়াছেন, অতি শীঘ্র জগতের আলোক অন্তর্হিত হইয়াছে' কহিয়া সাষ্টাঙ্গে ভূমিতে পতিত ও অবলুণ্ঠিত হইলেন।

যাঁহারা বীতরাগ ছিলেন তাঁহারা স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান-সহকারে 'সংস্কারসমূহ অনিত্য, কিরূপে ইহার অন্যথা হইবে?' চিন্তা করিয়া সহ্য করিলেন।

২০. ওই সময়ে বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত সুভদ্র নামক জনৈক ভিক্ষু ওই পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ভিক্ষুগণকে বলিলেন :

'আয়ুষ্মানগণ, ক্ষান্ত হও, শোক করিও না, বিলাপ করিও না। সেই মহাশ্রমণ হইতে মুক্ত হইয়া আমরা রক্ষা পাইয়াছি। "ইহা তোমাদের উপযুক্ত, ইহা অনুপযুক্ত" এইরূপ বাক্যের দ্বারা আমরা নিপীড়িত হইতেছিলাম, এক্ষণে আমরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিব, যাহা ইচ্ছা নয় তাহা করিব না।

তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, ভ্রাতৃগণ, ক্ষান্ত হও, শোক করিও না, বিলাপ করিও না। ভগবান কি পূর্বেই কহেন নাই যে, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় সকল বস্তুরই স্বভাব এই যে আমাদিগকে তৎসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে? তবে ইহা কী প্রকারে সম্ভব যে যাহা জাত, ভূত, গঠিত এবং ক্ষয়ধর্মসম্পন্ন তাহার বিনাশ হইবে না? ইহা অসম্ভব।'

২১. ওই সময়ে চারিজন মল্লপ্রধান স্নাত ও নববস্ত্র পরিহিত হইয়া ভগবানের চিতায় অগ্নি সংযোগ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সমর্থ হইল না।

তখন কুশিনারার মল্লগণ আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে বলিল,

'পূজ্য অনুরুদ্ধ, চারিজন মল্ল-প্রধান স্নাত ও নববস্ত্র পরিহিত হইয়া ভগবানের চিতায় অগ্নিসংযোগ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সমর্থ হইল না। ইহার কী হেতু, কী প্রত্যয়?'

'বাশিষ্ঠগণ, দেবতাদিগের অভিপ্রায় অন্যরূপ।'

'দেব, দেবতাগণের অভিপ্রায় কীরূপ?'

'বাশিষ্ঠগণ, দেবতাদিগের অভিপ্রায় এইরূপ : "আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত মহাভিক্ষুসংঘের সহিত পাবা হইতে কুশিনারার পথে চলিতেছেন, যতক্ষণ তিনি ভগবানের পাদে মস্তক স্থাপনপূর্বক বন্দনা না করিতেছেন ততক্ষণ চিতা জ্বলিবে না।'

'দেব, দেবতাগণের যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই হউক।'

২২. অনন্তর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ কুশিনারার মকুটবন্ধন নামক মল্লগণের চৈত্যে, যে-স্থানে ভগবানের চিতা রক্ষিত ছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া একাংস চীবরাবৃত এবং অঞ্জলি প্রণত করিয়া তিনবার চিতা প্রদক্ষিণপূর্বক ভগবানের পাদে মস্তক স্থাপনপূর্বক বন্দনা করিলেন।

সেই সকল পঞ্চশত ভিক্ষুও একই প্রকারে ভগবানের পাদ বন্দনা করিলেন।

আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ এবং পঞ্চশত ভিক্ষুর বন্দনা সমাপ্ত হইলে চিতা স্বয়ং জ্বলিয়া উঠিল।

২৩. ভগবানের দেহ দগ্ধীভূত হইলেও ছবি বহিস্তক , চর্ম, মাংস, স্নায়ু অথবা লসীকা হইতে ক্ষার অথবা মসির উৎপত্তি দৃষ্ট হইল না, মাত্র অস্থি অবশিষ্ট রহিল।

যেরূপ জ্বলন্ত ঘৃত অথবা তৈলের ক্ষার অথবা মসি দৃষ্ট হয় না, সেইরূপই ভগবানের দেহ দগ্ধীভূত হইলেও উহার ছবি, চর্ম, মাংস, স্নায়ু, লসীকা হইতে ক্ষার অথবা মসির উৎপত্তি দৃষ্ট হইল না। অস্থি মাত্র অবশিষ্ট রহিল। পাঁচশত বস্ত্রখণ্ডের দুইখানি মাত্র দগ্ধ হইল—অন্তস্তলীন এবং সর্ববহিস্থ।

ভগবানের দেহ দগ্ধ হইলে অন্তরীক্ষ হইতে জলধারা পতিত হইয়া ভগবানের চিতা নির্বাপিত করিল, উদকশালা হইতেও জলধারা উত্থিত হইয়া ভগবানের চিতা নির্বাপিত করিল। কুশিনারার মল্লগণও সর্বপ্রকার সুগন্ধি বারিসেকে ভগবানের চিতা নির্বাপিত করিল।

তদনন্তর কুশিনারার মল্লগণ ভগবানের অস্থিসমূহ সপ্তাহ মন্ত্রণাশালায় শক্তি-পিঞ্জর এবং ধনুপ্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া নৃত্য, গীত, বাদ্য, মালা, গন্ধাদি দ্বারা ওই সকলের সৎকার, সেবা, সম্মান ও পূজা করিল।

২৪. মগধরাজ অজাতশত্রু বৈদেহী-পুত্র শ্রবণ করিলেন যে ভগবান কুশিনারায় পরিনির্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন।

তখন তিনি কুশিনারার মল্লগণের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে জানাইলেন : 'ভগবানও ক্ষত্রিয়, আমিও ক্ষত্রিয়, আমিও ভগবানের অস্থির অংশ পাইবার উপযুক্ত, আমিও ভগবানের অস্থিসমূহের উপর স্তূপ নির্মাণ করিব এবং মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিব।'

বৈশালির লিচ্ছবিগণ শ্রবণ করিল : 'ভগবান কুশিনারায় পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।' তখন তাঁহারা কুশিনারার মল্লগণের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে জানাইলেন : 'ভগবানও ক্ষত্রিয়, আমরাও ক্ষত্রিয়, আমরাও ভগবানের অস্থির অংশ পাইবার উপযুক্ত, আমরাও ভগবানের অস্থিসমূহের উপর স্তূপ নির্মাণ করিব এবং মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিব।'

কপিলবাস্তুর শাক্যগণ শ্রবণ করিলেন : 'ভগবান কুশিনারায় পরিনির্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন।' ইহা শ্রবণ করিয়া শাক্যগণ কুশিনারার মল্লদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে জানাইলেন : 'ভগবান আমাদের জাতি-শ্রেষ্ঠ। আমারাও ভগবানের অস্থির অংশ পাইবার উপযুক্ত, আমারাও ভগবানের অস্থিসমূহের উপর স্তূপ নির্মাণ করিব এবং মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিব।

অল্লকপ্পের বুলিগণ শ্রবণ করিল : 'ভগবান কুশিনারায় পরিনির্বৃত হইয়াছেন।' তৎশ্রবণে বুলিগণ কুশিনারার মল্লদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া জানাইল : 'ভগবানও ক্ষত্রিয়, আমরাও ক্ষত্রিয়, আমরাও ভগবানের অস্থির অংশ পাইবার উপযুক্ত, আমরাও ভগবানের অস্থিসমূহের উপর স্তূপ নির্মাণ করিব এবং মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিব।'

রামগ্রামের কোলিয়গণ শ্রবণ করিল : 'ভগবান কুশিনারায় পরিনির্বৃত হইয়াছেন। তৎশ্রবণে তাঁহারা কুশিনারার মল্লদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া জানাইলেন : 'ভগবানও ক্ষত্রিয়, আমরাও ক্ষত্রিয়, আমরাও ভগবানের অস্থির অংশ পাইবার উপযুক্ত, আমরাও ভগবানের অস্থিসমূহের উপর স্তূপ নির্মাণ করিব এবং মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিব।'

ব্রাহ্মণ বেঠদীপক শ্রবণ করিলেন : 'ভগবান কুশিনারায় পরিনির্বৃত হইয়াছেন।' ইহা শ্রবণে তিনি কুশিনারার মল্লদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া জানাইলেন : 'ভগবান ক্ষত্রিয়, আমি ব্রাহ্মণ। আমিও ভগবানের অস্থির অংশ

পাইবার উপযুক্ত, আমিও ভগবানের অস্থির উপর স্তূপ নির্মাণ করিব এবং মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিব।'

পাবায় মল্লগণ শ্রবণ করিল : 'ভগবান কুশিনারায় পরিনির্বৃত হইয়াছেন।' ইহা শ্রবণান্তে তাঁহারা কুশিনারার মল্লগণের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া জানাইলেন : 'ভগবানও ক্ষত্রিয়, আমরাও ক্ষত্রিয়। আমরাও ভগবানের অস্থির অংশ পাইবার উপযুক্ত, আমরাও ভগবানের অস্থির উপর স্তূপ নির্মাণ করিব এবং মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিব।'

২৫. এইরূপ উক্ত হইলে কুশিনারার মল্লগণ সমবেত জন-মণ্ডলীকে বলিলেন :

'ভগবান আমাদিগের গ্রামক্ষেত্রে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা ভগবানের অস্থির অংশ দিব না।'

তৎপরে ব্রাহ্মণ দ্রোণ সেই জনমণ্ডলীকে বলিলেন :

মহোদয়গণ, আমার একটি বাক্য শ্রবণ করুন।
আমাদিগের বুদ্ধ ক্ষান্তিবাদী ছিলেন। পুরুষ শ্রেষ্ঠের
অস্থির বিভাগে কলহ অবাঞ্ছনীয়। আমরা সকলে
একত্রে সমগ্রভাবে প্রীতিপূর্ণচিত্তে আটটি ভাগ করিব,
দিকে দিকে স্তূপসমূহ বিস্তৃত হউক, মনুষ্য জাতি
চক্ষুষ্মানের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হউক।'

'ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে তুমিই ভগবানের অস্থি আটটি সমান ভাগে উত্তমরূপে বিভক্ত করো।'

'তথাস্তু' বলিয়া ব্রাহ্মণ দ্রোণ সম্মত হইয়া ভগবানের অস্থিসমূহ আটটি সমান ভাগে উত্তমরূপে বিভক্ত করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বলিলেন :

'মহোদয়গণ, এই কুম্ভটি আমায় দান করুন, আমি এই কুম্ভের উপর স্তূপ নির্মাণ করিব এবং মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিব।'

জনগণ ব্রাহ্মণকে কুম্ভ দান করিল।

২৬. পিপ্‌ফল বনের মোরিয়গণ শ্রবণ করিল।

'ভগবান কুশিনারায় পরিনির্বৃত হইয়াছেন।' তৎশ্রবণে তাঁহারা কুশিনারার মল্লগণের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া জানাইলেন : 'ভগবানও ক্ষত্রিয়, আমরাও ক্ষত্রিয়। আমরাও ভগবানের অস্থির অংশ পাইবার উপযুক্ত, আমরাও ভগবানের অস্থিসমূহের উপর স্তূপ নির্মাণ করিব এবং মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিব।'

'ভগবানের অস্থির অংশ আর নাই, সমস্তই বিতরিত হইয়াছে। এইস্থানের

অঙ্গার গ্রহণ করো।' তাহারা অঙ্গার লইল।

২৭. তদনন্তর মগধরাজ অজাতশত্রু রাজগৃহে ভগবানের অস্থির উপর স্তূপ নির্মাণপূর্বক মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

বৈশালির লিচ্ছবিগণ বৈশালিতে ভগবানের অস্থির উপর স্তূপ নির্মাণ ও মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

কপিলবাস্তুর শাক্যগণ কপিলবাস্তু নগরে ভগবানের অস্থির উপর স্তূপ নির্মাণ ও মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

অল্লকপ্পের বুলিগণ অল্লকপ্পে ভগবানের অস্থির উপর স্তূপ নির্মাণ ও মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

রামগ্রামের কোলিয়গণ রামগ্রামে ভগবানের অস্থির উপর স্তূপ নির্মাণ ও মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

ব্রাহ্মণ বেঠদীপ বেঠদীপে ভগবানের অস্থির উপর স্তূপ নির্মাণ ও মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

পাবার মল্লগণ পাবায় ভগবানের অস্থির উপর স্তূপ নির্মাণ ও মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

কুশিনারার মল্লগণ কুশিনারায় ভগবানের অস্থির উপর স্তূপ নির্মাণ ও মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

ব্রাহ্মণ দ্রোণ কুম্ভের উপর স্তূপ নির্মাণ ও মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

পিপ্‌ফল বনের মোরিয়গণ পিপ্‌ফলবনে অঙ্গারসমূহের উপর স্তূপ নির্মাণ ও মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

এইরূপে অস্থিসমূহের উপর আটটি স্তূপ, কুম্ভের উপর নবম এবং অঙ্গারসমূহের উপর দশম স্তূপ নির্মিত হইল।

পূর্বকালে ইহাই ছিল।

২৮. [অষ্টদ্রোণ পরিমিত চক্ষুষ্মানের অস্থি, সপ্ত দ্রোণ জম্বুদ্বীপে পূজিত।

এক দ্রোণ রাম গ্রামে নাগরাজগণ কর্তৃক পূজিত।

একটি দন্ত ত্রিদিবে পূজিত, একটি গন্ধার নগরে।

কলিঙ্গ রাজার রাজ্যে একটি এবং নাগরাজগণ কর্তৃক আরও একটি পূজিত।

উহারই তেজে এই মহী বসুন্ধরা যাগ শ্রেষ্ঠে অলংকৃত।

এইরূপে চক্ষুষ্মানে অস্থি পূজার্হগণ কর্তৃক সম্যকরূপে পূজিত'

এইরূপেই ইহা দেবেন্দ্র-নাগেন্দ্র-নরেন্দ্রগণ কর্তৃক এবং শ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণ কর্তৃক পূজিত।

কৃতাঞ্জলি হইয়া উহার বন্দনা করো, শত শত কল্পে বুদ্ধের দর্শন দুর্লভ।]

মহাপরিনির্বাণ সূত্রান্ত সমাপ্ত

১৭. মহাসুদর্শন সূত্রান্ত

১.১. আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। একসময় ভগবান কুশিনারার উপবর্তন নামক মল্লদিগের শালবনে যুগ্মশালতরুর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন তাঁহার পরিনির্বাণের সময়।

২. ওই সময় আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরে তিনি ভগবানকে বলিলেন :

'দেব, এই ক্ষুদ্র, পরিত্যক্ত শাখানগরে যেন ভগবান পরিনির্বৃত না হন। অন্যান্য মহানগরসমূহ বিদ্যমান; যথা : চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী, বারাণসী। এই সকলের যেকোনো স্থানে ভগবানের পরিনির্বাণ হউক, এই সকল স্থানের বহু ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতি মহাশালগণ তথাগতে অভিপ্রসন্ন, তাঁহারা তথাগতের শরীর পূজা করিবেন।'

৩. 'আনন্দ, ইহা ক্ষুদ্র, পরিত্যক্ত শাখানগর, এরূপ কথা বলিও না। আনন্দ, পূর্বকালে মহাসুদর্শন নামে রাজা ছিলেন। তিনি মূর্ধাভিষিক্ত, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তা-প্রাপ্ত ছিলেন। আনন্দ, এই কুশিনারা কুশাবতী নামে রাজা মহাসুদর্শনের রাজধানী ছিল। উহা পশ্চিম ও পূর্বদিকে দৈর্ঘে দ্বাদশ যোজন পরিমিত ছিল, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সপ্ত যোজন বিস্তৃত ছিল। আনন্দ, কুশাবতী রাজধানী সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, মনুষ্যাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ ছিল। আনন্দ, যেরূপ দেবতাদিগের আলকনন্দা নামক রাজধানী—সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, যক্ষাকীর্ণ, সুভিক্ষ, সেইরূপ রাজধানী কুশাবতী সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, যক্ষাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ ছিল। আনন্দ রাজধানী কুশাবতী দিবা-রাত্রি অবিশ্রান্ত দশবিধ শব্দে ধ্বনিত হইত, হস্তীশব্দ, রথশব্দ, ভেরীশব্দ, মৃদঙ্গশব্দ, বীণাশব্দ, গীতশব্দ, করতালশব্দ, খঞ্জনীশব্দ, "আহার করো, পান করো, চর্বণ করো" ইত্যাদি দশবিধ শব্দে ধ্বনিত হইত।'

৪. 'আনন্দ, রাজধানী কুশাবতী সপ্ত প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। একটি প্রাকার সুবর্ণময়, একটি রজতময়, একটি বৈদূর্যমণিময়, একটি স্ফটিকময়, একটি লোহিতকময় পদ্মরাগমণি , একটি মরকতময়, একটি সর্বরত্নময়।'

৫. 'আনন্দ, রাজধানী কুশাবতীর প্রবেশ দ্বারগুলি চারি বর্ণবিশিষ্ট ছিল।

একটি দ্বার সুবর্ণময়, একটি রজতময়, একটি বৈদূর্যমণিময়, একটি স্ফটিকময়। প্রত্যেক দ্বারে সাতটি স্তম্ভ স্থাপিত, উহাদের উচ্চতা একটি মানুষের উচ্চতার ত্রিগুণ অথবা চতুর্গুণ। একটি স্তম্ভ সুবর্ণময়, একটি বৈদূর্যমণিময়, একটি স্ফটিকময়, একটি লোহিতকময়, একটি মরকতময়, একটি সর্বরত্নময়।'

৬. 'আনন্দ, রাজধানী কুশাবতী সাতটি তালপংক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। একটি সুবর্ণময় তালপংক্তি, একটি রজতময়, একটি বৈদূর্যমণিময়, একটি স্ফটিকময়, একটি লোহিতকময়, একটি মরকতময়, একটি সর্বমণিময়। সুবর্ণময় তালের সুবর্ণময় স্কন্ধ এবং রজতময় পত্র ও ফল; রজতময় তালের রজতময় স্কন্ধ এবং সুবর্ণময় পত্র ও ফল; বৈদূর্যমণিময় তালের বৈদূর্যমণিময় স্কন্ধ, এবং স্ফটিকময় পত্র ও ফল; স্ফটিকময় তালের স্ফটিকময় স্কন্ধ এবং বৈদূর্যমণিময় পত্র ও ফল; লোহিতকময় তালের লোহিতকময় স্কন্ধ এবং মরকতময় পত্র ও ফল; মরকতময় তালের মরকতময় স্কন্ধ এবং লোহিতকময় পত্র ও ফল; সর্বমণিময় তালের সর্বমণিময় স্কন্ধ এবং সর্বমণিময় পত্র ও ফল। আনন্দ, বাতকম্পিত ওই সকল তালপংক্তির শব্দ মধুর, চিত্তরঞ্জক, কমনীয় এবং মুগ্ধকর। আনন্দ, স্বরলয়যুক্ত পঞ্চাঙ্গিক তূর্য তালনিপুণগণ কর্তৃক বাদিত হইলে উহার শব্দ যেরূপ মধুর, চিত্তরঞ্জক, কমনীয় এবং মুগ্ধকর হয়, সেইরূপই ওই সকল বাতকম্পিত তালপংক্তির শব্দ মধুর, চিত্তরঞ্জক, কমনীয় এবং মুগ্ধকর। আনন্দ, ওই সময়ে রাজধানী কুশাবতীর দ্যূতাসক্ত, পানোন্মত্ত, পানাসক্তগণ বাতকম্পিত সেই তালশ্রেণির শব্দের সহিত নৃত্য করিত।

৭. 'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন সপ্ত রত্ন এবং চারি ঋদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। সাত রত্ন কী কী?'

'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন পূর্ণিমার উপোসথ দিবসে স্নানান্তে উপোসথ ব্রত পালনে রত হইয়া প্রাসাদের উপরিতলে গমন করিলে তাঁহার সম্মুখে সহস্র অর, নেমি ও নাভিযুক্ত সর্বাকার পরিপূর্ণ দিব্য চক্ররত্ন প্রাদুর্ভূত হইল। উহা দেখিয়া রাজা মহাসুদর্শন চিন্তা করিলেন : "আমি এইরূপ শুনিয়াছি : 'যে মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা পূর্ণিমার উপোসথ দিবসে স্নানান্তে উপোসথ ব্রত পালনে রত হইয়া প্রাসাদের উপরিতলে গমন করিলে তাঁহার সম্মুখে সহস্র অর, নেমি ও নাভিযুক্ত সর্বাকার পরিপূর্ণ দিব্য চক্ররত্ন প্রাদুর্ভূত হয়, তিনি রাজা চক্রবর্তী হন।' আমি কি রাজা চক্রবর্তী হইব?"

৮. 'আনন্দ, তখন রাজা মহাসুদর্শন আসন হইতে উত্থান করিয়া একাংশ

উত্তরাসঙ্গে আবৃত করিয়া বাম হস্তে ভৃঙ্গার গ্রহণপূর্বক দক্ষিণ হস্তে চক্ররত্নের উপর বারি সিঞ্চন করিতে করিতে বলিলেন, হে চক্ররত্ন! আপনি প্রবর্তিত এবং জয়যুক্ত হউন।' আনন্দ, তখন সেই চক্ররত্ন পূর্বদিকে ধাবিত হইল, রাজা মহাসুদর্শনও চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে উহার পশ্চাদনুসরণ করিল। আনন্দ, যে স্থানে চক্ররত্ন স্থিত হইল, ওই স্থানে রাজা মহাসুদর্শন চতুরঙ্গিনী সেনাসহ বাস গ্রহণ করিলেন।

৯. 'আনন্দ, পূর্বদিকস্থ প্রতিদ্বন্ধী রাজগণ রাজা মহাসুদর্শনের নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "আসুন, মহারাজ! স্বাগত, মহারাজ! মহারাজ! সকলই আপনার, মহারাজ! আপনিই শাসন করুন।"

'রাজা মহাসুদর্শন বলিলেন। "প্রাণিহত্যা করিবে না। অদত্তের গ্রহণ করিবে না। ব্যভিচার করিবে না। মিথ্যা কহিবে না। মদ্যপান করিবে না। পরিমিতরূপে ভোজন করো।"

'আনন্দ, পূর্বদিকের বিপক্ষ রাজগণ রাজা মহাসুদর্শনের অধীনতা স্বীকার করিলেন।'

১০. অনন্তর, আনন্দ, চক্ররত্ন পূর্ব সমুদ্রে অবগাহনান্তে উত্তরণপূর্বক দক্ষিণগামী হইল... দক্ষিণ সমুদ্রে অবগাহনপূর্বক উত্তরণ করিয়া পশ্চিমগামী হইল... পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহনান্তে উত্তরণপূর্বক উত্তরগামী হইল, পশ্চাতে চতুরঙ্গিনী সেনাসহ রাজা মহাসুদর্শন। আনন্দ, যে স্থানে চক্ররত্ন স্থিত হইল, তথায় রাজা মহাসুদর্শন চতুরঙ্গিনী সেনাসহ বাস গ্রহণ করিলেন।

'আনন্দ, উত্তর দিকের বিপক্ষ রাজগণ রাজা মহাসুদর্শনের নিকট আসিয়া বলিল,

"মহারাজ, আসুন, স্বাগত! সকলই আপনার, আপনিই শাসন করুন।"

'রাজা মহাসুদর্শন এইরূপ বলিলেন, "প্রাণিহত্যা করিবে না। অদত্তের গ্রহণ করিবে না। ব্যভিচার করিবে না। মিথ্যা কহিবে না। মদ্যপান করিবে না। পরিমিতরূপে ভোজন করো।"

'আনন্দ, উত্তর দিকের বিপক্ষ রাজগণ রাজা মহাসুদর্শনের অধীনতা স্বীকার করিলেন।'

১১. 'আনন্দ, অতঃপর সেই রত্নচক্র সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া কুশাবতী রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্বক প্রাসাদদ্বারে ন্যায়াধিকরণের সম্মুখে অক্ষভগ্নের ন্যায় গতিহীন হইয়া, রাজা মহাসুদর্শনের প্রাসাদ শোভিত করিল।'

'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের সম্মুখে এইরূপ চক্ররত্নের আবির্ভাব

হইয়াছিল।'

১২. 'পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা সুদর্শনের নিকট হস্তীরত্নের আবির্ভাব হইল : সর্বশ্বেত, সপ্তপ্রতিষ্ঠ, ঋদ্ধিমান, আকাশে গমনক্ষম উপোসখ নামক নাগরাজা। উহা দেখিয়া রাজা মহাসুদর্শনের চিত্ত প্রসন্ন হইল : "এই হস্তী যদি শিক্ষণীয় হয়, তাহা হইলে উহাতে আরোহণ মঙ্গলপ্রদ হইবে!" তখন আনন্দ, সেই হস্তীরত্ন দীর্ঘকাল সুশিক্ষিত বিনীত জাতিসম্পন্ন হস্তীর ন্যায় শিক্ষা গ্রহণ করিল। আনন্দ, পূর্বকালে রাজা মহাসুদর্শন সেই হস্তীরত্ন পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত পূর্বাহ্নে উহাতে আরূঢ় হইয়া সসাগরা পৃথিবী পরিভ্রমণপূর্বক কুশাবতী রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রাতরাশ সম্পন্ন করিলেন। আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট এইরূপ হস্তীরত্নের আবির্ভাব হইয়াছিল।'

১৩. 'পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট অশ্বরত্নের আবির্ভাব হইল : সর্বশ্বেত, কাকশীর্ষ, কৃষ্ণকেশর, ঋদ্ধিমান, আকাশগামী বলাহক নামক অশ্বরাজ। উহা দেখিয়া রাজা মহাসুদর্শনের চিত্ত প্রসন্ন হইল : "এই অশ্ব যদি শিক্ষণীয় হয়, তাহা হইলে উহাতে আরোহণ মঙ্গলপ্রসূ হইবে!" তখন, আনন্দ, সেই অশ্বরত্ন দীর্ঘকাল সুশিক্ষিত বিনীত জাতিসম্পন্ন অশ্বের ন্যায় শিক্ষা গ্রহণ করিল। আনন্দ, পূর্বকালে রাজা মহাসুদর্শন সেই অশ্বরত্ন পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত পূর্বাহ্নে উহাতে আরূঢ় হইয়া সসাগরা পৃথিবী পরিভ্রমণপূর্বক কুশাবতী রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রাতরাশ সম্পন্ন করিলেন। আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট এইরূপ অশ্বরত্নের আবির্ভাব হইয়াছিল।'

১৪. 'পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট মণিরত্নের আবির্ভাব হইল। উহা বৈদূর্যমণি—শুভ্র, উচ্চশ্রেণিভুক্ত, অষ্টমুখ, সকর্তিত, স্বচ্ছ, সুনির্মল, সর্বায়বসম্পন্ন। আনন্দ, সেই মণিরত্নের আভা চতুর্দিকে যোজন পরিমিত স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল। আনন্দ, পূর্বাকালে রাজা মহাসুদর্শন সেই মণিরত্ন পরীক্ষা করিবার জন্য চতুরঙ্গিনী সেনা সজ্জিত করিয়া মণিরত্ন ধ্বজাগ্রে আরোপণপূর্বক রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে বহির্গত হইলেন। আনন্দ, চতুর্দিকস্থ গ্রামের অধিবাসীগণ মণি নিঃসৃত আলোক হেতু "রাত্রি প্রভাত হইয়াছে" মনে করিয়া আপনাপন কর্মে নিযুক্ত হইল। আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট এইরূপ মণিরত্নের আবির্ভাব হইয়াছিল।'

১৫. পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট স্ত্রীরত্নের আবির্ভাব হইল : অভিরূপা, ওই দর্শনীয়া, মনোহরা, পরম বর্ণসৌন্দর্যশালিনী, নাতিদীর্ঘা, নাতিহ্রস্বা, নাতিকৃশা, নাতিস্থূলা, নাতিকৃষ্ণা, নাতিশুভ্রা, মনুষ্যাতীতবিশিষ্ট

বর্ণসম্পন্না, অপ্রাপ্ত-দিব্য-বর্ণা। আনন্দ, সেই স্ত্রীরত্নের কায়সংস্পর্শ কার্পাস অথবা কার্পাসতুলার ন্যায়। আনন্দ, সেই স্ত্রীরত্নের গাত্র শীতকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল। আনন্দ, সেই স্ত্রীরত্নের দেহ হইতে চন্দনগন্ধ এবং মুখ হইতে পদ্মগন্ধ নির্গত হইত। আনন্দ, সেই স্ত্রীরত্ন রাজা মহাসুদর্শনের পূর্বেই শয্যাত্যাগ করিতেন এবং তাঁহার পরে শয়ন করিতেন, তিনি রাজার আজ্ঞাপালন ও মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন, তিনি প্রিয়বাদিনী ছিলেন। আনন্দ, সেই স্ত্রীরত্ন রাজা মহাসুদর্শনের প্রতি মনেও অবিশ্বাসিনী হইতেন না, কায়দ্বারা কিরূপে হইবেন? আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট এইরূপ স্ত্রীরত্নের আবির্ভাব হইয়াছিল।

১৬. 'পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট গৃহপতিরত্নের আবির্ভাব হইল। তিনি কর্মবিপাকজ দিব্যচক্ষুসম্পন্ন ছিলেন। ওই দিব্যচক্ষু দ্বারা তিনি স্বামীসম্পন্ন অথবা স্বামীহীন নিধি দেখিতে পাইতেন। তিনি রাজা মহাসুদর্শনের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "দেব, আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না, আপনার ধনবৃদ্ধির জন্য যাহা করণীয় তাহা আমি করিব।"

'আনন্দ, পূর্বকালে রাজা মহাসুদর্শন সেই গৃহপতিরত্নকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নৌকায় আরোহণ করিয়া উহা গঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে স্রোতে ভাসাইয়া গৃহপতিরত্নকে বলিলেন :

"গৃহপতি, আমার সুবর্ণমুদ্রার প্রয়োজন।"

"মহারাজ, তাহা হইলে নৌকা তীরসংলগ্ন হউক।"

"এইস্থানেই আমার সুবর্ণমুদ্রার প্রয়োজন।"

'আনন্দ, তখন গৃহপতিরত্ন উভয় হস্তে জল স্পর্শ করিয়া সুবর্ণমুদ্রাপূর্ণ কুম্ভ উদ্ধার করিয়া রাজা মহাসুদর্শনকে বলিলেন, "মহারাজ ইহা কি পর্যাপ্ত? ইহাতে কি আপনার প্রয়োজন সাধিত হইবে?"

'রাজা মহাসুদর্শন বলিলেন, "গৃহপতি, ইহা পর্যাপ্ত, ইহাতে আমার প্রয়োজন সাধিত হইবে, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট এইরূপ গৃহপতিরত্নের আবির্ভাব হইয়াছিল।'

১৭. 'পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট পরিণায়করত্নের আবির্ভাব হইল : তিনি পণ্ডিত, ব্যক্ত, মেধাবী, রাজা মহাসুদর্শনকে গ্রহণযোগ্য বিষয় গ্রহণ করাইতে, ত্যজ্য বিষয় ত্যাগ করাইতে, প্রতিষ্ঠার যোগ্য বিষয় প্রতিষ্ঠিত করাইতে সমর্থ।'

তিনি রাজা মহাসুদর্শনের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "দেব, আপনি

উৎকণ্ঠিত হইবেন না, আমি অনুশাসন করিব।”

‘আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট এইরূপ পরিণায়করত্নের আবির্ভাব হইয়াছিল।’

‘আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন এই সপ্তরত্ন সমন্বিত ছিলেন।’

১৮. ‘পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন চারি ঋদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। কী কী? আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন অন্যান্য মনুষ্য অপেক্ষা বহুলাংশে অভিরূপ, দর্শনীয়, মনোহর, পরম বর্ণসৌন্দর্যশালী ছিলেন। আনন্দ ইহাই রাজা মহাসুদর্শনের প্রথম ঋদ্ধি।’

১৯. ‘পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন দীর্ঘায়ু ছিলেন, তাঁহার স্থিতিকাল অন্যান্য মনুষ্যের অপেক্ষা বহুলাংশে দীর্ঘ ছিল। আনন্দ, ইহাই তাঁহার দ্বিতীয় ঋদ্ধি।’

২০. ‘পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন অপরাপর মনুষ্য অপেক্ষা নীরোগ ও দৈহিক ক্লেশমুক্ত ছিলেন, নাতিশীতোষ্ণ পরিপাক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। আনন্দ, ইহাই রাজার তৃতীয় ঋদ্ধি।’

২১. ‘পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণের প্রিয় ও মনোজ্ঞ ছিলেন। যেরূপ পিতা পুত্রগণের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হন, সেইরূপ, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের প্রিয় ও মনোজ্ঞ ছিলেন। ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণও রাজার প্রিয় ও মনোজ্ঞ ছিলেন। যেরূপ, আনন্দ, পুত্রগণ পিতার প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণও রাজার প্রিয় ও মনোজ্ঞ ছিলেন। আনন্দ, পূর্বকালে রাজা মহাসুদর্শন চতুরঙ্গিনী সেনাসহ উদ্যান ভূমিতে গমন করিয়াছিলেন। তখন ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, “দেব মন্দ মন্দ গমন করুন, যাহাতে আমরা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল আপনার দর্শনলাভ করিতে পারি!” রাজাও সারথিকে বলিলেন, “সারথি, ধীরে ধীরে রথ চালনা করো, যাহাতে আমি ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল দেখিতে পাই।” আনন্দ, ইহাই রাজা মহাসুদর্শনের চতুর্থ ঋদ্ধি।’

‘আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন এই চারি ঋদ্ধি সমন্বিত ছিলেন।’

২২. ‘অনন্তর, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন চিন্তা করিলেন : “আমি এই তালকুঞ্জের মধ্যে প্রতি শতধনু অন্তর পুষ্করিণী খনন করাইব।”

‘আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন সেই তালকুঞ্জে প্রতি শতধনু অন্তর পুষ্করিণীসমূহ খনন করাইলেন। ওই সকল পুষ্করিণী চারি প্রকার ইষ্টকের গ্রন্থন বিশিষ্ট ছিল—স্বর্ণময়, রৌপ্যময়, বৈদূর্যময় এবং স্ফটিকময়, এই চারি

প্রকার। আনন্দ, ওই সকল পুষ্করিণীর চারি প্রকারের চারিটি করিয়া সোপান ছিল—একটি সোপান সুবর্ণময়, একটি রৌপ্যময়, একটি বৈদূর্যময় এবং একটি স্ফটিকময়। সুবর্ণময় সোপানের সুবর্ণময় স্তম্ভ, রজতময় সূচি ও উষ্ণীষ; রৌপ্যময় সোপানের রৌপ্যময় স্তম্ভ, সুবর্ণময় সূচি ও উষ্ণীষ; বৈদূর্যময় সোপানের বৈদূর্যময় স্তম্ভ, স্ফটিকময় সূচি ও উষ্ণীষ; স্ফটিকময় সোপানের স্ফটিকময় স্তম্ভ, বৈদূর্যময় সূচি ও উষ্ণীষ ছিল। আনন্দ, ওই পুষ্করিণীসমূহ দুইটি বেদিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, একটি বেদিকা সুবর্ণময়, একটি রজতময়; সুবর্ণময় বেদিকার সুবর্ণময় স্তম্ভ, রজতময় সূচি এবং উষ্ণীষ ছিল; রজতময় বেদিকার রজতময় স্তম্ভ, সুবর্ণময় সূচি এবং উষ্ণীষ ছিল।'

২৩. 'অতঃপর আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন চিন্তা করিলেন : "আমি এই সকল পুষ্করিণীতে বর্ষস্থায়ী সর্বজনদুর্লভ উৎপল, পদ্ম, কুমুদ, পুণ্ডরীকসমূহ রোপণ করিব।" আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন ওই সকল পুষ্করিণীতে বর্ষস্থায়ী সর্বজন-দুর্লভ উৎপল, পদ্ম, কুমুদ, এবং পুণ্ডরীক রোপণ করিলেন।'

'তদনন্তর, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন এইরূপ চিন্তা করিলেন : "আমি এই সকল পুষ্করিণীর তীরে স্নাপক পুরুষ নিযুক্ত করিব, তাহারা আগতাগত জনগণকে স্নান করাইবে।" আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন সেই সকল পুষ্করিণীর তীরে স্নাপক পুরুষ নিযুক্ত করিলেন, তাহারা আগতাগত জনগণকে স্নান করাইবে।

'তৎপরে, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন চিন্তা করিলেন : "আমি এই সকল পুষ্করিণীর তীরে দানের প্রতিষ্ঠা করিব—অন্নার্থীকে অন্ন, পানার্থীকে পান, বস্ত্রার্থীকে বস্ত্র, যানার্থীকে যান, শয়নার্থীকে শয়ন, স্ত্রী-অর্থীকে স্ত্রী, হিরণ্যার্থীকে হিরণ্য, সুবর্ণার্থীকে সুবর্ণ দানের নিমিত্ত।" আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন সেই সকল পুষ্করিণীর তীরে দানের প্রতিষ্ঠা করিলেন—অন্নার্থীকে অন্ন, পানার্থীকে পান, বস্ত্রার্থীকে বস্ত্র, যানার্থীকে যান, শয়নার্থীকে শয়ন, স্ত্রী-অর্থীকে স্ত্রী, হিরণ্যার্থীকে হিরণ্য, সুবর্ণার্থীকে সুবর্ণ দানের নিমিত্ত।'

২৪. 'আনন্দ, তখন ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ প্রভূত ধন-সম্পত্তিসহ রাজা মহাসুদর্শনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "দেব, এই সকল প্রভূত ধন-সম্পত্তি আপনারই জন্য আহৃত, আপনি ইহা গ্রহণ করুন।"

"ক্ষান্ত হউন, আমারও ন্যায় সঙ্গত বলিরূপে সংগৃহীত প্রভূত ধন-সম্পত্তি আছে। আপনারা যাহা লাভ করিয়াছেন তাহা আপনাদেরই ভোগ্য হউক, আমার নিকট হইতে আরও গ্রহণ করুন।"

'তাঁহারা রাজা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া একপ্রান্তে গমন করিয়া চিন্তা

করিলেন : "এই সকল ধন-সম্পত্তি পুনরায় স্বগৃহে লইয়া যাওয়া আমাদের উচিত নয়। অতএব, আমরা রাজা মহাসুদর্শনের নিমিত্ত বাসস্থান নির্মাণ করিব।"

'তাঁহারা রাজা মহাসুদর্শনের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "দেব, আপনার জন্য গৃহনির্মাণ করিব।"

'তখন, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন মৌনদ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।'

২৫. 'অনন্তর, আনন্দ, দেবরাজ ইন্দ্র স্বচিত্তে রাজা মহাসুদর্শনের চিত্তবিতর্ক জ্ঞাত হইয়া দেবপুত্র বিশ্বকর্মাকে বলিলেন, "সৌম্য বিশ্বকর্মা! রাজা মহাসুদর্শনের নিমিত্ত ধর্মপ্রাসাদ নামক বাসভবন নির্মাণ করো।"

'আনন্দ, দেবপুত্র বিশ্বকর্মা 'তথাস্তু' বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি দানপূর্বক যেরূপ বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহু প্রসারিত করেন, অথবা প্রসারিত বাহু সংকুচিত করেন, সেইরূপ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া রাজা মহাসুদর্শনের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। পরে, আনন্দ, তিনি রাজা মহাসুদর্শনকে বলিলেন, "দেব, আপনার নিমিত্ত ধর্ম নামক প্রাসাদ নির্মাণ করিব।"

'আনন্দ, রাজা মৌনদ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে দেবপুত্র বিশ্বকর্মা রাজার নিমিত্ত ধর্ম-প্রাসাদ নামক বাসভবন নির্মাণ করিলেন।'

২৬. 'আনন্দ, ধর্ম-প্রাসাদ পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দৈর্ঘে যোজন পরিমাণ হইল, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বিস্তারে অর্ধযোজন পরিমাণ হইল।'

'আনন্দ, ধর্ম-প্রাসাদের ত্রিপুরুষোচ্চ ভিত্তি চতুর্বর্ণ ইষ্টকে নির্মিত হইল—সুবর্ণময়, রজতময়, বৈদূর্যময় এবং স্ফটিকময়।'

'আনন্দ, ধর্ম-প্রাসাদের চতুর্বর্ণের চতুরশীতি সহস্র স্তম্ভ ছিল—সুবর্ণময়, রজতময়, বৈদূর্যময় এবং স্ফটিকময়।'

'আনন্দ, ধর্ম-প্রাসাদ চতুর্বর্ণবিশিষ্ট আসনে সজ্জিত ছিল—সুবর্ণময়, রজতময়, বৈদূর্যময় এবং স্ফটিকময়।'

'আনন্দ, ধর্ম-প্রাসাদের চতুর্বিংশতি সংখ্যক চতুর্বিধ সোপান ছিল—সুবর্ণময়, রজতময়, বৈদূর্যময় এবং স্ফটিকময়। সুবর্ণময় সোপানের সুবর্ণময় স্তম্ভ, রজতময় সূচি ও উষ্ণীষ; রজতময় সোপানের রজতময় স্তম্ভ, সুবর্ণময় সূচি ও উষ্ণীষ; বৈদূর্যময় সোপানের বৈদূর্যময় স্তম্ভ, স্ফটিকময় সূচি ও উষ্ণীষ; স্ফটিকময় সোপানের স্ফটিকময় স্তম্ভ, বৈদূর্যময় সূচি ও উষ্ণীষ ছিল।'

'আনন্দ, ধর্ম-প্রাসাদে চতুরশীতি সহস্র কূটাগার ছিল, উহারা চতুর্বিধ—সুবর্ণময়, রৌপ্যময় বৈদূর্যময় এবং স্ফটিকময়। সুবর্ণময় কূটাগারে রজতময়

পালঙ্ক স্থাপিত ছিল; রজতময় কূটাগারে সুবর্ণময় পালঙ্ক, বৈদূর্যময় কূটাগারে গজদন্ত নির্মিত পালঙ্ক, স্ফটিকময় কূটাগারে সারময় পালঙ্ক স্থাপিত ছিল। সুবর্ণময় কূটাগারের দ্বারে রৌপ্যময় তালবৃক্ষ ছিল, উহার রৌপ্যময় স্কন্ধ, সুবর্ণময় পত্র ও ফল; রজতময় কূটাগারের দ্বারে সুবর্ণময় তালবৃক্ষ, উহার সুবর্ণময় স্কন্ধ, রজতময় পত্র ও ফল; বৈদূর্যময় কূটাগারের দ্বারে স্ফটিকময় তালবৃক্ষ, উহার স্ফটিকময় স্কন্ধ, বৈদূর্যময় পত্র ও ফল, স্ফটিকময় কূটাগারের দ্বারে বৈদূর্যময় তালবৃক্ষ, উহার বৈদূর্যময় স্কন্ধ, স্ফটিকময় পত্র ও ফল।'

২৭. 'অনন্তর, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন এইরূপ চিন্তা করিলেন : "আমি বৃহত্তম কূটাগারের দ্বারে দিবাভাগে বিশ্রামের জন্য সর্বসুবর্ণময় তালবন নির্মাণ করিব।"

'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন বৃহত্তম কূটাগারের দ্বারে দিবা বিহারের নিমিত্ত সর্বসুবর্ণময় তালবন নির্মাণ করিলেন।'

২৮. 'আনন্দ, ধর্ম-প্রাসাদ দুইটি বেদিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, একটি সুবর্ণময়, একটি রজতময়; সুবর্ণময় বেদিকার সুবর্ণময় স্তম্ভ, রজতময় সূচি ও উষ্ণীষ ছিল; রজতময় বেদিকার রজতময় স্তম্ভ, সুবর্ণময় সূচি ও উষ্ণীষ ছিল।'

২৯. 'আনন্দ, ধর্ম-প্রাসাদ দুইটি কিঙ্কিণী জালে পরিবেষ্টিত ছিল, একটি জাল সুবর্ণময়, অপর রৌপ্যময়; সুবর্ণজালের রৌপ্যকিঙ্কিণী এবং রৌপ্যজালের সুবর্ণকিঙ্কিণী ছিল। আনন্দ, বাতালোড়িত ওই কিঙ্কিণী জাল হইতে মধুর, চিত্তরঞ্জক, কমনীয়, মুগ্ধকর শব্দ নির্গত হইত। আনন্দ, স্বরলয়যুক্ত পঞ্চাঙ্গিক তূর্যতাল নিপুণগণ কর্তৃক বাদিত হইলে উহার শব্দ যেরূপ মধুর, চিত্তরঞ্জক, কমনীয় এবং মুগ্ধকর হয়, সেইরূপই, আনন্দ, ওই সকল কিঙ্কিণী জাল বাতালোড়িত হইলে উহা হইতে মধুর, চিত্তরঞ্জক, কমনীয়, মুগ্ধকর শব্দ নির্গত হইত। আনন্দ, ওই সময়ে রাজধানী কুশাবতীর দ্যূতাসক্ত, পানোন্মত্ত, পানাসক্তগণ বাতকম্পিত সেই কিঙ্কিণী জালের শব্দের সহিত নৃত্য করিত।'

৩০. 'আনন্দ, ধর্ম-প্রাসাদের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হইলে উহার দিকে দৃষ্টিপাত করা দুঃসাধ্য হইল, উহা চক্ষু অন্ধকর হইল। আনন্দ, যেরূপ বর্ষার শেষমাসে শারদ সময়ে নির্মল মেঘনির্মুক্ত আকাশে উদীয়মান আদিত্য দুর্নিরীক্ষ্য হয়, অন্ধকার হয়, এইরূপই, আনন্দ, ধর্ম-প্রাসাদ দুর্দর্শ ও অন্ধকর হইল।'

৩১. 'অনন্তর আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন চিন্তা করিলেন : "আমি ধর্ম-

প্রাসাদের সম্মুখে ধর্মনামক পুষ্করিণী খনন করাইব।"

'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন ধর্ম-প্রাসাদের সম্মুখে ধর্ম নামক পুষ্করিণী খনন করাইলেন।

'আনন্দ, ধর্ম-পুষ্করিণী পূর্বে ও পশ্চিমে দৈর্ঘে যোজন পরিমিত ছিল; উত্তর ও দক্ষিণে অর্ধযোজন বিস্তারসম্পন্ন ছিল।'

'আনন্দ, ধর্ম-পুষ্করিণী চতুর্বিধ ইষ্টকের গ্রন্থন বিশিষ্ট ছিল, এক প্রকার সুবর্ণময়, এক প্রকার রৌপ্যময়, এক প্রকার বৈদূর্যময়, এক প্রকার স্ফটিকময়।'

'আনন্দ, ধর্ম-পুষ্করিণীর চতুর্দিকে চতুর্বিংশতি সোপান ছিল, এক সুবর্ণময়, এক রৌপ্যময়, এক বৈদূর্যময়, এক স্ফটিকময়। সুবর্ণময় সোপানের সুবর্ণময় স্তম্ভ এবং রৌপ্যময় সূচি ও উষ্ণীষ ছিল; রৌপ্যময় সোপানের রৌপ্যময় স্তম্ভ এবং সুবর্ণময় সূচি ও উষ্ণীষ ছিল; বৈদূর্যময় সোপানের বৈদূর্যময় স্তম্ভ এবং স্ফটিকময় সূচি ও উষ্ণীষ ছিল; স্ফটিকময় সোপানের স্ফটিকময় স্তম্ভ এবং বৈদূর্যময় সূচি ও উষ্ণীষ ছিল।'

'আনন্দ, ধর্ম-পুষ্করিণী দুইটি বেদিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, একটি বেদিকা সুবর্ণময়, একটি রৌপ্যময়। সুবর্ণময় বেদিকার সুবর্ণময় স্তম্ভ এবং রৌপ্যময় সূচি ও উষ্ণীষ ছিল; রৌপ্যময় বেদিকার রৌপ্যময় স্তম্ভ এবং সুবর্ণময় সূচি ও উষ্ণীষ ছিল।'

৩২. 'আনন্দ, ধর্ম-পুষ্করিণী সাতটি তালপংক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, একটি সুবর্ণময়, একটি রৌপ্যময়, একটি বৈদূর্যময়, একটি স্ফটিকময়, একটি লোহিতকময়, একটি মরকতময়, একটি সর্বরত্নময়। সুবর্ণময় তালের সুবর্ণময় স্কন্ধ এবং রৌপ্যময় পত্র ও ফল ছিল। রৌপ্যময় তালের রৌপ্যময় স্কন্ধ এবং সুবর্ণময় পত্র ও ফল; বৈদূর্যময় তালের বৈদূর্যময় স্কন্ধ এবং স্ফটিকময় পত্র ও ফল; স্ফটিকময় তালের স্ফটিকময় স্কন্ধ এবং বৈদূর্যময় পত্র ও ফল; লোহিতকময় তালের লোহিতকময় স্কন্ধ এবং মরকতময় পত্র ও ফল; মরকতময় তালের মরকতময় স্কন্ধ এবং লোহিতকময় পত্র ও ফল; সর্বরত্নময় তালের সর্বরত্নময় স্কন্ধ এবং সর্বরত্নময় পত্র ও ফল ছিল। আনন্দ, বাতকম্পিত ওই সকল তালপংক্তির শব্দ মধুর, চিত্তরঞ্জক, কমনীয় এবং মুগ্ধকর ছিল। আনন্দ, স্বরলয়যুক্ত পঞ্চাঙ্গিক তূর্য তাল-নিপুণগণ কর্তৃক বাদিত হইলে উহার শব্দ যেরূপ মধুর, চিত্তরঞ্জক, কমনীয় এবং মুগ্ধকর হয়, সেইরূপই বাতকম্পিত ওই সকল তালপংক্তির শব্দ মধুর, চিত্তরঞ্জক, কমনীয় এবং মুগ্ধকর ছিল। আনন্দ, ওই সময় রাজধানী কুশাবতীর দ্যূতাসক্ত,

পানোন্মত্ত, পানাসক্তগণ বাতকম্পিত সেই তালপংক্তির শব্দের সহিত নৃত্য করিত।'

৩৩. 'আনন্দ, ধর্ম-প্রাসাদের নির্মাণকার্য এবং ধর্ম-পুষ্করিণীর খনন কার্য সম্পন্ন হইলে রাজা মহাসুদর্শন ওই সময়ে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা সম্মানিত ছিলেন তাঁহাদের সর্বকামনা পূর্ণ করিয়া ধর্ম প্রাসাদে আরোহণ করিলেন।'

প্রথম ভাণবার সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১. 'অতঃপর, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন চিন্তা করিলেন : "আমি যে এক্ষণে এতাদৃশ মহাপরাক্রমশালী ও মহানুভাব হইয়াছি, ইহা কোন কর্মের ফল, কোন কর্মের বিপাক?"

'তখন, আনন্দ, রাজা সুদর্শনের মনে এই চিন্তার উদয় হইল : "আমি যে এক্ষণে এতাদৃশ পরাক্রমশালী ও মহানুভাব হইয়াছি, ইহা তিন কর্মের ফল, তিন কর্মের বিপাক—দান, দম এবং সংযম।"

২. 'অনন্তর, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন মহাব্যূহ কূটাগারে গমনপূর্বক দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলে তাঁহার মুখ হইতে উদান নির্গত হইল : "কাম-বিতর্ক! নিবৃত্ত হও, ব্যাপাদ-বিতর্ক! নিবৃত্ত হও, বিহিংসা-বিতর্ক! নিবৃত্ত হও। কাম-বিতর্ক আর নয়! ব্যাপাদ-বিতর্ক আর নয়! বিহিংসা বিতর্ক আর নয়!"

৩. 'অনন্তর, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন মহাব্যূহ কূটাগারে প্রবেশপূর্বক সুবর্ণময় পালঙ্কে উপবিষ্ট হইলেন এবং কাম ও অকুশলধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিহার করিতে লাগিলেন। বিতর্ক বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী অবিতর্ক অবিচার সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিহার করিতে লাগিলেন। প্রীতিতেও বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া বিহারপূর্বক তিনি কায়ে সুখ অনুভব করিলেন—যে সুখ সম্বন্ধে আর্যগণ কহিয়া থাকেন "উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী," এবং এইরূপে তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিহার করিতে লাগিলেন। তিনি সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জন করিয়া পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্যের অস্তগমনে না-দুঃখ না-সুখ রূপ উপেক্ষা ও স্মৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিহার করিলেন।'

৪. 'অনন্তর, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন মহাব্যূহ কূটাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুবর্ণময় কূটাগারে প্রবেশপূর্বক রজতময় পালঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া মৈত্রীসহগত চিত্তে একদিক, দুইদিক—এইরূপে যথাক্রমে চারিদিক ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করিলেন। তিনি ঊর্ধ্ব, অধঃ, সর্বলোক সর্বদিক নিরবচ্ছিন্ন মৈত্রীসহগত চিত্তের দ্বারাIবিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয় অবৈর এবং অহিংসা দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করিলেন... করুণাসহগত চিত্তের দ্বারা... মুদিতাসহগত চিত্তের দ্বারা... উপেক্ষাসহগত চিত্তের দ্বারা এক, দুই—যথাক্রমে চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করিলেন।'

৫. 'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের রাজধানী কুশাবতী প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র নগর ছিল।'

'ধর্ম-প্রাসাদ প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র প্রাসাদ ছিল।'

'মহাব্যূহ কূটাগার প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র কূটাগার ছিল।'

'চতুরশীতি সহস্র পালঙ্ক ছিল—কদলীমৃগ-প্রত্যস্তরণসম্পন্ন গোণক এবং পটলিকাস্তৃত চন্দ্রাতপ-শোভিত এবং উভয় পার্শ্বে লোহিত উপাধান বিশিষ্ট।'

'উপোসথ নাগরাজা প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র হস্তী ছিল—সুবর্ণালংকার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত।'

'বলাহক অশ্বরাজ প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র অশ্ব ছিল—সুবর্ণালংকার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত।'

'বৈজয়ন্ত রথ প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র রথ ছিল—সিংহচর্ম পরিবৃত, ব্যাঘ্রচর্ম পরিবৃত, দ্বীপিচর্ম পরিবৃত, পাণ্ডু-কম্বল পরিবৃত, সুবর্ণালংকার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত।'

'মণিরত্ন প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র মণি ছিল।'

'সুভদ্রা দেবী প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র স্ত্রী ছিল।'

'গৃহপতি রত্ন প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র গৃহপতি ছিল।'

'পরিণায়ক রত্ন প্রমুখ চতুরশীতি ক্ষুদ্র রাজা ছিল।'

'দুকূল-বন্ধন এবং কংসভাণ্ডসহ চতুরশীতি সহস্র ধেনু ছিল।'

'চতুরশীতি সহস্র কোটি সূক্ষ্ম ক্ষৌম, কার্পাস, কৌশেয় এবং কম্বল নির্মিত পরিধেয় বস্ত্র ছিল।'

'চতুরশীতি সহস্র স্থালিপাক ছিল, উহাতে সায়ংকালে ও প্রাতে অন্ন পরিবেশিত হইত।'

৬. 'আনন্দ, ওই সময় রাজা মহাসুদর্শনের চতুরশীতি সহস্র হস্তী সায়াহ্নে ও প্রাতে তাঁহার সেবায় আসিত। রাজা চিন্তা করিলেন : "এই সকল

চতুরশীতি সহস্র হস্তী সন্ধ্যায় ও প্রাতে আমার সেবায় আগমন করে। এখন হইতে প্রতি শত বৎসরের অবসানে দ্বি-চত্বারিংশ সহস্র হস্তী এক একবার আমার সেবায় আগমন করুক।”

‘অনন্তর, আনন্দ, রাজা পরিণায়করত্নকে বলিলেন, “সৌম্য পরিণায়করত্ন! এই সকল চতুরশীতি সহস্র হস্তী সায়াহ্নে ও প্রাতে আমার সেবায় আগমন করে, এখন হইতে প্রতি শত বৎসরের অবসানে দ্বিচত্বারিংশ সহস্র হস্তী এক একবার আমার সেবায় আগমন করুক।”

‘আনন্দ, পরিণায়করত্ন “দেব, তথাস্তু” কহিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। অতঃপর, আনন্দ, পরবর্তীকালে প্রতি শত বর্ষের অবসানে দ্বিচত্বারিংশ সহস্র হস্তী এক এক একবার মহাসুদর্শনের সেবায় আসিতে লাগিল।’

৭. ‘তদনন্তর, আনন্দ, বহু শত, বহু সহস্র, বহু শত সহস্র বৎসরের অবসানে সুভদ্রা দেবীর মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল : “আমি বহুদিন রাজা মহাসুদর্শনের দর্শন লাভ করি নাই, অতএব আমি তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত গমন করিব।”

‘তখন, আনন্দ, সুভদ্রা দেবী অন্তঃপুরচারিনীগণকে বলিলেন, “তোমরা স্নান করিয়া পীতবস্ত্র পরিধান করো, আমি বহুকাল রাজা মহাসুদর্শনকে দেখি নাই, আমরা রাজা মহাসুদর্শনের দর্শনার্থে গমন করিব।”

“আর্যে, তথাস্তু” বলিয়া অন্তঃপুরনারীগণ সুভদ্রা দেবীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া স্নান সমাপনান্তে পীতবস্ত্র পরিধানপূর্বক সুভদ্রাদেবীর নিকট গমন করিল।’

’তখন, আনন্দ, সুভদ্রাদেবী পরিণায়করত্নকে বলিলেন, “সৌম্য পরিণায়করত্ন! চতুরঙ্গিনী সেনা সজ্জিত করো। আমরা রাজা মহাসুদর্শনকে বহু দিন দেখি নাই, তাঁহাকে দেখিবার জন্য গমন করিব।”

‘আনন্দ, “দেবী, তথাস্তু” বলিয়া পরিণায়করত্ন সুভদ্রাদেবীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া চতুরঙ্গিনী সেনা সজ্জিত করিয়া সুভদ্রাদেবীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন : “দেবী, চতুরঙ্গিনী সেনা প্রস্তুত, এখন দেবীর ইচ্ছা।”

৮. ‘তখন, আনন্দ, সুভদ্রাদেবী চতুরঙ্গিনী সেনাসহ পুরনারীগণের সহিত ধর্ম-প্রাসাদে গমন করিলেন, এবং প্রাসাদে আরোহণপূর্বক মহাব্যূহ কূটাগারে গমন করিয়া উহার দ্বারবাহু অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।’

‘অনন্তর, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন চিন্তা করিলেন : “বৃহৎ জনতার শব্দ, ইহার অর্থ কী?” তৎপরে তিনি মহাব্যূহ কূটাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুভদ্রাদেবীকে দ্বারবাহু অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান দেখিলেন এবং তাঁহাকে

বলিলেন, "দেবী, এই স্থানেই অবস্থান করো, প্রবেশ করিও না।"

৯. 'অতঃপর, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন জনৈক কর্মচারীকে বলিলেন, "তুমি মহাব্যূহ কূটাগার হইতে সুবর্ণময় পালঙ্ক বাহির করিয়া সর্বসুবর্ণময় তালবনে স্থাপন করো।"

'আনন্দ, কর্মচারী 'দেব, তথাস্তু' বলিয়া প্রতিশ্রুতি দানপূর্বক মহাব্যূহ কূটাগার হইতে সুবর্ণময় পালঙ্ক বহিষ্কৃত করিয়া সর্বসুবর্ণময় তালবনে স্থাপন করিলেন।'

'তৎপরে, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন পাদোপরি পাদ স্থাপনপূর্বক স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া দক্ষিণ পার্শ্ব আশ্রয় করিয়া সিংহ-শয্যায় শয়ন করিলেন।'

১০. আনন্দ, তখন সুভদ্রাদেবী চিন্তা করিলেন : "রাজা মহাসুদর্শনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি শান্ত! ছবিবর্ণ পরিশুদ্ধ ও পর্যবদাত! রাজা মহাসুদর্শনের যেন মৃত্যু না হয়!"

'তিনি রাজা মহাসুদর্শনকে বলিলেন, "দেব, রাজধানী কুশাবতী প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র নগর, উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।"

"ধর্ম-প্রাসাদ প্রমুখ আপনার চতুরশীতি প্রাসাদ, উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।"

"মহাব্যূহ কূটাগার প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র কূটাগার উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।"

"আপনার চতুরশীতি সহস্র পালঙ্ক সুবর্ণময়, রৌপ্যময়, দন্তময়, সারময়, কদলীমৃগ প্রত্যস্তরণসম্পন্ন, গোণক এবং পটলিকাস্তৃত, চন্দ্রাতপ শোভিত, এবং উভয় পার্শ্বে লোহিত উপাধানবিশিষ্ট। দেব, উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।"

"উপোসখ নাগরাজ প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র হস্তী সুবর্ণালংকার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত; দেব, উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।'

"দেব, বলাহক অশ্বরাজ প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র অশ্ব সুবর্ণালংকার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত; দেব, উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।"

"বৈজয়ন্ত রথ প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র রথ সিংহচর্ম পরিবৃত, ব্যাঘ্রচর্ম পরিবৃত, দীপিচর্ম পরিবৃত, পাণ্ডু-কম্বল পরিবৃত, সুবর্ণালংকার

শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত; দেব, উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।"

"মণিরত্ন প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র মণি; দেব, উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।"

"স্ত্রীরত্ন প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র স্ত্রী; উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।"

"গৃহপতিরত্ন প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র গৃহপতি; উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।"

"পরিণায়করত্ন প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র ক্ষুদ্র রাজা; উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।"

"দেব, আপনার দুকূল-বন্ধন এবং কংসভাণ্ডসহ চতুরশীতি সহস্র ধেনু; উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।"

"দেব, আপনার চতুরশীতি সহস্র কোটি সূক্ষ্ম ক্ষৌম, কার্পাস, কৌশেয় এবং কম্বল নির্মিত পরিধেয় বস্ত্র; উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।"

"দেব, সায়ংকালে ও প্রাতে আহার পরিবেশনের জন্য আপনার চতুরশীতি সহস্র স্থালিপাক; উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনের কামনা করুন।"

১১. 'আনন্দ, এইরূপ উক্ত হইলে রাজা মহাসুদর্শন সুভদ্রাদেবীকে বলিলেন, "দেবী, তুমি দীর্ঘকাল আমার সহিত ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ আচরণ করিয়াছ, অথচ আমার অন্তিমকালে তুমি যে আচরণ করিতেছ তাহা অনিষ্ট, অকান্ত, অমনোজ্ঞ।"

"দেব, তবে আমি কীরূপ আচরণ করিব?"

"দেবী, তুমি বল : দেব, যাহা কিছু আমাদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ তৎসমুদয় হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে, তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। দেব, আপনি কামনাযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন না। কামনাযুক্ত মৃত্যু দুঃখময়, কামনাযুক্ত হইয়া যে প্রাণত্যাগ করে সে নিন্দিত হয়।'

"দেব, কুশাবতী রাজধানী প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র নগর; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, ধর্ম-প্রাসাদ প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র প্রাসাদ; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, মহাব্যূহ কূটাগার প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র কূটাগার;

ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, আপনার চতুরশীতি সহস্র পালঙ্ক—সুবর্ণময়, রৌপ্যময়, দন্তময়, সারময়, কদলীমৃগ প্রত্যাস্তরণসম্পন্ন, গোণক এবং পটলিকাস্তৃত, চন্দ্রাতপশোভিত এবং উভয় পার্শ্বে লোহিত উপাধানবিশিষ্ট। দেব, ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, উপোসখ নাগরাজ প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র হস্তী সুবর্ণালংকার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত; দেব, উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, বলাহক অশ্বরাজ প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র অশ্ব সুবর্ণালংকার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত; দেব, উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, বৈজয়ন্ত রথ প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র রথ—সিংহচর্ম পরিবৃত, ব্যাঘ্রচর্ম পরিবৃত, দ্বীপিচর্ম পরিবৃত, পাণ্ডুকম্বল পরিবৃত, সুবর্ণালংকার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত; দেব, উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, মণিরত্ন প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র মণি; উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, সুভদ্রাদেবী প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র স্ত্রী; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, গৃহপতিরত্ন প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র গৃহপতি; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, পরিণায়করত্ন প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র ক্ষুদ্র রাজা; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, দুকূল-বন্ধন এবং কংসভাণ্ডসহ আপনার চতুরশীতি সহস্র ধেনু; উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, আপনার চতুরশীতি সহস্র কোটি সূক্ষ্ম ক্ষৌম, কার্পাস, কৌশেয় এবং কম্বল-নির্মিত পরিধেয় বস্ত্র; উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, সায়ংকালে ও প্রাতে আহার পরিবেশনের জন্য আপনার চতুরশীতি সহস্র স্থালিপাক; উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

১২. 'আনন্দ, এইরূপ উক্ত হইলে সুভদ্রাদেবী রোদন ও অশ্রুমোচন

করিলেন। অতঃপর, আনন্দ, সুভদ্রাদেবী অশ্রু মুছিয়া রাজা মহাসুদর্শনকে বলিলেন, 'সর্ববিধ প্রিয় ও মনোজ্ঞ হইতে বিভিন্নতা, বিচ্ছেদ ও পার্থক্য হয়। দেব, আপনি কামনাযুক্ত হইয়া দেহত্যাগ করিবেন না। কামনাযুক্ত মৃত্যু দুঃখময়, কামনাযুক্ত হইয়া যে প্রাণত্যাগ করে সে নিন্দিত হয়।'

"দেব, কুশাবতী রাজধানী প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র নগর; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, ধর্ম-প্রাসাদ প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র প্রাসাদ; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, মহাব্যূহ কূটাগার প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র কূটাগার; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, আপনার চতুরশীতি সহস্র পালঙ্ক সুবর্ণময়, রৌপ্যময়, দন্তময়, সারময়, কদলীমৃগ প্রত্যাস্তরণসম্পন্ন, গোণক এবং পটলিকাস্তৃত, চন্দ্রাতপ শোভিত এবং উভয় পার্শ্বে লোহিত উপাধানবিশিষ্ট। দেব, ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, উপোসখ নাগরাজ প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র হস্তী সুবর্ণালংকার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত; দেব, উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, বলাহক অশ্বরাজ প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র অশ্ব সুবর্ণালংকার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত; দেব, উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, বৈজয়ন্ত রথ প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র রথ সিংহচর্ম পরিবৃত, ব্যাঘ্রচর্ম পরিবৃত, দ্বীপিচর্ম পরিবৃত, পাণ্ডুকম্বল পরিবৃত, সুবর্ণালংকার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত; দেব, উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, মণিরত্ন প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র মণি; উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, সুভদ্রাদেবী প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র স্ত্রী; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, গৃহপতিরত্ন প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র গৃহপতি; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, পরিণায়করত্ন প্রমুখ আপনার চতুরশীতি সহস্র ক্ষুদ্র রাজা; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, দুকূল-বন্ধন এবং কংসভাণ্ডসহ আপনার চতুরশীতি সহস্র ধেনু; উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, আপনার চতুরশীতি সহস্র কোটি সূক্ষ্ম ক্ষৌম, কার্পাস, কৌশেয় এবং কম্বল-নির্মিত পরিধেয় বস্ত্র; উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

"দেব, সায়ংকালে ও প্রাতে আহার পরিবেশনের জন্য আপনার চতুরশীতি সহস্র স্থালিপাক; উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা করিবেন না।"

১৩. 'আনন্দ, তৎপরে রাজা মহাসুদর্শন অনতিবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিলেন। আনন্দ, যেরূপ উত্তম আহারান্তে গৃহপতি অথবা গৃহপতি-পুত্র তন্দ্রাভিভূত হইয়া থাকেন, রাজা মহাসুদর্শনের অন্তিমকালের বেদনাও সেইরূপ হইয়াছিল। আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন মৃত্যুর পর সুখময় ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইলেন। আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন চতুরশীতি সহস্র বৎসর রাজকুমারের জীবন-যাপন করিয়াছিলেন, চতুরশীতি সহস্র বৎসর ঔপরাজ্য করিয়াছিলেন, চতুরশীতি সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, চতুরশীতি সহস্র বৎসর গৃহী হইয়া ধর্ম-প্রাসাদে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছিলেন। তিনি চারি ব্রহ্মবিহারের ভাবনা করিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন।

১৪. 'আনন্দ, তোমার মনে হইতে পারে, "অপর কেহ ওই সময়ে রাজা মহাসুদর্শন ছিলেন, কিন্তু, আনন্দ, তাহা নয়। আমি ওই সময়ে রাজা মহাসুদর্শন ছিলাম।'

'রাজধানী কুশাবতী প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র নগর আমারই ছিল;

'ধর্ম-প্রাসাদ প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র প্রাসাদ আমারই ছিল;

'মহাব্যূহ কূটাগার প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র কূটাগার আমারই ছিল;

'ওই সকল চতুরশীতি সহস্র পালঙ্ক সুবর্ণময়, রৌপ্যময়, দন্তময়, সারময়, কদলীমৃগ-প্রত্যাস্তরণসম্পন্ন, গোণক এবং পটলিকাস্তৃত, চন্দ্রাতপ শোভিত, এবং উভয় পার্শ্বে লোহিত উপাধান বিশিষ্ট আমারই ছিল;

'উপোসথ নামক নাগরাজ প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র হস্তী সুবর্ণালঙ্কারে শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত আমারই ছিল;

'বলাহক নামক অশ্বরাজ প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র অশ্ব সুবর্ণালংকার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত আমারই ছিল;

'বৈজয়ন্ত নামক রথ প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র রথ।সিংহচর্ম পরিবৃত,

ব্যাঘ্রচর্ম পরিবৃত, দ্বীপিচর্ম পরিবৃত, পাণ্ডুকম্বল পরিবৃত, সুবর্ণালংকার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত আমারই ছিল;

'মণিরত্ন প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র রত্ন আমারই ছিল;

'সুভদ্রাদেবী প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র স্ত্রী আমারই ছিল;

'গৃহপতিরত্ন প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র গৃহপতি আমারই ছিল;

'পরিণায়করত্ন প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র ক্ষুদ্র রাজা আমারই ছিল;

'দুকূল-বন্ধন ও কংসভাণ্ডসহ চতুরশীতি সহস্র ধেনু আমারই ছিল;

'চতুরশীতি সহস্র কোটি সূক্ষ্ম ক্ষৌম, কার্পাস, কৌশেয় এবং কম্বল নির্মিত পরিধেয় বস্ত্র আমারই ছিল;

'সায়ংকালে ও প্রাতে আহার পরিবেশনের জন্য চতুরশীতি সহস্র স্থালিপাক আমারই ছিল;

১৫. 'আনন্দ, ওই সকল চতুরশীতি সহস্র নগরের মধ্যে একটি ছিল যেখানে আমি বাস করিতাম, উহা রাজধানী কুশাবতী।'

'চতুরশীতি সহস্র প্রাসাদের মধ্যে একটি ছিল যাহাতে আমি বাস করিতাম, উহা ধর্ম-প্রাসাদ।'

'চতুরশীতি সহস্র কূটাগারের মধ্যে একটি ছিল যাহাতে আমি বাস করিতাম, উহা মহাব্যূহ কূটাগার।'

'চতুরশীতি সহস্র পালঙ্কের মধ্যে একটি ছিল যাহাতে আমি উপবেশন করিতাম, উহা সুবর্ণময়, রজতময়, দন্তময় অথবা সারময়।

'চতুরশীতি সহস্র নাগের মধ্যে একটি ছিল যাহাতে আমি আরোহণ করিতাম, উহা উপোসখ নাগরাজ।'

'চতুরশীতি সহস্র অশ্বের মধ্যে একটি ছিল যাহাতে আমি আরোহণ করিতাম, উহা বলাহক অশ্বরাজ।'

'চতুরশীতি সহস্র রথের মধ্যে একটি ছিল যাহাতে আমি আরোহণ করিতাম, উহা বৈজয়ন্ত রথ।'

'চতুরশীতি সহস্র স্ত্রীর মধ্যে একজন ছিল যে ওই সময় আমার সেবায় রত থাকিত ক্ষত্রিয়ানী অথবা বেলামিকানী।'

'ওই সকল চতুরশীতি সহস্র কোটি বস্ত্রের মধ্যে একটি ছিল সূক্ষ্ম, ক্ষৌম, কার্পাস, কৌশেয় অথবা কম্বল নির্মিত যাহা আমি পরিধান করিতাম।'

'চতুরশীতি সহস্র স্থালিপাকের মধ্যে একটি ছিল যাহা হইতে আমি নালি পরিমিত উৎকৃষ্ট অন্ন অনুরূপ ব্যঞ্জনসহ গ্রহণ করিতাম।'

১৬. 'আনন্দ, দেখ, ওই সকল বস্তু, অতীত, নিরুদ্ধ, বিপরিণত।

এইরূপই, আনন্দ, সর্বসংস্কার অনিত্য, এতই, আনন্দ, সর্বসংস্কার অধ্রুব, এতই, আনন্দ, সর্বসংস্কার অবিশ্বাস্য। অতএব, আনন্দ, সর্বসংস্কারে বিরাগোৎপাদনই উচিত, উহা হইতে বিবিক্ত ও বিমুক্ত হওয়াই উচিত।'

১৭. 'আনন্দ, আমি স্মরণ করিতেছি যে, এইস্থানে আমি ছয়বার দেহ নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। যখন আমি এই স্থানে ধর্মপরায়ণ রাজচক্রবর্তী, ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, জনপদের নিরাপত্তা প্রাপ্ত, সপ্তরত্ন সমন্বিত বাস করিয়াছিলাম, সেই সময়েই আমার সপ্তম দেহ নিক্ষেপ হইয়াছিল। আনন্দ, দেবলোকসহ পৃথিবীতে, মার লোকে, ব্রহ্মলোকে, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যের মধ্যে আমি এমন কোনো স্থানই দেখিতেছি না যেখানে আমি অষ্টমবার দেহ নিক্ষেপ করিব।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন। সুগত শাস্তা পুনরায় বলিলেন :

সংস্কারসমূহ অনিত্য, তাহারা উৎপত্তি
ও ধ্বংসশীল, উৎপন্ন হইয়া তাহারা
নিরুদ্ধ হয়, তাহাদের উপশমই সুখ।'

মহাসুদর্শন সূত্রান্ত সমাপ্ত

১৮. জনবসভ সূত্রান্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১. একসময় ভগবান নাদিকে ইষ্টক নির্মিত ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন। ওই সময় ভগবান চতুর্দিকস্থ জনপদসমূহে কাশী ও কোশলে, বজ্জী ও মল্লে, চেতি ও বংসে, কুরু ও পঞ্চালে, মৎস্য ও সুরসেনে বুদ্ধ ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা মৃত তাঁহাদের পুনরুৎপত্তি সম্বন্ধে উক্তি করতেন : "অমুক অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন, অমুক অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন। নাদিকের পঞ্চাশাধিক বুদ্ধভক্ত পরলোকগতগণ পঞ্চ অবরভাগীয় সংযোজনের ক্ষয়হেতু ঔপপাতিক হইয়াছেন, ওই অবস্থাতেই তাঁহারা পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, ওই অবস্থা হইতে তাঁহাদের চ্যুতি নাই। নাদিকের নবতির অধিক বুদ্ধভক্ত পরলোকগতগণ ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু রাগ-দ্বেষ-মোহের অবসানে সকৃদাগামী হইয়াছেন, তাঁহারা আর একবার মাত্র এই জগতে আসিয়া দুঃখের অন্ত করিবেন। নাদিকের পঞ্চশতাধিক বুদ্ধভক্ত পরলোকগতগণ ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্রোতাপন্ন হইয়াছেন, ওই অবস্থা হইতে তাঁহাদের চ্যুতি নাই, এবং সম্বোধি তাঁহাদের নিশ্চিত নিয়তি।"

২. নাদিকের বুদ্ধ ভক্তগণ উহা শুনিল এবং ভগবান তাহাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহের সমাধান করিলে তাহারা হৃষ্ট, প্রমুদিত, প্রীতি ও সৌমনস্যজাত হইল।

৩. ওই সমস্ত বৃত্তান্ত আয়ুষ্মান আনন্দের কর্ণগোচর হইল।

৪. তখন তিনি চিন্তা করিলেন : 'মগধেরও বহু অভিজ্ঞ বুদ্ধভক্ত দেহত্যাগ করিয়াছেন, লোকে মনে করিতে পারে অঙ্গ ও মগধ পরলোকগত বুদ্ধভক্ত শূন্য। তাহারাও বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘে শ্রদ্ধাবান ছিল, পরিপূর্ণ শীলাচারসম্পন্ন ছিল। ভগবান তাহাদের সম্বন্ধে কিছুই ব্যক্ত করেন নাই, তাহাদের সম্বন্ধেও ভগবানের ঘোষণা অতীব বাঞ্ছনীয়, উহাতে বহুজন শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সুগতি প্রাপ্ত হইবে। পুনশ্চ, মগধরাজ সেনিয় বিম্বিসার ধার্মিক, ধর্মরাজ, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের, নগর ও জনপদবাসীগণের হিতসাধক ছিলেন। জনসাধারণও ঘোষণা করিতেছে, "সেই ধার্মিক ধর্মরাজ আমাদিগের এত সুখের বিধান করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন! সেই ধার্মিক ধর্মরাজের রাজ্যে আমরা কত সুখে বাস করিয়াছি।" তিনিও বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘে শ্রদ্ধাবান ছিলেন, পরিপূর্ণ শীলাচারসম্পন্ন ছিলেন। জনগণ ইহাও ঘোষণা করিয়াছে : মৃত্যুকাল পর্যন্ত মগধরাজ সেনিয় বিম্বিসার ভগবানের যশ কীর্তন করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন।" তাঁহার মৃত্যুর পরেও ভগবান তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করেন নাই, তাঁহার সম্বন্ধেও ভগবানের ঘোষণা অতীব বাঞ্ছনীয়, উহাতে বহুজন শ্রদ্ধালাভ পূর্বক সুগতি প্রাপ্ত হইবে। পুনশ্চ, ভগবান মগধে সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যখন মগধে ভগবানের সম্বোধি লাভ হইয়াছে, তখন কি নিমিত্ত ভগবান সেই স্থানের মৃত বুদ্ধভক্তগণের সম্বন্ধে কোনো ঘোষণা করিবেন না? উহাতে মগধের বুদ্ধভক্তগণ হৃদয়ে আঘাত পাইবেন। সে ক্ষেত্রে কেন ভগবান কোনো ঘোষণা করিবেন না?'

৫-৬. আয়ুষ্মান আনন্দ একাকী নির্জনে মগধের বুদ্ধভক্তগণের সম্বন্ধে এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রত্যুষে গাত্রোত্থান পূর্বক ভগবানের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে তিনি যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং যাহা চিন্তা করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই ভগবানের নিকট বিবৃত করিলেন। বিবৃতি সমাপনান্তে তিনি আসন হইতে উত্থান এবং ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

৭. অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দের প্রস্থানের অল্পকাল পরে পূর্বাহ্নে পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবরসহ নাদিকে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিলেন। ওই স্থানে ভ্রমণান্তে আহার সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাবর্তনপূর্বক পাদ প্রক্ষালন

করিয়া ইষ্টকাবাসে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে তিনি মগধের বুদ্ধভক্তগণ সম্বন্ধে পুনঃপুন চিন্তা করিয়া এবং তদুপরি একাগ্রচিত্ত হইয়া স্থাপিত আসনে উপবেশন করিলেন। "তাহাদের ভবিষ্যত, মরণান্তে তাহাদের গতি ও নিয়তি নির্ণয় করিব," তিনি এইরূপ সংকল্প করিলেন। ভগবান মগধের বুদ্ধভক্তগণের ভবিষ্যত, মরণান্তে তাহাদের গতি ও নিয়তি দর্শন করিলেন। তৎপরে ভগবান সায়াহ্ন সময়ে ধ্যান সমাপনান্তে ইষ্টকাবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিহার ছায়ায় স্থাপিত আসনে উপবেশন করিলেন।

৮. অতঃপর আনন্দ ভগবানের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। তৎপরে তিনি ভগবানকে বলিলেন, 'ভগবান শান্তরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, ইন্দ্রিয়সমূহের প্রসন্নতা হেতু ভগবানের মুখবর্ণ দীপ্ত। নিঃসন্দেহ অদ্য ভগবান শান্তিতে বিরাজ করিয়াছেন।'

৯. 'আনন্দ, যখন তুমি আমার সম্মুখীন হইয়া মগধের বুদ্ধভক্তগণ সম্বন্ধে কহিয়া প্রস্থান করিলে, তখনই আমি নাদিকে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া আহারান্তে প্রত্যাবর্তনপূর্বক পাদ প্রক্ষালন করিয়া ইষ্টকাবাসে প্রবেশ করিলাম। পরে মগধের বুদ্ধভক্তগণ সম্বন্ধে পুনঃপুন চিন্তা করিয়া এবং তদুপরি একাগ্রচিত্ত হইয়া আসন গ্রহণান্তে সংকল্প করিলাম : "তাহাদের ভবিষ্যত, মরণান্তে তাহাদের গতি নিয়তি নির্ণয় করিব।" আনন্দ, আমি মগধের বুদ্ধভক্তগণের ভবিষ্যত, মরণান্তে তাহাদের গতি ও নিয়তি দর্শন করিলাম। আনন্দ, তখন এক অদৃশ্য দেবতার ঘোষণা শ্রবণ করিলাম : "ভগবান, আমি জনবসভ, সুগত, আমি জনবসভ।" আনন্দ, জনবসভ নামধেয় কাহারও কথা তুমি ইতিপূর্বে শুনিয়াছ কি?'

'দেব, জনবসভ নামক কাহারও কথা আমি ইতিপূর্বে শুনি নাই। অধিকন্তু "জনবসভ" নাম শ্রবণে আমার রোমাঞ্চ হইতেছে। আমার মনে হয় যাহার নাম জনবসভ সে কখনো নিম্ন শ্রেণীর দেবতা হইবে না।'

১০. 'আনন্দ, ওই ঘোষণার পর কান্তিময় বর্ণবিশিষ্ট সেই যক্ষ আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইল। তখন সে দ্বিতীয়বার ঘোষণা করিল : "ভগবান, আমি বিম্বিসার, সুগত, আমি বিম্বিসার। দেব, মহারাজ বৈশ্রবণের সহিত ইহাই আমার সপ্তম মিলন। মনুষ্য লোকে রাজারূপে চ্যুত হইবার পর আমি দেবলোকে রাজারূপে জন্মিয়াছি।

এইস্থান হইতে সাত এবং ওইস্থান হইতে সাত,
এই চতুর্দশ পূর্বজন্ম আমি স্মরণ করিতে পারি।

“দেব, দুর্গতিমুক্ত অস্তিত্ব আমার নিয়তি এবং ওই নিয়তি দীর্ঘকাল আমার জ্ঞাত, আমি সকৃদাগামী হইবার আশা পোষণ করিতেছি।”

‘আশ্চর্য, অদ্ভুত, আয়ুষ্মান জনবসভ যক্ষের এই উক্তি! “দেব, দুর্গতিমুক্ত অস্তিত্ব আমার নিয়তি এবং ওই নিয়তি দীর্ঘকাল আমার জ্ঞাত” তিনি ইহাও বলিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন, “আমি সকৃদাগামী হইবার আশা পোষণ করিতেছি।” আয়ুষ্মান জনবসভ যক্ষ কিরূপে জানিলেন যে তিনি এই মহান্ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন?’

১১. “হে ভগবান, হে সুগত, একমাত্র আপনারই শাসনের আনুকুল্যে। দেব, যে মুহূর্তে আমি ভগবানে একাগ্রচিত্ত এবং অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলাম, সেই সময় হইতেই আমি জানিয়াছিলাম দুর্গতিমুক্ত অস্তিত্ব আমার নিয়তি এবং দীর্ঘকাল ওই নিয়তি আমার জ্ঞাত ছিল, এক্ষণে আমি সকৃদাগামী হইবার আশা পোষণ করিতেছি। দেব, এক্ষণে মহারাজ বৈশ্রবণ কর্তৃক কোনো কার্যোপলক্ষে মহারাজ বিরূঢ়কের নিকট প্রেরিত হইয়াছি; পথিমধ্যে দেখিলাম ভগবান ইষ্টকাবাসে প্রবেশপূর্বক মগধের বুদ্ধভক্তগণ সম্বন্ধে পুনঃপুন চিন্তায় ব্যাপৃত এবং তদুপরি একাগ্রচিত্ত হইয়া উপবিষ্ট : তাহাদের ভবিষ্যত, মরণান্তে তাহাদের গতি ও নিয়তি নির্ণয় করিব।” দেব, আশ্চর্য নয়, যখন মহারাজা বৈশ্রবণ তাঁহার সভাকে সম্বোধন করিতেছিলেন, তখন স্বয়ং মহারাজের মুখ হইতে আমি শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়াছি “ওই সকল ভক্তগণের মরণান্তে কী গতি এবং কি নিয়তি।” তখন আমি চিন্তা করিলাম, ‘ভগবানকেও দর্শন করিব এবং এই বিষয়ও ভগবানের নিকট নিবেদন করিব।’ দেব, ভগবানের দর্শনের নিমিত্ত আমার আসিবার এই দুই কারণ।

১২. দেব, পূর্বে, বহু পূর্বে বর্ষাবাসের প্রারম্ভে উপোসথ দিবসে পূর্ণিমার রাত্রিতে সর্ব ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতা সুধর্মা সভায় একত্রিত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের বৃহৎদিব্য পরিষদ চারি মহারাজসহ চতুর্দিকে সমাসীন ছিল। পূর্বদিকে দেবগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পশ্চিমাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। দক্ষিণ দিকে দেবগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ বিরূঢ়ক উত্তরাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। পশ্চিমদিকে দেবগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ বিরূপাক্ষ পূর্বাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। উত্তরদিকে দেবগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ বৈশ্রবণ দক্ষিণাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। দেব, যখন সর্ব ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতা সুধর্মা সভায় একত্রিত হইয়া উপবেশন করিতেন, এবং তাঁহাদের বৃহৎ দিব্য পরিষদ চারি মহারাজসহ চতুর্দিকে সমাসীন হইত, তখন তাঁহাদের আসন গ্রহণ করিবার বিধি এইরূপই ছিল। পশ্চাতে আমাদের আসন হইত।

দেব, যে সকল দেবতা ভগবানের শাসনে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া সম্প্রতি ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা বর্ণে ও যশে অপরাপর দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন। দেব, উহাতে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ "দেবগণের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, অসুরগণের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে" কহিয়া হৃষ্ট, প্রমুদিত, প্রীতি-সৌমনস্য-যুক্ত হইলেন।

১৩. দেব, তখন দেবরাজ ইন্দ্র ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে প্রসন্ন দেখিয়া এই সকল গাথায় স্বকীয় অনুমোদন প্রকাশ করিলেন :

ইন্দ্রসহ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ তথাগত এবং ধর্মের
সুধর্মতার পূজারত হইয়া প্রমুদিত হইয়াছেন।
সুগত-শাসনে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া এই স্থানে
উৎপন্ন সৌন্দর্যশালী যশস্বী নতুন দেবগণ বর্ণ,
আয়ু ও যশে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন,
তাঁহারা ভূরিপ্রাজ্ঞের শ্রাবক এবং প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত;
ইহা দেখিয়া ইন্দ্রসহ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ তথাগত
এবং ধর্মের সুধর্মতার পূজারত হইয়া প্রমুদিত
হইয়াছেন।

দেব, উহাতে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ অধিকতর হৃষ্ট, প্রমুদিত, প্রীতিসৌমনস্যযুক্ত হইলেন : "দেবগণের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, অসুরগণের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে।"

১৪. অতঃপর দেব যে অর্থে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ সুধর্মা সভায় উপবিষ্ট এবং একত্রিত হইয়াছিলেন, ওই সম্বন্ধে তাঁহারা চারি মহারাজকে আমন্ত্রণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে অনুশাসন প্রদান করিলেন, চারি মহারাজ তখন স্ব স্ব আসনে দণ্ডায়মান ছিলেন।

আমন্ত্রিত রাজাগণ অনুশাসন গ্রহণপূর্বক বিপ্রসন্নচিত্তে
স্ব স্ব আসনে দণ্ডায়মান রহিলেন।

১৫. অনন্তর, দেব, দেবগণের দেবানুভাব অতিক্রমকারী বিপুল আলোক উত্তর দিক হইতে উত্থিত হইয়া অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিল। অতঃপর, দেব, দেবরাজ শক্র ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে সম্বোধন করিলেন : "হে দেবগণ, যখন নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে, আলোক উত্থিত হইয়া দীপ্তিতে চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিতেছে, তখন ব্রহ্মার আবির্ভাব হইবে, আলোকের উৎপত্তি, দীপ্তির প্রাদুর্ভাব—এই সকল ব্রহ্মার আবির্ভাবের পূর্ব নিমিত্ত।

যখন নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে, তখন ব্রহ্মার আবির্ভাব হইবে;

বিপুল মহান দীপ্তি—ইহা ব্রহ্মার আবির্ভাবের পূর্বলক্ষণ।

১৬. দেব, তখন ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ "এই দীপ্তির পরিণতি অবধারণ এবং দর্শন করিয়া গমন করিব" এইরূপ স্থির করিয়া আপন আপন আসনে উপবেশন করিলেন।

চারি মহারাজও উক্ত প্রকার সংকল্প করিয়া স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ইহা শুনিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ সকলে একত্রে মনোস্থ করিলেন : এই দীপ্তির পরিণতি অবধারণ ও দর্শন করিয়া গমন করিব।"

১৭. দেব, যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হন তখন তিনি স্থূলদেহে আত্মপ্রকাশ করেন। দেব, যাহা ব্রহ্মার প্রকৃত রূপ তাহা ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের দর্শনের বহির্ভূত। দেব, যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সম্মুখে আবির্ভূত হন, তখন তিনি বর্ণ ও যশে অন্যান্য দেবগণকে অতিক্রম করেন। দেব, যেরূপ সুবর্ণবিগ্রহ মনুষ্যবিগ্রহকে প্রভায় পরাজিত করে, সেইরূপ যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সম্মুখে প্রকাশিত হন, তখন তিনি অন্যান্য দেবগণকে বর্ণে ও যশে অতিক্রম করেন। দেব, যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সম্মুখে আবির্ভূত হন, তখন দেবসভার কেহই তাঁহাকে অভিবাদন করে না, আসন হইতে উত্থানও করে না, আসন গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণও করে না। সকলেই নীরবে কৃতাঞ্জলিপুটে পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট থাকেন, 'ব্রহ্মা সনৎকুমার ইচ্ছামত যেকোনো দেবতার পালঙ্কে উপবেশন করিবেন।' দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার যে দেবতার পালঙ্কে উপবেশন করেন, সেই দেবতা বিপুল আনন্দ ও সৌমনস্য অনুভব করেন। দেব, নবাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা যেরূপ বিপুল আনন্দ ও সৌমনস্য অনুভব করেন, সেইরূপ যে দেবতার পালঙ্কে ব্রহ্মা সনৎকুমার উপবেশন করেন, সেই দেবতা বিপুল আনন্দ ও সৌমনস্য অনুভব করেন।

১৮. দেব, তখন ব্রহ্মা সনৎকুমার স্থূল আত্মভাব নির্মাণ করিয়া কুমার পঞ্চশিখের ন্যায় হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের নিকট আবির্ভূত হইলেন। তিনি শূন্যে উঠিয়া আকাশে অন্তরীক্ষে পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া উপবেশন করিলেন। দেব, যেরূপ বলবান পুরুষ উত্তম প্রত্যাস্তরণাচ্ছাদিত পালঙ্কে অথবা সমতল ভূমি-ভাগে উপবেশন করে, সেইরূপই, দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার শূন্যে উঠিয়া আকাশে অন্তরীক্ষে পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া উপবেশনপূর্বক ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের চিত্তের প্রসন্নতা জ্ঞাত হইয়া এই সকল গাথা দ্বারা স্বকীয় অনুমোদন প্রকাশ করিলেন :

'ইন্দ্রসহ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ তথাগত এবং ধর্মের

সুধর্মতার পূজারত হইয়া প্রমুদিত হইয়াছেন।
সুগত-শাসনে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া এই স্থানে
উৎপন্ন সৌন্দর্যশালী যশস্বী নতুন দেবগণ বর্ণ,
আয়ু ও যশে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন,
তাঁহারা ভূরিপ্রাজ্ঞের শ্রাবক এবং প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত;
ইহা দেখিয়া ইন্দ্রসহ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ তথাগত
এবং ধর্মের সুধর্মতার পূজারত হইয়া প্রমুদিত
হইয়াছেন।'

১৯. দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার এইরূপ বলিলেন। দেব, এইরূপ ভাষণকালে ব্রহ্মা সনৎকুমারের স্বর অষ্টাঙ্গসমন্বিত হইয়াছিল, সুস্পষ্ট, সুবোধ্য, সুমিষ্ট, শ্রবণীয়, অব্যাহত, অবিক্ষিপ্ত, গম্ভীর, এবং প্রতিধ্বননক্ষম হইয়াছিল। যেহেতু, দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার স্বকীয় স্বরে দেবসভাকেই সম্বোধন করিয়াছিলেন, সেই হেতু তাঁহার নির্ঘোষ পরিষদের বাহিরে গমন করে নাই। দেব, যাঁহার স্বর এইরূপ অষ্টাঙ্গসমন্বিত হয় তিনি ব্রহ্মস্বর কথিত হন।

২০. তৎপরে, দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার তেত্রিশটি আত্মভাব নির্মাণ করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের প্রত্যেকের পালঙ্কে পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া উপবেশন করিয়া দেবগণকে সম্বোধন করিলেন :

'ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ, আপনাদের অভিমত কী? ভগবান জগতের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া দেব-মনুষ্যের অর্থ, হিত ও সুখের নিমিত্ত, বহুজনের হিত ও সুখ সাধনার্থ সর্বতোভাবে নিযুক্ত। যাঁহারাই বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাগত হইয়া শীলপালনে পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা দেহের ধ্বংসে মরণান্তে কেহ কেহ পরনির্মিত-বশবর্তী দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, কেহ কেহ নির্মাণরতি দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, কেহ কেহ তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, কেহ কেহ যাম দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, কেহ কেহ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, কেহ কেহ... চাতুর্মহারাজিক দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। যাঁহারা সর্বাপেক্ষা হীনদেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা গন্ধর্বলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন।'

২১. দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার এইরূপ বলিলেন। দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার এইরূপ কহিলে দেবগণ প্রত্যেকেই মনে করিলেন, 'যিনি আমার পালঙ্কে উপবিষ্ট তিনিই কহিয়াছেন।'

একজন কথা কহিলে সর্বমূর্তিই ওইরূপ করিলেন,
একজন মৌন রহিলে সকলেই ওইরূপ রহিলেন।

ইন্দ্রসহ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ মনে করিলেন 'যিনি আমার
পালঙ্কে, মাত্র তিনিই বলিতেছেন।'

২২. দেব, তখন ব্রহ্মা সনৎকুমার একপ্রান্তে আগমপূর্বক দেবরাজ শক্রের পালঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে সম্বোধন করিলেন :

'ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ, আপনারা কী মনে করেন? ভগবান সর্ববিৎ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঋদ্ধির বৃদ্ধি, উৎকর্ষ এবং অনুশীলনের উদ্দেশ্যে চারি ঋদ্ধিপাদ কতই সর্বাঙ্গসম্পন্নরূপে প্রকাশিত হইয়াছে! চারি ঋদ্ধিপাদ কী কী? ভিক্ষু ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কারসমন্বিত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করেন, বীর্য-সমাধি... চিত্ত-সমাধি... মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কারসমন্বিত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করেন। ভগবান সর্ববিৎ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঋদ্ধির বৃদ্ধি, উৎকর্ষ এবং অনুশীলনের উদ্দেশ্যে এই চারি ঋদ্ধিপাদ প্রকাশিত হইয়াছে। যে সকল শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ অতীতকালে বহুবিধ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই চারি ঋদ্ধিপাদের বিকাশ এবং অনুশীলন হেতুই উহা লাভ করিয়াছেন। যে সকল শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ ভবিষ্যতে বহুবিধ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারাও এই চারি ঋদ্ধিপাদের বিকাশ সাধন এবং অনুশীলন করিয়াই উহা লাভ করিবেন। যে সকল শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ এক্ষণে বহুবিধ ঋদ্ধি লাভে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারাও এই চারি ঋদ্ধিপাদের ভাবনা ও অনুশীলন করিয়াই উহা লাভ করিয়াছেন। ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ, আমারও ওইরূপ ঋদ্ধিবল আপনারা দেখিতেছেন?

'ব্রহ্মা, আমরা দেখিতেছি।'

'দেবগণ, আমিও এই চারি ঋদ্ধিপাদের ভাবনা ও অনুশীলন হেতু এইরূপ মহানুভাব এবং গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছি।

২৩. দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার এইরূপ কহিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে সম্বোধন করিলেন :

'ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ, ভগবান সর্ববিৎ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত যে ত্রিবিধ পথ সুনির্ণীত হইয়াছে, ওই সম্বন্ধে আপনারা কী মনে করেন? ত্রিবিধ পথ কী কী?

'দেবগণ, কেহ কাম এবং অকুশলধর্মে লিপ্ত হইয়া বিহার করেন। তিনি পরবর্তীকালে আর্যধর্ম শ্রবণ করেন, উহাতে মনঃসংযোগ করেন, পূর্ণরূপে ধর্মানুযায়ী জীবনে প্রবেশ করেন। তিনি আর্যধর্ম শ্রবণ করিয়া, উহাতে উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করিয়া, পূর্ণরূপে ধর্মানুযায়ী জীবনে প্রবেশ করিয়া, কাম ও অকুশলধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া অবস্থান করেন। এইরূপে তাঁহার

সুখের উৎপত্তি হয়, এবং সুখ হইতে পুনরায় সৌমনস্যের উৎপত্তি হয়। যেরূপ প্রীতি হইতে প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ যিনি কাম ও অকুশলধর্ম হইতে বিবিক্ত হন, তাঁহার সুখের উৎপত্তি হয়, এবং সুখ হইতে পুনরায় সৌমনস্যের উৎপত্তি হয়। ইহাই ভগবান সর্ববিৎ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত নির্ণীত প্রথম পথ।'

২৪. 'পুনশ্চ, দেবগণ, কাহারও স্থূল কায়-সংস্কার, বাক্য-সংস্কার, চিত্ত-সংস্কার শীতিভূত অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি পরবর্তীকালে আর্যধর্ম শ্রবণ করেন, উহাতে মনঃসংযোগ করেন, পূর্ণরূপে ধর্মানুযায়ী জীবনে প্রবেশ করেন। আর্যধর্ম শ্রবণ করিয়া, উহাতে উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করিয়া, পূর্ণরূপে ধর্মানুযায়ী জীবনে প্রবেশ করিয়া তাঁহার স্থূল কায়-সংস্কার, বাক্য-সংস্কার এবং চিত্ত-সংস্কার শীতিভূত হয়। ওইরূপে তাঁহার সুখের উৎপত্তি হয়, এবং সুখ হইতে পুনরায় সৌমনস্যের উৎপত্তি হয়। যেরূপ প্রীতি হইতে প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, সেইরূপই স্থূল কায়-সংস্কার, বাক্য-সংস্কার এবং চিত্ত-সংস্কার শীতিভূত হইলে সুখের উৎপত্তি হয়, এবং সুখ হইতে পুনরায় সৌমনস্যের উৎপত্তি হয়। ইহাই ভগবান সর্ববিৎ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত নির্ণীত দ্বিতীয় পথ।'

২৫. 'পুনশ্চ, দেবগণ, কেহ 'ইহা কুশল', 'ইহা অকুশল', ইহা সাবদ্য', ইহা অনবদ্য', 'ইহা সেবিতব্য', 'ইহা অসেবিতব্য', 'ইহা হীন', 'ইহা প্রণীত', 'ইহা কৃষ্ণ-শুভ্র-মিশ্রিত' ইহা যথার্থরূপে জানেন না। তিনি পরবর্তীকালে আর্যধর্ম শ্রবণ করেন, উহাতে মনঃসংযোগ করেন, পূর্ণরূপে ধর্মানুযায়ী জীবনে প্রবেশ করেন। ওইরূপ করিয়া তিনি 'ইহা কুশল, ইহা অকুশল', 'ইহা সাবদ্য, ইহা অনবদ্য', ইহা সেবিতব্য' ইহা অসেবিতব্য,' ইহা হীন, ইহা প্রণীত', ইহা কৃষ্ণ-শুভ্র-মিশ্রিত', ইহা যথার্থরূপে জ্ঞাত হন। এইরূপ জানিয়া ও দেখিয়া তাঁহার অবিদ্যা দূরীভূত হয়, বিদ্যার উৎপত্তি হয়। অবিদ্যা দূরীভূত হইয়া বিদ্যার উৎপত্তি হইলে তাঁহার সুখ-প্রাপ্তি হয়, এবং উহা হইতে পুনরায় সৌমনস্য প্রাপ্তি হয়। ইহাই ভগবান সর্ববিৎ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক সুখ-প্রাপ্তির নিমিত্ত নির্ণীত তৃতীয় পথ।'

'দেবগণ, এই সকলই ভগবান, সর্ববিৎ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক সুখ-প্রাপ্তির নিমিত্ত নির্ণীত ত্রিবিধ পথ।'

২৬. দেব, এইরূপ কহিয়া ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে সম্বোধন করিলেন : 'ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ, ভগবান সর্ববিৎ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক কুশল প্রাপ্তির নিমিত্ত যে চারি স্মৃতি-প্রস্থান সুনির্দিষ্ট হইয়াছে, ওই

সম্বন্ধে আপনারা কী মনে করেন? চারি স্মৃতি-প্রস্থান কী কী? ভিক্ষু উৎসাহ ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া, স্মৃতিমান হইয়া, পার্থিব বস্তুজনিত অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য দমন করিয়া, অধ্যাত্ম-নিবিষ্ট ও কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া বিহার করেন। ওইরূপে বিহারের ফলে তাঁহার চিত্ত সম্যকরূপে সমাধি প্রাপ্ত ও সুনির্মল হয়। চিত্ত সম্যকরূপে সমাধি প্রাপ্ত ও সুনির্মল হইলে তিনি আত্মবহির্ভূত পর-কায়ে পূর্ণ জ্ঞানলব্ধ হন। তিনি উৎসাহ ও সম্প্রজ্ঞানসমন্বিত হইয়া, স্মৃতিমান হইয়া, পার্থিব বস্তুজনিত অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য দমন করিয়া, অধ্যাত্ম-নিবিষ্ট ও বেদনায় বেদনানুদর্শী হইয়া... চিত্তে চিত্তানুদর্শী... ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন। ওইরূপে বিহারের ফলে তাঁহার চিত্ত সম্যকরূপে সমাধিপ্রাপ্ত সুনির্মল হয়। চিত্ত সম্যকরূপে সমাধিপ্রাপ্ত ও সুনির্মল হইলে তিনি আত্মবহির্ভূত পরবেদনা, পরচিত্ত ও পরধর্মে পূর্ণজ্ঞান লব্ধ হন।

'দেবগণ, ভগবান সর্ববিৎ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক কুশল প্রাপ্তির নিমিত্ত এই চারি স্মৃতি-প্রস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে।'

২৭. দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার এইরূপ কহিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে সম্বোধন করিলেন :

'ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ, ভগবান সর্ববিৎ, সর্বদর্শী, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক সম্যক সমাধির ভাবনা ও পূর্ণতার জন্য যে সপ্ত সমাধি-পরিষ্কার নির্দিষ্ট হইয়াছে, ওই সম্বন্ধে আপনারা কী মনে করেন? ওই সকল কী কী? সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি। এই সপ্ত অঙ্গের দ্বারা চিত্তের যে একাগ্রতা সম্পাদিত হয়, উহাই উপনিশ্রয় এবং পরিষ্কারসহ আর্য সম্যক সমাধি কথিত হয়। সম্যক সংকল্প দ্বারা সম্যক দৃষ্টি রক্ষিত হয়, সম্যক বাক্য দ্বারা সম্যক সংকল্প রক্ষিত হয়, সম্যক কর্মান্ত কর্তৃক সম্যক বাক্য রক্ষিত হয়, সম্যক আজীব কর্তৃক সম্যক কর্মান্ত রক্ষিত হয়, সম্যক ব্যায়াম কর্তৃক সম্যক আজীব রক্ষিত হয়, সম্যক স্মৃতি কর্তৃক সম্যক ব্যায়াম রক্ষিত হয়, সম্যক সমাধি কর্তৃক সম্যক স্মৃতি রক্ষিত হয়, সম্যক জ্ঞান কর্তৃক সম্যক সমাধি রক্ষিত হয়, সম্যক বিমুক্তি কর্তৃক সম্যক জ্ঞান রক্ষিত হয়।

'দেবগণ, যদি কোনো সম্যক বাক্যের কথনকারী কহেন : "ভগবান কর্তৃক স্বাখ্যাত ধর্ম সাংদৃষ্টিক, অকালিক, সর্বজগৎকে সাদরে আহ্বানকারী, মুক্তি প্রদায়ী, বিজ্ঞগণ কর্তৃক স্ব স্ব চেষ্টায় জ্ঞাতব্য; নির্বাণের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে!" তাহা হইলে তাঁহার বাক্য সত্যই হইবে। কারণ ভগবান কর্তৃক ঘোষিত ধর্ম সত্যই উক্ত প্রকার এবং নির্বাণের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে!

'দেবগণ, যাঁহারা বুদ্ধে, ধর্মে ও সংঘে অচলশ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যকান্তশীলসমন্বিত; এবং চতুর্বিংশতি-শত সহস্রাধিক ধর্মবিনীত দেবতা মগধের মৃত বুদ্ধ ভক্তগণ সকলেই ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্রোতাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের আর দুঃখময় পুনর্জন্মের সম্ভাবনা নাই, সম্বোধি তাঁহাদের নিশ্চিত নিয়তি। এই স্থানে সকৃদাগামীও আছেন,

অপরাপর পুণ্যবান প্রাণীও আছেন,
কিন্তু আমি তাঁহাদের সংখ্যা গণনা করণে
অক্ষম, কারণ আমার গণনা ভ্রান্ত
হইতে পারে।

২৮. দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার এইরূপ বলিলেন। তিনি এইরূপ কহিলে মহারাজ বৈশ্রবণের চিত্তে বিতর্কের উদয় হইল : 'আশ্চর্য! অদ্ভুত! যে, এরূপ মহান শাস্তার আবির্ভাব হইয়াছে, এরূপ মহান ধর্মাখ্যান ও গৌরবময় গতি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।'

দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার স্বচিত্তে বৈশ্রবণ মহারাজের চিত্ত-বিতর্ক অবগত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন :

'মহারাজ বৈশ্রবণ! আপনি কী মনে করেন? অতীতকালেও এরূপ মহান শাস্তার আবির্ভাব হইয়াছে, এরূপ মহান ধর্মাখ্যান ও গৌরবময় গতি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ভবিষ্যতেও এইরূপ মহান শাস্তার আবির্ভাব হইবে, এইরূপ মহান ধর্মাখ্যান ও গৌরবময় গতি বিজ্ঞাপিত হইবে।'

২৯. ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে এইরূপ বলিলেন। ব্রহ্মা সনৎকুমার কর্তৃক ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে কথিত বাক্য মহারাজ বৈশ্রবণ স্বয়ং তাঁহার মুখ হইতে শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়া স্বকীয় পরিষদকে উহা জ্ঞাপন করিলেন। বৈশ্রবণ মহারাজ যখন তাঁহার পরিষদকে উহা জ্ঞাপন করিতেছিলেন তখন জনবসভ যক্ষ তাঁহার মুখ হইতে উহা শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়া ভগবানকে উহা জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান জনবসভ যক্ষের মুখ হইতে উহা শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়া এবং স্বয়ং উহা অভিজ্ঞাত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উহা জ্ঞাপন করিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের মুখ হইতে উহা শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুগণকে, ভিক্ষুণীগণকে উপাসক ও উপাসিকাগণকে উহা জ্ঞাপন করিলেন। এইরূপে এই ব্রহ্মচর্য সমৃদ্ধ, স্ফীত, বিস্তৃত, বহুজনাদৃত, বিশাল হইয়া মনুষ্যের মধ্যে প্রকাশিত হইল।

জনবসভ সূত্রান্ত সমাপ্ত

১৯. মহাগোবিন্দ সূত্রান্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১. একসময় ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। ওই সময় পরম সৌন্দর্যশালী গন্ধর্বপুত্র পঞ্চশিখ রাত্রির অবসানে সমগ্র গৃধ্রকূট পর্বত আলোকিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। তৎপরে তিনি ভগবানকে বলিলেন :

'দেব, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের মুখ হইতে আমি যাহা শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়াছি তাহা ভগবানের নিকট নিবেদন করিব।'

ভগবান বলিলেন, 'পঞ্চশিখ, তুমি নিবেদন করো।'

২. দেব, পূর্বে বহু পূর্বে পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে প্রবারণা উৎসবে পূর্ণিমা রাত্রিতে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ সকলে একত্রিত হইয়া সুধর্মা সভায় উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের বৃহৎ দিব্য-পরিষদ চারি মহারাজসহ চতুর্দিকে সমাসীন ছিল। পূর্বদিকে দেবগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট পশ্চিমাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। দক্ষিণ দিকে দেবগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ বিরূঢ়ক উত্তরাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। পশ্চিমদিকে দেবগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ বিরূপাক্ষ পূর্বাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। উত্তরদিকে দেবগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ বৈশ্রবণ দক্ষিণাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। দেব, যখন সর্ব ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতা সুধর্মা সভায় একত্রিত হইয়া উপবেশন করিতেন, এবং তাঁহাদের বৃহৎ দিব্য-পরিষদ চারি মহারাজসহ চতুর্দিকে সমাসীন হইত, তখন তাঁহাদের আসন গ্রহণ করিবার বিধি এইরূপই ছিল। পশ্চাতে আমাদের আসন হইত। দেব, যে সকল দেবতা ভগবানের শাসনে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া সম্প্রতি ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা বর্ণে ও যশে অপরাপর দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন। দেব, উহাতে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ "দেবগণের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, অসুরগণের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে" কহিয়া হৃষ্ট, প্রমুদিত, প্রীতি-সৌমনস্য-যুক্ত হইলেন।

৩. দেব তখন দেবরাজ ইন্দ্র ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে প্রসন্ন দেখিয়া এই সকল গাথায় স্বকীয় অনুমোদন প্রকাশ করিলেন :

ইন্দ্রসহ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ তথাগত এবং ধর্মের
সুধর্মতার পূজারত হইয়া প্রমুদিত হইয়াছেন।
সুগত-শাসনে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া এই স্থানে

উৎপন্ন সৌন্দর্যশালী যশস্বী নতুন দেবগণ বর্ণ,
আয়ু ও যশে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন,
তাঁহারা ভূরিপ্রাজ্ঞের শ্রাবক এবং প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত;
ইহা দেখিয়া ইন্দ্রসহ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ তথাগত
এবং ধর্মের সুধর্মতার পূজারত হইয়া প্রমুদিত
হইয়াছেন।

দেব, উহাতে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ অধিকতর হৃষ্ট, প্রমুদিত, প্রীতি-সৌমনস্যযুক্ত হইলেন : "দেবগণের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, অসুরগণের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে।"

৪. দেব, তখন দেবরাজ শক্র ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের চিত্তের সন্তুষ্টি জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিলেন :

"দেবগণ, আপনার সেই ভগবানের যথার্থ আটটি গুণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন?"

"দেব, আমরা উহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি" তখন দেবরাজ শক্র ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের নিকট ভগবানের আটটি যথার্থ গুণ ঘোষণা করিলেন।"

৫. "ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ, আপনারা কী মনে করেন? ভগবান জগতের প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া দেবতা ও মনুষ্যের হিত ও মঙ্গল সাধনে, বহু জনের সুখ ও স্বচ্ছন্দ্য বিধানে কতই নিরত! এরূপ গুণসম্পন্ন শাস্তা; একমাত্র ভগবান ব্যতীত অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্তমানেও না।"

৬. "ভগবানের ধর্ম স্বাখ্যাত, সাংদৃষ্টিক, অকালিক, সর্বজগৎকে সাদরে আহ্বানকারী, মুক্তিপ্রদায়ী, বিজ্ঞগণ কর্তৃক স্ব স্ব চেষ্টায় জ্ঞাতব্য। এরূপ মুক্তিপ্রদায়ী উপদেষ্টা, এরূপ গুণসম্পন্ন শাস্তা; একমাত্র ভগবান ব্যতীত অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্তমানেও নাই।"

৭. "ইহা কুশল, ইহা অকুশল" ইহা ভগবান কর্তৃক উত্তমরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা নিন্দনীয়, ইহা অনিন্দ্য, ইহা অনুসরণের যোগ্য, ইহা যোগ্য নহে; ইহা হীন, ইহা প্রণীত; ইহা সমাংশযুক্ত অমঙ্গল ও মঙ্গলের মিশ্রণ ভগবান ইহা উত্তমরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুসমূহের গুণের এতাদৃশ প্রকাশক শাস্তা; একমাত্র ভগবান ব্যতীত অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্তমানেও নাই।"

৮. "ভগবান শ্রাবকদিগের নিকট নির্বাণগামী মার্গ উত্তমরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, ওই মার্গ ও নির্বাণ সহগামী। যেরূপ গঙ্গাজল ও যমুনাজল

একত্রে প্রবাহিত হইয়া এক হইয়া যায়, সেইরূপই ভগবান কর্তৃক শ্রাবকগণের নিকট প্রকাশিত নির্বাণগামী মার্গ, নির্বাণ এবং উহার মার্গ সহগামী। নির্বাণগামী মার্গের এরূপ প্রকাশক শাস্তা; একমাত্র ভগবান ব্যতীত অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্তমানেও নাই।"

৯. "ভগবান সহায়সম্পন্ন, মার্গে ভ্রাম্যমান শিক্ষার্থী এবং উদ্যাপিত ব্রহ্মচর্য ক্ষীণাসব উভয়ই তাঁহার সহচর। ভগবান তাঁহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন না হইয়া একত্রবাসে আনন্দলাভ করিয়া অবস্থান করেন। এরূপ সহবাসানন্দরত শাস্তা, একমাত্র ভগবান ব্যতীত অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্তমানেও নাই।"

১০. "ভগবানের লাভ সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহার যশ এতই বিস্তৃত যে, মনে হয়, ক্ষত্রিয়গণের সকলেই তাঁহার অনুরাগী, মদহীন হইয়া ভগবান আহার গ্রহণ করেন। এরূপ বিগত মদ হইয়া আহার গ্রহণশীল শাস্তা, একমাত্র ভগবান ব্যতীত অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্তমানেও নাই।"

১১. "ভগবান বাক্যানুরূপ কর্মের কারক, কর্মানুরূপ বাক্যের কথনকারী, এরূপ যথাবাদী তথাকারী, যথাকারী তথাবাদী, ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন শাস্তা, একমাত্র ভগবান ব্যতীত অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্তমানেও নাই।"

১২. "ভগবান বিচিকিৎসোত্তীর্ণ, নিঃশঙ্ক, আদি-ব্রহ্মচর্যের উদ্যাপনরূপ সংকল্পে সিদ্ধি প্রাপ্ত। এরূপ গুণসম্পন্ন শাস্তা, একমাত্র ভগবান ব্যতীত অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্তমানেও নাই।"

দেব, দেবরাজ শক্র ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের নিকট ভগবানের এই আটটি যথার্থ গুণ ঘোষণা করিলেন। দেবগণ ভগবানের আটটি যথার্থ গুণের এই বর্ণনা শ্রবণ করিয়া অধিকতর আনন্দিত প্রমুদিত, প্রীতি ও সৌমনস্যযুক্ত হইলেন।

১৩. দেব, তৎপরে কোনো কোনো দেবতা এইরূপ বলিলেন :

"অহো দেবগণ, যদি চারিজন সম্যকসম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া ভগবানের ন্যায় ধর্মোপদেশ দিতেন! তাহা হইলে উহা বহুজনের হিত ও সুখকর হইত, জগতের পক্ষে করুণার উৎস হইত, দেব মনুষ্যের লাভ, হিত ও সুখজনক হইত।"

কোনো কোনো দেবতা এইরূপ বলিলেন :

'দেবগণ, চারি সম্যকসম্বুদ্ধের তো কথাই নাই, যদি তিনজন সম্যকসম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া ভগবানের ন্যায় ধর্মোপদেশ দিতেন, তাহা হইলে

উহা বহুজনের হিত ও সুখকর হইত, জগতের পক্ষে করুণার উৎস হইত, দেব-মনুষ্যের লাভ, হিত ও সুখজনক হইত।"

কোনো কোনো দেবতা এইরূপ বলিলেন :

"দেবগণ, তিনজন সম্যকসম্বুদ্ধের তো কথাই নাই। যদি দুইজন সম্যকসম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া ভগবানের ন্যায় ধর্মোপদেশ দিতেন; তাহা হইলে উহা বহুজনের হিত ও সুখকর হইত, জগতের পক্ষে করুণার উৎস হইত, দেব-মনুষ্যের লাভ, হিত ও সুখজনক হইত।"

১৪. দেব, এইরূপ উক্ত হইলে দেবরাজ শক্র ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে এইরূপ বলিলেন, "দেবগণ, একই লোকধাতুতে যে দুইজন অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ একই সময়ে আবির্ভূত হইবেন, তাহা অসম্ভব, এরূপ পরিস্থিতির অবকাশ নাই। ইহা সম্ভব নহে। দেবগণ, ভগবান নীরোগ, স্বাস্থ্যসম্পন্ন ও দীর্ঘজীবী হইয়া অবস্থান করুন! উহা বহুজনের হিত ও সুখকর হইবে, জগতের পক্ষে করুণার উৎস হইবে, দেব-মনুষ্যের লাভ, হিত ও সুখজনক হইবে।"

অতঃপর, দেব, যে বিষয়ের নিমিত্ত ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ সুধর্মা সভায় একত্রিত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, ওই বিষয়ে চিন্তা ও মন্ত্রণা করিয়া ওই সম্পর্কে যাহা কথিত ও উপদিষ্ট হইল, চারি মহারাজ, স্বীয় স্বীয় আসনে স্থিত হইয়, স্থানান্তরে গমন না করিয়া, উহা গ্রহণ করিলেন।

কথিত বাক্য ও উপদেশ গ্রহণ করিয়া রাজগণ
প্রসন্ন চিত্তে স্বীয় স্বীয় আসনে দণ্ডায়মান রহিলেন।

১৫. অনন্তর, দেব, উত্তর দিকে বিশাল আলোক উৎপন্ন হইল, দেবগণের দেবানুভাব অতিক্রমকারী দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হইল। তখন দেবরাজ শক্র ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে সম্বোধন করিলেন :

"দেবগণ, যখন নিমিত্তসমূহ দৃষ্ট হইতেছে, আলোক উৎপন্ন হইয়াছে, দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তখন ব্রহ্মার আবির্ভাব হইবে। আলোকের উৎপত্তি, দীপ্তির প্রাদুর্ভাব ব্রহ্মার আবির্ভাবের পূর্বনিমিত্ত।

যখন নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে, তখন ব্রহ্মার আবির্ভাব
হইবে, বিপুল মহান দীপ্তি ব্রহ্মার আবির্ভাবের লক্ষণ।

দেব, তখন ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন : "এই দীপ্তির পরিণতি জ্ঞাত হইব, উহা হইতে প্রসূত ফল দর্শন করিয়া যাইব।" চারি মহারাজও আপন আপন আসনে উপবিষ্ট হইয়া উক্তরূপ সংকল্প করিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ সকলেই সম্মত হইয়া অনুরূপ

সংকল্প গ্রহণ করিলেন।”

১৬. দেব, যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের নিকট আবির্ভূত হন, তখন তিনি তদুদ্দেশ্যে নির্মিত স্থূল দেহে আত্মপ্রকাশ করেন। যাহা ব্রহ্মার স্বাভাবিক রূপ তাহা ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের চক্ষুপথের অতীত। যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন তখন তিনি অন্যান্য দেবগণকে বর্ণে ও যশে অতিক্রম করেন। দেব, যেরূপ সুবর্ণ বিগ্রহ মনুষ্য দেহকে ঔজ্জ্বল্যে পরাভূত করে, সেইরূপেই ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের নিকট আবির্ভূত হইবার কালে ব্রহ্মা সনৎকুমার অন্যান্য দেবগণকে বর্ণে ও যশে অতিক্রম করেন। যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সম্মুখে আবির্ভূত হন, তখন দেবসভার কেহই তাঁহাকে অভিবাদন করে না, আসন গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণও করে না। সকলেই নীরবে কৃতাঞ্জলিপুটে পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট থাকেন, 'ব্রহ্মা সনৎকুমার ইচ্ছামত যেকোন দেবতার পালঙ্কে উপবেশন করিবেন।' ব্রহ্মা সনৎকমুার যে দেবতার পালঙ্কে উপবেশন করেন, সেই দেবতা বিপুল আনন্দ ও সৌমনস্য অনুভব করেন। দেব, নবাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা যেরূপ বিপুল আনন্দ ও সৌমনস্য অনুভব করেন, সেইরূপ যে দেবতার পালঙ্কে ব্রহ্মা সনৎকুমার উপবেশন করেন, সেই দেবতা বিপুল আনন্দ ও সৌমনস্য অনুভব করেন।

১৭. দেব, অতঃপর ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের চিত্তের প্রসন্নতা জ্ঞাত হইয়া অদৃশ্য থাকিয়া এই সকল গাথার দ্বারা অনুমোদন করিলেন :

ইন্দ্রসহ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ তথাগত এবং ধর্মের
সুধর্মতার পূজারত হইয়া প্রমুদিত হইয়াছেন।
সুগত-শাসনে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া এই স্থানে
উৎপন্ন সৌন্দর্যশালী যশস্বী নতুন দেবগণ বর্ণ,
আয়ু ও যশে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন,
তাঁহারা ভূরিপ্রাজ্ঞের শ্রাবক এবং প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত;
ইহা দেখিয়া ইন্দ্রসহ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ তথাগত
এবং ধর্মের সুধর্মতার পূজারত হইয়া প্রমুদিত
হইয়াছেন।

১৮. দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার এইরূপ বলিলেন। এইরূপ ভাষণকালে তাঁহার স্বর অষ্টাঙ্গ সমন্বিত হইয়াছিল, সুস্পষ্ট, সুবোধ্য, সুমিষ্ট, শ্রবণীয়, অব্যাহত, অবিক্ষিপ্ত, গম্ভীর এবং প্রতিধ্বননক্ষম হইয়াছিল। যেহেতু ব্রহ্মা সনৎকুমার স্বকীয় স্বরে দেবসভাকেই সম্বোধন করিয়াছিলেন, সেই হেতু তাঁহার নির্ঘোষ

পরিষদের বাহিরে গমন করে নাই। যাঁহার স্বর এইরূপ অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত হয়, তিনি ব্রহ্মস্বর কথিত হন।

১৯. দেব, অতঃপর ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ ব্রহ্মা সনৎকুমারকে এইরূপ বলিলেন :

"হে ব্রহ্মা, সাধু, আমরা ইহা উত্তমরূপে বিচার করিয়া আনন্দিত হইয়াছি, দেবরাজ ইন্দ্রও ভগবানের অষ্টবিধ যথার্থ গুণ বর্ণনা করিয়াছেন, উহাও চিন্তা করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।"

দেব, তখন ব্রহ্মা সনৎকুমার দেবরাজ ইন্দ্রকে এইরূপ বলিলেন :

"দেবরাজ, সাধু, আমরাও ভগবানের অষ্টবিধ যথার্থ গুণ শ্রবণ করিব।"

"মহাব্রহ্মা, তথাস্তু" বলিয়া দেবরাজ শক্র ব্রহ্মা সনৎকুমারের নিকট ভগবানের অষ্টবিধ যথার্থ গুণ বর্ণনা করিলেন।"

২০-২৭. "মহাব্রহ্মা কী মনে করেন?" [এইরূপ কহিয়া শক্র পুনরায় ভগবানের অষ্টবিধ যথার্থ গুণের বর্ণনা করিলেন—পদচ্ছেদ নং ২১-২৭][১] ব্রহ্মা সনৎকুমার ভগবানের অষ্টবিধ যথার্থ গুণের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত, প্রমুদিত, প্রীতি-সৌমনস্যযুক্ত হইলেন।"

২৮. দেব, তৎপরে ব্রহ্মা সনৎকুমার স্থূল আত্মভাব নির্মাণ করিয়া কুমার পঞ্চশিখের ন্যায় হইয়া শূন্যে উঠিয়া আকাশে অন্তরীক্ষে পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া উপবেশনপূর্বক ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের নিকট আবির্ভূত হইলেন। যেরূপ বলবান পুরুষ উত্তম প্রত্যস্তরণাচ্ছাদিত পালঙ্কে অথবা সমতল ভূমিভাগে উপবেশন করে, সেইরূপই, দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার শূন্যে উঠিয়া আকাশে অন্তরীক্ষে পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া উপবেশনপূর্বক ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে সম্বোধন করিলেন :

২৯. ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ কী মনে করেন? ভগবান কতকাল ধরিয়া মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়াছেন?

অতীতে দিসম্পতি নামে রাজা ছিলেন। রাজা দিসম্পতির গোবিন্দ নামক ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছিল। রাজা দিসম্পতির রেণু নামে পুত্র ছিল, ব্রাহ্মণ গোবিন্দের জোতিপাল নামক পুত্র ছিল। রাজকুমার রেণু, তরুণ জোতিপাল এবং অন্য ছয়জন ক্ষত্রিয় পুত্র, এই আটজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। কালক্রমে ব্রাহ্মণ গোবিন্দের মৃত্যু হইল। ব্রাহ্মণের মৃত্যুতে রাজা দিসম্পতি বিলাপপরায়ণ হইলেন :

'যে সময়ে আমরা ব্রাহ্মণ গোবিন্দের হস্তে সমস্ত কর্তব্য সমর্পণ করিয়া

---

[১]। ৫ নং পদচ্ছেদ হইতে ১২ নং পদচ্ছেদের পুনরাবৃত্তি।

ভোগসুখ নিরত ছিলাম, ওই সময়েই ব্রাহ্মণ গোবিন্দের মৃত্যু হইল!'

তখন রাজপুত্র রেণু রাজা দিসম্পতিকে বলিলেন :

'দেব, ব্রাহ্মণ গোবিন্দের মৃত্যুর জন্য আপনি অত্যধিক বিলাপ করিবেন না! ব্রাহ্মণ গোবিন্দের জোতিপাল নামক পুত্র আছে, ওই পুত্র পিতা অপেক্ষাও অধিকতর পণ্ডিত ও অর্থদর্শী। যে সকল কর্ম তাহার পিতার হস্তে ন্যস্ত ছিল, ওই সকল জোতিপালের উপর সমর্পিত হউক।'

'কুমার, তুমি কি তাহাই উচিত মনে করো?'

'আমি সেইরূপই মনে করি।'

৩০. অতঃপর রাজা দিসম্পতি জনৈক কর্মচারীকে বলিলেন :

'তুমি ব্রাহ্মণ জোতিপালের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বল : ব্রাহ্মণ জোতিপালের মঙ্গল হউক, রাজা দিসম্পতি ব্রাহ্মণ জোতিপালকে আহ্বান করিতেছেন, রাজা ব্রাহ্মণ জোতিপালের দর্শনকামী।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া কর্মচারী জোতিপালের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে উক্ত সংবাদ জ্ঞাপন করিল।

জোতিপাল সম্মত হইয়া রাজা দিসম্পতির নিকট গমনপূর্বক তাঁহার সহিত শিষ্টাচার সঙ্গত বাক্যালাপান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাজা জোতিপালকে বলিলেন :

'জোতিপাল আমাদের অনুশাসক হউন। তিনি যেন ওই কার্য করিতে অসম্মত না হন। তাঁহার পৈতৃক স্থানে তাঁহাকে স্থাপিত করিব, তাঁহাকে গোবিন্দের পদে অভিষিক্ত করিব।'

জোতিপাল সম্মত হইলেন।

৩১. অতঃপর রাজা দিসম্পতি জোতিপালকে গোবিন্দের পদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে পৈতৃক স্থানে স্থাপিত করিলেন। অভিষিক্ত ও পৈতৃক স্থানে স্থাপিত হইয়া জোতিপাল যে সকল বিষয় পিতার অনুশাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল', ওই সকলের অনুশাসন করিতে লাগিলেন; যাহা পিতার অনুশাসনের বহির্ভূত ছিল, তাহার অনুশাসন করিলেন না। যে সকল কর্ম তাঁহার পিতা সম্পাদন করিতেন, তিনিও ওই সকল কর্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন, যাহা তাঁহার পিতা করিতেন না, তিনিও উহা করিতে ক্ষান্ত হইলেন। মনুষ্যগণ বলিতে লাগিল :

'এই ব্রাহ্মণ গোবিন্দ, মহাগোবিন্দ।' এইরূপে জোতিপালের মহাগোবিন্দ নামের উৎপত্তি হইল।

৩২. অনন্তর মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ পূর্বোক্ত ছয়জন ক্ষত্রিয়ের নিকট

গমনপূর্বক তাঁহাদিগকে বলিলেন :

'রাজা দিসম্পতি জীর্ণ, বৃদ্ধ, আয়ুষ্কালের পূর্ণতায় উপনীত। জীবনের স্থিতিকাল সম্বন্ধে কে নিশ্চিত হইতে পারে? রাজা দিসম্পতির মৃত্যু হইলে কর্তৃপক্ষগণ রাজপুত্র রেণুকেই তাঁহার স্থলে সম্ভবত অভিষিক্ত করিবেন। ক্ষত্রিয়গণ, আপনারা রাজপুত্র রেণুর নিকট গমনপূর্বক এইরূপ নিবেদন করুন : "আমরা কুমারের প্রিয়, মনোজ্ঞ ও অপ্রতিকুল মিত্র, যাহাতে কুমারের সুখ তাহাতে আমাদের সুখ, যাহাতে কুমারের দুঃখ তাহাতে আমাদের দুঃখ। রাজা দিসম্পতি জীর্ণ, বৃদ্ধ, আয়ুষ্কালের পূর্ণতায় উপনীত। জীবনের স্থিতিকাল সম্বন্ধে কে নিশ্চিত হইতে পারে? রাজা দিসম্পতির মৃত্যু হইলে কর্তৃপক্ষগণ সম্ভবত রাজকুমার রেণুকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। যদি কুমার রাজ্য লাভ করেন, তাহা হইলে আমরাও যেন উহার অংশ প্রাপ্ত হই।"

৩৩. ক্ষত্রিয়গণ সম্মত হইয়া মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণের সমীপে গমনপূর্বক পূর্বোক্তরূপে তাঁহার নিকট সমস্ত জ্ঞাপন করিলেন।

'আমার রাজ্যে যদি তোমরা সমৃদ্ধ না হইবে, তবে আর কে হইবে? যদি আমি রাজ্য লাভ করি, তোমরা তাহার অংশ পাইবে।'

৩৪. সময়ক্রমে রাজা দিসম্পতির মৃত্যু হইল। কর্তৃপক্ষগণ রাজপুত্র রেণুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রেণু সর্ববিধ ভোগসুখে লিপ্ত হইলেন। তদনন্তর মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ পূর্বোক্ত ছয় ক্ষত্রিয়ের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাদিগকে বলিলেন :

'ভদ্রগণ, রাজা দিসম্পতি লোকান্তরিত, রাজ্যে অভিষিক্ত রেণু সর্ববিধ ভোগসুখে লিপ্ত। কে জানে? ভোগানন্দের উন্মাদনা আছে। আপনারা রাজা রেণুর নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে বলুন : "রাজা দিসম্পতি মৃত, রেণু রাজ্যে অভিষিক্ত, দেব স্বীয় অঙ্গীকার স্মরণ করেন?"

ক্ষত্রিয়গণ মহাগোবিন্দের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রাজা রেণুর নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন :

'দেব, রাজা দিসম্পতি মৃত, আপনি রাজ্যে অভিষিক্ত, আপনার পূর্ব অঙ্গীকার স্মরণ করুন?'

'আমি স্মরণ করি। উত্তরে আয়ত এবং দক্ষিণে শকটমুখ এই মহাপৃথিবী[১] সমান সাত ভাগে বিভক্ত করিতে কে সমর্থ?'

'একমাত্র মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কে উহা করিতে পারে?'

---

[১]। ভারতবর্ষ।

৩৫. অতঃপর রাজা রেণু একজন পুরুষকে আদেশ করিলেন :

'তুমি মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে বলো : "রাজা রেণু আপনাকে আহ্বান করিতেছেন।"

"দেব, তথাস্তু" বলিয়া সেই পুরুষটি মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণের নিকট গমনপূর্বক উক্ত বার্তা তাঁহাকে প্রদান করিল।

মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ রাজা রেণুর নিকট গমনপূর্বক তাঁহার সহিত যথারীতি বাক্যালাপান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাজা রেণু তাঁহাকে বলিলেন :

'গোবিন্দ, উত্তরে আয়ত এবং দক্ষিণে শকটমুখ এই মহাপৃথিবী সাত সমান ভাগে বিভক্ত করো।'

'তথাস্তু' কহিয়া ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ উত্তরে আয়ত এবং দক্ষিণে শকটমুখ এই মহাপৃথিবী সাত সমান ভাগে বিভক্ত করিলেন, প্রত্যেক ভাগ শকটমুখাকৃতিসম্পন্ন হইল।

৩৬. ওই বিভাগে রাজা রেণুর জনপদ মধ্যস্থলে অবস্থিত হইল।

কলিঙ্গদিগের দন্তপুর, অস্‌সকগণের পোতন,
অবন্তীগণের মহিস্‌সতী; সোবীরগণের রোরুক,
বিদেহদিগের মিথিলা, অঙ্গে চম্পা,
কাশীর বারাণসী, এইসকল মহাগোবিন্দ কৃত

ওই ছয়জন ক্ষত্রিয় আপন আপন লাভে আনন্দিত ও পরিপূর্ণ সংকল্প হইলেন : 'যাহা আমাদিগের ইচ্ছিত, আকাঙ্ক্ষিত, অভিপ্রেত এবং প্রার্থিত ছিল, তাহা আমরা লাভ করিয়াছি।'

সত্তভু, ব্রহ্মদত্ত, বেস্‌সভূ, ভরত,
রেণু এবং দুই ধৃতরাষ্ট্র এই
সাতজন রাজা ওই সময়ে ছিলেন।

প্রথম ভাণবার সমাপ্ত

৩৭. অনন্তর সেই ছয় ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন :

'ব্রাহ্মণ গোবিন্দ যেরূপ রাজা রেণুর প্রিয়, আদৃত এবং অপ্রতিকূল সহায়, আমাদিগেরও ওইরূপ সহায়। গোবিন্দ আমাদের অনুশাসন করুন, উহাতে অস্বীকৃত হইবেন না।'

ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ সম্মত হইলেন। তিনি ওই সাতজন মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার অনুশাসন কার্য করিতে লাগিলেন, সাতজন ব্রাহ্মণ মহাশাল

এবং সাতশত স্নাতককে মন্ত্রশিক্ষা দিতে লাগিলেন।

৩৮. পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দের এইরূপ খ্যাতি ঘোষিত হইল : 'ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দর্শন করেন, ব্রহ্মার সহিত বিশ্রম্ভালাপ করেন, তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করেন।' তখন ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ চিন্তা করিলেন : 'আমি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দর্শন করি, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ ও মন্ত্রণা করি, এইরূপ প্রীতিকর খ্যাতি আমার সম্বন্ধে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। আমি কিন্তু ব্রহ্মাকে দর্শন করি না, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ ও মন্ত্রণাও করি না। কিন্তু আমি বয়োবৃদ্ধ সম্মানার্হ ব্রাহ্মণ আচার্য প্রাচার্যগণকে বলিতে শুনিয়াছি :

"যিনি বর্ষার চারি মাস ধ্যানানুযুক্ত থাকেন, করুণার ধ্যানের অনুশীলন করেন, তিনি ব্রহ্মাকে দর্শন করেন এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপ ও মন্ত্রণা করেন।" অতএব আমি বর্ষার চারি মাস ধ্যানরত হইয়া করুণার ধ্যানের অনুশীলন করিব।'

৩৯. অতঃপর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ রাজা রেণুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন, 'আমার সম্বন্ধে প্রীতিকর খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছে যে, আমি ব্রহ্মাকে দর্শন করি, ব্রহ্মার সহিত বিশ্রম্ভালাপ এবং মন্ত্রণা করি। কিন্তু আমি ব্রহ্মাকে দর্শন করি না, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ ও মন্ত্রণাও করি না। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ সম্মানার্হ ব্রাহ্মণ আচার্য প্রাচার্যগণকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যিনি বর্ষার চারি মাস ধ্যানরত হইয়া করুণার ধ্যানের অনুশীলন করেন, তিনি ব্রহ্মাকে দর্শন করেন, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ ও মন্ত্রণা করেন। আমি বর্ষার চারিমাস ধ্যানরত হইয়া করুণার ধ্যানের অনুশীলন করিতে ইচ্ছা করি। একমাত্র আমার খাদ্যবাহক ভিন্ন অপর কেহ আমার নিকট আসিতে পারিবে না।'

'গোবিন্দ, তোমার যাহা ইচ্ছা।'

৪০. অতঃপর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ ছয়জন ক্ষত্রিয়ের নিকট গিয়া রাজা রেণুর নিকট যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই বলিলেন এবং তাঁহাদের নিকটও বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৪১. পরে মহাগোবিন্দ সাতজন ব্রাহ্মণ মহাশাল এবং সাতশত স্নাতকের নিকট গমন করিয়া আপনার সম্বন্ধে ঘোষিত প্রীতিকর খ্যাতির কথা এবং ব্রহ্মার সহিত দর্শন, বাক্যালাপ ও মন্ত্রণার উপায় বিবৃত করিলেন। এই সমস্ত বিবৃত হইলে তিনি বলিলেন, 'আপনারা যাহা শিক্ষা এবং হৃদয়স্থ করিয়াছেন, উহা পুনঃপুন আবৃত্তি করুন এবং পরস্পরকে মন্ত্রশিক্ষা দিন। আমি বর্ষার

চারি মাস ধ্যানরত হইয়া করুণার ধ্যানের অনুশীলন করিতে ইচ্ছা করি। একমাত্র আমার খাদ্যবাহক ভিন্ন অপর কেহ আমার নিকট আসিতে পারিবে না।'

'আপনার যাহা ইচ্ছা।'

৪২. অতঃপর মহাগোবিন্দ তাঁহার সমমর্যাদাসম্পন্ন চত্বারিংশ পত্নীর নিকট গমনপূর্বক তাঁহাদিগকে পূর্বোক্ত জনরব এবং নির্জনে ধ্যাননিবিষ্ট হইবার নিমিত্ত আপনার সংকল্প জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারাও তাঁহাদের সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

৪৩. তৎপরে মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ নগরের পূর্বদিকে নতুন বিশ্রামাগার নির্মাণ করাইয়া বর্ষার চারি মাস ধ্যানরত হইয়া করুণার ধ্যানের অনুশীলন করিলেন, একমাত্র খাদ্যবাহক ভিন্ন অপর কেহ তাঁহার নিকট গমন করিতে পারিল না। চারিমাস অতীত হইবার পর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দের চিত্ত-চাঞ্চল্য ও মানসিক উদ্বেগ হইল : 'আমি বৃদ্ধ সম্মানার্হ ব্রাহ্মণ আচার্য-প্রাচার্যগণকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যিনি বর্ষার চারি মাস ধ্যানরত হইয়া করুণার ধ্যানের অনুশীলন করেন, তিনি ব্রহ্মার দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপ ও মন্ত্রণা করেন। কিন্তু আমি ব্রহ্মাকে দেখিলাম না, এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপ অথবা মন্ত্রণা করিলাম না।'

৪৪. তখন ব্রহ্মা সনৎকুমার স্বচিত্তে মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণের চিত্তবিতর্ক জ্ঞাত হইয়া যেরূপ বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে, সেইরূপ ব্রহ্মালোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ওই অদৃষ্টপূর্ব রূপ দেখিয়া মহাগোবিন্দ ভীত, স্তম্ভিত ও লোমহর্ষযুক্ত হইলেন। তিনি সভয়ে, সোদ্বেগে ও রোমাঞ্চকলেবরে ব্রহ্মা সনৎকুমারকে গাথায় সম্বোধন করিলেন :

'দেব, সুন্দর, যশস্বী, শ্রীমান আপনি কে?
আমরা জানি না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি
কী প্রকারে আপনাকে জানিব?'
'ব্রহ্মলোকে আমি সনৎকুমার নামে
জ্ঞাত, সর্বদেবতার নিকট আমি
পরিচিত, গোবিন্দ, তুমিও আমাকে
সেই রূপেই জানিবে।'
'ব্রহ্মার নিমিত্ত আসন, জল, পাদ্য,
মধু-পাক ইত্যাদি প্রস্তুত,

আপনাকে অর্ঘ
গ্রহণে অনুরোধ করিতেছি, উহা
গ্রহণ করুন।'
'গোবিন্দ, তোমার দত্ত অর্ঘ গ্রহণ করিতেছি।
ঐহিক মঙ্গল এবং পারলৌকিক সুখের
জন্য তুমি যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে
পার, আমি অনুমতি দিতেছি।'

৪৫. অতঃপর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ চিন্তা করিলেন : 'আমি ব্রহ্মা সনৎকুমারের অনুমতি প্রাপ্ত। আমি তাঁহার নিকট কি প্রার্থনা করিব? ঐহিক অথবা পারলৌকিক মঙ্গল?'

তৎপরে তিনি চিন্তা করিলেন : 'এই জগতে যাহা কাম্য তাহা আমার সুবিদিত। অপরেও আমাকে ইহজগতের কাম্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। অতএব আমি তাঁহার নিকট পারলৌকিক মঙ্গল প্রার্থনা করিব।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ ব্রহ্মা সনৎকুমারকে গাথায় সম্বোধন করিলেন :

'আমি সংশয়পূর্ণ হইয়া সংশয়োত্তীর্ণ
ব্রহ্মা সনৎকুমারকে অপরের জ্ঞাতব্য
বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছি, কী প্রকার
অবস্থায় স্থিত হইয়া এবং কীরূপ
শিক্ষা লাভ করিয়া মনুষ্য মৃত্যুহীন
ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়?'
'হে ব্রাহ্মণ, মনুষ্যলোকে মমত্বের
বর্জন, একাগ্রচিত্তে করুণার ধ্যানে
রতি, সর্বপ্রকার অপবিত্রতা এবং
মৈথুন হইতে বিরতি, এইরূপ
অবস্থায় স্থিত হইয়া এবং এইরূপ
শিক্ষা লাভ করিয়া মনুষ্য মৃত্যুহীন
ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।'

৪৬. 'মমত্বের বর্জন সম্বন্ধে দেব যাহা বলিলেন আমি তাহা বুঝিয়াছি। কেহ অল্প কিংবা মহৎ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া, স্বল্প অথবা বহুসংখ্যক জ্ঞাতিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কেশ ও শ্মশ্রু মোচনপূর্বক কাষায় বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন। ইহাকেই

আমি দেব কথিত মমত্বের বর্জনরূপ গ্রহণ করি।

‘একাগ্রতা সম্বন্ধে দেব যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন আমি তাহা বুঝিয়াছি। কেহ নির্জন বাসস্থান আশ্রয় করেন, অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বত, কন্দর, গিরি-গুহা, শ্মশান, বনপ্রস্থ, উন্মুক্ত স্থান, পলালপুঞ্জ আশ্রয় করেন। ইহাকেই আমি দেব-কথিত একাগ্র অবস্থারূপে গ্রহণ করি।

‘দেব কথিত করুণার ধ্যানে রতি, ইহাও আমি বুঝিয়াছি। কেহ করুণাসহগত চিত্তে একদিক হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে তিনি ঊর্ধ্বে, অধোদিকে, সর্বদিকে, সর্বত্র, সর্বব্যাপী করুণাসহগত চিত্তে বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয় অবৈর এবং মৈত্রী দ্বারা সর্বজগৎকে স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। ইহাকেই আমি দেবকথিত করুণার ধ্যানে রতিরূপে গ্রহণ করি।

‘অপবিত্রতা সম্বন্ধে দেব যাহা বলিলেন, আমি তাহা বুঝিলাম না।’

হে ব্রহ্মা, মনুষ্যলোকে অপবিত্রতা
কী কী? ইহা আমার অজ্ঞাত। হে
ধীর ব্যক্ত করো। কীসের দ্বারা আচ্ছন্ন
হইয়া ক্রুরকর্মা মনুষ্য নিরয়গামী
হয়? ব্রহ্মলোকের দ্বার তাহার
নিকট রুদ্ধ হয়?’

‘ক্রোধ, মৃষাবাদ, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা,
কৃপণতা, অভিমান, ঈর্ষা, তৃষ্ণা, বিচিকিৎসা,
পরপীড়ন, লোভ, দ্বেষ, মদ, মোহ এই
সকলে যুক্ত অপবিত্র মনুষ্য নিরয়গামী
হয়, ব্রহ্মলোকের দ্বার তাহাদের
নিকট রুদ্ধ হয়।’

‘দেব কথিত অপবিত্রতা সম্বন্ধে আমি যাহা ভাবিলাম তাহাতে ওই সকল অপবিত্রতা গৃহবাসীর পক্ষে দূরীভূত করা দুঃসাধ্য, আমি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।”

‘গোবিন্দ, তোমার যেরূপ অভিরুচি।’

৪৭. অনন্তর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ রাজা রেণুর নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন, আপনার রাজ্যের অনুশাসনের নিমিত্ত আপনি অন্য পুরোহিতের অন্বেষণ করুন। আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা অপবিত্রতাসমূহ সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা হইতে আমি বুঝিয়াছি যে

ওই সকল অপবিত্রতা গৃহবাসীর পক্ষে দূরীভূত করা দুঃসাধ্য। আমি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিব।'

'ভূমিপতি রাজা রেণু! আপনাকে বলিতেছি :
রাজ্যের অনুশাসনের চিন্তা আপনিই
করুন, পৌরহিত্যে করিতে আর আমার
রুচি নাই।'
'যদি আপনার ভোগ পর্যাপ্ত
না হয়, আমি উহা পূর্ণ করিব,
যদি কেহ আপনার অনিষ্ট সাধন
করে, আমি উহার নিবারণ করিব
আমি ভূমিপতি ও সেনাপতি,
আপনি পিতা আমি পুত্র, গোবিন্দ,
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না।'
'আমার ভোগের অভাব নাই,
আমাকে কেহ হিংসাও করে না,
আমি অমনুষ্য-বাক্য শ্রবণ করিয়াছি,
তজ্জন্য গৃহবাসে আমার রতি নাই।'
'কী প্রকার অমনুষ্য? উহা আপনাকে
কি বলিয়াছে যাহা শুনিয়া আপনি
আপনার গৃহ এবং আমাদের
সকলকে পরিত্যাগ করিতেছেন?'
'উপবসথের পূর্বে আমি যজ্ঞকরণেচ্ছু
হইয়াছিলাম, আমার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত
ও কুশ তৃণ বিক্ষিপ্ত ছিল। ওই সময়
ব্রহ্মলোক হইতে ব্রহ্মা সনৎকুমার
আমার নিকট আবির্ভূত হইলেন।
তিনি আমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিলেন।
উহা শুনিয়া গৃহে আমার রতি হইতেছে না।'

'গোবিন্দ আপনি যাহা বলিলেন তাহা আমি বিশ্বাস করি, অপার্থিব বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনি কী প্রকারে উহার অন্যথা করিবেন? আমরা আপনার অনুগামী হইব, শান্ত হউন। বৈদূর্যমণি যেরূপ স্বচ্ছ, বিমল, শুভ্র হয়, সেইরূপ আমরা শুদ্ধ হইয়া গোবিন্দের অনুশাসন দ্বারা চালিত হইব।'

'যদি, গোবিন্দ, আপনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, আমিও উহাই করিব, তৎপরে আপনার যে গতি আমাদেরও সেই গতি।'

৪৮. তৎপরে ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ পূর্বোক্ত ছয় ক্ষত্রিয়ের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'আপনারা এক্ষণে আপনাদের রাজ্যের অনুশাসনের নিমিত্ত অন্য পুরোহিতের অনুসন্ধান করুন। আমি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণে ইচ্ছুক। ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা শুনিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, গৃহবাসীর পক্ষে ওই সকল অপবিত্রতার দূরীকরণ সহজসাধ্য নয়, আমি গৃহত্যাগপূর্বক প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিব।'

তখন ক্ষত্রিয়গণ একপ্রান্তে গমনপূর্বক একত্রে চিন্তা করিলেন : 'এই সকল ব্রাহ্মণ ধনলুব্ধ, অতএব আমরা ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দকে ধনলোভ প্রদর্শন করিব।'

তাঁহারা ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, এই সকল সাতটি রাজ্যে প্রভূত ধন-সম্পত্তি বিদ্যমান, উহা হইতে আপনার যত ইচ্ছা গ্রহণ করুন।'

'ক্ষান্ত হউন! আমারও প্রভূত সম্পত্তি আছে, উহা আপনাদেরই কল্যাণে লব্ধ, ওই সমস্ত বর্জন করিয়া আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

৪৯. তখন ওই ছয়জন ক্ষত্রিয় একপ্রান্তে গমনপূর্বক একত্রে চিন্তা করিলেন : 'ওই সকল ব্রাহ্মণ স্ত্রী-লুব্ধ, অতএব আমরা ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দকে স্ত্রী-লোভ প্রদর্শন করিব।

তাঁহারা ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'এই সপ্তরাজ্যে বহুসংখ্যক নারী বিদ্যমান। উহাদের মধ্যে আপনার যত ইচ্ছা লইতে পারেন।'

'ক্ষান্ত হউন! আমার চত্বারিংশ সমমর্যাদা-সম্পন্ন ভার্যা আছে। উহাদের সকলকেই পরিত্যাগ করিয়া আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব। ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন তাহা শুনিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, গৃহবাসীর পক্ষে ওই সকল অপবিত্রতার দূরীকরণ সহজসাধ্য নয়, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

৫০. 'যদি গোবিন্দ গৃহত্যাগপূর্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, আমরাও তাহাই করিব, তৎপরে আপনার যে গতি, আমাদেরও সেই গতি হইবে।'

'যদি সাংসারিক সেবিত কাম বর্জন করিতে ইচ্ছা করো, তাহা হইলে উদ্যোগসম্পন্ন ও দৃঢ় হও, ক্ষান্তিবল-সমাহিত হও, ইহা ঋজুমার্গ, অনুত্তর মার্গ, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধুজন-রক্ষিত সদ্ধর্ম।'

৫১. 'তাহা হইলে গোবিন্দ সাত বৎসর অপেক্ষা করুন, সাত বৎসর

অতীত হইলে আমরাও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব, তৎপরে আপনার যে গতি আমাদেরও সেই গতি হইবে।'

'সাত বৎসর অতি দীর্ঘকাল আমি সাত বৎসর আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিব না। জীবনের স্থিতিকাল সম্বন্ধে কে নিশ্চিত হইতে পারে? মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, প্রজ্ঞা দ্বারা প্রবুদ্ধ হইতে হইবে, কুশলকর্ম করিতে হইবে, ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইবে, যাহা জাত তাহার মৃত্যু হইতে মুক্তি নাই। ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন তাহা শুনিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, গৃহবাসীর পক্ষে ওই সকল অপবিত্রতার দূরীকরণ সহজসাধ্য নয়, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

৫২. তাহা হইলে পূজ্য গোবিন্দ ছয় বৎসর অপেক্ষা করুন... পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করুন... চারি বৎসর অপেক্ষা করুন... তিন বৎসর... দুই বৎসর... এক বৎসর অপেক্ষা করুন। এক বৎসর অবসানে আমরাও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব, তখন আপনার যে গতি আমাদেরও সেই গতি হইবে।'

৫৩. 'এক বৎসর অতি দীর্ঘকাল। আমি আপনাদের জন্য এক বৎসর অপেক্ষা করিতে পারিব না। জীবনের স্থিতিকাল সম্বন্ধে কে নিশ্চিত হইতে পারে? মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, প্রজ্ঞা দ্বারা প্রবুদ্ধ হইতে হইবে, কুশলকর্ম করিতে হইবে, ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইবে, যাহা জাত তাহার মৃত্যু হইতে মুক্তি নাই। ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা শুনিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, গৃহবাসীর পক্ষে ওই সকল অপবিত্রতার দূরীকরণ সহজসাধ্য নয়, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

'তাহা হইলে পূজ্য গোবিন্দ সাত মাস অপেক্ষা করুন। সাত মাস অতীত হইলে আমরাও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব, তখন আপনার যে গতি আমাদেরও সেই গতি হইবে।'

৫৪. 'সাতমাস অতি দীর্ঘকাল। আমি সাত মাস আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিব না। জীবনের স্থিতিকাল সম্বন্ধে কে নিশ্চিত হইতে পারে? মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, প্রজ্ঞা দ্বারা প্রবুদ্ধ হইতে হইবে, কুশলকর্ম করিতে হইবে, ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইবে, যাহা জাত তাহার মৃত্যু হইতে মুক্তি নাই। ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন তাহা শুনিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, গৃহবাসীর পক্ষে ওই সকল অপবিত্রতার দূরীকরণ সহজসাধ্য নয়, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

'তাহা হইলে পূজ্য গোবিন্দ ছয় মাস... পাঁচ মাস... চারি মাস... তিন মাস... দুই মাস... এক মাস... অর্ধমাস অপেক্ষা করুন। অর্ধমাস অতীত

হইলে আমরাও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব, তখন আপনার যে গতি, আমাদেরও সেই গতি হইবে।'

৫৫. 'অর্ধমাস অতি দীর্ঘকাল। আমি অর্ধমাস আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিব না। জীবনের স্থিতিকাল সম্বন্ধে কে নিশ্চিত হইতে পারে? মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, প্রজ্ঞা দ্বারা প্রবুদ্ধ হইতে হইবে, কুশলকর্ম করিতে হইবে, ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইবে, যাহা জাত তাহার মৃত্যু হইতে মুক্তি নাই। ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন তাহা শুনিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, গৃহবাসীর পক্ষে ওই সকল অপবিত্রতার দূরীকরণ সহজসাধ্য নয়, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

'তাহা হইলে পূজ্য গোবিন্দ সপ্তাহ অপেক্ষা করুন, ওই সময়ের মধ্যে আমরা পুত্র-ভ্রাতৃগণকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে উপদেশ দিব। সপ্তাহ হইলে আমরাও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব, তখন আপনার যে গতি, আমাদেরও সেই গতি হইবে।"

'সপ্তাহ দীর্ঘকাল নহে, আমি আপনাদিগের জন্য সপ্তাহ অপেক্ষা করিব।'

৫৬. অনন্তর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ পূর্বোক্ত সাত ব্রাহ্মণ মহাশাল এবং সাত শত স্নাতকের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন :

'আপনাদিগকে মন্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য আপনারা এক্ষণে অন্য আচার্যের অনুসন্ধান করুন। আমি গৃহত্যাগপূর্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, গৃহবাসীর পক্ষে ওই সকল অপবিত্রতার দূরীকরণ সহজসাধ্য নয়, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

'আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন না। প্রব্রজ্যায় স্বল্প ক্ষমতা, স্বল্প লাভ; ব্রাহ্মণত্বে প্রভূত ক্ষমতা এবং প্রভূত লাভ।'

'আপনারা এরূপ বলিবেন না : "প্রব্রজ্যায় স্বল্প ক্ষমতা, স্বল্প লাভ; ব্রাহ্মণত্বে প্রভূত ক্ষমতা এবং প্রভূত লাভ।" আমা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী অথবা অধিকতর লাভবান কে আছে? আমি এক্ষণে রাজগণের রাজা, ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মা এবং গৃহপতিগণের দেবতা, এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব। ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, গৃহবাসীর পক্ষে ওই সকল অপবিত্রতার দূরীকরণ সহজসাধ্য নয়, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

'যদি পূজ্য গোবিন্দ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, আমরাও তাহাই করিব, তখন আপনার যে গতি, আমাদেরও সেই গতি হইবে।'

৫৭. অতঃপর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ সমমর্যাদা-সম্পন্না চত্বারিংশ ভার্যার নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'নারীগণ ইচ্ছানুসারে স্ব স্ব জ্ঞাতিকুলে গমন করিতে পারেন, অথবা অন্য পতির অন্বেষণ করিতে পারেন, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, গৃহবাসীর পক্ষে ওই সকল অপবিত্রতার দূরীকরণ সহজ সাধ্য নয়, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

'আপনিই আমাদের বাঞ্ছিত জ্ঞাতি, আপনিই আমাদের বাঞ্ছিত ভর্তা। যদি পূজ্য গোবিন্দ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমরাও তাহাই করিব, তৎপরে আপনার যে গতি, আমাদেরও সে গতি হইবে।'

৫৮. তদনন্তর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ সপ্তাহ অতীত হইলে কেশ ও শ্মশ্রু মোচনপূর্বক কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি এইরূপ করিলে সপ্ত মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়, সপ্ত ব্রাহ্মণ মহাশাল, সপ্তশত স্নাতক, চত্বারিংশ সম-মর্যাদাসম্পন্না ভার্যা, অনেক সহস্র ক্ষত্রিয়, অনেক সহস্র ব্রাহ্মণ, অনেক সহস্র গৃহপতি, অন্তঃপুরবাসিনী বহুসংখ্যক নারী কেশ ও শ্মশ্রু মোচনপূর্বক কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দের সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। সেই পরিষদ পরিবৃত হইয়া ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ গ্রাম, নগর, রাজধানীসমূহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ওই সময় ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ যে গ্রাম অথবা নগরে গমন করিলেন, তথায় রাজার রাজা হইলেন, ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মা হইলেন, গৃহপতিগণের দেবতা হইলেন। ওই সময়ে কেহ জৃম্ভণ করিলে অথবা কাহারও পদস্খলন হইলে তাহারা এইরূপ কহিত : 'ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দকে নমস্কার, সপ্ত পুরোহিতকে নমস্কার।'

৫৯. ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ মৈত্রীসহগত চিত্তে যথাক্রমে এক দিক, দুই, তিন, চারি দিক স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ঊর্ধ্ব, অধঃ, সর্বদিক, সর্বত্র, সর্বলোক মৈত্রীসহগত চিত্তে বিপুল মহদ্গত অপ্রমেয় বৈর ও বিদ্বেষহীনতা দ্বারা স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। করুণাসহগত চিত্তে... মুদিতাসহগত চিত্তে... উপেক্ষাসহগত চিত্তে যথাক্রমে এক দিক, দুই, তিন, চারি দিক স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ঊর্ধ্ব, অধঃ সর্বদিক, সর্বত্র, সর্বলোক উপেক্ষাসহগত চিত্তে বিপুল মহদ্গত অপ্রমেয় অবৈর এবং মৈত্রী দ্বারা স্ফুরিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং শ্রাবকগণকে ব্রহ্মলোকের সহিত মিলিত হইবার মার্গ উপদেশ দিতে লাগিলেন।

৬০. ওই সময়ে ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দের যে সকল শ্রাবক শাসনের সম্পূর্ণ

জ্ঞান লাভ করিলেন, তাঁহারা মরণান্তে দেহের ধ্বংসে সুগতি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইলেন। যাঁহারা শাসনের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিলেন না, তাঁহাদের কেহ কেহ মরণান্তে পরনির্মিত-বশবর্তী দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন, কেহ কেহ নির্মাণরতি দেবলোকে, কেহ কেহ তুষিত দেবলোকে, কেহ কেহ যাম দেবলোকে, কেহ কেহ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে, কেহ কেহ চাতুর্মহারাজিক দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। যাঁহারা হীনতম দেহ প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারা গন্ধর্বলোকে উৎপন্ন হইলেন।

এইরূপে ওই সকল কুলপুত্রের প্রব্রজ্যা বৃথা অথবা নিষ্ফল হইল না, উহা সফল ও সার্থক হইল।

৬১. 'ভগবানের স্মরণ হয়?'

'পঞ্চশিখ, আমার স্মরণ হয়। ওই সময়ে আমি মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ ছিলাম। আমি ওই সকল শ্রাবকদিগকে ব্রহ্মলোক গমনের মার্গ উপদেশ দিয়াছিলাম। কিন্তু পঞ্চশিখ, ওই ব্রহ্মচর্য নির্বেদের অনুকূল ছিল না, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের অনুকূল ছিল না, উহা কেবল ব্রহ্মালোক প্রাপ্তির অনুকূল ছিল। পঞ্চশিখ, আমার এই ব্রহ্মচর্য একান্ত, নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণের অনুকূল। উহা আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। পঞ্চশিখ, এই ব্রহ্মচর্য একান্ত নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণের অনুকূল।

৬২. 'পঞ্চশিখ, আমার যে সকল শ্রাবক শাসনের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহারা তৃষ্ণার ক্ষয় হেতু অনাসব চেতবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই জগতেই স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া, উপলব্ধি করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন। যাঁহারা শাসনে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন নাই তাঁহাদের কেহ কেহ পঞ্চ অবরভাগীয় সংযোজনের ক্ষয়হেতু ঔপপাতিক থাকেন, এবং উহা হইতে অচ্যুত হইয়া ওই অবস্থাতেই নির্বাণ প্রাপ্ত হন; কেহ কেহ ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয় হেতু রাগ-দ্বেষ-মোহের ক্ষীণতা প্রাপ্তির ফলে সকৃদাগামী হইয়া থাকেন, একবার মাত্র এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া দুঃখ হইতে মুক্ত হন; কেহ কেহ ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয় হেতু স্রোতাপন্ন হইয়া থাকেন, তাঁহারা সর্ববিধ দুর্গতি হইতে মুক্ত এবং সম্বোধি তাঁহাদের নিয়তি। এইরূপে, পঞ্চশিখ, এই সকল কুল পুত্রের প্রব্রজ্যা বৃথা অথবা নিষ্ফল হয় নাই, উহা সফল ও সার্থক হইয়াছে।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন। গন্ধর্বপুত্র পঞ্চশিখ আনন্দিত হইয়া ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন এবং অনুমোদন করিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্বক ওই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

মহাগোবিন্দ সূত্রান্ত সমাপ্ত

২০. মহাসময় সূত্রান্ত

১. আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি, একসময় ভগবান শাক্যদিগের দেশে কপিলবাস্তু নগরে মহাবনে অর্হত্বপ্রাপ্ত পঞ্চশত ভিক্ষুসমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। ওই স্থানে দশ লোকধাতু হইতে বহুসংখ্যক দেবতা ভগবান ও ভিক্ষুসংঘের দর্শনলাভার্থ সমাগত হইয়াছিলেন।

২. তখন শুদ্ধাবাস দেবলোকের চারিজন দেবতার মনে এই চিন্তার উদয় হইল : 'ভগবান শাক্যদিগের দেশে কপিলবাস্তু নগরে মহাবনে অর্হত্বপ্রাপ্ত পঞ্চশত ভিক্ষুসমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত অবস্থান করিতেছেন। ওইস্থানে দশ লোকধাতু হইতে বহুসংখ্যক দেবতা ভগবান ও ভিক্ষুসংঘের দর্শনলাভার্থ সমাগত হইয়াছেন। অতএব আমারাও ভগবানের নিকট গমনপূর্বক তাঁহার সমীপে প্রত্যেকে এক একটি গাথা উচ্চারণ করিব।'

৩. অতঃপর ওই দেবগণ যেরূপ বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে, অথবা প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে, সেইরূপ শুদ্ধাবাস দেবলোকে অন্তর্হিত হইয়া ভগবানের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর ওই সকল দেবতা ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে একজন দেবতা ভগবানের সমীপে এই গাথা বলিলেন :

'প্রবনে মহা সম্মিলন হইয়াছে, দেবগণ সমাগত হইয়াছেন,
অপরাজিত সংঘের দর্শনার্থ আমরা আগমন করিয়াছি।'

অতঃপর অপর এক দেবতা ভগবানের সমীপে এই গাথা বলিলেন :

'ওই স্থানে ভিক্ষুগণ চিত্তের একাগ্রতা ও ঋজুতা সম্পাদন
করিয়াছেন, রশ্মিগ্রাহক সারথির ন্যায়
পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে রক্ষা করেন।'

তখন অপর এক দেবতা ভগবানের সমীপে এই গাথা বলিলেন :

'রাগ-দ্বেষ-মোহাদি চিত্ত-গ্লানি ও পরিঘ ছিন্ন করিয়া,

ইন্দ্রকীলের[১] উৎখাত সাধন করিয়া, শান্তচিত্তগণ শুদ্ধ বিমল,
চক্ষুষ্মান হইয়া সুদান্ত শিশুনাগের ন্যায় বিচরণ করেন।'

পরে অপর এক দেবতা ভগবানের সমীপে এই গাথা বলিলেন :

'যাঁহারা বুদ্ধের শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহাদের দুর্গতি নাই,
মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা দেবলোকে উৎপন্ন হইবেন।'

৪. তৎপরে ভগবান ভিক্ষুসংঘকে বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, দশ লোক-ধাতু হইতে বহুসংখ্যক দেবতা তথাগত এবং ভিক্ষুসংঘের দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছেন। ভিক্ষুগণ, অতীতকালে যাঁহারা অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, ওই সকল ভগবানকেও দেখিবার নিমিত্ত সমসংখ্যক দেবতার সম্মিলন হইয়াছিল, যেরূপ আমার দর্শনার্থ এক্ষণে দেবগণ সমাগত হইয়াছেন। যাঁহারা ভবিষ্যতে অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হইবেন, ওই সকল ভগবানকেও দেখিবার নিমিত্ত সমসংখ্যক দেবতার সম্মিলন হইবে, যেরূপ আমার দর্শনার্থ এক্ষণে দেবগণ সমাগত হইয়াছেন। ভিক্ষুগণ, আমি দেবদেহধারীগণের নাম প্রকাশ করিব, কীর্তন করিব, শিক্ষা দিব। শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করো, আমি বলিতেছি।'

'তথাস্তু' বলিয়া ভিক্ষুগণ সম্মত হইলেন। ভগবান বলিলেন :

৫. 'পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং পর্বতকন্দরে
যে সকল সংযমী এবং সমাহিত দেবগণ অবস্থান
করিতেছেন, আমি তাঁহাদের বিষয় বলিতেছি।
সিংহসম দৃঢ়তাসম্পন্ন, ভয়হীন, রোমাঞ্চহীন,
পবিত্রচিত্তসম্পন্ন, শুদ্ধ, প্রসন্ন, নির্মল, শাসনরত
পঞ্চশতাধিক শ্রাবকগণকে কপিলবাস্তুর বনে
দেখিয়া বুদ্ধ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিলেন :
"দেবদেহধারীগণ অগ্রসর হইতেছেন, ভিক্ষুগণ,
তাঁহাদিগকে দর্শন করো।" ভিক্ষুগণ বুদ্ধের
বচন শ্রবণ করিয়া দেখিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ
প্রয়াস করিলেন।

৬. তাঁহাদিগের দেবদর্শনের জ্ঞান উৎপন্ন হইল।
কেহ কেহ শত, কেহ কেহ সহস্র, কেহ কেহ
সপ্ততি সহস্র, কেহ কেহ শত সহস্র দেবগণের

---

[১]। লোভ, দ্বেষ ও মোহ।

দর্শন লাভ করিলেন। কেহ কেহ দেখিলেন
সর্বদিক অসংখ্য দেবগণে পূর্ণ। তখন চক্ষুষ্মান
শাস্তা ওই সমস্ত বিশেষরূপে জানিয়া ও বুঝিয়া
শাসনরত শ্রাবকগণকে সম্বোধন করিলেন :
'ভিক্ষুগণ, দেবগণ সমাগত, তাঁহাদের বিষয় জ্ঞানলাভ করো,
আমি ক্রমানুসারে দেবগণেরবর্ণনা করিতেছি।'

৭. কপিলবাস্তুর সপ্ত সহস্র ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী ভূম্য দেবতা আনন্দিত চিত্তে
অরণ্যদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

হিমালয়ের নানাবর্ণবিশিষ্ট ছয় সহস্র ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী দেবতা আনন্দিতচিত্তে
বনপ্রদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

সাতাগিরি পর্বতের নানাবর্ণবিশিষ্ট ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী তিন সহস্র দেবতা আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

এইরূপে ষোড়শ সহস্র নানাবর্ণবিশিষ্ট, ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী দেবতা আনন্দিত চিত্তে
বনপ্রদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

৮. নানাবর্ণবিশিষ্ট, ঋদ্ধিমান, দ্যুতিমান, বর্ণবান,
যশস্বী বেস্সমিত্তের পঞ্চশত দেবতা আনন্দিত চিত্তে
বনপ্রদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

রাজগৃহের বেপুল্ল পর্বতবাসী কুম্ভীর, যিনি
শতসহস্রাধিক যক্ষ কর্তৃক পূজিত, তিনিও
বনদেশের ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

৯. পূর্বদিক রাজা ধৃতরাষ্ট্রের শাসনে, সেই যশস্বী
মহারাজ গন্ধর্বগণের অধিপতি, তাঁহার ইন্দ্র
নামধারী মহাবলসম্পন্ন বহু পুত্র, তাঁহারা ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী, তাঁহারা আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

দক্ষিণ দিক রাজা বিরূঢ়ের শাসনে, সেই যশস্বী
মহারাজ কুম্ভণ্ডগণের অধিপতি, তাঁহার ইন্দ্র
নামধারী মহাবলসম্পন্ন বহু পুত্র, তাঁহারা ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী; তাঁহারা আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

পশ্চিমদিক রাজা বিরূপক্ষের শাসনে, সেই যশস্বী
মহারাজ নাগদিগের অধিপতি, তাঁহার ইন্দ্র
নামধারী মহাবলসম্পন্ন বহু পুত্র, তাঁহারা ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী; তাঁহারা আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

উত্তরদিক রাজা কুবেরের শাসনে, সেই যশস্বী
মহারাজ যক্ষদিগের অধিপতি। তাঁহার ইন্দ্র
নামধারী মহাবলসম্পন্ন বহু পুত্র, তাঁহারা ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী; তাঁহারা আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।
পূর্বদিকে ধৃতরাষ্ট্র, দক্ষিণে বিরূঢ়ক, পশ্চিমে
বিরুপক্ষ, উত্তরে কুবের, এই চারি মহারাজ
কপিলবাস্তুর বনের চতুর্দিকে জাজ্জ্বল্যমান
হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন।

১০. তাঁহাদের মায়াবী, বঞ্চক, শঠ দাসগণ আগত,
তাহাদের নাম মায়া, কুটেণ্ডু, বেটেণ্ডু, বিটু,
বিটুচ্চ; চন্দন, কামসেট্‌ঠ, কিন্নুঘণ্ডু, নিঘণ্ডু,
পণাদ, ওপমঞ্‌ঞ এবং দেবসারথি মাতলি,
চিত্তসেন, গন্ধর্ব নলরাজা, জনেষভ,
পঞ্চশিখ এবং তিম্বরুকন্যা সূর্যবর্চসা আগত হইয়াছেন।
ইহাদের সহিত অন্যান্য রাজা এবং গন্ধর্বগণও আনন্দিত
চিত্তে বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

১১. নভোবাসী ও বৈশালিবাসী নাগগণ তচ্ছক :
দিগের সহিত আগত; কম্বল, অস্‌সতর,
এবং জ্ঞাতিবর্গসহ প্রয়াগবাসীগণও আগত;
যশস্বী যমুনাবাসী এবং ধৃতরাষ্ট্র নামক নাগগণ আগত;

মহানাগ এরাবণও বনদেশে সম্মিলনীতে
আগত হইয়াছেন। যে সকল দিব্য বিশুদ্ধ চক্ষু
দ্বিজপক্ষী বল প্রয়োগে নাগরাজগণকে হরণ করে,
আকাশ হইতে তাহারা বনপ্রদেশে উপনীত,
তাহাদের নাম চিত্র এবং সুপর্ণ। ওই সময় নাগরাজগণ
বুদ্ধ কর্তৃক সুপর্ণ ভীতি হইতে মুক্ত হইয়াছিল।
পরস্পরের সহিত মৃদুবাক্যের আলাপনে নাগ ও
সুপর্ণগণ বুদ্ধের শরণাগত।

১২. বজ্রপাণি কর্তৃক পরাজিত সমুদ্রে শায়িত
বাসবের ঋদ্ধিমান ও যশস্বী ভ্রাতৃগণ,
ভয়ঙ্করাকৃতি কালকঞ্জ অসুরগণ, দানবেঘসগণ,
নমুচিসহ বেপাচিত্তি, সুচিত্তি, এবং পহারদ,
বেরোচ নামধারী বলির শতপুত্র, বলশালী
সৈন্য সজ্জিত করিয়া রাহুভদ্রের নিকট গমনপূর্বক
বলিল: 'আপনার মঙ্গল হউক,
বনদেশে ভিক্ষুগণের সম্মিলনী হইতেছে।'

১৩. আপ, ক্ষিতি, তেজ এবং বায়ু দেবগণ আসিয়াছেন,
বরণ ও বারণ দেবগণ, সোম, যশ, মৈত্রী ও করুণার
মূর্তিরূপ যশস্বী দেবগণ আগত হইয়াছেন।
এই দশবিধদেহধারী নানাবর্ণী ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী দেবগণ সকলেই আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগমন করিয়াছেন।

১৪. বিষ্ণু ও সহলি দেবগণ, অসম, দেবগণ, যমদ্বয়,
এবং চন্দ্রকে পুরোভাগে রক্ষা করিয়া
চন্দ্রলোকস্থ দেবগণ সমাগত হইয়াছেন;
সূর্যকে পুরোভাগে রক্ষা করিয়া সূর্যালোকের
দেবগণ আগত; নক্ষত্রগণকে পুরোভাগে রক্ষা করিয়া
মন্দবলাহকগণ আগত; বসুদেবগণের শ্রেষ্ঠ
বাসব শক্র পুরন্দর আগত।
এই দশ দশবিধদেহধারী নানাবর্ণী ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী দেবগণ সকলেই আনন্দিত চিত্তে

বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

১৫. অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল সহভূ দেবগণ আসিয়াছেন;
উমা পুষ্পাভ অরিট্ঠক ও রোজগণ, বরুণ,
সহধর্ম, অচ্চুত, অনেকজ, সুলেয্য, রুচির এবং
বাসবনেসি দেবগণ আগমন করিয়াছেন।
এই দশ দশবিধদেহধারী নানাবর্ণী ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী দেবগণ আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

১৬. সমান, মহা-সমান, মানুষ, মানুষোত্তম,
ক্রীড়া প্রদোষিক, মন-প্রদোষিক দেবগণ,
হরি দেবগণ, লোহিত-বাসধারী দেবগণ,
এবং যশস্বী পারগা ও মহাপারগা দেবগণ
সমাগত।
এই দশ দশবিধদেহধারী, নানাবর্ণী, ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী দেবগণ আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগমন করিয়াছেন।

১৭. সুক্ক, করুম্হ, অরুণ, বেঘনস দেবগণ,
ওদাতিগহ্য প্রমুখ বিচক্ষণ দেবগণ,
যশস্বী সদামত্ত, হারগজ, মিস্সক দেবগণ,
দিগন্ত প্লাবনকারী সবজ্রগর্জন পজ্জুন্ন আগমন করিয়াছেন।
এই দশ দশবিধ দেহধারী নানাবর্ণী ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী দেবগণ আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগমন করিয়াছেন।

১৮. যশস্বী খেমিয়, তুষিত, যাম, কট্ঠক দেবগণ,
লম্বিতক, লামসেট্ঠ জ্যোতি এবং আসব
দেবগণ, নির্মাণরতি এবং পরিনির্মিত
দেবগণ আগত।
এই দশ দশবিধ দেহধারী নানাবর্ণী ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী দেবগণ আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগমন করিয়াছেন।

১৯. এই নানাবর্ণী ষষ্ঠী সংখ্যক দেবতা নামান্বয়ে
অন্যান্য প্রতিরূপ দেবগণসহ আগমন

করিয়াছেন। 'জন্ম-জয়ী, অখিল,
প্লাবনোত্তীর্ণ, অনাসব, ওঘ-তারণ,
তমোনাশী চন্দ্রের ন্যায় নাগকে দেখিব।'

২০. সনৎকুমারসহ ঋদ্ধিমানের পুত্রদ্বয় সুব্রহ্মা
এবং পরমত্ত এবং তিস্‌স বন সম্মিলনীতে
আসিয়াছেন। সহস্র ব্রহ্মলোকাধিপতি
মহাব্রহ্মা বিরাজ করিতেছেন, তিনি
যশস্বী, ভীষণাকার, দ্যুতিমানরূপে
পুনরুৎপন্ন। তাঁহার অধীনস্থ দশ
সংখ্যক দেবতা প্রত্যেকে এক এক
ব্রহ্মলোকের শাসক আসিয়াছেন,
তাঁহাদিগের মধ্যে পারিষদ পরিবেষ্টিত হারিত
আগমন করিয়াছেন।

২১. ইন্দ্র ও ব্রহ্মাসহ সর্বদেবের আগমন
হইলে মারসেনা অগ্রসর হইল,
মারের ধৃষ্টতা অবলোকন করো!
'এস, ধৃত করো, বন্দী করো, সকলে
রাগবদ্ধ হউক, চতুর্দিক হইতে বেষ্টন
কর, কাহাকেও মুক্তি দিও না।'
এইরূপে মহাযোদ্ধা হস্ত দ্বারা ভূমি
তল আঘাতপূর্বক ভৈরব নাদ করিয়া
কৃষ্ণ-সেনা দল প্রেরণ করিল। সে বজ্র
ধ্বনি ও বিদ্যুৎ-যুক্ত বর্ষণকারী মেঘের ন্যায়
ক্রোধ প্রকাশ করিল, কিন্তু নিরুপায় হইয়া
প্রত্যাবর্তন করিল।

২২. অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা ওই সমুদয় জ্ঞাত এবং বাক্য
কথনেচ্ছু হইয়া শাস্তা শাসনরত শ্রাবকগণকে
সম্বোধন করিলেন : ভিক্ষুগণ, সাবধান!
মারসেনা আগত।' তাঁহারা বুদ্ধের বাক্য শ্রবণ
করিয়া সচেতন হইলেন। মারসেনা বীতরাগগণ
কর্তৃক বিতাড়িত হইল, তাঁহাদের একটি লোমও
কম্পিত হইল না। যশস্বী, সংগ্রামজয়ী, ভয়াতীত,

প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত শ্রাবকগণের সকলেই সর্বপ্রাণীর
সহিত আনন্দিত হইলেন?

মহাসময সূত্রান্ত সমাপ্ত

২১. সক্কপঞ্‌হ সূত্রান্ত

[শক্রপ্রশ্ন সূত্রান্ত]

১.১. আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি, একসময় ভগবান মগধ দেশে রাজগৃহের পূর্বদিকে অম্বসণ্ডা নামক ব্রাহ্মণগ্রামের উত্তরে বেদিয়ক পর্বতে ইন্দসাল গুহাতে অবস্থান করিতেছিলেন। ওই সময়ে দেবরাজ শক্র সক্ক ভগবানের দর্শনে অভিলাষী হইয়াছিলেন।

তখন দেবরাজ শক্রের মনে এই চিন্তার উদয় হইল : 'ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ এক্ষণে কোথায় অবস্থান করিতেছেন?' দেবরাজ শক্র দেখিলেন যে, ভগবান মগধদেশে রাজগৃহের পূর্বদিকে অম্বসণ্ডা নামক ব্রাহ্মণগ্রামের উত্তরে বেদিয়ক পর্বতে ইন্দসাল গুহাতে অবস্থান করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তিনি ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে সম্বোধন করিলেন :

'দেবগণ, ভগবান মগধদেশে রাজগৃহের পূর্বদিকে অম্বসণ্ড নামক ব্রাহ্মণগ্রামের উত্তরে বেদিয়ক পর্বতে ইন্দসাল গুহাতে অবস্থান করিতেছেন। যদি আমরা সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধের দর্শনার্থ গমন করি, তাহা হইলে কীরূপ হয়?'

'উত্তম প্রস্তাব' কহিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ দেবরাজ শক্রের নিকট সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

২. তখন দেবরাজ শক্র গন্ধর্বপুত্র পঞ্চশিখকে সম্বোধনপূর্বক তাঁহার নিকটও পূর্বোক্ত প্রস্তাব করিলেন, এবং পঞ্চশিখও পূর্বোক্ত প্রকারে প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বেলুব-পণ্ডু বীণা হস্তে দেবরাজ শক্রের অনুগামী হইলেন।

অনন্তর দেবরাজ শক্র ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া গন্ধর্বপুত্র পঞ্চশিখসহ যেরূপ বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে, সেইরূপ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে অন্তর্হিত হইয়া মগধদেশে রাজগৃহের পূর্বদিকে অম্বসণ্ডা নামক ব্রাহ্মণগ্রামের উত্তরে বেদিয়ক পর্বতে প্রকাশিত হইলেন।

৩. ওই সময় বেদিয়ক পর্বত এবং অম্বসণ্ডা ব্রাহ্মণগ্রাম দেবতাদিগের

দেবানুভাব হেতু অতীব জ্যোতির্ময় হইল। এমন কি চতুর্দিকে গ্রামসমূহের অধিবাসীগণ এইরূপ বলিতে লাগিল :

'অদ্য বেদিয়ক পর্বত আদীপ্ত, বেদিয়ক পর্বত অগ্নিময়, বেদিয়ক পর্বত প্রজ্জ্বলিত। কী নিমিত্ত অদ্য বেদিয়ক পর্বত এবং অম্বসণ্ডা ব্রাহ্মণগ্রাম জ্যোতির্ময় হইল?' এইরূপ কহিয়া তাহারা উদ্বিগ্ন ও রোমাঞ্চিত হইল।

৪. তৎপরে দেবরাজ শক্র গন্ধর্বপুত্র পঞ্চশিখকে সম্বোধন করিলেন :

'প্রিয় পঞ্চশিখ, যাঁহারা তথাগত তাঁহাদের নিকট মৎস্যদৃশের পক্ষে উপস্থিত হওয়া সুসাধ্য নহে, তাঁহারা অনুক্ষণ ধ্যান ও নির্জনরত, যদি তুমি প্রথমে ভগবানকে প্রসন্ন করিতে পার, তাহা হইলে তিনি প্রসন্ন হইবার পর আমরা ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধের দর্শনার্থ গমন করিতে পারি।'

'উত্তম, আপনি সাফল্য লাভ করুন', ইহা কহিয়া গন্ধর্বপুত্র পঞ্চশিখ দেবরাজ শক্রের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বীণা হস্তে ইন্দসাল গুহায় গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া 'এইস্থানে আমি ভগবান হইতে অতিদূরেও হইব না, অতি নিকটেও হইব না, তিনি আমার স্বর শুনিতে পাইবেন,' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তিনি বীণা বাদন এবং তৎসঙ্গে বুদ্ধ, ধর্ম, অর্হৎ এবং ভোগসম্বন্ধীয় এই গাথাগুলিও উচ্চারণ করিতে লাগিলেন :

৫. 'ভদ্রে সূর্যবর্চসে! আমি তোমার পিতা তিম্বরুর
বন্দনা করিতেছি, যিনি, হে কল্যাণী! তোমার,
আমার আনন্দদায়িনীর জন্মদাতা। বায়ু যেরূপ
ঘর্মাক্তের নিকট মধুর, পানীয় পিপাসিতের
নিকট মধুর, ধর্ম অরহতের নিকট মধুর, সেইরূপ
জ্যোতির্ময়ী! তুমি আমার প্রিয়। যেরূপ রোগার্তের
ভৈষজ্য, ক্ষুধাতুরের আহার, সেইরূপ তুমি প্রেমবারি
সিঞ্চনে আমার বাসনাগ্নি নির্বাপিত করো। পদ্মরেণুযুক্ত
শীতল-সলিল-পুষ্করিণীর মধ্যে ধর্মসন্তপ্ত নাগের ন্যায়
আমি তোমার বক্ষঃস্থল মধ্যে লীন হইব।
আমি অঙ্কুশাতীত নাগের ন্যায় তোত্র-তোমার জয়ী,
তোমার সৌন্দর্যে উন্মত্ত হইয়া আমার অসংযত
চিত্ত মৎকৃত কর্মের কারণ নির্ণয়ে অক্ষম।
আমার পথভ্রষ্টচিত্ত তোমাতেই বন্ধ, বঙ্কগ্রাসী মৎস্যের
ন্যায় আমি আপনাকে মুক্ত করিতে অক্ষম! সুন্দরি!

ভদ্রে! মন্দলোচনে! আমাকে আলিঙ্গন কর;
কল্যাণী! আমাকে আলিঙ্গন করো, ইহাই আমার
প্রার্থনা। কুঞ্চিতকেশী! আমার অল্পপরিমিত
বাসনা এক্ষণে, অর্হৎগণকে প্রদত্ত দক্ষিণার ন্যায়,
বহুল পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে। অর্হৎগণের
সেবায় আমি যে পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছি, ওই পুণ্যফল,
সর্বাঙ্গ কল্যাণী! যেন তোমার সহিত একত্রে
প্রাপ্ত হই। এই পৃথিবীমণ্ডলে আমি যে পুণ্য
সঞ্চয় করিয়াছি, ওই পুণ্যফল, সর্বাঙ্গকল্যাণী!
যেন তোমার সহিত একত্রে প্রাপ্ত হই। ধ্যানলীন,
বিজ্ঞ, স্মৃতিসংযুক্ত, অমৃতগবেষী শাক্যপুত্র মুনির
ন্যায় সূর্যবর্চসে! আমি তোমার অন্বেষী।
মুনি যেরূপ উত্তম সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ লাভ
করেন, সেইরূপ কল্যাণী! আমি তোমার
সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ লাভ করিব।
ত্রয়স্ত্রিংশ দেবাধিপতি শক্র যদি আমাকে বর দান
করেন, তাহা হইলে, ভদ্রে! আমি তোমাকেই
প্রার্থনা করিব, আমার প্রেম এতই গভীর।
সুমেধে! সদ্য ফুল্ল সালসম তোমার পিতাকে
বন্দনাসহ নমস্কার করিতেছি যে পিতার এতাদৃশী
সন্তান।’

৬. পঞ্চশিখের গীত শেষ হইলে ভগবান তাঁহাকে বলিলেন :

‘পঞ্চশিখ, তোমার তন্ত্রীর স্বর গীতস্বরের সহিত এবং গীতস্বর তন্ত্রীস্বরের সহিত মিলিয়া যাইতেছে, তন্ত্রীর স্বর গীতস্বরকে অতিক্রম করিতেছে না, গীতস্বরও তন্ত্রীস্বরকে অতিক্রম করিতেছে না। পঞ্চশিখ, বুদ্ধ, ধর্ম, অর্হৎ এবং কাম-সম্বন্ধীয় এই গাথাসমূহ তুমি কোন সময়ে রচনা করিয়াছ?’

‘ভন্তে, ভগবান প্রথম সম্বুদ্ধ হইবার কালে একদিন উরুবেলায় নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অজপাল নামক ন্যাগ্রোধ বৃক্ষমূলে অবস্থান করিতেছিলেন। ভন্তে, ওই সময় আমি তিম্বরু নামক গন্ধর্বরাজের কন্যা ভদ্রা সূর্যবর্চসার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলাম। কিন্তু সেই ভগিনী অপরের প্রতি আসক্ত ছিলেন, তিনি সারথি মাতলির পুত্র শিখণ্ডীর প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী ছিলেন। যেহেতু আমি কোনো উপায়েই সেই ভগিনীকে পাইলাম না, সেই হেতু আমি বেলুপণ্ড বীণা হস্তে গন্ধর্বরাজ

তিম্বরুর বাসস্থানে গিয়া বীণার ঝঙ্কারের সহিত এই গাথাগুলি গাহিলাম :

৭. 'ভদ্রে সূর্যবর্চসে, আমি তোমার পিতা তিম্বরুর
বন্দনা করিতেছি, যিনি, হে কল্যাণী! তোমার,
আমার আনন্দদায়িনীর জন্মদাতা। বায়ু যেরূপ
ঘর্মাক্তের নিকট মধুর, পানীয় পিপাসিতের
নিকট মধুর, ধর্ম অর্হতের নিকট মধুর, সেইরূপ
জ্যোতির্ময়ী! তুমি আমার প্রিয়। যেরূপ রোগার্তের
ভৈষজ্য, ক্ষুধাতুরের আহার, সেইরূপ তুমি প্রেমবারি
সিঞ্চনে আমার বাসনাগ্নি নির্বাপিত করো। পদ্মরেণুযুক্ত
শীতল-সলিল-পুষ্করিণীর মধ্যে ধর্মসন্তপ্ত নাগের ন্যায়
আমি তোমার বক্ষঃস্থল মধ্যে লীন হইব।
আমি অঙ্কুশাতীত নাগের ন্যায় তোত্র-তোমার জয়ী,
তোমার সৌন্দর্যে উন্মত্ত হইয়া আমার অসংযত
চিত্ত মৎকৃত কর্মের কারণ নির্ণয়ে অক্ষম।
আমার পথভ্রষ্টচিত্ত তোমাতেই বন্ধ, বঙ্কগ্রাসী মৎস্যের
ন্যায় আমি আপনাকে মুক্ত করিতে অক্ষম! সুন্দরী!
ভদ্রে! মন্দলোচনে! আমাকে আলিঙ্গন কর;
কল্যাণী! আমাকে আলিঙ্গন করো, ইহাই আমার
প্রার্থনা। কুঞ্চিতকেশী! আমার অল্পপরিমিত
বাসনা এক্ষণে, অর্হৎগণকে প্রদত্ত দক্ষিণার ন্যায়,
বহুল পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে। অর্হৎগণের
সেবায় আমি যে পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছি, ওই পুণ্যফল,
সর্বাঙ্গ কল্যাণী! যেন তোমার সহিত একত্রে
প্রাপ্ত হই। এই পৃথিবীমণ্ডলে আমি যে পুণ্য
সঞ্চয় করিয়াছি, ওই পুণ্যফল, সর্বাঙ্গকল্যাণী!
যেন তোমার সহিত একত্রে প্রাপ্ত হই। ধ্যানলীন,
বিজ্ঞ, স্মৃতিসংযুক্ত, অমৃতগবেষী শাক্যপুত্র মুনির
ন্যায় সূর্যবর্চসে! আমি তোমার অন্বেষী।
মুনি যেরূপ উত্তম সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ লাভ
করেন, সেইরূপ কল্যাণী! আমি তোমার
সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ লাভ করিব।
ত্রায়স্ত্রিংশ দেবাধিপতি শক্র যদি আমাকে বর দান

করেন, তাহা হইলে, ভদ্রে! আমি তোমাকেই
প্রার্থনা করিব, আমার প্রেম এতই গভীর।
সুমেধে, সদ্য ফুল্ল সালসম তোমার পিতাকে
বন্দনাসহ নমস্কার করিতেছি যে পিতার এতাদৃশী সন্তান।'

'ভন্তে, তৎপরে ভদ্রা সূর্যবচ্চসা আমাকে বলিলেন :

"ভদ্র, আমি সেই ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করি নাই, তথাপি ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সুধর্মা সভায় নৃত্যপ্রদর্শনার্থ গমনকালে ভগবানের বিষয় শ্রবণ করিয়াছি। তুমি যখন ভগবানের যশোকীর্তন করিলে, তখন আজ আমাদের মিলন হউক।"

'উহাই সেই' ভগিনীর সহিত আমার মিলন, তাহার পর আর কখনো আমরা মিলিত হই নাই।'

৮. অতঃপর দেবরাজ শক্র এইরূপ চিন্তা করিলেন :

'গন্ধর্বপুত্র পঞ্চশিখ এবং ভগবান উভয়ে মিত্রভাবে বাক্যালাপ করিতেছেন।'

তখন দেবেন্দ্র শক্র পঞ্চশিখকে সম্বোধন করিলেন :

'প্রিয় পঞ্চশিখ, তুমি আমার পক্ষ হইতে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক তাঁহার নিকট এইরূপ নিবেদন করো : ভন্তে, দেবেন্দ্র শক্র অমাত্য এবং পরিজনবর্গসহ নত মস্তকে ভগবানের চরণ বন্দনা করিতেছেন।'

'উত্তম, কহিয়া পঞ্চশিখ শক্রের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক বলিলেন :

'ভন্তে, দেবেন্দ্র শক্র অমাত্য এবং পরিজনবর্গসহ নত মস্তকে ভগবানের চরণ বন্দনা করিতেছেন।'

'পঞ্চশিখ, দেবরাজ শক্র অমাত্য এবং পরিজনবর্গসহ সুখী হউন, দেব, মনুষ্য, অসুর, নাগ, গন্ধর্ব প্রভৃতি সর্বপ্রাণী সুখকামী।'

যাঁহারা তথাগত তাঁহারা মহাশক্তিশালীগণকে এইরূপে আশীর্বাদ করেন। আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়া দেবরাজ শক্র ভগবানের ইন্দসাল গুহায় প্রবেশপূর্বক ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ এবং গন্ধর্বপুত্র পঞ্চশিখও সেইরূপই করিলেন।

৯. ওই সময় ইন্দসাল গুহার যে সকল স্থান বিষম ছিল সেই সকল স্থান সমতল হইল, সঙ্কীর্ণ স্থানসমূহ বিস্তৃত হইল, অন্ধকার গুহায় আলোক প্রকাশিত হইল, দেবগণের দেবানুভাবই ইহার কারণ। তখন ভগবান দেবরাজ শক্রকে বলিলেন :

'ইহা আশ্চর্য! অদ্ভুত! যে, আয়ুষ্মান কৌশিক বহু কার্যে, বহু করণীয়ে ব্যাপৃত হইয়াও এইস্থানে আগমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন!'

'ভন্তে, আমি বহু দিন হইতে ভগবানের দর্শনার্থ আগমন করিতে অভিলাষী ছিলাম, কিন্তু ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের কোনো না কোনো কার্যে ব্যাপৃত হইয়া আমি ভগবানের দর্শনার্থ আগমন করিতে পারি নাই। ভন্তে, একসময় ভগবান শ্রাবস্তী নগরে সললাগারে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন আমি ভগবানের দর্শনার্থ শ্রাবস্তী নগরে গমন করিয়াছিলাম।

১০. ভন্তে, ওই সময় ভগবান সমাধিস্থ হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, এবং বৈশ্রবণের পরিচারিকা ভুঞ্জতি কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানকে নমস্কার করিতে রত ছিল। তখন, ভন্তে, আমি ভুঞ্জতিকে এইরূপ বলিয়াছিলাম :

"ভগিনী, তুমি আমার পক্ষ হইতে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক নিবেদন করো যে, দেবরাজ শক্র অমাত্য ও পরিজনবর্গ-সহকারে নতমস্তকে ভগবানের চরণ বন্দনা করিতেছেন।"

আমি এইরূপ কহিলে ভুঞ্জতি বলিলেন :

"দেব, ভগবানের দর্শনার্থ এখন সময় নয়, তিনি এখন সমাধিস্থ।"

'"তাহা হইলে, ভগিনী, ভগবান সমাধি হইতে উত্থিত হইলে আমার পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক আমার উক্ত অভিপ্রায়ানুরূপ তাঁহাকে কহিবে।" ভন্তে, সেই ভগিনী, কি আমার পক্ষ হইতে ভগবানকে অভিবাদন করিয়াছিলেন? তাঁহার বাক্য কি ভগবানের স্মরণ আছে?'

"দেবেন্দ্র, তিনি আমাকে অভিবাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্য আমার স্মরণে আছে। অধিকন্তু আয়ুষ্মানের রথচক্রের শব্দে আমার ধ্যানভঙ্গ হইয়াছিল।'

১১. ভন্তে, যে সকল দেবতা আমার পূর্বে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের মুখে শ্রবণ করিয়া বুঝিয়াছি যে, "যখন অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ তথাগতগণ জগতে আবির্ভূত হন, তখন দেবগণের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অসুরগণের সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হয়।" ভন্তে, আমিও ইহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, যেহেতু অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, তথাগত জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই হেতু দেবগণের সংখ্যা বর্ধিত হইয়াছে এবং অসুরগণের সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভন্তে, এই কপিলবাস্তু নগরেই গোপিকা নাম্নী এক শাক্যকন্যা ছিলেন। তিনি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘে শ্রদ্ধাবতী এবং শীলসমন্বিতা ছিলেন। তিনি নারীসুলভ চিত্ত বর্জন করিয়া পুরুষ-চিত্তের ভাবনাপূর্বক মরণান্তে সুগতিসম্পন্ন ও স্বর্গে উৎপন্ন হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের

সহবাস লাভ করিয়া আমাদিগের পুত্র স্থানীয় হইয়াছেন। ওই স্থানেও তিনি 'গোপক দেবপুত্র'রূপে অভিহিত হইয়াছেন। ভন্তে, অপর তিনজন ভিক্ষুও ভগবানের শাসনে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া হীন গন্ধর্বলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহারা পঞ্চেন্দ্রিয় সম্পর্কিত ভোগে রত হইয়া আমাদিগের সেবা ও পরিচর্যা করিতে আসিয়া থাকেন। এইরূপে আমাদের সেবা পরিচর্যায় আগতকালে তাঁহারা গোপক দেবপুত্র কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন : "ভদ্রগণ, আপনাদের মুখ কোন দিকে ছিল যে আপনারা ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করেন নাই? আমি নারী হইয়াও বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘে শ্রদ্ধাবতী হইয়া, শীলপালনকারিনী হইয়া নারীসুলভ চিত্ত বর্জন করিয়া পুরুষ-চিত্তের ভাবনাপূর্বক মরণান্তে সুগতিসম্পন্ন ও স্বর্গে উৎপন্ন হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সহবাস লাভ করিয়া দেবেন্দ্র শক্রের পুত্রস্থানীয় হইয়াছি। এই স্থানেও আমি 'গোপক দেবপুত্র'রূপে অভিহিত হইয়াছি। আপনারা ভগবানের শাসনে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াও হীন গন্ধর্বলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। আমার সহধর্মীগণ যে হীন গন্ধর্ব দেহ ধারণ করিয়াছেন, এ দৃশ্য সত্যই অশোভন।" ভন্তে, গোপক কর্তৃক তিরস্কৃত দেবগণের দুইজন সেই জন্মেই স্মৃতি লাভপূর্বক ব্রহ্মপুরোহিত দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। কিন্তু একজন দেব ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত ভোগে রত হইয়া রহিলেন।'

১২. 'আমি চক্ষুষ্মানের উপাসিকা ছিলাম, আমার
নাম ছিল গোপিকা,
বুদ্ধ ও ধর্মে শ্রদ্ধাবতী হইয়া আমি প্রসন্নচিত্তে সংঘের
সেবানিরতা ছিলাম।
সেই বুদ্ধেরই ধর্মবলে আমি শক্রের মহানুভাব পুত্র
হইয়াছি,
মহাতেজস্বী হইয়া স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছি, এইস্থানে
আমি গোপক নামে অভিহিত।
অতঃপর দেখিলাম আমার পূর্বপরিচিত ভিক্ষুগণ
গন্ধর্বলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন।
পূর্বে মনুষ্যজন্মে অন্নপান এবং পাদপরিচর্যাদ্বারা
আমরা স্বকীয় নিবাসে যাহার সেবা করিয়াছিলাম,
ইঁহারা সেই গৌতমের শ্রাবক।
ইঁহাদের মুখ কোন দিকে ছিল যে ইঁহারা বুদ্ধের
ধর্ম শ্রবণ করেন নাই?

সর্বদর্শী কর্তৃক প্রত্যক্ষীভূত এবং সুপ্রচারিত ধর্ম
প্রত্যেককে স্বয়ং হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।
আমি আপনাদের সেবারতা হইয়া আর্যগণের
সুভাষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া
শক্রের মহানুভাব পুত্র হইয়াছি, মহাতেজস্বী হইয়া
স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছি।
কিন্তু আপনারা শ্রেষ্ঠের পূজা করিয়া, অনুত্তর
ব্রহ্মচর্যের পালন করিয়া,
হীন কায় প্রাপ্ত হইয়াছেন, অযোগ্য আপনাদের
এই উৎপত্তি।
সহধর্মীর হীনদেহ ধারণ অপ্রীতিকর দৃশ্য,
আপনারা গন্ধর্বলোকে উৎপন্ন হইয়া
দেবগণের পরিচর্যারত।
আমি পূর্বে গৃহবাসী হইলেও আমার বর্তমান
বৈশিষ্ট্য অবলোকন করুন,
পূর্বে স্ত্রী হইয়াও আজ আমি দেবপুরুষ,
দিব্যকামভোগী।
গৌতম শ্রাবক গোপক কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া
তাঁহাদের চিত্ত উদ্বেলিত হইল:
"এইস্থান ত্যাগ করিতে হইবে, বীর্যবান হইতে হইবে,
আমাদের যেন আর অপরের দাসত্ব
করিতে না হয়!"
গৌতমশাসন অনুস্মরণপূর্বক তাঁহাদের দুইজন
উদ্যোগসম্পন্ন হইলেন।
এই স্থানেই চিত্তের বিশুদ্ধি সাধনপূর্বক তাঁহারা
ভোগের বিপত্তি দর্শন করিলেন।
তাঁহারা কামসংযোজন বন্ধনরূপ দুরতিক্রম্য মারের
বন্ধনসমূহ, বন্ধনী ও রজ্জু ভেদকারী নাগের ন্যায়,
ছিন্ন করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে অতিক্রম করিলেন।
ইন্দ্র এবং প্রজাপতিসহ সর্বদেবগণ সুধর্মা সভায়
উপবিষ্ট ছিলেন।
বৈরাগ্য-বিশুদ্ধ বীরদ্বয় উপবিষ্ট দেবগণকে অতিক্রম করিলেন।

তাঁহাদিগকে দেখিয়া দেবগণমধ্যে দেবাধিপতি
বাসব উদ্বিগ্ন হইলেন :
"হীনদেহধারী এই দুইজন ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে
অতিক্রম করিয়াছে।"
ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপক বাসবকে
সম্বোধন করিলেন :
'হে ইন্দ্র, মনুষ্যলোকে কামবিজয়ী
শাক্যমুনি নামে জ্ঞাত বুদ্ধ বিদ্যমান,
এই দুইজন তাঁহারই পুত্র, তাঁহারা স্মৃতিচ্যুত
হইয়াছিলেন, আমারই কারণে তাঁহারা
পুনরায় স্মৃতি লাভ করিয়াছেন।
তাঁহাদের তিনজনের একজন এখনও গন্ধর্বদেহ
ধারণ করিয়া এইস্থানে বাস করিতেছেন,
দুইজন সম্বোধিপথানুসারী ও শান্তেন্দ্রিয় হইয়া
দেবগণকেও উপেক্ষা করেন।
এরূপ ধর্মোপদেশ কোনো শিষ্যের কোনো প্রকার
সংশয় থাকে না।
প্লাবনোত্তীর্ণ ছিন্ন-সংশয় বিজয়ী জনেন্দ্র বুদ্ধকে
নমস্কার!"
তাঁহারা এইস্থানেই ধর্মের জ্ঞান লাভ করিয়া
শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং দুইজনেই
ব্রহ্মপুরোহিতরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।
দেব, আমরাও সেই ধর্মেরই প্রাপ্তির জন্য আসিয়াছি,
ভগবানের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।

১৩. তখন ভগবান চিন্তা করিলেন : 'শক্র বহুদিন হইতে শুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি আমাকে যে প্রশ্নই করিবেন, তাহা সার্থকই হইবে নিরর্থক হইবে না, জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি তাঁহাকে যে উত্তর দিব তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিতে পারিবেন।'

অনন্তর ভগবান দেবরাজ শক্রকে গাথায় সম্বোধন করিলেন :

'হে বাসব, তোমার যাহা ইচ্ছা আমাকে প্রশ্ন করো,
আমি সকল প্রশ্নেরই উত্তর দিব।'

প্রথম ভাণবার সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১. অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া দেবরাজ শক্র ভগবানকে এইরূপ প্রথম প্রশ্ন করিলেন : 'ভগবান! দেব, মনুষ্য, অসুর, নাগ, গন্ধর্বগণ এবং অপরাপর প্রাণীগণ বৈরহীন, দণ্ডহীন, শত্রুতাহীন, হিংসাহীন, বিদ্বেষহীন হইবার ইচ্ছা করিয়াও কোন বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ওই সকল দোষযুক্ত হইয়া বাস করে?'

দেবেন্দ্র শক্র ভগবানকে এই প্রথম প্রশ্ন করিলেন। ভগবান তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন : 'হে দেবেন্দ্র, দেব, মনুষ্য, অসুর, নাগ, গন্ধর্ব এবং অপরাপর প্রাণীগণ ঈর্ষা ও মাৎসর্যরূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া বৈরহীন, দণ্ডহীন, শত্রুতাহীন, হিংসাহীন, বিদ্বেষহীন হইবার ইচ্ছা করিয়াও ওই সকল দোষযুক্ত হইয়া বাস করে।'

ভগবান দেবরাজ শক্রের প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিলেন। আনন্দিত হইয়া শক্র ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিলেন : 'হে ভগবান্, ইহা সত্য, হে সুগত, ইহা সত্য। প্রশ্নের ভগবান প্রদত্ত উত্তর শ্রবণ করিয়া আমার সংশয় ও বিচিকিৎসা দূর হইয়াছে।'

২. এইরূপে দেবরাজ শক্র ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন এবং অনুমোদন করিয়া পুনরায় ভগবানকে প্রশ্ন করিলেন :

'দেব, ঈর্ষা ও মাৎসর্যের কারণ, সমুদয়, উৎপত্তি এবং মূল কী? কীসের বর্তমানে ঈর্ষা ও মাৎসর্য হয়? কীসের অবর্তমানে ঈর্ষা ও মাৎসর্য হয় না?'

'হে দেবেন্দ্র, প্রিয়-অপ্রিয় ঈর্ষা ও মাৎসর্যের কারণ, সমুদয়, উৎপত্তি ও মূল। প্রিয়-অপ্রিয় বর্তমানে ঈর্ষা ও মাৎসর্য হয়, প্রিয়-অপ্রিয় অবর্তমানে ঈর্ষা ও মাৎসর্য হয় না।'

'দেব, প্রিয়-অপ্রিয়ের কারণ, সমুদয়, উৎপত্তি এবং মূল কী? কীসের বর্তমানে প্রিয়-অপ্রিয়ের উদ্ভব হয়? কীসের অবর্তমানে প্রিয়-অপ্রিয়ের উদ্ভব হয় না?'

'হে দেবেন্দ্র, তৃষ্ণা প্রিয়-অপ্রিয়ের কারণ, সমুদয়, উৎপত্তি এবং মূল। তৃষ্ণা বর্তমানে প্রিয়-অপ্রিয়ের উদ্ভব হয়, তৃষ্ণা অবর্তমানে উহার উদ্ভব হয় না।'

'দেব, তৃষ্ণার কারণ, সমুদয়, উৎপত্তি এবং মূল কী? কীসের বর্তমানে তৃষ্ণার উদ্ভব হয়? কীসের অবর্তমানে উহার উদ্ভব হয় না?'

'হে দেবেন্দ্র, বিতর্ক তৃষ্ণার কারণ, সমুদয়, উৎপত্তি এবং মূল। বিতর্ক বর্তমানে তৃষ্ণার উদ্ভব হয়, বিতর্ক অবর্তমানে উহার উদ্ভব হয় না।'

'দেব, বিতর্কের কারণ, সমুদয়, উৎপত্তি এবং মূল কী? কীসের বর্তমানে

বিতর্কের উদ্ভব হয়? কীসের অবর্তমানে উহার উদ্ভব হয় না?'

'হে দেবেন্দ্র, অলীক দর্শনরূপ চিত্ত-গ্লানি বিতর্কের কারণ, সমুদয়, উৎপত্তি এবং মূল। ওই চিত্ত-গ্লানি বর্তমানে বিতর্কের উদ্ভব হয়, উহা অবর্তমানে বিতর্কের উদ্ভব হয় না।'

৩. 'দেব, কোন পথ অবলম্বন করিয়া ভিক্ষু অলীক দর্শনরূপ, চিত্তগ্লানির নিরোধ প্রদায়ী মার্গে আরূঢ় হন?'

'হে দেবেন্দ্র, সৌমনস্য দুই প্রকার—সেবিতব্য ও অসেবিতব্য। দৌর্মনস্যও দুই প্রকার—সেবিতব্য ও অসেবিতব্য। উপেক্ষাও দুই প্রকার—সেবিতব্য ও অসেবিতব্য।

'হে দেবেন্দ্র, সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে সৌমনস্য দুই প্রকার কথিত হইয়াছে। কী কারণে? যখন জানিবে কোনো সৌমনস্য হইতে অকুশলধর্ম বর্ধিত হয়, কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন ওইরূপ সৌমনস্য সেবিতব্য নহে। যখন জানিবে কোনো সৌমনস্য হইতে অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন ওইরূপ সৌমনস্য সেবিতব্য। এবং যে সৌমনস্য সবিতর্ক এবং সবিচার, এবং যাহা অবিতর্ক এবং অবিচার, এই উভয়ের মধ্যে দ্বিতীয়োক্ত সৌমনস্য শ্রেষ্ঠতর।

'হে দেবেন্দ্র, আমি যে বলিয়াছি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে সৌমনস্য দুই প্রকার, তাহা এই কারণে।

'হে দেবেন্দ্র, দৌর্মনস্যও সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে। কী কারণে? যখন জানিবে কোনো দৌর্মনস্য হইতে অকুশলধর্ম বর্ধিত হয়, কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন ওইরূপ দৌর্মনস্য সেবিতব্য নহে। যখন জানিবে কোনো দৌর্মনস্য হইতে অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন ওইরূপ দৌর্মনস্য সেবিতব্য। এবং যে দৌর্মনস্য সবিতর্ক সবিচার, এবং যাহা অবিতর্ক অবিচার, এই উভয়ের মধ্যে দ্বিতীয়োক্ত দৌর্মনস্য শ্রেষ্ঠতর।

'হে দেবেন্দ্র, আমি যে বলিয়াছি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দৌর্মনস্য দ্বিবিধ, তাহা এই কারণে।

'হে দেবেন্দ্র, সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে উপেক্ষাও দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে। কী কারণে? যখন জানিবে কোনো উপেক্ষা হইতে অকুশলধর্ম বর্ধিত হয়, কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন ওইরূপ উপেক্ষা সেবিতব্য নহে। যখন জানিবে কোনো উপেক্ষা হইতে অকুশলধর্ম হ্রাসপাপ্ত হয়, কুশলধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন ওইরূপ উপেক্ষা সেবিতব্য। এবং যে উপেক্ষা সবিতর্ক

সবিচার, এবং যাহা অবিতর্ক অবিচার, এই উভয়ের মধ্যে দ্বিতীয়োক্ত উপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

'হে দেবেন্দ্র, আমি যে বলিয়াছি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে উপেক্ষা দ্বিবিধ, তাহা এই কারণে।

'হে দেবেন্দ্র, এই প্রকার আচরণসম্পন্ন ভিক্ষু অলীক দর্শনরূপ চিত্ত-গ্লানির নিরোধ প্রদায়ী মার্গে আরূঢ় হন।'

দেবেন্দ্র শক্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ভগবান এইরূপ উত্তর দিলেন। আনন্দিত হইয়া দেবরাজ শক্র ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিলেন : 'হে ভগবান, ইহা সত্য! হে সুগত, ইহা সত্য! প্রশ্নের ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত উত্তর শ্রবণ করিয়া আমার সংশয় দূর হইয়াছে।'

৪. এইরূপে দেবরাজ শক্র ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া ভগবানকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন :

'দেব, কী প্রকারে ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ-সংযমসম্পন্ন হন?'

'হে দেবেন্দ্র, কায় সম্পর্কিত এবং বাক্য সম্পর্কিত আচরণ এবং পর্যেষণাও সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দুই প্রকার।

'হে দেবেন্দ্র, সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে কায়সম্পর্কিত আচরণ দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে। কী কারণে? যখন জানিবে আচরণ বিশেষ হইতে অকুশলধর্ম বর্ধিত হয়, কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন ওইরূপ আচরণ সেবিতব্য নহে। যখন জানিবে আচরণ বিশেষ হইতে অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন ওইরূপ আচরণ সেবিতব্য।

'হে দেবেন্দ্র, আমি যে বলিয়াছি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে কায়-সম্পর্কিত আচরণ দ্বিবিধ, তাহা এই কারণে।

'হে দেবেন্দ্র বাক্য-সম্পর্কিত আচরণও সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে। কী কারণে? যখন জানিবে আচরণ বিশেষ হইতে অকুশলধর্ম বর্ধিত হয়, কুশলধর্ম হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তখন ওইরূপ আচরণ সেবিতব্য নহে। যখন জানিবে আচরণ বিশেষ হইতে অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন ওইরূপ আচরণ সেবিতব্য।

'হে দেবেন্দ্র, আমি যে বলিয়াছি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে বাক্য-সম্পর্কিত আচরণ দ্বিবিধ, তাহা এই কারণে।

'হে দেবেন্দ্র, পর্যেষণাও সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে। কী কারণে? যখন জানিবে পর্যেষণা বিশেষ হইতে অকুশলধর্ম বর্ধিত হয়, কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন ওইরূপ পর্যেষণা সেবিতব্য নহে।

যখন জানিবে পর্যেষণা বিশেষ হইতে অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত, কুশলধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন ওইরূপ পর্যেষণা সেবিতব্য।

'হে দেবেন্দ্র, আমি যে বলিয়াছি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে পর্যেষণা দ্বিবিধ, তাহা এই কারণে।

'হে দেবেন্দ্র, এইরূপ আচরণসম্পন্ন ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ-সংযমসম্পন্ন হন।'

ভগবান দেবরাজ শক্রের প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিলেন। আনন্দিত হইয়া শক্র ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিলেন :

'হে ভগবান, ইহা সত্য; হে সুগত, ইহা সত্য। প্রশ্নের ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত উত্তর শ্রবণ করিয়া আমার সংশয় দূর হইয়াছে।'

৫. এইরূপে দেবরাজ শক্র ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া ভগবানকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন :

'দেব, কী প্রকারে ভিক্ষু ইন্দ্রিয়-সংযমসম্পন্ন হন?'

'হে দেবেন্দ্র, চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপও সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দুই প্রকার। শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দও দুই প্রকার। ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্পর্শ, মন-বিজ্ঞেয় ধর্ম, এই সকলই সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দুই প্রকার।

এইরূপ কথিত হইলে দেবেন্দ্র শক্র ভগবানকে বলিলেন :

'দেব, ভগবান কর্তৃক সংক্ষেপে যাহা কথিত হইল, আমি তাহার বিস্তৃত অর্থ জ্ঞাত হইয়াছি। চক্ষু-বিজ্ঞেয় যে রূপের অনুসরণে অকুশলধর্ম বর্ধিত হয়, কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, সে রূপ সেবিতব্য নহে; চক্ষু-বিজ্ঞেয় যে রূপের অনুসরণে অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম বর্ধিত হয়, সেই রূপ সেবিতব্য। ইন্দ্রিয়ানুভূত যে সকল বস্তু হইতে অকুশলধর্ম বর্ধিত হয়, কুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত ওই সকল সেবিতব্য নহে; যে সকল বস্তু হইতে অকুশলধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম বর্ধিত হয়, ওই সকল সেবিতব্য। ভগবান সংক্ষেপে যাহা কহিয়াছেন তাহার বিস্তৃত অর্থ জ্ঞাত হইয়া, প্রশ্নের ভগবান কর্তৃক মীমাংসিত অর্থ শ্রবণ করিয়া আমার সংশয় দূর হইয়াছে।'

৬. এইরূপে দেবরাজ শক্র ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদনপূর্বক ভগবানকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন :

'দেব, সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণই কি একই মতবাদী, একই শীলসমন্বিত, একই প্রত্যয়বিশিষ্ট, একই লক্ষ্যানুসারী?'

'হে দেবেন্দ্র, তাহা নয়।'

'দেব, কেন নয়?

'হে দেবেন্দ্র, পৃথিবীর মনুষ্যগণ একাধিক এবং নানাবিধ প্রকৃতিসম্পন্ন। সেই কারণে যে ব্যক্তি যে প্রকৃতিবিশিষ্ট সে সেই প্রকৃতিকেই দৃঢ়তার সহিত আশ্রয় করিয়া তাহাতেই লগ্ন হইয়া স্থির করে : "ইহাই সত্য, আর সকল মিথ্যা।" এই নিমিত্ত সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ একই মতবাদী, একই শীলসমন্বিত, একই প্রত্যয়বিশিষ্ট, একই লক্ষ্যানুসারী নহে।'

'দেব, সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণই কি চরম নিষ্ঠাবান, চরম মুক্তিলব্ধ, চরম ব্রহ্মচারী, চরম পূর্ণতা প্রাপ্ত?'

'হে দেবেন্দ্র, তাহা নয়।'

'দেব, কেন নয়?'

'হে দেবেন্দ্র, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ তৃষ্ণাক্ষয় হেতু বিমুক্ত তাঁহারাই চরম নিষ্ঠাবান, চরম মুক্তিলব্ধ, চরম ব্রহ্মচারী, চরম পূর্ণতা প্রাপ্ত। সেইজন্য সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণই চরম নিষ্ঠাবান, চরম মুক্তিলব্ধ, চরম ব্রহ্মচারী, চরম পূর্ণতা প্রাপ্ত নহে।'

এইরূপে ভগবান দেবেন্দ্র শক্রের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। দেবেন্দ্র শক্র আনন্দিত হইয়া ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিলেন : 'হে ভগবান, ইহা সত্য; হে সুগত, ইহা সত্য। প্রশ্নের ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত উত্তর শ্রবণ করিয়া আমার সংশয় দূর হইয়াছে।'

৭. এইরূপে দেবরাজ শক্র ভগবানের বাক্যের অনুমোদন ও অভিনন্দন করিয়া ভগবানকে এইরূপ বলিলেন :

'দেব, তৃষ্ণা রোগ, গণ্ড, শল্য; তৃষ্ণাই পুরুষকে জন্ম হইতে জন্মান্তরে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে, সেই কারণে পুরুষ কখনো উচ্চাবস্থায় কখনো হীনাবস্থায় নীত হয়। দেব, অন্যান্য শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ যাহারা ভগবানের অনুবর্তী নহে, তাহাদের যে সকল প্রশ্ন করিবার সুযোগ মাত্র আমি লাভ করি নাই, ভগবান দীর্ঘকাল সংশয়াভিভূত আমার নিকট সেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন, আমার বিচিকিৎসা এবং সংশয়রূপ শল্য ভগবান কর্তৃক উৎপাটিত হইয়াছে।'

'হে দেবেন্দ্র, এই সকল প্রশ্ন তুমি অপর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ কি?'

'দেব, জিজ্ঞাসা করিয়াছি।'

'হে দেবেন্দ্র, যদি তোমার পক্ষে ক্লেশজনক না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা কি উত্তর দিয়াছেন প্রকাশ করো।'

হে দেব, যে স্থানে ভগবান অথবা তৎসদৃশগণ উপবিষ্ট সে স্থানে ইহা

আমার পক্ষে ক্লেশজনক নহে।'

'তাহা হইলে, হে দেবেন্দ্র, প্রকাশ করো।

'দেব, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণকে আমি নির্জন অরণ্যবাসী বলিয়া মনে করি, তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া আমি এই সকল প্রশ্ন করিয়াছিলাম, জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হন নাই, অসমর্থ হইয়া তাঁহারা আমাকেই প্রতিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন : "আয়ুষ্মানের নাম কি?" আমি উত্তর করিয়াছিলাম : "মহাশয়, আমি দেবেন্দ্র শক্র।" তাঁহারা পুনরায় আমাকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন : "আয়ুষ্মান দেবেন্দ্র, কোন কর্মের ফলে আপনি এই পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন?" আমি ধর্ম যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি এবং আয়ত্ত করিয়াছি তাঁহাদিগকে সেইরূপ উপদেশ দিয়াছিলাম। তাঁহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন : "আমরা দেবেন্দ্র শক্রকে দেখিলাম, তিনি আমাদিগের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।" তাঁহারা আমারই শ্রাবক হইয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের শ্রাবক হই নাই, আমি ভগবানের শ্রাবক, স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত-ধর্ম, নিশ্চিতরূপে সম্বোধিপরায়ণ।'

'হে দেবেন্দ্র, তুমি ইতিপূর্বে কখনো এরূপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য অনুভব করিয়াছ কি?'

'দেব, করিয়াছি।'

'কিরূপে তুমি এইরূপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য ইতিপূর্বে অনুভব করিয়াছ?"

'দেব? অতীতে দেবাসুর সংগ্রাম হইয়াছিল। ওই সংগ্রামে দেবগণ জয়লাভ করিয়াছিলেন, অসুরগণের পরাজয় হইয়াছিল। সংগ্রামে জয়লাভ করিবার পর আমার মনে এই চিন্তার উদয় হইয়াছিল : "দেবভোগ্য অমৃত এবং অসুরভোগ্য অমৃত উভয় অমৃতই দেবগণ পান করিবেন।" কিন্তু, দেব, দণ্ড ও শস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা লব্ধ আমার এই সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভ নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, শান্তি, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণের অনুকূল নহে। কিন্তু, ভগবানের নিকট হইতে ধর্ম শ্রবণ করিয়া আমার যে সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভ হইয়াছে, যাহা দণ্ড ও শস্ত্র দ্বারা অর্জিত নয়, সেই সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য একান্তরূপে নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, শান্তি, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণের অনুকূল।'

৮. 'হে দেবেন্দ্র, কীরূপ অনুভূতির দ্বারা তুমি এই প্রকার সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইয়াছ?'

'দেব, ছয় প্রকার অনুভূতির দ্বারা আমি এই প্রকার সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইয়াছি :

'দেবরূপে এইস্থানেই স্থিতিকালে আমি পুনরায়
আয়ুলব্ধ[১] দেব, এইরূপ অবগত হউন।

'দেব, ইহাই প্রথম অনুভূতি যাহার দ্বারা আমি উক্তরূপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইয়াছি।

'দেব-কায় হইতে চ্যুত হইয়া অমনুষ্য জীবন
পরিত্যাগ করিয়া আমি স্বীয় ইচ্ছানুরূপ গর্ভে
প্রবেশ করিব।

'দেব, ইহাই দ্বিতীয় অনুভূতি যাহার দ্বারা আমি উক্তরূপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইয়াছি।

'আমার প্রশ্নসমূহ মীমাংসিত; আমি শাসনে
রত হইয়া অবস্থানপূর্বক স্মৃতি ও
সম্প্রজ্ঞানসমন্বিত হইয়া আর্যমার্গের অনুসরণ করিব।

'দেব, ইহাই তৃতীয় অনুভূতি যাহার দ্বারা আমি উক্তরূপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইয়াছি।

'আর্যমার্গে ভ্রমণ করিয়া সম্বোধি প্রাপ্ত হইলে
আমি জ্ঞাতা হইয়া বিহার করিব, উহাই চরম
পরিণতি।

'দেব, ইহাই চতুর্থ অনুভূতি যাহার দ্বারা আমি উক্তরূপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইয়াছি।

'মনুষ্য দেহ হইতে চ্যুত হইয়া, মনুষ্য জীবন
পরিত্যাগ করিয়া আমি উত্তম দেবলোকে
দেবরূপে উৎপন্ন হইব।

'দেব, ইহাই পঞ্চম অনুভূতি যাহার দ্বারা আমি উক্তরূপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইয়াছি।

'ওই সকল অকনিষ্ঠ দেবগণ অপরাপর দেবতা
হইতে শ্রেষ্ঠ; যখন আমার অন্তিম জন্ম হইবে,
তখন ওই দেবলোকেই আমার বাসস্থান হইবে।

'দেব, ইহাই ষষ্ঠ অনুভূতি যাহার দ্বারা আমি উক্তরূপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইয়াছি।

৯. সংশয় বিহ্বলচিত্তে তথাগতের অন্বেষণে দীর্ঘকাল বিচরণ করিয়াছি,

---

[১]। [মৎকৃত অন্য কর্মের বিপাকবশতঃ]

আমার সংকল্প পূর্ণ হয় নাই।

যে সকল শ্রমণকে নির্জনবাসী মনে করিয়াছিলাম,
তাঁহারা সম্বুদ্ধ এইরূপ স্থির করিয়া আমি
তাঁহাদের উপাসনায় যাইতাম।
“কিসে সিদ্ধিলাভ হয়? কিসেই বা ব্যর্থতা হয়?”
ইহা জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা মার্গ অথবা
প্রতিপদা কোনো বিষয়েই আমাকে শিক্ষাদানে
সমর্থ হন নাই।
যখন তাঁহারা জানিতে পাইতেন আমি দেবরাজ শক্র,
তখন তাঁহারা আমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেন
কীরূপ কর্মের ফলে আমি এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত
হইয়াছি।
আমি তাঁহাদিগকে যেরূপ আমি শ্রবণ করিয়াছি এবং
যেরূপ সকলেই শ্রবণ করিতে পারে,
সেইরূপ ধর্মের উপদেশ দান করিতাম।
তাঁহারা আনন্দিত হইয়া বলিতেন, “আমরা বাসবের
দর্শন লাভ করিলাম।”
কিন্তু সংশয়-তারণ বুদ্ধকে দেখিয়া, সম্বুদ্ধের
পূজা করিয়া আজ আমি নির্ভয়।
তৃষ্ণারূপ শল্যের উৎপাটক অতুলনীয় মহাবীর
আদিত্যবন্ধু-বুদ্ধকে বন্দনা করিতেছি। ভগবান্!
দেবগণসহ যে নমস্কার ব্রহ্মাকে করিতাম,
আজ হইতে সেই নমস্কার আপনাকে করিব।
আপনিই সম্বুদ্ধ, আপনিই সর্বোত্তম শাস্তা, দেবগণসহ
সর্বলোকে আপনার ন্যায় পুরুষ নাই।’

১০. অতঃপর দেবেন্দ্র শক্র গন্ধর্বপুত্র পঞ্চশিখকে সম্বোধন করিলেন :

‘প্রিয় পঞ্চশিখ, ভগবানকে প্রথমে প্রসন্ন করিয়া তুমি আমার বহু উপকার করিয়াছ। তুমি ভগবানকে প্রথমে প্রসন্ন করিবার পর আমরা ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধের দর্শনার্থ গমনে সক্ষম হইয়াছিলাম। তোমাকে তোমার পৈতৃক স্থানে রক্ষা করিব, তুমি গন্ধর্বরাজ হইবে, তোমার প্রার্থিত ভদ্রা সূর্যবর্চসাকে তোমায় দান করিতেছি।’

অনন্তর দেবরাজ শক্র হস্ত দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া বারত্রয় উচ্চৈঃস্বরে

ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলেন :

'ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার!
ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার!
ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার!'

এই উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হইবারকালে দেবরাজ শক্রের বিরজ বীতমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল : 'উৎপত্তিশীল সর্ববস্তুই বিনাশশীল।' অপরাপর অশীতি সহস্র দেবগণেরও এইরূপই হইল। এইরূপ দেবরাজ শক্র কর্তৃক তাঁহার বাঞ্ছিত প্রশ্ন সমুদয় জিজ্ঞাসিত হইলে ভগবান ওই সকলের উত্তর দিলেন। এই কারণে এই প্রশ্নোত্তরের নাম 'সক্ক-পঞ্‌হ' শক্র-প্রশ্ন হইয়াছে।

সক্ক-পঞ্‌হ সূত্রান্ত সমাপ্ত

২২. মহাসতিপট্‌ঠান সূত্রান্ত

[মহাস্মৃতিপ্রস্থান সূত্রান্ত]

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১. একসময়ে ভগবান কুরুরাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। কম্মাসধম্ম নামে কুরুদেশে একটি নগর আছে। সেইস্থানে ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন, "ভিক্ষুগণ," ভিক্ষুগণ উত্তর করিলেন "ভন্তে," তখন ভগবান বলিলেন :

ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির নিমিত্ত, শোক ও বিলাপের বিনাশের জন্য, দুঃখ ও দৌর্মনস্য দূর করিবার জন্য, সত্য প্রাপ্তি ও নির্বাণের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত চারি স্মৃতিপ্রস্থান একমাত্র মার্গ।

ওই চারিটি কী কী? ভিক্ষুগণ? এই শাসনে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া, উদ্দীপনা, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া লোকসুলভ অভিধ্যা দৌর্মনস্য বিদূরিত করিয়া বিহার করেন—বেদনায় বেদনানুদর্শী হইয়া উদ্দীপনা, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া লোকসুলভ অভিধ্যা দৌর্মনস্য বিদূরিত করিয়া বিহার করেন—চিত্তে চিত্তানুদর্শী হইয়া উদ্দীপনা, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া লোকসুলভ অভিধ্যা দৌর্মনস্য বিদূরিত করিয়া বিহার করেন—ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া উদ্দীপনা, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া লোকসুলভ অভিধ্যা দৌর্মনস্য বিদূরিত করিয়া বিহার করেন।

২. কিরূপে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া বিহার করেন?

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অরণ্য, বৃক্ষমূল অথবা শূন্যাগারে গমন করিয়া পর্যঙ্কাবদ্ধ

হইয়া দেহকে ঋজুভাবে রক্ষা করিয়া পরিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবেশন করেন। তিনি স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া শ্বাস ত্যাগ করেন, স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া উহা গ্রহণ করেন। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলে 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছি' ইহা জানেন। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিলে 'দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতেছি' ইহা জানেন। হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করিলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করিতেছি' ইহা জানেন; হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করিলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করিতেছি' ইহা জানেন। 'সর্বদেহের অনুভূতিসম্পন্ন হইয়া 'শ্বাস ত্যাগ করিতেছি' এইরূপ অভ্যাস করেন; সর্বদেহের অনুভূতিসম্পন্ন হইয়া 'শ্বাস গ্রহণ করিতেছি' এইরূপ অভ্যাস করেন। 'কায়-সংস্কারকে প্রশ্রব্ধ করিয়া শ্বাস ত্যাগ করিতেছি' এইরূপ অভ্যাস করেন; কায়-সংস্কারকে প্রশ্রব্ধ করিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতেছি' এইরূপ অভ্যাস করেন।

ভিক্ষুগণ, যেরূপ কোনো দক্ষ ভ্রমকার অথবা তাহার শিক্ষার্থী দীর্ঘ সূত্র আকর্ষণ করিলে 'দীর্ঘ আকর্ষণ করিতেছি' ইহা জানে; অথবা হ্রস্ব আকর্ষণ করিলে 'হ্রস্ব আকর্ষণ করিতেছি' ইহা জানে, সেইরূপই, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগকালে... 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছি... প্রশ্রব্ধ করিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতেছি' এইরূপ অভ্যাস করেন।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, বাহিরে কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া বিহার করেন; কায়ে উৎপত্তি ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন; অথবা কায়ে বিনাশ ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন; অথবা কায়ে উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন; অথবা 'কায় বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোনো বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

৩. পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গমনকালে "গমন করিতেছি" ইহা উত্তমরূপে জানেন; দণ্ডায়মান থাকিলে 'দণ্ডায়মান রহিয়াছি' ইহা উত্তমরূপে জানেন, 'উপবিষ্ট থাকিলে 'উপবিষ্ট আছি' ইহা উত্তমরূপে জানেন; শায়িত থাকিলে 'শয়ন করিয়া আছি' ইহা উত্তমরূপে জানেন। এইরূপে যখন তাঁহার দেহ যেরূপে অবস্থিত হয় তখন তিনি তাহা সেইরূপেই দেখেন।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে, অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন; কায়ে উৎপত্তি-ধর্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন; 'কায় বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল

জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোনো বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

৪. পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গমনে প্রত্যাগমনে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলনকারী হন; অবলোকনে, বিলোকনে, সঙ্কোচনে, প্রসারণে, সংঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণে, আহারে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে, শরীরকৃত্য সম্পাদনে, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে, ভাষণে, তুষ্ণীভাবে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন; কায়ে উৎপত্তিধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, বিনাশধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন; 'কায় বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোনো বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

৫. পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পদতল হইতে ঊর্ধ্বে এবং কেশাগ্র হইতে নিম্নে ত্বকপরিবেষ্টিত নানাপ্রকার অশুচিপূর্ণ এই দেহকে প্রত্যবেক্ষণ করেন : 'এই দেহে কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, মূত্রাশয়, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, ক্লোম পিত্তকোষ , প্লীহা, ফুসফুস, অন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, উদর, পুরীষ, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূয, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, লালা, নাসামল, লসিকা ও মূত্র আছে।'

যেরূপ, ভিক্ষুগণ, শালি, বৃহি, মুগ, মাষ, তিল, তণ্ডুলাদি নানাবিধ শস্যপূর্ণ দ্বিমুখবিশিষ্ট গোণী অনাবৃত করিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ প্রত্যবেক্ষণ করেন : 'ইহা শালি, ইহা বৃহি, ইহা মুগ, ইহা মাষ, ইহা তিল, ইহা তণ্ডুল', সেইরূপই ভিক্ষু পদতল হইতে ঊর্ধ্বে এবং কেশাগ্র হইতে নিম্নে ত্বক পরিবেষ্টিত নানাপ্রকার অশুচিপূর্ণ এই দেহকে প্রত্যবেক্ষণ করেন : 'এই দেহে কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, মূত্রাশয়, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, ক্লোম পিত্তকোষ, প্লীহা, ফুসফুস, অন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, উদর, পুরীষ, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূয, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, লালা, নাসামল, লসিকা ও মূত্র আছে।'

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন; কায়ে উৎপত্তি-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুদর্শী

হইয়া বিহার করেন; 'কায় বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোনো বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

৬. পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এই দেহ যেরূপেই স্থাপিত হউক, যেরূপেই অবস্থিত হউক, উহাকে উহার মূল তত্ত্বানুসারে প্রত্যবেক্ষণ করেন : 'এই দেহে ক্ষিতি, আপ, তেজ এবং বায়ুধাতু আছে।'

যেরূপ, ভিক্ষুগণ, দক্ষ গো-ঘাতক অথবা তাহার সহকারী গাভী বধ করিয়া উহা খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া চতুর্মহাপথে উপবিষ্ট থাকে, সেইরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এই দেহ যেরূপেই স্থাপিত হউক, যেরূপেই অবস্থিত হউক, উহাকে উহার মূল তত্ত্বানুসারে প্রত্যবেক্ষণ করেন : 'এই দেহে ক্ষিতি, আপ, তেজ এবং বায়ুধাতু আছে।'

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন; কায়ে উৎপত্তি-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন; 'কায় বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোনো বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

৭. পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্মশানে পরিত্যক্ত একদিনের মৃত, দুই দিনের অথবা তিন দিনের মৃত, স্ফীত, বিনীল, পূযপূর্ণ দেহ দেখেন, তখন তিনি ওই দেহকে স্বীয় দেহের সহিত তুলনা করিয়া চিন্তা করেন : 'এই দেহও ওইরূপ ধর্মবিশিষ্ট, ওইরূপ পরিণামসম্পন্ন, ইহা ওই নিয়মের অনতীত।'

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন; কায়ে উৎপত্তি-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন; 'কায় বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোনো বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

৮. পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু দেখিতে পান শ্মশানে পরিত্যক্ত দেহকে কাক, কুলাল, গৃধ্র, কুক্কুর, শৃগাল প্রভৃতি বিবিধ প্রাণী ভক্ষণ করিতেছে, তখন তিনি

ওই দেহকে স্বীয় দেহের সহিত তুলনা করিয়া চিন্তা করেন : 'এই দেহও ওইরূপ ধর্মবিশিষ্ট, ওইরূপ পরিণামসম্পন্ন, ইহা ওই নিয়মের অনতীত।'

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন; কায়ে উৎপত্তি-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন; 'কায় বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোনো বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

৯. পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু দেখিতে পান শ্মশানে পরিত্যক্ত দেহ অস্থি-শৃঙ্খল, রক্তমাংসযুক্ত স্নায়ুবদ্ধ... অস্থিশৃঙ্খল মাংসহীন রক্তমক্ষিত স্নায়ুবদ্ধ... অস্থিশৃঙ্খল রক্তমাংসহীন স্নায়ুসম্বন্ধ... চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন অস্থিপুঞ্জ, একস্থানে হস্তাস্থি, একস্থানে পাদাস্থি, একস্থানে জঙ্ঘা-অস্থি, একস্থানে ঊরু-অস্থি, একস্থানে কটি-অস্থি, এক স্থানে পৃষ্ঠাস্থি, একস্থানে শীর্ষকটাহ; তখন তিনি ওই দেহকে স্বীয় দেহের সহিত তুলনা করিয়া চিন্তা করেন :

'এই দেহও ওইরূপ ধর্মবিশিষ্ট, ওইরূপ পরিণামসম্পন্ন, ইহা ওই নিয়মের অনতীত।'

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন; কায়ে উৎপত্তি-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন; 'কায় বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোনো বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

১০. পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু দেখিতে পান শ্মশানে পরিত্যক্ত দেহ, উহা শ্বেত শঙ্খবর্ণনিভ... উহার বর্ষাধিকের পুঞ্জীভূত গলিত চূর্ণীকৃত অস্থিপুঞ্জ; তখন তিনি ওই দেহকে স্বীয় দেহের সহিত তুলনা করিয়া চিন্তা করেন'এই দেহও ওইরূপ ধর্মবিশিষ্ট, ওইরূপ পরিণামসম্পন্ন, ইহা ওই নিয়মের অনতীত।'

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন; কায়ে উৎপত্তি-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুদর্শী

হইয়া বিহার করেন; 'কায় বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোনো বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

১১. ভিক্ষুগণ, কী প্রকারে ভিক্ষু বেদনায় বেদনানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন?

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সুখবেদনা অনুভবকালে 'সুখবেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, দুঃখবেদনা অনুভব কালে 'দুঃখবেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, অ-দুঃখ অ-সুখ বেদনা অনুভবকালে 'অ-দুঃখ অ-সুখ বেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, সামিষ পার্থিব সুখ-বেদনা অনুভবকালে 'সামিষ সুখবেদনা অনুভব করিতেছি, ইহা জানেন, নিরামিষ সুখবেদনা অনুভবকালে 'নিরামিষ সুখবেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, সামিষ দুঃখবেদনা অনুভবকালে 'সামিষ দুঃখবেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, নিরামিষ দুঃখবেদনা অনুভবকালে 'নিরামিষ দুঃখবেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, সামিষ অ-দুঃখ অ-সুখ বেদনা অনুভবকালে 'সামিষ অ-দুঃখ অ-সুখ বেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, নিরামিষ অ-দুঃখ অ-সুখ বেদনা অনুভবকালে 'নিরামিষ অ-দুঃখ অ-সুখ বেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে বেদনায় বেদনানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন; বেদনায় উৎপত্তি-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন; 'বেদনা বিদ্যমান,' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোনো বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বেদনায় বেদনানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

১২. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু চিত্তে চিত্তানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন?

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চিত্ত সরাগ হইলে উহা সরাগ তাহা অবগত হন, অথবা চিত্ত বিরাগ হইলে উহা বিরাগ তাহা অবগত হন, অথবা চিত্ত দ্বেষযুক্ত হইলে উহা দ্বেষযুক্ত তাহা অবগত হন, দ্বেষহীন হইলে উহা দ্বেষহীন তাহা অবগত হন, মোহযুক্ত হইলে উহা মোহযুক্ত তাহা অবগত হন, মোহমুক্ত হইলে উহা মোহমুক্ত তাহা অবগত হন, একাগ্র হইলে উহা একাগ্র তাহা অবগত হন, বিক্ষিপ্ত হইলে উহা বিক্ষিপ্ত তাহা অবগত হন, উন্নত মহদ্গত হইলে উহা

উন্নত তাহা অবগত হন, অনুন্নত হইলে উহা অনুন্নত তাহা অবগত হন, আদর্শের নিম্নে অবস্থিত হইলে উহা ওই অবস্থাসম্পন্ন তাহা অবগত হন, আদর্শে উপনীত হইলে উহা আদর্শ তাহা অবগত হন, সমাহিত হইলে উহা সমাহিত তাহা অবগত হন, অসমাহিত হইলে উহা অসমাহিত তাহা অবগত হন, বিমুক্ত হইলে উহা বিমুক্ত তাহা অবগত হন, অবিমুক্ত হইলে উহা অবিমুক্ত তাহা অবগত হন।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, চিত্তে উৎপত্তি-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন; 'চিত্ত বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোনো বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চিত্তে চিত্তানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

১৩. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন?

ভিক্ষু পঞ্চনীবরণ সম্বন্ধে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

কিরূপে?

তিনি অধ্যাত্মে কামচ্ছন্দ বর্তমান থাকিলে, 'অধ্যাত্মে কামচ্ছন্দ বিদ্যমান' ইহা অবগত হন, অধ্যাত্মে কামচ্ছন্দ বর্তমান না থাকিলে, 'অধ্যাত্মে কামচ্ছন্দ নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে উৎপন্ন কামচ্ছন্দ প্রহীন হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে প্রহীন কামচ্ছন্দের ভবিষ্যতে উৎপত্তি না হয় তাহা অবগত হন।

তিনি অধ্যাত্মে ব্যাপাদ বর্তমান থাকিলে, 'অধ্যাত্মে ব্যাপাদ বিদ্যমান' ইহা অবগত হন, অধ্যাত্মে ব্যাপাদ বর্তমান না থাকিলে, 'অধ্যাত্মে ব্যাপাদ নাই' ইহা অবগত হন। যেরূপে অনুৎপন্ন ব্যাপাদ উৎপন্ন হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে উৎপন্ন ব্যাপাদ প্রহীন হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে প্রহীন ব্যাপাদের ভবিষ্যতে উৎপত্তি না হয় তাহা অবগত হন।

তিনি অধ্যাত্মে স্ত্যান-মিদ্ধ বর্তমান থাকিলে, অধ্যাত্মে স্ত্যানমিদ্ধ বিদ্যমান' ইহা অবগত হন, অধ্যাত্মে স্ত্যানমিদ্ধ বর্তমান না থাকিলে, 'অধ্যাত্মে স্ত্যানমিদ্ধ নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে অনুৎপন্ন স্ত্যান-মিদ্ধ উৎপন্ন হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে উৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধ প্রহীন হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে প্রহীন স্ত্যানমিদ্ধের ভবিষ্যতে উৎপত্তি না হয় তাহা অবগত হন।

তিনি অধ্যাত্মে ঔদ্ধত্য-কুকৃত্য বর্তমান থাকিলে অধ্যাত্ম ঔদ্ধত্য-কুকৃত্য

বর্তমান' ইহা অবগত হন, উহা বর্তমান না থাকিলে 'উহা নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে উহার উৎপত্তি হয় তাহা অবগত হন, উৎপন্ন হইলে যেরূপে উহা প্রহীন হয় তাহা অবগত হন, প্রহীন হইবার পর ভবিষ্যতে যেরূপে উহার উৎপত্তি না হয় তাহা অবগত হন।

অধ্যাত্মে বিচিকিৎসা বর্তমান থাকিলে তিনি 'উহা বর্তমান' ইহা অবগত হন, উহা বর্তমান না থাকিলে 'উহা নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে উহার উৎপত্তি হয় তাহা অবগত হন, উৎপন্ন হইলে যেরূপে উহা প্রহীন হয় তাহা অবগত হন, প্রহীন হইবার পর ভবিষ্যতে যেরূপে উহার উৎপত্তি না হয় তাহা অবগত হন।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, ধর্মে উৎপত্তিধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন; 'ধর্মসমূহ বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোনো বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পঞ্চনীবরণ সম্বন্ধে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

১৪. পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ সম্পর্কে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

কিরূপে?

তিনি জানিতে পান 'ইহা রূপ, ইহা রূপের উৎপত্তি, ইহা রূপের নিরোধ ধ্বংস; ইহা বেদনা, ইহা বেদনার উৎপত্তি, ইহা বেদনার নিরোধIইহা সংজ্ঞা, ইহা সংজ্ঞার উৎপত্তি, ইহা সংজ্ঞার নিরোধ; ইহা সংস্কার, ইহা সংস্কারের উৎপত্তি, ইহা সংস্কারের নিরোধ; ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিজ্ঞানের উৎপত্তি, ইহা বিজ্ঞানের নিরোধ।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, ধর্মে উৎপত্তি-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন; 'ধর্মসমূহ বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিতি হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোনো বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ সম্বন্ধে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

১৫. পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ছয় আধ্যাত্মিক ও ছয় বাহির আয়তন

সম্পর্কে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

কিরূপে?

ভিক্ষু চক্ষু কি তাহা জানেন, রূপ কি তাহা জানেন, উভয়ের কারণে যে সংযোজনের উৎপত্তি হয় তাহাও জানেন, যেরূপে অনুৎপন্ন সংযোগের উৎপত্তি হয় তাহা জানেন, যেরূপে উৎপন্ন সংযোজন প্রহীন হয় তাহা জানেন, যেরূপে প্রহীন সংযোজনের ভবিষ্যতে উৎপত্তি না হয় তাহা জানেন... শ্রোত এবং শব্দ... ঘ্রাণ এবং গন্ধ... জিহ্বা এবং রস... কায় এবং স্পর্শ... মন এবং ধর্ম কি তাহা জানেন, উভয়ের কারণে যে সংযোজনের উৎপত্তি হয় তাহাও জানেন, যেরূপে অনুৎপন্ন সংযোজনের উৎপত্তি হয় তাহা জানেন, যেরূপে উৎপন্ন সংযোজন প্রহীন হয় তাহা জানেন, যেরূপে প্রহীন সংযোজনের ভবিষ্যতে উৎপত্তি না হয় তাহা জানেন।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, ধর্মে উৎপত্তি-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন; 'ধর্মসমূহ বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোনো বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ছয় আধ্যাত্মিক ও ছয় বাহির আয়তন সম্পর্কে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

১৬. পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ ভিক্ষু সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

কিরূপে?

অধ্যাত্মে স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ বর্তমান থাকিলে তিনি 'উহা বর্তমান' ইহা অবগত হন, উহা বর্তমান না থাকিলে 'উহা নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে উহার উৎপত্তি হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে ভাবনার দ্বারা উহার পরিপূর্ণতা সাধিত হয় তাহাও জানেন।

... অধ্যাত্মে ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ থাকিলে তিনি 'উহা বর্তমান' ইহা অবগত হন, উহা বর্তমান না থাকিলে 'উহা নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে উহার উৎপত্তি হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে ভাবনার দ্বারা উহার পরিপূর্ণতা সাধিত হয় তাহাও জানেন।

... অধ্যাত্মে বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গ বর্তমান থাকিলে তিনি 'উহা বর্তমান' ইহা অবগত হন, উহা বর্তমান না থাকিলে 'উহা নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে উহার উৎপত্তি হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে ভাবনার দ্বারা উহার পরিপূর্ণতা

সাধিত হয় তাহাও জানেন।

... অধ্যাত্মে প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ বর্তমান থাকলে তিনি 'উহা বর্তমান' ইহা অবগত হন, উহা বর্তমান না থাকিলে 'উহা নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে উহার উৎপত্তি হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে ভাবনার দ্বারা উহার পরিপূর্ণতা সাধিত হয় তাহাও জানেন।

... অধ্যাত্মে প্রশ্রব্ধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ বর্তমান থাকিলে তিনি 'উহা বর্তমান' ইহা অবগত হন, উহা বর্তমান না থাকিলে 'উহা নাই' ইহা অবগত হন, যেইরূপে উহার উৎপত্তি হয় তাহা অবগত হন, যেইরূপে ভাবনার দ্বারা উহার পরিপূর্ণতা সাধিত হয় তাহাও জানেন।

... অধ্যাত্মে সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ বর্তমান থাকিলে তিনি 'উহা বর্তমান' ইহা অবগত হন, উহা বর্তমান না থাকিলে 'উহা নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে উহার উৎপত্তি হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে ভাবনার দ্বারা উহার পরিপূর্ণতা সাধিত হয় তাহাও জানেন।

... অধ্যাত্মে উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গ বর্তমান থাকিলে 'উহা বর্তমান' ইহা অবগত হন, উহা বর্তমান না থাকিলে 'উহা নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে অনুৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গের উৎপত্তি হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে উহার পরিপূর্ণতা সাধিত হয় তাহাও জানেন।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, ধর্মে উৎপত্তি-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন; 'ধর্মসমূহ বর্তমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোনো বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ সম্পর্কে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

১৭. পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চারি আর্যসত্য ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন।

কিরূপে?

ভিক্ষু 'ইহা দুঃখ' যথার্থরূপে অবগত হন, 'ইহা দুঃখের উৎপত্তি' যথার্থরূপে অবগত হন, 'ইহা দুঃখের নিরোধ' যথার্থরূপে অবগত হন, 'ইহা দুঃখ নিরোধের মার্গ' যথার্থরূপে অবগত হন।

১৮. ভিক্ষুগণ, দুঃখ আর্যসত্য কী?

জাতি দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক বিলাপ দুঃখ,

দৌর্মনস্য, উপায়াস দুঃখ, ইচ্ছিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ, সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ দুঃখ।

ভিক্ষুগণ, জাতি কী? ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম, উৎপত্তি, আবির্ভাব, পুনর্জন্ম, স্কন্ধসমূহের প্রকাশ, আয়তন লাভ; ভিক্ষুগণ ইহাই জাতি কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, জরা কী? ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন দেহে জরা, জীর্ণতা দন্তহীনতা, কেশের শুভ্রতা, ত্বকের কুঞ্চন, আয়ুক্ষীণতা, ইন্দ্রিয়সমূহের বিকৃতি; ভিক্ষুগণ, ইহাই জরা কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, মরণ কী? প্রাণীগণের আপন আপন যোনি হইতে চ্যুতি, চ্যবন, ভেদ, অন্তর্ধান, মৃত্যু, মরণ, কালক্রিয়া, স্কন্ধসমূহের ভেদ, কলেবরের নিক্ষেপ; ভিক্ষুগণ, ইহাই মরণ কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, শোক কী? ভিক্ষুগণ, বিভিন্ন ব্যসনাপন্ন বিভিন্ন দুঃখধর্মস্পৃষ্টের শোক, শোচনা, মর্মপীড়া, প্রিয়বিয়োগদ্ভূত চিত্তসন্তাপ ও বিহ্বলতা; ভিক্ষুগণ, ইহাই শোক কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, বিলাপ কী? বিবিধ ব্যসনাপন্ন বিবিধ দুঃখধর্মস্পৃষ্টের আদেব, পরিদেব, আবেদনা, পরিদেবনা, আদেবিতত্ত, পরিদেবিতত্ত; ভিক্ষুগণ, ইহাই বিলাপ কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, দুঃখ কী? দৈহিক ক্লেশ, দৈহিক বেদনা, অ-সাত অনুভব রূপ কায়সংস্পর্শজ বেদনা; ভিক্ষুগণ, ইহাই দুঃখ কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, দৌর্মনস্য কী? মানসিক ক্লেশ, মানসিক বেদনা, অ-সাত অনুভবরূপ চিত্তসংস্পর্শজ বেদনা; ভিক্ষুগণ, ইহাই দৌর্মনস্য কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, উপায়াস কী? বিভিন্ন ব্যসনাপন্ন বিভিন্ন দুঃখধর্মস্পৃষ্টের ক্লান্তি, শরীর দৌর্বল্য, অশান্তি, অস্থৈর্য; ভিক্ষুগণ, ইহাই উপায়াস কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ, ইচ্ছিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ কী? ভিক্ষুগণ, জাতিধর্মসম্পন্ন প্রাণীগণের এইরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয় :

'হায়! যদি আমরা জাতিধর্মসম্পন্ন না হইতাম, যদি আমরা জাতি হইতে মুক্ত হইতাম!' কিন্তু মাত্র ইচ্ছাতেই এই অবস্থা লাভ করা যায় না। ইহাই ইচ্ছিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ। জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস ধর্মসম্পন্ন প্রাণীগণের এইরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয় : 'যদি আমরা জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস ধর্মসম্পন্ন না হইতাম, যদি আমরা ওই সকল হইতে মুক্ত হইতাম!' কিন্তু মাত্র ইচ্ছাতেই এই অবস্থা লাভ করা যায় না। ইহাও ইচ্ছিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ।

ভিক্ষুগণ, 'সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ দুঃখ, ইহা কী? যথা : রূপ-উপাদান স্কন্ধ, বেদনা-উপাদান স্কন্ধ, সংজ্ঞা উপাদান স্কন্ধ, সংস্কার উপাদান স্কন্ধ, বিজ্ঞান-উপাদান স্কন্ধ; ভিক্ষুগণ, ইহাই 'সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ দুঃখ।' ভিক্ষুগণ, ইহাই দুঃখ আর্যসত্য কথিত হয়।

১৯. ভিক্ষুগণ, দুঃখের উৎপত্তি আর্যসত্য কী?

ইহা সেই তৃষ্ণা, যাহা জীবগণকে পুনর্জন্মের অভিমুখে চালিত করে, যাহা ভোগানন্দরাগযুক্ত, যাহা স্থান হইতে স্থানান্তরে কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা অনুভব করে; যথা : কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা।

ভিক্ষুগণ, সেই তৃষ্ণা কোথায় উৎপন্ন হয়, কোথায় স্থিত হয়? জগতে যাহা প্রিয়, যাহা আনন্দপ্রদ, সেই তৃষ্ণা তাহাতেই উৎপন্ন হয় তাহাতেই স্থিত হয়।

জগতে কোন বস্তু প্রিয়, কোন বস্তু আনন্দপ্রদ? জগতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

জগতে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ এবং ধর্ম প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

জগতে চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

চক্ষু-সংস্পর্শ, শ্রোত্র-সংস্পর্শ, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ, জিহ্বা-সংস্পর্শ, কায়-সংস্পর্শ, মনো-সংস্পর্শ জগতে প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা, কায়-সংস্পর্শজ বেদনা, মনো-সংস্পর্শজ বেদনা জগতে প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

রূপ-সংজ্ঞা, শব্দ-সংজ্ঞা, গন্ধ-সংজ্ঞা, রস-সংজ্ঞা, স্পর্শ-সংজ্ঞা, ধর্ম-সংজ্ঞা জগতে প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

রূপ-সঞ্চেতনা, শব্দ-সঞ্চেতনা, গন্ধ-সঞ্চেতনা, রস-সঞ্চেতনা, স্পর্শ-সঞ্চেতনা, ধর্ম-সঞ্চেতনা জগতে প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

রূপ-তৃষ্ণা, শব্দ-তৃষ্ণা, গন্ধ-তৃষ্ণা, রস-তৃষ্ণা, স্পর্শ-তৃষ্ণা, ধর্ম-তৃষ্ণা

জগতে প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

রূপ-বিতর্ক, শব্দ-বিতর্ক, গন্ধ-বিতর্ক, রস-বিতর্ক, স্পর্শ-বিতর্ক, ধর্ম-বিতর্ক জগতে প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

রূপ-বিচার, শব্দ-বিচার, গন্ধ-বিচার, রস-বিচার, স্পর্শ-বিচার, ধর্ম-বিচার জগতে প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাই দুঃখের উৎপত্তি আর্যসত্য।

২০। ভিক্ষুগণ, দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য কী?

উহা সেই তৃষ্ণায় সম্পূর্ণ বৈরাগ্য, তৃষ্ণার সম্পূর্ণ নিরোধ, ত্যাগ, বর্জন উহা হইতে মুক্তি, উহাতে অপ্রবৃত্তি।

ভিক্ষুগণ, সেই তৃষ্ণা কোথায় পরিত্যক্ত হয়, কোথায় নিরুদ্ধ হয়? জগতে যাহা প্রিয়, যাহা আনন্দপ্রদ তাহাতেই উহা পরিত্যক্ত হয়, তাহাতেই নিরুদ্ধ হয়।

জগতে প্রিয় এবং আনন্দপ্রদ কী? জগতে চক্ষু প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এইস্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত, এইস্থানেই নিরুদ্ধ হয়। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই সকল স্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়, এই সকল স্থানেই নিরুদ্ধ হয়।

রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, ধর্ম জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই সকল স্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়, এই সকল স্থানেই নিরুদ্ধ হয়।

চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই সকল স্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়, এই সকল স্থানেই নিরুদ্ধ হয়।

চক্ষু-সংস্পর্শ... মনোসংস্পর্শ জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়, ইহাতেই নিরুদ্ধ হয়।

চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনা... মনোসংস্পর্শজ বেদনা জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এইস্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়, এই স্থানেই নিরুদ্ধ হয়।

রূপ-সংজ্ঞা... ধর্ম-সংজ্ঞা জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই স্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়, এই স্থানেই নিরুদ্ধ হয়।

রূপ-সঞ্চেতনা... ধর্ম-সঞ্চেতনা জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই স্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়, এই স্থানেই নিরুদ্ধ হয়।

রূপ-তৃষ্ণা... ধর্ম-তৃষ্ণা জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই স্থানেই তৃষ্ণা

পরিত্যক্ত হয়, এই স্থানেই নিরুদ্ধ হয়।

রূপ-বিতর্ক... শব্দ-বিতর্ক... গন্ধ-বিতর্ক... রস-বিতর্ক, স্পর্শ-বিতর্ক... ধর্ম-বিতর্ক জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই স্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়, এই স্থানেই নিরুদ্ধ হয়।

রূপ-বিচার... শব্দ-বিচার... গন্ধ-বিচার... রস-বিচার... স্পর্শ-বিচার... ধর্ম-বিচার জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই স্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়, এই স্থানেই নিরুদ্ধ হয়।

২১. ভিক্ষুগণ, দুঃখ নিরোধের মার্গ আর্যসত্য কী?

ইহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি কী?

ভিক্ষুগণ, ইহা দুঃখের জ্ঞান, দুঃখের উৎপত্তি জ্ঞান, দুঃখের নিরোধের জ্ঞান, এবং দুঃখের নিরোধের মার্গের জ্ঞান; ভিক্ষুগণ, ইহাই সম্যক দৃষ্টি।

ভিক্ষুগণ, সম্যক সংকল্প কী?

ইহা নৈষ্কাম্য-সংকল্প, অ-ব্যাপাদ সংকল্প, অবিহিংসা সংকল্প; ইহাই, ভিক্ষুগণ, সম্যক সংকল্প।

ভিক্ষুগণ, সম্যক বাক্য কী?

মিথ্যাভাষণ হইতে বিরতি, পিশুন বাক্য হইতে বিরতি, পরুষ বাক্য হইতে বিরতি, তুচ্ছপ্রলাপ হইতে বিরতি; ভিক্ষুগণ, ইহাই সম্যক বাক্য।

ভিক্ষুগণ, সম্যক কর্মান্ত কী?

প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি, অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরতি, ব্যভিচার হইতে বিরতি; ভিক্ষুগণ, ইহাই সম্যক কর্মান্ত।

ভিক্ষুগণ, সম্যক আজীব কী?

ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক মিথ্যা জীবিকা পরিহারপূর্বক সম্যক জীবিকা দ্বারা জীবন-যাপন করেন; ভিক্ষুগণ, ইহাই সম্যক আজীব।

ভিক্ষুগণ, সম্যক ব্যায়াম কী?

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ অকুশলধর্মসমূহের উৎপত্তি নিবারণের জন্য সংকল্প উৎপাদন করেন, এই উদ্দেশ্যে উদ্যমসম্পন্ন হন, বীর্য প্রয়োগ করেন, চিত্তকে আয়ত্তীভূত করিয়া উহাকে বশীভূত করেন। উৎপন্ন পাপ অকুশলধর্মসমূহের দূরীকরণের জন্য সংকল্প উৎপাদন করেন, এই উদ্দেশ্যে উদ্যমসম্পন্ন হন, বীর্য প্রয়োগ করেন, চিত্তকে আয়ত্তীভূত করিয়া উহাকে

বশীভূত করেন। অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহের উৎপত্তির নিমিত্ত সংকল্প উৎপাদন করেন, এই উদ্দেশ্যে উদ্যমসম্পন্ন হন, বীর্য প্রয়োগ করেন, চিত্তকে আয়ত্তীভূত করিয়া উহাকে বশীভূত করেন। উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহের স্থিতির নিমিত্ত, রক্ষার নিমিত্ত, বৃদ্ধির নিমিত্ত, বিপুলতার নিমিত্ত, ভাবনার পূর্ণতার নিমিত্ত সংকল্প উৎপাদন করেন, এই উদ্দেশ্যে উদ্যমসম্পন্ন হন, বীর্য প্রয়োগ করেন, চিত্তকে আয়ত্তীভূত করিয়া উহাকে বশীভূত করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাই সম্যক ব্যায়াম।

ভিক্ষুগণ, সম্যক স্মৃতি কী?

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া, উদ্দীপনা, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া, লোক সুলভ অভিধ্যা দৌর্মনস্য বিদূরিত করিয়া বিহার করেন, বেদনায়... চিত্তে... ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া উদ্দীপনা, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া লোকসুলভ অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য বিদূরিত করিয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাই সম্যক স্মৃতি।

ভিক্ষুগণ, সম্যক সমাধি কী?

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশলধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। বিতর্কবিচারের উপশমে তিনি অধ্যাত্মসম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক, অবিচার, সমাধিজ, প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। তিনি প্রীতিতেও বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া উপেক্ষাসম্পন্ন স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া বিহার করেন; তিনি কায়ে সুখ অনুভব করেন; যে সুখ সম্বন্ধে আর্যগণ কহিয়া থাকেন 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী এবং এইরূপে তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করেন। ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জন করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্যের তিরোভাব সাধন করিয়া, না-দুঃখ না-সুখরূপ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাই সম্যক সমাধি।

ভিক্ষুগণ, ইহাই দুঃখ নিরোধের মার্গ আর্যসত্য।

এইরূপে ভিক্ষু অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া অবস্থান করেন, ধর্মে উৎপত্তি-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন; 'ধর্মসমূহ বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোনো বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু চারি

আর্যসত্যে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন।

২২. ভিক্ষুগণ, যে কেহ এই চতুর্বিধ স্মৃতি-প্রস্থান এইরূপ সপ্তবর্ষকাল ভাবনা করিবেন, তাঁহার দ্বিবিধ ফলের যেকোনো একটি প্রাপ্য : এই জগতেই অর্হত্ব লাভ, অথবা দেহান্তে অনাগামিতা। ভিক্ষুগণ, সপ্তবর্ষের প্রয়োজন নাই, যে কেহ এই চতুর্বিধ স্মৃতি-প্রস্থান ছয় বৎসরকাল, এইরূপে ভাবনা করিবেন, অথবা পাঁচ বৎসর, অথবা চারি বৎসর, অথবা তিন বৎসর, অথবা দুই বৎসর, অথবা এক বৎসর, এইরূপে ভাবনা করিবেন, তাঁহার দ্বিবিধ ফলের যেকোনো একটি প্রাপ্য : এই জগতেই অর্হত্ব লাভ, অথবা দেহান্তে অনাগামিতা। ভিক্ষুগণ, এক বৎসরের প্রয়োজন নাই, যে কেহ এই চতুর্বিধ স্মৃতি-প্রস্থান সাতমাস, অথবা ছয়মাস, অথবা পাঁচমাস, অথবা চারিমাস, অথবা তিনমাস, অথবা দুইমাস, অথবা একমাস, অথবা অর্ধমাস এইরূপে ভাবনা করিবেন, তাঁহার দ্বিবিধ ফলের যে কোনো একটি প্রাপ্য : এই জগতেই অর্হত্ব লাভ, অথবা দেহান্তে অনাগামিতা। ভিক্ষুগণ, অর্ধমাসের প্রয়োজন নাই, যে কেহ এই চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান একসপ্তাহ এইরূপে ভাবনা করিবেন, তাঁহার দ্বিবিধ ফলের যে কোনো একটি প্রাপ্য : এই জগতেই অর্হত্ব লাভ, অথবা দেহান্তে অনাগামিতা। এই নিমিত্তই উক্ত হইয়াছে, 'ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির নিমিত্ত, শোক ও বিলাপের জন্য, দুঃখ ও দৌর্মনস্য দূর করিবার জন্য, সত্য প্রাপ্তি ও নির্বাণের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত চারি স্মৃতিপ্রস্থান একমাত্র মার্গ।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন। আনন্দিত হইয়া ভিক্ষুগণ ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

মহাসতিপট্‌ঠান সূত্রান্ত সমাপ্ত

২৩. পায়াসি সূত্রান্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১. একসময়ে আয়ুষ্মান কুমারকস্সপ পঞ্চশত ভিক্ষুসমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত কোশলদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে তত্রস্থ সেতব্যা নামক নগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেতব্যার উত্তরে স্থিত সিংসপা বনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ওই সময় রাজন্য পায়াসি রাজভোগ্য রাজদায়, ব্রহ্মদেয়রূপে কোশলরাজ পসেনদি কর্তৃক প্রদত্ত জনাকীর্ণ, তৃণ-কাষ্ঠ-উদক-ধান্যসম্পন্ন সেতব্যাতে বাস করিতেছিলেন।

২. ওই সময় রাজন্য পায়াসির এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছিল : পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকর্ম ও কুকর্মের ফল নাই। সেতব্যার ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ শুনিলেন : 'গৌতমের শ্রাবক শ্রমণ কুমারকস্সপ পঞ্চশত ভিক্ষুসমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে সেতব্যায় উপনীত হইয়া উহার উত্তরস্থ সিংসপ বনে অবস্থান করিতেছেন। সেই পূজনীয় কুমারকস্সপের সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে : "তিনি পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, সুবক্তা, সুপ্রতিভ, সম্মানার্হ এবং অর্হৎ। তথারূপ অর্হতের দর্শন কল্যাণজনক।" অনন্তর সেতব্যায় ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ সেতব্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বহু দলে বিভক্ত হইয়া উত্তর দিকে সিংসপা বনাভিমুখে গমন করিলেন।

৩. ওই সময় রাজন্য পায়াসী দিবা বিশ্রামের নিমিত্ত প্রাসাদোপরি গমন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন সেতব্যার ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ সেতব্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বহু দলে বিভক্ত হইয়া উত্তরে সিংসপা বনাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। উহা দেখিয়া তিনি মন্ত্রীকে বলিলেন :

'মন্ত্রী, সেতব্যার ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ কি নিমিত্ত এইরূপে সিংসপা বনাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন'? উত্তরে মন্ত্রী তাঁহাকে সমস্ত বলিলেন। তখন তিনি মন্ত্রীকে বলিলেন, 'তুমি সেতব্যার ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে বল : "রাজন্য পায়াসী এইরূপ কহিয়াছেন : আপনারা অপেক্ষা করুন, রাজন্য পায়াসি শ্রমণ কুমারকস্সপকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আসিবেন।" শ্রমণ কুমারকস্সপ সেতব্যার অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণকে পূর্ব হইতেই উপদেশ দিতেছেন : "পরলোকের অস্তিত্ব আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে।" কিন্তু, মন্ত্রী, পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

'তথাস্তু' বলিয়া মন্ত্রী রাজন্য পায়াসির আজ্ঞা পালন করিলেন।

৪. তদনন্তর রাজন্য পায়াসি সেতব্যার ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ পরিবৃত হইয়া সিংসপা বনে আয়ুষ্মান কুমার কস্‌সপের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক প্রীত্যালাপান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। সেতব্যার ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণও কেহ কেহ তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপপূর্বক ওইরূপে উপবিষ্ট হইলেন, কেহ কেহ তাঁহার দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া পূর্বোক্তরূপে উপবেশন করিলেন, কেহ কেহ নামগোত্র প্রকাশপূর্বক উক্তবিধরূপে আসন গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ মৌনী হইয়া একান্তে বসিলেন।

৫. আসন গ্রহণান্তে রাজন্য পায়াসি আয়ুষ্মান কুমারকস্‌সপকে বলিলেন,

'হে কস্‌সপ, আমি এইরূপ মত এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করি : পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

'হে রাজন্য, এরূপ মত ও দৃষ্টিসম্পন্ন কাহাকেও আমি দেখি নাই, এরূপ কাহারও কথা শুনিও নাই। কিরূপে ইহা বলা সম্ভব; পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই? রাজন্য, এ বিষয়ে আমি আপনাকে প্রশ্ন করিব, আপনি ইচ্ছানুরূপ উত্তর দিন। রাজন্য, আপনি কী মনে করেন? এই যে চন্দ্র ও সূর্য, ইহারা কী ইহলোকে অথবা পরলোকে? ইহারা দেব অথবা মনুষ্য?'

'হে কস্‌সপ, চন্দ্র ও সূর্য পরলোকে, ইহলোকে নহে, তাহারা দেব, মনুষ্য নহে।'

'হে রাজন্য, ইহা হইতেই আপনার সিদ্ধান্ত করা উচিত : পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে।'

৬. 'শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ যাহাই বলুন, এ বিষয়ে আমার এই মত : পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

'হে রাজপুত্র, এমন কোনো প্রমাণ আছে কি যাহার বলে আপনি বলিতেছেন উহাদের অস্তিত্ব নাই?'

'হে কস্‌সপ, প্রমাণ আছে।'

'রাজপুত্র, কীরূপ প্রমাণ?'

'শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ, আমার মিত্র ও অমাত্যগণ ছিলেন, রক্তের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ ছিলেন, যাঁহারা প্রাণ বধ করিতেন, অদত্তের গ্রহণ করিতেন, ব্যভিচার করিতেন, যাঁহারা মিথ্যাভাষী ছিলেন, যাঁহারা পিশুন ও পরুষবাক্য উচ্চারণ করিতেন, তুচ্ছপ্রলাপে রত হইতেন, যাঁহারা লোভযুক্ত, যাঁহারা দ্বেষযুক্ত চিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। কোনো সময়ে তাঁহারা রোগগ্রস্ত

হইয়া দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হইলে যখন আমি জানিয়াছি যে তাঁহাদের আরোগ্য লাভের আশা নাই তখন আমি তাঁহাদের নিকট গিয়া এইরূপ বলিয়াছি : "কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ মত ও এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন : যাঁহারা প্রাণবধ করে, অদত্তের গ্রহণ করে, ব্যভিচার করে, মিথ্যা কহে, পিশুন ও পরুষবাক্য উচ্চারণ করে, তুচ্ছপ্রলাপে রত হয়, যাহারা লোভযুক্ত, দ্বেষযুক্ত চিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, তাহারা দেহের বিনাশে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। আপনারা প্রাণবধ করিয়াছেন, অদত্তের গ্রহণ করিয়াছেন, ব্যভিচার করিয়াছেন, মিথ্যা কহিয়াছেন, পিশুন ও পরুষবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন, লোভানুযুক্ত হইয়াছেন, দ্বেষদুষ্ট-চিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াছেন। যদি আপনাদের ওই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের বাক্য সত্য হয়, আপনারা মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে অপায় দুর্গতি-বিনিপাতসম্পন্ন নিরয়ে উৎপন্ন হইবেন। মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে যদি আপনারা ওইরূপ দশাগ্রস্ত হন, তাহা হইলে আমার নিকট আসিয়া কহিবেন : পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে। "আমি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান, আপনারা বিশ্বাসাযোগ্য, আপনারা যাহা স্বয়ং দেখিবেন, আমি তাহাই গ্রহণ করিব।" যদিও তাঁহারা আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা আসিয়া আমাকে কিছু কহেন নাই, কোনো দূতও প্রেরণ করেন নাই। এই প্রমাণের দ্বারা আমি বুঝিতে পারি পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

৭. 'তাহা হইলে, হে রাজপুত্র; আমি আপনাকে প্রশ্ন করিব, আপনি ইচ্ছানুরূপ উত্তর দিতে পারেন। রাজপুত্র, আপনি কী মনে করেন? মনে করুন আপনার কর্মচারীগণ কোনো কুক্রিয়াসক্ত চোরকে ধৃত করিয়া লইয়া আসিয়া বলিল, "দেব, এই পুরুষ কুক্রিয়াসক্ত চোর, আপনি ইচ্ছানুরূপ ইহার দণ্ড বিধান করুন।" আপনি তাহাদিগকে বলিলেন, "এরূপ ক্ষেত্রে ইহার বাহুদ্বয় দৃঢ় রজ্জু দ্বারা পশ্চাদ্দিকে উত্তমরূপে বাঁধিয়া, শির মুণ্ডিত করিয়া, উচ্চ ঢক্কা নিনাদসহ রথ্যা হইতে রথ্যান্তরে, সিংঘাটক হইতে সিংঘাটকে লইয়া গিয়া দক্ষিণ দিকের দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া নগরের দক্ষিণে বধ্যভূমিতে ইহার শিরচ্ছেদন করো।" তাঁহারা 'তথাস্তু' বলিয়া আপনার আদেশ পালনে রত হইয়া তাহাকে বধ্যভূমিতে উপবেশন করাইল। সেই পুরুষটি কি ঘাতকগণের নিকট এইরূপ অনুমতি প্রাপ্ত হইবে : "ঘাতক মহাশয়গণ, অমুক গ্রামে অথবা নিগমে আমার বন্ধু-বান্ধব ও রক্তের সম্পর্কবিশিষ্ট জ্ঞাতিগণ আছে, আমি

তাহাদিগকে দেখা দিয়া না আসা পর্যন্ত আপনারা অপেক্ষা করুন?" পুরুষটি এইরূপ বলিতে বলিতেই কি ঘাতকগণ উহার শিরচ্ছেদ করিবে না?'

'পূজ্য কস্‌সপ, সে ওইরূপ অনুমতি পাইবে না, এবং ঘাতকগণ তাহার শিরচ্ছেদ করিবে।'

'হে রাজপুত্র, সেই চোর মনুষ্য হইয়াও যদি মনুষ্য-ভূত ঘাতকগণের নিকট ওইরূপ অনুমতি লাভ না করে, তাহা হইলে কিরূপে আপনার পূর্বোক্তরূপ মিত্র ও অমাত্যগণ, রক্তের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ মরণান্তে দেহের বিনাশে দুর্গতিসম্পন্ন নিরয়ে উৎপন্ন হইয়া নরক-পালগণের নিকট এইরূপ অনুমতি প্রাপ্ত হইবে : "ঘাতক মহাশয়গণ, আমরা রাজন্য পায়াসির নিকট গিয়া পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে এই কথা তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিয়া না আসা পর্যন্ত আপনারা অপেক্ষা করুন?"

৮. 'শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ যাহাই বলুন, এ বিষয়ে আমার এই মত : পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

'হে রাজপুত্র, এমন কোনো প্রমাণ আছে কি যাহার বলে আপনি বলিতেছেন উহাদের অস্তিত্ব নাই?'

'হে কস্‌সপ, প্রমাণ আছে।'

'হে রাজপুত্র, কীরূপ প্রমাণ?'

'শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ, আমার মিত্র ও অমাত্যগণ ছিলেন, রক্তের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ ছিলেন, যাঁহারা প্রাণবধ করিতেন না, অদত্তের গ্রহণ করিতেন না, ব্যভিচার করিতেন না, যাঁহারা মিথ্যাভাষী ছিলেন না, যাঁহারা পিশুন ও পরুষবাক্য উচ্চারণ করিতেন না, তুচ্ছপ্রলাপে রত হইতেন না, যাঁহারা লোভযুক্ত ছিলেন না, যাঁহারা দ্বেষদুষ্ট-চিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন না। কোনো সময়ে তাঁহারা রোগগ্রস্ত হইয়া দারুণ দুঃখপ্রাপ্ত হইলে যখন আমি জানিয়াছি যে তাঁহাদের আরোগ্য লাভের আশা নাই তখন আমি তাঁহাদের নিকট গিয়া এইরূপ বলিয়াছি : "কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ মত ও এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন : যাহারা প্রাণবধ করে না, অদত্তের গ্রহণ করে না, ব্যভিচার করে না, মিথ্যা কহে না, পিশুন ও পরুষবাক্য উচ্চারণ করে না, তুচ্ছপ্রলাপে রত হয় না, যাহারা লোভযুক্ত নহে, দ্বেষদুষ্ট-চিত্ত ও মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্ন নহে, তাহারা মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। আপনারা প্রাণবধ করেন নাই, অদত্তের গ্রহণ করেন নাই, ব্যভিচার করেন নাই, মিথ্যা কহেন নাই, পিশুন ও

পরুষবাক্য উচ্চারণ করেন নাই, লোভানুযুক্ত হন নাই, দ্বেষ-দুষ্ট-চিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হন নাই। যদি আপনাদের ওই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের বাক্য সত্য হয়, আপনারা মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবেন। মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে যদি আপনারা ওইরূপ দশা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে আমার নিকট আসিয়া কহিবেন : পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে। আমি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান, আপনারা বিশ্বাসাযোগ্য, আপনারা যাহা স্বয়ং দেখিবেন, আমি তাহাই গ্রহণ করিব।" যদিও তাঁহারা আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা আসিয়া আমাকে কিছু কহেন নাই, কোনো দূতও প্রেরণ করেন নাই। এই প্রমাণের দ্বারা আমি বুঝিতে পারি পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

৯. 'তাহা হইলে, হে রাজপুত্র, একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বারাও কোনো কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি কথিত বাক্যের অর্থ জানিতে পারেন। হে রাজপুত্র, কোনো পুরুষ মলকূপে আশীর্ষ নিমগ্ন। আপনি কর্মচারীগণকে আদেশ করিলেন : "তোমরা পুরুষটিকে মলকূপ হইতে উদ্ধার করো।" তাহারা "তথাস্তু" বলিয়া পুরুষটিকে মলকূপ হইতে উদ্ধার করিল। আপনি তাহাদিগকে বলিলেন, "এক্ষণে বংশপেষিকাদ্বারা ওই ব্যক্তির দেহ মার্জিত করিয়া উহা হইতে মল দূরীভূত করো।" তাহারা "তথাস্তু" কহিয়া আপনার আদেশ পালন করিল। আপনি তাহাদিগকে বলিলেন, "এক্ষণে পাণ্ডুমৃত্তিকা দ্বারা ওই ব্যক্তির দেহ তিনবার মর্দিত করো।" তাহারা আপনার আদেশ পালন করিল। আপনি তাহাদিগকে বলিলেন, "এক্ষণে পুরুষটিকে সূক্ষ্ম চূর্ণ সহযোগে উত্তমরূপে তিনবার স্নাত করো।" তাহারা আপনার আদেশ পালন করিল। আপনি তাহাদিগকে বলিলেন, "এক্ষণে ওই ব্যক্তির কেশ ও শ্মশ্রুর বিন্যাস সাধন করো।" তাহারা আপনার আদেশ পালন করিল। আপনি তাহাদিগকে বলিলেন, "এক্ষণে পুরুষটিকে মহার্ঘ মাল্য, বিলেপন ও বস্ত্রাদি দ্বারা ভূষিত করো।" তাহারা আপনার আদেশ পালন করিল। আপনি তাহাদিগকে বলিলেন, "এক্ষণে পুরুষটিকে প্রাসাদে লইয়া গিয়া পঞ্চেন্দ্রিয় ভোগ্য দ্রব্যাদির দ্বারা উহার সেবা করো।" তাহারা আপনার আদেশ পালন করিল। রাজপুত্র, আপনি কী মনে করেন? সেই স্নাত, সুবিলিপ্ত, সুবিন্যস্ত কেশ-শ্মশ্রু, মাল্যাভরণভূষিত, শুভ্রবস্ত্র পরিহিত, প্রাসাদস্থিত, পঞ্চেন্দ্রিয়-ভোগ্যদ্রব্যাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত ও সেবিত পুরুষটি কি পুনরায় সেই মলকূপে নিমগ্ন হইতে চাহিবে?"

'মাননীয় কস্‌সপ, সে চাহিবে না।'

'কী কারণে?'

'মাননীয় কস্‌সপ, মলকূপ অশুচি এবং অশুচিরূপে জ্ঞাত, দুর্গন্ধময়, ঘৃণিত, বিপ্রকর্ষক এবং ওইরূপে জ্ঞাত।' 'হে রাজপুত্র, এইরূপেই মনুষ্যগণ দেবগণের নিকট অশুচি এবং অশুচিরূপে জ্ঞাত, দুর্গন্ধময়, ঘৃণিত, বিপ্রকর্ষক এবং ওইরূপে জ্ঞাত। হে রাজন্য, শত যোজন দূর হইতে মনুষ্যগন্ধ দেবগণ কর্তৃক অনুভূত হয়। ওই সকল মিত্র ও অমাত্যগণ, রক্তের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ যাঁহারা প্রাণবধে বিরত হইয়া, অদত্তের গ্রহণে বিরত হইয়া, ব্যভিচারে বিরত হইয়া, মৃষাবাদ হইতে বিরত হইয়া, পিশুন ও পরুষবাক্য হইতে বিরত হইয়া, তুচ্ছপ্রলাপে বিরত হইয়া, লোভহীন অব্যাপন্ন চিত্ত ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া মৃত্যুর পর, দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা কি আসিয়া কহিবেন : "পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে?" হে রাজপুত্র, এই যুক্তির দ্বারাও আপনার গ্রহণ করা উচিত যে, পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে।'

১০. শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ যাহাই বলুন, এ বিষয়ে আমার এই মত : পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই?'

'হে রাজপুত্র, এমন কোনো প্রমাণ আছে কি যাহার বলে আপনি বলিতেছেন উহাদের অস্তিত্ব নাই।'

'হে কস্‌সপ, প্রমাণ আছে।'

'রাজন্য, কীরূপ প্রমাণ?'

'শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ, আমার মিত্র ও অমাত্যগণ এবং রক্তের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ ছিলেন, যাঁহারা প্রাণবধ, অদত্তের গ্রহণ, ব্যভিচার, মৃষাবাদ এবং সুরা-মেরয়-মদ্য পানরূপ প্রমাদে বিরত ছিলেন। কোনো সময়ে তাঁহারা রোগগ্রস্ত হইয়া দারুণ দুঃখপ্রাপ্ত হইলে যখন আমি জানিয়াছি যে তাঁহাদের আরোগ্য লাভের আশা নাই, তখন আমি তাঁহাদের নিকট গিয়া এইরূপ বলিয়াছি : "কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ মত ও এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন—যাহারা প্রাণবধ, অদত্তের গ্রহণ, ব্যভিচার, মৃষাবাদ এবং সুরা-মেরয়-মদ্যপানরূপ প্রমাদে বিরত, তাহারা মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সাহচর্য লাভ করে। আপনারা ওই সকল কর্মে বিরত। যদি আপনাদের ওই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের বাক্য সত্য হয়, আপনারা মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন

স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সাহচর্য লাভ করিবেন। যদি মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে আপনাদের উক্তরূপ সুগতি লাভ হয়, আপনারা আসিয়া আমাকে কহিবেন—পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে। আমি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান, আপনারা বিশ্বাসাযোগ্য, আপনারা যাহা স্বয়ং দেখিবেন, আমি তাহাই গ্রহণ করিব।" যদিও তাঁহারা আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা আসিয়া আমাকে কিছু কহেন নাই, কোনো দূতও প্রেরণ করেন নাই। এই প্রমাণের দ্বারা আমি বুঝিতে পারি পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।"

১১. 'তাহা হইলে, হে রাজপুত্র, আমি আপনাকে প্রশ্ন করিব, আপনি ইচ্ছানুরূপ উত্তর দিতে পারেন। হে রাজন্য, যাহা মানুষের একশত বৎসর, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের তাহা একরাত্রি ও একদিন। ওইরূপ ত্রিংশতি দিবা-রাত্রিতে এক মাস, ওইরূপ মাসের দ্বাদশ মাসে বৎসর, ওইরূপ বৎসরের দিব্য সহস্র বৎসর ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের আয়ুপ্রমাণ। আপনার যে সকল মিত্র ও অমাত্যগণ, রক্তের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ, প্রাণাতিপাত, অদত্তের গ্রহণ, ব্যভিচার, মৃষাবাদ এবং সুরাপান হইতে বিরত ছিলেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে সুগতি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সন্নিধানে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছেন। যদি তাঁহাদের মনে হয় : "আমরা দুই অথবা তিন রাত্রি-দিবা দিব্য পঞ্চেন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে লিপ্ত ও লীন হইয়া বিহার করিয়া লই, পরে আমরা রাজন্য পায়াসির নিকট গিয়া জ্ঞাপন করিব : পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে," তাঁহারা কি আসিয়া কহিবেন : পরলোক, ঔপপাতিক সত্ত্ব, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে?'

'অবশ্যই নহে। তাহার বহুপূর্বেই আমাদের মরিয়া যাইবার কথা। কিন্তু পূজ্য কস্‌সপকে কে বলিল, "ত্রয়স্ত্রিংশ-দেবলোক আছে" অথবা "ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ এইরূপ দীর্ঘায়ু?" আমরা কস্‌সপের ওইরূপ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করি না।'

'হে রাজন্য, যেরূপ জাত্যন্ধ পুরুষ কৃষ্ণ ও শুক্র পদার্থ, নীল, পীত, লোহিত মঞ্জিষ্ঠ বর্ণবিশিষ্ট পদার্থ দেখিতে পায় না, সম ও বিষম দেখিতে পায় না, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য দেখিতে পায় না। সে যদি এইরূপ কহে : "কৃষ্ণ ও শুক্র পদার্থ নাই, কেহ উহা দেখিতে পায় না; নীল, পীত, লোহিত, মঞ্জিষ্ঠ বর্ণবিশিষ্ট পদার্থ নাই, কেহ ওই সকল দেখিতে পায় না; সম ও বিষম নাই, নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য নাই, কেহ ওই সকল দেখিতে পায় না; আমি উহা জানি না

ও দেখিতে পাই না, অতএব উহার অস্তিত্ব নাই।” রাজন্য, পুরুষটি ওইরূপ কহিলে কি তাহার বাক্য যথার্থ হইবে?”

‘হে কস্‌সপ, তাহা হইবে না। আপনি যে সকল পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের অস্তিত্ব আছে, এবং তাহাদের দর্শকও আছে। “আমি উহা জানি না ও দেখি না, অতএব উহার অস্তিত্ব নাই” এরূপ কহিলে উহা যথার্থ উক্তি হইবে না।’

‘হে রাজন্য, সেইরূপই আপনি জাত্যন্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন, যেহেতু আপনি বলিতেছেন : পূজ্য কস্‌সপকে কে বলিল, ‘ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক আছে’ অথবা ‘ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ এইরূপ দীর্ঘায়ু?’ আমরা কস্‌সপের ওইরূপ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করি না।”

‘হে রাজন্য, আপনি যেরূপ মনে করিতেছেন সেরূপ মাংসচক্ষুদ্বারা পরলোকের দর্শন সম্ভব নয়। হে রাজন্য, সে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অরণ্যে শব্দহীন সুদূর বনপ্রস্থে বাস করেন, তাঁহারা তথায় অপ্রমত্ত, উৎসাহসম্পন্ন ও দৃঢ়সংকল্প হইয়া দিব্যচক্ষু লাভ করেন, তাঁহারা অমানুষী বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষুদ্বারা ইহলোক, পরলোক এবং ঔপপাতিক সত্ত্ব দর্শন করেন। হে রাজন্য, এইরূপেই পরলোক দর্শন করিতে হয়, আপনি যেরূপ মনে করিতেছেন সেরূপ মাংসচক্ষুদ্বারা নহে। হে রাজন্য, এই যুক্তির দ্বারাও আপনার গ্রহণ করা উচিত যে, পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে।’

১২. ‘শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ যাহাই বলুন, এ বিষয়ে আমার এই মত : পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।’

‘হে রাজপুত্র, এমন কোনো প্রমাণ আছে কি যাহার বলে আপনি বলিতেছেন উহাদের অস্তিত্ব নাই।’

‘হে কস্‌সপ, প্রমাণ আছে।’

‘রাজন্য, কীরূপ প্রমাণ?’

‘হে কস্‌সপ, আমি দেখিতে পাই, এমন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ আছেন যাঁহারা শীলসম্পন্ন, সদ্‌গুণান্বিত, জীবনধারণার্থী, মরণবিমুখ, সুখকামী এবং দুঃখপরিহারী; তখন, হে কস্‌সপ, আমার মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হয় : যদি এই সকল শ্রদ্ধেয় শীলসম্পন্ন, সদ্‌গুণান্বিত শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ এইরূপ জ্ঞাত হইয়া থাকেন : “আমরা মরণের পর শ্রেয় লাভ করিব,” তাহা হইলে তাঁহারা বিষপান করিবেন, অথবা স্বদেহে অস্ত্রাঘাত করিবেন, অথবা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবেন, অথবা উত্তুঙ্গ স্থল হইতে পতিত হইবেন। যেহেতু ওই

সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ মরণের পর শ্রেয় লাভ করিবেন এরূপ জ্ঞানসম্পন্ন নহেন, সেই হেতু তাঁহারা মরণবিমুখ, সুখকামী এবং দুঃখপরিহারী। এই প্রমাণের দ্বারাও আমি বুঝিতে পারি পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

১৩. 'তাহা হইলে হে রাজপুত্র, একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বারাও কোনো কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি কথিত বাক্যের অর্থ জানিতে পারেন। হে রাজন্য, অতীতকালে জনৈক ব্রাহ্মণের দুই পত্নী ছিল, এক পত্নীর দশ অথবা দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র, অপরা আসন্ন প্রসবা গর্ভিণী, এই সময়ে ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইল। তদনন্তর ব্রাহ্মণের পুত্র মাতার সপত্নীকে বলিল, "ভবতি! ধন, ধান্য, রজত অথবা স্বর্ণ যাহা কিছু আছে সকলই আমার। ইহাতে আপনার কিছুই নাই, আমার পিতার উত্তরাধিকার আমায় অর্পণ করুন।" এইরূপ উক্ত হইলে সেই ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকুমারকে বলিল, "বৎস, আমার প্রসবকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো। যদি পুত্র সন্তান হয়, তাহারও এক অংশ হইবে, যদি কন্যা হয় সে তোমার পরিচারিকা হইবে।"

'দ্বিতীয়বার ব্রাহ্মণ কুমার বিমাতাকে বলিল, "ভবতি" ধন, ধান্য, রজত অথবা স্বর্ণ যাহা কিছু আছে সকলই আমার। ইহাতে আপনার কিছুই নাই, আমার পিতার উত্তরাধিকার আমায় অর্পণ করুন।" দ্বিতীয়বার ব্রাহ্মণী কুমারকে বলিল, "বৎস, আমার প্রসবকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো। যদি পুত্রসন্তান হয়, তাহারও এক অংশ হইবে, যদি কন্যা হয় সে তোমার পরিচারিকা হইবে।"

'তৃতীয়বার ব্রাহ্মণ কুমার বিমাতাকে পূর্বোক্তরূপ কহিলে ব্রাহ্মণী গর্ভে পুত্র অথবা কন্যা আছে তাহা জানিবার নিমিত্ত অস্ত্র গ্রহণপূর্বক কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় গর্ভ বিদীর্ণ করিল। এইরূপে সেই মূঢ়া জ্ঞানহীনা নারী অনবহিত হইয়া দায়াদ্যের অন্বেষণে স্বীয় জীবন, গর্ভ ও ধন সমস্তই নষ্ট করিল। এইরূপেই, হে রাজন্য, আপনি অনবহিত হইয়া পরলোকের অন্বেষণে স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতা ও জ্ঞানহীনতার জন্য বিনষ্ট হইবেন। হে রাজন্য, শীলবান, ধার্মিক, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ যাহা অপরিপক্ক তাহার পরিপক্কতা সাধনের প্রয়াসী হন না, তাঁহারা জ্ঞানী এবং পরিপাকের প্রতীক্ষায় থাকেন। শীলবান, ধার্মিক শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের জীবনের প্রয়োজন আছে। ওই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের আয়ু যতই দীর্ঘ হয় ততই উহা অধিকতররূপে পুণ্যপ্রসূ হয়, বহু জনের হিত ও সুখসাধক হয়, সর্বজগতের এবং একাধারে দেব ও মনুষ্যের মঙ্গল, হিত ও সুখে পর্যবসিত হয়। হে রাজন্য, এই যুক্তির দ্বারাও আপনার

গ্রহণ করা উচিত যে, পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে।'

১৪. 'শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ যাহাই বলুন, এবিষয়ে আমার এই মত ঃ পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

'হে রাজপুত্র, এমন কোনো প্রমাণ আছে কি যাহার বলে আপনি বলিতেছেন উহাদের অস্তিত্ব নাই।'

'হে কস্‌সপ, প্রমাণ আছে।'

'রাজন্য, কীরূপ প্রমাণ?'

'হে কস্‌সপ, মনে করুন আমার পুরুষগণ চোর ধৃত করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং বলিল, "দেব, এই ব্যক্তি চোর, পাপকারী, আপনার যেরূপ ইচ্ছা ইহার দণ্ডবিধান করুন।" আমি তাহাদিগকে বলিলাম : "ইহাকে জীবিতাবস্থায় কটাহে নিক্ষেপপূর্বক কটাহের মুখ বন্ধ করিয়া উহা আর্দ্র চর্মে আবৃত করণান্তর আর্দ্র মৃত্তিকার অবলেপনপূর্বক উদ্‌ধ্মানোপরি রক্ষা করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করো।" তাহারা আমার আদেশ পালন করিল। যখন আমরা জানিলাম যে, মানুষটি মৃত, তখন কটাহটি নামাইয়া বন্ধন মোচনপূর্বক উহার মুখ বিবরিত করিয়া উহা হইতে মানুষটির আত্মা নিষ্ক্রান্ত হয় কিনা দেখিবার নিমিত্ত ধীরে ধীরে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু উহার আত্মাকে বহির্গত হইতে দেখিলাম না। এই প্রমাণের দ্বারাও আমি বুঝিতে পারি পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।"

১৫. 'তাহা হইলে, হে রাজন্য, আমি আপনাকে প্রশ্ন করিব, আপনি ইচ্ছানুরূপ উত্তর দিতে পারেন। রাজন্য, আপনি কি মধ্যাহ্নে নিদ্রাকালে স্বপ্নে রমণীয় আবাস, বন, ভূমি এবং পুষ্করিণী দেখেন নাই?'

শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ, আমি দেখিয়াছি।'

'ঐ সময়ে কি অতি তরুণ শিশুস্বভাবসম্পন্ন কুমারীগণ আপনার সেবায় রত থাকে?'

'হে কস্‌সপ তাহা সত্য।'

'তাহারা কি আপনার আত্মাকে প্রবেশ করিতে অথবা নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখে?'

'তাহারা দেখে না।'

'হে রাজন্য, তাহারা জীবন্ত হইয়াও আপনার জীবিতাবস্থায় আপনার আত্মাকে প্রবেশ করিতে অথবা নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখে না। আপনি মৃত হইলে কি তাহারা আপনার আত্মার প্রবেশ অথবা বহির্গমন দেখিতে পাইবে? এই

যুক্তিদ্বারাও আপনার গ্রহণ করা উচিত যে, পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে।'

১৬. 'শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ যাহাই বলুন, এ বিষয়ে আমার এই মত : পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

'হে রাজপুত্র, এমন কোনো প্রমাণ আছে কি যাহার বলে আপনি বলিতেছেন উহাদের অস্তিত্ব নাই।'

'হে কস্‌সপ, প্রমাণ আছে।'

'রাজন্য, কিরূপ প্রমাণ?'

'হে কস্‌সপ মনে করুন আমার পুরুষগণ চোর ধৃত করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং বলিল, "দেব, এই ব্যক্তি চোর, পাপকারী, আপনার যেরূপ ইচ্ছা ইহার দণ্ড বিধান করুন।" আমি তাহাদিগকে বলিলাম : "তোমরা তুলাদণ্ডের সাহায্যে জীবিতাবস্থায় এই পুরুষের দেহভার পরীক্ষাপূর্বক ধণুর্গুণের দ্বারা তাহার শ্বাসরোধ ও তাহাকে হত্যা করিয়া পুনরায় তুলাদণ্ডে তাহার ভার পরীক্ষা করো।" তাহারা আমার আদেশ পালন করিল। জীবিতাবস্থায় মানুষটি লঘুতর, মৃদুতর এবং অধিকতর সুস্থই ছিল। মৃতাবস্থায় সে গুরুতর, পূর্বাপেক্ষা অনম্য এবং দুর্বহ হইল। এই প্রমাণের দ্বারাও আমি বুঝিতে পারি পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

১৭. 'তাহা হইলে, হে রাজপুত্র, একটি উপমা দিতেছি। উপমাদ্বারাও কোনো কোনো বিজ্ঞব্যক্তি কথিত বাক্যের অর্থ জানিতে পারেন। হে রাজপুত্র, মনে করুন কেহ তুলাদণ্ডে সর্বদিন ব্যাপিয়া উত্তাপিত, আদীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত, জ্বলন্ত আভাযুক্ত লৌহ গোলকের ভার নির্ণয় করিল, পরে ওই গোলক শীতল ও নির্বাপিত হইলে তুলাদণ্ডে উহার ভার পরীক্ষা করিল। গোলকটি কোনো সময় লঘুতর, মৃদুতর এবং অধিকতর নমনীয় হইবে? আদীপ্ত ও প্রজ্জ্বলিত, অবস্থায় অথবা শীতল ও নির্বাপিত অবস্থায়?'

'শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ, গোলকটি যখন তেজ ও বায়ু সহগত, আদীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত ও আভাযুক্ত তখনই লঘুতর, মৃদুতর এবং অধিকতর নমনীয় হইবে। গোলকটি যখন তেজ ও বায়ু সহগত নহে, যখন উহা শীতল ও নির্বাপিত তখনই উহা গুরুতর, পূর্বাপেক্ষা অনম্য এবং দুর্বহ হইবে।'

'রাজপুত্র, এইরূপেই যখন এই দেহ আয়ুযুক্ত, তেজযুক্ত ও বিজ্ঞানযুক্ত থাকে, তখন লঘুতর, মৃদুতর এবং অধিকতর নমনীয় থাকে। কিন্তু যখন উহা আয়ু, তেজ ও বিজ্ঞানযুক্ত নহে তখন উহা গুরুতর, পূর্বাপেক্ষা অনম্য এবং

দুর্বহ হইবে। এই প্রমাণের দ্বারাও আপনার গ্রহণ করা উচিত যে, পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে।'

১৮. 'শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ যাহাই বলুন, এ বিষয়ে আমার এই মত : পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

'হে রাজপুত্র, এমন কোনো প্রমাণ আছে কি যাহার বলে আপনি বলিতেছেন উহাদের অস্তিত্ব নাই।'

'হে কস্‌সপ, প্রমাণ আছে।'

'রাজন্য, কিরূপ প্রমাণ?'

'হে কস্‌সপ, মনে করুন আমার পুরুষগণ চোর ধৃত করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং বলিল, "দেব, এই ব্যক্তি চোর, পাপকারী, আপনার যেরূপ ইচ্ছা ইহার দণ্ড বিধান করুন।" আমি তাহাদিগকে বলিলাম, "ইহার শল্ক, চর্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ইহাকে বধ করো।" তাহারা আমার আদেশ পালন করিল। যখন চোর অর্ধমৃত হইল তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম : "ইহাকে ঊর্ধ্বমুখী হইয়া শায়িত করো, যাহাতে আমরা উহার আত্মার বহির্গমন দেখিতে পাই।" তাহারা সেইরূপই করিল, কিন্তু আমরা তাহার আত্মার বহির্গমন দেখিলাম না। আমি তাহাদিগকে বলিলাম : "উহাকে অধোমুখী হইয়া শায়িত কর... পার্শ্বোপরি শায়িত কর... অপর পার্শ্বের উপর স্থাপিত কর... ঊর্ধ্ব করিয়া স্থাপিত কর... অধোশির করিয়া স্থাপিত কর... হস্তদ্বারা প্রহার কর... মৃৎপিণ্ড নিক্ষেপে আঘাত কর... দণ্ডাঘাত কর... অস্ত্রাঘাত কর... পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে সর্বপ্রকারে সঞ্চালিত করো, যাহাতে আমরা তাহার আত্মার বহির্গমন দেখিতে পাই।" তাহারা সেইরূপই করিল, কিন্তু আমরা তাহার আত্মার বহির্গমন দেখিলাম না। তাহার সেই চক্ষুই আছে, রূপাদিও রহিয়াছে, কিন্তু ওই চক্ষু রূপাদি দর্শন করে না; তাহার শ্রোত্র বিদ্যমান শব্দও বিদ্যমান, তথাপি সে শ্রবণ করে না; তাহার নাসিকা রহিয়াছে, গন্ধও রহিয়াছে, কিন্তু সে ঘ্রাণ অনুভব করে না; তাহার জিহ্বা রহিয়াছে, রসও রহিয়াছে, কিন্তু সে রস আস্বাদন করে না; তাহার কায় রহিয়াছে, স্প্রষ্টব্য রহিয়াছে, কিন্তু স্পর্শ নাই। এই প্রমাণের দ্বারাও আমি বুঝিতে পারি পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

১৯. 'তাহা হইলে, হে রাজপুত্র, একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বারাও কোনো কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি কথিত বাক্যের অর্থ জানিতে পারেন। হে রাজন্য, পূর্বকালে জনৈক শঙ্খনিনাদক শঙ্খ হস্তে সীমান্ত জনপদে গমন করিয়াছিল।

সে এক গ্রামে উপনীত হইয়া গ্রামাভ্যন্তরে দণ্ডায়মান হইয়া তিনবার শঙ্খধ্বনি করিয়া শঙ্খভূমিতে নিক্ষেপপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিল। তখন জনপদবাসী মনুষ্যগণ চিন্তা করিল : "এই রমণীয়, কমণীয়, মধুর, মনোহর, মুগ্ধকর শব্দ কীসের?" তাহারা একত্রিত হইয়া শঙ্খনিনাদককে জিজ্ঞাসা করিল। সে উত্তর করিল, "এই শব্দ রমণীয়, কমনীয়, মধুর, মনোহর, মুগ্ধকর শব্দ—মনুষ্যগণ যাহাকে শঙ্খ কহে সেই শঙ্খের।" তাহারা শঙ্খটিকে ঊর্ধ্বমুখ করিয়া স্থাপিত করিয়া বলিল, "হে শঙ্খ, বাজ, বাজ।" কিন্তু শঙ্খ শব্দ করিল না। তাহারা শঙ্খকে অধোমুখ করিয়া স্থাপন করিয়া... পার্শ্বোপরি শায়িত করিয়া... অপর পার্শ্বের উপর স্থাপিত করিয়া... ঊর্ধ্ব করিয়া স্থাপিত করিয়া... অধোশির করিয়া স্থাপিত করিয়া... হস্ত দ্বারা প্রহার করিয়া... মৃৎপিণ্ড নিক্ষেপে আঘাত করিয়া... দণ্ডাঘাত করিয়া... অস্ত্রাঘাত করিয়া... পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে সর্বপ্রকারে সঞ্চালিত করিয়া বলিল, "হে শঙ্খ, বাজ, বাজ।" কিন্তু শঙ্খ শব্দ করিল না। হে রাজপুত্র, তখন সেই শঙ্খনিনাদক এইরূপ চিন্তা করিল : "এই সকল সীমান্তবাসী মনুষ্যগণ কি নির্বোধ! তাহারা কেন এইরূপ অবিবেচকের ন্যায় শঙ্খ-শব্দের সন্ধান করিতেছে?" সে তাহাদের সম্মুখেই শঙ্খটি গ্রহণ করিয়া তিন বার উহা বাজাইয়া শঙ্খসহ প্রস্থান করিল। হে রাজন্য, তখন সীমান্তবাসীগণ এইরূপ চিন্তা করিল : "শঙ্খ যখন মনুষ্য, ব্যায়াম এবং বায়ু সহগত হয়, তখনই উহা শব্দ করে। কিন্তু যখন ওই শঙ্খ মনুষ্য, ব্যায়াম এবং বায়ুসহগত না হয়, তখন উহা শব্দ করে না।" হে রাজন্য, এইরূপেই এই দেহ যখন আয়ু, উষ্মা এবং বিজ্ঞানসহগত হয়, তখনই উহা গমনাগমন করে, দণ্ডায়মান হয়, উপবেশন করে, শয়ন করে, চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করে, শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করে, কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করে, মন দ্বারা ধর্ম অবগত হয়। কিন্তু যখন উহা উক্ত তিন বস্তুর সহিত যুক্ত না হয়, তখন উহা ওই সকল ক্রিয়ার কোনোটিই সম্পাদন করিতে পারে না। এই প্রমাণের দ্বারাও, হে রাজন্য, আপনার গ্রহণ করা উচিত যে পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে।'

২০. 'শ্রদ্ধেয় কস্সপ যাহাই বলুন, এ বিষয়ে আমার এই মত : পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

'হে রাজপুত্র, এমন কোনো প্রমাণ আছে কি যাহার বলে আপনি বলিতেছেন উহাদের অস্তিত্ব নাই।'

'হে কস্সপ, প্রমাণ আছে।'

'হে রাজন্য, কিরূপ প্রমাণ?'

'হে কস্সপ, মনে করুন আমার পুরুষগণ চোর ধৃত করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং বলিল, "দেব, এই ব্যক্তি চোর, পাপকারী, আপনি যেরূপ ইচ্ছা ইহার দণ্ডবিধান করুন।" আমি তাহাদিগকে বলিলাম, ইহা শল্ক উন্মোচন করো, যাহাতে আমরা উহার আত্মাকে দেখিতে পাই।" তাহারা আমার আদেশ পালন করিল, কিন্তু আমরা তাহার আত্মাকে দেখিলাম না। আমি তাহাদিগকে বলিলাম : "এখন ইহার চর্ম উন্মোচন করো,... মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা ছিন্ন ভিন্ন করো, যাহাতে আমরা তাহার আত্মা দেখিতে পাই।" তাহারা আমার আদেশ পালন করিল, কিন্তু আমরা তাহার আত্মা দেখিলাম না। এই প্রমাণের দ্বারাও আমি বুঝিতে পারি পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

২১. 'তাহা হইলে, হে রাজপুত্র, একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বারাও কোনো কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি কথিত বাক্যের অর্থ জানিতে পারেন। হে রাজপুত্র, পূর্বকালে এক অগ্নিপূজক জটিল অরণ্য প্রদেশে পর্ণকুটিরে বাস করিত। এ সময় বণিকগণের এক সার্থ এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিতেছিল। ওই সার্থ অগ্নিপূজক জটিলের আশ্রমের নিকটে একরাত্রি বাস করিয়া চলিয়া গেল।

রাজন্য, তখন অগ্নিপূজক জটিল চিন্তা করিল : "আমি সার্থ শিবিরে গমন করিব, সেখানে কিঞ্চিৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্য লাভ করা সম্ভব হইবে।" অতঃপর জটিল প্রত্যূষে উত্থান করিয়া সার্থ শিবিরে গমন করিল এবং তথায় দেখিল একটি ললিত শিশু পরিত্যক্ত অবস্থায় উত্তান হইয়া শয়ন করিয়া আছে। ইহা দেখিয়া সে চিন্তা করিল : "আমি যদি কোনো মনুষ্যকে আমার সম্মুখে মরিয়া যাইতে দিই, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে অশোভন হইবে। আমি এই শিশুকে আশ্রমে লইয়া গিয়া সযত্নে ইহার পোষণ ও পালনের বিধান করিব।" এইরূপে সেই জটিল শিশুটিকে আশ্রমে লইয়া গিয়া সযত্নে তাহাকে পুষ্ট ও প্রতিপালিত করিল। শিশুটি যখন দশ অথবা দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল, তখন জটিলের কোনো কার্যোপলক্ষে জনপদে যাইবার প্রয়োজন হইল। তখন সে শিশুটিকে এইরূপ বলিল, "বৎস, আমি জনপদে যাইতে ইচ্ছা করি, তুমি অগ্নির পরিচর্যা করিবে, অগ্নি নির্বাপিত হইতে দিবে না। যদি অগ্নি নির্বাপিত হয়, তাহা হইলে এই কুঠার, এই সকল কাষ্ঠ, এই অরণি রহিল, অগ্নি উৎপাদনপূর্বক উহার পরিচর্যা করিবে।" জটিল বালকটিকে এইরূপ নির্দেশ দিয়া জনপদে গমন করিল। বালকের ক্রীড়ারত অবস্থায় অগ্নি নির্বাপিত

হইল। তখন বালক চিন্তা করিল : ‘পিতা আমাকে বলিয়াছেন, বৎস, অগ্নির পরিচর্যা করিবে, অগ্নি নির্বাপিত হইতে দিবে না। যদি অগ্নি নির্বাপিত হয়, তাহা হইলে এই কুঠার, এই সকল কাষ্ঠ, এই অরণি রহিল, অগ্নি উৎপাদনপূর্বক উহার পরিচর্যা করিবে। অতএব আমি অগ্নি উৎপাদনপূর্বক উহার পরিচর্যা করিব।” তৎপরে বালকটি কুঠার দ্বারা অরণি বিদীর্ণ করিতে লাগিল, সে মনে করিয়াছিল ‘এইরূপেই আমি অগ্নি লাভ করিব।’ কিন্তু সে সফল হইল না। অরণিকে দুই, তিন, চারি, পাঁচ, দশ শতভাগে বিদীর্ণ করিল, খণ্ড খণ্ড করিল, পরে ওই সকল উদুখলে চূর্ণ করিয়া বায়ুতে উড়াইল, সে মনে করিয়াছিল, ‘আমি এইরূপেই অগ্নি লাভ করিব।’ কিন্তু অগ্নির উৎপত্তি হইল না। তদনন্তর জটিল জনপদে কর্ম সম্পাদনান্তে আশ্রমে প্রত্যাবর্তনপূর্বক বালককে জিজ্ঞাসা করিল : “বৎস, অগ্নি নির্বাপিত হয় নাই তো?”

“পিতা, যখন আমি ক্রীড়ারত ছিলাম, তখন অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছিল। তখন আপনি আমাকে যে নির্দেশ দিয়াছিলেন উহা স্মরণ করিয়া আমি নির্দেশানুসারে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে যত্নবান হইয়াছিলাম। আমি কুঠার দ্বারা অরণি শতধা বিদীর্ণ করিয়া, খণ্ডিত বিখণ্ডিত করিয়া উদুখলে চূর্ণ করিয়া বায়ুতে উড়াইয়াছিলাম, আমি মনে করিয়াছিলাম, ‘এইরূপেই অগ্নি উৎপন্ন হইবে।’ কিন্তু আমি সফল হই নাই।” তখন সেই জটিলের মনে এই চিন্তার উদয় হইল : “এই বালক কি নির্বোধ ও জ্ঞানহীন! কেন সে এইরূপ মূঢ়ের ন্যায় অগ্নির অনুসন্ধান করিবে?” জটিল বালকের সম্মুখেই অরণি লইয়া অগ্নি উৎপাদনপূর্বক বালককে বলিল, “বৎস, এইরূপেই অগ্নি উৎপাদন করিতে হয়, তোমার ন্যায় নির্বোধ জ্ঞানহীন যেরূপে অগ্নির অন্বেষণ করে সেরূপে নয়।” হে রাজপুত্র, এইরূপেই আপনি নির্বোধ জ্ঞানহীনের ন্যায় পরলোকের অন্বেষণ করিতেছেন। হে রাজন্য, এই পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন। উহা যেন দীর্ঘকাল আপনার দুঃখ ও দুর্দশার কারণ না হয়।’

২২. ‘শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ, আপনি এইরূপ কহিলেও ওই পাপদৃষ্টি বর্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোশলরাজ পসেনদি এবং বৈদেশিক রাজগণও জানেন : “রাজন্য পায়াসি এইরূপ মত, এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন : পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।” হে কস্‌সপ, যদি আমি এই পাপদৃষ্টি বিসর্জন দিই, তাহা হইলে, লোকে বলিবে : “কি নির্বোধ ও জ্ঞানহীন রাজন্য পায়াসি, যাহা গ্রহণের অযোগ্য তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন।” আমি ক্রোধ, দ্বেষ ও ঈর্ষাযুক্ত হইয়াও এই মত পোষণ

করিব।’

২৩. ‘তাহা হইলে, রাজন্য, একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বারাও কোনো কোনো বিজ্ঞপুরুষ কথিত বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারেন। হে রাজন্য, অতীতে সহস্র শকটসমন্বিত এক বিরাট সার্থ পূর্ব জনপদ হইতে পশ্চিম জনপদে গমন করিয়াছিল। সার্থ যে যে স্থান দিয়া গমন করিতেছিল সেই সেই স্থানের তৃণ, কাষ্ঠ, উদক, শাকাদি উদ্ভিজ্জ সমস্ত নিঃশেষিত হইতেছিল। সেই সার্থের দুইজন নায়ক ছিল, প্রত্যেকেই পাঁচশত শকটের পরিচালক। সেই দুইজনের মনে এই চিন্তার উদয় হইল :

“সহস্র শকটসমন্বিত এই বিরাট সার্থ। আমরা যে যে স্থান দিয়া গমন করিতেছি, সেই সেই স্থানের তৃণ, কাষ্ঠ, উদক, শাকাদি উদ্ভিজ্জ সমস্ত নিঃশেষিত হইতেছে। অতএব আমরা এই সার্থ দুই ভাগে বিভক্ত করিব, এক এক ভাগে পাঁচশত শকট থাকিবে।”

‘তাহারা সেই সার্থ দুই ভাগে বিভক্ত করিল, এক এক ভাগে পাঁচশত শকট রহিল। একজন নায়ক বহু তৃণ, কাষ্ঠ ও উদক সংগ্রহ করিয়া যাত্রা করিল। দুই তিন দিন ভ্রমণের পর নায়ক এক কৃষ্ণবর্ণ, লোকিতাক্ষ, তূণসজ্জিত, কুমুদমালী, আর্দ্রবস্ত্র, আর্দ্রকেশ পুরুষকে কর্দমমক্ষিতচক্র গর্দভরথে আরোহণ করিয়া বিপরীত দিক হইতে আসিতে দেখিল। উহা দেখিয়া নায়ক জিজ্ঞাসা করিল : “আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?”

“অমুক জনপদ হইতে।”

“কোথায় যাইবেন?”

“অমুক জনপদে।”

“সম্মুখে কান্তারে কি মহামেঘ উত্থিত হইয়াছে?”

“ইহা সত্য সম্মুখস্থ কান্তারে মহামেঘ উত্থিত হইয়াছে, পথসমূহ জলসিক্ত, বহু তৃণ, কাষ্ঠ ও জল আছে। আপনারা পুরাতন তৃণ, কাষ্ঠ ও জল পরিত্যাগ করিয়া লঘুভার শকটের সহিত শীঘ্র শীঘ্র গমন করুন, বাহনগুলিকে ক্লান্ত হইতে দিবেন না।”

‘তখন সেই সার্থবাহ শকট চালকগণকে পূর্বোক্ত পুরুষ কথিত সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া আদেশ করিল : “পুরাতন তৃণ, কাষ্ঠ, উদকাদি পরিত্যাগপূর্বক শকটের সহিত অগ্রসর হও।”

“তথাস্তু” কহিয়া চালকগণ নায়কের আদেশ পালন করিল। তাহারা তাহাদের প্রথম শিবির স্থাপনের স্থানে তৃণ, কাষ্ঠ, জল কিছুই পাইল না; দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম স্থানেও কিছুই পাইল না, সকলেই

দুর্গতিগ্রস্ত ও বিনষ্ট হইল। সার্থে যত মনুষ্য ও পশু ছিল সকলেই সেই অ-মনুষ্য যক্ষ ভক্ষণ করিল, কেবল মাত্র তাহাদের অস্থি অবশিষ্ট রাখিল।

'অপর নায়ক যখন জানিল যে পূর্বোক্ত সার্থ বহুদূর চলিয়া গিয়াছে তখন সে প্রভূত তৃণ, কাষ্ঠ ও পানীয় লইয়া শকটসহ যাত্রা করিল। দুই তিন দিন চলিবার পর এই সার্থের নায়কও পূর্বের ন্যায় এক কৃষ্ণবর্ণ লোহিতাক্ষ পুরুষকে দেখিয়া তাহার সহিত পূর্বোক্ত প্রকারে বাক্যালাপ করিল এবং পুরুষটিও তাহাকে পূর্বের ন্যায় আপন দ্রব্যসম্ভার পরিত্যাগ করিতে বলিল।

অতঃপর সার্থবাহ শকট চালকগণকে বলিল, 'এই পুরুষটি বলিতেছে সম্মুখে মহামেঘ উত্থিত হইয়াছে, পথসমূহ জলসিক্ত, বহু তৃণ, কাষ্ঠ ও পানীয় রহিয়াছে। সে আমাদিগকে পুরাতন তৃণ, কাষ্ঠ ও পানীয় পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র যাইতে বলিতেছে, যাহাতে বাহনাদি ক্লান্ত না হয়। কিন্তু পুরুষটি আমাদের মিত্রও নয়, রক্তের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিও নয়। কিরূপে আমরা ইহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া চলিব? পুরাতন তৃণ, কাষ্ঠ, পানীয় পরিত্যাগ করা হইবে না, সমস্ত দ্রব্যসম্ভারসহ অগ্রসর হও, আমরা পুরাতন কিছুই পরিত্যাগ করিব না।"

"তথাস্তু" কহিয়া চালকগণ পূর্বাহৃত দ্রব্যসম্ভারের সহিত অগ্রসর হইল। তাহারা ক্রমান্বয়ে সাতটি শিবির স্থাপনের স্থানে তৃণ, কাষ্ঠ পানীয় কিছুই পাইল না। পরন্তু তাহারা পূর্বের সার্থকে বিনষ্ট অবস্থায় দেখিল। তাহারা ওই সার্থের মনুষ্য ও পশুসমূহের রাক্ষস কর্তৃক ভক্ষিত দেহের অস্থিসমূহ দর্শন করিল।

তখন সেই সার্থবাহ শকট চালকগণকে বলিল, "ইহা সেই পূর্বগামী সার্থ যাহা তাহার নির্বোধ নায়ক কর্তৃক চালিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগের সহিত যে অব্যবহার্য পানীয় আছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া ওই সার্থের উত্তম পানীয় গ্রহণ করো।" "তথাস্তু" কহিয়া চালকগণ নায়কের আদেশ পালনপূর্বক নিরাপদে কান্তার অতিক্রম করিল, যেহেতু তাহারা বুদ্ধিমান নায়কের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। এইরূপেই, হে রাজপুত্র, আপনি নির্বোধ জ্ঞানহীনের ন্যায় পরলোকের অন্বেষণ করিয়া পূর্বোক্ত সার্থবাহের ন্যায় বিনষ্ট হইবেন। যাহারা আপনার বাক্য শ্রবণ ও বিশ্বাসযোগ্য মনে করিবে তাহারাও পূর্বোক্ত শকট চালকগণের ন্যায় বিনষ্ট হইবে। হে রাজপুত্র, এই পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন। উহা যেন দীর্ঘকাল আপনার দুঃখ ও দুর্দশার কারণ না হয়।

২৪. 'শ্রদ্ধেয় কস্সপ, আপনি এইরূপ বলিলেও ওই পাপদৃষ্টি বর্জন করা

আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোশলরাজ পসেনদি এবং বৈদেশিক রাজগণও জানেন : রাজন্য পায়াসি এইরূপ মত, এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন : পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।" হে কস্সপ, যদি আমি এই পাপদৃষ্টি বিসর্জন দিই, তাহা হইলে লোকে বলিবে : "কী নির্বোধ ও জ্ঞানহীন রাজন্য পায়াসি, যাহা গ্রহণের অযোগ্য তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন।" আমি ক্রোধ, দ্বেষ ও ঈর্ষাযুক্ত হইয়াও এইমত পোষণ করিব।

২৫. "তাহা হইলে, হে রাজপুত্র, একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বারাও কোনো কোনো বিজ্ঞ পুরুষ কথিত বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারেন। রাজন্য, পূর্বকালে এক শূকর পালক স্বগ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গমন করিয়াছিল। তথায় সে দেখিল প্রভূত শুষ্ক মল বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া তাহার মনে হইল : 'বহু শুষ্ক মল বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, উহা আমার শূকরের খাদ্য হইবে। আমি উহা এই স্থান হইতে লইয়া যাইব।'" সে বহির্বাস প্রসারিত করিয়া প্রভূত শুষ্ক মল সংগ্রহপূর্বক পুলিন্দাবদ্ধ করিয়া মস্তকে স্থাপনপূর্বক চলিল। পথিমধ্যে অকালে মহামেঘের বর্ষণ হইল। সে মস্তক হইতে প্রবাহিত বিন্দু বিন্দু মলে নখাগ্র পর্যন্ত মক্ষিত হইয়া মলভার লইয়া চলিতেছিল। তাহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মনুষ্যগণ তাহাকে বলিল, "তুমি কি উন্মত্ত, জ্ঞানশূন্য? কি নিমিত্ত বিন্দু বিন্দু মলের প্রবাহে নখাগ্র পর্যন্ত মক্ষিত হইয়া মলভার বহিতেছ?" "তোমরাই উন্মত্ত ও জ্ঞানশূন্য। ইহা আমার শূকরের খাদ্য।" রাজন্য, এইরূপে আপনিও মলবাহীরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। হে রাজপুত্র, এই পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন। উহা যেন দীর্ঘকাল আপনার দুঃখ ও দুর্দশার কারণ না হয়।'

২৬. "শ্রদ্ধেয় কস্সপ, আপনি এইরূপ কহিলেও ওই পাপদৃষ্টি বর্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোশলরাজ পসেনদি এবং বৈদেশিক রাজগণও জানেন : "রাজন্য পায়াসি এইরূপ মত, এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন : পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।" হে কস্সপ, যদি আমি এই পাপদৃষ্টি বিসর্জন দিই, তাহা হইলে লোকে বলিবে : "কী নির্বোধ ও জ্ঞানহীন রাজন্য পায়াসি, যাহা গ্রহণের অযোগ্য তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন।" আমি ক্রোধ, দ্বেষ ও ঈর্ষাযুক্ত হইয়াও এই মত পোষণ করিব।'

২৭. 'তাহা হইলে, রাজন্য, একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বারাও কোনো কোনো বিজ্ঞ পুরুষ কথিত বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারেন। হে রাজন্য,

পূর্বকালে দুইজন অক্ষধূর্ত দ্যূতক্রীড়া করিতেছিল। উহাদের মধ্যে একজন প্রতিকূল অক্ষ দেখিলেই উহা গ্রাস করিতেছিল। দ্বিতীয় ক্রীড়ক উহা দেখিয়া তাহাকে বলিল, "মিত্র, তুমি একান্ত জয়লাভ করিতেছ, অক্ষ আমায় দাও, আমি উহাতে পূজা করিয়া লই।" "উত্তম" কহিয়া সে অক্ষগুলি প্রদান করিল। তখন ওই ক্রীড়ক অক্ষগুলিকে বিষমক্ষিত করিয়া অপরকে বলিল, "মিত্র, এসো, অক্ষক্রীড়া করি।" অপর সম্মত হইলে দ্বিতীয়বার ক্রীড়া হইল, এইবারও পূর্বোক্ত দ্যূতকর প্রতিকূল অক্ষ দেখিলেই উহা গ্রাস করিতে লাগিল। দ্বিতীয় ক্রীড়ক উহা দেখিয়া তাহাকে বলিল :

"পুরুষ বুঝিতেছে না যে সে দারুণ জ্বালা
লিপ্ত অক্ষ গ্রাস করিতেছে, রে পাপ ধূর্ত,
গ্রাস করো, ইহার তিক্ত ফল ভোগ করিতে
হইবে।"

'এইরূপেই, রাজন্য, আপনি অক্ষধূর্তরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। এই পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন। ইহা যেন দীর্ঘকাল আপনার দুঃখ ও দুর্দশার কারণ না হয়।'

২৮. "শ্রদ্ধেয় কস্সপ, আপনি এইরূপ কহিলেও ওই পাপদৃষ্টি বর্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোশলরাজ পসেনদি এবং বৈদেশিক রাজগণও জানেন : "রাজন্য পায়াসি এইরূপ মত, এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন : পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।" হে কস্সপ, যদি আমি এই পাপদৃষ্টি বিসর্জন দিই, তাহা হইলে লোকে বলিবে : "কি নির্বোধ ও জ্ঞানহীন রাজন্য পায়াসি, যাহা গ্রহণের অযোগ্য তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন।" আমি ক্রোধ, দ্বেষ ও ঈর্ষাযুক্ত হইয়াও এই মত পোষণ করিব।'

২৯. "তাহা হইলে, রাজন্য, একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বারাও কোনো কোনো বিজ্ঞ পুরুষ কথিত বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারেন। হে রাজন্য, পূর্বকালে কোনো জনপদের অধিবাসীগণ স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া গ্রামান্তর আশ্রয় করিয়াছিল। ওই সময় এক ব্যক্তি তাহার সহচরকে বলিল, মিত্র, চলো, সেই জনপদে যাই, ওই স্থানে কিঞ্চিৎ ধনলাভ সম্ভব হইবে।" অপর ব্যক্তি সম্মত হইলে তাহারা সেই জনপদের কোনো গ্রামপথে উপনীত হইয়া দেখিল বহু শণ পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে বলিল, "মিত্র, বহু শণ পরিত্যক্ত রহিয়াছে, আমরা প্রত্যেকে একটি শণভার বন্ধন করিয়া লইয়া যাই।" অপর সম্মত হইলে উভয়েই শণভার বন্ধন করিল।

'তাহারা উভয়ে শণভার লইয়া অপর এক গ্রামপথে উপনীত হইল। তথায় তাহারা দেখিল প্রভূত শণসূত্র পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে বলিল, "মিত্র, যেজন্য আমাদের শণের প্রয়োজন সেই শণসূত্র প্রভূত পরিমাণে পরিত্যক্ত রহিয়াছে, আমরা উভয়েই শণভার পরিত্যাগ করিয়া শণসূত্রভার লইয়া যাইব।" "মিত্র, আমি দূর হইতে এই দৃঢ়রূপে বদ্ধ শণভার বহন করিয়া আনিয়াছি, আমার পক্ষে ইহাই পর্যাপ্ত। তুমি ইচ্ছানুরূপ করিতে পার।" ইহা শুনিয়া পূর্বোক্ত ব্যক্তি শণভার পরিত্যাগ করিয়া শণসূত্রভার লইল।

"তাহারা অপর এক গ্রামপথে উপনীত হইল। তাহারা তথায় দেখিল প্রভূত শণবস্ত্র পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে বলিল, "মিত্র, যেজন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রয়োজন, সেই শণবস্ত্র প্রভূত পরিমাণে পরিত্যক্ত রহিয়াছে। তুমি তোমার শণভার পরিত্যাগ করো, আমি শণসূত্রভার পরিত্যাগ করিব, উভয়ে শণবস্ত্রভার লইয়া যাইব।" "মিত্র, আমি দূর হইতে এই দৃঢ়রূপে বদ্ধ শণভার বহন করিয়া আনিয়াছি, ইহাই আমার পক্ষে পর্যাপ্ত, তুমি ইচ্ছানুরূপ করিতে পার।" ইহা শুনিয়া পূর্বোক্ত ব্যক্তি শণসূত্রভার পরিত্যাগ করিয়া শণবস্ত্রভার লইল।

"তাহারা অপর এক গ্রামপথে উপনীত হইল। তাহারা তথায় দেখিল প্রভূত ক্ষৌম পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে বলিল, "মিত্র, যে জন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রয়োজন, সেই প্রভূত ক্ষৌমসূত্র পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে বলিল, "মিত্র, যেজন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রয়োজন, সেই প্রভূত ক্ষৌমবস্ত্র পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে বলিল, "মিত্র, যে জন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রয়োজন, সেই প্রভূত কার্পাস পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে বলিল, "মিত্র, যেজন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রয়োজন, সেই প্রভূত কার্পাসসূত্র পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে বলিল, "মিত্র, যেজন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রয়োজন, সেই প্রভূত কার্পাস বস্ত্র পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে বলিল, "মিত্র, যেজন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রয়োজন, সেই প্রভূত লৌহ পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে বলিল, "মিত্র, যেজন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রয়োজন, সেই প্রভূত তাম্র পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে বলিল, "মিত্র, যেজন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রয়োজন, সেই প্রভূত ত্রপু পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা

দেখিয়া এক অপরকে বলিল, "মিত্র, যেজন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রয়োজন, সেই প্রভূত সীসক পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে বলিল, "মিত্র, যেজন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রয়োজন, সেই প্রভূত রৌপ্য পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে বলিল, "মিত্র, যেজন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রয়োজন, সেই প্রভূত সুবর্ণ পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এক অপরকে বলিল, "যেজন্য আমাদের শণ, শণসূত্র, শণবস্ত্র, ক্ষৌম, ক্ষৌমসূত্র, ক্ষৌমবস্ত্র, কার্পাস, কার্পাস সূত্র, কার্পাস বস্ত্র, লৌহ, তাম্র, ত্রপু, সীসক অথবা রৌপ্যের প্রয়োজন, সেই সুবর্ণ প্রভূত পরিমাণে পরিত্যক্ত রহিয়াছে। তুমি শণভার পরিত্যাগ করো, আমি রৌপ্যভার পরিত্যাগ করিব, উভয়ে সুবর্ণভার লইয়া গমন করিব।" "মিত্র, আমি দূর হইতে এই দৃঢ়বদ্ধ শণভার বহন করিয়া আনিয়াছি, আমার পক্ষে ইহাই পর্যাপ্ত, তুমি ইচ্ছানুরূপ করিতে পার। ইহা শুনিয়া পূর্বোক্ত ব্যক্তি রৌপ্যভার পরিত্যাগপূর্বক সুবর্ণভার লইল।

"তাহারা স্বগ্রামে উপনীত হইল। তথায় শণভারবাহী পুরুষকে তাহার মাতা পিতা, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব কেহই অভিনন্দিত করিল না, এবং তন্নিমিত্ত সে সুখ ও সৌমনস্য লাভ করিল না। কিন্তু স্বর্ণভারবাহী পুরুষ তাহার মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র বন্ধু-বান্ধব কর্তৃক অভিনন্দিত হইল, এবং তন্নিমিত্ত সে সুখ ও সৌমনস্য প্রাপ্ত হইল।"

"হে রাজন্য, আপনি শণভারবাহীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন। এই পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন। উহা যেন দীর্ঘকাল আপনার দুঃখ ও দুর্দশার কারণ না হয়।"

৩০. "শ্রদ্ধেয় কস্‌সপের প্রথম উপমা দ্বারাই আমি তাঁহার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছিলাম, কিন্তু আমি এই বিচিত্র প্রশ্নোত্তর শ্রবণে অভিলাষী হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধবাদী হইয়াছিলাম। হে কস্‌সপ, উত্তম, উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দর্শনের নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপই শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশ করিয়াছেন। হে কস্‌সপ, আমি ভগবান গৌতমের শরণ লইতেছি, ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণ লইতেছি। অদ্য হইতে দেহে যতদিন প্রাণ আছে ততদিন শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন। হে কস্‌সপ, আমি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করি। পূজ্য কস্‌সপ দীর্ঘকাল আমার হিত ও সুখের জন্য আমাকে উপদেশ দান করুন।"

৩১. "হে রাজন্য, যে প্রকার যজ্ঞে গো বধ হয়, অজ-মেষ-কুক্কুট-শূকর বধ করা হয়, বিবিধ প্রকার প্রাণীর প্রাণনাশ হয়, এবং প্রতিগ্রাহকগণ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্মান্ত, মিথ্যাআজীব, মিথ্যাব্যায়াম, মিথ্যাস্মৃতি, মিথ্যাসমাধিসম্পন্ন হয়, হে রাজন্য, ওইরূপ যজ্ঞ মহৎ ফল প্রসব করে না, মহোপকারী হয় না, মহাদ্যুতিসম্পন্ন হয় না, উহার ফল দূরপ্রসারী হয় না। হে রাজন্য, মনে করুন কোনো কৃষক বীজ ও লাঙ্গল লইয়া বনে প্রবেশ করিল। সে তথায় অকর্ষিত, নিকৃষ্ট, অনুৎপাটিত-স্থাণুবহুল ক্ষেত্রে ভগ্ন, জীর্ণ, বাতাতপাহত, বিকৃত, রোপণের অনুপযুক্ত বীজ বপন করিল, সময়ে সময়ে পর্যাপ্ত বৃষ্টিও পড়িল না। ওই সকল বীজ কি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, অঙ্কুরিত ও পূর্ণরূপে বিকশিত হইবে? অথবা উহা হইতে কি কৃষক পর্যাপ্ত ফল লাভ করিবে?"

'শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ, অবশ্যই নহে।'

'এইরূপেই, হে রাজন্য, যে প্রকার যজ্ঞে গো বধ হয়, অজ-মেষ-কুক্কুট-শূকর বধ করা হয়, বিবিধ প্রকার প্রাণীর প্রাণনাশ হয়, এবং প্রতিগ্রাহকগণ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্মান্ত, মিথ্যাআজীব, মিথ্যাব্যায়াম, মিথ্যাস্মৃতি, মিথ্যাসমাধিসম্পন্ন হয়, ওইরূপ যজ্ঞ মহৎ ফল প্রসব করে না, মহোপকারী হয় না, মহাদ্যুতিসম্পন্ন হয় না, উহার ফল দূরপ্রসারী হয় না। হে রাজন্য, যে প্রকার যজ্ঞে গো-বধ হয় না, অজ-মেষ-কুক্কুট-শূকর বধ করা হয় না, বিবিধ প্রকার প্রাণীর প্রাণনাশ হয় না এবং প্রতিগ্রাহকগণ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্মান্ত, মিথ্যাআজীব, মিথ্যাব্যায়াম, মিথ্যাস্মৃতি, মিথ্যাসমাধিসম্পন্ন হয় না; ওইরূপ যজ্ঞ মহৎ ফল প্রসব করে, মহোপকারী হয়, মহাদ্যুতিসম্পন্ন হয়, উহার ফল দূর প্রসারী হয়। মনে করুন কোনো কৃষক বীজ ও লাঙ্গল লইয়া বনে প্রবেশ করিল। সে তথায় সুকর্ষিত, উৎকৃষ্ট, উৎপাটিত-স্থাণু ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ, নবীন, বাতাতপ-অনাহত, অবিকৃত, রোপণানুকুল বীজ বপন করিল। ওই সকল বীজ কি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, অঙ্কুরিত ও পূর্ণরূপে বিকশিত হইবে? অথবা উহা হইতে কি কৃষক পর্যাপ্ত ফল লাভ করিবে?'

'করিবে।'

'হে রাজপুত্র, এইরূপেই যে প্রকার যজ্ঞে গো বধ হয় না, অজ-মেষ-কুক্কুট-শূকর বধ করা হয় না, বিবিধ প্রকার প্রাণীর প্রাণনাশ হয় না এবং প্রতিগ্রাহকগণ সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধিসম্পন্ন হয়, হে

রাজপুত্র, ওইরূপ যজ্ঞ মহৎ ফল প্রসব করে, মহোপকারী হয়, মহাদ্যুতিসম্পন্ন হয়, উহার ফল দূর প্রসারী হয়।'

৩২. অতঃপর রাজন্য পায়াসি শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত, দীন-দুঃখী-নিরাশ্রয় ভিক্ষুকগণের নিমিত্ত দানের প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই দানে বিড়ঙ্গসহ কণাজক ভোজনরূপে প্রদত্ত হইল, স্থূল, অমসৃণ বস্ত্রাদি বিতরিত হইল। ওই দানে উত্তর নামক ব্রাহ্মণযুবক তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দান সমাপনান্তে এইরূপে মনোভাব প্রকাশ করিলেন :

'এই দানোপলক্ষে আমার সহিত রাজন্য পায়াসির যে সমাগম হইল, তাহা এই জগতেরই জন্য, পরজগতের জন্য নহে।' উত্তরের এই মন্তব্য রাজন্য পায়াসির কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন তিনি উত্তরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'তুমি কি সত্যই এইরূপ বলিয়াছ : এই দানোপলক্ষে আমার সহিত রাজন্য পায়াসির যে সমাগম হইল, তাহা এই জগতেরই জন্য, পরজগতের জন্য নহে?'

'সত্যই বলিয়াছি।'

'কেন এরূপ বলিয়াছ : বৎস উত্তর, আমরা কি পুণ্যার্থী এবং দানের ফলাকাঙ্ক্ষী নহি?'

আপনার দানে বিড়ঙ্গ-সহ কণাজক ভোজনরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, যাহা আপনি পাদ দ্বারাও স্পর্শ করিবেন না, ভোজনের তো কথাই নাই; স্থূল, অমসৃণ বস্ত্রাদি বিতরিত হইয়াছে, যাহা আপনি পাদ দ্বারাও স্পর্শ করিবেন না, পরিধানের তো কথাই নাই। আপনি আমাদের প্রিয়, প্রীতিপদ। যাহা প্রিয় ও প্রীতিপ্রদ তাহার সহিত কী প্রকারে আমরা অপ্রিয় ও অপ্রীতিকরের যোজনা করিব?'

'তাহা হইলে, বৎস উত্তর, যেরূপ ভোজন আমি গ্রহণ করি এবং যেরূপ বস্ত্রাদি আমি পরিধান করি, তুমি সেইরূপ ভোজন ও বস্ত্রাদি বিতরণ করো।'

এইরূপে রাজন্য পায়াসি সসম্মানে দান না দিয়া, স্বহস্তে না দিয়া, সর্বান্তঃকরণে না দিয়া, অপবিদ্ধ দান দিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে চাতুর্মহারাজিক দেবলোকে শূন্য সেরীসক বিমানে উৎপন্ন হইলেন। যিনি তাঁহার দানে তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ যুবক উত্তর সসম্মানে, স্বহস্তে সর্বান্তঃকরণে অনপবিদ্ধ দান বিতরণ করিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন।

৩৩. ওই সময়ে আয়ুষ্মান গবম্পতি প্রায়শ দিবাবিহারের নিমিত্ত শূন্য

সেরীসক বিমানে গমন করিতেন। দেবপুত্র পায়াসি আয়ুষ্মান গবম্পতির[১] নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন আয়ুষ্মান গবম্পতি দেবপুত্র পায়াসিকে জিজ্ঞাসা করিলেন : 'সৌম্য, আপনি কে?'

'দেব, আমি রাজন্য পায়াসি।'

'আপনি কি এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন না, পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই?'

'দেব, আমি ওইরূপ দৃষ্টিসম্পন্নই ছিলাম। কিন্তু আমি আর্যকুমার কস্‌সপ কর্তৃক ওই পাপদৃষ্টি হইতে মুক্ত হইয়াছি।'

'আপনার দানে যিনি তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন সেই তরুণ ব্রাহ্মণ উত্তর কোথায় উৎপন্ন হইয়াছেন?'

'তিনি সসম্মানে, স্বহস্তে, সর্বান্তঃকরণে অনপবিদ্ধ দান বিতরণ করিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু আমি সসম্মানে দান না দিয়া, স্বহস্তে না দিয়া, সর্বান্তঃকরণে না দিয়া, অপবিদ্ধ দান দিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে চাতুর্মহারাজিক দেবলোকে শূন্য সেরীসক বিমানে উৎপন্ন হইয়াছি। অতএব, শ্রদ্ধেয় গবম্পতি! আপনি মনুষ্যলোকে গমন করিয়া এইরূপ ঘোষণা করুন : "সৎকারপূর্বক দান করো, স্বহস্তে দান করো, সর্বান্তঃকরণে দান করো, অনপবিদ্ধ দান করো। রাজন্য পায়াসি সসম্মানে, স্বহস্তে, সর্বান্তঃকরণে দান না করিয়া, অপবিদ্ধ দান করিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে চাতুর্মহারাজিক দেবলোকে শূন্য সেরীসক বিমানে উৎপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দানের তত্ত্বাবধায়ক তরুণ উত্তর সসম্মানে, স্বহস্তে, সর্বান্তঃকরণে অনপবিদ্ধ দান করিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন।"

৩৪. তদনন্তর আয়ুষ্মান গবম্পতি মনুষ্যলোকে আগমন করিয়া ওই সমস্ত সংবাদ প্রচার করিলেন।

পায়াসি সূত্রান্ত সমাপ্ত

[দীর্ঘনিকায় (দ্বিতীয় খণ্ড) সমাপ্ত]

---

[১]। ইনি বারাণসীর বণিক ছিলেন এবং বুদ্ধ কর্তৃক সংঘে গৃহীত হইয়াছিলেন। প্রবাদানুসারে, ইহলোকে স্থিতিকালেই তিনি ধ্যানের নিমিত্ত অধস্তন স্বর্গে গমন করিতেন।

সূত্রপিটকে

দীর্ঘনিকায়

(তৃতীয় খণ্ড)

[পাটিক বর্গ]

ভিক্ষু শীলভদ্র
কর্তৃক অনূদিত

বিজ্ঞপ্তি

দীর্ঘনিকায় প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান পুস্তক তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ। এই খণ্ডের সহিত সমগ্র দীর্ঘনিকায়ের অনুবাদ সম্পূর্ণ হইল।

ভিক্ষু শীলভদ্র

উমা-বিলাশ
২৯নং, একডালিয়া প্রেস
বালিগঞ্জ, কলিকাতা

সূচিপত্র

সূত্রপিটকে দীর্ঘনিকায় (তৃতীয় খণ্ড)

[পাটিক বর্গ]

“নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স”

সূত্রপিটকে
দীর্ঘনিকায়
(তৃতীয় খণ্ড)

[পাটিক বর্গ]

২৪. পাটিক সূত্রান্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১.১. এক সময় ভগবান মল্লদিগের দেশে অবস্থান করিতেছিলেন। অনুপিয় নামক মল্লদিগের নগর। ভগবান পূর্বাহ্নের বেশ ধারণপূর্বক পাত্র ও চীবর হস্তে অনুপিয় নগরে পিণ্ডার্থ প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল : ‘ভিক্ষার্থ অনুপিয়তে ভ্রমণের জন্য এখনো অতিপ্রাক, অতএব ভগ্‌গব-গোত্ত পরিব্রাজকের আরামে তাহার নিকট গমন করিব।’ এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান ভগ্‌গবগোত্ত পরিব্রাজকের আরামে পরিব্রাজকের নিকট গমন করিলেন।

২. তখন পরিব্রাজক ভগ্‌গব-গোত্ত ভগবানকে বলিলেন, ‘ভন্তে, ভগবান আগমন করুন, স্বাগত ভগবান, বহুদিন ভগবানের এই স্থানে আগমন হয় নাই। ভগবান উপবেশন করুন, এই আসন প্রস্তুত।’

ভগবান নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। পরিব্রাজক ভগ্‌গব-গোত্তও অন্যতর অনুচ্চ আসন গ্রহণপূর্বক এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরে তিনি ভগবানকে বলিলেন, ‘ভন্তে, কিছুদিন পূর্বে লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, “ভগ্‌গব, আমি এক্ষণে ভগবানকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। আমি আর এখন ভগবানের অনুসরণ করি না।” ভন্তে, লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত যাহা বলিয়াছেন তাহা কি সত্য?’

'ভগ্গব, তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য'।

৩. ভগ্গব, কিছুকাল পূর্বে লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, 'আমি এক্ষণে ভগবানকে প্রত্যাখ্যান করি, আমি এখন আর ভগবানের অনুসরণ করিব না।'

ভগ্গব, এইরূপ উক্ত হইলে আমি তাহাকে বলিলাম, সুনক্ষত্ত, আমি কি এইরূপ বলিয়াছি : সুনক্ষত্ত, তুমি এসো, আমার অনুসরণ করো?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'তুমি কি আমাকে এইরূপ বলিয়াছ : ভন্তে, আমি ভগবানের অনুসরণ করিব?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'তাহা হইলে, সুনক্ষত্ত, আমিও তোমাকে এইরূপ কহি নাই—সুনক্ষত্ত, এসো, আমার অনুসরণ করো; তুমিও আমাকে কহ নাই—ভন্তে, আমি ভগবানের অনুসরণ করিব। হে নির্বোধ, এইরূপ হইলে তুমি কে এবং কাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ? মূঢ়, এইস্থানে তোমার ভ্রম দেখো।'

৪. 'ভন্তে, ভগবান আমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করেন না।'

'সুনক্ষত্ত, আমি কি তোমাকে এইরূপ বলিয়াছি : সুনক্ষত্ত, এসো, আমার অনুসরণ করো, আমি তোমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিব?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'তুমি কি আমাকে এইরূপ বলিয়াছ : ভন্তে, আমি ভগবানের অনুসরণ করিব, ভগবান আমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিবেন?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'এইরূপে, সুনক্ষত্ত, আমিও তোমাকে কহি নাই—সুনক্ষত্ত, এসো, আমার অনুসরণ করো, আমি তোমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিব; তুমিও আমাকে কহ নাই—ভন্তে, আমি ভগবানের অনুসরণ করিব, ভগবান আমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিবেন। হে নির্বোধ, এইরূপ হইলে তুমি কে এবং কাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ? সুনক্ষত্ত, তুমি কী মনে করো, আমি অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করি বা না করি, যে নিমিত্ত আমি ধর্মোপদেশ দিয়াছি তাহা পালনকারীর দুঃখ সম্যকরূপে অপনোদন করে?

'আপনি ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করুন বা না করুন, যে নিমিত্ত আপনি ধর্মোপদেশ দিয়াছেন, তাহা পালনকারীর দুঃখ সম্যকরূপে অপনোদন করে।'

'তাহা হইলে, সুনক্ষত্ত, অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন কী করিবে? মূঢ়,

এইস্থানে তোমার ভ্রম দেখো।'

৫. 'ভগবান আমার নিকট পুরাতত্ত্বের[১] বর্ণনা করেন না।'

'সুনক্ষত্ত, আমি কি তোমাকে এইরূপ বলিয়াছি : এসো, সুনক্ষত্ত, আমার অনুসরণ করো, আমি তোমার নিকট পুরাতত্ত্বের বর্ণনা করিব?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'তুমি কি আমাকে এইরূপ বলিয়াছ : আমি ভগবানের অনুসরণ করিব, ভগবান আমার নিকট পুরাতত্ত্বের বর্ণনা করিবেন?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'এইরূপ হইলে, সুনক্ষত্ত, আমিও তোমাকে কহি নাই—সুনক্ষত্ত, এসো, আমার অনুসরণ করো, আমি তোমার নিকট পুরাতত্ত্বের বর্ণনা করিব। তুমিও আমাকে কহ নাই—আমি ভগবানের অনুসরণ করিব, ভগবান আমার নিকট পুরাতত্ত্বের বর্ণনা করিবেন। হে নির্বোধ, এইরূপ হইলে তুমি কে এবং কাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ? সুনক্ষত্ত, তুমি কী মনে করো, আমি তোমার নিকট পুরাতত্ত্বের বর্ণনা করি বা না করি, যে নিমিত্ত আমি ধর্মোপদেশ দিয়াছি তাহা পালনকারীর দুঃখ সম্যকরূপে অপনোদন করে?'

'আপনি আমার নিকট পুরাতত্ত্বের বর্ণনা করুন বা না করুন, যে নিমিত্ত আপনি ধর্মোপদেশ দিয়াছেন তাহা পালনকারীর দুঃখ সম্যকরূপে অপনোদন করে।'

'তাহা হইলে, সুনক্ষত্ত, পুরাতত্ত্বের বর্ণনা কী করিবে? মূঢ়, এইস্থানে তোমার ভ্রম দেখো।'

৬. 'সুনক্ষত্ত, তুমি বজ্জীগ্রামে অনেক প্রকারে আমার প্রশংসা কীর্তন করিয়াছ : ইনিই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয়, দম্যপুরুষসারথি, দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবন্ত। এইরূপে, সুনক্ষত্ত, তুমি বজ্জীগ্রামে অনেক প্রকারে আমার প্রশংসা কীর্তন করিয়াছ।

'সুনক্ষত্ত, তুমি বজ্জীগ্রামে অনেক প্রকারে ধর্মের প্রশংসা কীর্তন করিয়াছ : ধর্ম ভগবান কর্তৃক স্বাখ্যাত, উহা সাংদৃষ্টিক, অবিলম্বে ফলপ্রসূ, সর্বজগৎকে আহ্বানকারী, নির্বাণ প্রদায়ী, বিজ্ঞগণ কর্তৃক স্ব স্ব অন্তরে জ্ঞাতব্য। এইরূপে, সুনক্ষত্ত, তুমি অনেক প্রকারে বজ্জীগ্রামে ধর্মের প্রশংসা কীর্তন করিয়াছ।

---

[১]। মূলের 'অগ্‌গঞ্‌ঞ' শব্দ প্রাচীন টীকায় 'জগতের উৎপত্তি' রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

'সুনক্ষত্ত, তুমি বজ্জীগ্রামে অনেক প্রকারে সংঘের প্রশংসা কীর্তন করিয়াছ : চারি পুরুষ-যুগ অষ্ট পুরুষ সম্বলিত ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন, ঋজুপ্রতিপন্ন, ন্যায়-প্রতিপন্ন, সামীচি-প্রতিপন্ন, তাঁহারা দান, আতিথেয়তা, দক্ষিণা ও অঞ্জলিকরণের যোগ্য, তাঁহারা জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। এইরূপে, সুনক্ষত্ত, তুমি বজ্জীগ্রামে অনেক প্রকারে সংঘের প্রশংসা কীর্তন করিয়াছ।

'সুনক্ষত্ত, আমি বলিতেছি তোমার সম্বন্ধে জনগণ ঘোষণা করিবে : লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত শ্রমণ গৌতমের শাসনে ব্রহ্মচর্য পালনে অসমর্থ হইয়া হীনার্থের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন।'

ভগ্গব, আমি এইরূপ কহিলে লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত এই ধর্মবিনয় পরিত্যাগপূর্বক অপায় নিরয়োন্মুখ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

৭. ভগ্গব, এক সময় আমি বুমূদিগের দেশে অবস্থান করিতেছিলাম। তথায় উত্তরকা নামক বুমূদিগের নগর। ভগ্গব, আমি পূর্বাহ্নের বেশধারণপূর্বক পাত্র ও চীবর হস্তে পশ্চাচ্ছ্রমণ লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্তের সহিত উত্তরকায় ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিয়াছিলাম। ওই সময়ে অচেল কোরক্ষত্তিয় কুক্কুর ব্রত অবলম্বনপূর্বক চতুকুণ্ডিক[১] হইয়া ভূমিতে নিক্ষিপ্ত ভক্ষ্য মুখদ্বারা গ্রহণপূর্বক ভোজন করিতেন।

'ভগ্গব, লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত দেখিলেন অচেল, কুক্কুরব্রতী, কোরক্ষত্তিয় চতুকুণ্ডিক হইয়া ভূমিতে নিক্ষিপ্ত ভক্ষ্যমুখ দ্বারা গ্রহণপূর্বক ভোজন করিতেছেন। উহা দেখিয়া তাহার মনে হইল : 'অর্হৎ, শ্রমণ চতুকুণ্ডিক হইয়া ভূমিতে নিক্ষিপ্ত ভক্ষ্য মুখ দ্বারা গ্রহণপূর্বক ভোজন করিতেছেন, ইনি সম্মানের যোগ্য।'

ভগ্গব, তখন আমি স্বচিত্তে সুনক্ষত্তের চিন্তা জ্ঞাত হইয়া তাহাকে বলিলাম, 'মূঢ়, তুমি আপনাকে শাক্যপুত্রীয়রূপে স্বীকার করো?'

'ভগবান কেন আমাকে এইরূপ বলিলেন, মূঢ়, তুমি আপনাকে শাক্যপুত্রীয়রূপে স্বীকার করো?'

'সুনক্ষত্ত, এই নগ্ন কুক্কুরব্রতী চতুকুণ্ডিক কোরক্ষত্তিয়কে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত ভক্ষ্য মুখ দ্বারা গ্রহণপূর্বক ভোজন করিতে দেখিয়া তুমি কী মনে করো নাই—অর্হৎ শ্রমণ চতুকুণ্ডিক হইয়া ভূমিতে নিক্ষিপ্ত ভক্ষ্য মুখদ্বারা গ্রহণপূর্বক

---

[১]। চতুষ্পদের ন্যায় হস্ত ও পদদ্বয়ের সাহায্যে ভ্রমণশীল।

ভোজন করিতেছেন, ইনি সম্মানের যোগ্য?'

'ভন্তে, তাহা সত্য। আপনি কি অপরের অর্হত্ত্বে ঈর্ষা অনুভব করিতেছেন?'

'মূঢ়, আমি অপরের অর্হত্ত্বে ঈর্ষা অনুভব করিতেছি না। কিন্তু তোমারই পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, উহা পরিত্যাগ করো, উহা যেন দীর্ঘকাল তোমার অমঙ্গল ও দুঃখের কারণ না হয়। সুনক্ষত্ত, যে নগ্ন কোরক্ষত্তিয়কে তুমি সম্মানের যোগ্য অর্হৎ শ্রমণ মনে করিতেছ, তিনি সপ্তম দিবসে অলসক রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন এবং কালকঞ্জ নামক সর্বনিকৃষ্ট অসুরদিগের মধ্যে উৎপন্ন হইবেন, মৃত্যুর পর তিনি বীরণগুল্মাবৃত শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইবেন। সুনক্ষত্ত, যদি ইচ্ছা হয় তুমি অচেল কোরক্ষত্তিয়ের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারো : সৌম্য কোরক্ষত্তিয়, আপনার গতি অবগত আছেন? সুনক্ষত্ত, ইহা সম্ভব যে নগ্ন কোরক্ষত্তিয় তোমাকে বলিবেন, সৌম্য সুনক্ষত্ত, আমি নিজের গতি জানি, কালকঞ্জ নামক সর্বনিকৃষ্ট অসুরদিগের মধ্যে আমি উৎপন্ন হইব।'

৮. ভগ্‌গব, তৎপরে লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত অচেল কোরক্ষত্তিয়ের নিকট গমনপূর্বক তাহাকে বলিল, 'সৌম্য কোরক্ষত্তিয়, শ্রমণ গৌতম বলিয়াছেন অচেল কোরক্ষত্তিয় সপ্তম দিবসে অলসক রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন এবং কালকঞ্জ নামক সর্বনিকৃষ্ট অসুরদিগের মধ্যে উৎপন্ন হইবেন, মৃত্যুর পর তিনি বীরণগুল্মাবৃত শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইবেন। সৌম্য কোরক্ষত্তিয়, আপনি পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার ও পান করুন, যাহাতে শ্রমণ গৌতমের বাক্য মিথ্যা হয়।'

'অনন্তর, ভগ্‌গব, সুনক্ষত্ত এক দুই দিন করিয়া সাত দিবারাত্রি গণনা করিল, সে তথাগতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিল না। অতঃপর সপ্তম দিবসে অচেলক কোরক্ষত্তিয় অলসক রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া কালকঞ্জ নামক সর্বনিকৃষ্ট অসুরদিগের মধ্যে উৎপন্ন হইল, মৃত্যুর পর সে বীরণগুল্মাবৃত শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইল।

৯. ভগ্‌গব, সুনক্ষত্ত শুনিলেন, অচেল কোরক্ষত্তিয় অলসক রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া বীরণগুল্মাবৃত শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তখন, ভগ্‌গব, লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত বীরণগুল্মাবৃত শ্মশানে কোরক্ষত্তিয়ের নিকট গমনপূর্বক তাহাকে তিনবার পাণিদ্বারা প্রহার করিয়া বলিলেন, 'সৌম্য কোরক্ষত্তিয়, আপনার কী গতি জানেন?' অতঃপর, ভগ্‌গব, অচেল কোরক্ষত্তিয় হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠদেশ মুছিয়া উত্থান করিল এবং বলিল, 'সৌম্য

সুনক্ষত্ত, আমি স্বীয় গতি জানি। কালকঞ্জ নামক সর্বনিকৃষ্ট অসুরদিগের মধ্যে আমি উৎপন্ন হইয়াছি।' ইহা বলিয়াই সে উত্তান হইয়া পতিত হইল।

১০. অনন্তর, ভগ্গব, লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। পরে আমি তাহাকে বলিলাম, 'সুনক্ষত্ত, তুমি কী মনে করো, অচেল কোরক্ষত্তিয়ের সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছিলাম, ঠিক সেইরূপই হইয়াছে, অথবা তাহার অন্যথা হইয়াছে?'

'ভগবান যাহা বলিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপই হইয়াছে, তাহার অন্যথা হয় নাই।'

'সুনক্ষত্ত, তুমি কী মনে করো, এইরূপ হইলে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইয়াছে অথবা না?'

'ভন্তে, এইরূপ অবস্থায় অবশ্যই অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইয়াছে, হয় নাই তাহা নয়।'

'মূঢ়, আমি এইরূপ অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিলেও তুমি বলিয়াছ : ভগবান আমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করেন না। নির্বোধ, এইস্থানে তোমার ভ্রম দেখো।'

'ভগ্গব, আমি এইরূপ কহিলে লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত এই ধর্মবিনয় পরিত্যাগপূর্বক অপায়-নিরয়োন্মুখ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

১১. ভগ্গব, এক সময় আমি বৈশালির মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করিতেছিলাম। ওই সময়ে অচেল কন্দরমসুক বজ্জীগ্রাম বৈশালিতে বিপুল লাভ ও যশ সমন্বিত হইয়া বাস করিতেছিলেন। তিনি সপ্তবিধ ব্রত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন—'যাবজ্জীবন অচেলক রহিব, বস্ত্র পরিধান করিব না, যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারী রহিব, মৈথুন ধর্মের সেবা করিব না, যাবজ্জীবন সুরা ও মাংসে জীবন ধারণ করিব, পক্বান্ন মিষ্টান্নাদি ভোজন করিব না, বৈশালির পূর্বদিকস্থ উদেন চৈত্য অতিক্রম করিব না, বৈশালির দক্ষিণস্থ গোতমক চৈত্য অতিক্রম করিব না, বৈশালির পশ্চিমস্থ সত্তম্ব নামক চৈত্য অতিক্রম করিব না, বৈশালির উত্তরস্থ বহুপুত্ত নামক চৈত্য অতিক্রম করিব না।' তিনি এই সপ্তবিধ ব্রত সমাদান হেতু বজ্জীগ্রামে বিপুল লাভ ও যশ অর্জন করিয়াছিলেন।

১২. অতঃপর, ভগ্গব, লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত অচেল কন্দরমসুকের নিকট গমনপূর্বক তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া অচেল কন্দরমসুক উত্তরদানে অসমর্থ হইয়া তাহার প্রতি ক্রোধ, বিদ্বেষ ও বিরক্তি প্রকাশ করিল। তখন সুনক্ষত্ত চিন্তা করিল : 'সাধু, অর্হৎ, শ্রমণের বিরক্তি

উৎপাদন করিয়াছি, ইহা যেন দীর্ঘকাল আমার অমঙ্গল ও দুঃখের কারণ না হয়।'

১৩. ভগ্‌গব, তদনন্তর সুনক্ষত্ত আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলে আমি তাহাকে বলিলাম, 'মূঢ়, তুমি আপনাকে শাক্যপুত্রীয়রূপে স্বীকার করো?' 'ভগবান কেন এইরূপ বলিতেছেন?'

'সুনক্ষত্ত, তুমি অচেল কন্দরমসুকের নিকট গমন করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করো নাই? সে তোমার প্রশ্নের উত্তরদানে অসমর্থ হইয়া ক্রোধ, বিদ্বেষ ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল। তুমি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলে : সাধু, অর্হৎ, শ্রমণের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছি, ইহা যেন দীর্ঘকাল আমার অমঙ্গল ও দুঃখের কারণ না হয়।'

'ভন্তে, তাহা সত্য। আপনি কি অপরের অর্হত্ত্বে ঈর্ষা অনুভব করিতেছেন?'

'মূঢ়, আমি অপরের অর্হত্ত্বে ঈর্ষা অনুভব করিতেছি না। কিন্তু তোমারই পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, উহা পরিত্যাগ করো, উহা যেন দীর্ঘকাল তোমার অমঙ্গল ও দুঃখের কারণ না হয়। সুনক্ষত্ত, যে অচেল কন্দরমসুককে তুমি সাধু, অর্হৎ, শ্রমণ মনে করিতেছ, তিনি অচিরে বস্ত্রপরিহিত হইয়া নারীগণসহ বিচরণ করিবেন এবং সুপক্ব অন্নাদি ভোজনে রত হইয়া বৈশালির সর্ব চৈত্য অতিক্রম করিয়া যশোহীন হইয়া দেহত্যাগ করিবেন।

অনন্তর, ভগ্‌গব, অচেল কন্দরমসুক অচিরে বস্ত্রধারণ করিয়া নারীগণসহ বিচরণ এবং সুপক্ব অন্নাদি ভোজনে রত হইয়া বৈশালির সর্ব চৈত্য অতিক্রমপূর্বক যশোহীন হইয়া দেহত্যাগ করিলেন।

১৪. লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত শ্রবণ করিলেন অচেল কন্দরমসুক বস্ত্রধারণ করিয়া নারীগণসহ বিচরণ এবং সুপক্ব অন্নাদি ভোজনে রত হইয়া বৈশালির সর্ব চৈত্য অতিক্রমপূর্বক যশোহীন হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। ভগ্‌গব, তখন সুনক্ষত্ত আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলে আমি তাহাকে বলিলাম :

'সুনক্ষত্ত, তুমি কী মনে করো, অচেল কন্দরমসুকের সম্বন্ধে আমি যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলাম, সেইরূপই হইয়াছে, অথবা তাহার অন্যথা হইয়াছে?

'ওই সম্বন্ধে ভগবান যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপই হইয়াছে, তাহার অন্যথা হয় নাই।'

'সুনক্ষত্ত, তুমি কী মনে করো, এইরূপ ক্ষেত্রে অলৌকিক ঋদ্ধিবল

প্রদর্শিত হইয়াছে, অথবা না?'

'ভন্তে, অবশ্যই এ ক্ষেত্রে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা যে হয় নাই তাহা নয়।

মূঢ়, আমি এইরূপ অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিলেও তুমি বলিয়াছ, ভগবান আমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করেন না। নির্বোধ, এই স্থানে তোমার ভ্রম দেখো।'

ভগ্‌গব, আমি এইরূপ কহিলে লিচ্ছবিপুত্র সুনক্ষত্ত এই ধর্মবিনয় পরিত্যাগপূর্বক অপায়-নিরয়োন্মুখ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

১৫. ভগ্‌গব, এক সময় আমি বৈশালিতেই মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করিতেছিলাম। ওই সময়ে অচেল পাটিক-পুত্ত বজ্জীগ্রাম বৈশালিতে বিপুল লাভ ও যশসমন্বিত হইয়া বাস করিতেছিলেন। তিনি বৈশালিতে সভামধ্যে এইরূপ বলিতেছিলেন, 'শ্রমণ গৌতমও জ্ঞানবাদী, আমিও জ্ঞানবাদী, জ্ঞানবাদীর উচিত জ্ঞানবাদীর সহিত ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করা। শ্রমণ গৌতম অর্ধপথ আগমন করুন, আমিও অর্ধপথ গমন করিব। আমরা উভয়েই ওইস্থানে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিব। শ্রমণ গৌতম একটি অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিলে আমি দুইটি করিব। তিনি দুইটি প্রদর্শন করিলে আমি চারিটি করিব। তিনি চারিটি প্রদর্শন করিলে আমি আটটি করিব। এইরূপে শ্রমণ গৌতম যতই অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিবেন, আমি তাহার দ্বিগুণ দ্বিগুণ করিব।'

১৬. ভগ্‌গব, অনন্তর সুনক্ষত্ত আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিয়া আমাকে এইরূপ বলিল, 'ভন্তে, অচেল পাটিক-পুত্ত বজ্জীগ্রাম বৈশালিতে বিপুল লাভ ও যশসমন্বিত হইয়া বাস করিতেছেন। তিনি বৈশালিতে সভামধ্যে এইরূপ বলিতেছেন—শ্রমণ গৌতমও জ্ঞানবাদী, আমিও জ্ঞানবাদী, জ্ঞানবাদীর উচিত জ্ঞানবাদীর সহিত ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করা। শ্রমণ গৌতম অর্ধপথ আগমন করুন, আমিও অর্ধপথ গমন করিব। আমরা উভয়েই ওইস্থানে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিব। শ্রমণ গৌতম একটি অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিলে আমি দুইটি করিব। তিনি দুইটি প্রদর্শন করিলে আমি চারিটি করিব। তিনি চারিটি প্রদর্শন করিলে আমি আটটি করিব। এইরূপে শ্রমণ গৌতম যতই অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিবেন, আমি তাহার দ্বিগুণ দ্বিগুণ করিব।'

ভগ্‌গব, এইরূপ কথিত হইলে আমি সুনক্ষত্তকে বলিলাম, 'সুনক্ষত্ত, অচেল পাটিক-পুত্ত যে ওইরূপ বাক্য, ওইরূপ চিত্ত ও ওইরূপ দৃষ্টি পরিহার

না করিয়া আমার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে আমি ওইরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হইব, তাহা হইলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে।'

১৭. 'ভন্তে, ভগবান এইরূপ বলিবেন না, সুগত এইরূপ বলিবেন না।'

'সুনক্ষত্ত, তুমি কেন এইরূপ বলিতেছ?'

'ভন্তে, ভগবান দৃঢ়রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—অচেল পাটিক-পুত্ত যে ওইরূপ বাক্য, ওইরূপ চিত্ত ও ওইরূপ দৃষ্টি পরিহার না করিয়া আমার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে আমি ওইরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হইব, তাহা হইলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে।' ভন্তে, অচেল পাটিক-পুত্ত বিরূপবেশে[১] ভগবানের সম্মুখীন হইলে ভগবানের বাক্য মিথ্যা হইবে।'

১৮. 'সুনক্ষত্ত, তথাগত এইরূপ বাক্য বলিতে পারেন যাহা মিথ্যা হইবে?'

'ভন্তে, ভগবান কি স্বচিত্তে অচেল পাটিক-পুত্তের চিত্ত পরিজ্ঞাত হইয়াছেন—অচেল পাটিক-পুত্ত যে ওইরূপ বাক্য ওইরূপ চিত্ত ও ওইরূপ দৃষ্টি পরিহার না করিয়া আমার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে আমি ওইরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হইব, তাহা হইলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে।' অথবা দেবতাগণ আপনাকে ইহা বলিয়াছেন?'

'সুনক্ষত্ত, আমি স্বচিত্তেও পাটিক-পুত্তের চিত্ত বিদিত হইয়া উহা বলিয়াছি, এবং দেবতাগণও আমাকে ওইরূপ বলিয়াছেন। লিচ্ছবিদিগের সেনাপতি অজিতও সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনিও আমার নিকট আগমনপূর্বক বলিয়াছেন, 'ভন্তে, অচেল পাটিক-পুত্ত নির্লজ্জ, মিথ্যাবাদী, সে আমার সম্বন্ধেও বজ্জীগ্রামে ঘোষণা করিয়াছে—লিচ্ছবিদিগের সেনাপতি অজিত মহানিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছেন। ভন্তে, আমি কিন্তু মহা-নিরয়ে উৎপন্ন হই নাই, ত্রায়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছি, অচেল পাটিক-পুত্ত নির্লজ্জ ও মিথ্যাবাদী, সে যে ওইরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া ভগবানের সম্মুখীন হইবে তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে—আমি ওইরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হইব, তাহা হইলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে।' এইরূপে, সুনক্ষত্ত,

---

[১]। কোনো অদৃশ্য দেহ ধারণপূর্বক অথবা সিংহ-ব্যাঘ্রাদির বেশে।

আমি স্বচিত্তেও পাটিক-পুত্তের চিত্ত বিদিত হইয়া উহা বলিয়াছি, এবং দেবতাগণও আমাকে এইরূপ বলিয়াছেন।

'সুনক্ষত্ত, আমি বৈশালিতে ভিক্ষার্থে ভ্রমণ করিয়া আহারান্তে প্রত্যাবর্তনকালে দিবাবিহারের নিমিত্ত পাটিক-পুত্তের আরামে গমন করিব। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাকে কহিও।'

১৯. ভগ্গব, তদনন্তর আমি পূর্বাহ্নের বেশধারণ পূর্বক পাত্র ও চীবর হস্তে বৈশালিতে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করিলাম। ভিক্ষাচারাবসানে আহারান্তে প্রত্যাবর্তনকালে দিবাবিহারের নিমিত্ত অচেল পাটিক-পুত্তের আরামে গমন করিলাম। ভগ্গব, তখন লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত ত্বরিতে বৈশালি প্রবেশপূর্বক খ্যাতনামা লিচ্ছবিগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে বলিল, 'ভগবান বৈশালিতে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া আহারান্তে প্রত্যাবর্তনকালে অচেল পাটিক-পুত্তের আরামে দিবাবিহারার্থ গমন করিয়াছেন। আপনারা অগ্রসর হউন, সাধু শ্রমণগণের অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইবে।'

ভগ্গব, তখন ওই সকল লিচ্ছবিগণ চিন্তা করিলেন, 'সাধু শ্রমণগণের অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইবে, আমরা যাই।'

সুনক্ষত্ত প্রথিতনামা ব্রাহ্মণ মহাশাল, গৃহপতিগণ এবং নানা তীর্থিয় শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের নিকট গমনপূর্বক পূর্বোক্তরূপ ঘোষণা করিল।

ভগ্গব, তখন ওই সকল খ্যাতনামা নানাতীর্থিয় শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ অলৌকিক ঋদ্ধিবলের প্রদর্শনীতে গমন করিতে মনস্থ করিলেন।

ভগ্গব, এইরূপে খ্যাতনামা লিচ্ছবিগণ, ব্রাহ্মণ মহাশাল ও গৃহপতিগণ এবং নানাতীর্থিয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ অচেল পাটিক-পুত্তের আরামে গমন করিলেন। সেই পরিষদে শতাধিক সহস্রাধিকের সমাগম হইয়াছিল।

২০. ভগ্গব, অচেল পাটিক-পুত্ত শ্রবণ করিল যে প্রথিত নামা লিচ্ছবিগণ, ব্রাহ্মণ-মহাশাল ও গৃহপতিগণ ও নানাতীর্থিয় শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ সমাগত হইয়াছেন, শ্রমণ গৌতমও তাহার আরামে দিবাবিহারার্থ উপবিষ্ট। ইহা শ্রবণ করিয়া সে ভীত, নিস্পন্দ ও রোমাঞ্চিত হইল এবং এইরূপ অবস্থায় সে তিণ্ডুক্খানু নামক পরিব্রাজকারামে গমন করিল।

ভগ্গব, সেই পরিষদ শ্রবণ করিল যে অচেল পাটিক-পুত্ত ভীত, উদ্বিগ্ন, রোমাঞ্চিত হইয়া তিণ্ডুক্খানু পরিব্রাজকারামে গমননিরত। তখন পরিষদ জনৈক পুরুষকে বলিল, হে পুরুষ, তিণ্ডুক্খানু পরিব্রাজকারামে অচেল পাটিক-পুত্তের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে কহ : সৌম্য পাটিক-পুত্ত, অগ্রসর হউন, খ্যাতনামা লিচ্ছবিগণ, ব্রাহ্মণ-মহাশাল ও গৃহপতিগণ, নানাতীর্থিয়

শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ সমাগত, শ্রমণ গৌতমও দিবাবিহারার্থ আয়ুষ্মানের আরামে উপবিষ্ট। সৌম্য পাটিক-পুত্ত, আপনি বৈশালিতে সভামধ্যে এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন : "শ্রমণ গৌতমও জ্ঞানবাদী, আমিও জ্ঞানবাদী। জ্ঞানবাদীর উচিত জ্ঞানবাদীর সহিত ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করা। শ্রমণ গৌতম অর্ধপথ আগমন করুন, আমিও অর্ধপথ গমন করিব। আমরা উভয়েই ওইস্থানে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিব। শ্রমণ গৌতম একটি অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিলে আমি দুইটি করিব। তিনি দুইটি প্রদর্শন করিলে আমি চারিটি করিব। তিনি চারিটি প্রদর্শন করিলে আমি আটটি করিব। এইরূপে শ্রমণ গৌতম যতই অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিবেন, আমি তাঁহার দ্বিগুণ দ্বিগুণ করিব।' সৌম্য পাটিক-পুত্ত, আপনি অর্ধপথ আগমন করুন, সর্বপ্রথমেই শ্রমণ গৌতম আপনার আরামে আসিয়া দিবাবিহারার্থ উপবিষ্ট আছেন।'

২১. ভগ্গব, 'তথাস্তু' বলিয়া সেই পুরুষ সম্মত হইয়া তিণ্ডুক্খানু পরিব্রাজকারামে অচেল পাটিক-পুত্তের নিকট গমনপূর্বক তাহাকে বলিল, 'সৌম্য পাটিক-পুত্ত, অগ্রসর হউন, খ্যাতনামা লিচ্ছবিগণ, ব্রাহ্মণ-মহাশাল ও গৃহপতিগণ, নানাতীর্থিয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ সমাগত, শ্রমণ গৌতমও দিবাবিহারার্থ আয়ুষ্মানের আরামে উপবিষ্ট আছেন।

ভগ্গব, এইরূপ কথিত হইলে অচেল পাটিক-পুত্ত 'আমি আসিতেছি, আমি আসিতেছি' এইরূপ বলিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিল, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইল না। তখন সেই পুরুষ পাটিক-পুত্তকে বলিল, 'সৌম্য পাটিক-পুত্ত, আপনার কী হইয়াছে? আপনার দেহ-লোম কি আসনে লগ্ন হইয়াছে, অথবা আসন দেহলোমে লগ্ন হইয়াছে? "আসিতেছি, আসিতেছি" বলিয়া ওই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিয়াছেন, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছেন না।'

ভগ্গব, এইরূপ উক্ত হইলে পাটিক-পুত্ত 'আসিতেছি, আসিতেছি' বলিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিল, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইল না।

২২. ভগ্গব, যখন সেই পুরুষ বুঝিল যে পাটিক-পুত্ত পরাজিত হইয়াছে, 'আসিতেছি, আসিতেছি' বলিয়া ওই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিয়াছে, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছে না, তখন সে পরিষদে প্রত্যাবর্তনপূর্বক বলিল, 'অচেল পাটিক-পুত্ত পরাজিত, "আসিতেছি, আসিতেছি" বলিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিয়াছে, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছে না।'

ভগ্গব, এইরূপ উক্ত হইলে আমি সেই পরিষদকে বলিলাম, 'অচেল

পাটিক-পুত্ত যে ওইরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া আমার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে আমি ওইরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হইব, তাহা হইলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে।'

প্রথম ভাণবার সমাপ্ত

২.১. অতঃপর, ভগ্‌গব, এক লিচ্ছবি মহামাত্র আসন হইতে উত্থান করিয়া পরিষদকে বলিলেন, 'আপনারা ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি যাইতেছি, ইহা সম্ভব যে আমি অচেল পাটিক-পুত্তকে এই পরিষদে আনিতে সমর্থ হইব।'

তখন ভগ্‌গব, সেই লিচ্ছবি মহামাত্র তিণ্ডুক্‌খানু পরিব্রাজকারামে অচেল পাটিক-পুত্তের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন, 'সৌম্য পাটিক-পুত্ত, অগ্রসর হউন, উহাই আপনার শ্রেয়, খ্যাতনামা লিচ্ছবিগণ, ব্রাহ্মণ-মহাশাল ও গৃহপতিগণ এবং নানাতীর্থিয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ সমাগত, শ্রমণ গৌতমও দিবাবিহারার্থ আপনার আরামে উপবিষ্ট। বৈশালির পরিষদে আপনি ঘোষণা করিয়াছেন : "শ্রমণ গৌতমও জ্ঞানবাদী, আমিও জ্ঞানবাদী। জ্ঞানবাদীর উচিত জ্ঞানবাদীর সহিত ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করা। শ্রমণ গৌতম অর্ধপথ আগমন করুন, আমিও অর্ধপথ গমন করিব। আমরা উভয়েই ওইস্থানে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিব। শ্রমণ গৌতম একটি অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিলে আমি দুইটি করিব। তিনি দুইটি প্রদর্শন করিলে আমি চারিটি করিব। তিনি চারিটি প্রদর্শন করিলে আমি আটটি করিব। এইরূপে শ্রমণ গৌতম যতই অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিবেন, আমি তাহার দ্বিগুণ দ্বিগুণ করিব।" সৌম্য পাটিক-পুত্ত, আপনি অর্ধপথ আগমন করুন, সর্বপ্রথমেই শ্রমণ গৌতম আপনার আরামে আসিয়া দিবাবিহারার্থ উপবিষ্ট আছেন। তিনি পরিষদে ঘোষণা করিয়াছেন : "অচেল পাটিক-পুত্ত যে এইরূপ বাক্য, ওইরূপ চিত্ত ও ওইরূপ দৃষ্টি পরিহার না করিয়া আমার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে আমি ওইরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হইব, তাহা হইলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে।" সেইজন্য পাটিক-পুত্ত, অগ্রসর হউন, এইরূপ করিলে আপনার জয় এবং শ্রমণ গৌতমের পরাজয়ের বিধান করিব।'

২. ভগ্‌গব, এইরূপ উক্ত হইলে অচেল পাটিক-পুত্ত 'আসিতেছি, আসিতেছি' বলিয়া সেইস্থানেই গতিহীন হইয়া রহিল, আসন হইতেও উত্থান

করিতে সমর্থ হইল না। তখন সেই লিচ্ছবি মহামাত্র অচেল পাটিক-পুত্তকে বলিলেন, সৌম্য পাটিক-পুত্ত, আপনার কী হইয়াছে? আপনার দেহলোম কী আসনে বদ্ধ হইয়াছে, অথবা আসন দেহলোমে লগ্ন হইয়াছে? "আসিতেছি, আসিতেছি" বলিয়া ওইস্থানেই গতিহীন হইয়া রহিয়াছেন, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছেন না।'

ভগ্গব, এইরূপ উক্ত হইলেও পাটিক-পুত্ত 'আসিতেছি, আসিতেছি' বলিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিল, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইল না।'

৩. ভগ্গব, যখন সেই লিচ্ছবি মহামাত্র বুঝিতে পারিলেন যে অচেল পাটিক-পুত্ত পরাজিত, 'আসিতেছি, আসিতেছি' বলিয়া একই স্থানে গতিহীন হইয়া রহিয়াছে, আসন হইতেও উঠিতে পারিতেছে না; তখন তিনি আসিয়া পরিষদে ঘোষণা করিলেন, 'অচেল পাটিক-পুত্ত পরাজিত, "আসিতেছি, আসিতেছি" বলিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিয়াছে, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছে না।'

এইরূপ কথিত হইলে, ভগ্গব, আমি সেই পরিষদকে বলিলাম, 'অচেল পাটিক-পুত্ত যে ওইরূপ বাক্য, ওইরূপ চিত্ত ও ওইরূপ দৃষ্টি পরিহার না করিয়া আমার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে আমি ওইরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হইব, তাহা হইলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে। আয়ুষ্মান লিচ্ছবিগণ যদি মনে করেন, 'আমরা অচেল পাটিক-পুত্তকে বরত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া গো-যুগের সাহায্যে টানিয়া আনিব,' তাহা হইলে বরত্র অথবা পাটিক-পুত্ত ছিন্ন হইবে। অচেল পাটিক-পুত্ত যে ওইরূপ বাক্য, ওইরূপ চিত্ত ও ওইরূপ দৃষ্টি পরিহার না করিয়া আমার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে আমি ওইরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হইব, তাহা হইলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে।'

৪. ভগ্গব, তখন দারুপত্তিকের শিষ্য জালিয় আসন হইতে উঠিয়া পরিষদকে বলিল, 'আপনারা ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি যাইতেছি, ইহা সম্ভব যে আমি অচেল পাটিক-পুত্তকে এই পরিষদে আনিতে সমর্থ হইব।'

তখন জালিয় তিণ্ডুক্খানু পরিব্রাজকারামে অচেল পাটিক-পুত্তের নিকট গমনপূর্বক তাহাকে বলিল, 'সৌম্য পাটিক-পুত্ত অগ্রসর হউন, উহাই আপনার শ্রেয়ঃ, খ্যাতনামা লিচ্ছবিগণ, ব্রাহ্মণ-মহাশাল ও গৃহপতিগণ এবং নানাতীর্থিয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ সমাগত, শ্রমণ গৌতমও দিবাবিহারার্থ আপনার

আরামে উপবিষ্ট। বৈশালির পরিষদে আপনি ঘোষণা করিয়াছেন : "শ্রমণ গৌতমও জ্ঞানবাদী, আমিও জ্ঞানবাদী। জ্ঞানবাদীর উচিত জ্ঞানবাদীর সহিত ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করা। শ্রমণ গৌতম অর্ধপথ আগমন করুন, আমিও অর্ধপথ গমন করিব। আমরা উভয়েই ওইস্থানে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিব। শ্রমণ গৌতম একটি অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিলে আমি দুইটি করিব। তিনি দুইটি প্রদর্শন করিলে আমি চারিটি করিব। তিনি চারিটি প্রদর্শন করিলে আমি আটটি করিব। এইরূপে শ্রমণ গৌতম যতই অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিবেন, আমি তাহার দ্বিগুণ দ্বিগুণ করিব।" সৌম্য পাটিক-পুত্ত, আপনি অর্ধপথ আগমন করুন, সর্বপ্রথমেই শ্রমণ গৌতম আপনার আরামে আসিয়া দিবাবিহারার্থ উপবিষ্ট আছেন। শ্রমণ গৌতম পরিষদে ঘোষণা করিয়াছেন : "অচেল পাটিক-পুত্ত যে ওইরূপ বাক্য, ওইরূপ চিত্ত ও ওইরূপ দৃষ্টি পরিহার না করিয়া আমার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে আমি ওইরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হইব, তাহা হইলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে।" আয়ুষ্মান লিচ্ছবিগণ যদি মনে করেন 'আমরা অচেল পাটিক-পুত্তকে বরত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া গো-যুগের সাহায্যে টানিয়া আনিব,' তাহা হইলে বরত্র অথবা পাটিক-পুত্ত ছিন্ন হইবে। অচেল পাটিক-পুত্ত যে ওইরূপ বাক্য, ওইরূপ চিত্ত ও ওইরূপ দৃষ্টি পরিহার না করিয়া আমার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে আমি ওইরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হইব, তাহা হইলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে।" পাটিক-পুত্ত, আপনি অগ্রসর হউন, এইরূপ করিলে আপনার জয় এবং শ্রমণ গৌতমের পরাজয়ের বিধান করিব।'

৫. এইরূপ উক্ত হইলে অচেল পাটিক-পুত্ত 'আমি আসিতেছি, আসিতেছি' বলিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিল, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইল না। তখন দারুপত্তিকের শিষ্য জালিয় অচেল পাটিক-পুত্তকে বলিল, 'সৌম্য পাটিক-পুত্ত, আপনার কী হইয়াছে? আপনার দেহলোম কী আসনে আবদ্ধ হইয়াছে, অথবা আসন দেহলোমে লগ্ন হইয়াছে? "আসিতেছি, আসিতেছি" বলিয়া ওই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিয়াছেন, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছেন না।'

ভগ্গব, এইরূপ উক্ত হইলেও অচেল পাটিক-পুত্ত 'আসিতেছি, আসিতেছি' বলিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিল, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইল না।

৬. ভগ্‌গব, যখন দারুপত্তিকের শিষ্য জালিয় বুঝিলেন অচেল পাটিক-পুত্ত পরাজিত, 'আসিতেছি, আসিতেছি' বলিয়া একই স্থানে গতিহীন অবস্থায় রহিয়াছেন, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছেন না, তখন তিনি পাটিক-পুত্তকে বলিলেন, 'সৌম্য পাটিক-পুত্ত, পূর্বকালে এক সময় মৃগরাজ সিংহের মনে হইয়াছিল : 'আমি কোনো বনসণ্ডে বাসস্থান করিব, সায়াহ্ন সময়ে বাসস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিজৃম্ভণপূর্বক চতুর্দিক অবলোকনান্তে বারত্রয় সিংহনাদ করিয়া গোচরার্থে অগ্রসর হইব; উত্তম উত্তম মৃগবধ করিয়া মৃদু মাংস ভক্ষণপূর্বক বাসস্থানে প্রবেশ করিব।"

'তদনন্তর সেই মৃগরাজ অন্যতর বনসণ্ডে বাসস্থান করিয়া সায়াহ্ন সময়ে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিজৃম্ভণপূর্বক চতুর্দিক অবলোকনান্তে বারত্রয় সিংহনাদ করিয়া গোচরার্থে অগ্রসর হইল। সে উত্তম উত্তম মৃগ বধ করিয়া মৃদু মাংস ভক্ষণপূর্বক বাসস্থানে প্রবেশ করিল।

৭. 'সৌম্য পাটিক-পুত্ত, সেই মৃগরাজ সিংহের ভুক্তাবশিষ্টে বর্ধিত এক বৃদ্ধ শৃগাল গর্বিত ও বলশালী হইয়াছিল। সেই শৃগাল চিন্তা করিল : "আমিই বা কে, মৃগরাজ সিংহই বা কে? আমিও কোনো বনসণ্ডে বাসস্থান করিয়া সায়াহ্ন সময়ে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিজৃম্ভণপূর্বক চতুর্দিক অবলোকনান্তে বারত্রয় সিংহনাদ করিয়া গোচরার্থে অগ্রসর হইব; উত্তম উত্তম মৃগ বধ করিয়া মৃদু মাংস ভক্ষণপূর্বক বাসস্থানে প্রবেশ করিব।"

অতঃপর সেই বৃদ্ধ শৃগাল অন্যতর বনসণ্ডে বাসস্থান করিয়া সায়াহ্ন সময়ে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিজৃম্ভণপূর্বক চতুর্দিক অবলোকনান্তে "বারত্রয় সিংহনাদ করিব" এইরূপ মনস্থ করিয়া শৃগালের ধ্বনি করিল। কোথায় শৃগালের রব, আর কোথায় সিংহনাদ!

'সৌম্য পাটিক-পুত্ত, সেইরূপই তুমি সুগতের দানে জীবনধারণ করিয়া সুগতের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিয়া তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে আসাদ্য মনে করিয়াছ—কোথায় হীন পাটিক-পুত্ত, আর কোথায়ই বা তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আসাদন?"

৮. ভগ্‌গব, যখন দারুপত্তিকের শিষ্য জালিয় এই উপমা দ্বারাও অচেল পাটিক-পুত্তকে সেই আসন হইতে চ্যুত করিতে পারিল না, তখন সে তাহাকে বলিল :

'আপনাকে সিংহ জ্ঞান করিয়া শৃগাল মনে
করিল "আমি মৃগরাজ,"
কিন্তু সে শৃগালের রব করিল, "কোথায়,

হীন শৃগাল, আর কোথায় সিংহনাদ?"

'সৌম্য পাটিক-পুত্ত, সেইরূপই তুমি সুগতের দানে জীবনধারণ করিয়া সুগতের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিয়া তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে আসাদ্য মনে করিয়াছ—কোথায় নগণ্য পাটিক-পুত্ত, আর কোথায়ই বা তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধের আসাদন?'

৯. ভগ্গব, যখন জালিয় এই উপমা দ্বারাও পাটিক-পুত্তকে সেই আসন হইতে চ্যুত করিতে পারিল না, তখন সে তাহাকে বলিল :

'উচ্ছিষ্ট ভোজনে আপনাকে অন্য জীব মনে করিয়া,
স্বরূপ না দেখিয়া, শৃগাল আপনাকে 'ব্যাঘ্র' মনে করিয়াছিল,
তথাপি সে শৃগালের রব করিল, "কোথায়
নগণ্য শৃগাল, কোথায়ই বা সিংহনাদ?"

'সৌম্য পাটিক-পুত্ত, সেইরূপই তুমি সুগতের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিয়া তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে আসাদ্য মনে করিয়াছ—কোথায় নগণ্য পাটিক-পুত্ত, আর কোথায়ই বা তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধের আসাদন?'

১০. ভগ্গব, যখন জালিয় এই উপমা দ্বারাও পাটিক-পুত্তকে সেই আসন হইতে চ্যুত করিতে পারিল না, তখন সে তাহাকে বলিল :

'ভেক, ক্ষেত্র-মূষিক এবং শ্মশানে নিক্ষিপ্ত
মৃতদেহাদি ভক্ষণ করিয়া,
শূন্য অথবা মহাবনে বর্ধিত শৃগাল মনে করিল
"আমি মৃগরাজ,"
তথাপি সে শৃগালেরই রব করিল, "কোথায়
নগণ্য শৃগাল, কোথায় বা সিংহনাদ?"

'সৌম্য পাটিক-পুত্ত, সেইরূপই তুমি সুগতের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিয়া তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে আসাদ্য মনে করিয়াছ—কোথায় নগণ্য পাটিক-পুত্ত, আর কোথায়ই বা তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধের আসাদন?'

১১. ভগ্গব, যখন জালিয় এই উপমা দ্বারাও পাটিক পুত্তকে সেই আসন হইতে চ্যুত করিতে পারিল না, তখন সে আসিয়া পরিষদে ঘোষণা করিল : 'অচেল পাটিক-পুত্ত পরাজিত, "আসিতেছি, আসিতেছি" বলিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিয়াছে আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছে না।'

১২. ভগ্গব, এইরূপ উক্ত হইলে আমি পরিষদকে বলিলাম, 'অচেল পাটিক-পুত্ত যে ওইরূপ বাক্য, ওইরূপ চিত্ত ও ওইরূপ দৃষ্টি পরিহার না করিয়া আমার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে আমি

ওইরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হইব, তাহা হইলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে। আয়ুষ্মান লিচ্ছবিগণ যদি মনে করেন 'আমরা অচেল পাটিক-পুত্তকে বরত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া গো-যুগের সাহায্যে টানিয়া আনিব,' তাহা হইলে বরত্র অথবা পাটিক-পুত্ত ছিন্ন হইবে। অচেল পাটিক-পুত্ত যে ওইরূপ বাক্য, ওইরূপ চিত্ত ও ওইরূপ দৃষ্টি পরিহার না করিয়া আমার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে আমি ওইরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হইব, তাহা হইলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে।'

১৩. অতঃপর, ভগ্গব, আমি সেই পরিষদকে ধর্মকথাদ্বারা উপদিষ্ট, জ্ঞানদীপ্ত, উত্তেজিত, অনুপ্রাণিত করিলাম, এবং এইরূপে উহাকে মহাবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া, চতুরশীতি সহস্র প্রাণীকে অতি দুর্গম স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া ধ্যানযোগে তোজোময় হইয়া আকাশে সপ্ততাল উচ্চে উঠিয়া; সপ্ততাল পরিমিত অর্চ্চি নির্মাণ ও প্রজ্জ্বলিত করিয়া, সুবাস বিকীর্ণ করিয়া মহাবনে কূটাগারশালায় পুনরাবির্ভূত হইলাম। অনন্তর, ভগ্গব, সুনক্ষত্ত আমার নিকট আসিয়া আমাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলে আমি তাহাকে বলিলাম, 'সুনক্ষত্ত, তুমি কী মনে করো, পাটিক-পুত্ত সম্বন্ধে আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছিলাম, সেইরূপই হইয়াছে অথবা তাহার অন্যথা হইয়াছে?'

'ভগবান যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই হইয়াছে, তাহার অন্যথা হয় নাই।'

'সুনক্ষত্ত, তুমি কী মনে করো, এইরূপ হইলে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইয়াছে, অথবা না?'

'ভন্তে, এ ক্ষেত্রে অবশ্যই অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইয়াছে, হয় নাই তাহা নহে।'

'মূঢ়, আমি তোমাকে এইরূপ ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিলেও তুমি বলিয়াছ : "ভগবান আমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করেন না।" মূঢ়, এইস্থানে তোমার ভ্রম দেখো।'

ভগ্গব, আমি এইরূপ কহিলে সুনক্ষত্ত এই ধর্মবিনয় পরিত্যাগপূর্বক অপায়-নিরয়োন্মুখ হইয়া প্রস্থান করিল।

১৪. ভগ্গব, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ আমি অবগত আছি, শুধু তাহাই নয়, তাহা অপেক্ষাও অধিক আমার বিদিত, কিন্তু ওই জ্ঞান আমাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া আমি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করি, যে অনুভূতির নিমিত্ত তথাগত দুঃখে নিপতিত হন না। ভগ্গব, কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাহারা তাহাদের শিক্ষানুসারে ঘোষণা করেন যে

বস্তুসমূহের প্রারম্ভ ঈশ্বর অথবা ব্রহ্মার লীলা। আমি তাহাদের নিকট গমন করিয়া কহি, 'সত্যই কি আপনারা ঘোষণা করেন যে আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তুসমূহের প্রারম্ভ ঈশ্বর, অথবা ব্রহ্মার লীলা?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহারা বলেন, 'ইহা সত্য।' আমি তাহাদিগকে কহি, 'আপনারা কিরূপে নির্ধারণ করেন যে, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ ঈশ্বর অথবা ব্রহ্মার লীলা?' আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উত্তর দিতে সমর্থ না হইয়া আমাকে প্রতিপ্রশ্ন করেন। তখন আমি উত্তর করি :

১৫. 'বন্ধুগণ, এমন সময় আসে যখন, আজই হউক কিংবা কালই হউক, দীর্ঘকাল অতীত হইবার পর এই জগৎ লয় প্রাপ্ত হয়। ওইরূপ সময়ে জীবগণ বহুল পরিমাণে আভাস্বর জগতে পুনর্জন্ম লাভ করে। তাহারা তথায় মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহাদের ভক্ষ্যস্বরূপ হয়, তাহারা স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে। এমন সময় আসে যখন, আজই হউক কিংবা কালই হউক, দীর্ঘকাল অতীত হইবার পর এই জগতের বিবর্তন হয়। ওই সময় শূন্য ব্রহ্মবিমান প্রাদুর্ভূত হয়। কোনো সত্ত্ব আয়ুক্ষয় কিংবা পুণ্যক্ষয়ের নিমিত্ত আভাস্বর জগৎ হইতে চ্যুত হইয়া শূন্য ব্রহ্মবিমানে পুনরায় উৎপন্ন হয়। সে তথায় মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহার ভক্ষ্য হয়, সে স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করে। দীর্ঘকাল তথায় একাকী বাস করিয়া তাহার মনে অসন্তুষ্টি ও ভয়ের উৎপত্তি হয়; "হায়, যদি অপর জীবগণও এইস্থানে আগমন করিত!" ওই সময়েই অন্য জীবগণও আয়ুক্ষয় কিংবা পুণ্যক্ষয়বশত, আভাস্বর লোক হইতে চ্যুত হইয়া তাহার সঙ্গীরূপে ব্রহ্মবিমানে উৎপন্ন হয়। তাহারাও তথায় মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহাদের ভক্ষ্য হয়, তাহারা স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে।

১৬. 'বন্ধুগণ, তদনন্তর প্রথমোৎপন্ন সত্ত্ব এইরূপ চিন্তা করিলেন, "আমি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা। এই জীবগণ আমা কর্তৃক সৃষ্ট। কী হেতু? পূর্বে আমি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলাম : "অহো; অন্য জীবগণও এইস্থানে আগমন করুক। আমার এই প্রার্থনায় এই সকল সত্ত্ব এখানে আগমন করিয়াছে।" পশ্চাদুৎপন্ন সত্ত্বগণও এইরূপ চিন্তা করে : "ইনি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা। আমরা এই ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট। কী হেতু? আমরা ইহাকেই প্রথমোৎপন্ন জীবরূপে দেখিয়াছি,

আমরা ইহার পশ্চাতে উৎপন্ন।”

১৭. ‘বন্ধুগণ, অতঃপর যিনি প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন তিনি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ু, সৌন্দর্য ও পরাক্রমশালী। যাহারা পশ্চাতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্পায়ু, অল্প সৌন্দর্য ও পরাক্রমশালী। তৎপরে, বন্ধুগণ, ইহা সম্ভব যে, কোনো এক সত্ত্ব ওইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই লোকে আগমন করেন। এই লোকে আগমন করিয়া তিনি গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া অনাগারিত্ব অবলম্বন করেন। তৎপরে তিনি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এইরূপ চিত্তসমাধি প্রাপ্ত হন যে, ওইরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি উক্ত পূর্বনিবাস স্মরণ করেন, কিন্তু তৎপূর্ববর্তী জন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন। তিনি এইরূপ বলেন, “সেই মহিমাময় ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা—যাহা কর্তৃক আমরা সৃষ্ট হইয়াছি, তিনি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণাম-ধর্ম, তিনি অনন্তকাল ওইরূপে অবস্থান করিবেন। কিন্তু সেই ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট আমরা অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ুক, পরিবর্তনশীল হইয়া এই লোকে আগমন করিয়াছি।” বন্ধুগণ, ইহাই আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তুসমূহের প্রারম্ভরূপে কথিত ঈশ্বর অথবা ব্রহ্মার লীলা।

তদুত্তরে তাহারা বলেন, “সৌম্য গৌতম, আপনি যাহা বলিতেছেন, আমরাও তাহাই শুনিয়াছি।” ভগ্গব, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ আমি অবগত আছি, শুধু তাহাই নয়, তাহা অপেক্ষাও অধিক আমার বিদিত, কিন্তু ওই জ্ঞান আমাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া আমি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করি, যে অনুভূতির নিমিত্ত তথাগত দুঃখে নিপতিত হন না।

১৮. ভগ্গব, কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাহারা তাহাদের শিক্ষানুসারে ঘোষণা করেন যে বস্তুসমূহের প্রারম্ভ হাস্য-ক্রীড়া-রতি। আমি তাহাদের নিকট গমন করিয়া কহি, ‘সত্যই কি আপনারা ঘোষণা করেন যে, আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তুসমূহের প্রারম্ভ হাস্য-ক্রীড়া-রতি?’ এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা বলেন, ‘ইহা সত্য।’ আমি তাহাদিগকে কহি, ‘আপনারা কিরূপে নির্ধারণ করেন যে, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ হাস্য-ক্রীড়া-রতি?’ আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর দিতে সমর্থ না হইয়া আমাকে প্রতি-প্রশ্ন করেন। তখন আমি উত্তর করি :

‘বন্ধুগণ, কতকগুলি দেবতা আছেন যাঁহাদের নাম ক্রীড়া প্রদোষিক। তাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া হাস্য-ক্রীড়া-রতি-ধর্মসম্পন্ন হইয়া বিহার করেন।

ওই কারণে তাঁহাদের স্মৃতি বিমুগ্ধ হয়, এবং ওই মোহের কারণে তাঁহারা সেই জন্ম হইতে চ্যুত হন। বন্ধুগণ, ইহা সম্ভব যে কোনো সত্ত্ব ওই জন্ম হইতে চ্যুত হইয়া এই লোকে আগমন করেন। ইহলোকে আগমন করিয়া তিনি গৃহবাস পরিত্যাগপূর্বক অনাগারীত্ব অবলম্বন করেন। তৎপরে তিনি উৎসাহসম্পন্ন হইয়া উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এইরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ওইরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি পূর্বোক্ত জন্ম অনুস্মরণ করেন কিন্তু তৎপূর্ব জন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন। তিনি এইরূপ বলেন : 'যে-সকল দেবতা ক্রীড়া-প্রদোষিক নহেন, তাঁহারা দীর্ঘকাল হাস্য-ক্রীড়া-রতি-ধর্মসম্পন্ন হইয়া বিহার করেন না। উহার ফলে তাঁহাদের স্মৃতি বিমুগ্ধ হয় না, এবং ওই অমোহের ফলে তাঁহারা সেই জন্ম হইতে চ্যুত হন না; তাঁহারা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণাম-ধর্ম, তাঁহারা অনন্তকাল ওইস্থানেই অবস্থান করিবেন। কিন্তু আমরা ক্রীড়া-প্রদোষিক হইয়া দীর্ঘকাল হাস্য-ক্রীড়া-রতি-ধর্মসম্পন্ন হইয়া বিচরণ করিয়াছিলাম, তাহার ফলে আমাদের স্মৃতি বিমুগ্ধ হইয়াছিল, ওই মোহের ফলে আমরা সেই জন্ম হইতে চ্যুত হইয়া অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ু, পরিবর্তনশীলরূপে ইহলোকে আগমন করিয়াছি।" বন্ধুগণ, ইহাই আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তুসমূহের প্রারম্ভরূপে ঘোষিত হাস্য-ক্রীড়া-রতি।'

তদুত্তরে তাঁহারা বলেন, 'সৌম্য গৌতম, আপনি যাহা বলিতেছেন, আমরাও তাহাই শুনিয়াছি।" ভগ্গব, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ আমি অবগত আছি, শুধু তাহাই নয়, তাহা অপেক্ষাও অধিক আমার বিদিত, কিন্তু ওই জ্ঞান আমাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া আমি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করি, যে অনুভূতির নিমিত্ত তথাগত দুঃখে নিপতিত হন না।

১৯. ভগ্গব, কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষানুসারে ঘোষণা করেন যে, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ মনোপ্রদোষ। আমি তাহাদের নিকট গমন করিয়া কহি, 'সত্যই কি আপনারা ঘোষণা করেন যে, আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তুসমূহের প্রারম্ভ মনোপ্রদোষ?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা বলেন, 'ইহা সত্য।' আমি তাঁহাদিগকে কহি, 'আপনারা কিরূপে নির্ধারণ করেন যে, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ মনোপ্রদোষ?' আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর দিতে সমর্থ না হইয়া আমাকে প্রতিপ্রশ্ন করেন। তখন আমি উত্তর করি :

'বন্ধুগণ, কতকগুলি দেবতা আছেন, তাঁহাদের নাম মনোপ্রদোষিক[১]। দীর্ঘকাল পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়া তাঁহাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি প্রদুষ্ট হয়। এইরূপ প্রদুষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহাদের দেহ ও মন ক্লান্ত হয়। ওই দেবগণ ওই দেহ হইতে চ্যুত হন। বন্ধুগণ, ইহা সম্ভব যেকোনো এক সত্ত্ব ওই জন্ম হইতে চ্যুত হইয়া এই লোকে আগমন করেন। ইহলোকে আগমন করিয়া তিনি গৃহবাস পরিত্যাগপূর্বক অনাগারিত্ব অবলম্বন করেন। তৎপরে তিনি উৎসাহসম্পন্ন হইয়া উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এইরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ওইরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি পূর্বোক্ত জন্ম অনুস্মরণ করেন, কিন্তু তৎপূর্বজন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন। তিনি এইরূপ বলেন, "যে-সকল দেবতা মনোপ্রদোষিক নহেন, তাঁহারা দীর্ঘকাল পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসূয়াপরবশ হন না। ফলে তাহাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি প্রদুষ্ট হয় না, তাঁহাদের দেহ ও মন ক্লান্ত হয় না। তাঁহারা ওই দেহ হইতে চ্যুত হন না। তাঁহারা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণাম-ধর্ম হইয়া অনন্তকাল ওইস্থানে অবস্থান করেন। কিন্তু আমরা মনোপ্রদোষিক হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়াছিলাম, আমাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি প্রদুষ্ট হইয়াছিল, আমাদের দেহ ও মন ক্লান্ত হইয়াছিল। আমরা ওইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ু ও মৃত্যুপরায়ণ হইয়া ইহলোকে আগমন করিয়াছি।" বন্ধুগণ, ইহাই আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তুসমূহের প্রারম্ভরূপে ঘোষিত মনোপ্রদোষ।।'

তদুত্তরে তাঁহারা বলেন, "সৌম্য গৌতম, আপনি যাহা বলিতেছেন, আমরাও তাহাই শুনিয়াছি।" ভগ্গব, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ আমি অবগত আছি, শুধু তাহাই নয়, তাহা অপেক্ষাও অধিক আমার বিদিত, কিন্তু ওই জ্ঞান আমাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া আমি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করি, যে অনুভূতির নিমিত্ত তথাগত দুঃখে নিপতিত হন না।

২০. ভগ্গব, কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষানুসারে ঘোষণা করেন যে, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ অধীত্য-সমুৎপন্ন[২]। আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া কহি, 'সত্যই কি আপনারা ঘোষণা করেন যে আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তুসমূহের প্রারম্ভ-অধীত্য-সমুৎপন্ন? এইরূপে

---

[১]। ১ম খণ্ড ২৩ পৃ. দ্রষ্টব্য।

[২]। উৎপত্তির হেতু নাই।

জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা বলেন, 'ইহা সত্য।' আমি তাঁহাদিগকে কহি, 'আপনারা কিরূপে নির্ধারণ করেন যে, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ অধীত্য-সমুৎপন্ন?' আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর দিতে সমর্থ না হইয়া আমাকে প্রতিপ্রশ্ন করেন। তখন আমি উত্তর করি :

'বন্ধুগণ, অসংজ্ঞ-সত্ত্ব নামক কোনো কোনো দেবতা আছেন, সংজ্ঞা উৎপন্ন হইলেই ওই দেবগণ ওই দেহ হইতে চ্যুত হন। বন্ধুগণ, ইহা সম্ভব যে কোনো সত্ত্ব ওই দেহ হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করেন; তৎপরে তিনি গৃহবাস ত্যাগ করিয়া অনাগারীত্ব অবলম্বন করেন। পরে তিনি উৎসাহসম্পন্ন হইয়া উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এইরূপ চিত্ত-সমাধিতে উপনীত হন যে ওইরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি সংজ্ঞার উৎপত্তি অনুস্মরণ করেন, কিন্তু তৎপূর্বাবস্থা স্মরণে অক্ষম হন। তিনি বলেন, "আত্মা ও জগৎ অকারণসম্ভূত। কী কারণে? আমি পূর্বে ছিলাম না, কিন্তু পূর্বে না থাকিয়াও এক্ষণে সত্ত্বত্বে পরিণত হইয়াছি।" বন্ধুগণ, ইহাই আপনারা আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তুসমূহের অধীত্য-সমুৎপন্ন প্রারম্ভরূপে ঘোষণা করেন।'

তদুত্তরে তাঁহারা বলেন, 'সৌম্য গৌতম, আপনি যাহা বলিতেছেন আমরাও তাহাই শুনিয়াছি।' ভগ্গব, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ আমি অবগত আছি, শুধু তাহাই নয়, তাহা অপেক্ষাও অধিক আমার বিদিত, কিন্তু ওই জ্ঞান আমাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া আমি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করি, যে অনুভূতির নিমিত্ত তথাগত দুঃখে নিপতিত হন না।

২১. ভগ্গব, আমি এইরূপ মত প্রকাশ করিলে, কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ—যাঁহারা অসৎ ও তুচ্ছ-আমার সম্বন্ধে অন্যায়রূপে মিথ্যা অভিযোগ করেন, 'শ্রমণ গৌতম ও ভিক্ষুগণ ভ্রান্ত। শ্রমণ গৌতম বলেন, যে সময়ে শুভ বিমোক্ষের প্রাপ্তি হয়, তখন সর্ববস্তু অশুভরূপে প্রতীয়মান হয়।' কিন্তু ভগ্গব, আমি এইরূপ কহি না। আমি এইরূপ কহি, 'যে সময়ে শুভ বিমোক্ষের প্রাপ্তি হয়, তখন 'শুভ!' এই জ্ঞানই হয়।'

'ভন্তে, যাহারা ভগবান এবং ভিক্ষুগণকে ভ্রান্ত মনে করে, তাহারাই ভ্রান্ত, আমি ভগবানের প্রতি এতই প্রসন্ন হইয়াছি যে আমার বিশ্বাস ভগবান আমাকে এইরূপ ধর্মোপদেশ দিতে পারেন যাহা দ্বারা আমি শুভ বিমোক্ষে উপনীত হইয়া বিহার করিতে পারি।'

ভগ্গব, তুমি ভিন্নদৃষ্টিসম্পন্ন, ভিন্ন মতাবলম্বী, ভিন্ন রুচিসম্পন্ন, ভিন্ন আযোগানুসারী, ভিন্ন আচার্যের শিক্ষা গ্রহণকারী; এইজন্য শুভ বিমোক্ষে

উপনীত হইয়া বিহার করা তোমার পক্ষে সুকঠিন। তবে, ভগ্‌গব, আমার প্রতি তোমার যে প্রসাদ উহাই তুমি উত্তমরূপে রক্ষা করো।'

'ভন্তে, আমি ভিন্নদৃষ্টিসম্পন্ন, ভিন্ন মতাবলম্বী, ভিন্নরুচিসম্পন্ন, ভিন্ন-আযোগানুসারী, ভিন্ন আচার্যের শিক্ষাগ্রহণকারী—এইজন্য যদি শুভ বিমোক্ষে উপনীত হইয়া বিহার করা আমার পক্ষে দুষ্কর হয়, তাহা হইলে ভগবানের প্রতি আমার যে প্রসাদ, উহাই আমি উত্তমরূপে রক্ষা করিব।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন। ভগ্‌গব-গোত্ত পরিব্রাজক হৃষ্টচিত্তে ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

পাটিক সূত্রান্ত সমাপ্ত

২৫. উদুম্বরিক-সীহনাদ সূত্রান্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১. এক সময় ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। ওই সময় পরিব্রাজক নিগ্রোধ তিন সহস্র পরিব্রাজক-সমন্বিত বৃহৎ পরিষদের সহিত উদুম্বরিকার পরিব্রাজকারামে বাস করিতেছিলেন। অনন্তর সন্ধান নামক গৃহপতি ভগবানের দর্শনের নিমিত্ত সূর্যোদয়ে রাজগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন, "ভগবানের দর্শনের নিমিত্ত এখনো সময় হয় নাই, তিনি ধ্যানস্থ, মনোভাবনায় নিযুক্ত ভিক্ষুদিগেরও দর্শনের সময় এখন নয়, তাঁহারা নির্জনে ধ্যানস্থ; অতএব আমি উদুম্বরিকার পরিব্রাজকারামে পরিব্রাজক নিগ্রোধের নিকট গমন করিব।" অতঃপর তিনি উক্ত পরিব্রাজকের নিকট গমন করিলেন।

২. ওই সময় নিগ্রোধ পরিব্রাজক বৃহৎ পরিষদের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন; পরিষদ উচ্চশব্দ মহাশব্দের সহিত তুমুল কোলাহলে নানা প্রকার হীন আলাপে রত ছিলেন; যথা : রাজ-কথা, চোর-কথা, মহামাত্র কথা, সেনা-সম্বন্ধীয় কথা, ভয়-কথা, যুদ্ধ কথা, খাদ্য ও পানীয়-কথা, বস্ত্র-কথা, শয়ন-কথা, মাল্য-কথা, গন্ধ-কথা, জ্ঞাতি-কথা, যান-কথা, গ্রাম-কথা, নিগম-কথা, নগর-কথা, জনপদ-কথা, নারী-কথা, পুরুষ-কথা, বীর-কথা, পথ-কথা, কুম্ভস্থান-কথা, পূর্বপুরুষ-কথা, নিরর্থক-কথা, পৃথিবী ও সমুদ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মন্তব্য, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কথা।

৩. পরিব্রাজক নিগ্রোধ দূর হইতে গৃহপতি সন্ধানকে আসিতে দেখিয়া

স্বীয় পরিষদকে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে বলিলেন, 'মাননীয়গণ, আপনারা নীরব হউন, শব্দ করিবেন না। শ্রমণ গৌতমের শ্রাবক গৃহপতি সন্ধান আসিতেছেন। শ্রমণ গৌতমের যে-সকল শুভ্রবস্ত্র পরিহিত গৃহী শ্রাবক রাজগৃহে বাস করেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতর গৃহপতি সন্ধান। এই সকল আয়ুষ্মান নীরবতা প্রিয়, নীরবতায় শিক্ষিত, নীরবতার প্রশংসাবাদী। পরিষদকে শব্দহীন জ্ঞাত হইয়া তিনি যেন এই স্থানকে আগমনের যোগ্য মনে করেন।'

এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজকগণ নীরব হইলেন।

৪. অনন্তর গৃহপতি সন্ধান নিগ্রোধ পরিব্রাজকের নিকট গমন করিয়া তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপ ব্যঞ্জক বাক্যের বিনিময়ান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। পরে তিনি নিগ্রোধকে বলিলেন, 'এই সকল অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ একত্রে মিলিত হইয়া উচ্চশব্দ মহাশব্দের সহিত তুমুল কোলাহলে নানা প্রকার হীন আলাপে রত হন; যথা : রাজ-কথা, চোর-কথা, মহামাত্র কথা, সেনা-সম্বন্ধীয় কথা, ভয়-কথা, যুদ্ধ কথা, খাদ্য ও পানীয়-কথা, বস্ত্র-কথা, শয়ন-কথা, মাল্য-কথা, গন্ধ-কথা, জ্ঞাতি-কথা, যান-কথা, গ্রাম-কথা, নিগম-কথা, নগর-কথা, জনপদ-কথা, নারী-কথা, পুরুষ-কথা, বীর-কথা, পথ-কথা, কুম্ভস্থান-কথা, পূর্বপুরুষ-কথা, নিরর্থক-কথা, পৃথিবী ও সমুদ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মন্তব্য, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কথা। এই সকল পরিব্রাজকগণ এক প্রকারের, কিন্তু ভগবান অন্য প্রকারের, তিনি অরণ্যে দূর বনপ্রস্থে বাস করেন, যে স্থানে শব্দ নাই, নির্ঘোষ নাই, যে স্থানে বিজনবাত প্রবাহিত, যে স্থান মনুষ্য-সমাগম রহিত, যাহা ধ্যানানুশীলনের উপযুক্ত।'

৫. এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজক নিগ্রোধ গৃহপতি সন্ধানকে বলিলেন, 'দেখ, গৃহপতি, তুমি জান কি, কাহার সহিত শ্রমণ গৌতম কথা বলেন? কাহার সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হন? কাহার সহিত আলোচনায় তাঁহার প্রজ্ঞা বিকাশ প্রাপ্ত হয়? নির্জনবাস হেতু শ্রমণ গৌতমের প্রজ্ঞা নষ্ট হইয়াছে, তিনি পরিষদ হইতে দূরে অবস্থান করেন, কথোপকথনে নিপুণ নহেন, তিনি বিবেকের সেবা করেন। যেইরূপ সীমাবদ্ধ স্থানে বিচরণশীল দৃষ্টিহীন গাভী নিভৃতের ভজনা করে, সেইরূপই নির্জনবাস হেতু শ্রমণ গৌতমের প্রজ্ঞা প্রণষ্ট, তিনি পরিষদ হইতে দূরে অবস্থান করেন, কথোপকথনে নিপুণ নহেন, তিনি বিবেকের সেবা করেন। দেখো, গৃহপতি, যদি শ্রমণ গৌতম এই পরিষদে আগমন করেন, তাহা হইলে মাত্র এক প্রশ্ন দ্বারা তাঁহাকে নির্বাক করিব, শূন্য কুম্ভের ন্যায় তাঁহাকে আবর্তিত করিব।'

৬. ভগবান তাঁহার বিশুদ্ধ, অমানুষিক দিব্য শ্রবণ শক্তির দ্বারা নিগ্রোধ পরিব্রাজকের সহিত গৃহপতি সন্ধানের এই কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। তখন ভগবান গৃধ্রকূট পর্বত হইতে অবতরণপূর্বক সুমাগধা পুষ্করিণীর তীরে ময়ূর-নিবাপে গমন করিয়া তথায় উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ভগবানকে এইরূপে বিচরণ করিতে দেখিয়া পরিব্রাজক নিগ্রোধ তাঁহার পরিষদকে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে বলিলেন, 'আয়ুষ্মানগণ নীরব হউন, শব্দ করিবেন না। শ্রমণ গৌতম সুমাগধার তীরে ময়ূর-নিবাপে উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করিতেছেন। সেই আয়ুষ্মান নীরবতা প্রিয়, নীরবতার প্রশংসাবাদী, পরিষদকে শব্দহীন জ্ঞাত হইয়া তিনি যেন এইস্থান আগমনের যোগ্য মনে করেন। যদি তিনি এইস্থানে আগমন করেন, তাঁহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, যে ধর্মে ভগবান শ্রাবকগণকে শিক্ষিত করেন, সেই ধর্ম কী? কী সেই ধর্ম যাহাতে শিক্ষিত হইয়া শ্রাবকগণ বিশ্বস্তচিত্তে আদি-ব্রহ্মচর্যের মূলতত্ত্ব স্বীকার করেন?' এইরূপ কথিত হইলে পরিব্রাজকগণ নীরব হইলেন।

৭. তদনন্তর ভগবান নিগ্রোধ পরিব্রাজকের নিকট গমন করিলে নিগ্রোধ ভগবানকে বলিলেন, 'ভন্তে, ভগবানের আগমন হউক! স্বাগত ভগবান, বহুদিন পরে ভগবান কৃপা করিয়া এইস্থানে আসিয়াছেন, ভগবান উপবেশন করুন, এই আসন প্রস্তুত।'

ভগবান নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। পরিব্রাজক নিগ্রোধও এক নিচ আসন গ্রহণপূর্বক এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। অতঃপর ভগবান নিগ্রোধকে বলিলেন, 'নিগ্রোধ, এইস্থানে কী কথায় নিযুক্ত ছিলে? তোমাদের কি আলোচনাই বা বাধা প্রাপ্ত হইল?'

ভগবান এইরূপ কহিলে পরিব্রাজক নিগ্রোধ ভগবানকে বলিলেন, "ভন্তে, আমরা দেখিলাম ভগবান সুমাগধার তীরে ময়ূরনিবাপে উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করিতেছেন, উহা দেখিয়া আমরা বলিলাম, যদি শ্রমণ গৌতম এই পরিষদে আগমন করেন, তাঁহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, "যে ধর্মে ভগবান শ্রাবকগণকে শিক্ষিত করেন, সেই ধর্ম কী? কী সেই ধর্ম যাহাতে শিক্ষিত হইয়া শ্রাবকগণ বিশ্বস্তচিত্তে আদি ব্রহ্মচর্যের মূলতত্ত্ব স্বীকার করেন?" আমাদের এই আলোচনার অসমাপ্ত অবস্থায় ভগবানের আগমন হইল।'

'নিগ্রোধ, যে ধর্মে আমি শ্রাবকগণকে শিক্ষিত করি, যে ধর্মে শিক্ষিত হইয়া শ্রাবকগণ বিশ্বস্তচিত্তে আদি ব্রহ্মচর্যের মূলতত্ত্ব স্বীকার করেন, তাহা বুঝিতে পারা তোমার পক্ষে কঠিন, কারণ তুমি ভিন্নদৃষ্টিসম্পন্ন, ভিন্ন মতাবলম্বী, ভিন্ন রুচিসম্পন্ন, ভিন্ন আযোগানুসারী, ভিন্ন আচার্যের শিক্ষা

গ্রহণকারী। নিগ্রোধ, তুমি বরং আমাকে কৃচ্ছ্রসাধন সম্পর্কে তোমার নিজের মতবিষয়ক প্রশ্ন করো, কী করিলে কৃচ্ছ্রসাধন সফল হয়, কী করিলে হয় না?

এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজকগণ তুমুল কোলাহলের সহিত উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিল, 'আশ্চর্য! অদ্ভুত! শ্রমণ গৌতমের মহাশক্তি ও মহানুভাবতা, তিনি স্বীয় মত দূরে রাখিয়া পরবাদের আলোচনায় আহ্বান করিতেছেন।'

৮. তখন নিগ্রোধ অন্যান্য পরিব্রাজকগণকে নীরব হইতে আদেশ করিয়া ভগবানকে বলিলেন, 'আমরা কৃচ্ছ্রসাধন রূপ তপের সমর্থনকারী, উহাকেই সারবস্তু বলিয়া মনে করি, আমরা উহাতেই লীন হইয়া বিহার করি। কী করিলে কৃচ্ছ্রসাধন সফল হয়, কী করিলে হয় না?'

নিগ্রোধ, তপস্বী নগ্ন হইয়া বিহার করে, মুক্তাচার ও হস্তাবলেহক হয়, ভিক্ষা গ্রহণার্থ আহ্বানের কিংবা অপেক্ষা করিবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে, আপনার জন্য আনীত অথবা প্রস্তুতিকৃত খাদ্য এবং নিমন্ত্রণ অস্বীকার করে, কুম্ভী অথবা কলোপী মুখ হইতে প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করে না, প্রবেশ দ্বারে, উদুখল, ইন্ধন অথবা মুসলাভ্যন্তরে স্থাপিত ভিক্ষা ত্যাগ করে, ভোজন নিরত দুই জনের কিংবা গর্ভিণীর, কিংবা স্তন্যদানরতা স্ত্রীর, কিংবা পুরুষসহবাস-রতা স্ত্রীর ভিক্ষা ত্যাগ করে, অভিক্ষালব্ধ সংগৃহীত ভোজ্য অস্বীকার করে, দলবদ্ধ মক্ষিকাসংকুল স্থান হইতে ভিক্ষা গ্রহণে বিরত হয়, মৎস্য, মাংস, সুরা মেরয়, তুষোদকের গ্রহণে বিরত হয়; মাত্র এক গৃহ হইতে এক গ্রাস, দুই গৃহ হইতে দুই গ্রাস, সাত গৃহ হইতে সাত গ্রাস খাদ্য গ্রহণ করে; মাত্র এক অথবা দুই অথবা শত ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করে; দিনান্তে একবার, অথবা দুই দিবসে একবার, অথবা সাত দিবসে একবার ভোজন করে, এইরূপে নিয়মবদ্ধ হইয়া ক্রমে অর্ধমাসান্তে একবার ভোজন করে; মাত্র শাক অথবা শ্যামাক, অপক্ব তণ্ডুল, চর্মখণ্ড, শৈবাল, কণ, আচাম, পিণ্যাক, তৃণ, গোময়, বনমূল-ফল, অথবা বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত ফল ভোজন করে; শাণবস্ত্র, মশাণবস্ত্র, শবদেহের পরিত্যক্ত আবরণ বস্ত্র, পাংশুকূল, তিরিতক বল্কল, মৃগচর্ম মৃগচর্মনির্মিত পরিচ্ছদ, কুশচীর, বল্কল-চীর, ফলক-চীর, কেশ-কম্বল, বাল-কম্বল, উলুক-পক্ষ নির্মিত বস্ত্র পরিধান করে; সে কেশ ও শ্মশ্রুর উৎপাটন করে এবং উহাতে আসক্ত হয়, আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মানভাবে অবস্থান করে, উৎকুটিক হইয়া অবস্থান করে এবং ওই অবস্থায় বীর্যারম্ভের অনুশীলন করে, কণ্টকধারী হয় এবং কণ্টক-শয্যা রচনা করে, ফলক-শয্যা ও ভূমি-শয্যা আশ্রয় করে, এক পার্শ্বে শায়িত হইয়া নিদ্রা যায়, দেহকে ধূলি ও মলাচ্ছাদিত করে, উন্মুক্ত স্থানে শয়ন করে, সকল

প্রকার আসনই নির্বিচারে গ্রহণ করে, বিকট আহার গ্রহণ করে, এবং ওই প্রকার আহারে আসক্ত হয়, শীতল জল পান বর্জন করে এবং ওই অভ্যাসে আসক্ত হয়, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা এই সময়ের মধ্যে তিনবার জলে অবতরণ করে। নিগ্রোধ, তুমি কী মনে করো, এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধন সফল হয় অথবা বিফল হয়?'

'অবশ্যই, ভন্তে, এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধন সফল হয়, বিফল হয় না।'

'নিগ্রোধ, আমি কহি এ প্রকার পরিপূর্ণ কৃচ্ছ্রসাধনেও অনেক প্রকার উপক্লেশ বর্তমান।'

৯. 'ভন্তে, ভগবান কিরূপে বলিতেছেন যে, এই প্রকার পরিপূর্ণ কৃচ্ছ্রসাধনেও অনেক প্রকার উপক্লেশ বর্তমান?'

'নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন, তিনি উহাতেই সন্তুষ্ট ও পরিপূর্ণ-সংকল্প হন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।'

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। তিনি ওই তপহেতু আত্মপ্রশংসা ও পরগ্লানিতে রত হন। ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।'

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। তিনি ওই তপ হেতু স্ফীত হন, জ্ঞানশূন্য হন, প্রমাদে পতিত হন। ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।'

১০. পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। ওই তপ হেতু তিনি লাভ, সৎকার ও যশ অর্জন করেন। ওই লাভ, সৎকার ও যশ অর্জন করিয়া তিনি সন্তুষ্ট ও পরিপূর্ণ-সংকল্প হন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। ওই তপ হেতু তিনি লাভ, সৎকার ও যশ অর্জন করেন। ওই লাভ, সৎকার ও যশ অর্জন করিয়া তিনি আত্মপ্রশংসা ও পরগ্লানিতে রত হন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। ওই তপ হেতু তিনি লাভ, সৎকার ও যশ অর্জন করেন। ওই লাভ, সৎকার ও যশ অর্জন করিয়া তিনি স্ফীত হন, জ্ঞানহীন হন, প্রমাদে পতিত হন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। আহার্য দ্রব্য তৎকর্তৃক দ্বিধাকৃত হয়—"ইহা আমার উপযোগী, ইহা নহে।" যে ভোজ্যবস্তু তাঁহার অনুপযোগী তাহার প্রতি আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া তিনি উহা বর্জন করেন, যাহা তাঁহার উপযোগী তাহাতে গ্রথিত, মূর্ছিত ও লগ্ন হইয়া, উহাতে যে বিপদ নিহিত তাহা না দেখিয়া, উহার কুফল চিন্তা না করিয়া, উহা আহার করেন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।

"পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী লাভ, সৎকার এবং যশতৃষ্ণা হেতু তপ করেন :

'রাজাগণ, রাজমহামাত্রগণ, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি এবং তীর্থিয়গণ আমার সৎকার করিবেন।' নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।

১১. 'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী কোনো শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণের নিন্দা করেন, "কেন এই পুরুষ প্রাচুর্যভোগী হইয়া বজ্রকঠিন দন্তের সাহায্যে সর্ববিধ বস্তু ভক্ষণ করে; যথা : মূলবীজ, স্কন্ধ-বীজ, গ্রন্থি-বীজ এবং পঞ্চমত, বীজ-বীজ? তথাপি সে শ্রমণ কথিত হয়।" নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী দেখেন কোনো শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ গৃহস্থকুলে সৎকার, শ্রদ্ধা, সম্মান এবং পূজা পাইতেছেন। উহা দেখিয়া তাঁহার মনে হয়—"গৃহস্থগণ এই প্রাচুর্যভোগীকে, শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা করে, তাহার সৎকার করে, কিন্তু আমি কৃচ্ছ্র-জীবী তপস্বী হইলেও গৃহস্থকুলে সৎকার, শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা পাই না।" এইরূপে তিনি গৃহস্থগণের প্রতি ঈর্ষা ও মাৎসর্যপরায়ণ হন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী সাধারণের গমনাগমন স্থানে আসন গ্রহণ করেন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী ভিক্ষার্থ গৃহস্থকুলে গমন করিবার সময় এইরূপভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া ভ্রমণ করেন যাহাতে ব্যক্ত হয়—"ইহা আমার তপ, ইহা আমার তপ।" নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী গোপনে কোনো কর্ম করেন। তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় "আপনি কি ইহার অনুমোদন করেন?" তাহা হইলে অনুমোদন না করিয়াও তিনি বলেন "অনুমোদন করি," অনুমোদন করিয়াও বলেন "অনুমোদন করি না।" এইরূপে জ্ঞানত মিথ্যা কথিত হয়। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।

১২. 'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তথাগত অথবা তদীয় শ্রাবকের ধর্মদেশনা বিশুদ্ধ এবং আদরণীয় হইলেও উহার গুণ গ্রহণ করেন না। ইহাও, নিগ্রোধ, তপস্বীর উপক্লেশ।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী ক্রোধ ও দ্বেষের বশবর্তী হন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী কপটাচারী, অসূয়াপরবশ, ঈর্ষা ও মাৎসর্যপরায়ণ, শঠ, মায়াবী, নির্মম, অহঙ্কারী, পাপেচ্ছাসম্পন্ন ও পাপেচ্ছার বশীভূত, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, উচ্ছেদ-দৃষ্টিসম্পন্ন, সংসারাসক্ত, স্বৈরী, ত্যাগে অনিচ্ছ হন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।

নিগ্রোধ, তুমি কী মনে করো, এই সকল কৃচ্ছ্রসাধন উপক্লেশ অথবা নহে?

'ভন্তে, অবশ্যই এই সকল কৃচ্ছ্র-উপক্লেশ। ভন্তে, ইহা সম্ভব যে তপস্বীর মধ্যে উক্ত সর্বপ্রকার উপক্লেশ বিদ্যমান, একটি দুইটির ত কথাই নাই।

১৩. 'নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। তিনি উহাতে সন্তুষ্ট হন না, পরিপূর্ণ-সংকল্প হন না। এইরূপে ওই অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। তিনি ওই তপ হেতু আত্মপ্রশংসা ও পরগ্লানিতে রত হন না। এইরূপে ওই অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। তিনি ওই তপ হেতু স্ফীত হন না, জ্ঞানশূন্য হন না, প্রমাদে পতিত হন না। এইরূপে ওই অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। ওই তপ হেতু তিনি লাভ, সৎকার ও যশ অর্জন করেন। ওই লাভ, সৎকার ও যশ অর্জন করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হন না, পরিপূর্ণ-সংকল্প হন না। এইরূপে ওই অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। ওই তপ হেতু তিনি লাভ, সৎকার ও যশ অর্জন করেন। ওই লাভ, সৎকার ও যশ অর্জন করিয়া তিনি আত্মপ্রশংসা ও পরগ্লানিতে রত হন না। এইরূপে ওই অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। ওই তপ হেতু তিনি লাভ, সৎকার ও যশ অর্জন করেন। ওই লাভ, সৎকার ও যশ অর্জন করিয়া তিনি স্ফীত হন না, জ্ঞানশূন্য হন না, প্রমাদে পতিত হন না। এইরূপে ওই অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। আহার্য দ্রব্য "ইহা আমার উপযোগী, ইহা নহে" এইরূপে তৎকর্তৃক দ্বিধাকৃত হয় না। যে ভোজ্যবস্তু তাঁহার অনুপযোগী তাহার প্রতি আকাঙ্ক্ষাহীন হইয়া তিনি উহা বর্জন করেন, যাহা তাঁহার উপযোগী তাহাতে গ্রথিত, মূর্ছিত ও লগ্ন না হইয়া, উহাতে যে বিপদ নিহিত তাহা দেখিয়া, উহার কুফল চিন্তা করিয়া উহা আহার করেন। এইরূপে ওই অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। তিনি "রাজগণ, মহামাত্রগণ, ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-গৃহপতি এবং তীর্থিয়গণ আমার সৎকার করিবেন" এইরূপ লাভ, সৎকার ও যশতৃষ্ণা হেতু তপ করেন না। এইরূপে ওই অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

১৪. 'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী কোনো শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণকে এইরূপ বলিয়া নিন্দা করেন না : "কেন এই পুরুষ প্রাচুর্যভোগী হইয়া বজ্রকঠিন

দন্তের সাহায্যে সর্ববিধ বস্তু ভক্ষণ করে; যথা : মূলবীজ, স্কন্ধবীজ, গ্রন্থিবীজ এবং পঞ্চমত, বীজ-বীজ? তথাপি সে শ্রমণ কথিত হয়।" এইরূপে ওই অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী দেখেন কোনো শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ গৃহস্থকুলে সৎকার, শ্রদ্ধা, সম্মান এবং পূজা পাইতেছেন। উহা দেখিয়া তাঁহার এইরূপ মনে হয় না : "গৃহস্থগণ এই প্রাচুর্যভোগীকে শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা করে, তাঁহার সৎকার করে, কিন্তু আমি কৃচ্ছ্রজীবী তপস্বী হইলেও গৃহস্থকুলে সৎকার, শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা পাই না।" এইরূপে তিনি গৃহস্থগণের প্রতি ঈর্ষা ও মাৎসর্যপরায়ণ হন না। এইরূপে ওই অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।'

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী সাধারণের গমনাগমন স্থানে আসন গ্রহণ করেন না। এইরূপে ওই অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।'

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী ভিক্ষার্থ গৃহস্থকুলে গমন করিবার সময় এইরূপভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া গমন করেন না যাহাতে ব্যক্ত হয় : "ইহা আমার তপ, ইহা আমার তপ।" এইরূপে ওই অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী গোপনে কোনো কর্ম করেন না। তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় "আপনি কি ইহার অনুমোদন করেন?" তাহা হইলে অনুমোদন না করিলে তিনি বলেন "অনুমোদন করি না," অনুমোদন করিলে বলেন, "অনুমোদন করি।" এইরূপে জ্ঞানত মিথ্যা কথিত হয় না। এইরূপে ওই অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

১৫. 'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তথাগত অথবা তদীয় শ্রাবকের বিশুদ্ধ এবং আদরণীয় ধর্মদেশনার গুণ গ্রহণ করেন। এইরূপে ওই অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী ক্রোধ ও দ্বেষের বশবর্তী হন না। এইরূপে ওই অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।'

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী কপটাচারী, অসূয়াপরবশ, ঈর্ষা ও মাৎসর্যপরায়ণ, শঠ, মায়াবী, নির্মম, অহঙ্কারী, পাপেচ্ছাসম্পন্ন ও পাপেচ্ছার বশীভূত, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, উচ্ছেদদৃষ্টিসম্পন্ন, সংসারাসক্ত, স্বৈরী হন না, তিনি ত্যাগশীল হন। এইরূপে ওই অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'নিগ্রোধ, তুমি কী মনে করো, এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধন পরিশুদ্ধ অথবা অপরিশুদ্ধ হয়?'

'ভন্তে, অবশ্যই এইরূপ হইলে কৃচ্ছ্রসাধন পরিশুদ্ধ হয়, অপরিশুদ্ধ হয় না, উহা শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয়।'

'নিগ্রোধ, মাত্র ইহাতেই কৃচ্ছ্রসাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয় না; ইহা বহিরাবরণ মাত্র।'

১৬. 'ভন্তে, কিরূপ হইলে কৃচ্ছ্রসাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয়? ভগবান আমার কৃচ্ছ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত করিলে আমি অনুগৃহীত হইব।'

'নিগ্রোধ, তপস্বী চতুর্বিধ সংযম দ্বারা সুরক্ষিত হন। কী প্রকারে তিনি এইরূপ সুরক্ষিত হন? নিগ্রোধ, তপস্বী প্রাণনাশ করেন না, প্রাণনাশের কারণ হন না, উহার অনুমোদন করেন না; অদত্তের গ্রহণ করেন না, অদত্ত গ্রহণের কারণ হন না, উহার অনুমোদনও করেন না; মিথ্যা বলেন না, মিথ্যা কথনের কারণ হন না, উহার অনুমোদনও করেন না; তিনি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিজনিত সুখের অন্বেষণ করেন না; ওই অন্বেষণের কারণ হন না, উহার অনুমোদনও করেন না। নিগ্রোধ, তপস্বী এইরূপে চতুর্বিধ সংযম দ্বারা সুরক্ষিত হন। নিগ্রোধ, যেহেতু তপস্বী চতুর্বিধ সংযম দ্বারা সুরক্ষিত হন এবং উহাই তাঁহার তপস্যা হয়, সেইহেতু তিনি ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হন, তিনি নিম্নগামী হন না। তিনি বিবিক্ত শয়নাসনের ভজনা করেন; অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বত, কন্দর, গিরিগুহা শ্মশান, বনপ্রস্থ, উন্মুক্ত স্থান এবং পলাল স্তূপের ভজনা করেন। ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আহারান্তে তিনি পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া, দেহকে ঋজুভাবে রক্ষা করিয়া, পরিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবিষ্ট হন। তিনি লোকে অভিধ্যার পরিহার করিয়া অভিধ্যাহীন চিত্তে বিহার করেন, অভিধ্যা হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি ব্যাপাদ-প্রদোষ পরিত্যাগ করিয়া অব্যাপন্ন চিত্তে বিহার করেন; সর্বপ্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া, সর্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া; ব্যাপাদ-প্রদোষ হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি স্ত্যানমিদ্ধ পরিহার করিয়া বিগত-স্ত্যানমিদ্ধ হইয়া বিহার করেন; আলোক-সংজ্ঞী, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্ত্যানমিদ্ধ হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পরিহার করিয়া অনুদ্ধত হইয়া বিহার করেন, আধ্যাত্মিক শান্তিলব্ধ হইয়া ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি বিচিকিৎসার পরিহার করিয়া বিচিকিৎসাহীন হইয়া বিহার করেন, কুশলধর্মে সংশয়হীন হইয়া বিচিকিৎসা হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন।

১৭. 'তিনি চিত্তের এই পঞ্চ নীবরণ পরিহার করিয়া প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্তের উপক্লেশের বলক্ষয় করিবার নিমিত্ত মৈত্রীসহগত চিত্তে যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে উর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক,

সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত জগৎ মৈত্রীসহগত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। করুণাসহগত চিত্তে যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত জগৎ করুণাসহগত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। মুদিতাসহগত চিত্তে যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত জগৎ মুদিতাসহগত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। উপেক্ষা-সহগত চিত্তে যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত জগৎ উপেক্ষা-সহগত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। নিগ্রোধ, তুমি কী মনে করো, এইরূপ হইলে কৃচ্ছ্রসাধন পরিশুদ্ধ হয় অথবা অপরিশুদ্ধ হয়?'

'ভন্তে, অবশ্যই এইরূপ হইলে কৃচ্ছ্র-সাধন পরিশুদ্ধ হয়, অপরিশুদ্ধ হয় না, উহা শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয়।'

'নিগ্রোধ, মাত্র ইহাতেই কৃচ্ছ্র-সাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয় না, ইহা ত্বক্ মাত্র স্পর্শ করে।'

১৮. 'ভন্তে, কিরূপ হইলে কৃচ্ছ্র-সাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয়? ভগবান আমার কৃচ্ছ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত করিলে আমি অনুগৃহীত হইব।'

'নিগ্রোধ, তপস্বী—চতুর্বিধ সংবর দ্বারা সুরক্ষিত হন। কী প্রকারে তিনি ওইরূপে সুরক্ষিত হন? নিগ্রোধ, তপস্বী প্রাণনাশ করেন না, প্রাণনাশের কারণ হন না, উহার অনুমোদন করেন না; অদত্তের গ্রহণ করেন না, অদত্ত গ্রহণের কারণ হন না, উহার অনুমোদনও করেন না; মিথ্যা বলেন না, মিথ্যা কথনের কারণ হন না, উহার অনুমোদনও করেন না; তিনি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিজনিত সুখের অন্বেষণ করেন না; ওই অন্বেষণের কারণ হন না, উহার অনুমোদনও করেন না। নিগ্রোধ, তপস্বী এইরূপে চতুর্বিধ সংযম দ্বারা সুরক্ষিত হন। যেহেতু তপস্বী চতুর্বিধ সংযম দ্বারা সুরক্ষিত হন এবং উহাই তাঁহার তপস্যা হয়, সেই হেতু তিনি ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হন, তিনি নিম্নগামী হন না। তিনি বিবিক্ত শয়নাসনের ভজনা করেন; অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বত, কন্দর, গিরিগুহা, শ্মশান, বনপ্রস্থ, উন্মুক্ত স্থান এবং পলালস্তূপের

ভজনা করেন। ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আহারান্তে তিনি পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া, দেহকে ঋজুভাবে রক্ষা করিয়া, পরিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবিষ্ট হন। তিনি লোকে অভিধ্যার পরিহার করিয়া অভিধ্যাহীন চিত্তে বিহার করেন, অভিধ্যা হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি ব্যাপাদ-প্রদোষ পরিত্যাগ করিয়া অব্যাপন্ন চিত্তে বিহার করেন; সর্বপ্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া, সর্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া; ব্যাপাদ-প্রদোষ হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি স্ত্যানমিদ্ধ পরিহার করিয়া বিগত—স্ত্যানমিদ্ধ হইয়া বিহার করেন; আলোক-সংজ্ঞী, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্ত্যানমিদ্ধ হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পরিহার করিয়া অনুদ্ধত হইয়া বিহার করেন, আধ্যাত্মিক শান্তিলব্ধ হইয়া ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি বিচিকিৎসার পরিহার করিয়া বিচিকিৎসাহীন হইয়া বিহার করেন, কুশলধর্মে সংশয়হীন হইয়া বিচিকিৎসা হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি চিত্তের এই পঞ্চ নীবরণ পরিহার করিয়া প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্তের উপক্লেশের বলক্ষয় করিবার নিমিত্ত মৈত্রীসহগত চিত্তে, যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত জগৎ মৈত্রীসহগত চিত্তে, বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। তিনি অনেকবিধ পূর্বজন্ম স্মরণ করেন; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, এক সহস্র, এক লক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্তকল্প, অনেক বিবর্তকল্প—"অমুক স্থানে আমার এই নাম এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আমার আয়ু এই পর্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেই স্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, এই প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আয়ু এই পর্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।" এইরূপ বহু পূর্বজন্ম এবং ওই সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন।' করুণাসহগত চিত্তে, যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত জগৎ করুণাসহগত চিত্তে, বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। তিনি অনেকবিধ পূর্বজন্ম স্মরণ করেন; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, এক সহস্র, এক লক্ষ জন্ম,

অনেক সংবর্তকল্প, অনেক বিবর্তকল্প—"অমুক স্থানে আমার এই নাম এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আমার আয়ু এই পর্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেই স্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, এই প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আয়ু এই পর্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।" এইরূপ বহু পূর্বজন্ম এবং ওই সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন।' মুদিতাসহগত চিত্তে, যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত জগৎ মুদিতাসহগত চিত্তে, বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। তিনি অনেকবিধ পূর্বজন্ম স্মরণ করেন; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, এক সহস্র, এক লক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্তকল্প, অনেক বিবর্তকল্প—"অমুক স্থানে আমার এই নাম এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আমার আয়ু এই পর্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেই স্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, এই প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আয়ু এই পর্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।" এইরূপ বহু পূর্বজন্ম এবং ওই সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন।' উপেক্ষাসহগত চিত্তে, যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত জগৎ উপেক্ষাসহগত চিত্তে, বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। তিনি অনেকবিধ পূর্বজন্ম স্মরণ করেন; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, এক সহস্র, এক লক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্তকল্প, অনেক বিবর্তকল্প—"অমুক স্থানে আমার এই নাম এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আমার আয়ু এই পর্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেই স্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, এই প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আয়ু এই পর্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।" এইরূপ বহু পূর্বজন্ম এবং ওই সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন।'

'নিগ্রোধ, তুমি কী মনে করো, এইরূপ হইলে কৃচ্ছ্রসাধন পরিশুদ্ধ অথবা অপরিশুদ্ধ হয়?

'ভন্তে, অবশ্যই এইরূপ হইলে কৃচ্ছ্রসাধন পরিশুদ্ধ হয়, অপরিশুদ্ধ হয় না, উহা শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয়।'

'নিগ্রোধ, মাত্র ইহাতেই কৃচ্ছ্রসাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয় না। ইহা ফল্গু মাত্র স্পর্শ করে।

১৯. 'ভন্তে, কিরূপ হইলে কৃচ্ছ্রসাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয়? ভগবান আমার কৃচ্ছ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত করিলে আমি অনুগৃহীত হইব।'

'নিগ্রোধ, তপস্বী চতুর্বিধ সংযম দ্বারা সুরক্ষিত হন। কী প্রকারে তিনি ওইরূপে সুরক্ষিত হন? নিগ্রোধ, তপস্বী প্রাণনাশ করেন না, প্রাণনাশের কারণ হন না, উহার অনুমোদন করেন না; অদত্তের গ্রহণ করেন না, অদত্ত গ্রহণের কারণ হন না, উহার অনুমোদনও করেন না; মিথ্যা বলেন না, মিথ্যা কথনের কারণ হন না, উহার অনুমোদনও করেন না; তিনি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিজনিত সুখের অন্বেষণ করেন না; ওই অন্বেষণের কারণ হন না, উহার অনুমোদনও করেন না। নিগ্রোধ, তপস্বী এইরূপে চতুর্বিধ সংযম দ্বারা সুরক্ষিত হন। যেহেতু তপস্বী চতুর্বিধ সংযম দ্বারা সুরক্ষিত হন এবং উহাই তাঁহার তপস্যা হয়, সেই হেতু তিনি ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হন, তিনি নিম্নগামী হন না। তিনি বিবিক্ত শয়নাসনের ভজনা করেন; অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বত, কন্দর, গিরিগুহা শ্মশান, বনপ্রস্থ, উন্মুক্ত স্থান এবং পলাল স্তূপের ভজনা করেন। ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আহারান্তে তিনি পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া, দেহকে ঋজুভাবে রক্ষা করিয়া, পরিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবিষ্ট হন। তিনি লোকে অভিধ্যার পরিহার করিয়া অভিধ্যাহীন চিত্তে বিহার করেন, অভিধ্যা হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি ব্যাপাদ-প্রদোষ পরিত্যাগ করিয়া অব্যাপন্ন চিত্তে বিহার করেন; সর্বপ্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া, সর্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া; ব্যাপাদ-প্রদোষ হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি স্ত্যানমিদ্ধ পরিহার করিয়া বিগত স্ত্যানমিদ্ধ হইয়া বিহার করেন; আলোক-সংজ্ঞী, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্ত্যানমিদ্ধ হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পরিহার করিয়া অনুদ্ধত হইয়া বিহার করেন, আধ্যাত্মিক শান্তিলব্ধ হইয়া ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি বিচিকিৎসার পরিহার করিয়া বিচিকিৎসাহীন হইয়া বিহার করেন, কুশলধর্মে সংশয়হীন হইয়া বিচিকিৎসা হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ

করেন। তিনি চিত্তের এই পঞ্চ নীবরণ পরিহার করিয়া প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্তের উপক্লেশের বলক্ষয় করিবার নিমিত্ত মৈত্রীসহগত চিত্তে, যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত জগৎ মৈত্রীসহগত চিত্তে, বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। তিনি অনেকবিধ পূর্বজন্ম স্মরণ করেন; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, এক সহস্র, এক লক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্তকল্প, অনেক বিবর্তকল্প—“অমুক স্থানে আমার এই নাম এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আমার আয়ু এই পর্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেই স্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, এই প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আয়ু এই পর্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।” এইরূপ বহু পূর্বজন্ম এবং ওই সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন।’ করুণাসহগত চিত্তে, যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত জগৎ করুণাসহগত চিত্তে, বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। তিনি অনেকবিধ পূর্বজন্ম স্মরণ করেন; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, এক সহস্র, এক লক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্তকল্প, অনেক বিবর্তকল্প—“অমুক স্থানে আমার এই নাম এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আমার আয়ু এই পর্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেই স্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, এই প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আয়ু এই পর্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।” এইরূপ বহু পূর্বজন্ম এবং ওই সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন।’ মুদিতাসহগত চিত্তে, যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত জগৎ মুদিতাসহগত চিত্তে, বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। তিনি অনেকবিধ পূর্বজন্ম স্মরণ করেন; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, এক সহস্র, এক লক্ষ জন্ম, অনেক

সংবর্তকল্প, অনেক বিবর্তকল্প—"অমুক স্থানে আমার এই নাম এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আমার আয়ু এই পর্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেই স্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, এই প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আয়ু এই পর্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।" এইরূপ বহু পূর্বজন্ম এবং ওই সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন।' উপেক্ষাসহগত চিত্তে, যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত জগৎ উপেক্ষাসহগত চিত্তে, বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। তিনি অনেকবিধ পূর্বজন্ম স্মরণ করেন; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, এক সহস্র, এক লক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্তকল্প, অনেক বিবর্তকল্প—"অমুক স্থানে আমার এই নাম এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আমার আয়ু এই পর্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেই স্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, এই প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আয়ু এই পর্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।" এইরূপ বহু পূর্বজন্ম এবং ওই সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন।' তিনি বিশুদ্ধ, লোকাতীত, দিব্যচক্ষু দ্বারা সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি দর্শন করেন; কর্মানুযায়ী, গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণের মধ্যে হীন ও উত্তমকে, সুবর্ণ ও দুর্বর্ণবিশিষ্টকে, সুগত ও দুর্গতকে জানিতে পারেন :

'ভদ্রগণ, এই এই সত্ত্ব কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দুরাচারসম্পন্ন, আর্যগণের অপবাদক, মিথ্যাদৃষ্টিসমন্বিত, মিথ্যাদৃষ্টি হইতে উদ্ভূত কর্মপ্রাপ্ত। মরণান্তে দেহের বিনাশে উহারা অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই এই সত্ত্ব কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সদাচারণসম্পন্ন, তাঁহারা আর্যগণের অপবাদ হইতে বিরত, সম্যক দৃষ্টিসমন্বিত, সম্যক দৃষ্টি হইতে উদ্ভূত কর্মপ্রাপ্ত; মরণান্তে দেহের বিনাশে উহারা সুগতি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন।" এইরূপে তিনি বিশুদ্ধ, লোকাতীত, দিব্য চক্ষুদ্বারা সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি দর্শন করেন; কর্মানুযায়ী, গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণের মধ্যে হীনও উত্তমকে, সুবর্ণ ও দুর্বর্ণবিশিষ্টকে, সুগত ও দুর্গতকে জানিতে পারেন।'

'নিগ্রোধ, তুমি কী মনে করো, এইরূপ হইলে কৃচ্ছ্রসাধন পরিশুদ্ধ অথবা অপরিশুদ্ধ হয়?'

'ভন্তে, অবশ্যই এইরূপ হইলে কৃচ্ছ্রসাধন পরিশুদ্ধ হয়, অপরিশুদ্ধ হয় না, উহা শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয়।'

'নিগ্রোধ, এইরূপে কৃচ্ছ্রসাধন শ্রেষ্ঠত্বে ও সারত্বে উপনীত হয়। এবং তুমি যে আমাকে বলিয়াছিলে "যে ধর্মে ভগবান শ্রাবকগণকে শিক্ষিত করেন, সেই ধর্ম কী? কী সেই ধর্ম যাহাতে শিক্ষিত হইয়া শ্রাবকগণ বিশ্বস্ত চিত্তে আদি ব্রহ্মচর্যের মূলতত্ত্ব স্বীকার করেন?' তদুত্তরে আমি কহি ইহাই সেই মহত্তর ও শ্রেষ্ঠতর ধর্ম যাহাতে আমি আমার শ্রাবকগণকে শিক্ষিত করি, যাহাতে শিক্ষিত হইয়া আমার শ্রাবকগণ বিশ্বস্ত চিত্তে আদি ব্রহ্মচর্যের মূলতত্ত্ব স্বীকার করেন।'

এইরূপ উক্ত হইলে সেই পরিব্রাজকগণ তুমুল কোলাহলে উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিল : 'এ ক্ষেত্রে আমরা আচার্যসহ পরাজিত, আমরা ইহাপেক্ষা মহত্তর ও শ্রেষ্ঠতর কিছুই জানি না।'

২০. যখন গৃহপতি সন্ধান জানিলেন—"নিশ্চয়ই এক্ষণে এই সকল অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ ভগবানের বাক্য শুনিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছে, উহাতে কর্ণপাত করিতেছে, অর্হত্ত্বাকাঙ্ক্ষী হইয়াছে,' তখন তিনি পরিব্রাজক নিগ্রোধকে এইরূপ বলিলেন, 'ভন্তে নিগ্রোধ, আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ গৃহপতি, তুমি জান কি কাহার সহিত শ্রমণ গৌতম কথা বলেন? কাহার সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হন? কাহার সহিত আলোচনায় তাঁহার প্রজ্ঞা বিকাশ প্রাপ্ত হয়? নির্জনবাস হেতু শ্রমণ গৌতমের প্রজ্ঞা নষ্ট হইয়াছে, তিনি পরিষদ হইতে দূরে অবস্থান করেন, কথোপকথনে নিপুণ নহেন, তিনি বিবেকের সেবা করেন। যেইরূপ সীমাবদ্ধস্থানে বিচরণশীল দৃষ্টিহীন গাভী নিভৃতের ভজনা করে, সেইরূপই নির্জনবাস হেতু শ্রমণ গৌতমের প্রজ্ঞা প্রণষ্ট, তিনি পরিষদ হইতে দূরে অবস্থান করেন, কথোপকথনে নিপুণ নহেন, তিনি বিবেকের সেবা করেন। দেখো, গৃহপতি, যদি শ্রমণ গৌতম এই পরিষদে আগমন করেন, তাহা হইলে মাত্র এক প্রশ্নদ্বারা তাঁহাকে নির্বাক করিব, শূন্য কুম্ভের ন্যায় তাঁহাকে আবর্তিত করিব।" ভন্তে, ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ এইস্থানে উপস্থিত, তিনি যে পরিষদ হইতে দূরে অবস্থান করেন তাহা প্রমাণ করুন, তাঁহাকে সীমাবদ্ধ স্থানে বিচরণশীল গাভীরূপে প্রতিপন্ন করুন, মাত্র এক প্রশ্নদ্বারা তাঁহাকে নির্বাক করুন, তুচ্ছ কুম্ভের ন্যায় তাঁহাকে আবর্তিত করুন।'

এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজক নিগ্রোধ তূষ্ণীভূত, বিমূঢ়, বিষণ্ন, অধোমুখ, শোচনানুতপ্ত, অপ্রতিভ হইয়া উপবিষ্ট রহিলেন।

২১. অনন্তর ভগবান নিগ্রোধের ওইরূপ অবস্থা অনুভব করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'নিগ্রোধ, সত্যই তুমি এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলে?'

'ভন্তে, সত্যই আমি ওইরূপ বলিয়াছিলাম, আমি এতই নির্বোধ, এতই মূঢ়, এতই অজ্ঞান।'

'নিগ্রোধ, তুমি কী মনে করো? পরিব্রাজকদিগের মধ্যে সম্মানার্হ বৃদ্ধ আচার্যপ্রাচার্যগণকে তুমি কি ইহা বলিতে শুনিয়াছ—"অতীতে যে-সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ছিলেন, ওই সকল ভগবান পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ এবং একত্র মিলনের কালে তুমুল কোলাহলে উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিয়া নানা প্রকার হীন আলাপে রত হইতেন; যথা : রাজকথা, চোর-কথা, মহামাত্র কথা, সেনা-সম্বন্ধীয় কথা, ভয়-কথা, যুদ্ধ কথা, খাদ্য ও পানীয়-কথা, বস্ত্র-কথা, শয়ন-কথা, মাল্য-কথা, গন্ধ-কথা, জ্ঞাতি-কথা, যান-কথা, গ্রাম-কথা, নিগম-কথা, নগর-কথা, জনপদ-কথা, নারী-কথা, পুরুষ-কথা, বীর-কথা, পথ-কথা, কুম্ভস্থান-কথা, পূর্বপুরুষ-কথা, নিরর্থক-কথা, পৃথিবী ও সমুদ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মন্তব্য, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কথা, যেইরূপ তুমি এক্ষণে আচার্যসহ হইতেছ?" অথবা তাঁহারা কি এইরূপ বলিয়াছেন : "ওই সকল ভগবান অরণ্যে দূর বনপ্রস্থে বাস করিতেন, যে স্থানে শব্দ নাই, নির্ঘোষ নাই, যে স্থানে বিজনবাত প্রবাহিত, যে স্থান মনুষ্যসমাগম রহিত, যাহা ধ্যানানুশীলনের উপযুক্ত", যেইরূপ আমি এক্ষণে করিতেছি?"

'ভন্তে, পরিব্রাজকদিগের মধ্যে সম্মানার্হ বৃদ্ধ আচার্যপ্রাচার্যগণকে আমি এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি : "অতীতে যে-সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ছিলেন, ওই সকল ভগবান পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ এবং একত্র মিলনের কালে তুমুল কোলাহলে উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিয়া নানা প্রকার হীন আলাপে রত হইতেন না; যথা : রাজকথা, চোর-কথা, মহামাত্র কথা, সেনা-সম্বন্ধীয় কথা, ভয়-কথা, যুদ্ধ কথা, খাদ্য ও পানীয়-কথা, বস্ত্র-কথা, শয়ন-কথা, মাল্য-কথা, গন্ধ-কথা, জ্ঞাতি-কথা, যান-কথা, গ্রাম-কথা, নিগম-কথা, নগর-কথা, জনপদ-কথা, নারী-কথা, পুরুষ-কথা, বীর-কথা, পথ-কথা, কুম্ভস্থান-কথা, পূর্বপুরুষ-কথা, নিরর্থক-কথা, পৃথিবী ও সমুদ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মন্তব্য, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কথা, যেইরূপ আমি এক্ষণে আচার্যসহ হইতেছি। ওই সকল ভগবান অরণ্যে দূর বনপ্রস্থে বাস করিতেন। যে স্থানে শব্দ নাই, নির্ঘোষ নাই, যে স্থানে বিজনবাত প্রবাহিত, যে স্থান মনুষ্যসমাগম রহিত,

যাহা ধ্যানানুশীলনের উপযুক্ত”, যেইরূপ ভগবান এক্ষণে করিতেছেন।’

‘নিগ্রোধ, তুমি বিজ্ঞ, স্মৃতিমান ও বৃদ্ধ, তোমার কী মনে হয় নাই যে “বুদ্ধ ভগবান বোধের নিমিত্ত ধর্মের উপদেশ দিতেছেন, দান্ত ভগবান দমনার্থ ধর্মোপদেশ দিতেছেন, শান্ত ভগবান শান্তির নিমিত্ত ধর্মোপদেশ দিতেছেন, তীর্ণ ভগবান তরণের নিমিত্ত ধর্মোপদেশ দিতেছেন, পরিনির্বৃত ভগবান পরিনির্বাণের জন্য ধর্মোপদেশ দিতেছেন?”

২২. এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজক নিগ্রোধ ভগবানকে বলিলেন :

‘আমি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম, আমি নির্বোধ, মূঢ়, অজ্ঞান, তজ্জন্যই ভগবানকে ওইরূপ বলিয়াছিলাম। ভন্তে, ভগবান আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, যাহাতে আমি ভবিষ্যতে আপনাকে সংযত করিতে পারি।’

‘সত্যই, নিগ্রোধ, তুমি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলে, তুমি নির্বোধ, মূঢ়, অজ্ঞান, তজ্জন্যই ভগবানের সম্বন্ধে ওইরূপ বলিয়াছিলে; যেহেতু, নিগ্রোধ, তুমি চ্যুতিকে চ্যুতিরূপে দেখিয়া উহার যথোপযুক্ত প্রতিকার করিয়াছ, সেই হেতু তোমাকে ক্ষমা করিতেছি। নিগ্রোধ, যে চ্যুতিকে চ্যুতিরূপে দেখিয়া উহার যথোপযুক্ত প্রতিবিধান করে, সে ভবিষ্যতে সংযত হয়, এই উৎকর্ষ আর্যবিনয়-সুলভ। নিগ্রোধ, আমার বক্তব্য এই, “কোনো বিজ্ঞ, অশঠ, অমায়াবী, সরল প্রকৃতিসম্পন্ন পুরুষ আমার নিকট আসিলে আমি তাহাকে শিক্ষা দিব, ধর্মের উপদেশ দিব। যদি তিনি শিক্ষানুসারে আচরণ করেন, তাহা হইলে যথার্থ পথাবলম্বী কুলপুত্রগণ যে সম্পদ লাভের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যার আশ্রয় করেন সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া এই জীবনেই সাত বৎসরের মধ্যে উহার পূর্ণতাসাধন করিবেন। নিগ্রোধ, সাত বৎসরের প্রয়োজন নাই। ওইরূপ পুরুষ শিক্ষানুসারে আচরণ করিলে এই জীবনেই ছয় বৎসরের মধ্যে পূর্ণতাসাধন করিবেন। পাঁচ বৎসরের মধ্যে পূর্ণতাসাধন করিবেন। চারি বৎসর, তিন বৎসর, দুই বৎসর, এক বৎসর, সাত মাস, ছয় মাস, পাঁচ মাস, চারি মাস, তিন মাস, দুই মাস, এক মাস, অথবা অর্ধ মাসের মধ্যে উক্ত প্রকার ব্রহ্মচর্যের পূর্ণতাসাধন করিবেন। নিগ্রোধ, অর্ধ মাসেরও প্রয়োজন নাই। শিক্ষানুসারে আচরণ করিলে ওইরূপ পুরুষ এক সপ্তাহের মধ্যে উক্ত প্রকার ব্রহ্মচর্যের পূর্ণতাসাধন করিবেন।

২৩. ‘নিগ্রোধ, তোমার মনে এইরূপ হইতে পারে : “শিষ্য সংগ্রহের জন্য শ্রমণ গৌতম এইরূপ বলিতেছেন,” কিন্তু, নিগ্রোধ, এইরূপ মনে করিও না, যিনি তোমার আচার্য তিনিই তোমার আচার্য হইয়া থাকুন। নিগ্রোধ, তোমার

মনে এইরূপ হইতে পারে : "আমার অনুসৃত বিধি হইতে আমাকে চ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রমণ গৌতম এইরূপ বলিতেছেন," কিন্তু, নিগ্রোধ, এইরূপ মনে করিও না, তোমার যে বিধি সেই বিধিই রক্ষিত হউক। তোমার মনে এইরূপ হইতে পারে : "আমার জীবিকা হইতে আমাকে চ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রমণ গৌতম এইরূপ বলিতেছেন", কিন্তু, নিগ্রোধ, এইরূপ মনে করিও না, তোমার যে জীবিকা তুমি তাহাই অবলম্বন করিয়া থাক, নিগ্রোধ, তোমার মনে এইরূপ হইতে পারে : "যাহা আমাদিগের পক্ষে অকুশলধর্ম এবং যাহা আমরা আচার্যসহ অকুশলরূপে গ্রহণ করি, ওই সকলে আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রমণ গৌতম এইরূপ বলিতেছেন," কিন্তু, নিগ্রোধ, এইরূপ মনে করিও না, যাহা তোমাদের পক্ষে অকুশলধর্ম এবং যাহা তোমরা আচার্যসহ অকুশলরূপে গ্রহণ করো, ওই সকল ওইরূপেই গৃহীত হউক। নিগ্রোধ, তোমার মনে হইতে পারে "যাহা আমাদিগের পক্ষে কুশলধর্ম এবং যাহা আমরা আচার্যসহ কুশলরূপে গ্রহণ করি, ওই সকল হইতে আমাদিগকে চ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রমণ গৌতম, এইরূপ বলিতেছেন," কিন্তু, নিগ্রোধ, এইরূপ মনে করিও না, যাহা তোমাদের পক্ষে কুশলধর্ম এবং যাহা তোমরা আচার্যসহ কুশলরূপে গ্রহণ করো, ওই সকলই ওইরূপেই গৃহীত হউক। এইরূপে, নিগ্রোধ, আমি শিষ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, অথবা বিধিচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে, অথবা জীবিকা হইতে চ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে, অথবা যাহা তোমাদের পক্ষে অকুশলধর্ম এবং যাহা তোমরা আচার্যসহ অকুশলরূপে গ্রহণ করো ওই সকলে তোমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়ে, অথবা যাহা তোমাদের পক্ষে কুশলধর্ম এবং যাহা তোমরা আচার্যসহ কুশলরূপে গ্রহণ করো, ওই সকল হইতে তোমাদিগকে চ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে এইরূপ কহি নাই। নিগ্রোধ, অকুশল ধর্মের অস্তিত্ব আছে যাহা নষ্ট না হইলে সংক্লেশের কারণ হয়, পুনর্জন্মের কারণ হয়, যাহা দুঃখমিশ্রিত, দুঃখপ্রসূ হয় এবং যাহা ভবিষ্যতে জাতি জরা-মরণে পর্য্যবসিত হয়, যাহার দূরীকরণার্থে আমি ধর্মোপদেশ দিই, যে উপদেশ পালনে তোমাদের ক্লেশোৎপাদশ-ধর্মসমূহ-ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, শুদ্ধি-প্রদায়ী ধর্মসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, তোমরা প্রজ্ঞার পূর্ণতা ও বিপুলতা এই জীবনেই স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া উহার পূর্ণতাসাধন করিবে।'

২৪. এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজকগণ তূষ্ণীভূত, বিমূঢ়, বিষণ্ন অধোমুখ, শোচনানুতপ্ত, অপ্রতিভ হইয়া মারাভিভূত চিত্তের ন্যায় উপবিষ্ট রহিলেন।

তখন ভগবান চিন্তা করিলেন, ‘এই সকল মূঢ়দিগের সকলেই মার কর্তৃক অধিকৃত, তাহাদের এক জনেরও মনে হইতেছে না : “চলো, আমরা উচ্চজ্ঞান লাভার্থে শ্রমণ গৌতমের শাসনে ব্রহ্মচর্য পালন করিব, এক সপ্তাহকাল ত কিছুই নয়?”

অনন্তর ভগবান উদুম্বরিকার পরিব্রাজকারামে সিংহনাদ করিয়া আকাশে উত্থিত হইয়া গৃধ্রকূট পর্বতে আবির্ভূত হইলেন। সেইক্ষণেই গৃহপতি সন্ধান রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন।

উদুম্বরিক-সীহনাদ সূত্রান্ত সমাপ্ত

২৬. চক্কবত্তি-সীহনাদ সূত্রান্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১. একসময় ভগবান মগধদেশে মাতুলা নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। ওই স্থানে ভগবান ‘ভিক্ষুগণ,’ বলিয়া ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিলেন। ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, ‘দেব!’, ভগবান বলিলেন, ‘ভিক্ষুগণ, আত্ম-দ্বীপ, আত্ম-শরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার করো, ধর্ম-দ্বীপ, ধর্ম-শরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার করো।

‘ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু আত্ম-দ্বীপ, আত্ম-শরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার করেন? ধর্ম-দ্বীপ, ধর্ম-শরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার করেন?

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু জগতে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য পরিহার করিয়া কায়ে কায়ানুদর্শী[১] হইয়া, বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া অবস্থান করেন। বেদনায় বেদনানুদর্শী হইয়া, বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া অবস্থান করেন। চিত্তে চিত্তানুদর্শী হইয়া, বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া অবস্থান করেন। ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া, বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া অবস্থান করেন। ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এইরূপে আত্ম-দ্বীপ, আত্ম-শরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার করেন, ধর্ম-দ্বীপ, ধর্ম-শরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার করেন।

---

[১] ২য় খণ্ড, মহাসতিপট্‌ঠান সূত্রান্ত দ্রষ্টব্য।

'ভিক্ষুগণ, স্বকীয় পৈতৃক গোচরভূমিতে বিচরণ করো[১]। ভিক্ষুগণ, স্বকীয় পৈতৃক গোচর ভূমিতে বিচরণ করিলে মার সুযোগ পাইবে না, অবলম্বন পাইবে না। ভিক্ষুগণ, কুশলধর্ম গ্রহণ হেতু এই প্রকার পুণ্য বর্ধিত হয়।'

২. ভিক্ষুগণ, পূর্বকালে দৃঢ়নেমি নামে চক্রবর্তী, ধার্মিক, ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, জনপদের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্নসমন্বিত রাজা ছিলেন। তাঁহার এই সকল সপ্তরত্ন ছিল; যথা : চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতি-রত্ন, পরিণায়ক-রত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র ছিল—সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দন। তিনি সসাগরা পৃথিবী বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে মাত্র ধর্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করিতেন।

৩. ভিক্ষুগণ, সেই রাজা দৃঢ়নেমি, বহুবৎসর, বহুশত বৎসর, বহুসহস্র বৎসর অতীত হইলে জনৈক পুরুষকে সম্বোধন করিলেন, 'হে পুরুষ, যখন তুমি দেখিবে দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে, তখন উহা আমার গোচরে আনিবে।'

'ভিক্ষুগণ, তখন সেই পুরুষ প্রত্যুত্তরে বলিল, দেব, তথাস্তু।'

'ভিক্ষুগণ, সেই পুরুষ বহুবৎসর, বহুশত বৎসর, বহুসহস্র বৎসর অতীত হইলে দেখিল দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে। উহা দেখিয়া রাজা দৃঢ়নেমির নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে বলিল, 'দেব, জানেন কি আপনার দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে?'

তখন, ভিক্ষুগণ, রাজা দৃঢ়নেমি জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বৎস কুমার, আমার দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে। আমি শুনিয়াছি—"যে রাজচক্রবর্তীর দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্তী হয়, স্থানচ্যুত হয়, তিনি অধিক দিন জীবন ধারণ করেন না। সর্বপ্রকার পার্থিব সুখ আমি ভোগ করিয়া লইয়াছি, এখন দিব্যসুখ অন্বেষণ করিবার সময় হইয়াছে। এসো, বৎস, এই আসমুদ্র পৃথিবীর ভার গ্রহণ করো। আমি কেশশ্মশ্রু মোচন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিব।'

অনন্তর, ভিক্ষুগণ, রাজা দৃঢ়নেমি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে উত্তমরূপে উপদেশ দিয়া কেশশ্মশ্রু মোচন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্বক

---

[১] যাহা ভিক্ষুর পৈতৃক গোচর ভূমি নহে তাহা পঞ্চ কাম গুণ। সকুণগ্ঘি জাতক [জাতক-২ খণ্ড-৫৮ পৃ.] দ্রষ্টব্য।

গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিলেন। ভিক্ষুগণ, রাজর্ষির প্রব্রজ্যা গ্রহণের সপ্ত দিবস অন্তে দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইল।

৪. তখন জনৈক পুরুষ মূর্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয়ের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে বলিল, 'দেব, জানেন কি দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইয়াছে?'

ভিক্ষুগণ, তখন সেই মূর্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় দিব্য চক্ররত্নের অন্তর্ধানের নিমিত্ত নিরানন্দ হইলেন, বিষাদ অনুভব করিলেন। তিনি রাজর্ষির নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন, 'দেব, জানেন কি দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইয়াছে?'

এইরূপ উক্ত হইলে, ভিক্ষুগণ, রাজর্ষি মূর্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয়কে বলিলেন, 'বৎস, দিব্য চক্ররত্নের অন্তর্ধানের নিমিত্ত তুমি নিরানন্দ হইও না, বিষণ্ন হইও না। বৎস, দিব্য চক্ররত্ন তোমার পৈতৃক দায়াদ্য নহে। বৎস, তুমি আর্যচক্রবর্তী-ব্রতে অবস্থান করো। ইহা সম্ভব যে, আর্য চক্রবর্তী-ব্রতে স্থিত হইয়া পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে স্নাতশীর্ষ ও উপোসথ পালনে রত হইয়া তুমি যখন প্রাসাদোপরি অবস্থান করিবে, তখন সহস্র অর, নেমি ও নাভিসমন্বিত সর্বাকার-পরিপূর্ণ দিব্য চক্ররত্নের আবির্ভাব হইবে।'

৫. 'দেব, এই চক্রবর্তীর-ব্রত কী?

'বৎস, উহা এই যে, তুমি ধর্ম আশ্রয় করিয়া, ধর্মের সৎকার সম্মান, পূজা করিয়া, ধর্মে শ্রদ্ধাবান হইয়া, ধর্মধ্বজ, ধর্মকেতু, ধর্মবশবর্তী হইয়া স্বজনবর্গের, সেনাবাহিনীর, ক্ষত্রিয়গণের, সামন্তরাজগণের ব্রাহ্মণগৃহপতিগণের, গ্রাম-জনপদসমূহের, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, মৃগ-পক্ষীদিগের ধর্মানুরূপ রক্ষাবরণগুপ্তির বিধান করো। তোমার রাজ্যে, বৎস, যেন অধর্ম কৃত না হয়। তোমার রাজ্যে যাহারা ধনহীন, তাহাদিগকে ধন দান করিবে। বৎস, তোমার রাজ্যে যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা মদ-প্রমাদ বিরহিত, ক্ষান্তি ও সংযমে নিবিষ্ট, কেবল আত্মদমন, আত্মশরণ ও আত্মনির্বাপণে রত তাঁহাদের নিকট সময়ে সময়ে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে : "ভন্তে, কুশল কী? অকুশলই বা কী? কী নিন্দনীয়, কী অনিন্দ্য? কী সেবনীয়, কী অসেবনীয়? কী করিলে ভবিষ্যতে আমার অমঙ্গল ও দুঃখের কারণ হইবে? কী করিলে ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল ও সুখের কারণ হইবে?" তাঁহাদের কথা শুনিয়া যাহা অকুশল তাহা বর্জন করিবে, যাহা কুশল তাহা গ্রহণ করিয়া তাহাতে স্থিত হইবে। বৎস, ইহাই সেই আর্যচক্রবর্তী-ব্রত।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া মূর্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় রাজর্ষিকে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আর্য চক্রবর্তী-ব্রতে ব্রতী হইলেন। ওই ব্রতে ব্রতী হইয়া যখন তিনি

পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে স্নাতশীর্ষ ও উপোসথ পালনেরত হইয়া প্রাসাদোপরি অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সহস্র অর, নেমি ও নাভিসমন্বিত সর্বাকার-পরিপূর্ণ দিব্য-চক্ররত্নের আবির্ভাব হইল। উহা দেখিয়া রাজা চিন্তা করিলেন, 'আমি এইরূপ শুনিয়াছি : "মূর্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় যখন পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে স্নাতশীর্ষ ও উপোসথ পালনেরত হইয়া প্রাসাদোপরি অবস্থান করেন, তখন যদি সহস্র অর, নেমি ও নাভিসমন্বিত সর্বাকার পরিপূর্ণ দিব্য চক্ররত্নের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে সেই রাজা চক্রবর্তী হন।" 'আমি চক্রবর্তী রাজা হইব।'

৬. 'তখন, ভিক্ষুগণ, মূর্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় আসন হইতে উত্থান করিয়া এক স্কন্ধ উত্তরাসঙ্গ দ্বারা আবৃত করিয়া বাম হস্তে ভৃঙ্গার গ্রহণপূর্বক দক্ষিণ হস্তে চক্ররত্নের উপর জলসেচন করিতে করিতে বলিলেন, 'হে চক্ররত্ন, প্রবৃত্ত হও, জয়লাভ করো।' তখন, ভিক্ষুগণ, চক্ররত্ন পূর্বদিকে অগ্রসর হইল, চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ রাজা চক্রবর্তী পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে রাজা চক্রবর্তী চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। পূর্ব সীমান্তের প্রতিযোগী রাজগণ রাজা চক্রবর্তীর নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আগমন করুন, স্বাগত! সমস্তই আপনার, আপনি শাসন করুন।'

রাজা চক্রবর্তী বলিলেন, 'প্রাণনাশ করিও না। অদত্তের গ্রহণ করিও না। ব্যভিচার করিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান করিও না। পরিমিতভোজী হইবে।

ভিক্ষুগণ, পূর্বসীমান্তের প্রতিরাজগণ রাজা চক্রবর্তীর বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

৭. অনন্তর, ভিক্ষুগণ, সেই চক্ররত্ন পূর্ব সমুদ্রে প্রবেশ-পূর্বক পুনরায় উহা হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইল,... দক্ষিণ সীমান্তের প্রতিরাজাগণ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তদন্তর সেই চক্ররত্ন দক্ষিণ সমুদ্রে প্রবেশপূর্বক পুনরায় উহা হইতে বহির্গত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইল,... পশ্চিম সীমান্তের প্রতিরাজাগণ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এইরূপে, ভিক্ষুগণ, চক্ররত্ন পশ্চিম সমুদ্রে প্রবেশপূর্বক পুনরায় উহা হইতে বহির্গত হইয়া উত্তরভিমুখে অগ্রসর হইল,... উত্তর সীমান্তের প্রতিরাজাগণ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

অতঃপর, ভিক্ষুগণ, চক্ররত্ন সমুদ্র পর্যন্ত পৃথিবী জয় করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্বক রাজচক্রবর্তীর অন্তঃপুরদ্বারে ন্যায়াধিকরণের সম্মুখে

রাজচক্রবর্তীর অন্তঃপুর শোভান্বিত করিয়া অক্ষাহতের ন্যায় স্থিত হইল।

৮. ভিক্ষুগণ, সেইরূপে দ্বিতীয় রাজা চক্রবর্তী,... তৃতীয়... চতুর্থ... পঞ্চম... ষষ্ঠ... সপ্তম বহুবৎসর, বহুশত বৎসর, বহুসহস্র বৎসর অতীত হইলে জনৈক পুরুষকে সম্বোধন করিলেন, 'হে পুরুষ, যখন তুমি দেখিবে দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্তী হইয়াছে, স্থান চ্যুত হইয়াছে, তখন উহা আমার গোচরে আনিবে।' 'ভিক্ষুগণ, তখন সেই পুরুষ প্রত্যুত্তরে বলিল, "দেব, তথাস্তু।"'

'ভিক্ষুগণ, সেই পুরুষ বহুবৎসর, বহুশত বৎসর, বহুসহস্র বৎসর অতীত হইলে দেখিল দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে। উহা দেখিয়া রাজা চক্রবর্তীর নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে বলিল, 'দেব, জানেন কি আপনার দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে?'

তখন, ভিক্ষুগণ, রাজা চক্রবর্তী জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বৎস কুমার,... প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিব।' (উপরে পদচ্ছেদ নং ৩ দ্রষ্টব্য।)

অনন্তর, ভিক্ষুগণ, রাজা চক্রবর্তী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে উত্তমরূপে উপদেশ দিয়া কেশশ্মশ্রু মোচন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিলেন। ভিক্ষুগণ, রাজর্ষির প্রব্রজ্যা গ্রহণের সপ্ত দিবস অন্তে দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইল।

৯. তখন, ভিক্ষুগণ, জনৈক পুরুষ মূর্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয়ের নিকট গমন-পূর্বক তাঁহাকে বলিল, 'দেব, জানেন কি দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইয়াছে?'

ভিক্ষুগণ, উহা শুনিয়া রাজা নিরানন্দ হইলেন, বিষাদ অনুভব করিলেন, কিন্তু তিনি রাজর্ষির নিকট গমন করিয়া আর্য চক্রবর্তী-ব্রতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন না। তিনি স্বমতের বশবর্তী হইয়া জনপদ শাসন করিতে লাগিলেন। ওই প্রকার শাসনের জন্য প্রজাগণ পূর্বে আর্য চক্রবর্তী-ব্রত পালনকারী রাজগণের সময়ে যেইরূপ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল, সেইরূপ সমৃদ্ধি লাভ করিল না।

তখন, ভিক্ষুগণ, অমাত্য ও পারিষদবর্গ, গণক-মহামাত্রগণ, প্রহরী ও দৌবারিকগণ, মন্ত্রজীবীগণ একত্রিত হইয়া মূর্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয়ের নিকট গমনপূর্বক বলিল, 'দেব, আপনি স্বমতের বশবর্তী হইয়া জনপদ শাসন করিবার নিমিত্ত প্রজাগণ পূর্বে আর্য চক্রবর্তী-ব্রত পালনকারী রাজগণের সময়ে যেইরূপ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল, সেইরূপ সমৃদ্ধিলাভ করিতেছে না।

দেব, আপনার রাজ্যে অমাত্য-পারিষদবর্গ, গণক-মহামাত্রগণ, প্রহরী ও দৌবারিকগণ, মন্ত্রজীবীগণ বিদ্যমান আছে, তাঁহারা এবং অপরে আর্য চক্রবর্তী-ব্রত অবগত আছে, আপনি আমাদিগকে আর্য চক্রবর্তী-ব্রত সম্বন্ধে প্রশ্ন করুন, আমরা উহা বিবৃত করিব।'

১০. তখন, ভিক্ষুগণ, রাজা অমাত্য ইত্যাদি সকলকে একত্রিত করিয়া তাঁহাদিগকে আর্য চক্রবর্তী-ব্রত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ওইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা আর্য চক্রবর্তী প্রশ্ন রাজার নিকট বিবৃত করিলেন। উহা শুনিয়া রাজা ধর্মানুমোদিত রক্ষাবরণগুপ্তির বিধান করিলেন, কিন্তু ধনহীনকে ধনদান করিলেন না, উহার ফলে বিপুল দারিদ্র্যের আবির্ভাব হইল। দারিদ্র্যের বিস্তৃতির নিমিত্ত জনৈক পুরুষ পরের দ্রব্য যাহা অদত্ত তাহা গ্রহণ করিল, যাহা চৌর্য কথিত হয় তাহাই করিল। তাহাকে ধৃত করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত করা হইল : 'দেব, এই পুরুষ পরের দ্রব্য-যাহা অদত্ত তাহা গ্রহণ করিয়াছে, যাহা চৌর্যকথিত হয় তাহাই করিয়াছে।'

এইরূপে উক্ত হইলে, ভিক্ষুগণ, রাজা সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে পুরুষ, তুমি কি সত্যই পরের দ্রব্য—যাহা অদত্ত তাহা গ্রহণ করিয়াছ—যাহা চৌর্য কথিত হয় তাহাই করিয়াছ?'

'দেব, ইহা সত্য।

'কী কারণে?'

'দেব, আমার জীবনোপায় নাই।'

তখন, ভিক্ষুগণ, রাজা সেই পুরুষকে ধনদান করিলেন, 'হে পুরুষ, এই ধনের দ্বারা আপনার জীবিকা-নির্বাহ করো, মাতাপিতার পোষণ করো, স্ত্রী পুত্রের পোষণ করো, ইহা কর্মান্তে প্রয়োগ করো, শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত আধ্যাত্মিক মঙ্গলপ্রদ দক্ষিণার প্রতিষ্ঠা করো, যাহা সৌভাগ্য ও সুখাবহ হইবে, স্বর্গসংবর্তনিক হইবে।'

ভিক্ষুগণ, সেই পুরুষ 'দেব, 'তথাস্তু' বলিয়া রাজার নিকট প্রতিশ্রুতি দান করিল।

১১. ভিক্ষুগণ, অপর একব্যক্তিও পূর্বোক্তরূপে চৌর্যাপরাধে ধৃত হইয়া রাজসম্মুখে আনীত হইলে রাজা তাহাকে পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন করিয়া ও ধনদান করিয়া পূর্বোক্তরূপ উপদেশ দিলেন।

১২. ভিক্ষুগণ, প্রজাগণ শুনিল—'যাহারা পরদ্রব্য-যাহা অদত্ত তাহা গ্রহণ করে, যাহা চৌর্য কথিত হয়, তাহাই করে, রাজা তাহাদিগকে ধনদান করিতেছেন।' ইহা শুনিয়া তাহারা চিন্তা করিল : 'আমরাও অদত্তের

গ্রহণপূর্বক যাহা চৌর্য কথিত হয় তাহাই করিব।'

অনন্তর, ভিক্ষুগণ, জনৈক পুরুষ তাহাই করিয়া ধৃত হইয়া রাজসমীপে আনীত হইলে রাজা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া অপরাধ স্বীকার করিল এবং বলিল, জীবনোপায়ের অভাবে সে ওই কর্ম করিয়াছে।

ভিক্ষুগণ, তখন রাজা চিন্তা করিলেন, 'যাহারা পরের দ্রব্য অপহরণ করিবে, আমি যদি তাহাদিগকে ধনদান করি, তাহা হইলে এই চৌর্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। অতএব এই পুরুষের প্রতি আমি আদর্শ দণ্ডের বিধান করিব, উহার মূলোচ্ছেদ করিব, উহার শিরশ্ছেদ করিব।'

অতঃপর, ভিক্ষুগণ রাজা কর্মচারীগণকে আদেশ দিলেন, 'এই পুরুষের বাহুদ্বয় পশ্চাদ্দিকে কঠিন রজ্জুর দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া উহার মস্তক মুণ্ডনপূর্বক খরনিনাদী প্রণবের সহিত উহাকে রথ্যা হইতে রথ্যান্তরে, শৃঙ্গাটক হইতে শৃঙ্গাটকান্তরে ভ্রমণ করাইয়া দক্ষিণ দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া, নগরের দক্ষিণদিকে উহার প্রতি আদর্শ দণ্ডের প্রয়োগ করো, উহার মূলোচ্ছেদ করো, উহার শিরশ্ছেদ করো।'

হে ভিক্ষুগণ, 'তথাস্তু' বলিয়া কর্মচারীগণ রাজাদেশ পালন করিল।

১৩. ভিক্ষুগণ, প্রজাগণ শ্রবণ করিল যে যাহারা পরস্বাপহরণ করে রাজা তাহাদের প্রতি আদর্শ দণ্ডের বিধান করিয়া তাহাদের শিরশ্ছেদ করিতেছেন। উহা শুনিয়া তাহারা চিন্তা করিল : 'আমরাও তীক্ষ্ণ শস্ত্রাদি নির্মাণ করাইয়া যাহাদের দ্রব্য অপহরণ করিব তাহাদের প্রতি কঠিনতম দণ্ডের প্রয়োগ করিব, তাহাদের মূলোচ্ছেদ করিব, তাহাদের শিরশ্ছেদ করিব।'

তাহারা তীক্ষ্ণ শস্ত্রাদি নির্মাণ করাইয়া গ্রাম, নিগম ও নগর লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হইল, দস্যুবৃত্তিতে রত হইল। তাহারা যাহাদের দ্রব্য অপহরণ করিল, শিরশ্ছেদন পূর্বক তাহাদের উচ্ছেদসাধন করিল।

১৪. এইরূপে, ভিক্ষুগণ, দরিদ্রকে ধনদানের অভাবে ব্যাপকরূপে দারিদ্র্যের আবির্ভাব হইল, দারিদ্র্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে চৌর্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, চৌর্যের বৃদ্ধির সহিত প্রাণাতিপাত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, প্রাণাতিপাতের বৃদ্ধির সহিত মৃষাবাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, মৃষাবাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে মনুষ্যগণের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল, আয়ু ও বর্ণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে অশীতি সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যের সন্তান সন্ততিগণ চত্বারিংশৎ সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন হইল।

ভিক্ষুগণ, চত্বারিংশৎ সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে একজন পুরুষ অদত্ত পরদ্রব্য গ্রহণপূর্বক চৌর্যাপরাধ করিল। ধৃত হইয়া সে রাজ সম্মুখে আনীত হইলে রাজা কর্তৃক অপরাধের সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত

হইয়া অপরাধ স্বীকার করিল না, স্বেচ্ছায় মিথ্যা বলিল।

১৫. এইরূপে, ভিক্ষুগণ, দরিদ্রকে ধনদানের অভাবে... চত্বারিংশৎ সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের সন্তান সন্ততিগণ বিংশতি সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন হইল।

ভিক্ষুগণ, বিংশতি সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে একজন পুরুষ অদত্ত পরদ্রব্য গ্রহণপূর্বক চৌর্যাপরাধ করিল। অপর একজন পুরুষ ক্রুরতা প্রণোদিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে রাজার নিকট সংবাদ দিল।

১৬. এইরূপে, ভিক্ষুগণ, দরিদ্রকে ধনদানের অভাবে ব্যাপকরূপে দারিদ্র্যের আবির্ভাব হইল, দারিদ্র্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে চৌর্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, চৌর্যের বৃদ্ধির সহিত প্রাণাতিপাত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, প্রাণাতিপাতের বৃদ্ধির সহিত মৃষাবাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, মৃষাবাদ বৃদ্ধির সহিত ব্যাপকরূপে পৈশুন্যের আবির্ভাব হইল, উহার ফলে মনুষ্যগণের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল এবং বিংশতি সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের সন্তান সন্ততিগণ দশ সহস্র বৎসর আয়ুসম্পন্ন হইল।

ভিক্ষুগণ, দশ সহস্র বৎসর আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের কেহ কেহ সুরূপ এবং কেহ কেহ কুরূপ হইল, যাহারা কুরূপ হইল তাহারা সুরূপের প্রতি লুব্ধ হইয়া পরদার গমন করিল।

১৭. এইরূপে, ভিক্ষুগণ, দরিদ্রকে ধনদানের অভাবে ব্যাপকরূপে দারিদ্র্যের আবির্ভাব হইল, উহার ফলে চৌর্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, চৌর্যের বৃদ্ধির সহিত প্রাণাতিপাত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, প্রাণাতিপাতের বৃদ্ধির সহিত মৃষাবাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, মৃষাবাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে,পৈশুন্যের আবিভাব হইল, পৈশুন্যের বৃদ্ধির সহিত ব্যাপকরূপে ব্যভিচারের আবির্ভাব হইল, উহার ফলে মনুষ্যগণের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইয়া দশ সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের সন্তান সন্ততিগণ পাঁচ-সহস্র বর্ষ আয়ুবিশিষ্ট হইল।

ভিক্ষুগণ, শেষোক্ত মনুষ্যগণের মধ্যে ব্যাপকরূপে দুইটি অসদ্ধর্মের আবির্ভাব হইল—কর্কশ বাক্য এবং তুচ্ছ প্রলাপ। উহার ফলে ওই সকল মনুষ্যের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল। তখন পাঁচ সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্নগণের সন্তান সন্ততিগণ কেহ কেহ দ্বি-অর্ধ সহস্র বৎসর, কেহ কেহ দুই সহস্র বর্ষ আয়ুবিশিষ্ট হইল।

ভিক্ষুগণ, দ্বি-অর্ধ সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্নের মধ্যে লোভ ও বিদ্বেষ ব্যাপকরূপে আবির্ভূত হইল। উহার ফলে তাহাদের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল। তদ্ধেতু তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ এক সহস্র বৎসর আয়ুষ্ক হইল।

ভিক্ষুগণ, সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে মিথ্যাদৃষ্টি ব্যাপকরূপে আবির্ভূত হইল। উহার ফলে তাহাদের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল। তখন তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ পাঁচশত বৎসর আয়ুষ্ক হইল।

ভিক্ষুগণ, শেষোক্ত মনুষ্যগণের মধ্যে ত্রিবিধ ধর্ম ব্যাপকরূপে আবির্ভূত হইল—অধর্ম-রাগ (অবৈধ যৌন সংসর্গ), বিষম-লোভ এবং মিথ্যা-ধর্ম (অসংযত লালসা)। উহার ফলে তাহাদের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল। তখন তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ কেহ কেহ দ্বি-অর্ধশত বৎসর, কেহ কেহ দুইশত বৎসর আয়ুসম্পন্ন হইল।

ভিক্ষুগণ, দ্বি-অর্ধশত বৎসর আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে মাতাপিতার প্রতি ভক্তিহীনতা এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা ব্যাপকরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

১৮. এইরূপে, ভিক্ষুগণ, ধনহীনকে ধনদানের অভাবে বিপুল দারিদ্র্যের আবির্ভাব হইল, উহার ফলে ব্যাপকভাবে চৌর্যের আবির্ভাব হইল, উহার ফলে অত্যাচারের প্রাবল্য হইল, উহার ফলে প্রাণনাশ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইল, উহার ফলে মিথ্যা বাক্য, উহার ফলে পিশুনবাক্য, উহার ফলে ব্যভিচার, উহার ফলে কর্কশবাক্য ও তুচ্ছ প্রলাপ; উহার ফলে লোভ ও বিদ্বেষ, উহার ফলে মিথ্যাদৃষ্টি, উহার ফলে অধর্ম-রাগ, বিষম লোভ এবং মিথ্যা-ধর্ম, উহার ফলে মাতাপিতার প্রতি ভক্তিহীনতা এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা ব্যাপকরূপে আবির্ভূত হইল। ইহার ফলে মনুষ্যগণের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল এবং দ্বি-অর্ধশত বর্ষ আয়ু সম্পন্নগণের সন্তান সন্ততিগণ শতবর্ষ আয়ুষ্ক হইল।

১৯. ভিক্ষুগণ, এমন সময় আসিবে যখন এইসকল মনুষ্যগণের সন্তান সন্ততিগণ দশবর্ষ আয়ুসম্পন্ন হইবে। ভিক্ষুগণ, দশবৎসর আয়ুসম্পন্ন ওই সকল মনুষ্যের কুমারীগণ পাঁচবৎসর বয়সে বিবাহযোগ্য হইবে। ওই সকল মনুষ্যগণের মধ্যে ঘৃত, নবনীত, তৈল, মধু, ফাণিত এবং লবণ—এই সকল রসের স্বাদ লুপ্ত হইবে। কোরদূষক[১] উহাদের শ্রেষ্ঠ ভোজন হইবে। যেইরূপ, ভিক্ষুগণ, এক্ষণে মাংস-মিশ্রিত শালিঅন্ন শ্রেষ্ঠ ভোজন, সেইরূপ কোরদূষক ওই সকল মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ ভোজন হইবে। ওই সকল মনুষ্যগণের মধ্যে দশ কুশল-কর্ম-পথ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইবে, দশ অকুশল-কর্ম-পথ অতিশয়

---

[১]। ধান্য বিশেষ।

প্রবল হইবে। উহাদের মধ্যে 'কুশল' নামক কোনো শব্দ থাকিবে না। কুশলের কারক কী প্রকারে থাকিবে? উহাদের মধ্যে যাহারা মাতাপিতার প্রতি ভক্তিহীন এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইবে, তাহারাই পূজ্য ও প্রশংসার্হ হইবে। যেইরূপ, ভিক্ষুগণ, এক্ষণে যাহারা মাতাপিতার প্রতি ভক্তিমান, এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান তাহারাই পূজ্য ও প্রশংসার্হ হয়, সেইরূপই উহাদের মধ্যে যাহারা মাতাপিতার প্রতি ভক্তিহীন এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাহীন তাহারাই পূজ্য ও প্রশংসার্হ হইবে।

২০. ভিক্ষুগণ, ওই সকল মনুষ্যগণের মধ্যে মাতা, মাতৃস্বসা, মাতুলানী, আচার্যভার্যা অথবা গুরুপত্নীর জ্ঞান থকিবে না; ছাগ-মেষ, কুক্কুট-শূকর, শৃগাল-কুক্কুরের ন্যায় সব একাকার হইয়া যাইবে। ভিক্ষুগণ, ওই সকল মনুষ্য পরস্পরের প্রতি তীব্র ক্রোধ, বিদ্বেষ, মন-প্রদোষ এবং হনন-চিত্ত পোষণ করিবে—মাতারও পুত্রের প্রতি, পুত্রেরও মাতার প্রতি, পিতার পুত্রের প্রতি, পুত্রের পিতার প্রতি, ভ্রাতার ভ্রাতার প্রতি, ভ্রাতার ভগিনীর প্রতি, ভগিনীর ভ্রাতার প্রতি উক্তরূপ মনোভাবের উৎপত্তি হইবে। মৃগ দেখিয়া মৃগয়াসক্তের মনে যেইরূপ ভাবের উদয় হয়, ওই সকল মনুষ্যও পরস্পরের প্রতি ওইরূপ ভাবাপন্ন হইবে।

২১. ভিক্ষুগণ, ওই সকল মনুষ্যের মধ্যে সপ্তাহব্যাপী শস্ত্রান্তরকল্পের[১] আবির্ভাব হইবে; তাহারা পরস্পরকে পশুর ন্যায় জ্ঞান করিবে; তাহাদের হস্তে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের প্রাদুর্ভাব হইবে; তাহারা ওই অস্ত্রের দ্বারা—'ইহা পশু' ইহা পশু', বলিয়া পরস্পরের প্রাণ সংহার করিবে। ভিক্ষুগণ, ওই সকল প্রাণীগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে এইরূপ হইবে—'আমরা কাহারও অনিষ্ট করিব না, অপরেও যেন আমাদের অনিষ্ট না করে; আমরা তৃণ অথবা বনগহনে, অথবা বৃক্ষ-গহনে, অথবা নদীবেষ্টিত দুর্গম স্থানে অথবা বিষম পর্বতে প্রবেশ করিয়া বনমূলফলাহারী হইয়া জীবন যাপন করিব।' তাহারা ওইরূপ স্থানসমূহে গমনপূর্বক ইচ্ছানুরূপ জীবন যাপন করিবে। তাহারা সপ্তাহ অতীত হইলে ওই সকল স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গনপূর্বক সভাক্ষেত্রে মিলিত হইয়া একে অপরকে আশ্বাস দিয়া গাহিবে : 'কী আনন্দ, হে মনুষ্য, তুমি এখনো জীবিত!' ভিক্ষুগণ, তখন

---

[১]। অন্তরকল্প— দুই কল্পের মধ্যবর্তী-কল্প।

মনুষ্যগণ এইরূপ চিন্তা করিবে : 'অকুশল কর্মে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আমাদের ঘোর জ্ঞাতিক্ষয় হইয়াছে, অতএব আমরা কুশলকর্মে প্রবৃত্ত হইব। কী কুশলকর্ম করিব? আমরা প্রাণাতিপাত হইতে বিরত হইব, এই কুশলকর্মে আমরা স্থিত হইব।' তাহারা প্রাণাতিপাত হইতে বিরত হইবে, এই কুশল কর্মে স্থিত হইবে। কুশলধর্মে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত তাহাদের আয়ু ও বর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। এইরূপে দশবর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের সন্তান সন্ততিগণ বিংশতি বর্ষ আয়ুসম্পন্ন হইবে।

২২. তৎপরে, ভিক্ষুগণ, ওই সকল মনুষ্য চিন্তা করিবে : 'কুশল কর্মে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত আমাদের আয়ু ও বর্ণ উভয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব আমরা অধিকমাত্রায় কুশলকর্ম করিব। আমরা অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরত হইব, ব্যভিচার হইতে বিরত হইব, মৃষাবাদ হইতে বিরত হইব, পিশুন বাক্য হইতে বিরত হইব, কর্কশ বাক্য হইতে বিরত হইব, তুচ্ছ প্রলাপ হইতে বিরত হইব, লোভ পরিহার করিব, বিদ্বেষ পরিহার করিব, মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার করিব, অধর্ম-রাগ বিষম-লোভ এবং মিথ্যা-ধর্মরূপ ত্রিবিধ ধর্ম পরিহার করিব; অতএব আমরা মাতৃ ও পিতৃভক্ত হইব, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এবং কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইব, এই কুশল ধর্মে স্থিত হইব।'

তাহারা মাতৃ ও পিতৃভক্ত হইবে, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইবে, এই কুশলধর্মে স্থিত হইবে। কুশলধর্মে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত তাহাদের আয়ু ও বর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। উহার ফলে বিংশতিবর্ষ আয়ুসম্পন্নগণের পুত্রগণ চত্বারিংশৎবর্ষ আয়ু প্রাপ্ত হইবে। চত্বারিংশৎ বৎসর আয়ুপ্রাপ্তগণের পুত্রগণ অশীতিবর্ষ আয়ুসম্পন্ন হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু একশত ষষ্টি বৎসর হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু তিনশত বিশবৎসর হইবে, তাহাদের পুত্রগণ ছয়শত চল্লিশ বর্ষ আয়ুসম্পন্ন হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু দুইসহস্র বৎসর হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু চারিসহস্র বৎসর হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু আট সহস্র বৎসর হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু বিংশতি সহস্র বৎসর হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু চল্লিশ সহস্র বৎসর হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু অশীতি সহস্র বৎসর হইবে।

২৩. ভিক্ষুগণ, অশীতি সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের কুমারীগণ পঞ্চশতবর্ষ বয়সে বিবাহযোগ্যা হইবে। ওই সকল মনুষ্যের মধ্যে ত্রিবিধ রোগের আবির্ভাব হইবে—ইচ্ছা, ক্ষুধা ও জরা। ওই সময় জম্বুদ্বীপ সমৃদ্ধ ও স্ফীত হইবে। গ্রাম, নগর ও রাজধানীসমূহ এত ঘনসন্নিবিষ্ট হইবে যে,

কুক্কুটগণ একস্থান হইতে অন্যস্থানে উড়িয়া যাইতে পারিবে। জম্বুদ্বীপ নলবন এবং শরবনের ন্যায় নিরন্তর মনুষ্যাকীর্ণ হইয়া অবীচির ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। ওই সময় বারাণসী কেতুমতী নামে রাজধানী হইবে, উহা সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, মনুষ্যাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ হইবে। ওই সময় জম্বুদ্বীপে রাজধানী কেতুমতী প্রমুখ চুরাশি সহস্র নগর থাকিবে।

২৪. ভিক্ষুগণ, ওই সময়ে রাজধানী কেতুমতী নগরে শঙ্খ নামে রাজার আবির্ভাব হইবে, তিনি চক্রবর্তী, ধার্মিক, ধর্মরাজ, চতুরন্ত বিজেতা, জনপদের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত এবং সপ্তরত্নসমন্বিত হইবেন, তাঁহার এইসকল সপ্তরত্ন হইবে; যথা : চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন, এবং পরিণায়ক রত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র হইবে—সকলেই সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দন; তিনি সসাগরা পৃথিবী বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে, মাত্র ধর্মের দ্বারা, জয় করিয়া বাস করিবেন।

২৫. ভিক্ষুগণ, ওই সময়ে জগতে মৈত্রেয় নামে অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর দম্য-পুরুষ-সারথি, দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবানের আবির্ভাব হইবে, যেইরূপ আমি এক্ষণে অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর দম্য-পুরুষ-সারথি, দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবানরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছি। তিনি ইহলোক, দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষাদ্দর্শনোদ্ভুত জ্ঞান দ্বারা স্বয়ং অবগত হইয়া উপদিষ্ট করিবেন, যেইরূপ আমি এক্ষণে ইহলোক দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষাদ্দর্শনোদ্ভুত জ্ঞান দ্বারা স্বয়ং অবগত হইয়া উপদিষ্ট করিতেছি। তিনি যে ধর্মের প্রারম্ভ কল্যাণময়, মধ্যকল্যাণময়, অন্তকল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দসম্পদপূর্ণ, সর্বাঙ্গীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং যাহা বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য সেই ধর্মের উপদেশ দান করিবেন, যেইরূপ আমি এক্ষণে করিতেছি। তিনি অনেক সহস্র ভিক্ষুসমন্বিত সংঘের তত্ত্বাবধায়ক হইবেন, যেইরূপ আমি এক্ষণে হইয়াছি।

২৬. অতঃপর, ভিক্ষুগণ, রাজা শঙ্খ পূর্বে রাজা মহাপনাদ কর্তৃক নির্মিত প্রাসাদকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহাতে বাস করিবেন। পরে তিনি উহা শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দুর্গত পথচারী, দরিদ্র যাচকগণকে দান করিয়া অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবান মৈত্রেয়ের নিকট কেশশ্মশ্রু মোচনপূর্বক কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিবেন। এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি নির্জনবাসী, অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়-সংকল্প

হইয়া অনতিবিলম্বে যথার্থ পথাবলম্বী কুলপুত্রগণ যে সম্পদ লাভের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যার আশ্রয় করেন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া এই জগতেই উহার পূর্ণতা সাধন করিবেন।

২৭. ভিক্ষুগণ, আত্ম-দ্বীপ হইয়া আত্ম-শরণ হইয়া অনন্য-শরণ হইয়া বিহার কর; ধর্ম-দ্বীপ, ধর্ম-শরণ হইয়া অনন্য-শরণ হইয়া বিহার করো। কিন্তু কিরূপে ভিক্ষু আত্ম-দ্বীপ হইয়া আত্ম-শরণ হইয়া অনন্য-শরণ হইয়া, ধর্ম-দ্বীপ, ধর্ম-শরণ, অনন্য-শরণ হইয়া বিহার করেন? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু জগতে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য পরিহার করিয়া কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া, উদ্দীপিত, অবহিত ও স্মৃতিমান হইয়া বিহার করেন, বেদনায় বেদনানুদর্শী হইয়া, উদ্দীপিত, অবহিত ও স্মৃতিমান হইয়া বিহার করেন, চিত্তে চিত্তানুদর্শী হইয়া, উদ্দীপিত, অবহিত ও স্মৃতিমান হইয়া বিহার করেন, ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া উদ্দীপিত, অবহিত ও স্মৃতিমান হইয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু আত্ম-দ্বীপ, আত্ম-শরণ, অনন্য-শরণ হইয়া, ধর্ম-দ্বীপ, ধর্ম-শরণ, অনন্য-শরণ হইয়া বিহার করেন।

২৮. ভিক্ষুগণ, স্বকীয় পৈতৃক বিষয়ে গোচরার্থ ভ্রমণ কর; ওইরূপ করিলে তোমাদের আয়ু ও বর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, তোমাদের সুখ, ভোগ ও বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর আয়ু কী? ভিক্ষু ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কারসমন্বিত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করেন, বীর্যসমাধি প্রধান-সংস্কারসমন্বিত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করেন, চিত্ত-সমাধি প্রধান-সংস্কারসমন্বিত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করেন, মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কারসমন্বিত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করেন। তিনি এই চারি ঋদ্ধিপাদের অনুশীলন করিয়া এবং ওই সকলে অনুযুক্ত হইয়া ইচ্ছানুসারে কল্পকাল অথবা কল্পাবশেষকাল জীবিত থাকিতে পারেন। ভিক্ষুগণ, ইহাই ভিক্ষুর আয়ু।

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর বর্ণ কী? ভিক্ষু শীলবান হন, তিনি প্রাতিমোক্ষ নিয়মিত হইয়া, অনুমাত্র বর্জনীয়ে ভয়দর্শী হইয়া বিহার করেন, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণপূর্বক উহাতে শিক্ষিত হন। ইহাই ভিক্ষুর বর্ণ।

ভিক্ষুর সুখ কী? ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশলধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন; বিতর্ক বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী অবিতর্ক অবিচার সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন; ভিক্ষু প্রীতিতে বিরাগী হইয়া উপেক্ষার ভাবে

অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন, আর্যগণ যেই ধ্যানস্তরে আরোহণ করিলে 'ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখে বাস করেন' বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন; ভিক্ষু সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিহার করত পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করিয়া না দুঃখ না সুখ উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাই ভিক্ষুর সুখ।

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর ভোগ কী? ভিক্ষু মৈত্রীসহগত চিত্তে এক, দুই, তিন এইরূপে চতুর্দিক পরিস্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। তিনি ঊর্ধ্বে, অধোদিকে, তীর্যকদিকে সর্বত্র সর্বলোক মৈত্রীযুক্ত এবং বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, বৈরহীন, দ্রোহহীন চিত্তদ্বারা পরিস্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাই ভিক্ষুর ভোগ।

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর বল কী? ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় হেতু অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই জগতেই স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাই ভিক্ষুর বল।

ভিক্ষুগণ, মারের বলের ন্যায় দুর্দমনীয় বল আমি দেখিতে পাই না, কিন্তু কুশল ধর্মের গ্রহণ হেতু এই[১] পুণ্য বর্ধিত হয়।

ভগবান এইরূপ বলিলেন। আনন্দিত হইয়া ভিক্ষুগণ ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

চক্কবত্তি সীহনাদ সূত্রান্ত সমাপ্ত

২৭. অগ্‌গঞ্‌ঞ সূত্রান্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১. এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী নগরে পূর্বারাম নামক মিগার-মাতার[২] প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। ওই সময়ে বাসেট্‌ঠ এবং ভারদ্বাজ[৩]

---

[১]। উপরে ১ নং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। ভিক্ষু ... কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া ... ইত্যাদি।

[২]। ইহার নাম বিশাখা। তিনি ওই প্রাসাদ সংঘের নিমিত্ত নির্মাণ করিয়াছিলেন।

[৩]। দীর্ঘনিকায় ১ম খণ্ডের তেবিজ্জ সূত্রে এই দুই জনের উল্লেখ আছে। সুত্তনিপাতের বাসেট্‌ঠ সূত্রেও ইহারা উল্লিখিত হইয়াছেন।

ভিক্ষুব্রত গ্রহণাভিলাষী হইয়া ভিক্ষুদিগের সহিত পরিবাস করিতেছিলেন। তখন একদিন ভগবান সায়াহ্ন সময়ে ধ্যান হইতে উত্থিত হইয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্বক সৌধচ্ছায়ায় উন্মুক্ত স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন।

২. ভগবানকে ওইরূপে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া বাসেট্ঠ ভারদ্বাজকে বলিলেন, 'ভারদ্বাজ, ভগবান সায়াহ্নে ধ্যান সমাপ্ত করিয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্বক সৌধচ্ছায়ায় উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করিতেছেন। এসো, আমরা ভগবানের নিকট গমন করি। আমরা ভগবানের নিকট ধর্মকথা শুনিবার সুযোগ লাভ করিব।'

'সৌম্য, উত্তম' বলিয়া ভারদ্বাজ বাসেট্ঠকে সম্মতি জানাইলে উভয়ে ভগবানের নিকট গমনপূর্বক ভ্রমণনিরত ভগবানের পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন।

৩. তখন ভগবান বাসেট্ঠকে বলিলেন, 'বাসেট্ঠ, তোমরা ব্রাহ্মণ জাতীয় কুলীন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণকুল পরিত্যাগপূর্বক গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছ। ব্রাহ্মণগণ কী তোমাদিগকে তিরস্কার করেন না, তোমাদিগের নিন্দা করেন না?'

'ভন্তে, ব্রাহ্মণগণ আমাদের প্রতি আপনাদের স্বভাবানুযায়ী তিরস্কার এবং নিন্দার প্রয়োগ করেন, বিন্দুমাত্রও কার্পণ্য না করিয়া পরিপূর্ণরূপেই প্রয়োগ করেন।'

বাসেট্ঠ, ব্রাহ্মণগণ কিরূপভাবে উহা করেন?'

'ভন্তে, ব্রাহ্মণগণ এইরূপ বলেন, "ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠবর্ণ, অন্য বর্ণ হীন; ব্রাহ্মণগণই শুক্লবর্ণ, অন্যে কৃষ্ণবর্ণ; ব্রাহ্মণগণই শুদ্ধ হন, অব্রাহ্মণেরা হয় না; ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার ঔরস মুখজাত পুত্র, ব্রহ্মজ, ব্রহ্ম-নির্মিত, ব্রহ্ম-দায়াদ। আর আপনি শ্রেষ্ঠ বর্ণ পরিত্যাগপূর্বক মুন্ডিত-মস্তক, শ্রমণনামধারী ইভ্য, কৃষ্ণ, ব্রহ্মার পাদদেশ হইতে উদ্ভূত সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া হীন হইয়া গিয়াছেন। আপনার এইরূপ আচরণ অনুচিত, অনুপযুক্ত।" ভন্তে, এইরূপে ব্রাহ্মণগণ আমাদের প্রতি আপনাদের স্বভাবানুযায়ী তিরস্কার এবং নিন্দার প্রয়োগ করেন, বিন্দুমাত্রও কার্পণ্য না করিয়া পরিপূর্ণরূপেই প্রয়োগ করেন।'

৪. 'বাসেট্ঠ, ব্রাহ্মণগণ পূর্বকথা বিস্মৃত হইয়াই তোমাদিগকে বলেন, "ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠবর্ণ, অন্য বর্ণ হীন; ব্রাহ্মণগণই শুক্লবর্ণ, অন্যে কৃষ্ণবর্ণ; ব্রাহ্মণগণই শুদ্ধ হন, অব্রাহ্মণেরা হয় না; ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার ঔরস মুখজাত পুত্র, ব্রহ্মজ, ব্রহ্ম-নির্মিত, ব্রহ্ম- দায়াদ।" বাসেট্ঠ, ইহা দৃষ্ট হয় যে ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণীগণ ঋতুমতীও হন, গর্ভিণীও হন, প্রসবও করেন,

সন্তানকে স্তন্যদানও করেন; এইসকল ব্রাহ্মণেরা যোনিজ হইয়াও বলিয়া থাকেন, “ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠবর্ণ, অন্য বর্ণ হীন; ব্রাহ্মণগণই শুক্লবর্ণ, অন্যে কৃষ্ণবর্ণ; ব্রাহ্মণগণই শুদ্ধ হন, অব্রাহ্মণেরা হয় না; ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার ঔরস মুখজাত পুত্র, ব্রহ্মজ, ব্রহ্ম-নির্মিত, ব্রহ্ম-দায়াদ।” ওই সকল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মারও অপবাদ করেন, মিথ্যাও বলেন এবং বহু অপুণ্য প্রসব করেন।

৫. বাসেট্‌ঠ, এই চারিবর্ণ—ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র। বাসেট্‌ঠ ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও জীবহিংসাকারী আছে, অদত্তের গ্রহণকারী আছে, ব্যভিচারী আছে, মিথ্যাবাদী আছে, পিশুনবাদী আছে, পরুষভাষী আছে, তুচ্ছ প্রলাপরত আছে, লোভী, দ্বেষ-পরায়ণ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন আছে। এইরূপে, বাসেট্‌ঠ, যে-সকল ধর্ম অকুশল এবং অকুশলরূপে জ্ঞাত, নিন্দনীয় এবং ওইরূপে জ্ঞাত, অসেবিতব্য এবং ওইরূপে জ্ঞাত, যাহা অনার্য এবং ওইরূপে জ্ঞাত, পাপ এবং পাপপ্রসূ পণ্ডিত নিন্দিত, ওই সকল ধর্ম ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। বাসেট্‌ঠ, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রের মধ্যেও জীবহিংসাকারী আছে, অদত্তের গ্রহণকারী আছে, ব্যভিচারী আছে, মিথ্যাবাদী আছে, পিশুনবাদী আছে, পরুষভাষী আছে, তুচ্ছ প্রলাপরত আছে, লোভী, দ্বেষ-পরায়ণ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন আছে। এইরূপে, বাসেট্‌ঠ, যে-সকল ধর্ম অকুশল এবং অকুশলরূপে জ্ঞাত, নিন্দনীয় এবং ওইরূপে জ্ঞাত, অসেবিতব্য এবং ওইরূপে জ্ঞাত, যাহা অনার্য এবং ওইরূপে জ্ঞাত, পাপ এবং পাপপ্রসূ পণ্ডিত নিন্দিত, ওই সকল ধর্ম ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রের মধ্যেও আছে।

৬. ‘বাসেট্‌ঠ, ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও এমন কেহ আছেন যিনি জীবহিংসা হইতে বিরত, অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরত, ব্যভিচার হইতে বিরত, মৃষাবাদ হইতে বিরত, পিশুন বাদ হইতে বিরত, পরুষভাষ হইতে বিরত, তুচ্ছ প্রলাপ হইতে বিরত, লোভ হইতে বিরত, দ্বেষ-মুক্ত এবং সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। এইরূপে, বাসেট্‌ঠ, যে-সকল ধর্ম কুশল এবং কুশলরূপে জ্ঞাত, অনিন্দ্য এবং ওইরূপে জ্ঞাত সেবিতব্য এবং ওইরূপে জ্ঞাত, আর্য এবং ওইরূপে জ্ঞাত, পুণ্য এবং পুণ্যপ্রসূ পণ্ডিত-প্রশংসিত, ওই সকল ধর্ম ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। বাসেট্‌ঠ, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রের মধ্যেও এমন কেহ আছেন যিনি জীবহিংসা হইতে বিরত, অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরত, ব্যভিচার হইতে বিরত, মৃষাবাদ হইতে বিরত, পিশুন বাদ হইতে বিরত, পরুষভাষ হইতে বিরত, তুচ্ছ প্রলাপ হইতে বিরত, লোভ হইতে বিরত, দ্বেষ-মুক্ত এবং সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। এইরূপে, বাসেট্‌ঠ, যে-সকল ধর্ম কুশল এবং কুশলরূপে জ্ঞাত, অনিন্দ্য এবং ওইরূপে জ্ঞাত সেবিতব্য এবং ওইরূপে জ্ঞাত, আর্য এবং

ওইরূপে জ্ঞাত, পুণ্য এবং পুণ্যপ্রসূ পণ্ডিত-প্রশংসিত, ওই সকল ধর্ম ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যেও দৃষ্ট হয়।

৭. 'বাসেট্‌ঠ, পণ্ডিত-নিন্দিত এবং পণ্ডিত-প্রশংসিত অকুশল এবং কুশল এই উভয় ধর্মই, ওই চারিবর্ণের মধ্যে বিদ্যমান, এইস্থলে ব্রাহ্মণগণের বাক্য—ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ অন্য বর্ণ হীন; ব্রাহ্মণগণই শুক্লবর্ণ, অন্যে কৃষ্ণবর্ণ; ব্রাহ্মণগণই শুদ্ধ হন, অব্রাহ্মণেরা হয় না; ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার ঔরস মুখজাত পুত্র, ব্রহ্মজ, ব্রহ্ম-নির্মিত, ব্রহ্ম-দায়াদ-পণ্ডিতগণ অনুমোদন করেন না। কী কারণে? এই চতুর্বর্ণের মধ্যে যিনি ভিক্ষু, অর্হৎ, ক্ষীণাসব, উদ্‌যাপিত-ব্রহ্মচর্য, কৃত-কৃত্য, ভারমুক্ত, পরমার্থ-প্রাপ্ত, ভববন্ধন-মুক্ত, সম্যক জ্ঞান-বিমুক্ত, তিনি উহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথিত হন, এবং ধর্মানুসারেই ওইরূপ কথিত হন, অধর্মানুসারে নহে। বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোকে এবং পরলোকে ধর্মই শ্রেষ্ঠ।

৮. 'বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোকে এবং পরলোকে যে ধর্মই শ্রেষ্ঠ, তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতেও জ্ঞাতব্য : 'বাসেট্‌ঠ, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ জানেন, "অতুলনীয় শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত।" কিন্তু, বাসেট্‌ঠ, শাক্যগণ কোশলরাজ প্রসেনজিতের অধীনস্থ। বাসেট্‌ঠ, শাক্যগণ কোশলরাজ প্রসেনজিতের নিকট প্রণতি করেন, তাঁহাকে অভিবাদন করেন, তাঁহার সম্মুখে প্রত্যুত্থান করেন, কৃতাঞ্জলি হন এবং তাঁহাকে যথারূপ সম্মান প্রদর্শন করেন। এইরূপে, বাসেট্‌ঠ, শাক্যগণ কোশলরাজ প্রসেনজিতের প্রতি যেইরূপ আচরণ করেন, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তথাগতের প্রতি সেইরূপ আচরণ করেন। তিনি চিন্তা করেন, "শ্রমণ গৌতম কি সুজাত নহেন? আমি দুর্জাত; শ্রমণ গৌতম বলবান, আমি দুর্বল; শ্রমণ গৌতম রূপবান, আমি রূপহীন; শ্রমণ গৌতম শক্তিমান, আমি শক্তিহীন।" কোশলরাজ প্রসেনজিৎ যখন তথাগতের নিকট প্রণতি করেন, তাঁহাকে অভিবাদন করেন, তাঁহার সম্মুখে প্রত্যুত্থান করেন, কৃতাঞ্জলি হন এবং তাঁহাকে যথারূপ সম্মান প্রদর্শন করেন, তখন উক্ত ধর্মেরই সৎকার, সম্মান, শ্রদ্ধা, পূজা, এবং অর্চনা করেন। বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যগণের মধ্যে ইহলোকে এবং পরলোকে যে ধর্মই শ্রেষ্ঠ, তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতে জ্ঞাতব্য।

৯. 'বাসেট্‌ঠ, তোমরা নানাজাতি নানানাম নানা গোত্রবিশিষ্ট, নানাকুল হইতে গৃহত্যাগ করিয়া তোমরা গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছ। যদি তোমরা জিজ্ঞাসিত হও "তোমরা কে?" তাহা হইলে "আমরা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ" এইরূপ উত্তর দিবে। বাসেট্‌ঠ, তথাগতের প্রতি যাহার শ্রদ্ধা নিবিষ্ট,

মূলজাত, প্রতিষ্ঠিত, দৃঢ় এবং যে শ্রদ্ধা শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-দেব-মার-ব্রহ্মা অথবা পৃথিবীতে অপর কাহারও কর্তৃক বিচলিত হয় না তিনি যথার্থরূপে এইরূপ উক্তি করিতে পারেন : "আমি ভগবানের ঔরস মুখ-জাত পুত্র, ধর্ম-জ, ধর্ম-নির্মিত, ধর্ম-দায়াদ।" কী কারণে? বাসেট্‌ঠ, যেহেতু "ধর্ম-কায়" "ব্রহ্ম-কায়" "ধর্ম-ভূত" "ব্রহ্ম-ভূত" এই সকল তথাগতেরই অধিবচন।

১০. 'বাসেট্‌ঠ, এমন সময় আসে যখন, আজই হউক, কিংবা কালই হউক, দীর্ঘকাল অতীত হইবার পর এই জগৎ লয় প্রাপ্ত হয়। ওইরূপ সময়ে জীবগণ বহুল পরিমাণে আভাস্বর জগতে পুনর্জন্ম লাভ করে। তাহারা তথায় মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহাদের ভক্ষ্যস্বরূপ হয়, তাহারা স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে। বাসেট্‌ঠ, এমন সময় আসে যখন, আজই হউক কিংবা কালই হউক, দীর্ঘকাল অতীত হইবার পর এই জগতের বিবর্তন হয়। ওই বিবর্তনকালে সত্ত্বগণ বহুল পরিমাণে আভাস্বর-কায় হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আবির্ভূত হয়। তাহারা মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহাদের ভক্ষ্যস্বরূপ হয়, তাহারা স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে।

১১. 'বাসেট্‌ঠ, তখন সমস্ত পৃথিবী জলময় ও অন্ধকার হয়, তমিস্র অন্ধকারক হয়। চন্দ্র-সূর্যের আবির্ভাব হয় না, নক্ষত্র-তারকাদির প্রকাশ হয় না, রাত্রি-দিবা নাই, মাসার্ধ অথবা মাস নাই, ঋতু এবং সংবৎসর নাই, স্ত্রীও নাই পুরুষও নাই। সত্ত্বগণ সত্ত্বরূপেই গণিত হয়। বাসেট্‌ঠ, এইরূপে দীর্ঘকাল অতীত হইবার পর এমন সময় আসিল যখন ওই সকল সত্ত্বগণের নিকট জলোপরি রসসংযুক্ত পৃথিবী বিস্তৃত হইল। যেইরূপ উত্তপ্ত দুগ্ধ শীতলীভূত হইবার কালে উহার উপর শর বিস্তৃত হয়, সেইরূপ পৃথিবীর আবির্ভাব হইল। উহা বর্ণ-গন্ধ-রসসম্পন্ন হইল, উত্তমরূপে সম্পাদিত ঘৃত অথবা নবনীত যেইরূপ হয়, সেইরূপ বর্ণসম্পন্ন হইল; বিশুদ্ধ ক্ষুদ্রা-মধুর ন্যায় আস্বাদসম্পন্ন হইল।'

১২. 'অনন্তর, বাসেট্‌ঠ, কোনো লোভ-প্রকৃতি[১] সম্পন্ন প্রাণী "দেখো, ইহা কী হইতে পারে?" বলিয়া অঙ্গুলির সাহায্যে রস-সংযুক্ত মৃত্তিকা আস্বাদ করিল, উহার ফলে সে রসাভিভূত হইল এবং তাহার তৃষ্ণা উৎপন্ন হইল। অন্য প্রাণীগণও উক্ত সত্ত্বের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া রস-মৃত্তিকা অঙ্গুলির দ্বারা

---

[১]। এই প্রকৃতি পূর্বজন্ম হইতে প্রাপ্ত।

আস্বাদ করিল। তাহারাও রসাভিভূত হইয়া তৃষ্ণার দ্বারা আক্রান্ত হইল। তদনন্তর, বাসেট্ঠ, ওই সকল সত্ত্ব হস্তদ্বারা রসমৃত্তিকা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড বিচ্ছিন্ন করিয়া উহা আহার করিতে আরম্ভ করিল। উহার ফলে ওই সকল সত্ত্বের স্বয়ংপ্রভা অন্তর্হিত হইল। স্বয়ংপ্রভার অন্তর্ধানের সহিত চন্দ্র-সূর্যের আবির্ভাব হইল। চন্দ্রসূর্যের আবির্ভাবের সহিত নক্ষত্রসমূহ ও তারকাগণের আবির্ভাব হইল, রাত্রি ও দিনের প্রকাশ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মাসার্ধ, মাস, ঋতু ও সম্বৎসরের প্রকাশ হইল। বাসেট্ঠ, জগতের পুনরায় এইরূপ বিবর্তন হইল।'

১৩. 'তৎপরে, বাসেট্ঠ, ওই সকল সত্ত্ব রসমৃত্তিকা উপভোগ করিয়া মৃত্তিকাভোজী হইয়া উহাতে পুষ্ট হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করিল। যে পরিমাণে তাহারা এইরূপে পুষ্ট হইল সেই পরিমাণে তাহাদের দেহ কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইল এবং তাহাদের বর্ণেও বৈচিত্র্য প্রকাশিত হইল। কোনো সত্ত্ব সুরূপ হইল, কোনো সত্ত্ব কুরূপ। এইস্থলে যাহারা সুরূপ হইল তাহারা কুরূপগণকে অবজ্ঞা করিল : "আমরা এই সকল সত্ত্ব অপেক্ষা সুরূপ, ইহারা আমাদিগের অপেক্ষা কুরূপ।" ওই সকল গর্বিত এবং অহমিকাসম্পন্ন প্রাণীগণের বর্ণাভিমান হেতু রস-পৃথিবী অন্তর্হিত হইল। রস-পৃথিবীর অন্তর্ধানের পর তাহারা একত্রিত হইয়া বিলাপ করিল : "হায় রস! হায় রস!" বর্তমানেও মনুষ্যগণ কোনো স্বাদু রস লাভ করিয়া এইরূপ বলিয়া থাকে : "অহো রস, অহো রস!" তাহারা পুরাণ আদিম বাক্যেরই অনুসরণ করে, কিন্তু উহার অর্থ অবগত নয়।'

১৪. 'অতঃপর, বাসেট্ঠ, ওই সকল সত্ত্বগণের নিকট হইতে রস-পৃথিবী অন্তর্হিত হইলে ভূমি-পর্পটের আবির্ভাব হইল, যেইরূপ অহিচ্ছত্রের উৎপত্তি হয় সেইরূপেই উহা আবির্ভূত হইল। উহা বর্ণ, গন্ধ ও রসসম্পন্ন হইল। উহা সুসম্পাদিত ঘৃত অথবা নবনীতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইল; বিশুদ্ধ ক্ষুদ্রা-মধুর ন্যায় আস্বাদবিশিষ্ট হইল। তখন ওই সকল সত্ত্ব ভূমি-পর্পট আহার করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা উহা উপভোগ করিয়া উহার ভোজনে নিরত হইয়া, উহাতে পুষ্ট হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করিল। যে পরিমাণে তাহারা এইরূপ পুষ্ট হইল সেই পরিমাণে তাহাদের দেহ অধিকতর কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইল এবং তাহাদের বর্ণেও অধিকতররূপে বৈচিত্র্য প্রকাশিত হইল। কোনো সত্ত্ব সুরূপ হইল, কোনো সত্ত্ব কুরূপ। এইস্থলে যাহারা সুরূপ হইল তাহারা কুরূপগণকে অবজ্ঞা করিল : "আমরা এই সকল সত্ত্ব অপেক্ষা সুরূপ, ইহারা আমাদিগের অপেক্ষা কুরূপ।" ওই সকল গর্বিত এবং অহমিকাসম্পন্ন প্রাণীগণের

বর্ণাভিমান হেতু ভূমি-পর্পট অন্তর্হিত হইল। তৎপরে বদালতার[১] উৎপত্তি হইল। যেইরূপ কলম্বুকার[২] উৎপত্তি হয় সেইরূপেই উহা আবির্ভূত হইল। উহা বর্ণ, গন্ধ ও রসসম্পন্ন হইল। উহা সুসম্পাদিত ঘৃত অথবা নবনীতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইল; বিশুদ্ধ ক্ষুদ্রা-মধুর ন্যায় আস্বাদবিশিষ্ট হইল।

১৫. 'তখন, বাসেট্‌ঠ, ওই সকল সত্ত্বগণ বদালতা আহার করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা উহা উপভোগ করিয়া, উহার ভোজনে নিরত হইয়া, উহাতে পুষ্ট হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করিল। যে পরিমাণে তাহারা এইরূপে পুষ্ট হইল সেই পরিমাণে তাহাদের দেহ অধিকতর কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইল এবং তাহাদের বর্ণেও অধিকতররূপে বৈচিত্র্য প্রকাশিত হইল। কোনো সত্ত্ব সুরূপ হইল, কোনো সত্ত্ব কুরূপ। এইস্থলে যাহারা সুরূপ হইল তাহারা কুরূপগণকে অবজ্ঞা করিল : "আমরা এই সকল সত্ত্ব অপেক্ষা সুরূপ, ইহারা আমাদিগের অপেক্ষা কুরূপ।" ওই সকল গর্বিত এবং অহমিকাসম্পন্ন প্রাণীগণের বর্ণাভিমান হেতু বদালতা অন্তর্হিত হইল। বদালতার অন্তর্ধানের পর তাহারা একত্রিত হইয়া বিলাপ করিল : "আমাদের বদালতা! হায়, আমাদের বদালতা নাই!" বর্তমানেও মনুষ্যগণ কোনো প্রকার দুঃখ-দৌর্মনস্য দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া এইরূপ বলিয়া থাকে : "আমাদের যাহা ছিল তাহা হারাইয়াছি! তাহারা পুরাণ আদিম বাক্যেরই অনুসরণ করে, কিন্তু উহার অর্থ অবগত নয়।'

১৬. 'অতঃপর, বাসেট্‌ঠ, ওই সকল সত্ত্বগণের নিকট হইতে বদালতা অন্তর্হিত হইলে বনহীন ক্ষেত্র হইতে সালি[৩] উদ্গত হইল। উহা কণহীন, তুষহীন, সুগন্ধ তণ্ডুল। সান্ধ্যভোজনের নিমিত্ত সায়ংকালে উহা যেইস্থান হইতে সংগৃহীত হইত সেই স্থানে উহা প্রাতে পুনরায় উৎপন্ন ও পক্ব অবস্থায় দৃষ্ট হইত। প্রাতরাশের নিমিত্ত প্রাতে উহা যেইস্থান হইতে সংগৃহীত হইত, সেইস্থানে উহা সন্ধ্যায় পুনরায় উৎপন্ন ও পক্ব অবস্থায় দৃষ্ট হইত। উৎপাটনের স্থান দৃষ্ট হইত না। তৎপরে, বাসেট্‌ঠ, ওই সকল সত্ত্ব উক্ত সালি উপভোগ করিয়া, উহার ভোজনে নিরত হইয়া, উহাতে পুষ্ট হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করিল। যে পরিমাণে তাহারা এইরূপে পুষ্ট হইল সেই পরিমাণে

---

[১]। মধুর আস্বাদসম্পন্ন লতাবিশেষ।

[২]। সম্ভবত শাকেয় ডাঁটা অথবা কল্মী-শাক।

[৩]। শ্রেষ্ঠ জাতীয় তণ্ডুলবিশেষ।

তাহাদের দেহ অধিকতর কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইল এবং তাহাদের বর্ণেও অধিকতররূপে বৈচিত্র্য প্রকাশিত হইল। স্ত্রী-জাতীয়[১] জীবগণের স্ত্রী-লিঙ্গের বিকাশ হইল, পুরুষ-জাতীয়গণের পুরুষ লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল। স্ত্রীগণ অত্যধিকরূপে পুরুষগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, পুরুষগণ স্ত্রীদিগের প্রতি ওইরূপই করিল। পরস্পরের প্রতি অত্যধিকরূপে দৃষ্টিপাত করিবার ফলে তাহাদের রাগের উৎপত্তি হইল, দেহে প্রদাহ প্রবেশ করিল। ওই প্রদাহ হেতু তাহারা মৈথুন ধর্মের সেবা করিল। বাসেট্‌ঠ, মৈথুন-নিরত সত্ত্বগণকে দেখিয়া কেহ কেহ ধূলি নিক্ষেপ করিল, কেহ ভস্ম, কেহ বা গোময় নিক্ষেপ করিল : "দূর হও! সত্ত্ব সত্ত্বের প্রতি কেন এইরূপ আচরণ করিবে?" বর্তমানেও কোনো কোনো স্থানে নববিবাহিতা বধূকে লইয়া যাইবার সময় কেহ কেহ ধূলি নিক্ষেপ করে, কেহ ভস্ম, কেহ বা গোময় নিক্ষেপ করে। তাহারা পুরাণ আদিম প্রথারই অনুসরণ করে, কিন্তু উহার অর্থ অবগত নয়।

১৭. 'বাসেট্‌ঠ, ওই সময় যাহা অধর্ম বিবেচিত হইত এক্ষণে তাহা ধর্ম বিবেচিত হয়। ওই সময়ে যে-সকল সত্ত্ব মৈথুন ধর্মের সেবা করিত তাহারা এক মাস, এমনকি দুই মাস পর্যন্ত গ্রামে অথবা নগরে প্রবেশ করিতে পাইত না। যেহেতু, বাসেট্‌ঠ, ওই সকল সত্ত্ব ওই সময়ে অসদ্ধর্মে অত্যধিকরূপে অধঃপতিত হইয়াছিল, সেই হেতু তাহারা ওই অধর্ম গোপন করিবার জন্য গৃহ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। অতঃপর, বাসেট্‌ঠ কোনো এক অলস প্রকৃতি সত্ত্ব চিন্তা করিল : "সায়াহ্নে সায়মাশের নিমিত্ত প্রাতে প্রাতরাশের নিমিত্ত সালি সংগ্রহ করিয়া কি আমি বিনষ্ট হইব? অতএব আমি সায়মাশ এবং প্রাতরাশের জন্য সালি একবারেই সংগ্রহ করিব।" অনন্তর, বাসেট্‌ঠ, সেই সত্ত্ব সায়-প্রাতরাশের নিমিত্ত একবারেই সালি সংগ্রহ করিল। তখন অন্য এক সত্ত্ব পূর্বোক্তের নিকট গমন করিয়া তাহাকে বলিল, "এসো, সত্ত্ব, সালি আহরণে যাই।" "হে সত্ত্ব, প্রয়োজন নাই, সায়-প্রাতরাশের সালি আমি একবারেই সংগ্রহ করিয়াছি।" অনন্তর, বাসেট্‌ঠ, সেই সত্ত্ব অপরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া দুইদিনের জন্য সালি একবারেই সংগ্রহ করিল এবং বলিল, "ইহাই উত্তম।" তখন এক সত্ত্ব তাহার নিকট গমন পূর্বক বলিল, "এসো, সত্ত্ব, সালি আহরণে যাই। "হে সত্ত্ব, প্রয়োজন নাই, আমি দুই দিনের সালি একবারেই সংগ্রহ করিয়াছি।" তৎপরে সেই সত্ত্ব অপরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ

---

[১]। পূর্বজন্মে যাহারা স্ত্রী-জাতীয় ছিল।

করিয়া চারি দিনের জন্য সালি একবারেই সংগ্রহ করিল এবং বলিল, "ইহাই উত্তম।" অতঃপর অপর এক সত্ত্ব তাহার নিকট গমন করিয়া বলিল, "এসো, সত্ত্ব সালি আহরণে যাই।" "হে সত্ত্ব, প্রয়োজন নাই, আমি একবারেই চারি দিনের সালি সংগ্রহ করিয়াছি।" তখন সেই সত্ত্ব অপরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আট দিনের জন্য সালি একবারেই সংগ্রহ করিল এবং বলিল, "ইহাই উত্তম।" বাসেট্‌ঠ, যখন হইতে ওই সকল সত্ত্ব সঞ্চিত সালি আহার করিতে আরম্ভ করিল তখন হইতেই তণ্ডুল কণবদ্ধও হইল, তুষবদ্ধও হইল, যেইস্থান হইতে উহা উৎপাটিত হইয়াছিল সেইস্থানে উহা পুনরায় উৎপন্ন হইল না এবং উৎপাটন-স্থান দৃষ্ট হইল, সালি-স্থাণুসমূহ গুল্মাকারে অবস্থান করিল।

১৮. 'তৎপরে, বাসেট্‌ঠ, সত্ত্বগণ একত্রিত হইয়া বিলাপ করিল : "সত্ত্বগণের মধ্যে পাপধর্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আমরা পূর্বে মনোময় ছিলাম, প্রীতি আমাদের ভক্ষ্য ছিল, আমরা স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর শুভস্থায়ী হইয়া সুদীর্ঘকাল যাপন করিয়াছিলাম। দীর্ঘকাল অতীত হইবার পর এমন সময় আসিল যখন আমাদের নিকট জলোপরি রস-পৃথিবীর আবির্ভাব হইল। উহা বর্ণ-গন্ধ-রসসম্পন্ন হইয়াছিল। আমরা হস্তদ্বারা রসমৃত্তিকা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড বিচ্ছিন্ন করিয়া উহা আহার করিতে আরম্ভ করিলাম। উহার ফলে আমাদের স্বয়ংপ্রভা অন্তর্হিত হইল। স্বয়ংপ্রভার অন্তর্ধানের সহিত চন্দ্র-সূর্যের আবির্ভাব হইল। উহাদের আবির্ভাবের সহিত নক্ষত্রসমূহ ও তারকাগণের আবির্ভাব হইল, রাত্রি ও দিনের প্রকাশ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মাসার্ধ, মাস, ঋতু ও সম্বৎসরের প্রকাশ হইল। আমরা রস-মৃত্তিকা উপভোগ করিয়া, মৃত্তিকা-ভোজী হইয়া, উহাতে পুষ্ট হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিলাম। আমাদের মধ্যে পাপ-অকুশল ধর্মের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় রস-পৃথিবী অন্তর্হিত হইল। তৎপরে ভূমি-পর্পটের আবির্ভাব হইল। উহা বর্ণ-গন্ধ-রসসম্পন্ন হইল। আমরা উহা আহার করিতে আরম্ভ করিলাম। উহা উপভোগ করিয়া, উহার ভোজনে নিরত হইয়া, উহাতে পুষ্ট হইয়া আমরা দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিলাম। আমাদের মধ্যে পাপ-অকুশল ধর্মের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় ভূমি-পর্পট অন্তর্হিত হইল। তৎপরে বদালতার উৎপত্তি হইল। উহা বর্ণ, গন্ধ ও রসসম্পন্ন হইল। আমরা বদালতা আহার করিতে আরম্ভ করিলাম। আমরা উহা উপভোগ করিয়া, উহার ভোজনে নিরত হইয়া, উহাতে পুষ্ট হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিলাম। আমাদের মধ্যে পাপ-অকুশল ধর্মের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় বদালতা অন্তর্হিত হইল। তৎপরে বনহীন ক্ষেত্র হইতে সালি উদ্গত হইল, উহা কণহীন, তুষহীন সুগন্ধ তণ্ডুল। সায়মাশের নিমিত্ত সন্ধ্যায় আমরা যেইস্থান হইতে

সংগ্রহ করিতাম, সেই স্থানে উহা প্রাতে পুনরায় উৎপন্ন ও পক্ব অবস্থায় দৃষ্ট হইত। এইরূপে প্রাতে যেইস্থান হইতে উহা সংগৃহীত হইত, সন্ধ্যায় উহা সেই স্থানে পুনরায় উৎপন্ন ও পক্ব অবস্থায় দৃষ্ট হইত। উৎপাটনের স্থান প্রকাশ পাইত না। আমরা ওই সালি উপভোগ করিয়া, উহার ভোজনে নিরত হইয়া, উহাতে পুষ্ট হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলাম। আমাদের মধ্যে পাপ-অকুশল ধর্মের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় তণ্ডুল কণবদ্ধও হইল, তুষবদ্ধও হইল, যেইস্থান হইতে উহা উৎপাটিত হইয়াছিল সেই স্থানে উহা পুনরায় উৎপন্ন হইল না এবং উৎপাটন স্থান প্রকাশ পাইল, সালিস্থাণুসমূহ গুল্মাকারে অবস্থান করিল। অতএব আমরা সালিক্ষেত্র বিভক্ত করিয়া উহার সীমা নির্দেশ করিব।"

অতঃপর, বাসেট্ঠ, ওই সকল সত্ত্ব সালিক্ষেত্র বিভক্ত করিয়া উহার সীমা নির্দেশ করিল।

১৯. 'অনন্তর, বাসেট্ঠ, লোভপ্রকৃতিসম্পন্ন কোনো এক সত্ত্ব আপনার অংশ রক্ষা করিতে করিতে অদত্ত অপরের অংশ গ্রহণপূর্বক উহা উপভোগ করিল। সত্ত্বগণ তাহাকে ধৃত করিয়া বলিল, "হে সত্ত্ব, তুমি পাপ করিয়াছ, যেহেতু স্বকীয় অংশ রক্ষণকালে তুমি অদত্ত অপরের অংশ গ্রহণ পূর্বক উপভোগ করিয়াছ। হে সত্ত্ব, পুনরায় এইরূপ করিও না।" সেই সত্ত্ব "তথাস্তু" বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান করিল। ওই সত্ত্ব দ্বিতীয়বার ওইরূপই করিল, তৃতীয়বারও করিল। সে ধৃত হইয়া সত্ত্বগণ কর্তৃক পাপকর্ম করিতে নিষিদ্ধ হইল। কোনো কোনো সত্ত্ব তাহাকে হস্তদ্বারা, কেহ বা মৃৎপিণ্ডদ্বারা, কেহ বা দণ্ডদ্বারা প্রহার করিল। বাসেট্ঠ, ওই সময় হইতেই চৌর্যের প্রকাশ হইল, নিন্দা, মৃষাবাদ এবং দণ্ড-প্রয়োগের আবির্ভাব হইল।'

২০. 'তৎপরে, বাসেট্ঠ, সত্ত্বগণ একত্রিত হইয়া বিলাপ করিল : "সত্ত্বগণের মধ্যে পাপধর্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, চৌর্য, নিন্দা, মৃষাবাদ এবং দণ্ড-প্রয়োগের আবির্ভাব হইয়াছে, অতএব আমরা এক সত্ত্বকে নির্বাচিত করিব। ওই সত্ত্ব ক্রোধের উপযুক্ত স্থানে ক্রোধ প্রকাশ করিবেন, নিন্দার স্থানে নিন্দার প্রয়োগ করিবেন, যে নির্বাসনের যোগ্য তাহার প্রতি নির্বাসনের ব্যবস্থা করিবেন। আমরা সালির অংশ তাঁহাকে প্রদান করিব।" তখন, বাসেট্ঠ, ওই সকল সত্ত্ব তাহাদিগের মধ্যে যে সত্ত্ব অপেক্ষাকৃত, অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক এবং মহাশক্তিশালী তাহার নিকট গমন করিয়া বলিল, "এসো সত্ত্ব, ক্রোধের উপযুক্ত স্থানে ক্রোধ প্রয়োগ করো, নিন্দার স্থানে নিন্দার প্রয়োগ করো, যে নির্বাসনের যোগ্য তাহার প্রতি নির্বাসনের প্রয়োগ করো। আমরা

তোমাকে সালির অংশ প্রদান করিব।” ওই সত্ত্ব সম্মত হইয়া যথাস্থানে ক্রোধ, নিন্দা ও নির্বাসনের প্রয়োগ করিল। সত্ত্বগণও তাঁহাকে সালির অংশ প্রদান করিল।’

২১. ‘বাসেট্‌ঠ, মহাজন-নির্বাচিত এই অর্থে মহা-সম্মত, মহা-সম্মত’ এই প্রথম নামের আবির্ভাব হইল। ক্ষেত্রের পতি এই অর্থে ‘ক্ষত্রিয়’ রূপ দ্বিতীয় নামের আবির্ভাব হইল। ধর্মের দ্বারা অপরের প্রীতি উৎপাদন করেন এই অর্থে ‘রাজা’ রূপ তৃতীয় নামের আবির্ভাব হইল। এইরূপে, বাসেট্‌ঠ, পুরাতন আদিম অক্ষরানুসারে এই ক্ষত্রিয়মণ্ডলের উৎপত্তি। তাহাদের উৎপত্তি ওই সকল সত্ত্বগণ হইতেই, অন্য কোনো সত্ত্ব হইতে নহে, সদৃশ সত্ত্বগণ হইতেই, অসদৃশ সত্ত্বগণ হইতে নহে এবং উহা ধর্মানুসারেই হইয়াছিল, অধর্মানুসারে নহে। বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোকে এবং পরলোকে ধর্মই শ্রেষ্ঠ।’

২২. ‘বাসেট্‌ঠ, ওই সকল সত্ত্বগণের কেহ কেহ চিন্তা করিল : “সত্ত্বগণের মধ্যে পাপধর্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, চৌর্য, নিন্দা ও মৃষাবাদের আবির্ভাব হইয়াছে, দণ্ডপ্রয়োগ এবং নির্বাসনের আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব আমরা পাপ-অকুশলধর্ম বর্জন করিব।” তাহারা পাপ-অকুশলধর্ম বর্জন করিল। বাসেট্‌ঠ, পাপ-অকুশলধর্ম বর্জন করে এই অর্থে ‘ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ’ এই নামের প্রথম আবির্ভাব হইল। তাহারা অরণ্যে পর্ণকুটির নির্মাণ পূর্বক উহাতে ধ্যানরত হইল। তাহাদের অঙ্গার নাই, ধূম নাই, মুষল পরিত্যক্ত, তাহারা সায়ংকালে সায়মাশের নিমিত্ত, প্রাতে প্রাতরাশের নিমিত্ত আহারান্বেষণে গ্রাম-নগর রাজধানীতে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহারা আহার লাভান্তে পুনরায় অরণ্য-কুটিরে ধ্যানরত হইল। মনুষ্যগণ তাহাদিগকে দেখিয়া বলিল, “এই সকল সত্ত্ব অরণ্যে পর্ণকুটির নির্মাণপূর্বক উহাতে ধ্যানরত, উহাদের অঙ্গার নাই, ধূম নাই, মুষল নাই; সায়াহ্নে সায়মাশের নিমিত্ত প্রাতে প্রাতরাশের নিমিত্ত আহারান্বেষণে তাহারা গ্রাম-নিগম-রাজধানীতে ভ্রমণ করে। আহার লাভান্তে তাহারা পুনরায় অরণ্য-কুটিরে ধ্যানরত হয়।” “ধ্যান করে,” এই নিমিত্ত, বাসেট্‌ঠ, ‘ধ্যায়ী, ধ্যায়ী’ এইরূপ দ্বিতীয় নামের আবির্ভাব হইল।’

২৩. ‘বাসেট্‌ঠ, ওই সকল সত্ত্বের কেহ কেহ অরণ্যে পর্ণকুটিরে ধ্যানসম্পন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া গ্রাম-নিগমসমূহের নিকটস্থ স্থানে

গমনপূর্বক গ্রন্থ[১] রচনায় প্রবৃত্ত হইল। মনুষ্যগণ তাহাদিগকে দেখিয়া বলিল, "এই সকল সত্ত্ব অরণ্যে পর্ণকুটিরে ধ্যানসম্পন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া গ্রাম ও নিগমসমূহের নিকটস্থ স্থানে গমনপূর্বক গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত। ইহারা এক্ষণে ধ্যান করে না।" বাসেট্‌ঠ, "ইহারা এক্ষণে ধ্যান করে না" ইহা হইতে 'অধ্যায়ক' রূপ তৃতীয় নামের আবির্ভাব হইল। ওই সময় ইহারা হীনরূপে জ্ঞাত হইত, এক্ষণে তাহারা শ্রেষ্ঠরূপে গৃহীত। এইরূপে, বাসেট্‌ঠ, পুরাতন আদিম অক্ষরানুসারে এই ব্রাহ্মণ মণ্ডলের উৎপত্তি। তাহাদের উৎপত্তি ওই সকল সত্ত্বগণ হইতেই, অন্য কোনো সত্ত্ব হইতে নহে, সদৃশ সত্ত্বগণ হইতেই, অসদৃশগণ হইতে নহে, এবং উহা ধর্মানুসারেই হইয়াছিল, অধর্মানুসারে নহে। বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোকে এবং পরলোকে ধর্মই শ্রেষ্ঠ।'

২৪. 'বাসেট্‌ঠ, ওই সকল সত্ত্বের মধ্যে কেহ কেহ মৈথুন-ধর্মে যুক্ত হইয়া বিভিন্ন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল। "মৈথুন-ধর্ম যুক্ত হইয়া বিভিন্ন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত" ইহা হইতে, বাসেট্‌ঠ 'বৈশ্য' এই নামের আবির্ভাব হইল। এইরূপে, বাসেট্‌ঠ, পুরাতন আদিম অক্ষরানুসারে এই বৈশ্যমণ্ডলের উৎপত্তি। তাহাদের উৎপত্তি ওই সকল সত্ত্বগণ হইতেই, অন্য কোনো সত্ত্ব হইতে নহে, সদৃশ সত্ত্বগণ হইতেই, অসদৃশগণ হইতে নহে, এবং উহা ধর্মানুসারেই হইয়াছিল, অধর্মানুসারে নহে। বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোকে এবং পরলোকে ধর্মই শ্রেষ্ঠ।'

২৫. 'বাসেট্‌ঠ, ওই সকল সত্ত্বের যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহারা রুদ্রাচারসম্পন্ন হইল। "রুদ্রাচার, ক্ষুদ্রাচার" ইহা হইতে, বাসেট্‌ঠ, 'শূদ্র, শূদ্র' এই নামের উৎপত্তি হইল। এইরূপে, বাসেট্‌ঠ, পুরাতন আদিম অক্ষরানুসারে এই শূদ্রমণ্ডলের উৎপত্তি। তাহাদের উৎপত্তি ওই সকল সত্ত্বগণ হইতেই, অন্য কোনো সত্ত্ব হইতে নহে, সদৃশ সত্ত্বগণ হইতেই, অসদৃশগণ হইতে নহে, এবং উহা ধর্মানুসারেই হইয়াছিল, অধর্মানুসারে নহে, বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোকে এবং পরলোকে ধর্মই শ্রেষ্ঠ।'

২৬. 'বাসেট্‌ঠ, এমন সময় আসিল যখন ক্ষত্রিয়ও স্বধর্মের প্রতি বিরূপ হইয়া গৃহত্যাগপূর্বক গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়া বলিল : "আমি শ্রমণ হইব।" ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রও ওইরূপ করিল। বাসেট্‌ঠ, এই চতুর্বিধ মণ্ডল হইতে শ্রমণ-মণ্ডলের উৎপত্তি হইল। তাহাদের উৎপত্তি ওই সকল

---

[১]। ত্রিবেধ।

সত্ত্বগণ হইতেই, অন্য কোনো সত্ত্ব হইতে নহে, সদৃশগণ হইতেই, অসদৃশগণ হইতে নহে, এবং উহা ধর্মানুসারেই হইয়াছিল, অধর্মানুসারে নহে। বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোকে এবং পরলোকে ধর্মই শ্রেষ্ঠ।'

২৭. 'বাসেট্‌ঠ, ক্ষত্রিয়ও কায়, বাক্য এবং মনের দ্বারা দুরাচারে রত হইয়া, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া, ওইরূপ দৃষ্টির অনুযায়ী কর্মের ফলে মরণান্তে দেহের বিনাশে অপায়-দুর্গতিসম্পন্ন বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়; ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, শ্রমণও ওইরূপ আচরণের ফলে ওইরূপ গতি প্রাপ্ত হয়।'

২৮. 'বাসেট্‌ঠ, ক্ষত্রিয়ও কায়, বাক্য এবং মনের দ্বারা সদাচারে রত হইয়া, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া, ওইরূপ দৃষ্টির অনুযায়ী কর্মের ফলে মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়; ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, শ্রমণও ওইরূপ আচরণের ফলে ওইরূপ গতি প্রাপ্ত হয়।'

২৯. 'বাসেট্‌ঠ, ক্ষত্রিয়ও কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা দ্বয়-কারী[১] হয়, মিশ্র-দৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং ওইরূপ দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া তদনুযায়ী কর্মের ফলে মরণান্তে দেহের বিনাশে সুখ-দুঃখ বেদনা অনুভব করে। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, শ্রমণও ওইরূপ আচরণের ফলে ওইরূপ গতি প্রাপ্ত হয়।'

৩০. 'বাসেট্‌ঠ, ক্ষত্রিয়ও কায়-সংযত, বাক্-সংযত, চিত্ত-সংযত হইয়া সপ্ত বোধিপক্ষীয় ধর্মের ভাবনা করিয়া ইহলোকেই পরিনির্বাণ লাভ করে। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র ও শ্রমণও ওইরূপ আচরণের ফলে ইহলোকেই পরিনির্বাণ লাভ করে।'

৩১. 'বাসেট্‌ঠ, এই চতুর্বর্ণের মধ্যে যিনি ভিক্ষু, অর্হৎ, ক্ষীণাসব, কৃত-কৃত্য, ভারমুক্ত, সদর্থ-প্রাপ্ত, ভববন্ধন-মুক্ত, সম্যক-জ্ঞান-বিমুক্ত হন, তিনি উহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আখ্যা লাভ করেন, এবং তাহা ধর্মানুসারেই হইয়া থাকে, অধর্মানুসারে নহে। বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোকে এবং পরলোকে ধর্মই শ্রেষ্ঠ।'

৩২. 'বাসেট্‌ঠ, ব্রহ্মা সনৎকুমারও এই গাথায় উচ্চারণ করিয়াছেন :

"যাহারা গোত্রসেবী তাহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ,
যিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন, তিনি দেবমনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

বাসেট্‌ঠ, ব্রহ্মা সনৎকুমার কর্তৃক গীত সেই গাথা সুগীত, দুর্গীত নহে; সুভাষিত, দুভার্ষিত নহে; অর্থ-সংহিত, নিরর্থক নহে। আমিও উহার

---

[১]। পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ কর্মের কারক।

অনুমোদন করি। আমিও কহি :

"যাহারা গোত্র-সেবী তাহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ,
যিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন, তিনি দেবমনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

ভগবান এইরূপ বলিলেন। বাসেট্‌ঠ ও ভারদ্বাজ আনন্দিত হইয়া ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

অগ্‌গঞ্‌ঞ সূত্রান্ত সমাপ্ত

২৮. সম্পসাদনীয় সূত্রান্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১. এক সময় ভগবান নালন্দায় পাবারিক[১] আম্রবনে অবস্থান করিতেছিলেন। ওই সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। তৎপরে তিনি ভগবানকে বলিলেন[২], 'দেব, আমি আপনার প্রতি এতই শ্রদ্ধাবান যে আমার মতে উচ্চতর জ্ঞান সম্বন্ধে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কখনো কেহই ছিল না, কখনো হইবে না এবং এখনো নাই।'

'সারিপুত্র, তোমার বাক্য সুন্দর ও সুস্পষ্ট, তুমি সত্যই সিংহনাদ করিয়াছ। তাহা হইলে অতীতে যাঁহারা অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, স্বচিত্তে তাঁহাদের চিত্ত পরিজ্ঞাত হইয়া, তুমি জানিয়াছ তাঁহারা কিরূপ শীলসম্পন্ন, কিরূপ মতবিশিষ্ট, কিরূপ প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন, কিরূপ তাঁহাদের জীবন যাত্রার প্রণালি ছিল এবং কিরূপ মুক্তি তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'তবে কি ভবিষ্যতে যাঁহারা অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হইবেন, স্বচিত্তে তাঁহাদের চিত্ত পরিজ্ঞাত হইয়া, তুমি জানিয়াছ তাঁহারা কিরূপ শীলসম্পন্ন, কিরূপ মতবিশিষ্ট, কিরূপ প্রজ্ঞার অধিকারী হইবেন, কিরূপ তাঁহাদের জীবন যাত্রার প্রণালি হইবে এবং কিরূপ মুক্তি তাঁহারা লাভ করিবেন?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

---

[১]। জনৈক ধনী শ্রেষ্ঠী।

[২]। দ্বিতীয় খণ্ড, মহাপরিনির্বাণ সূত্রান্ত, পদচ্ছেদ নং ১৬ দ্রষ্টব্য।

'তাহা হইলে, সারিপুত্র, বর্তমানে আমি অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, তুমি স্বচিত্তে আমার চিত্ত পরিজ্ঞাত হইয়া জানিয়াছ আমি কিরূপ শীলসম্পন্ন, কিরূপ মতবিশিষ্ট, কিরূপ প্রজ্ঞার অধিকারী, কিরূপ আমার জীবন যাত্রার প্রণালি এবং কিরূপ মুক্তি আমি লাভ করিয়াছি?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'সারিপুত্র, তাহা হইলে অতীত, ভবিষ্যত ও বর্তমান বুদ্ধগণ সম্বন্ধে তোমার চেত-পর্যায় জ্ঞান নাই; তবে কিরূপে তুমি এইরূপ মহৎ ও স্পষ্ট উক্তি করিলে, এইরূপ সিংহনাদ করিলে?'

২. 'ভন্তে, অতীত ভবিষ্যত ও বর্তমান বুদ্ধগণ সম্বন্ধে আমার চেত-পর্যায় জ্ঞান নাই, তথাপি, ভন্তে, ধর্ম-অন্বয় আমার বিদিত। মনে করুন কোনো রাজার সীমান্তে স্থিত নগরী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গঠিত, দুর্ভেদ্য প্রাচীর বেষ্টিত, উহার মাত্র একটি দ্বার; রাজা সেখানে বন্ধু ভিন্ন অপর সকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিবার জন্য চতুর, দক্ষ এবং বুদ্ধিমান প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন। রাজা নগরাভিমুখী পথগুলি পরিদর্শনে যাইয়া প্রাকারে এমন কোনো সন্ধি অথবা বিবর দেখিতে পাইলেন না যাহার মধ্য দিয়া বিড়ালের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র প্রাণীও বাহির হইতে পারে। তিনি চিন্তা করিলেন, "যে-সকল বৃহত্তর প্রাণী এই নগরে প্রবেশ করিবে অথবা উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে, তাহারা সকলেই এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে অথবা নিষ্ক্রান্ত হইবে।" ভন্তে, এইরূপেই ধর্মার্থ আমার বিদিত। অতীতে যাঁহারা অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সকল ভগবান চিত্তের উপক্লেশ-ভূত, প্রজ্ঞার দৌর্বল্যজনক পঞ্চনীবরণ পরিহার করিয়া, চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, যথারূপে সপ্তবোধ্যঙ্গের ভাবনা করিয়া অনুত্তর সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা ভবিষ্যতে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হইবেন তাঁহারাও ওইরূপেই সম্যক সম্বোধি লাভ করিবেন। এইক্ষণে ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, তিনিও ওইরূপেই সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভন্তে, আমি ধর্ম শ্রবণার্থে একসময় এইস্থানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। ওই সময় ভগবান সুন্দর-অসুন্দর বিভক্ত করিয়া আমাকে উত্তরোত্তর প্রণীত প্রণীত ধর্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। ভন্তে, ভগবান আমাকে যে যে ধর্মের উপদেশ দিয়াছিলেন, ওই সকলে জ্ঞান লাভ করিয়া উহাদের মধ্যে আমি একটির পূর্ণতা সাধন করিয়াছিলাম, আমি ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ হইয়াছিলাম : "ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ, ভগবান কর্তৃক ধর্ম স্বাখ্যাত, সংঘ সুপ্রতিপন্ন।"

৩. 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান কুশলধর্ম সম্বন্ধে যে উপদেশ দান করেন তাহা

অতুলনীয়। এই সকল কুশলধর্ম[১]; যথা : চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান, চতুর্বিধ সম্যক প্রধান, চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। ইহার অনুশীলনে ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয়হেতু অনাসবচিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই জগতেই স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া বিহার করেন। ভন্তে, কুশলধর্ম সম্বন্ধে ইহার তুলনা নাই। ভগবান তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। ভগবান যাহা অশেষে জ্ঞাত আছেন তাঁহার অধিক জানিবার এমন কিছুই নাই যাহা জানিয়া অন্য শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কুশলধর্ম সম্বন্ধে ভগবান অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন হইবে।'

৪. 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান আয়তন-প্রজ্ঞপ্তি বিষয়ে যে উপদেশ দান করেন তাহাও অতুলনীয়। এই সকল ছয় আধ্যাত্মিক এবং বাহির আয়তনসমূহ—চক্ষু ও রূপ, শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম। ভন্তে, আয়তন-প্রজ্ঞপ্তি বিষয়ে ইহা অতুলনীয়। ভগবান তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। ভগবান যাহা অশেষে জ্ঞাত আছেন তাহার অধিক জানিবার এমন কিছুই নাই যাহা জানিয়া অন্য শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ আয়তন-প্রজ্ঞপ্তি বিষয়ে ভগবান অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন হইবে।'

৫. 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান গর্ভপ্রবেশ সম্বন্ধে যে উপদেশ দান করেন তাহাও অতুলনীয়। ভন্তে, এই চারি প্রকার গর্ভপ্রবেশ—কেহ সম্মূঢ়াবস্থায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, ওই অবস্থায় তথায় অবস্থান করে, ওই অবস্থায় ওই স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। ইহা প্রথম প্রকার গর্ভপ্রবেশ। পুনরায়, ভন্তে, কেহ সজ্ঞানে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, সম্মূঢ়াবস্থায় তথায় অবস্থান করে, সম্মূঢ়াবস্থায় তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। ইহা দ্বিতীয় প্রকার গর্ভপ্রবেশ। পুনশ্চ, ভন্তে, কেহ সজ্ঞানে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, ওই অবস্থায় তথায় অবস্থান করে, সম্মূঢ়াবস্থায় তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। ইহা তৃতীয় প্রকার গর্ভপ্রবেশ। পুনশ্চ, ভন্তে, কেহ সজ্ঞানে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, ওই অবস্থায় তথায় অবস্থান করে, ওই অবস্থায় তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। ইহা চতুর্থ প্রকার গর্ভপ্রবেশ[২]। ভন্তে,

---

[১]। সপ্ত-ত্রিংশতি বোধিপক্ষীয় ধর্ম।

[২]। টীকাকার বুদ্ধ ঘোষের মতে এই চারিপ্রকার গর্ভপ্রবেশ যথাক্রমে (১) মনুষ্য সাধারণের; (২) অশীতি সংখ্যক মহাথেরগণের; (৩) কোনো বুদ্ধের, পচ্চেক বুদ্ধগণের এবং বোধিসত্ত্বগণের অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের; (৪) সর্বজ্ঞ বোধিসত্ত্বগণের (যাঁহারা পুনর্জন্মের শেষ জন্মে উপনীত হইয়াছেন) পুনর্জন্মকালীন মানসিক অভিব্যক্তি।

গর্ভপ্রবেশের বিষয়ে ইহার তুলনা নাই।'

৬. 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান পরচিত্ত উদ্ঘাটন সম্বন্ধে যে উপদেশ দান করেন তাহাও অতুলনীয়। উহা চারি প্রকারে কৃত হয়; যথা : কেহ নিমিত্তের দ্বারা পরচিত্ত প্রকাশ করে—এইরূপ তোমার মন, এইস্থানে তোমার মন, এইরূপ তোমার চিত্ত। সে যতই প্রকাশ করুক তাহার উক্তি ওই প্রকারই হইবে, অন্যপ্রকার নহে, ইহাই প্রথম প্রকার পরচিত্ত উদ্ঘাটন। পুনশ্চ, ভন্তে, কেহ নিমিত্তের দ্বারা পরচিত্ত প্রকাশ না করিয়া, মনুষ্য, অমনুষ্য অথবা দেবতাগণের শব্দ শ্রবণ করিয়া উহা করিয়া থাকে—এইরূপ তোমার মন, এইস্থানে তোমার মন, এইরূপ তোমার চিত্ত। সে যতই প্রকাশ করুক তাহার উক্তি ওই প্রকারই হইবে, অন্যপ্রকার নহে, ইহা দ্বিতীয় প্রকার পরচিত্ত উদ্ঘাটন। পুনশ্চ, ভন্তে, কেহ নিমিত্তের দ্বারাও পরচিত্ত প্রকাশ করে না, মনুষ্য, অমনুষ্য অথবা দেবতাগণের শব্দ শ্রবণ করিয়াও উহা করে না, কিন্তু বিতর্ক এবং বিচাররতের বিতর্ক-বিস্ফার শব্দ শ্রবণ করিয়া উহা করিয়া থাকে—এইরূপ তোমার মন, এইস্থানে তোমার মন, এইরূপ তোমার চিত্ত। সে যতই প্রকাশ করুক তাহার উক্তি ওই প্রকারই হইবে, অন্যপ্রকার নহে, ইহা তৃতীয় প্রকার পরচিত্ত-উদ্ঘাটন। পুনশ্চ, ভন্তে, কেহ নিমিত্তের দ্বারাও পরচিত্ত প্রকাশ করেনা, মনুষ্য, অমনুষ্য অথবা দেবতাগণের শব্দ শ্রবণ করিয়াও উহা করে না, বিতর্ক-বিচাররতের বিতর্ক-বিস্ফার শব্দ শ্রবণ করিয়াও উহা করে না, কিন্তু অবিতর্ক অবিচার সমাধিসম্পন্নের চিত্ত দ্বারা অপরের চিত্ত-পর্যায় অবগত হয়—এই পুরুষের মানসিক সংস্কার যেরূপে প্রণিহিত, সেইরূপে সে পরমুহূর্তে এই এই প্রকার বিতর্ক করিবে। সে যতই প্রকাশ করুক তাহার উক্তি ওই প্রকারই হইবে, অন্যপ্রকার নহে, ইহা চতুর্থ প্রকার পরচিত্ত-উদ্ঘাটন। ভন্তে, পরচিত্ত উদ্ঘাটনের বিষয়ে ইহার তুলনা নাই।

৭. 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান দর্শন-সমাপত্তি বিষয়ে যে উপদেশ দান করেন তাহাও অতুলনীয়। ভন্তে, চারি প্রকার দর্শন সমাপত্তি—কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এইরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ওইরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি এই দেহকে পদতল হইতে ঊর্ধ্বে এবং মস্তকের কেশাগ্র হইতে নিম্নে ত্বক-পরিবেষ্টিত নানাপ্রকার অশুচির আধাররূপে প্রত্যবেক্ষণ করেন : এই দেহে কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, মূত্রাশয়, হৃদ-যন্ত্র, যকৃৎ, পিত্ত-কোষ, প্লীহা, বায়ু-কোষ, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর, করীষ, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূয, লোহিত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, খেল, নাসামল, লসীকা, মূত্র আছে। ইহা প্রথম

দর্শনসমাপত্তি। পুনশ্চ, ভন্তে, ওই শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ পূর্বোক্তরূপ চিত্ত-সমাধিতে উপনীত হইয়া সেই প্রত্যবেক্ষণ সমাপ্তে আরও অগ্রসর হইয়া চর্ম-মাংস-রক্তাবৃত পুরুষ-কঙ্কাল প্রত্যবেক্ষণ করেন। ইহা দ্বিতীয় দর্শন-সমাপত্তি। ভন্তে, পুনশ্চ, ওইরূপ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ আরও অগ্রসর হইয়া ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্র অবিচ্ছিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত পুরুষের বিজ্ঞান-স্রোত প্রত্যবেক্ষণ করেন। ইহা তৃতীয় দর্শন-সমাপত্তি। পুনশ্চ, ভন্তে, তিনি আরও অগ্রসর হইয়া দেখিতে পান ওই বিজ্ঞানস্রোত ইহলোক এবং পরলোকে অপ্রতিষ্ঠিত[১]। ইহা চতুর্থ দর্শন-সমাপত্তি! ভন্তে, দর্শন-সমাপত্তি বিষয়ে ইহার তুলনা নাই।'

৮. 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান পুদ্গল প্রজ্ঞপ্তি সম্বন্ধে যে উপদেশ দান করেন, তাহাও অতুলনীয়। ভন্তে, এই সাত পুদ্গল,—উভয়ভাগ[২] বিমুক্ত, প্রজ্ঞা-বিমুক্ত, কায়ানুদর্শী, দৃষ্টিপ্রাপ্ত, শ্রদ্ধা-বিমুক্ত, ধর্মানুসারী, শ্রদ্ধানুসারী। ভন্তে, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি সম্বন্ধে ইহার তুলনা নাই।'

৯. 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান প্রধানসমূহ সম্বন্ধে যে উপদেশ দেন তাহাও অতুলনীয়। বোজ্ঝাঙ্গ এই সাত প্রকার—স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয়-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্যসম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রশ্রব্ধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ। ভন্তে, প্রধানসমূহ সম্বন্ধে ইহা অতুলনীয়।'

১০. 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান প্রতিপদাসমূহ সম্বন্ধে যে উপদেশ দান করেন, তাহাও অতুলনীয়। এই সকল চারি প্রতিপদা—দুঃসাধ্য এবং বিলম্বিত-জ্ঞানপ্রসূ প্রতিপদা, দুঃসাধ্য এবং ত্বরিতে জ্ঞানদায়ী প্রতিপদা, সুসাধ্য এবং বিলম্বিত-জ্ঞানপ্রসূ প্রতিপদা, সুসাধ্য এবং ত্বরিতে জ্ঞানদায়ী প্রতিপদা। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত প্রতিপদা দুঃসাধ্যতা এবং ধীরগামিতা উভয় কারণেই হীন উক্ত হয়; দ্বিতীয় প্রতিপদা দুঃসাধ্যতার নিমিত্ত হীন কথিত হয়; তৃতীয় প্রতিপদা ধীরগামিতার নিমিত্ত হীন কথিত হয়; চতুর্থ প্রতিপদা সুসাধ্যতা এবং ক্ষিপ্রগতি এই উভয় কারণেই উৎকৃষ্ট কথিত হয়। ভন্তে, প্রতিপদাসমূহ সম্বন্ধে ইহার তুলনা নাই।'

১১. 'পুনশ্চ, ভন্তে, বাক্-সমাচার বিষয়ে ভগবানের উপদেশ অতুলনীয়। কেহ মিথ্যাবাদ-উপসংহিত বাক্য বলেন না, জয়াপেক্ষী হইয়া ভেদ-জনক,

---

[১]। ইহা অর্হতের বিজ্ঞান, তাঁহার উপর কর্ম এবং কর্মফলের প্রভাব নাই।

[২]। নামরূপ।

পিশুন, ক্রোধজনক বাক্য বলেন না, যথাসময়ে জ্ঞানগর্ভ মূল্যবান বাক্য বলিয়া থাকেন। বাক্‌-সমাচার বিষয়ে ইহা অতুলনীয়।'

১২. 'পুনশ্চ, ভন্তে, মনুষ্যের শীলাচার সম্বন্ধে ভগবানের উপদেশ অতুলনীয়। কেহ সৎ, শ্রদ্ধাবান হইয়া থাকেন, কুহক ও লপক হন না, নৈমিত্তিক হন না, নিষ্পেষিক হন না, লাভোপরি লাভগৃধ্‌নু হন না, রক্ষিতেন্দ্রিয় হন, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হন, অপক্ষপাতী, জাগর্যানুযুক্ত, অতন্দ্রিত, বীর্যবান, ন্যায়-প্রতিপন্ন, স্মৃতিমান, বাকপটু, গতিমান, ধৃতিমান, মতিমান হন, পার্থিব ভোগে লোভপরায়ণ হন না, অবহিত ও প্রাজ্ঞ হন। ভন্তে, মনুষ্যের শীলাচার সম্বন্ধে ইহা অতুলনীয়।'

১৩. 'ভন্তে, পুনশ্চ, অনুশাসন-বিধি সম্বন্ধে ভগবানের যে উপদেশ তাহা অতুলনীয়। চারি অনুশাসন-বিধি। ভগবান সম্যক মনঃসংযোগ দ্বারা প্রত্যেক মনুষ্যকে জানিতে পারেন—ওই মনুষ্য শিক্ষানুরূপ আচরণসম্পন্ন হইয়া ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্রোতাপন্ন হইয়া দুর্গতিমুক্ত নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হইবেন। ওইরূপে ভগবান জানিতে পারেন—এই মনুষ্য শিক্ষানুরূপ আচরণসম্পন্ন হইয়া ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু রাগ, দ্বেষ ও মোহের নাশে সকৃদাগামী হইয়া মাত্র একবার এই জগতে আগমন করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবেন; এই মনুষ্য শিক্ষানুরূপ আচরণসম্পন্ন হইয়া পঞ্চ অপরভাগীয় সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবেন এবং ওইস্থান হইতে পুনরাগমন না করিয়া তথায় পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইবেন; এই মনুষ্য শিক্ষানুরূপ আচরণসম্পন্ন হইয়া আসবসমূহের ক্ষয়হেতু অনাসব চিত্তবিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই জগতেই স্বয়ং জানিয়া ও উপলব্ধি করিয়া বিহার করিবেন। ভন্তে, অনুশাসনবিধি সম্বন্ধে ভগবানের এই উপদেশ অতুলনীয়।'

১৪. 'পুনশ্চ, ভন্তে, মনুষ্যের বিমুক্তিবিষয়ক জ্ঞানে ভগবানের উপদেশ অতুলনীয়। ভগবান সম্যক মনঃসংযোগের দ্বারা প্রত্যেক মনুষ্যকে জানিতে পারেন, এই মনুষ্য ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্রোতাপন্ন হইয়া দুর্গতি-মুক্ত নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ; এই মনুষ্য ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু রাগ, দ্বেষ ও মোহের নাশে সকৃদাগামী হইয়া মাত্র একবার এই জগতে আগমন করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবেন; এই মনুষ্য পঞ্চ অবরভাগীয় সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবেন এবং ওইস্থান হইতে পুনরাগমন না করিয়া তথায় পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইবেন; এই মনুষ্য আসবসমূহের ক্ষয়হেতু অনাসব চিত্তবিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই জগতেই স্বয়ং জানিয়া ও উপলব্ধি করিয়া বিহার করিবেন। ভন্তে, মনুষ্যের বিমুক্তিবিষয়ক জ্ঞান সম্বন্ধে ইহা

অতুলনীয়।

১৫. 'পুনশ্চ, ভন্তে, শাশ্বতবাদ সম্বন্ধে ভগবানের উপদেশ অতুলনীয়। ভন্তে, শাশ্বতবাদ ত্রিবিধ। কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এইরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, এইরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি অনেক পূর্ব-নিবাস স্মরণ করেন—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, এক সহস্র, এক লক্ষ, অনেক শত, অনেক সহস্র, অনেক লক্ষ জন্ম। "অমুক স্থানে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। সেখান হইতে চ্যুত হইয়া আমি অমুক স্থানে জন্মিয়াছিলাম। তথায় আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে জন্মিয়াছি।" এইরূপ বহুবিধ পূর্বজন্মের আকার ও প্রকার তিনি স্মরণ করেন। তৎপরে তিনি বলেন, "অতীত কালে জগতের সংবর্ত ও বিবর্ত উভয়ই আমার জ্ঞাত, ভবিষ্যতে জগতের সংবর্ত অথবা বিবর্ত হইবে তাহা আমার জ্ঞাত। আত্মা ও জগৎ শাশ্বত, অপরিণামী, কূটস্থ এবং অচল; যদিও সত্ত্বগণ জন্ম হইতে জন্মান্তরে গমন করে, চ্যুত হয় এবং পুনর্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাশ্বত।" ইহা প্রথম শাশ্বতবাদ। পুনশ্চ, ভন্তে, কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এইরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, এইরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি অনেক পূর্বনিবাস স্মরণ করেন; যথা : এক সংবর্ত-বিবর্ত, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ সংবর্ত-বিবর্ত। "অমুক স্থানে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। সেখান হইতে চ্যুত হইয়া আমি অমুক স্থানে জন্মিয়াছিলাম। তথায় আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে জন্মিয়াছি।" এইরূপ বহু পূর্বজন্মের আকার ও প্রকার তিনি স্মরণ করেন। তৎপরে তিনি বলেন, "অতীতকালে জগতের সংবর্ত ও বিবর্ত উভয়ই আমার জ্ঞাত, ভবিষ্যতে জগতের সংবর্ত অথবা বিবর্ত হইবে তাহাও আমার জ্ঞাত। আত্মা ও জগৎ শাশ্বত, অপরিণামী, কূটস্থ এবং অচল; যদিও সত্ত্বগণ জন্ম হইতে জন্মান্তরে গমন করে, চ্যুত হয় এবং পুনর্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি

অস্তিত্ব শাশ্বত।” ইহা দ্বিতীয় শাশ্বতবাদ। পুনশ্চ, ভন্তে, কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এইরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, এইরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি অনেক পূর্বনিবাস স্মরণ করেন; যথা : দশ সংবর্ত-বিবর্ত, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ সংবর্ত-বিবর্ত। “অমুক স্থানে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। সেখান হইতে চ্যুত হইয়া আমি অমুক স্থানে জন্মিয়াছিলাম। তথায় আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে জন্মিয়াছি।” এইরূপ বহু পূর্বজন্মের আকার ও প্রকার তিনি স্মরণ করেন। তৎপরে তিনি বলেন, “অতীতকালে জগতের সংবর্ত ও বিবর্ত উভয়ই আমার জ্ঞাত, ভবিষ্যতে জগতের সংবর্ত অথবা বিবর্ত হইবে তাহাও আমার জ্ঞাত। আত্মা ও জগৎ শাশ্বত, অপরিণামী, কূটস্থ এবং অচল; যদিও সত্ত্বগণ জন্ম হইতে জন্মান্তরে গমন করে, চ্যুত হয় এবং পুনর্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাশ্বত। ইহা তৃতীয় শাশ্বত-বাদ। ভন্তে, শাশ্বত-বাদ বিষয়ে ইহা অতুলনীয়।

১৬। ‘পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান পূর্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান সম্বন্ধে যে উপদেশ দান করেন, তাহা অতুলনীয়—কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এইরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ওইরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি অনেক পূর্বজন্ম স্মরণ করেন; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, এক সহস্র, এক লক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্ত-কল্প, অনেক বিবর্ত-কল্প, অনেক সংবর্ত-বিবর্ত কল্প। “অমুক স্থানে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। সেখান হইতে চ্যুত হইয়া আমি অমুক স্থানে জন্মিয়াছিলাম। তথায় আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছি। এইরূপে বহু পূর্বজন্ম এবং ওই সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন। ভন্তে, দেবতাগণ আছেন যাঁহাদের আয়ু গণনার দ্বারা অথবা অনুমান দ্বারা নির্ণয় করা যায় না, তথাপি পূর্বে তাঁহাদের যেইরূপ জন্মই হইয়া থাকুক—রূপী, অরূপী, সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী অথবা নৈবসংজ্ঞী-না-অসংজ্ঞী—তাঁহারা ওই সকল পূর্ব জন্মের পূর্ণ

বিবরণ স্মরণ করেন।'

১৭। 'পুনশ্চ, ভন্তে, প্রাণীগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি বিষয়ে জ্ঞান সম্বন্ধে ভগবানের উপদেশ অতুলনীয়। কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এইরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ওইরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি বিশুদ্ধ, লোকাতীত, দিব্যচক্ষুদ্বারা সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি দর্শন করেন; কর্মানুযায়ী গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণের মধ্যে হীন ও উত্তমকে, সুবর্ণ দুর্বর্ণবিশিষ্টকে, সুগত ও দুর্গতকে জানিতে পারেন, "ভদ্রগণ, এই এই সত্ত্ব কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দুরাচারসম্পন্ন, আর্যগণের অপবাদক, মিথ্যাদৃষ্টি সমন্বিত, মিথ্যাদৃষ্টি হইতে উদ্ভূত কর্মপ্রাপ্ত; মরণান্তে দেহের বিনাশে উহারা অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই এই সত্ত্ব কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সদাচরণসম্পন্ন, তাঁহারা আর্যগণের অপবাদ হইতে বিরত, সম্যক দৃষ্টিসমন্বিত, সম্যক দৃষ্টি হইতে উদ্ভূত কর্মপ্রাপ্ত, মরণান্তে দেহের বিনাশে উহারা সুগতিপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন।" এইরূপে তিনি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষুদ্বারা সত্ত্বগণের চ্যুতি উৎপত্তি দর্শন করেন; কর্মানুযায়ী গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণের মধ্যে হীন ও উত্তমকে, সুবর্ণ দুর্বর্ণবিশিষ্টকে, সুগত ও দুর্গতকে জানিতে পারেন। ভন্তে, সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান সম্বন্ধে ইহা অতুলনীয়।

১৮. 'পুনশ্চ, ভন্তে নানাবিধ ঋদ্ধিবিষয়ে ভগবানের উপদেশ অতুলনীয়। ঋদ্ধি দুই প্রকার। এক প্রকার যাহা আসব-যুক্ত, উপাধি-যুক্ত, যাহা "অনার্য" উক্ত হয়। আর এক প্রকার যাহা আসবহীন, উপাধিহীন, যাহা 'আর্য' উক্ত হয়। প্রথমোক্ত ঋদ্ধি কী প্রকার? কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এইরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ওইরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি বহুবিধ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হন : এক হইয়াও বহু হইতে সক্ষম হন, বহু হইয়াও পুনরায় এক হইতে সক্ষম হন, তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, আকাশে গমনের ন্যায় তিনি ভিত্তি, প্রাকার ও পর্বতের গাত্র ভেদ করিয়া অপর পারে অবাধে গমন করেন, জলে উন্মুজ্জন নিমজ্জনের ন্যায় ভূমিতেও উন্মুজ্জন নিমজ্জন করেন, তিনি ভূমিতে গমনের ন্যায় জলতল ভেদ না করিয়া জলের উপর গমন করেন, তিনি পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া পক্ষীর ন্যায় আকাশে গমন করেন, মহাপরাক্রমশালী মহাবল চন্দ্র-সূর্যকে তিনি হস্তদ্বারা স্পর্শ করেন, পরিমর্দন করেন, সশরীরে ব্রহ্মলোক

পর্যন্ত গমন করেন[১]। ইহাই আসব-যুক্ত, উপাধি-যুক্ত ঋদ্ধি যাহা 'অনার্য' কথিত হয়। আসবহীন, উপাধিহীন ঋদ্ধি যাহা 'আর্য' উক্ত হয় উহা কী প্রকার? ভিক্ষু যদি ইচ্ছা করেন "প্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করিব," তাহা হইলে তিনি ওইরূপ স্থানে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করেন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন "অপ্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করিব," তাহা হইলে তিনি ওইরূপ স্থানে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করেন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন "প্রতিকূলে এবং অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করিব", তাহা হইলে তিনি ওইরূপ স্থানে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করেন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন, "অপ্রতিকূল এবং প্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করিব," তাহা হইলে তিনি ওইরূপ স্থানে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করেন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন, "প্রতিকূল এবং অপ্রতিকূল উভয়ই বর্জনপূর্বক উপেক্ষাসম্পন্ন হইয়া বিহার করিব," তাহা হইলে তিনি ওইরূপ স্থানে উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া বিহার করেন। ভন্তে, ইহাই আসবহীন, উপাধিহীন ঋদ্ধি যাহা 'আর্য' উক্ত হয়।

১৯. 'ঋদ্ধি বিষয়ে ইহা অতুলনীয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের জ্ঞাত। ভগবান যাহা অশেষে জ্ঞাত আছেন তাহার অধিক জানিবার এমন কিছুই নাই যাহা জানিয়া অন্য শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ ঋদ্ধি সম্বন্ধে ভগবান অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন হইবেন।'

২০. 'ভন্তে, শ্রদ্ধা ও বীর্যসম্পন্ন, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, কুলপুত্রগণ পুরুষোচিত বল, বীর্য, পরাক্রম এবং ধৈর্য দ্বারা যাহা লাভ করেন, তাহা ভগবানের লব্ধ। ভন্তে, যে কামসুখ ভোগহীন, ইতরসেবিত, সাধারণজনীয়, অনার্য, নিষ্ফল, ভগবান তাহার অনুসরণ করেন না; যাহা আত্মক্লমথরূপ দুঃখ, যাহা অনার্য এবং নিষ্ফল তাহারও অনুসরণ করেন না; ভগবান এই জগতেই সুখপ্রদায়ী চতুর্বিধ উচ্চতর ধ্যান ইচ্ছানুসারে, বিনা-কৃচ্ছ্রে এবং বিনা আয়াসে লাভ করেন। ভন্তে, যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে, "আবুস সারিপুত্র, অতীতকালে সম্বোধি সম্বন্ধে ভগবানের অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন কোনো শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ ছিলেন কি?," তাহা হইলে আমি বলিব "ছিলেন না।" "ভবিষ্যতে সম্বোধি সম্বন্ধে ভগবান অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন কোনো শ্রমণ বা

---

[১]। প্রথম খণ্ড, কেবদ্ধ সূত্র, দ্রষ্টব্য।

ব্রাহ্মণ হইবেন কি?" এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে আমি বলিব "হইবেন না।" "বর্তমানে এমন কোনো শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ আছেন কি যিনি সম্বোধি সম্বন্ধে ভগবান "অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন?" এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে আমি বলিব "নাই।" ভন্তে, যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "আবুস সারিপুত্র, অতীতকালে সম্বোধি বিষয়ে ভগবানের সদৃশ কোনো শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ ছিলেন কি?," তাহা হইলে আমি বলিব "ছিলেন"। "ভবিষ্যতে ওই বিষয়ে ভগবানের সদৃশ কোনো শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ হইবেন কি?" এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে আমি বলিব, "হইবেন"। "বর্তমানে কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আছেন কি যিনি ওই বিষয়ে ভগবানের সদৃশ?" এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে আমি বলিব "নাই"। ভন্তে, যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "আয়ুষ্মান সারিপুত্র কী হেতু একজনের অনুমোদন করেন, একজনের করেন না?" তাহা হইলে আমি বলিব, "আমি ভগবানের উপস্থিতিতে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি এবং তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছি : 'অতীতে সম্বোধি বিষয়ে আমার সদৃশ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণ হইয়াছিলেন।' ওইরূপেই আমি ভগবানের নিকট হইতে শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়াছি : 'ভবিষ্যতে সম্বোধি বিষয়ে আমার সদৃশ অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণ হইবেন।' ওইরূপেই আমি ভগবানের নিকট হইতে শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়াছি : 'একই জগতে একই সময়ে যে দুইজন অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন ইহা অসম্ভব, এইরূপ ঘটনার অবকাশ নাই।" ভন্তে, উক্ত প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া এবং উক্ত প্রকার উত্তর দিয়া কি আমি ভগবদ্বাক্যের যথারূপ প্রকাশক হইব এবং অসত্য দ্বারা উহাকে বিকৃত করিব না? ধর্মের প্রকৃত মর্ম প্রকাশ করিব এবং কোনো বাদশীল সহধর্মী নিন্দা করিবার অবসর পাইবে না?'

'সারিপুত্র, ওইরূপ উত্তর দিয়া তুমি যথার্থই আমার বাক্যের সত্যানুরূপ প্রকাশক হইবে এবং অসত্যাবৃত করিয়া উহাকে বিকৃত করিবে না, কোনো বাদশীল সহধর্মীও নিন্দা করিবার অবসর পাইবে না।'

২১. এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান উদায়ি ভগবানকে বলিলেন, 'আশ্চর্য, অদ্ভুত, ভন্তে, তথাগতের অল্পেচ্ছা, সন্তুষ্টি ও কৃচ্ছ্র, যেহেতু তিনি এইরূপ মহাবল এবং মহানুভাব হইয়াও আপনাকে প্রকাশ করেন না। এই সকলের মধ্যে মাত্র একটি ধর্মও যদি অন্য-তীর্থিয় পরিব্রাজকগণ আপনার মধ্যে দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ পতাকা উত্তোলন করিবে। আশ্চর্য, অদ্ভুত ভন্তে, তথাগতের অল্পেচ্ছা, সন্তুষ্টি ও কৃচ্ছ্র, যেহেতু তিনি এইরূপ মহাবল এবং মহানুভাব হইয়াও আপনাকে প্রকাশ করেন না।'

'উদায়ি, দেখো—"ভগবানের অল্পেচ্ছা, সন্তুষ্টি ও কৃচ্ছ্র, যেহেতু তিনি এইরূপ মহাবল এবং মহানুভাব হইয়াও আপনাকে প্রকাশ করেন না।" উদায়ি, এই সকলের মধ্যে মাত্র একটি ধর্মও যদি অন্য-তীর্থিয় পরিব্রাজকগণ আপনার মধ্যে দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ পতাকা উত্তোলন করিবে। উদায়ি, দেখো—"তথাগতের অল্পেচ্ছা সন্তুষ্টি ও কৃচ্ছ্র, যেহেতু তিনি এইরূপ মহাবল এবং মহানুভাব হইয়াও আপনাকে প্রকাশ করেন না।"

২২. অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে সম্বোধন করিলেন, 'অতএব, সারিপুত্র, তুমি এই ধর্মপর্যায় ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের নিকট, উপাসক ও উপাসিকাগণের নিকট অনুক্ষণ প্রকাশ করিবে। যে-সকল নির্বোধ পুরুষের তথাগতের সম্বন্ধে সংশয় অথবা দ্বিধা হইবে, এই ধর্মপর্যায় শ্রবণ করিয়া তাহাদের সংশয় অথবা দ্বিধা দূর হইবে।'

এইরূপে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের সম্মুখে আপনার শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। তন্নিমিত্ত এই ধর্মব্যাখ্যানের নাম 'সম্পসাদনীয়' হইয়াছে।

সম্পসাদনীয় সূত্রান্ত সমাপ্ত

২৯. পাসাদিক সূত্রান্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১. এক সময় ভগবান শাক্যদিগের দেশে অবস্থান করিতেছিলেন। (বেধঞ্ঞা নামক এক শাক্য পরিবারের আম্রবনস্থ প্রাসাদে[১]।) ওই সময়ে অল্পকাল পূর্বেই পাবায় নিগণ্ঠ নাথপুত্তের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে নিগণ্ঠগণ দ্বিধাবিভক্ত ও দ্বন্দ্ব, কলহ, বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে মুখাস্ত্র দ্বারা আহত করিতেছিল : 'তুমি এই ধর্ম ও বিনয় অবগত নও, আমি অবগত আছি, তুমি কী প্রকারে এই ধর্ম ও বিনয় জানিবে?, তুমি মিথ্যাদৃষ্টির অনুবর্তী হইয়াছ, আমি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, আমি প্রাসঙ্গিক কথা বলিতেছি, তুমি অপ্রাসঙ্গিক বলিতেছ, পূর্বে কথনীয় তুমি পশ্চাতে বলিয়াছ, পশ্চাতে কথনীয় পূর্বে বলিয়াছ, তোমার বিচার ব্যর্থ হইয়াছে, তোমার আহ্বান গৃহীত হইয়াছে, তুমি নিগৃহীত হইয়াছ, স্বকীয় দৃষ্টি পরিশুদ্ধ করো, যদি সক্ষম হও

---

[১]। শিল্প শিক্ষাদানের নিমিত্ত ঐ প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল।

আপনাকে পাশমুক্ত করো।' নাথপুত্তের অনুচর নিগণ্ঠগণ যেন পরস্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। নিগণ্ঠ নাথপুত্তের শ্বেতাম্বরধারী গৃহী-শ্রাবকগণও নিগণ্ঠগণের প্রতি উদাসীন হইয়াছিল, বিরক্ত হইয়াছিল, তাহাদের বিরোধী হইয়াছিল, তাহাদের ধর্মবিনয়ের ব্যাখ্যান এতই অপটু হইয়াছিল, উহার প্রচার এতই অফলপ্রদ হইয়াছিল, লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে উহা এতই অক্ষম হইয়াছিল, যেহেতু উহা সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত হয় নাই এবং ভিন্নস্তূপ[১] ও অপ্রতিশরণে পরিণত হইয়াছিল।

২. অনন্তর শ্রামণের চুন্দ পাবায় বর্ষাবাস করিয়া সামাগামে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। তৎপরে তিনি আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন, 'ভন্তে, নিগণ্ঠ নাথপুত্ত সম্প্রতি পাবায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে নিগণ্ঠগণ দ্বিধাবিভক্ত ও দ্বন্দ্ব, কলহ, বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে মুখাস্ত্র দ্বারা আহত করিতেছে : 'তুমি এই ধর্ম ও বিনয় অবগত নও, আমি অবগত আছি, তুমি কী প্রকারে এই ধর্ম ও বিনয় জানিবে? তুমি মিথ্যাদৃষ্টির অনুবর্তী হইয়াছ, আমি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, আমি প্রাসঙ্গিক কথা বলিতেছি, তুমি অপ্রাসঙ্গিক বলিতেছ, পূর্বে কথনীয় তুমি পশ্চাতে বলিয়াছ, পশ্চাতে কথনীয় পূর্বে বলিয়াছ, তোমার বিচার ব্যর্থ হইয়াছে, তোমার আহ্বান গৃহীত হইয়াছে, তুমি নিগৃহীত হইয়াছ, স্বকীয় দৃষ্টি পরিশুদ্ধ করো, যদি সক্ষম হও আপনাকে পাশমুক্ত করো।'[২] নাথপুত্তের অনুচর নিগণ্ঠগণ যেন পরস্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নাথপুত্তের গৃহী-শ্রাবকগণও নিগণ্ঠগণের প্রতি উদাসীন হইয়াছে, বিরক্ত হইয়াছে, তাহাদের বিরোধী হইয়াছে, তাহাদের ধর্মবিনয়ের ব্যাখ্যান এতই অপটু হইয়াছে, উহার প্রচার এতই অফল-প্রদ হইয়াছে, লক্ষ্যে চালিত করিবার এবং শান্তি প্রদানে উহা এতই অক্ষম হইয়াছে, যেহেতু উহা সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত হয় নাই এবং ভিন্নস্তূপ ও অপ্রতিশরণে পরিণত হইয়াছে।'

এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ চুন্দকে বলিলেন, 'চুন্দ, এই বৃত্তান্ত ভগবানের নিকট জ্ঞাপন করিবার যোগ্য, এসো, আমরা ভগবানের নিকট গমন করিয়া ইহা তাঁহার গোচরে আনয়ন করি।'

---

[১]। ভিত্তিহীন।

[২]। দীর্ঘ নিকায়, প্রথম খণ্ড।

'ভন্তে, তথাস্তু' বলিয়া চুন্দ সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

৩. তৎপরে আয়ুষ্মান আনন্দ ও চুন্দ ভগবানের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। এইরূপে উপবিষ্ট হইয়া আনন্দ ভগবানকে বলিলেন, 'ভন্তে, শ্রামণের চুন্দ বলিতেছেন, নিগণ্ঠ নাথপুত্ত সম্প্রতি পাবায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে নিগণ্ঠগণ দ্বিধাবিভক্ত ও দ্বন্দ্ব, কলহ, বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে মুখাস্ত্র দ্বারা আহত করিতেছে : 'তুমি এই ধর্ম ও বিনয় অবগত নও, আমি অবগত আছি, তুমি কী প্রকারে এই ধর্ম ও বিনয় জানিবে? তুমি মিথ্যাদৃষ্টির অনুবর্তী হইয়াছ, আমি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, আমি প্রাসঙ্গিক কথা বলিতেছি, তুমি অপ্রাসঙ্গিক বলিতেছ, পূর্বে কথনীয় তুমি পশ্চাতে বলিয়াছ, পশ্চাতে কথনীয় পূর্বে বলিয়াছ, তোমার বিচার ব্যর্থ হইয়াছে, তোমার আহ্বান গৃহীত হইয়াছে, তুমি নিগৃহীত হইয়াছ, স্বকীয় দৃষ্টি পরিশুদ্ধ করো, যদি সক্ষম হও আপনাকে পাশমুক্ত করো। নাথপুত্রের অনুচর নিগণ্ঠগণ যেন পরস্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নিগণ্ঠ নাথপুত্তের শ্বেতাম্বরধারী গৃহী-শ্রাবকগণও নিগণ্ঠগণের প্রতি উদাসীন হইয়াছে, বিরক্ত হইয়াছে, তাহাদের বিরোধী হইয়াছে, তাহাদের ধর্মবিনয়ের ব্যাখ্যান এতই অপটু হইয়াছে, উহার প্রচার এতই অফল-প্রদ হইয়াছিল, লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে উহা এতই অক্ষম হইয়াছিল, যেহেতু উহা সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত হয় নাই এবং ভিন্নস্তূপ ও অপ্রতিশরণে পরিণত হইয়াছে।

'চুন্দ, যখন ধর্মবিনয়ের ব্যাখ্যান অপটু হয়, উহার প্রচার অফল-প্রদ হয়, লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে উহা অক্ষম হয়, এবং সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত হয় না, তখন এইরূপই হইয়া থাকে।

৪. 'চুন্দ, শাস্তা সম্যকসম্বুদ্ধ না হইলে, ধর্মের ব্যাখ্যান অপটু হইলে, উহার প্রচার অফলপ্রদ হইলে, উহা লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে অক্ষম হইলে এবং সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত না হইলে শ্রাবকও যখন ওই ধর্মানুযায়ী মার্গে আরূঢ় হয় না, উহাতে বিহিত আচারসম্পন্ন হয় না, ধর্মের অনুসরণ করে না, উহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অবস্থান করে; তাহাকে এইরূপ বলিতে পারা যায় : 'মিত্র, তোমার লাভ দুর্লব্ধ, তোমার শাস্তাও সম্যকসম্বুদ্ধ নহেন, ধর্মও সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত নহে, উহা লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে অক্ষম, উহা সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত নহে; তুমি ওই ধর্মানুযায়ী মার্গে আরূঢ় নহ, উহাতে বিহিত আচারসম্পন্ন নহ, ধর্মের অনুসরণকারী নহ, তুমি উহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অবস্থান করো।' এইরূপে,

চুন্দ, শাস্তা ও ধর্ম উভয়ই নিন্দনীয় হয়, শ্রাবক প্রশংসনীয় হয়। চুন্দ, এইরূপ শ্রাবককে যে কহে : 'আয়ুষ্মান, আপনার শাস্তা কর্তৃক ধর্ম যেরূপে উপদিষ্ট এবং ঘোষিত হইয়াছে সেইরূপেই উহার অনুসরণ করুন,' তাহা হইলে উদ্দীপক, উদ্দীপিত এবং উদ্দীপিত হইয়া যে তদনুরূপ আচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা সকলেই বহু অপুণ্য প্রসব করে। কী কারণে? চুন্দ, যখন ধর্মবিনয়ের ব্যাখ্যান অপটু হয়, উহার প্রচার অফল-প্রদ হয়, লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে উহা অক্ষম হয়, এবং উহা সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত হয় না, তখন এইরূপই হইয়া থাকে।

৫। 'চুন্দ, শাস্তা সম্যকসম্বুদ্ধ না হইলে, ধর্মের ব্যাখ্যান অপটু হইলে, উহার প্রচার অফল-প্রদ হইলে, উহা লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে অক্ষম হইলে এবং সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত না হইলে শ্রাবক যখন ওই ধর্মানুযায়ী মার্গে আরূঢ় হয়, উহাতে বিহিত আচারসম্পন্ন হয়, ধর্মের অনুসরণ করে, উহাতে লগ্ন হইয়া অবস্থান করে; তাহাকে এইরূপ বলিতে পারা যায় : 'মিত্র, তোমার লাভ নাই, তোমার ক্ষতি, তোমার শাস্তা ও সম্যকসম্বুদ্ধ নহেন, ধর্মও সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত নহে, উহা লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে অক্ষম, উহা সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত নহে; তুমি ওই ধর্মানুযায়ী মার্গে আরূঢ়, উহাতে বিহিত আচারসম্পন্ন, উহার অনুসরণকারী, তুমি উহাতে লগ্ন হইয়া অবস্থান করো।' এইরূপে চুন্দ, শাস্তাও নিন্দনীয় হন, ধর্মও নিন্দনীয় হয়, শ্রাবকও নিন্দনীয় হয়। চুন্দ, এইরূপ শ্রাবককে যে কহে : 'আয়ুষ্মান অবশ্যই সত্যমার্গে প্রতিষ্ঠিত, আপনি উহাতে পরিপূর্ণতা লাভ করিবেন,' তাহা হইলে যে প্রশংসা করে, এবং যে প্রশংসিত হইয়া অধিকতর উৎসাহ সম্পন্ন হয়, তাহারা সকলেই বহু অপুণ্য প্রসব করে। কী কারণে? চুন্দ, যখন ধর্মবিনয়ের ব্যাখ্যান অপটু হয়, উহার প্রচার অফল-প্রদ হয়, লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে উহা অক্ষম হয়, এবং সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত হয় না, তখন এইরূপই হইয়া থাকে।

৬. চুন্দ, শাস্তা সম্যকসম্বুদ্ধ হইলে, ধর্মের ব্যাখ্যান যথাযথ হইলে, উহার প্রচার ফলপ্রদ হইলে, উহা লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে সক্ষম হইলে এবং সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত হইলে শ্রাবক যখন ওই ধর্মানুযায়ী মার্গে আরূঢ় হয় না, উহাতে বিহিত আচারসম্পন্ন হয় না, ধর্মের অনুসরণ করেন না, উহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অবস্থান করে, তাহাকে এইরূপ বলিতে পারা যায় : 'মিত্র তোমার লাভ নাই, তোমার ক্ষতি, তোমার শাস্তা সম্যকসম্বুদ্ধ, ধর্ম সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত, উহা লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও

শান্তি প্রদানে সক্ষম, উহা সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত; তুমি ওই ধর্মানুযায়ী মার্গে আরূঢ় নহ, উহাতে বিহিত আচারসম্পন্ন নহ, উহার অনুসরণে বিরত, তুমি উহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অবস্থান করো।' এইরূপে, চুন্দ, শাস্তা প্রশংসনীয় হন, ধর্ম প্রশংসনীয় হয়, শ্রাবক নিন্দনীয় হয়। চুন্দ, এইরূপ শ্রাবককে যে কহে : 'আয়ুষ্মান, আপনার শাস্তা কর্তৃক ধর্ম যেরূপে উপদিষ্ট এবং ঘোষিত হইয়াছে সেইরূপেই উহার অনুসরণ করুন,' তাহা হইলে উদ্দীপক, উদ্দীপিত এবং উদ্দীপিত হইয়া যে তদনুরূপ আচরণ করে, তাহারা সকলেই বহু পুণ্য প্রসব করে। কী কারণে? চুন্দ, যখন ধর্মবিনয় সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত হয়, লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম হয়, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত হয়, তখন এইরূপই হইয়া থাকে।

৭. চুন্দ, মনে কর শাস্তা সম্যকসম্বুদ্ধ, ধর্ম সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত, উহা লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম এবং সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত, শ্রাবকও ওই ধর্মানুযায়ী মার্গে আরূঢ়, উহাতে বিহিত আচারসম্পন্ন, উহার অনুসরণকারী, উহাতেই লগ্ন; এইরূপ ক্ষেত্রে তাহাকে বলিতে পারা যায় : 'মিত্র, তোমার লাভ সুলব্ধ, তোমার শাস্তা অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, ধর্ম সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত, উহা লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম এবং সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত; তুমি ওই ধর্মানুযায়ী মার্গে আরূঢ়, উহাতে বিহিত আচারসম্পন্ন, ধর্মের অনুসরণকারী, উহাতে লগ্ন হইয়া তুমি অবস্থান করো।' এইরূপে, চুন্দ, শাস্তাও প্রশংসনীয় হন, ধর্মও প্রশংসনীয় হয়, শ্রাবকও প্রশংসনীয় হয়। যে এইরূপ শ্রাবককে এইরূপ কহে : 'আয়ুষ্মান অবশ্যই সত্যমার্গে প্রতিষ্ঠিত, আপনি উহাতে পরিপূর্ণতা লাভ করিবেন,' যে প্রশংসা করে, যাহাকে প্রশংসা করে, প্রশংসিত হইয়া যে অধিকমাত্রায় উৎসাহসম্পন্ন হয়, তাহারা সকলেই বহু পুণ্য প্রসব করে। কী কারণে? চুন্দ, যখন ধর্মবিনয় সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত হয়, লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম হয়, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত হয়, তখন এইরূপই হইয়া থাকে।

৮. চুন্দ, মনে কর অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ শাস্তা জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন, ধর্মও সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত, উহা লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম এবং সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত, কিন্তু শ্রাবকগণ সদ্ধর্মে পারদর্শী হন নাই, সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য তাঁহাদের নিকট প্রকট হয় নাই, বিবৃত হয় নাই, ব্যাপক ও বিস্ময়কররূপে প্রকাশিত হয় নাই, সর্বজনমধ্যে ঘোষিত হয় নাই, এইরূপ সময়ে শাস্তার অন্তর্ধান হইল। চুন্দ, এইরূপ শাস্তার মৃত্যু শ্রাবকগণের

পক্ষে শোচনীয়। কী কারণে? অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ শাস্তা জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ধর্মও সুব্যাখ্যাত, সুপ্রচারিত, লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম এবং সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা সদ্ধর্মে পারদর্শী হই নাই, সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য আমাদের নিকট প্রকট হয় নাই, বিবৃত হয় নাই, ব্যাপক ও বিস্ময়কররূপে প্রকাশিত হয় নাই, সর্বজনমধ্যে ঘোষিত হয় নাই, এইরূপ সময়ে আমাদের শাস্তার অন্তর্ধান হইল।' চুন্দ, এইরূপ শাস্তার মৃত্যু শ্রাবকগণের পক্ষে শোচনীয়।

৯. চুন্দ, মনে করো, অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ শাস্তা জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন, ধর্মও সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত, উহা লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম এবং সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত, শ্রাবকগণও সদ্ধর্মে পারদর্শী, সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য তাঁহাদের নিকট প্রকট, বিবৃত, ব্যাপক ও বিস্ময়কররূপে প্রকাশিত হইয়াছে, সর্বজনমধ্যে ঘোষিত হইয়াছে, এইরূপ সময়ে শাস্তার অন্তর্ধান হইল। চুন্দ, এইরূপ শাস্তার মৃত্যু শ্রাবকগণের পক্ষে শোচনীয় নয়। কী কারণে? 'অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ শাস্তা জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ধর্মও সুব্যাখ্যাত, সুপ্রচারিত, উহা লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম এবং সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছিল, আমরাও সদ্ধর্মে পারদর্শী, সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য আমাদের নিকট প্রকট, বিবৃত, ব্যাপক ও বিস্ময়কররূপে প্রকাশিত, সর্বজনমধ্যে ঘোষিত, এইরূপ সময়ে আমাদের শাস্তার অন্তর্ধান হইয়াছে। চুন্দ, এইরূপ শাস্তার মৃত্যু শ্রাবকগণের পক্ষে শোচনীয় নয়।

১০. চুন্দ, ব্রহ্মচর্য উক্ত প্রকার অঙ্গসমূহ সম্পন্ন হইলেও, শাস্তা যদি থের না হন, দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বহুবর্ষ প্রব্রজিত, পূর্ণায়ু এবং বার্ধক্যে উপনীত না হন, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে অপূর্ণ হয়। চুন্দ, যখন ব্রহ্মচর্য উক্ত প্রকার অঙ্গসমূহ সম্পন্ন হয়, শাস্তাও থের, দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বহুবর্ষ প্রব্রজিত, পূর্ণায়ু এবং বার্ধক্যে উপনীত হন, তখন ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে পরিপূর্ণ হয়।

১১. চুন্দ, ব্রহ্মচর্য উক্ত প্রকার অঙ্গসমূহ সম্পন্ন হইলেও, শাস্তা থের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বহুবর্ষ প্রব্রজিত, পূর্ণায়ু এবং বার্ধক্যে উপনীত হইলেও যদি তাঁহার থের ভিক্ষু শ্রাবকগণ, পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম না হন, বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

১২. চুন্দ, ব্রহ্মচর্য উক্ত প্রকার অঙ্গসমূহ সম্পন্ন হইলে এবং শাস্তা স্থবির, দীর্ঘ অভিজ্ঞাসম্পন্ন, বহুবর্ষ প্রব্রজিত, পূর্ণায়ু এবং বার্ধক্যে উপনীত হইলেও যদি তাঁহার বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রাবকগণ পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন না এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

চুন্দ, যখন ব্রহ্মচর্য উক্ত প্রকার অঙ্গসমূহ সম্পন্ন হইলে এবং শাস্তা-স্থবির দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বহুবর্ষ প্রব্রজিত, পূর্ণায়ু এবং বার্ধক্যে উপনীত হইলে যদি তাঁহার বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রাবকগণ পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সর্ম্পূণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে পরিপূর্ণ হয়।

চুন্দ, ব্রহ্মচর্য উক্ত প্রকার অঙ্গসমূহ সম্পন্ন হইলে এবং শাস্তা- স্থবির দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বহুবর্ষ প্রবজিত, পূর্ণায়ু এবং বার্ধক্যে উপনীত হইলে এবং তাঁহার বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রাবকগণ পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হন, কিন্তু যদি তাঁহার মধ্যবয়স্ক ভিক্ষু শ্রাবকগণ পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম না হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

মধ্যবয়স্ক ভিক্ষু শ্রাবকগণ পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হইলেও যদি তাঁহার নব ভিক্ষু শ্রাবকগণ পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম না হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

নব ভিক্ষু শ্রাবকগণ পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হইলেও যদি তাঁহার বয়োবৃদ্ধা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেমপ্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম না হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

বয়োবৃদ্ধা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হইলেও যদি তাঁহার মধ্য বয়স্কা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেমপ্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম না হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

মধ্যবয়স্কা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হইলেও যদি তাঁহার নবা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম না হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

নবা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হইলেও যদি তাঁহার গৃহী শুভ্রবসনধারী ব্রহ্মচারী উপাসক শ্রাবকগণ পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেমপ্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম না হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

গৃহী শুভ্রবসনধারী ব্রহ্মচারী উপাসক শ্রাবকগণ পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হইলেও যদি তাঁহার গৃহী শুভ্রবসন ধারী কামভোগী উপাসক শ্রাবকগণ পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম না হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

গৃহী শুভ্রবসনধারী কামভোগী উপাসক শ্রাবকগণ পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হইলেও যদি তাঁহার গৃহিণী শুভ্রবসনা ব্রহ্মচারিনী উপাসিকা শ্রাবিকাগণ-পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেমপ্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম না হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

গৃহিণী শুভ্রবসনা ব্রহ্মচারিনী উপাসিকা শ্রাবিকাগণ পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হইলেও যদি তাঁহার গৃহিণী শুভ্র বসনা কামভোগিনী উপাসিকা শ্রাবিকাগণ পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেমপ্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম না হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

গৃহিণী শুভ্র বসনা কামভোগিনী উপাসিকা শ্রাবিকাগণ পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হইলেও যদি ব্রহ্মচর্য সমৃদ্ধ, স্ফীত, বিস্তৃত, বহুজনাদৃত, বিশেষত্ব প্রাপ্ত, সর্বসাধারণে সুপ্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

ব্রহ্মচর্য সমৃদ্ধ, স্ফীত, বিস্তৃত, বহুজনাদৃত, বিশেষত্ব প্রাপ্ত, সর্বসাধারণে

সুপ্রকাশিত হইলেও যদি শ্রেষ্ঠ লাভ ও শ্রেষ্ঠ যশ প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

চুন্দ, যখন ব্রহ্মচর্য উক্ত প্রকার অঙ্গসমূহ সম্পন্ন হইলে এবং শাস্তা-স্থবির, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, বহুবর্ষপ্রব্রজিত, পূর্ণায়ু এবং বার্ধক্যে উপনীত হইলে, যদি তাঁহার বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রাবকগণ পণ্ডিত, বিনীত বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে পরিপূর্ণ হয়।

মধ্যবয়স্ক ভিক্ষু শ্রাবকগণ পণ্ডিত, বিনীত বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসন পূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে পরিপূর্ণ হয়।

নব ভিক্ষু শ্রাবকগণ পণ্ডিত, বিনীত বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে পরিপূর্ণ হয়।

বয়োবৃদ্ধা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ পণ্ডিত, বিনীত বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসন পূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে পরিপূর্ণ হয়।

মধ্যবয়স্কা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ পণ্ডিত, বিনীত বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে পরিপূর্ণ হয়।

নবা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ পণ্ডিত, বিনীত বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে

পরিপূর্ণ হয়।

গৃহী শুভ্রবসনধারী ব্রহ্মচারী উপাসক শ্রাবকগণ পণ্ডিত, বিনীত বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সর্ম্পূণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে পরিপূর্ণ হয়।

গৃহী শুভ্রবসনধারী কামভোগী উপাসক শ্রাবকগণ পণ্ডিত, বিনীত বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সর্ম্পূণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে পরিপূর্ণ হয়।

গৃহিণী শুভ্রবসনা ব্রহ্মচারিণী উপাসিকা শ্রাবিকাগণ পণ্ডিত, বিনীত বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সর্ম্পূণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে পরিপূর্ণ হয়।

গৃহিণী শুভ্রবসনা কামভোগিনী উপাসিকা শ্রাবিকাগণ পণ্ডিত, বিনীত বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সর্ম্পূণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে পরিপূর্ণ হয়।

ব্রহ্মচর্য সমৃদ্ধ, স্ফীত, বিস্তৃত, বহুজনাদৃত, বিশেষত্বপ্রাপ্ত, সর্বসাধারণে সুপ্রকাশিত হয় এবং শ্রেষ্ঠ লাভ ও শ্রেষ্ঠ যশ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে পরিপূর্ণ হয়।

১৩. চুন্দ, যখন ব্রহ্মচর্য উক্ত প্রকার অঙ্গসম্পন্ন হয় এবং তৎসহ শ্রেষ্ঠ লাভ ও শ্রেষ্ঠ যশ প্রাপ্ত হয়, তখন ওই ব্রহ্মচর্য ওই কারণে পরিপূর্ণ হয়।

১৪. চুন্দ, আমি এক্ষণে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ শাস্তারূপে জগতে আবির্ভূত হইয়াছি, ধর্মও সুব্যাখ্যাত, সুপ্রচারিত, লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম এবং সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত, শ্রাবকগণও সদ্ধর্মে পারদর্শী, সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য তাঁহাদের নিকট প্রকট, বিবৃত, ব্যাপক ও বিস্ময়করররূপে প্রকাশিত হইয়াছে, সর্বজনমধ্যে ঘোষিত হইয়াছে। চুন্দ, আমি এক্ষণে শাস্তা থের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বহুবর্ষ প্রব্রজিত, পূর্ণায়ু ও বার্ধক্যে

উপনীত।

১৫. চুন্দ, আমার ভিক্ষু শ্রাবকগণ আছেন তাঁহারা থের, পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম, বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম। আমার মধ্যবয়স্ক পণ্ডিত ভিক্ষু শ্রাবকগণ আছেন তাঁহারা থের, পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম, বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম। আমার নব ভিক্ষু শ্রাবকগণ আছেন তাঁহারা থের, পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম, বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম। আমার থেরী ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ আছেন তাঁহারা থেরী, পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম, বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম। আমার মধ্যবয়স্কা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ আছেন তাঁহারা থেরী, পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম, বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম। আমার নবা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ আছেন তাঁহারা থেরী, পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম, বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম। আমার উপাসক শ্রাবকগণ আছেন তাঁহারা গৃহী, শ্বেতাম্বর-পরিহিত ব্রহ্মচারী। আমার ওইরূপ গৃহী শ্রাবকগণ আছেন যাঁহারা বিত্তসম্পন্ন। আমার উপাসিকা শ্রাবিকাগণ আছেন তাঁহারা গৃহিণী; শ্বেতাম্বর পরিহিতা, ব্রহ্মচারিণী। আমার ওইরূপ উপাসিকা শ্রাবিকাগণ আছেন যাঁহারা বিত্তসম্পন্ন পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম, বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব সন্দেহ নিরসন পূর্বক ধর্মের উপদেশ দিতে সক্ষম। আমার ব্রহ্মচর্য সমৃদ্ধ, স্ফীত, বিস্তৃত, বহুজনাদৃত, বিশেষত্বপ্রাপ্ত, সর্বসাধারণের সুপ্রকাশিত।

১৬. চুন্দ, বর্তমানে যে-সকল শাস্তা পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন,

তুলনায় তাঁহাদের মধ্যে আমি অপর একজন শাস্তাও দেখি না যিনি আমার ন্যায় লাভাগ্র ও যশাগ্রপ্রাপ্ত। চুন্দ, বর্তমানে পৃথিবীতে যে-সকল সংঘ অথবা গণের আবির্ভাব হইয়াছে, তুলনায় তাহাদের মধ্যে আমি একটি সংঘও দেখি না যাহা ভিক্ষুসংঘের ন্যায় লাভাগ্র ও যশাগ্রপ্রাপ্ত। চুন্দ, সম্যক ভাষী যাহাকে বলিবেন 'সর্বাকারসম্পন্ন, সর্বাকার-পরিপূর্ণ, অন্যূন, অনধিক, সুব্যাখ্যাত, পরিপূর্ণাঙ্গ, সুপ্রকাশিত ব্রহ্মচর্য,' তাহা এই ব্রহ্মচর্য। চুন্দ, উদ্দক রামপুত্ত এইরূপ বলিতেন, 'দেখিয়াও দেখে না।' কী দেখিয়াও দেখে না? উত্তমরূপে শাণিত ক্ষুরের তলদেশ দেখে, উহার ধার দেখে না। ইহাকেই বলে 'দেখিয়াও দেখে না।' চুন্দ, উদ্দক রামপুত্ত কথিত ক্ষুর সম্বন্ধীয় বাক্য হীন, গ্রাম্য, সাধারণোচিত, অনার্য অনর্থ-সংহিত। চুন্দ, সম্যকভাষী যখন বলিবেন 'দেখিয়াও দেখে না,' তখন তিনি এইরূপ বলিবেন, দেখিয়াও দেখে না। কী দেখিয়াও দেখে না? এই প্রকার সর্বাকারসম্পন্ন, সর্বাকার-পরিপূর্ণ, অন্যূন, অনধিক, সুব্যাখ্যাত, পরিপূর্ণাঙ্গ, সুপ্রকাশিত ব্রহ্মচর্য। ইহাই দেখে। উহাকে বিশুদ্ধতর করিবার অভিপ্রায়ে যদি উহা হইতে কোনো অংশ বিচ্ছিন্ন করে তাহা হইলে দেখে না। উহাকে পূর্ণতর করিবার অভিপ্রায়ে যদি উহাতে কিছু প্রক্ষেপ করে, তাহা হইলে দেখে না। ইহাকেই বলে দেখিয়াও দেখে না। চুন্দ, সম্যকভাষী যদি সর্বাকারসম্পন্ন, সর্বাকার-পরিপূর্ণ, অন্যূন, অনধিক, সুব্যাখ্যাত, পরিপূর্ণাঙ্গ, সুপ্রকাশিত ব্রহ্মচর্যের উল্লেখ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই ব্রহ্মচর্যেরই উল্লেখ করিতে হইবে।

১৭. অতএব, চুন্দ, আমার অনুভূত যে-সকল সত্য আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি উহা সকলে একত্রিত ও মিলিত হইয়া, বহুজনের, দেবমনুষ্যের হিত ও সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া, সর্ব অর্থ ও ব্যঞ্জনের সহিত আবৃত্তি করিবে, বিবাদ করিবে না, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য দূরবিস্তৃত ও চিরস্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়। চুন্দ, ওই সকল সত্য কী কী? উহা চারিস্মৃতি প্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্তবোজ্ঝাঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গমার্গ। চুন্দ, এইগুলিই ওই সকল সত্য।

১৮. চুন্দ, তোমরা একত্রিত ও মিলিত হইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া ওই সকল সত্যে শিক্ষিত হইবে। মনে কর কোনো সব্রহ্মচারী সংঘে ধর্ম-ভাষণ করিতেছেন। ওইস্থানে তোমাদের মনে হইতে পারে : 'এই আয়ুষ্মান মিথ্যা অর্থ গ্রহণ করিতেছেন, মিথ্যা ব্যঞ্জনের প্রয়োগ করিতেছেন,' তাঁহার বাক্যের অভিনন্দনও করিবে না, নিন্দাও করিবে না। অভিনন্দন ও নিন্দা না করিয়া

তাঁহাকে এইরূপ বলিতে হইবে : 'আয়ুষ্মান, এই অর্থের এইরূপ এইরূপ ব্যঞ্জন, কোনটি অধিকতর প্রযোজ্য? এই সকল ব্যঞ্জনের এই এই অর্থ, কোনটি অধিকতর প্রযোজ্য?' তিনি যদি বলেন, 'এই অর্থের এই সকল ব্যঞ্জন অধিকতর প্রযোজ্য, এই সকল ব্যঞ্জনের এই এই অর্থ অধিকতর প্রযোজ্য,' তাঁহার বাক্য গ্রহণও করিবে না, বর্জনও করিবে না। গ্রহণ ও বর্জন না করিয়া অর্থ ও ব্যঞ্জন তাঁহাকে উত্তমরূপে সর্ব মনোযোগের সহিত বুঝাইতে হইবে।

১৯. চুন্দ, মনে কর অপর একজন সব্রহ্মচারী সংঘে ধর্মভাষণ করিতেছেন। ওইস্থানে তোমাদের মনে হইতে পারে : 'এই আয়ুষ্মান মিথ্যা অর্থ গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু ব্যঞ্জনের সম্যক প্রয়োগ করিতেছেন,' তাঁহার বাক্যের অভিনন্দনও করিবে না, নিন্দাও করিবে না। অভিনন্দন ও নিন্দা না করিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিতে হইবে : 'আয়ুষ্মান, এই সকল ব্যঞ্জনের এই এই অর্থ, কোনটি অধিকতর প্রযোজ্য?' যদি তিনি বলেন, 'আয়ুষ্মান এই সকল ব্যঞ্জনের এই এই অর্থ অধিকতর প্রযোজ্য,' তাঁহার বাক্য গ্রহণও করিবে না, বর্জনও করিবে না। গ্রহণ ও বর্জন না করিয়া অর্থ তাঁহাকে উত্তমরূপে সর্বমনোযোগের সহিত বুঝাইতে হইবে।

২০. চুন্দ, মনে করো অপর একজন সব্রহ্মচারী সংঘে ধর্ম-ভাষণ করিতেছেন। ওই স্থানে তোমাদের মনে হইতে পারে : 'এই আয়ুষ্মান অর্থ সম্যকরূপে গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু ব্যঞ্জনের সম্যক প্রয়োগ করিতেছেন না,' তাঁহার বাক্যের অভিনন্দনও করিবে না, নিন্দাও করিবে না। অভিনন্দন ও নিন্দা না করিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিতে হইবে : 'আয়ুষ্মান, এই অর্থের এই এই ব্যঞ্জন, কোনটি অধিকতর প্রযোজ্য? তিনি যদি বলেন, 'এই অর্থের এই এই ব্যঞ্জন অধিকতর প্রযোজ্য,' তাঁহার বাক্য গ্রহণও করিবে না, বর্জনও করিবে না। গ্রহণ ও বর্জন না করিয়া ব্যঞ্জন তাঁহাকে উত্তমরূপে সর্বমনোযোগের সহিত বুঝাইতে হইবে।

২১. চুন্দ, মনে কর অপর একজন সব্রহ্মচারী সংঘে ধর্ম-ভাষণ করিতেছেন, ওইস্থানে তোমাদের মনে হইতে পারে : 'এই আয়ুষ্মান অর্থ সম্যকরূপে গ্রহণ করিতেছেন, ব্যঞ্জনের সম্যক প্রয়োগ করিতেছেন,' তখন সাধুকার দিয়া তাঁহার বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিবে। ওইরূপ করিয়া তাঁহাকে বলিতে হইবে : 'আয়ুষ্মান, আমরা সৌভাগ্যবান, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা আপনার ন্যায় অর্থ ও ব্যঞ্জনকুশল সব্রহ্মচারী পাইয়াছি।'

২২. চুন্দ, এই জীবনেই যে-সকল আসবের উৎপত্তি হয়, ওই সকলের সংযমের নিমিত্ত আমি নবধর্মের উপদেশ দিতেছি। আমি যে কেবল পরজীবনের আসবসমূহের বিনাশের জন্যই ধর্মোপদেশ দিতেছি তাহা নহে; চুন্দ, আমি প্রত্যক্ষ জীবনের আসবসমূহের সংযমের জন্য এবং পরজীবনের আসবসমূহের বিনাশের জন্য ধর্মোপদেশ দিতেছি। অতএব, চুন্দ, তোমাদের জন্য আমি যে চীবরের অনুমোদন করিয়াছি উহা শীতোষ্ণের নিবারণের জন্য, দংশ-মশক-বাতাতপ-সরীসৃপের স্পর্শ নিবারণের জন্য পর্যাপ্ত, সেইরূপেই লজ্জানিবারণের জন্য পর্যাপ্ত। আমি যে পিণ্ডপাতের অনুমোদন করিয়াছি উহা এই দেহের স্থিতি এবং পুষ্টির পক্ষে পর্যাপ্ত হইবে; বিহিংসা নিবারণার্থে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপনার্থে পর্যাপ্ত হইবে—'এইরূপে পুরাতন বেদনার বিনাশ-সাধন করিব এবং নতুন বেদনার উৎপাদন করিব না, যাহার ফলে আমার জীবনযাত্রা নির্বাহিত হইবে এবং আমি অনিন্দ্য ও সুখবিহারী হইব।' আমি তোমাদের জন্য যে শয়নাসনের অনুমোদন করিয়াছি, উহা শীতোষ্ণের নিবারণের জন্য, দংশ-মশক-বাতাতপ-সরীসৃপের স্পর্শ নিবারণের জন্য, ঋতু প্রকোপ পরিহারের জন্য, নিভৃতবাসের আনন্দের জন্য পর্যাপ্ত হইবে। আমি তোমাদের জন্য রোগীর ওষুধ ও পথ্যাদি সম্বন্ধে যে ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়াছি উহা উৎপন্ন ব্যাধির বেদনা নিবারণের জন্য এবং সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভের জন্য পর্যাপ্ত হইবে।

২৩. চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ বলিবেন, 'শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সুখভোগে লিপ্ত হইয়া বিহার করেন।' চুন্দ, যে-সকল অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজক ওইরূপ বলিবেন তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিতে হইবে : 'আয়ুষ্মান, সুখ-ভোগানুযোগ কী? উহা অনেক প্রকারের।' চুন্দ, চারি প্রকার আছে যাহা হীন, ইতরসেবিত, সাধারণজনীয়, অনার্য, নিষ্ফল, যাহা নির্বেদ[১], বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণের অনুকূল নহে। কোন চারি প্রকার? চুন্দ, কোনো নির্বোধ প্রাণিহত্যা করিয়া আপনাকে সুখী অনুভব করে, প্রীত হয়, ইহাই প্রথম প্রকার সুখভোগানুযোগ। পুনশ্চ, চুন্দ, কেহ অদত্তের গ্রহণ করিয়া আপনাকে সুখী অনুভব করে, প্রীত হয়, ইহা দ্বিতীয় সুখভোগানুযোগ। পুনশ্চ, চুন্দ, কেহ মৃষাবাদ বলিয়া আপনাকে সুখী অনুভব করে, প্রীত হয়, ইহা তৃতীয় সুখভোগানুযোগ। পুনশ্চ, চুন্দ, কেহ পঞ্চেন্দ্রিয়ের

---

[১]। জাগতিক জীবনে বিরক্তি।

তৃপ্তিরূপ ভোগে বেষ্টিত হইয়া বাস করে। ইহা চতুর্থ প্রকার সুখভোগানুযোগ। চুন্দ, এই সকলই চারি প্রকার সুখভোগ যাহা হীন ইতরসেবিত, সাধারণজনীয়, অনার্য, নিষ্ফল, যাহা নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণের অনুকূল নহে।

২৪. চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থিয়গণ জিজ্ঞাসা করিবে : 'শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কি ওই সকল চারি প্রকার সুখভোগে অনুযুক্ত হইয়া বিহার করেন? 'তাহা নহে' এইরূপ উত্তর উহাদিগকে দিতে হইবে, তাহারা সম্যকভাষী হইবে না, মিথ্যা কুৎসা রটনা করিবে। চুন্দ, চারি প্রকার সুখভোগানুযোগ আছে যাহা সম্পূর্ণরূপে নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণের অনুকূল। কোন চারি প্রকার? চুন্দ, ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশলধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। ইহাই প্রথম প্রকার। পুনশ্চ, চুন্দ, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক শান্তিপ্রদায়ী, চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনকারী অবিতর্ক অবিচার সমাধিজ প্রীতিসুখ-মণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। ইহাই দ্বিতীয় প্রকার। পুনশ্চ, চুন্দ, ভিক্ষু প্রীতিতেও বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া... তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। ইহাই তৃতীয় প্রকার। পুনশ্চ, চুন্দ, ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জন করিয়া... চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। ইহাই চতুর্থ প্রকার। এই সকল চারি সুখভোগানুযোগ যাহা সম্পূর্ণরূপে নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের অনুকূল। চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ বলিবেন, 'শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ এই সকল চারি সুখভোগে অনুযুক্ত হইয়া বিহার করেন।' এইরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে : 'আপনারা যথার্থ বলিয়াছেন,' তাঁহারা সম্যকভাষী হইবেন, মিথ্যা কুৎসারটনাকারী হইবেন না।

২৫. চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ বলিবেন, 'যাঁহারা এই চারি সুখভোগে অনুযুক্ত হইয়া বিহার করেন, তাঁহাদের কি ফল লাভ হইবে, কি ইষ্ট সাধিত হইবে?' তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিতে হইবে : 'যাঁহারা ওই চারি প্রকার সুখভোগে অনুযুক্ত হইয়া বিহার করেন তাঁহাদের চারি প্রকার ফললাভ হইতে পারে, চারি প্রকার ইষ্ট সাধিত হইতে পারে। কী কী প্রকার?

এইস্থলে ভিক্ষু ত্রিবিধ সংযোজনের[১] ক্ষয়হেতু স্রোতাপন্ন ও দুর্গতিমুক্ত হন, তাঁহার সম্বোধি প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। ইহা প্রথম ফল, প্রথম ইষ্ট। পুনশ্চ, ভিক্ষু ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু রাগ, দ্বেষ ও মোহের নাশে সকৃদাগামী হইয়া মাত্র একবার এই জগতে আগমন করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করেন। ইহা দ্বিতীয় ফল, দ্বিতীয় ইষ্ট। পুনশ্চ, ভিক্ষু পঞ্চ অবরভাগীয়[২] সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া তথায় পরিনির্বাণ লাভ করেন, ওই স্থান হইতে তাঁহার পুনরাগমন হয় না। ইহা তৃতীয় ফল, তৃতীয় ইষ্ট। পুনশ্চ, ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয়হেতু অনাসব চিত্তবিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই জগতেই স্বয়ং জানিয়া ও উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। ইহা চতুর্থ ফল, চতুর্থ ইষ্ট। যাঁহারা উক্ত চারি প্রকার সুখভোগে অনুযুক্ত হইয়া বিহার করেন, তাঁহাদের এই চারি প্রকার ফল লাভ হইতে পারে, চারি প্রকার ইষ্ট সাধিত হইতে পারে।'

২৬. চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ বলিবেন, 'শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ধর্মে অপ্রতিষ্ঠ হইয়া বিহার করেন।' চুন্দ, তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিতে হইবে : 'আয়ুষ্মান, জ্ঞান ও দর্শনসম্পন্ন ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক শ্রাবকগণের নিকট ধর্ম উপদিষ্ট ও ঘোষিত হইয়াছে, ওই ধর্ম যাবজ্জীবন অনুল্লঙ্ঘনীয়। যেইরূপ গভীররূপে প্রোথিত প্রস্তর অথবা লৌহস্তম্ভ অচল অটল হইয়া অবস্থান করে, সেইরূপই জ্ঞান ও দর্শনসম্পন্ন ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক শ্রাবকগণের নিকট উপদিষ্ট ও ঘোষিত ধর্ম যাবজ্জীবন অনুল্লঙ্ঘনীয়। যে ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব, উদ্‌যাপিত-ব্রহ্মচর্য, কৃত-কৃত্য, ভারমুক্ত, পরমার্থপ্রাপ্ত, ভববন্ধন-মুক্ত, সম্যক জ্ঞান-বিমুক্ত, নয় প্রকার কর্ম তদ্‌দ্বারা কৃত হওয়া অসম্ভব। ক্ষীণাসব ভিক্ষু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রাণিহত্যা করণে অসমর্থ, চৌর্যকথিত অদত্তের গ্রহণে অসমর্থ, মৈথুন ধর্মের সেবা করিতে অসমর্থ, সংকল্পিত মিথ্যাভাষণে অসমর্থ, পূর্বে গৃহস্থজীবনে পার্থিব সুখভোগের নিমিত্ত যেইরূপ সঞ্চয় করিতেন সেইরূপ সঞ্চয় করণে অসমর্থ, রাগ, দ্বেষ ও মোহের বশবর্তী হইতে অসমর্থ, ভয়াভিভূত হইতে অসমর্থ। যে ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব, উদ্‌যাপিত-ব্রহ্মচর্য, কৃত-কৃত্য, ভারমুক্ত,

---

[১]। যে সকল বন্ধন মানুষকে পুনর্জন্মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। ত্রিবিধ সংযোজন : সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ।

[২]। হীনাংশভাগীয়, কামজগৎ সম্পর্কীয়। উপরোক্ত ত্রিবিধ সংযোজন এবং তৎসহ কামচ্ছন্দ ও ব্যাপাদ।

পরমার্থপ্রাপ্ত, ভববন্ধন-মুক্ত, সম্যক জ্ঞান-বিমুক্ত এই নয় প্রকার কর্ম তদ্‌দ্বারা কৃত হওয়া অসম্ভব।

২৭. চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থীয় পরিব্রাজকগণ বলিবেন, ‘শ্রমণ গৌতম অতীত সম্বন্ধে অসীম জ্ঞান-দর্শন প্রকাশ করেন, কিন্তু অনাগত সম্বন্ধে ওইরূপ জ্ঞান-দর্শন প্রকাশ করেন না; ইহা কী প্রকার? কেন এইরূপ হয়?’ নির্বোধ অজ্ঞান অন্যতীর্থীয় পরিব্রাজকগণ এক প্রকার জ্ঞান-দর্শন দ্বারা অন্য প্রকার জ্ঞান-দর্শন জ্ঞাপিতব্য মনে করে। চুন্দ, অতীত সম্বন্ধে তথাগতের বিজ্ঞান স্মৃতি-অনুসারী। তিনি যতদূর ইচ্ছা ততদূর অনুস্মরণ করেন। ভবিষ্যদ্বিষয়ে তথাগতের বোধিজ জ্ঞান উৎপন্ন হয় : ‘ইহা অন্তিম জন্ম, আর পুনর্জন্ম নাই।’

২৮. চুন্দ, যদি অতীত মিথ্যা হয়, তথ্যানুরূপ না হয়, যদি উহা নিষ্ফল হয়, তাহা হইলে তথাগত ওই বিষয়ে কিছু বলেন না। যদি অতীত সত্য ও তথ্যানুরূপ হয়, কিন্তু অনর্থক হয়, তাহা হইলেও তথাগত ওই বিষয়ে কিছু বলেন না। যদি অতীত সত্য, তথ্যানুরূপ এবং ইষ্টসাধক হয়, তাহা হইলে তথাগত ওই প্রশ্নের উত্তর দান সম্বন্ধে কালজ্ঞ হন।

চুন্দ, যদি ভবিষ্যত মিথ্যা হয়, তথ্যানুরূপ না হয়, যদি উহা নিষ্ফল হয়, তাহা হইলে তথাগত ওই বিষয়ে কিছু বলেন না। যদি ভবিষ্যত সত্য ও তথ্যানুরূপ হয়, কিন্তু অনর্থক হয়, তাহা হইলেও তথাগত ওই বিষয়ে কিছু বলেন না। যদি ভবিষ্যত সত্য, তথ্যানুরূপ এবং ইষ্টসাধক হয়, তাহা হইলে তথাগত ওই প্রশ্নের উত্তর দান সম্বন্ধে কালজ্ঞ হন।

চুন্দ, যদি বর্তমান মিথ্যা হয়, তথ্যানুরূপ না হয়, যদি উহা নিষ্ফল হয়, তাহা হইলে তথাগত ওই বিষয়ে কিছু বলেন না। যদি বর্তমান সত্য ও তথ্যানুরূপ হয়, কিন্তু অনর্থক হয়, তাহা হইলেও তথাগত ওই বিষয়ে কিছু বলেন না। যদি বর্তমান সত্য, তথ্যানুরূপ এবং ইষ্টসাধক হয়, তাহা হইলে তথাগত ওই প্রশ্নের উত্তর দান সম্বন্ধে কালজ্ঞ হন।

এইরূপে চুন্দ, অতীত, ভবিষ্যত ও বর্তমান ধর্মসমূহে তথাগত কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী। তন্নিমিত্ত তিনি তথাগত উক্ত হন।

২৯. চুন্দ, দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণসহ এই জগৎ ও সর্বদেবমনুষ্য কর্তৃক যাহা দৃষ্ট, শ্রুত, অনুভূত, বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, পর্যেষিত, মনে বিচারিত, ওই সমস্তই তথাগতের জ্ঞাত। তন্নিমিত্ত তিনি তথাগত উক্ত হন। চুন্দ, যে রাত্রিতে তথাগত অনুত্তর সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যে

রাত্রে তিনি উপাধিশূন্য নির্বাণ-ধাতুতে পরিনির্বৃত হইয়াছিলেন, এই দুই সময়ের অন্তরে তিনি আলোচনা, কথোপকথন ও নির্দেশ দানের কালে যাহা বলিয়াছেন, তৎসমস্তই সত্য, উহার অন্যথা নাই। তন্নিমিত্ত তিনি তথাগত উক্ত হন। চুন্দ, তথাগত বাক্যানুরূপ কর্মকারী, কর্মানুরূপ ভাষণকারী। এইরূপে, চুন্দ, তিনি যথাবাদী তথাকারী, যথাকারী তথাবাদী, এই নিমিত্ত তিনি তথাগত উক্ত হন। দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক শ্রমণ-ব্রাহ্মণসহ এই জগৎ ও সর্বদেবমনুষ্যের মধ্যে তথাগত সর্ববিজয়ী, অপরাজিত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান। এই নিমিত্ত তিনি তথাগত উক্ত হন।

৩০. চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ বলিবেন, 'আয়ুষ্মান, মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে? ইহাই কী সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা?' যাঁহারা এইরূপ বলেন তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে : 'আয়ুষ্মান, ভগবান বলেন নাই, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।' ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ বলিবেন, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, ইহাই কী সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা?' যাঁহারা এইরূপ বলেন তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে : 'ভগবান ইহাও বলেন নাই।' সম্ভবত অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ বলিবেন, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে এবং থাকেও না ইহাই সত্য অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা? যাঁহারা এইরূপ বলেন তাহাদিগকে বলিতে হইবে 'আয়ুষ্মান, ভগবান বলেন নাই; মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে এবং থাকে না তাহাও নয়, ইহাই কী সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা?' এইরূপ ক্ষেত্রে ওই সকল পরিব্রাজকদিগকে ওই একই প্রকার উত্তর দিতে হইবে।

৩১. চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ বলিবেন, 'আয়ুষ্মান, শ্রমণ গৌতম কর্তৃক ইহা কেন প্রকাশিত হয় নাই?' এইরূপ ক্ষেত্রে তাহাদিগকে বলিতে হইবে : 'এই প্রশ্ন অর্থ-সংহিত নহে, ধর্ম-সংহিত নহে, সর্বোচ্চ ব্রহ্মচর্যের অনুকূল নহে; নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণের অনুকূল নহে। এই কারণে ভগবান কর্তৃক ইহা প্রকাশিত হয় নাই।

৩২. চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ বলিবেন, 'আয়ুষ্মান, শ্রমণ গৌতম কোন প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন?' এইরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে : 'ভগবান দুঃখ কী তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখ-নিরোধগামী মার্গ প্রকাশ করিয়াছেন।

৩৩. চুন্দ, ওই সকল পরিব্রাজকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন : 'কী হেতু

শ্রমণ গৌতম ওই সকল প্রকাশ করিয়াছেন?' এইরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে : 'যেহেতু ইহা অর্থ-সংহিত, ধর্ম-সংহিত, সর্বোচ্চ ব্রহ্মচর্যের অনুকূল; নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্বাণের অনুকূল। এই হেতু ভগবান উহা ব্যক্ত করিয়াছেন।'

৩৪. চুন্দ, পূর্বান্তের সম্পর্কে যে-সকল দৃষ্টি আছে ওই সকল যেরূপে ব্যক্ত হওয়া উচিত আমি সেইরূপেই তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছি; ওই সকল যেরূপে প্রকাশিত হইবার যোগ্য নয়, আমি কি সেইরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ করিব? অপরান্ত সম্পর্কে যে-সকল দৃষ্টি আছে ওই সকলও যেরূপে ব্যক্ত হওয়া উচিত আমি সেইরূপেই তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছি; ওই সকল যেরূপে প্রকাশিত হইবার যোগ্য নয়, আমি কি সেইরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ করিব?

চুন্দ, পূর্বান্ত সম্বন্ধে যে-সকল দৃষ্টি আছে যাহা আমি যথানুরূপ তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছি ওই সকল, এবং যে-সকল প্রকাশের যোগ্য নয়, ওই সকল কী? কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : 'আত্মা ও জগৎ শাশ্বত, ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।'

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : 'আত্মা ও জগৎ অশাশ্বত, ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।'

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : 'আত্মা ও জগৎ শাশ্বত এবং অশাশ্বত, ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।'

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : 'আত্মা ও জগৎ শাশ্বতও নহে, অশাশ্বতও নহে, ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।'

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : 'আত্মা ও জগৎ স্বয়ংকৃত, ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।'

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : 'আত্মা ও জগৎ পর-কৃত, ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।'

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : 'আত্মা ও জগৎ একাধারে স্বয়ংকৃত ও পরকৃত, ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।'

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : 'আত্মা ও জগৎ স্বয়ংকৃতও নহে, পরকৃতও নহে, উহারা

অধীত্য-সমুৎপন্ন; ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : সুখ-দুঃখ শাশ্বত ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : সুখ-দুঃখ অশাশ্বত ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : সুখ-দুঃখ একাধারে শাশ্বত ও অশাশ্বত ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : সুখ-দুঃখ শাশ্বতও নহে, অশাশ্বতও নহে ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : সুখ-দুঃখ স্বয়ংকৃত ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : সুখ-দুঃখ পরকৃত ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : সুখ-দুঃখ একাধারে স্বয়ংকৃত ও পরকৃত ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : সুখ-দুঃখ স্বয়ংকৃত ও নহে, পরকৃতও নহে, উহারা অধীত্য-সমুৎপন্ন। ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

৩৫. চুন্দ, যে-সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ বলেন, 'আত্মা ও জগৎ শাশ্বত, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা,' তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া আমি কহি : 'আপনারা কী বলেন আত্মা ও জগৎ শাশ্বত?' যখন তাঁহারা বলেন 'ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা' তখন আমি উহা অনুমোদন করি না। কী হেতু? এই বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী সত্ত্বগণও আছেন। এই প্রজ্ঞপ্তিতে আমি আমার সদৃশ কাহাকেও দেখি না, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোথা হইতে হইবে? প্রজ্ঞপ্তি বিষয়ে আমিই শ্রেষ্ঠতর।

৩৬. চুন্দ, যে-সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এইরূপ মত ও দৃষ্টিসম্পন্ন : 'আত্মা ও জগৎ অশাশ্বত ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।'

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : 'আত্মা ও জগৎ শাশ্বত এবং অশাশ্বত, ইহাই সত্য, অন্য মত

মিথ্যা।’

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : ‘আত্মা ও জগৎ শাশ্বতও নহে, অশাশ্বতও নহে, ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।’

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : ‘আত্মা ও জগৎ স্বয়ংকৃত, ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।’

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : ‘আত্মা ও জগৎ পর-কৃত, ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।’

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : ‘আত্মা ও জগৎ একাধারে স্বয়ংকৃত ও পরকৃত, ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।’

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : ‘আত্মা ও জগৎ স্বয়ংকৃতও নহে, পরকৃতও নহে, উহারা অধীত্য-সমুৎপন্ন; ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : সুখ-দুঃখ শাশ্বত ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : সুখ-দুঃখ অশাশ্বত ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : সুখ-দুঃখ একাধারে শাশ্বত ও অশাশ্বত ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : সুখ-দুঃখ শাশ্বতও নহে, অশাশ্বতও নহে ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : সুখ-দুঃখ স্বয়ংকৃত ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন-সুখ-দুঃখ পরকৃত ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন : সুখ-দুঃখ একাধারে স্বয়ংকৃত ও পরকৃত ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও

দৃষ্টিসম্পন্ন : সুখ-দুঃখ স্বয়ংকৃতও নহে, পরকৃতও নহে, উহারা অধীত্য-সমুৎপন্ন। ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা,' আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া পূর্বোক্তরূপ প্রশ্ন করি, তাঁহারাও পূর্বের ন্যায় বলেন 'ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।' আমি তাঁহাদের বাক্য অনুমোদন করি না। কী হেতু? এই বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী সত্ত্বগণও আছেন। এই প্রজ্ঞপ্তিতে আমি আমার সদৃশ কাহাকেও দেখি না, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোথা হইতে হইবে? প্রজ্ঞপ্তি বিষয়ে আমিই শ্রেষ্ঠতর। এই সকলই পূর্বান্ত সম্বন্ধীয় দৃষ্টি যাহা যেরূপে প্রকাশিত হওয়া উচিত সেইরূপেই আমি তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছি; ওই সকল যেরূপে প্রকাশিত হইবার যোগ্য নয়, আমি কি সেইরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ করিব?

৩৭. চুন্দ, অপরান্ত সম্বন্ধে যে-সকল দৃষ্টি আছে যাহা আমি যথানুরূপ তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছি ওই সকল, এবং যে-সকল প্রকাশের যোগ্য নয়, ওই সকল কী?

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এইরূপ মত ও দৃষ্টিসম্পন্ন : 'মরণান্তে আত্মা রূপী ও অরোগ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।'

কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এইরূপ মত এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন : 'আত্মা অরূপ অবস্থায় থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।'

আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী হইয়া থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।'

আত্মা রূপীও নহে, অরূপীও নহে, এই অবস্থায় থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।'

আত্মা সচৈতন্য অবস্থায় থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।'

আত্মা অচৈতন্য অবস্থায় থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।'

আত্মা না সচৈতন্য না অচৈতন্য অবস্থায় থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।'

আত্মার উচ্ছেদ ও বিনাশ হয়, মরণের পর উহার অস্তিত্ব থাকে না, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।'

৩৮. চুন্দ, যে-সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ বলেন, 'মরণান্তে আত্মা রূপী ও অরোগ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা,' তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া আমি কহি : 'আপনারা কী বলেন, মরণান্তে আত্মা রূপী ও অরোগ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে?' যখন তাঁহারা বলেন 'ইহাই

সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা,’ তখন আমি উহা অনুমোদন করি না। কী হেতু? এই বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী সত্ত্বগণও আছেন। এই প্রজ্ঞপ্তিতে আমি আমার সদৃশ কাহাকেও দেখি না, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোথা হইতে হইবে? প্রজ্ঞপ্তি বিষয়ে আমিই শ্রেষ্ঠতর।

৩৯. চুন্দ, যে-সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এইরূপ মত ও দৃষ্টিসম্পন্ন : আত্মা অরূপ অবস্থায় থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী হইয়া থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

আত্মা রূপীও নহে, অরূপীও নহে, এইরূপ অবস্থায় থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

আত্মা সচৈতন্য অবস্থায় থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

আত্মা অচৈতন্য অবস্থায় থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

আত্মা না সচৈতন্য না অচৈতন্য অবস্থায় থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

আত্মার উচ্ছেদ ও বিনাশ হয়, মরণের পর উহার অস্তিত্ব থাকে না, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।’

আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া কহি : আপনারা কী বলেন ‘আত্মার উচ্ছেদ ও বিনাশ হয়, মরণের পর উহার অস্তিত্ব থাকে না?’ যখন তাঁহারা বলেন ‘ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা,’ তখন আমি উহা অনুমোদন করি না। কী হেতু? এই বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী সত্ত্বগণও আছেন। এই প্রজ্ঞপ্তিতে আমি আমার সদৃশ কাহাকেও দেখি না, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোথা হইতে হইবে? প্রজ্ঞপ্তি বিষয়ে আমিই শ্রেষ্ঠতর। এই সকলই অপরান্ত সম্বন্ধীয় দৃষ্টি যাহা যেরূপে প্রকাশিত হওয়া উচিত সেইরূপেই আমি তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছি, ওই সকল যেরূপে প্রকাশিত হইবার যোগ্য নয়, আমি কি সেইরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ করিব?

৪০. চুন্দ, পূর্বান্ত ও অপরান্ত সম্বন্ধীয় এই সকল দৃষ্টির বর্জনের নিমিত্ত, উহাদের অতীত হইবার নিমিত্ত আমি চারি ‘স্মৃতি-প্রস্থান[১]’ উপদেশ দিয়াছি। ওই সকল কী কী? চুন্দ, ভিক্ষু উৎসাহপূর্ণ, সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান হইয়া, জগতে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমন করিয়া, কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া বিহার

---

[১]। দ্বিতীয় খণ্ড, মহাসতিপট্‌ঠান সূত্র দ্রষ্টব্য।

করেন, বেদনায় বেদনানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, চিত্তে চিত্তানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন। চুন্দ, পূর্বান্ত ও অপরান্ত সম্বন্ধীয় এই সকল দৃষ্টির বর্জনের নিমিত্ত উহাদের অতীত হইবার নিমিত্ত আমি চারি স্মৃতি-প্রস্থান উপদেশ দিয়াছি।

৪১. ওই সময় আয়ুষ্মান উপবান ভগবানকে ব্যজননিরত হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্দেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান উপবান ভগবানকে বলিলেন, 'ভন্তে, এই ধর্ম-পর্যায় আশ্চর্য, অদ্ভুত, মনোহর, ভন্তে, এই ধর্ম-পর্যায় অতি মনোহর। এই ধর্ম-পর্যায়ের নাম কী?'

'তাহা হইলে, উপবান, এই ধর্ম-পর্যায়কে 'পাসাদিক' নামে গ্রহণ করিতে পার।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন। আনন্দিত হইয়া আয়ুষ্মান উপবান ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

পাসাদিক সূত্রান্ত সমাপ্ত

৩০. লক্ষণ সূত্রান্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১.১. এক সময় ভগবান জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন, 'ভিক্ষুগণ,' ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 'ভন্তে,' তখন ভগবান বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, যিনি মহাপুরুষ তিনি দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণযুক্ত, ওই লক্ষণযুক্ত মহাপুরুষের মাত্র দুই প্রকার গতি, অন্য নাই। গৃহবাসী হইলে তিনি রাজচক্রবর্তী, ধার্মিক, ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্ন-সমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন; যথা : চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং সপ্তম রত্ন স্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দন, তিনি সসাগরা পৃথিবী বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে, মাত্র ধর্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন তিনি পৃথিবীতে আবরণমুক্ত সম্যকসম্বুদ্ধ অর্হৎ পদ প্রাপ্ত হন।[১]

---

[১]। সুত্তনিপাত, সেল সূত্র এবং দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২. 'ভিক্ষুগণ, ওই সকল মহাপুরুষ-লক্ষণ কী কী—যদ্বারা যুক্ত মহাপুরুষের মাত্র দুই প্রকার গতি, অন্য নাই? গৃহবাসী হইলে তিনি রাজচক্রবর্তী, ধার্মিক, ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্ন-সমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন; যথা : চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং সপ্তম রত্ন স্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দন, তিনি সসাগরা পৃথিবী বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে, মাত্র ধর্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরণমুক্ত সম্যকসম্বুদ্ধ অর্হৎ পদপ্রাপ্ত হন।

'ভিক্ষুগণ, মহাপুরুষ সুপ্রতিষ্ঠিত-পাদ। ইহা মহাপুরুষের লক্ষণ।

'পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, মহাপুরুষের পদতলের নিম্নে চক্র দৃষ্ট হয়, উহা সহস্র অর, নেমি ও নাভিযুক্ত, সর্বাকার-পরিপূর্ণ এবং সুবিভক্ত। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, মহাপুরুষ আয়ত পার্ষ্ণিসম্পন্ন ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'দীর্ঘ অঙ্গুলিসম্পন্ন। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'মৃদু-তরুণ হস্ত-পাদসম্পন্ন। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'জাল হস্ত-পাদসম্পন্ন। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'পাদতলের মধ্যস্থলে স্থিত গুল্‌ফ-সন্ধিবিশিষ্ট। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'এণী-জঙ্ঘাবিশিষ্ট। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'দণ্ডায়মান অবস্থায়ই অবনত না হইয়া উভয় হস্ততল দ্বারা জানুদেশ স্পর্শ ও মর্দনে সক্ষম। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'কোষরক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয়সম্পন্ন। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'সুবর্ণবর্ণ ও কাঞ্চনসন্নিভ ত্বকবিশিষ্ট। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তাহার চর্ম এতই সূক্ষ্ম যে ধূলি ও মল উহাতে লিপ্ত হয় না। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তাঁহার প্রত্যেক লোমকূপে মাত্র একটি লোম উৎপন্ন হয়। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তাঁহার লোমসমূহ ঊর্ধ্বাগ্র, নীলাঞ্জনবর্ণ, দক্ষিণাবর্তসম্পন্ন কুণ্ডলবিশিষ্ট। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিব্য ঋজুতাসম্পন্ন। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তিনি সপ্ত-উৎসেধসম্পন্ন। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তাঁহার দেহের পূর্বার্ধ সিংহের ন্যায়। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তিনি উন্নত-বক্ষ। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তিনি ন্যগ্রোধ বৃক্ষের ন্যায় অঙ্গ-সৌষ্ঠবসম্পন্ন, তাঁহার কায়ানুযায়ী ব্যাম এবং ব্যামানুযায়ী কায়। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তিনি সমবর্ত-স্কন্ধ। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তিনি শ্রেষ্ঠরুচিসম্পন্ন। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তিনি সিংহ-হনু। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তিনি চত্বারিংশৎ দন্তবিশিষ্ট। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তিনি সমদন্তবিশিষ্ট। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তিনি অবিবর-দন্ত। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তাঁহার শুভ্রোজ্জ্বল শ্বাদন্ত। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তিনি দীর্ঘ-জিহ্বা। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তিনি দিব্যস্বরসম্পন্ন। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'করবীক পক্ষীর স্বরের ন্যায় মধুর তাঁহার স্বর। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তাঁহার নেত্র গাঢ় নীলবর্ণ। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তাঁহার গো-সদৃশ অক্ষি-পক্ষ্ম। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তাঁহার ভ্রূযুগমধ্যস্থ ঊর্ণ শুভ্র মৃদু তূলসন্নিভ, ভিক্ষুগণ, মহাপুরুষের ভ্রূযুগমধ্যস্থ ঊর্ণ শুভ্র মৃদু তূলসন্নিভ হয়। ইহাও মহাপুরুষ-লক্ষণ।'

'পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, মহাপুরুষ উষ্ণীষ-শীর্য হন। ইহাও মহাপুরুষ-লক্ষণ।'

৩. 'ভিক্ষুগণ, এই সকলই দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ-লক্ষণ। যাহাতে যুক্ত মহাপুরুষের মাত্র দুইপ্রকার গতি, অন্য নাই। গৃহবাসী হইলে তিনি রাজচক্রবর্তী, ধার্মিক, ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্নসমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন; যথা : চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং সপ্তম রত্ন স্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দন, তিনি সসাগরা পৃথিবী বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে, মাত্র ধর্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন তিনি পৃথিবীতে আবরণমুক্ত সম্যকসম্বুদ্ধ অর্হৎ পদপ্রাপ্ত হন। ভিক্ষুগণ, এই সকল মহাপুরুষ-লক্ষণ ভিন্নধর্মীয় ঋষিগণও অবগত আছেন, কিন্তু কোন কর্মের ফলে কোন লক্ষণ লাভ হয় তাহা তাঁহাদের জ্ঞাত নহে।

৪. 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্বজন্ম, পূর্বভব ও পূর্বনিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কুশলধর্মাচরণে দৃঢ়-সংকল্প হইয়াছিলেন, কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সদাচারে, দান বিতরণে, শীল গ্রহণে, উপোসথ পালনে, মাতৃসেবায়, পিতৃসেবায়, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের সেবায়, কুল-জ্যেষ্ঠের সৎকারে এবং অপরাপর মহৎ কুশলকর্মে অবিচলিত-সংকল্প হইয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি ওই কর্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন—দিব্য-আয়ুতে, দিব্যবর্ণে, দিব্যসুখে, দিব্যযশে, দিব্যআধিপত্যে, দিব্যরূপে, দিব্যশব্দে, দিব্যগন্ধে, দিব্যরসে, দিব্যস্পর্শে। তিনি ওইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া ইহলোকে আগমন করিয়া এই সকল মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রাপ্ত হন—সুপ্রতিষ্ঠিত পাদ হইয়া তিনি সমভাবে ভূমিতে পদক্ষেপ করেন, সমভাবে পদ উত্তোলন করেন, সমভাবে সম্পূর্ণ পদতলের দ্বারা ভূমি স্পর্শ করেন।

৫. 'ওই লক্ষণসমন্বিত হইয়া গৃহবাসী হইলে তিনি রাজচক্রবর্তী, ধার্মিক, ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্ন-সমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন; যথা : চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং সপ্তম রত্ন স্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দন; তিনি সসাগরা, উর্বরা, অনিমিত্ত[১] অকণ্টক, সমৃদ্ধ, স্ফীত, সুশান্ত, শিব, শুদ্ধ এই পৃথিবীকে বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে মাত্র ধর্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। রাজা হইয়া তিনি কী লাভ করেন? কোনো মনুষ্য শত্রু অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তাঁহার প্রতিরোধে অক্ষম হয়। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরনমুক্ত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হন। তিনি বুদ্ধ হইয়া কী লাভ করেন? রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ অভ্যন্তর শত্রু এবং বহিঃশত্রুস্বরূপ শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব, মার, ব্রহ্মা অথবা জগতে অপর কেহ তাঁহার প্রতিরোধে অক্ষম। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন।

৬. ওই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

সত্য, ধর্ম, দম, সংযম, শৌচ, শীল,

---

[১]। দস্যুতস্করাদিজনিত অমঙ্গলের চিহ্নশূন্য।

উপোসথ, দান, অহিংসায় রত হইয়া,
বলপ্রয়োগে বিরত হইয়া, দৃঢ় সংকল্পের
সহিত তিনি সমতার আচরণ করিয়া—
ছিলেন। সেই কর্মের ফলে তিনি স্বর্গে
গমন করিয়া সুখ ও ক্রীড়া-রতি অনুভব
করিয়াছিলেন।
ওই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া তিনি পৃথিবীতে
পুনরাগমন করিয়া সম-পদবিক্ষেপে ভূমি স্পর্শ
করিয়াছিলেন। লক্ষণজ্ঞগণ একত্রিত
হইয়া ঘোষণা করিলেন, 'যিনি
সুপ্রতিষ্ঠিতপাদ, তাঁহার অন্তরায় নাই,
গৃহীই হউক অথবা প্রব্রজিতই হউক,
ওই লক্ষণের ওই অর্থ
গৃহবাসী হইলে তিনি বিজয়ী-শত্রুমর্দন
হন, কোনো শত্রু তাঁহার প্রতিরোধ
করিতে পারে না, ওই ধর্মের ফলে কোনো
মনুষ্য তাঁহার পথে অন্তরায় হইতে পারে না।
ওইরূপ পুরুষ যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন,
তাহা হইলে তিনি নৈষ্কাম্যরত ও
বিচক্ষণ হইয়া শ্রেষ্ঠ নরোত্তমে পরিণত
হন, ইহা নিশ্চিত যে তিনি আর গর্ভে
প্রবেশ করেন না; ইহাই তাঁহার স্বাভাবিক নিয়তি।'

৭. 'ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্বজন্ম, পূর্বভব ও পূর্বনিবাসে মনুষ্যজন্মগ্রহণ করিয়া বহুজনের সুখবিধান করিয়াছিলেন, তাহাদের উদ্বেগ, উত্রাস, ভয় অপনোদন করিয়াছিলেন, তাহাদের ধর্মানুযায়ী আশ্রয় ও রক্ষার বিধান করিয়াছিলেন, সর্বপ্রয়োজনীয় বস্তু দান করিয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি ওই কর্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন—দিব্য-আয়ুতে, দিব্যবর্ণে, দিব্যসুখে, দিব্যযশে, দিব্যআধিপত্যে, দিব্যরূপে, দিব্যশব্দে, দিব্যগন্ধে, দিব্যরসে, দিব্যস্পর্শে। তিনি ওই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া ইহলোকে আগমন করিয়া এই মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রাপ্ত হন—তাঁহার পাদতলে সহস্র অর, নেমি ও

নাভিযুক্ত, সর্বাকার-পরিপূর্ণ সুবিভক্ত চক্র প্রকাশিত হয়।

৮. 'তিনি ওই লক্ষণসমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন তাহা হইলে রাজা চক্রবর্তী হন, ধার্মিক, ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্নসমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন; যথা : চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং সপ্তম রত্নস্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দন; তিনি সসাগরা, উর্বরা, অনিমিত্ত, অকন্টক, সমৃদ্ধ, স্ফীত, সুশান্ত, শিব, শুদ্ধ এই পৃথিবীতে বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে মাত্র ধর্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। রাজা হইয়া তিনি কী লাভ করেন? তিনি বহু অনুচরবেষ্টিত হইয়া থাকেন—ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, নগর ও জনপদবাসীগণ, কোষাধ্যক্ষ, প্রহরী, দৌবারিক, অমাত্য, পারিষদ, ক্ষুদ্র রাজগণ, ধনী অভিজাত বংশীয়গণ এবং তরুণ রাজকুমারগণ কর্তৃক তিনি বেষ্টিত হইয়া থাকেন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরনমুক্ত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হন। তিনি বুদ্ধ হইয়া কী লাভ করেন। তিনি বহু অনুচরবেষ্টিত হন—ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ, উপাসক ও উপাসিকাগণ, দেবমনুষ্য-অসুর-নাগ-গন্ধর্বগণ কর্তৃক তিনি বেষ্টিত হইয়া থাকেন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন।

৯. এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

অতীতে পূর্ব পূর্ব জন্মে মনুষ্যরূপে তিনি
বহু জনের সুখবিধান করিয়াছিলেন,
উদ্বেগ, উত্রাস ও ভয় অপনোদন করিয়াছিলেন,
সাগ্রহে তাহাদের আশ্রয় ও রক্ষার বিধান করিয়াছিলেন।
সেই কর্মের ফলে স্বর্গে গমন করিয়া
তিনি সুখ ও ক্রীড়া-রতি অনুভব
করিয়াছিলেন। ওই স্থান হইতে চ্যুত
হইয়া এই পৃথিবীতে পুনরাগমন করিলে
তাঁহার পাদদ্বয়ে সনেমি সহস্র অরযুক্ত চক্র দৃষ্ট হইয়াছিল।
লক্ষণজ্ঞগণ একত্রিত হইয়া শত পুণ্যলক্ষণসম্পন্ন
কুমারকে দেখিয়া বলিলেন :
'তিনি বহু অনুচরবেষ্টিত ও শত্রুমর্দনক্ষম
হইবেন, যেহেতু সম্পূর্ণ নেমিযুক্ত চক্র দৃষ্ট হইয়াছে।

ঈদৃশ পুরুষ যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করেন,
তাহা হইলে তিনি চক্রের প্রবর্তন করিয়া
পৃথিবী শাসন করেন, ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার
অনুগামী হন, তিনি বিপুল যশের অধিকারী হন।
ঈদৃশ পুরুষ যদি নৈষ্কাম্যরত ও বিচক্ষণ হইয়া
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে দেবমনুষ্য-
অসুর-শক্রু-রাক্ষসগণ, গন্ধর্ব-নাগ-বিহঙ্গগণ,
চতুষ্পদগণ সেই অনুত্তর দেবমনুষ্য-পূজিত,
মহা যশশ্বী পুরুষের সেবা করেন।'

১০. 'ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্বজন্মে পূর্বভবে পূর্বনিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাণাতিপাত বর্জনপূর্বক উহাতে বিরত হইয়াছিলেন, দণ্ড ও শস্ত্র পরিহার করিয়া, পাপে-ভয়দর্শী, দয়াপন্ন এবং সর্ব প্রাণীর হিতানুকম্পী হইয়া বিহার করিয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি ওই কর্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন—দিব্য-আয়ুতে, দিব্যবর্ণে, দিব্যসুখে, দিব্যযশে, দিব্যআধিপত্যে, দিব্যরূপে, দিব্যশব্দে, দিব্যগন্ধে, দিব্যরসে, দিব্যস্পর্শে। ওই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া তিনি এই তিন মহাপুরুষ লক্ষণের অধিকারী হন—তিনি আয়তপাষ্ণিসম্পন্ন, দীর্ঘাঙ্গুলিবিশিষ্ট এবং তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিব্য ঋজুতাসম্পন্ন।

১১. 'তিনি ওই ত্রিবিধ লক্ষণসমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন তাহা হইলে রাজা চক্রবর্তী হন। ধার্মিক, ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্নসমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন; যথা : চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং সপ্তম রত্ন স্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র সাহসী, বীরোপম, শক্রুসেনামর্দন; তিনি সসাগরা, উর্বরা, অনিমিত্ত, অকণ্টক, সমৃদ্ধ, স্ফীত, সুশান্ত, শিব, শুদ্ধ এই পৃথিবীতে বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে মাত্র ধর্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। রাজা হইয়া কী লাভ করেন? তিনি দীর্ঘায়ু হন, বহুকাল স্থায়ী হন, বহুদিন জীবন ধারণ করেন, এই সময়ের মধ্যে কোনো মনুষ্য প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা শক্রু তাঁহার জীবন নাশ করিতে পারে না। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরনুক্ত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কী লাভ করেন? তিনি

দীর্ঘায়ু ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হন, বহুকাল জীবনধারণ করেন, এই সময়ের মধ্যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা শত্রু শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ, দেব, মার, ব্রহ্মা অথবা জগতে অপর কেহ তাঁহার জীবন নাশ করিতে পারে না। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ'।

ভগবান এইরূপ বলিলেন।

১২. এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

আপনার মরণ-বধ-ভয় বিদিত হইয়া
তিনি অপরের প্রাণবধে বিরত ছিলেন।
সেই সুকর্মের ফলে তিনি স্বর্গে গমন
করিয়াছিলেন এবং তথায় সুকৃতির
ফল-বিপাক অনুভব করিয়াছিলেন।
ওইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া পুনরায় এই
পৃথিবীতে আগমন করিয়া তিনি তিনটি
লক্ষণযুক্ত হন—দীর্ঘ বিপুল পাণি লাভ
করেন, ব্রহ্মার ন্যায় ঋজু, সুদর্শন এবং
অঙ্গ-সৌষ্ঠবসম্পন্ন হন, সুভুজ, তরুণকান্তিবিশিষ্ট,
শান্তমূর্তি ও সৌভাগ্যযুক্ত হন।
তিনি মৃদু-তরুণ দীর্ঘ অঙ্গুলিবিশিষ্ট হন,
এই ত্রিবিধ মহাপুরুষ-লক্ষণসমন্বিত কুমার
দীর্ঘজীবীরূপে ঘোষিত হন।
যদি গৃহী হন, তিনি বহুকাল জীবনধারণ
করিবেন, যদি প্রব্রজিত হন, তাহা হইলে
আরও অধিককাল জীবিত থাকিবেন;
তিনি আত্মজয়ী হইয়া ঋদ্ধি-ভাবনায়
কালাতিপাত করেন, ইহা দীর্ঘায়ুতার
লক্ষণ।

১৩. 'ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্বজন্ম, পূর্বভব এবং পূর্বনিবাসে মনুষ্যরূপে প্রণীত, সুমিষ্ট খাদ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও পেয় দান করিয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি ওই কর্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন—দিব্য-আয়ুতে, দিব্যবর্ণে, দিব্যসুখে, দিব্যযশে, দিব্যআধিপত্যে, দিব্যরূপে, দিব্যশব্দে,

দিব্যগন্ধে, দিব্যরসে, দিব্যস্পর্শে। ওইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া তিনি এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া সপ্ত উৎসেধরূপ মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রাপ্ত হন—তাঁহার উভয় হস্তে, উভয় পদে, উভয় অংসদেশে এবং স্কন্ধে উৎসেধ লক্ষিত হয়।

১৪. 'তিনি ওই লক্ষণসমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন তাহা হইলে রাজা চক্রবর্তী হন। ধার্মিক, ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্ন-সমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন; যথা : চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং সপ্তম রত্নস্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দন; তিনি সসাগরা, উর্বরা, অনিমিত্ত, অকন্টক, সমৃদ্ধ, স্ফীত, সুশান্ত, শিব, শুদ্ধ এই পৃথিবীতে বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে মাত্র ধর্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। রাজা হইয়া কী লাভ করেন? তিনি প্রণীত, সুমিষ্ট খাদ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয় প্রাপ্ত হন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরনমুক্ত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কী লাভ করেন? তিনি প্রণীত, সুমিষ্ট, খাদ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয় লাভ করেন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন।

১৫. এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

তিনি সুমিষ্ট খাদ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও পেয়
দান করিয়াছিলেন। ওই সুকর্মের ফলে
তিনি বহুকাল নন্দন কাননে আনন্দে
অতিবাহিত করিয়াছিলেন।
তিনি সপ্ত উৎসেধ ও মৃদু হস্ত ও পাদযুক্ত
হইয়া এই জগতে আগমন করেন।
লক্ষণজ্ঞগণ তাঁহাকে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য
লাভীরূপে ব্যক্ত করেন।
তিনি গৃহী-জীবনের জন্যই ওই লক্ষণযুক্ত
হন নাই, প্রব্রজিত হইয়াও তিনি ওই
লক্ষণ লাভ করেন; সর্ব গৃহীবন্ধন
ছিন্ন করিয়াও তিনি উত্তম খাদ্য-ভোজ্য
লাভীরূপে উক্ত হন।

১৬. যেহেতু ভিক্ষুগণ, তিনি পূর্বজন্মে, পূর্বভবে, পূর্বনিবাসে মনুষ্যরূপে

জন্মগ্রহণ করিয়া দান, প্রিয় বাক্য, অর্থচর্যা ও সমানাত্মতারূপ চতুর্বিধ সংগ্রহবস্তু দ্বারা জনপ্রিয় হইয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি ওই কর্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ওইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া তিনি এই দুই মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রাপ্ত হন—মৃদু-তরুণ হস্ত-পাদ এবং জালহস্ত-পাদ।

১৭. 'তিনি ওই সকল লক্ষণযুক্ত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে রাজা চক্রবর্তী হন, ধার্মিক, ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্ন-সমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন; যথা : চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং সপ্তম রত্নস্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দন; তিনি সসাগরা, উর্বরা, অনিমিত্ত, অকণ্টক, সমৃদ্ধ, স্ফীত, সুশান্ত, শিব, শুদ্ধ এই পৃথিবীতে বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে মাত্র ধর্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। রাজা হইয়া কী লাভ করেন? তিনি পরিজনবর্গ, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, নগর ও জনপদবাসীগণ, কোষাধ্যক্ষগণ, প্রহরী ও দৌবারিকগণ, অমাত্য ও পারিষদগণ, ক্ষুদ্র রাজগণ, ধনী-অভিজাতবংশীয়গণ এবং তরুণ রাজকুমারগণের প্রিয় হন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরন্মুক্ত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কী লাভ করেন? তিনি পরিজনগণ, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ, উপাসক ও উপাসিকাগণ, দেবমনুষ্য অসুর নাগ গন্ধর্বগণের প্রিয় হন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন।

১৮. এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

দান, অর্থচর্যা, প্রিয় বাক্য, সমামাত্মতা
দ্বারা বহুজনের চিত্ত জয় করিয়া, উক্ত
গুণসমূহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি স্বর্গে
গমন করেন।
ওইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া পুনরায় ইহলোকে
আগমনপূর্বক তিনি কান্তি ও সৌকুমার্য
সমন্বিত হইয়া পরম সুন্দর দর্শনীয় মৃদু
এবং জালহস্তপদ লাভ করেন।
পারিজনবর্গ তাঁহার আদেশানুবর্তী হয়,

তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া পৃথিবীতে
বাস করেন, প্রিয়বাদী ও হিত-সুখান্বেষী
হইয়া তিনি প্রীতিপ্রদ গুণসমূহের আচরণ
করেন।
যদি তিনি সর্বপার্থিবসুখ ভোগ পরিহার
করেন, তাহা হইলে আত্মজয়ী হইয়া
তিনি জনগণের নিকট ধর্মপ্রকাশ করেন,
তাহারা উপদেষ্টার বাক্য শ্রবণে প্রসন্ন
হইয়া ধর্মের সর্বাঙ্গীন পালনে
রত হয়।

১৯. 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্বজন্মে, পূর্বভবে, পূর্বনিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বহুজনকে অর্থোপসংহিত, ধর্মোপসংহিত হিতবাক্য বলিয়াছিলেন, বহুজনকে উপদেশ দিয়াছিলেন, ধর্ম-যজ্ঞের দ্বারা প্রাণীগণের হিত ও সুখবিধান করিয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি ওই কর্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ওইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া তিনি এই দুই মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রাপ্ত হন—পাদ-মধ্যস্থ গুল্‌ফ-সন্ধি এবং ঊর্ধ্বাগ্রলোম।

২০. 'তিনি ওই লক্ষণসমূহ প্রাপ্ত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে রাজা চক্রবর্তী হন। ধার্মিক, ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্ন-সমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন; যথা : চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং সপ্তম রত্ন স্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দন; তিনি সসাগরা, উর্বরা, অনিমিত্ত, অকন্টক, সমৃদ্ধ, স্ফীত, সুশান্ত, শিব, শুদ্ধ এই পৃথিবীতে বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে মাত্র ধর্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। রাজা হইয়া কী লাভ করেন? তিনি কাম-ভোগীগণের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রমুখ, উত্তম, প্রবর হন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরনমুক্ত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কী লাভ করেন? সর্ব সত্ত্বের মধ্যে তিনি অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রমুখ, উত্তম, প্রবর, হন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন।

২১. এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

তিনি পূর্বে অর্থ ও ধর্মোপসংহিত বাক্য বলিয়া
বহুজনকে উপদেশ দিয়াছিলেন, প্রাণীগণের হিত
ও সুখের বিধান করিয়াছিলেন, মাৎসর্যরহিত
হইয়া ধর্মযজ্ঞ করিয়াছিলেন।
ওই সুকর্মের ফলে তিনি স্বর্গে গমন করিয়া তথায়
আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, এই পৃথিবীতে
আগমন করিয়া দুইটি লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া উত্তম
সুখ অনুভব করিয়াছিলেন।
তাঁহার রোমরাজী ঊর্ধ্বাগ্র এবং পাদগ্রন্থি সুব্যবস্থিত
ছিল, তদুপরি মাংস ও রক্তসহ বিস্তৃত ত্বক শোভন
হইয়াছিল।
ওইরূপ পুরুষ গৃহবাসী হইলে কাম-ভোগীদিগের মধ্যে
শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হন, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর নাই,
তিনি জম্বুদ্বীপ জয়ী হইয়া বিহার করেন।
তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেও উহা অসাধারণ হয়,
তিনি সর্বপ্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন,
তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর নাই, তিনি সর্বজয়ী
হইয়া বিহার করেন।

২২. 'ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্বজন্মে, পূর্বভবে পূর্বনিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া "কিরূপে শীঘ্র জানিতে পারা যায়, শীঘ্র শিক্ষা করিতে পারা যায়, শীঘ্র শিক্ষার সম্যক অনুসরণ হয়, দীর্ঘকাল ক্লিষ্ট হইতে না হয়?" ইহা চিন্তা করিয়া সযত্নে শিল্প, বিদ্যা, আচরণ এবং কর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি ওই কর্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ওইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করিয়া এণী-জঙ্ঘারূপ মহাপুরুষলক্ষণ প্রাপ্ত হন।

২৩. ওই লক্ষণ সমন্বিত হইয়া যদি তিনি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে রাজা-চক্রবর্তী হন। রাজা হইয়া তিনি কী লাভ করেন? যাহা রাজার্হ, রাজচিহ্ন, রাজভোগ্য, রাজোচিত, তাহা তিনি শীঘ্র লাভ করেন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। বুদ্ধ হইয়া তিনি কী লাভ করেন? যাহা শ্রমণার্হ, শ্রমণ-লক্ষণ, শ্রমণোপভোগ্য, শ্রমণোচিত, তাহা তিনি শীঘ্র লাভ করেন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন।

২৪. এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

শিল্প, বিদ্যা, আচরণ এবং কর্ম 'কীরূপে শীঘ্র শিক্ষা
করা যায়' ইহা ইচ্ছা করিয়া যাহাতে কাহারও
কষ্ট না হয় এবং দীর্ঘকাল কাহাকেও ক্লেশ স্বীকার
করিতে না হয়, সেইরূপে তিনি শীঘ্র শিক্ষা দেন।
সেই কুশল সুখবিধায়ক কর্ম করিয়া তিনি মনোজ্ঞ,
সুসংস্থিত, সুগোল, সুজাত, ক্রমোন্নত জঙ্ঘা লাভ
করেন, সূক্ষ্ম ত্বকোপরি তাঁহার রোমরাজী ঊর্ধ্বাগ্রবিশিষ্ট হয়।
সেইপুরুষ এণী-জঙ্ঘ কথিত হন, এবং উহা
অবিলম্বিত সমৃদ্ধিলাভের লক্ষণ কথিত হয়, তাঁহার
প্রত্যেক লোমকূপ হইতে মাত্র একটি লোম
উদ্গত হয়, প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করিলে যাহা ঈপ্সিত
তাহা তিনি অবিলম্বে লাভ করেন।
তাদৃশ পুরুষ নৈষ্কাম্য-চিত্ত ও বিচক্ষণ হইয়া প্রব্রজ্যা
গ্রহণ করিলে সেই মহান গৃহত্যাগী অবিলম্বে
যোগ্যতানুরূপ প্রাপ্তিতে মণ্ডিত হন।

২৫. 'ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্বজন্মে, পূর্বভবে, পূর্বনিবাসে, মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণদিগের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিতেন, "ভন্তে, কুশল কী? অকুশল কী? কী নিন্দনীয়, কী অনিন্দ্য? কি সেবিতব্য, কি সেবিতব্য নহে? কোন কর্ম করিলে উহা দীর্ঘকাল আমার অহিত ও দুঃখের কারণ হইবে? কোন কর্মই বা করিলে উহা দীর্ঘকাল আমার হিত ও সুখের কারণ হইবে?" সেই হেতু তিনি ওই কর্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ওইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করিয়া এই মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রাপ্ত হন—সুমসৃণ ত্বকবিশিষ্ট হন, ত্বকের সূক্ষ্মতার জন্য ধূলি ও মল দেহে লিপ্ত হয় না।

২৬. 'তিনি ওই লক্ষণ সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে চক্রবর্তী রাজা হন। ধার্মিক, ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্ন-সমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন; যথা : চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং সপ্তম রত্ন স্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দন; তিনি

সসাগরা, উর্বরা, অনিমিত্ত, অকন্টক, সমৃদ্ধ, স্ফীত, সুশান্ত, শিব, শুদ্ধ এই পৃথিবীতে বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে মাত্র ধর্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। রাজা হইয়া তিনি কী লাভ করেন? তিনি মহাপ্রাজ্ঞ হন, কামভোগীদিগের মধ্যে কেহই তাঁহার সদৃশ অথবা তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় না। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। বুদ্ধ হইয়া তিনি কী লাভ করেন? তিনি মহাপ্রাজ্ঞ হন, পৃথুপ্রাজ্ঞ, নির্মল জ্ঞানসম্পন্ন, ক্ষিপ্রবুদ্ধি, তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ, নির্বেধিক-প্রাজ্ঞ হন, সর্ব সত্ত্বগণের মধ্যে কেহই প্রজ্ঞায় তাঁহার সদৃশ অথবা তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় না। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন।

২৭. এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

অতীতে পূর্ব পূর্ব জন্মে তিনি জ্ঞানার্থী হইয়া প্রশ্ন
করিয়াছিলেন, উপদেশ শ্রবণেচ্ছায় প্রব্রজিতগণের
সেবা করিয়াছিলেন, জ্ঞাতার্থ হইয়া মঙ্গলোপদেশে
কর্ণপাত করিয়াছিলেন। তিনি প্রজ্ঞালাভরূপ
কর্মহেতু মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সূক্ষ্মত্বকবিশিষ্ট
হইয়া থাকেন। জন্ম-লক্ষণজ্ঞগণ ঘোষণা করিয়াছিলেন,
'তিনি সূক্ষ্মার্থসমূহের সম্যক-দর্শী হইবেন।' তাদৃশ
জন প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করিলে চক্রবর্তী রাজা হইয়া
পৃথিবী শাসন করেন। অর্থানুশাসনে এবং উহার
পরিগ্রহে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা তাঁহার সমান
কেহই থাকে না। যদি তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন,
তাহা হইলে নৈষ্কাম্যরত ও বিচক্ষণ হন, অনুত্তর
বিশিষ্ট প্রজ্ঞার অধিকারী হন, মহাপ্রাজ্ঞ হইয়া বোধি
প্রাপ্ত হন।

২৮. 'ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্বজন্মে, পূর্বভবে, পূর্বনিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রোধহীন ও শান্তচিত্ত ছিলেন, বহু বাক্যের বিষয়ীভূত হইলেও ক্ষোভ, কোপ, দ্বেষ অথবা বিরোধের বশবর্তী হইতেন না; কোপ, দ্বেষ ও দৌর্মনস্য প্রকাশ করিতেন না, সূক্ষ্ম, সুচিক্কণ ও মৃদু ক্ষৌম, কার্পাস, কৌষেয়, ঔর্ণ আস্তরণ ও আচ্ছাদন দান করিতেন, সেইহেতু তিনি সেই কর্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ওইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করিয়া এই মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রাপ্ত হন—সুবর্ণ বর্ণ

ও কাঞ্চন সন্নিভ ত্বকবিশিষ্ট হন।

২৯. 'তিনি ওই লক্ষণসমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে চক্রবর্তী রাজা হন। রাজা হইয়া কী লাভ করেন? তিনি সূক্ষ্ম সুচিক্কণ ও মৃদু কার্পাস, কৌষেয় ও ঔর্ণ আস্তরণ ও আচ্ছাদন লাভ করেন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরনমুক্ত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া কী লাভ করেন? তিনি সূক্ষ্ম সুচিক্কণ ও মৃদু কার্পাস, কৌষেয় ও ঔর্ণ আস্তরণ ও আচ্ছাদন লাভ করেন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন।

৩০. এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

তিনি ক্রোধহীন হইয়া বিরাজ করিতেন এবং সূক্ষ্ম
সুচিক্কণ বস্ত্রাদি দান করিতেন। পৃথিবীতে দেবের
বর্ষণের ন্যায় পূর্ব জন্মে তিনি দান করিয়াছিলেন,
ওই কর্ম করিয়া এইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া সুকৃতির
ফল স্বরূপ স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এইস্থানে তিনি
কনকতুল্য দেহবিশিষ্ট হইয়া সুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের ন্যায়
অবস্থান করেন। যদি তিনি প্রব্রজ্যা ইচ্ছা না করিয়া
গৃহবাসী হন, তাহা হইলে বিশাল পৃথিবী সবিক্রমে
শাসন করেন, বিপুল, সূক্ষ্ম, সুচিক্কণ মহার্ঘ বসনাদি
লাভ করেন। যদি তিনি গৃহহীন জীবন আশ্রয়
করেন, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ আচ্ছাদন-আবরণ বস্ত্রাদি
প্রাপ্ত হন,
বিজয়ী হইয়া পূর্বকৃত কর্মের ফল প্রাপ্ত
হন, কৃতের নাশ নাই।

৩১. 'ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্বজন্মে, পূর্বভবে, পূর্বনিবাসে, মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বহুকাল পূর্বে হৃত, চির-প্রবাসী জ্ঞাতি-মিত্র-সুহৃৎ-সখাগণকে পুনর্মিলিত করিয়াছিলেন, মাতাকে পুত্রের সহিত, পুত্রকে মাতার সহিত, পিতাকে পুত্রের সহিত, পুত্রকে পিতার সহিত, ভ্রাতাকে ভ্রাতার সহিত, ভ্রাতাকে ভগ্নীর সহিত, ভগ্নীকে ভ্রাতার সহিত সম্মিলিত করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি ওই কর্মের ফলে মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ওই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই

জগতে আগমন করিয়া এই মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রাপ্ত হন—কোষরক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয়সম্পন্ন হন।

৩২. 'তিনি ওই লক্ষণসমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে চক্রবর্তী রাজা হন। রাজা হইয়া কী লাভ করেন? তিনি বহু-পুত্রবান হন, তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র হয়—সকলেই সুর, বীর পরসেনা মর্দনক্ষম। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরনুক্ত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কী লাভ করেন? তিনি পুত্র লাভ করেন, তাঁহার সুর, বীর, পরসেনা মর্দনক্ষম সহস্রাধিক পুত্র হয়। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন।

৩৩. এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

অতীতে পূর্ব পূর্ব জন্মে তিনি চিরহৃত
চির প্রবাসী জ্ঞাতি-সুহৃদ-সখাগণকে
পুনর্মিলিত করিয়াছিলেন, তাহাদের
মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া আনন্দ লাভ
করিয়াছিলেন। তিনি ওই কর্মের ফলে
স্বর্গে গমনপূর্বক সুখ ও ক্রীড়া-রতি
অনুভব করিয়াছিলেন। ওই স্থান
হইতে চ্যুত হইয়া পুনরায় এই পৃথিবীতে
জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি কোষরক্ষিত
গুহ্যেন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়া থাকেন। তিনি
সুর, বীর, শত্রু-জয়ী, গৃহীর প্রীতিজনক,
প্রিয়ম্বদ সহস্রাধিক পুত্র লাভ করেন।
তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে তাঁহার
আজ্ঞানুবর্তী বহু পুত্র হয়। এইরূপে
গৃহীই হউন অথবা প্রব্রজিতই হউন,
ওই লক্ষণ উক্ত মঙ্গলের দ্যোতক।

প্রথম ভাণবার সমাপ্ত

২.১. 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্বজন্মে, পূর্বভবে, পূর্বনিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া জনসাধারণের হিতকামী ছিলেন, তাহাদের মধ্যে সাম্য ও বৈষম্য জানিতেন, মানুষ বুঝিতেন, তাঁহাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কোথায়

তাহা বুঝিতেন, "এই পুরুষ ইহার যোগ্য, এই পুরুষ উহার যোগ্য," এবং এইরূপে মানুষের মধ্যে বৈশিষ্ট্য দর্শন করিতেন। সেইহেতু ওই কর্মের ফলে মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ওই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া এই দুই মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রাপ্ত হন—ন্যগ্রোধবৃক্ষের ন্যায় অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন হন এবং দণ্ডায়মান অবস্থায়ই অবনত না হইয়া উভয় হস্ততল দ্বারা জানুদেশ স্পর্শ ও মর্দনে সক্ষম হন।

২. 'ওই সকল লক্ষণসমন্বিত হইয়া যদি তিনি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে চক্রবর্তী রাজা হন। ধার্মিক, ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্ন-সমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন; যথা : চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং সপ্তম রত্ন স্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দন; তিনি সসাগরা, উর্বরা, অনিমিত্ত, অকন্টক, সমৃদ্ধ, স্ফীত, সুশান্ত, শিব, শুদ্ধ এই পৃথিবীতে বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে মাত্র ধর্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। রাজা হইয়া কী লাভ করেন? তিনি আঢ্য, মহাধনশালী, মহাভোগী, প্রভূত স্বর্ণ রৌপ্যর অধিকারী, প্রভূত ধনধান্যসম্পন্ন হন, তাঁহার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকে। রাজা হইয়া তিনি এই লাভ করেন। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরনুক্ত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া কী লাভ করেন? আঢ্য, প্রভূত ধনসম্পন্ন মহাভোগী হন। তিনি এই সকল ধন লাভ করেন; যথা : শ্রদ্ধাধন, শীলধন, হ্রীধন, শ্রুতিধন, ওত্তপ্যধন, ত্যাগধন, প্রজ্ঞাধন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন।

৩. এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

তিনি পূর্বে জনসাধারণের হিতকামী
হইয়া, তুলনা বিচার ও চিন্তা করিয়া
"এই পুরুষ ইহার যোগ্য" ইহা বুঝিয়া
সর্বস্থানে মানুষের মধ্যে বৈশিষ্ট্য দর্শন
করিতেন।
এক্ষণে তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায়
অবনত না হইয়া হস্ত দ্বারা উভয় জানু
স্পর্শ করেন, এবং অপরাপর সুকর্মের
ফলস্বরূপ মহীরূহের ন্যায় অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়াছেন।

বহুবিধ নিমিত্ত লক্ষণজ্ঞ নিপুণ ব্যক্তিগণ
ঘোষণা করিয়াছিলেন "অতি তরুণ
কুমার সর্বশ্রেণির গৃহস্থের যোগ্য
ভোগ্য-বস্তু লাভ করেন। তিনি রাজো
উপযুক্ত এবং গৃহীগণের ভোগ্য বহুবিধ
বস্তু লাভ করেন।"

৪. 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্বজন্মে, পূর্বভবে, পূর্বনিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বহুজনের অর্থাকাঙ্ক্ষী, হিতাকাঙ্ক্ষী, সুখাকাঙ্ক্ষী, নিরাপত্তাকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলেন এবং কিরূপে তাহাদের শ্রদ্ধা বর্ধিত হয়, শীল বর্ধিত হয়, শ্রুত বর্ধিত হয়, ত্যাগ-ধর্ম-প্রজ্ঞা-ধনধান্য-ক্ষেত্রবস্তু-দ্বিপদ-চতুষ্পদ-পুত্র-দার-দাসকর্মকার-পুরুষ-জ্ঞাতি-মিত্র-বান্ধব বর্ধিত হয় তাহা চিন্তা করিয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি সেই কর্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন—দিব্য-আয়ুতে, দিব্যবর্ণে, দিব্যসুখে, দিব্যযশে, দিব্যআধিপত্যে, দিব্যরূপে, দিব্যশব্দে, দিব্যগন্ধে, দিব্যরসে, দিব্যস্পর্শে। ওইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া তিনি এই তিন মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রাপ্ত হন—সিংহ-পূর্বার্ধ-কায়, উন্নত বক্ষ এবং সমবর্ত স্কন্ধ।

৫. তিনি ওই লক্ষণসমূহসমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে চক্রবর্তী রাজা হন। রাজা হইয়া তিনি কী লাভ করেন? তাঁহার কোনো বস্তুরই হ্রাস হয় না; ধন-ধান্য, ক্ষেত্র-বস্তু, দ্বিপদ-চতুষ্পদ, পুত্র-দার, দাস-কর্মকার-পুরুষ, জ্ঞাতি-মিত্র-বান্ধব প্রভৃতির হ্রাস হয় না, কোনো সম্পত্তির হ্রাস হয় না। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরনমুক্ত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কী লাভ করেন? তাঁহার কোনো বস্তুরই হ্রাস হয় না; শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুত, ত্যাগ, প্রজ্ঞা, ইত্যাদির হ্রাস হয় না, কোনো সম্পত্তির হ্রাস হয় না। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন।

৬. এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুত, বুদ্ধি, ত্যাগ ইত্যাদি বহু কুশলধর্ম;
ধন-ধান্য-ক্ষেত্র-বস্তু, পুত্র-দার, চতুষ্পদ;

জ্ঞাতি মিত্র-বান্ধব, বল, বর্ণ ও সুখ—এই সমুদয়ে
কীরূপে অপরের হ্রাস না হয় তিনি ইহাই ইচ্ছা
করিয়াছিলেন এবং তাহাদের অর্থসমৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা
করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব জন্মের সুকৃতি হেতু
সুসংস্থিত সিংহ-পূর্বার্ধকায়, সমবর্ত-স্কন্ধ এবং
উন্নতবক্ষ হইয়াছেন এবং লক্ষণানুসারে কোনো
প্রকার হ্রাস তাঁহাকে স্পর্শ করে না।
গৃহী হইলে তাঁহার ধন-ধান্য, পুত্র-দার,
চতুষ্পদগণ বর্ধিত হয়, আকিঞ্চন হইয়া
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে তিনি অনুত্তর
অক্ষয় বোধিপ্রাপ্ত হন।

৭. 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্বজন্মে, পূর্বভবে, পূর্বনিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া হস্ত, প্রস্তর-খণ্ড, দণ্ড অথবা শস্ত্রের প্রয়োগে প্রাণীগণের প্রতি হিংসাচরণ করেন নাই, সেইহেতু তিনি ওই কর্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন—দিব্য-আয়ুতে, দিব্যবর্ণে, দিব্যসুখে, দিব্যযশে, দিব্যআধিপত্যে, দিব্যরূপে, দিব্যশব্দে, দিব্যগন্ধে, দিব্যরসে, দিব্যস্পর্শে। ওইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করিয়া তিনি এই মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রাপ্ত হন—তিনি সর্বোৎকৃষ্ট রুচিসম্পন্ন হন, তাঁহার রস-বাহিনী স্নায়ুগুলি উর্ধ্বাগ্র হইয়া গ্রীবাদেশে জাত এবং সমভাবে বিক্ষিপ্ত।

৮. তিনি ওই লক্ষণমণ্ডিত হইয়া গৃহবাসী হইলে রাজা চক্রবর্তী হন। রাজা হইয়া কী লাভ করেন? তিনি নীরোগ ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন হন, পূর্ণাঙ্গ নাতিশীতোষ্ণ গ্রহণীসম্পন্ন হন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরন্মুক্ত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া কী লাভ করেন? তিনি নীরোগ ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন হন, পূর্ণাঙ্গ নাতিশীতোষ্ণ গ্রহণীসম্পন্ন হন, উদ্যোগ ও ধৈর্যে সমভাবাপন্ন হন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন।

৯. এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

তিনি হস্ত, দণ্ড, প্রস্তর-খণ্ড শস্ত্র, হত্যা-সাধন,
উৎপীড়ন অথবা তর্জন দ্বারা প্রাণীগণের প্রতি

হিংসাচরণ করেন নাই, তিনি অহিংস ছিলেন।
ওই কারণে তিনি সুগতি প্রাপ্ত হইয়া
সুকর্মপ্রসূত ফলোপভোগে আনন্দ লাভ
করেন।
এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া তিনি
সুসংস্থিত রসবাহিনীস্নায়ু এবং সর্বোৎকৃষ্ট
রুচিসম্পন্ন হন।
তন্নিমিত্ত নিপুণ বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বলিয়াছিলেন :
'এই মনুষ্য বহু সুখের অধিকারী
হইবেন, তিনি গৃহীই হউন অথবা
প্রব্রজিতই হউন, এই লক্ষণ ওই সুখময়
অবস্থাসূচক।'

১০. 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্বজন্মে, পূর্বভবে, পূর্বনিবাসে, পূর্বকালে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বক্র, তির্যক অথবা প্রচ্ছন্ন দৃষ্টিপাত করিতেন না, তিনি ঋজু ও অকপট দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, উদারচিত্তে প্রিয় চক্ষুর দ্বারা বহুজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, সেইহেতু ওই কর্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য তিনি মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন—দিব্য-আয়ুতে, দিব্যবর্ণে, দিব্যসুখে, দিব্যযশে, দিব্যআধিপত্যে, দিব্যরূপে, দিব্যশব্দে, দিব্যগন্ধে, দিব্যরসে, দিব্যস্পর্শে। তিনি ওইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করিয়া এই দুই মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রাপ্ত হন—তিনি গাঢ় নীল নেত্র ও গো-পক্ষ্মবিশিষ্ট হন।

১১. 'তিনি ওই লক্ষণদ্বয়সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন তাহা হইলে চক্রবর্তী রাজা হন। রাজা হইয়া কী লাভ করেন? তিনি বহুজনের প্রিয়দর্শন হন; ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণের, নিগম-জনপদবাসীগণের, গণক-মহামাত্রগণের, রক্ষী ও দৌবারিকগণের, অমাত্য ও পারিষদগণের, ভোজরাজগণের এবং অভিজাতবংশীয় কুমারগণের প্রিয় ও আনন্দ-দায়ক হন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরনমুক্ত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কী লাভ করেন? বহুজনের প্রিয়দর্শন হন; ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের, উপাসক ও উপাসিকাগণের, দেবমনুষ্য-অসুর-নাগ-গন্ধর্বগণের প্রিয় ও আনন্দ দায়ক হন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন।

১২. এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

তিনি বক্র, তির্যক অথবা প্রচ্ছন্ন দৃষ্টিপাত করিতেন
না, তিনি ঋজু ও অকপট দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন,
উদারচিত্তে প্রিয় চক্ষুর দ্বারা বহুজনের প্রতি দৃষ্টিপাত
করিতেন। ওই কর্মের ফলে তিনি স্বর্গে গমন
করিয়া তথায় আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন,
এই জগতে আসিয়া তিনি গোপক্ষ্ম ও গাঢ়নীল
নেত্রসমন্বিত ও সুদর্শন হন। দক্ষ, নিপুণ, সূক্ষ্ম
দৃষ্টিসম্পন্ন বহু লক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'প্রিয়দর্শন'
-রূপে অভিহিত করেন। গৃহী হইয়া তিনি প্রিয়দর্শন
ও বহুজনের প্রিয় হন, যদি গৃহী না হইয়া তিনি
শ্রমণ হন, তাহা হইলে বহুজনের শোকাপনোদন
করেন।

১৩. 'যেহেতু' ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্বজন্মে, পূর্বভবে, পূর্বনিবাসে, পূর্বে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কুশলধর্মসমূহে বহুজনপ্রমুখ হইয়াছিলেন, কায়, বাক্য ও মানসিক সদাচরণে, দান বিতরণে, শীল গ্রহণে, উপোসথ পালনে, মাতৃভক্তিতে, পিতৃভক্তিতে, শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ভক্তিতে, কুলজ্যেষ্ঠগণের প্রতি সম্মানে, অপরাপর কুশলধর্মের বহুজনের অগ্রণী হইয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি ওই কর্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিরূপ স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন—দিব্য-আয়ুতে, দিব্যবর্ণে, দিব্যসুখে, দিব্যযশে, দিব্যআধিপত্যে, দিব্যরূপে, দিব্যশব্দে, দিব্যগন্ধে, দিব্যরসে, দিব্যস্পর্শে। তিনি ওইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করিয়া এই মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রাপ্ত হন—তিনি উষ্ণীষ-শীর্ষ হন।

১৪. তিনি ওই লক্ষণসমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে রাজা চক্রবর্তী হন। রাজা হইয়া তিনি কী লাভ করেন? বহুজন তাঁহার অনুসরণ করে, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, নিগম-জনপদবাসীগণ, গণক-মহামাত্রগণ, রক্ষী ও দৌবারিকগণ, অমাত্য ও পারিষদগণ, ভোজরাজগণ এবং অভিজাতবংশীয় কুমারগণ তাঁহার অনুসরণ করে। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে

আবরনমুক্ত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কী লাভ করেন? বহুজন তাঁহার অনুসরণ করে, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকাগণ-দেবমনুষ্য-অসুর-নাগ-গন্ধর্বগণ তাঁহার অনুসরণ করে। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন।

১৫. এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

ধর্মচর্যাভিরত হইয়া তিনি সদাচরণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন,
তিনি বহুজনের সহচর ছিলেন, স্বর্গে গমন করিয়া তিনি
পুণ্যফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সদাচরণের
ফলভোগ করিয়া এই জগতে আসিয়া তিনি
উষ্ণীষ-শীর্ষ হইয়াছেন, লক্ষণজ্ঞগণ বলিয়াছিলেন,
"এই পুরুষ বহুজনের অগ্রগামী হইবেন। ইহলোকে
মনুষ্যের ভোগ্য বস্তুসমূহ পূর্বের ন্যায় তাঁহার নিকট
আহৃত হইবে, যদি তিনি ভূমিপতি ক্ষত্রিয় হন,
তাহা হইলে বহুজনের সেবা লাভ করিবেন। যদি
তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ধর্মের
জ্ঞানসম্পন্ন ও পারদর্শী হন। বহুজন তাঁহার শিক্ষায়
অনুরক্ত হইয়া তাঁহার অনুগামী হয়।'

১৬. 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্বজন্মে, পূর্বভবে, পূর্বনিবাসে, পূর্বে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মৃষাবাদ পরিহারপূর্বক উহা হইতে বিরত ছিলেন, সত্যবাদী, সত্যাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, প্রত্যয়যোগ্য, অবিসংবাদী ছিলেন, সেইহেতু তিনি ওই কর্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিরূপ স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন—দিব্য-আয়ুতে, দিব্যবর্ণে, দিব্যসুখে, দিব্যযশে, দিব্যআধিপত্যে, দিব্যরূপে, দিব্যশব্দে, দিব্যগন্ধে, দিব্যরসে, দিব্যস্পর্শে। ওইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করিয়া এই দুই মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রাপ্ত হন—তিনি এক-এক লোমবিশিষ্ট হন, তাঁহার ভ্রূযুগ মধ্যস্থ উর্ণ শুভ্র মৃদু তুলসন্নিভ হয়।

১৭। 'তিনি ওই লক্ষণদ্বয়সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন তাহা হইলে রাজা চক্রবর্তী হন। রাজা হইয়া কী লাভ করেন? তিনি ব্রাহ্মণ-গৃহপতি, নিগম-জনপদবাসী, গণক-মহামাত্র, রক্ষীবর্গ, দৌবারিক, অমাত্য, পারিষদ, ভোজরাজগণ এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় কুমারগণ ইত্যাদি বহু অনুচর লাভ করেন।

রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরনমুক্ত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কী লাভ করেন? তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকাগণ, দেবমনুষ্য-অসুর-নাগ-গন্ধর্ব ইত্যাদি বহু অনুচর লাভ করেন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন।

১৮. এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

পূর্বজন্মে তিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন, সর্বান্তঃকরণে
সরল বাক্য বলিতেন, অলীক বর্জন করিতেন,
কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেন না, যাহা প্রকৃত,
যাহা সত্য তাহাই বলিয়া সকলকে তুষ্ট করিতেন।
তিনি ভ্রূযুগ মধ্য-জাত শ্বেত সুশুভ্র মৃদু তূলসন্নিভ
ঊর্ণবিশিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার এক লোমকূপ হইতে
দুইটি লোম উদ্গাত হয় নাই, তাঁহার অঙ্গের প্রতি
লোমকূপ হইতে মাত্র একটি লোম উদ্গাত। বহু
জন্মলক্ষণজ্ঞগণ আসিয়া বলিয়াছিলেন : বহুজন,
সুসংস্থিত লোম ও ঊর্ণবিশিষ্ট ঈদৃশ পুরুষের
সেবানিরত হইবে। গৃহী হইলেও পূর্বকৃত কর্মের
জন্য বহুজন তাঁহার অনুবর্তী হইবে, যদি তিনি
আকিঞ্চন, প্রব্রজিত, অনুত্তর বুদ্ধ হন তাহা হইলেও
বহুজন তাঁহার অনুবর্তী হয়।

১৯. 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্বজন্মে পূর্বভবে, পূর্বনিবাসে, পূর্বকালে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পিশুন বাক্য পরিহার করিয়া উহা হইতে বিরত ছিলেন, এক স্থানে যাহা শ্রুত ভেদোৎপাদনের অভিপ্রায়ে তাহা অপর স্থানে প্রকাশ করিতেন না, যাহারা ভিন্ন তাহাদের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, যাহারা মিত্র তাহাদের মধ্যে মৈত্রীর উৎসাহদাতা, ঐক্যকারক, ঐক্যপ্রিয়, ঐক্যানন্দ, ঐক্যোৎপাদক বাক্যের কথনকারী ছিলেন[১], সেইহেতু তিনি ওই কর্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিরূপ স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

---

[১]। প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

তথায় তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন—দিব্য-আয়ুতে, দিব্যবর্ণে, দিব্যসুখে, দিব্যযশে, দিব্যআধিপত্যে, দিব্যরূপে, দিব্যশব্দে, দিব্যগন্ধে, দিব্যরসে, দিব্যস্পর্শে। ওইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করিয়া এই দুই মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রাপ্ত হন—তিনি চত্বারিংশৎ দন্ত ও অবিবর দন্তবিশিষ্ট হন।

২০. 'তিনি ওই লক্ষণদ্বয়সমন্বিত হইয়া যদি গৃহে বাস করেন, তাহা হইলে রাজা চক্রবর্তী হন। রাজা হইয়া কী লাভ করেন? 'তাঁহার পারিষদবর্গ-ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, নিগম-জনপদবাসীগণ, গণক-মহামাত্রগণ, রক্ষীগণ, দৌবারিকগণ, সভাসদবর্গ, ভোজরাজগণ এবং অভিজাতবংশীয় কুমারগণ অভেদ্য হইয়া থাকেন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরন্মুক্ত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কী লাভ করেন? তাঁহার অনুবর্তী ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকাগণ, দেবমনুষ্য-অসুর-নাগ-গন্ধর্বগণ অভেদ্য হইয়া থাকেন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়। ভগবান এইরূপ বলিলেন।

২১. এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

তিনি মিত্রভেদকারী, ভেদপ্রবর্ধক, বিবাদোৎপাদক,
কলহ-প্রবর্ধক, অকৃত্যকারী, মিত্রতানাশক দুর্বাক্য
বলেন নাই। তিনি সর্বদা অবিবাদবর্ধক, ভিন্নের
মধ্যে ঐক্যোৎপাদক বাক্য বলিতেন। মৈত্রীসহগত
চিত্তে তিনি জনগণের কলহ অপনোদন করিয়া
আনন্দলাভ করিতেন। ওই কর্মের ফলে স্বর্গে
গমন করিয়া তিনি তথায় আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।
এই জগতে পুনরাগমন করিয়া তিনি সুসংস্থিত
চত্বারিংশৎ সম ও অবিবর দন্তবিশিষ্ট হন। তিনি
যদি ক্ষত্রিয় হন, তাহা হইলে ভূমিপতি হন এবং
তাঁহার অনুচরবর্গ অবিরোধী হয়। যদি তিনি
শ্রমণ হন, তাহা হইলে বিরজ ও বীতমল হন
এবং তাঁহার অনুচরবর্গ অনুগত ও অচল হইয়া থাকে।

২২. 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ তথাগত পূর্বজন্মে, পূর্বভবে, পূর্বনিবাসে, পূর্বে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্কশবাক্য পরিহারপূর্বক উহা হইতে বিরত হইয়াছিলেন, যে বাক্য সদয়, শ্রুতিসুখকর, প্রেমনীয়, হৃদয়গ্রাহী, বিনীত,

বহুজনের প্রীতিজনক ও মনোজ্ঞ সেইরূপ বাক্য বলিতেন, সেইহেতু ওই কর্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য তিনি মরণান্তে দেহের বিনাশে স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন—দিব্য-আয়ুতে, দিব্যবর্ণে, দিব্যসুখে, দিব্যযশে, দিব্যআধিপত্যে, দিব্যরূপে, দিব্যশব্দে, দিব্যগন্ধে, দিব্যরসে, দিব্যস্পর্শে। ওইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীতে আগমনপূর্বক তিনি এই দুই মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রাপ্ত হন—তিনি দীর্ঘ জিহ্বা এবং করবীকের মধুর স্বরবিশিষ্ট হন।

২৩. 'ঐ লক্ষণদ্বয়সমন্বিত হইয়া যদি তিনি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে রাজা চক্রবর্তী হন। রাজা হইয়া কী লাভ করেন? তাঁহার বাক্য সর্বজনের নিকট অভিনন্দনীয় হয়, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, নগর-জনপদবাসীগণ, গণক-মহামাত্রগণ, রক্ষী ও দৌবারিকগণ, অমাত্য-পারিষদগণ, ভোজরাজগণ এবং অভিজাতবংশীয় কুমারগণ তাঁহার বাক্য গ্রহণ করেন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরনুক্ত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কী লাভ করেন? তাঁহার বাক্য অভিনন্দনীয় হয়, ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকাগণ, দেবমনুষ্য-অসুর-নাগ-গন্ধর্বগণ তাঁহার বাক্য গ্রহণ করেন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন।

২৪. এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

তিনি তিরস্কার-সূচক, কলহ-জনক, অনিষ্টকর,
পীড়াদায়ক, বহুজনের ক্লেশোৎপাদক, কঠোর,
পরুষ বাক্য বলিতেন না। তিনি মধুর, সুসংহিত,
মৃদু, চিত্তরঞ্জক, হৃদয়গ্রাহী, শ্রুতিসুখকর বাক্য
বলিতেন। তিনি সুবাক্য কথনের ফল অনুভব
করিয়াছিলেন, স্বর্গে গমনপূর্বক পুণ্যফল প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন। পরে তিনি এই জগতে আগমন
করিয়া ব্রহ্মস্বর এবং বিপুল স্থূল জিহ্বাসম্পন্ন
হইয়াছেন, তাঁহার বাক্য সর্বজনের অভিনন্দনীয়।
গৃহী হইলে তাঁহার বাক্য সুফলপ্রদ হয়, যদি
তিনি প্রব্রজিত হন তাহা হইলে বহুজনের নিকট
কথিত তাঁহার বহু বাক্য, জনগণের নিকট

আদরণীয় হয়।

২৫. 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্বজন্মে, পূর্বভবে, পূর্বনিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তুচ্ছ প্রলাপ পরিহারপূর্বক উহা হইতে বিরত ছিলেন, তিনি কালবাদী, ভূতবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী হইয়া যথাকালে যুক্তিপূর্ণ, সুবিভক্ত, অর্থসংহিত, মূল্যবান বাক্য বলিতেন[১], সেইহেতু তিনি ওই কর্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতি লাভ করিয়া স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন—দিব্য-আয়ুতে, দিব্যবর্ণে, দিব্যসুখে, দিব্যযশে, দিব্যআধিপত্যে, দিব্যরূপে, দিব্যশব্দে, দিব্যগন্ধে, দিব্যরসে, দিব্যস্পর্শে। ওইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করিয়া তিনি এই মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন—তিনি সিংহহনুবিশিষ্ট হইয়াছেন।

২৬. 'তিনি ওই লক্ষণসমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে রাজা চক্রবর্তী হন। রাজা হইয়া কী লাভ করেন? তিনি বিরুদ্ধ ও শত্রুভাবাপন্ন মনুষ্য কর্তৃক অজেয় হন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়। 'যদি তিনি গৃহত্যাগপূর্বক প্রব্রজ্যা-অবলম্বন করেন, তাহা হইলে পৃথিবীতে আবরনমুক্ত অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কী লাভ করেন? তিনি অভ্যন্তর অথবা বাহির বিরোধী শত্রুগণ কর্তৃক—রাগ, দ্বেষ অথবা মোহ কর্তৃক—কিংবা শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব, মার, ব্রহ্মা অথবা জগতের অপর কাহারও কর্তৃক অজেয় হন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন।

২৭. এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

তিনি তুচ্ছ প্রলাপে রত হইতেন না, মূঢ়তা প্রকাশ
করিতেন না, তিনি বাক্-সংযত ছিলেন, অহিতের
অপনোদন করিতেন এবং বহুজনের হিত ও
সুখকর বাক্য বলিতেন। ওইরূপ কর্ম করিয়া
এই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া স্বর্গে গমনপূর্বক
তিনি সুকর্মের ফল লাভ করিয়াছিলেন। ওইস্থান
হইতে চ্যুত হইয়া পুনরায় এই জগতে আগমন

---

[১]। প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

করিয়া সিংহ-হনুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি রাজা
হইয়া অপরাজেয় মনুজেন্দ্র নরাধিপ মহানুভব
হইয়া থাকেন এবং ত্রিদিবপুরে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায়
বিরাজ করেন। গন্ধর্ব-অসুর-শক্র-রাক্ষস-সুরগণ
কর্তৃক তিনি পরাজিত হন না। উক্তরূপ পুরুষ
গৃহী হইলে পৃথিবীর দিক প্রতিদিক এবং বিদিকে
ওইরূপই হইয়া থাকেন।

২৮. 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্বজন্মে পূর্বভবে, পূর্বনিবাসে, পূর্বকালে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মিথ্যা জীবনোপায় পরিহারপূর্বক সম্যক আজীব দ্বারা জীবিকার্জন করিতেন, তুলা, কংস ও মানসমন্বিত প্রবঞ্চনা, উৎকোচ-বঞ্চনা-শাঠ্যরূপ বক্রগতি, এবং ছেদনবধ-বন্ধন-দস্যুতা, লুণ্ঠন ও আক্রমণ হইতে বিরত ছিলেন[১] সেইহেতু তিনি ওই কর্মের সম্পাদন, সঞ্চয় বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ওইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমনপূর্বক এই দুই মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সমদন্ত ও শুভ্রোজ্জ্বল শ্বাদন্তবিশিষ্ট হইয়াছেন।

২৯. 'তিনি ওই লক্ষণদ্বয়সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে রাজচক্রবর্তী, ধার্মিক, ধর্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তা-প্রাপ্ত, সপ্তরত্ন-সমন্বিত হন। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন; যথা : চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং সপ্তম রত্নস্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র-সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দন। তিনি সসাগরা, উর্বর, নিষ্কলুষ, নিষ্কণ্টক, সমৃদ্ধ, স্ফীত, শান্তিপূর্ণ, মঙ্গলময় নিষ্কলঙ্ক বিশাল পৃথিবীকে বিনাদণ্ডে বিনাশস্ত্রে ধর্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। তিনি রাজা হইয়া কী লাভ করেন? তাঁহার পরিবারবর্গ শুদ্ধচিত্ত হয়, তাঁহার পরিবারভুক্ত ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, নগর-গ্রামবাসীগণ, গণক-মহামাত্রগণ, রক্ষীবর্গ ও দৌবারিকগণ, অমাত্য-পারিষদগণ, ভোজরাজগণ, অভিজাতবংশীয় কুমারগণ শুদ্ধচিত্ত হয়। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।

৩০. 'যদি তিনি গৃহত্যাগপূর্বক প্রব্রজ্যা-অবলম্বন করেন, তাহা হইলে পৃথিবীতে আবরনমুক্ত অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কী লাভ

---

[১]। প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

করেন? তাঁহার পরিবারবর্গ শুদ্ধ-চিত্ত হয়, তাঁহার পরিবারভুক্ত ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকাগণ, দেবমনুষ্য-অসুর-নাগ-গন্ধর্বগণ শুদ্ধচিত্ত হয়। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।

ভগবান এইরূপ বলিলেন।

৩১. এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

মিথ্যা জীবনোপায় পরিহারপূর্বক তিনি ন্যায়, আচার
ও ধর্মসঙ্গত বৃত্তি অবলম্বন করিতেন। অহিতের
অপনোদন করিয়া তিনি বহুজনের হিত ও সুখ
সম্পাদনে নিরত ছিলেন। নিপুণ, বিজ্ঞ, সৎপুরুষগণ
কর্তৃক প্রশংসিত কর্ম করিয়া ওই পুরুষ স্বর্গে সুখময়
ফল অনুভব করিয়াছিলেন, স্বর্গাধিপতির ন্যায়
রতি-ক্রীড়ানুযুক্ত হইয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন।
ওইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া
সুকর্মের ফলস্বরূপ তিনি সমান, সুবিশুদ্ধ, সুশুভ্র
দন্ত লাভ করিয়াছেন। বহুসংখ্যক সমাগত দৈবজ্ঞ
শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগণ বলিয়াছিলেন, 'এই পুরুষের
পরিবারবর্গ শুদ্ধচিত্ত হইবে তিনি বিহগপক্ষসন্নিভ
সৌম্য-শুভ্র-শুদ্ধ-উজ্জ্বল দন্তবিশিষ্ট। বিশাল পৃথিবীর
শাসনকর্তা রাজারূপে তাঁহার বহুসংখ্যক পরিবারবর্গ
শুদ্ধাচার সম্পন্ন হয়। তাহারা বলপ্রয়োগে জনপদের
পীড়নে বিরত হইয়া সকলের হিত ও সুখবিধায়ক
হয়। যদি তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন তাহা
হইলে নিষ্পাপ, বিরজ ও আবরণ মুক্ত হন, বেদনা
ও শ্রান্তিহীন হইয়া তিনি ইহলোক ও পরলোকের
প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তাঁহার উপদেশানুবর্তী
বহু গৃহী ও প্রব্রজিত অশুদ্ধ, বিগর্হিত, পাপের
বর্জন করেন। তিনি শুদ্ধিবেষ্টিত হইয়া থাকেন,
মালিন্য, বিঘ্ন, অমঙ্গলরূপ ক্লেশ বিনষ্ট করেন।

লক্ষণ সূত্র সমাপ্ত

৩১. সিংগালোবাদ সূত্রান্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১. এক সময়ে ভগবান রাজগৃহে বেনুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করিতেছিলেন। ওই সময় সিংগালক নামক গৃহপতি-পুত্র প্রত্যুষে উত্থান করিয়া রাজগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আর্দ্রবস্ত্রে, আর্দ্রকেশে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, নিম্ন, ঊর্ধ্ব, সর্বদিককে নমস্কার করিতেছিল।

২. তখন ভগবান পূর্বাহ্নের পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর হস্তে রাজগৃহে পিণ্ডার্থ প্রবেশ করিলেন। ওই সময় পূজানিরত সিংগালককে দেখিয়া বলিলেন, 'গৃহপতি-পুত্র, তুমি কি নিমিত্ত প্রত্যুষে উঠিয়া রাজগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আর্দ্রবস্ত্র ও আর্দ্রকেশে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, নিম্ন, ঊর্ধ্ব, সর্বদিককে নমস্কার করিতেছ?'

'ভন্তে, পিতা মৃত্যুকালে আমাকে বলিয়াছিলেন, "পুত্র, দিকসমূহকে নমস্কার করিতে হইবে।" সেই নিমিত্ত আমি পিতৃবাক্যের সৎকার, গুরুত্ব স্বীকার, সম্মান ও পূজাস্বরূপ প্রত্যুষে উঠিয়া রাজগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আর্দ্রবস্ত্র ও আর্দ্রকেশে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, নিম্ন, ঊর্ধ্ব, সর্বদিককে নমস্কার করিতেছি।'

'গৃহপতি-পুত্র, এইরূপে ছয়দিককে নমস্কার করিতে হয় না।'

'ভন্তে, তবে কিরূপে করিতে হয়? আর্য বিনয়ানুসারে যেরূপে ছয়দিককে নমস্কার করিতে হয় তাহা ভগবান অনুগ্রহপূর্বক আমায় শিক্ষা দিন।'

'তাহা হইলে শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করো, আমি বলিতেছি।'

"উত্তম, ভন্তে," বলিয়া গৃহপতি-পুত্র সিংগালক ভগবানের নিকট সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন :

৩. 'গৃহপতি-পুত্র, যখন আর্যশ্রাবকের চতুর্বিধ কর্মক্লেশ নষ্ট হয়, তিনি চতুর্বিধ স্থানে পাপকর্মে বিরত হন, ভোগহানিকর ষড়বিধ কারণে অনুযুক্ত হন না, তখন তিনি উক্ত চতুর্দশবিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ছয়দিক আচ্ছাদিত করেন, উভয় লোক জয় করিবার মার্গে প্রতিষ্ঠিত হন, ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেরই প্রীতিকর হন। তিনি মরণান্তে দেহের বিনাশে স্বর্গে উৎপন্ন হন।

'তাঁহার কোন কোন চারি কর্মক্লেশ নষ্ট হইয়া যায়? গৃহপতি-পুত্র, প্রাণাতিপাত, অদত্তের গ্রহণ, ব্যভিচার, মৃষাবাদ—তাঁহার এই চারি কর্মক্লেশ

বিনষ্ট হয়।

ভগবান এইরূপ বলিলেন।

৪. এইরূপ বলিয়া সুগত শাস্তা পুনরায় বলিলেন :

'প্রাণাতিপাত, অদত্তের গ্রহণ, মৃষাবাদ এবং
ব্যভিচার—এই সকল পণ্ডিতগণ কর্তৃক
প্রশংসিত হয় না।'

৫. 'কোন কোন চারিস্থানে পাপকর্ম করেন না? ছন্দের বশবর্তী হইয়া, দ্বেষ-মোহ-ভয়ের বশবর্তী হইয়া মানুষ পাপকর্ম করে। যেহেতু, গৃহপতি পুত্র, আর্যশ্রাবক ছন্দের বশবর্তী হন না, দ্বেষ-মোহ-ভয়ের বশবর্তী হন না, সেইহেতু এই চারি স্থানে তিনি পাপকর্ম করেন না।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন।

৬. এইরূপ বলিয়া সুগত শাস্তা পুনরায় বলিলেন :

'ছন্দ, দ্বেষ, ভয় ও মোহের বশবর্তী হইয়া যে
ধর্মকে লঙ্ঘন করে, কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় তাহার
যশ ক্ষীণ হইয়া যায়। ওই সকলের বশবর্তী হইয়া
যে ধর্মকে লঙ্ঘন করে না, শুক্লপক্ষের চন্দ্রের
ন্যায় তাহার যশ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।'

৭. 'কোন কোন ষড়বিধ ভোগহানিকর কর্মে লিপ্ত হন না? গৃহপতি পুত্র, সুরা, মেরয়াদি মদ্যপান ভোগহানিকর। অসময়ে পথে পথে ভ্রমণানুরক্তি ভোগহানিকর। নৃত্য-গীতাদির অভিনয় দর্শনে আসক্তি ভোগহানিকর। দ্যূতাসক্তি ভোগহানিকর। পাপমিত্রের সংসর্গে অনুযুক্ত হওয়া ভোগহানিকর। আলস্যপরায়ণতা ভোগহানিকর।

৮. 'গৃহপতি পুত্র, সুরা মেরয়াদি মদ্যে আসক্তি হইতে ছয় প্রকার অনিষ্টের উৎপত্তি হয় : প্রত্যক্ষ ধননাশ, কলহ বৃদ্ধি, বিবিধ রোগের উৎপত্তি, অযশের প্রচার, উলঙ্গ অবস্থা, বুদ্ধিনাশ।

৯. 'গৃহপতি-পুত্র, অসময়ে পথে পথে ভ্রমণের আনুরক্তি হইতে ছয় প্রকার অনিষ্টকর ফল উৎপন্ন হয় : আপনার অসংবৃত এবং অরক্ষিত অবস্থা, স্ত্রী-পুত্রগণেরও অসংবৃত ও অরক্ষিত অবস্থা; ধন সম্পত্তির অসংবৃত এবং অরক্ষিত অবস্থা; অবাঞ্ছনীয় স্থানে আপনাকে সন্দেহের পাত্রে পরিণত করণ; মিথ্যা অপবাদের বিষয়ীভূত হওয়া; বহুবিধ দুঃখের আসব হওয়া।

১০. 'নৃত্য-গীতাদির অভিনয় দর্শনে আসক্তি হইতে ছয় প্রকার অনিষ্টের উৎপত্তি হয় : "কোথায় নৃত্য, কোথায় গীত, কোথায় বাদ্য, কোথায় আখ্যান,

কোথায় পাণিস্বর, কোথায় দামামা বাদ্য?”

১১. ‘দ্যূতাসক্তির ছয় প্রকার অনিষ্টকর ফল : জয়লাভে শত্রুতার উৎপত্তি, পরাজিত হইলে অনুতাপ, সাক্ষাতে ধননাশ, দ্যূতাসক্তের বাক্য সভাস্থলে গৃহীত হয় না, মিত্র ও রাজকর্মচারীগণ কর্তৃক সে অবজ্ঞাত হয়, আবাহ-বিবাহে সে কাহারও প্রার্থিত নয়, কারণ জনসাধারণ মনে করে দ্যূতাসক্ত স্ত্রীর ভরণ পোষণে অক্ষম।

১২. ‘পাপ-মিত্রের সংসর্গের ছয় প্রকার অনিষ্টকর ফল : যাহারা ধূর্ত, সুরাসক্ত, অভাবগ্রস্ত, বঞ্চক, শঠ, দুর্বৃত্ত, তাহারাই মিত্র হয়। গৃহপতি-পুত্র, পাপমিত্র সংসর্গের এই ছয় প্রকার অনিষ্টকর ফল।

১৩. ‘আলস্যপরায়ণতার ছয় প্রকার অনিষ্টকর ফল : “অত্যন্ত শীত” এই ছলে কাজকর্ম করে না, “অত্যন্ত উষ্ণ” এই ছলে কাজকর্ম করে না, “এখন অতি বিলম্ব হইয়া গিয়াছে” এই ছলে কাজকর্ম করে না, “এখন অতিশয় সকাল” এই ছলে কাজকর্ম করে না, “অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়াছি” এই ছলে কাজকর্ম করে না, “অত্যন্ত অধিক আহার হইয়া গিয়াছে” এই ছলে কাজকর্ম করে না, এই সকল ছলে কাজকর্ম করে না। এইরূপ সর্ববিষয়ে কর্তব্য পরাঙ্মুখতার ফলে অনুৎপন্ন ভোগের উৎপত্তি হয় না, উৎপন্ন ভোগ ক্ষীণ হইয়া যায়। গৃহপতি-পুত্র, আলস্যপরায়ণতার এই ছয় অনিষ্টকর ফল।’

শাস্তা এইরূপ বলিলেন।

১৪. অতঃপর সুগত শাস্তা পুনরায় বলিলেন :

‘কেহ পানকালে সখা হয়, কেহ “মিত্র, মিত্র”
রূপে সম্বোধন করে, কিন্তু যে প্রয়োজনের সময়ে
মিত্র হয় সেই সখা।
সূর্যোদয়ের পরেও নিদ্রাসক্তি, পরদার গমন,
বৈর-প্রসঙ্গ, অনিষ্ট-রতি, পাপ-মিত্র এবং হীন
স্বার্থপরতা—এই ষড়বিধ কারণে মানুষের ধ্বংস
সাধন হয়।
যে মনুষ্য দুষ্টকে মিত্ররূপে গ্রহণ করে, দুষ্টের সংসর্গ
করে, পাপাচরণে রত হয়, সে ইহলোক ও
পরলোক উভয়লোক হইতেই দুঃখময় অবস্থায়
নিক্ষিপ্ত হয়।
দ্যূত-ক্রীড়া ও নারী, মদ্য ও নৃত্য-গীত, দিবানিদ্রা
অকাল ভ্রমণ, পাপমিত্র ও হীন স্বার্থপরতা—এই

ছয় কারণে পুরুষ বিনষ্ট হয়।
সে অক্ষ-ক্রীড়ায় রত হয়, সুরা পান করে, অপরের
প্রাণসম স্ত্রীতে গত হয়, জ্ঞানীর অনুসরণে বিরত
হইয়া হীনের অনুসরণ করে এবং কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের
ন্যায় ক্ষীণ হইয়া যায়।
সুরাপান করিয়া, সুরাসক্ত, নির্ধন ও বিত্তহীন
হইয়া, পাপাচরণ করিয়া সে অবিলম্বে ঋণরূপ
অকুল সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়।
দিবাভাগে নিদ্রাশীল ও রাত্রিকালে জাগরণশীল
হইয়া, মত্ত ও সুরাসক্ত গৃহবাসের উপযুক্ত
হয় না।
"অতি শীত, অতি উষ্ণ, আর সময় নাই"
এইরূপ করিয়া কর্তব্যচ্যুত হইয়া মানুষ ইষ্টলাভে
বঞ্চিত হয়। কিন্তু যে শীতোষ্ণকে তৃণাধিক
জ্ঞান করে না, পুরুষের কর্তব্য পালন করে, সে
সুখলাভে বঞ্চিত হয় না।'

১৫. 'গৃহপতি-পুত্র, এই চারিজনকে মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রু বলিয়া জানিবে : পরস্বাপহরণকারী, বাক্‌সর্বস্ব, তোষামোদকারী, হানিকর কর্মে সহায়ক।

১৬. 'চারি লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ পরস্বাপহরণকারীকে জানিতে পারা যায় : সে পরধনহরণকারী, অল্পের পরিবর্তে অত্যধিক লাভ করিতে ইচ্ছা করে, ভয়োৎপাদক কর্মের কারক, সে স্বার্থসেবী। গৃহপতি পুত্র, এই চারি লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ পরস্বাপহরণকারীকে জানিতে পারা যায়।

১৭. চারি লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ বাক্-সর্বস্বকে জানিতে পারা যায় : সে অতীতের উল্লেখপূর্বক বন্ধুত্বের ছল করে[১]; ভবিষ্যতের উল্লেখপূর্বক বন্ধুত্বের ছল করে; নিরর্থক বাক্য বলিয়া অনুগ্রহ লাভের প্রয়াসী;

---

[১]। যথা : "তোমার জন্য তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল, আমরা তোমার জন্য পথে অপেক্ষা করেতেছিলাম, কিন্তু তুমি আসিলে না, এক্ষণে ওই সকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

সাহায্যের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সে আপনার অসামর্থ্য জ্ঞাপন করে[১]। গৃহপতি-পুত্র, এই চারি লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ বাক্-সর্বস্বকে জানিতে পারা যায় :

১৮. 'চতুর্বিধ লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ তোষামোদকারীকে জানিতে পারা যায় : সে পাপকর্মেরও অনুমোদন করে, কল্যাণকর কর্মের প্রতিকূল আচরণেরও অনুমোদন করে; সে সম্মুখে প্রশংসা করিবে কিন্তু পরোক্ষে নিন্দা করিবে। গৃহপতি-পুত্র, এই চতুর্বিধ লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ তোষামোদকারীকে জানিতে পারা যায়।'

১৯. 'চতুর্বিধ লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ হানিকর কর্মের সহায়ককে জানিতে পারা যায় : সে মদ্যাদি পানকালে সহায় হয়; সন্ধ্যার অন্ধকারে পথে পথে ভ্রমণের সহায়ক হয়; নাটকাদি প্রদর্শনীতে গমনে সহায় হয়, দ্যূতক্রীড়াদি প্রমোদস্থানে সহায় হয়। গৃহপতি-পুত্র, এই চতুর্বিধ লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ সহায়ককে জানিতে পারা যায়।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন।

২০. এইরূপ বলিয়া সুগত শাস্তা পুনরায় বলিলেন :

যে মিত্র পরস্বাপহরণকারী, যে মিত্র বাক্-সর্বস্ব,
যে মিত্র তোষামোদকারী, যে মিত্র হানিকর
কর্মের সহায়ক, পণ্ডিত ব্যক্তি এই চারিজনকে
শত্রু জ্ঞান করিয়া ভয়সঙ্কুল মার্গের ন্যায় দূর
হইতে তাহাদিগকে বর্জন করিবেন।

২১. 'গৃহপতি-পুত্র, এই চারি প্রকার মিত্রকে সুহৃদ বলিয়া জানিবে; যিনি উপকারী তিনি সুহৃদ, যিনি সুখ দুঃখের সমভাগী, যিনি হিত প্রদর্শনকারী, যিনি দয়ার্দ্র; এই সকলকে সুহৃদ বলিয়া জানিবে।'

২২. 'চতুর্বিধ ক্ষেত্রে উপকারী মিত্রকে সুহৃদ বলিয়া জানিবে; প্রমত্ত হইলে তিনি রক্ষা করেন, প্রমত্তের ধন সম্পত্তি রক্ষা করেন, ভয়ার্তের শরণ হন, কর্তব্যের সম্পাদনে প্রয়োজনীয় অর্থের দ্বিগুণ তিনি দান করেন। গৃহপতি-পুত্র, এই চতুর্বিধ ক্ষেত্রে উপকারী মিত্রকে সুহৃদ বলিয়া জানিবে।'

২৩. 'চতুর্বিধ স্থানে সুখ দুঃখের সমভাগী মিত্রকে সুহৃদ বলিয়া জানিবে;

---

[১]। যথা : "তোমার শকটের প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমার শকটের একখানি চক্র নাই" ইত্যাদি।

তিনি আপনার যাহা গোপনীয় তাহা প্রকাশ করেন, মিত্রের যাহা গুপ্ত বিষয় তাহা তিনি উত্তমরূপে গুপ্ত রাখেন, বিপদে পরিত্যাগ করেন না, মিত্রের জন্য তিনি আত্মপ্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করেন। গৃহপতি-পুত্র, এই চতুর্বিধ স্থানে সুখ দুঃখের সমভাগী মিত্রকে সুহৃদ বলিয়া জানিবে।'

২৪. 'চতুর্বিধ স্থানে হিত-প্রদর্শনকারী মিত্রকে সুহৃদ বলিয়া জানিবে :

তিনি পাপ হইতে সংযত করেন, কল্যাণে নিয়োজিত হইতে প্রবুদ্ধ করেন, যাহা অশ্রুত তাহা ব্যক্ত করেন, স্বর্গের মার্গ প্রদর্শন করেন। গৃহপতি-পুত্র, এই চতুর্বিধ স্থানে হিত-প্রদর্শনকারীকে সুহৃদ বলিয়া জানিবে।'

২৫. 'চতুর্বিধ স্থানে দয়ার্দ্র মিত্রকে সুহৃদ বলিয়া জানিবে : মিত্রের অমঙ্গলে তিনি আনন্দিত হন না, মিত্রের মঙ্গলে আনন্দ লাভ করেন, কেহ মিত্রের নিন্দা করিলে তিনি নিবারণ করেন, প্রশংসা করিলে তিনি প্রশংসা করেন। গৃহপতি-পুত্র, এই চতুর্বিধ স্থানে দয়ার্দ্র মিত্রকে সুহৃদ বলিয়া জানিবে।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন।

২৬. এইরূপ বলিয়া সুগত শাস্তা পুনরায় বলিলেন :

যে মিত্র উপকারী,
যিনি সুখে ও দুঃখে মিত্র,
যে মিত্র হিত প্রদর্শনকারী,
যে মিত্র দয়ার্দ্র,
পণ্ডিত ব্যক্তি এই চারিজনকে
মিত্র রূপে জ্ঞান করিয়া,
ঔরস পুত্রের সেবারত মাতার
ন্যায় তাঁহাদের সেবা করিবেন।
শীলসম্পন্ন পণ্ডিত নর
জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান হন।
মধু সংগ্রহ-রত ভ্রাম্যমান
ভ্রমরের ন্যায় ধনাহরণরতের
ভোগ সঞ্চিত হইয়া বল্মিক—
স্তূপের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।
এইরূপে ভোগাহরণ করিয়া
তিনি স্বকুলের মঙ্গল স্বরূপ হন।
তিনি স্বকীয় বিত্ত চারিভাগে

বিভক্ত করিবেন, এবং এইরূপে
জীবনের সর্ববিধ কাম্য
তাঁহার লাভ হইবে।
এক অংশ স্বয়ং ভোগ করিবেন,
দুই অংশ কর্মে প্রয়োগ করিবেন,
চতুর্থ অংশ দুঃসময়ের নিমিত্ত
সঞ্চয় করিবেন।

২৭. গৃহপতি-পুত্র, আর্যশ্রাবক কী প্রকারে ছয় দিক আচ্ছাদনকারী হন? এই ছয় বস্তুকে ছয়দিকরূপে জানিতে হইবে : মাতাপিতাকে পূর্বদিকরূপে জানিতে হইবে; আচার্যগণকে দক্ষিণদিকরূপে জানিতে হইবেঃ স্ত্রী-পুত্রগণকে পশ্চিমদিকরূপে, মিত্রাদিকে উত্তরদিকরূপে, দাস কর্মকারগণকে অধোদিকরূপে এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণকে ঊর্ধ্বদিকরূপে জানিতে হইবে।

২৮. 'পুত্র পঞ্চ প্রকারে পূর্বদিকরূপ মাতাপিতার সেবা করিবেন : "তাঁহারা ভরণ পোষণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের ভরণ পোষণ করিতে হইবে, তাঁহাদের কৃত্য করিতে হইবে; কুলবংশ রক্ষা করিতে হইবে, আমি উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত হইয়াছি, আমাকেও উহা প্রতিপাদন করিতে হইবে; যাঁহারা মৃত তাঁহাদের দক্ষিণা (শ্রদ্ধাদি) দান করিতে হইবে।" এইরূপ পাঁচ প্রকারে সেবিত হইয়া মাতাপিতা পাঁচ প্রকারে পুত্রকে অনুকম্পা করেন : পাপ হইতে রক্ষা করেন, কল্যাণে নিয়োজিত করেন, শিল্পশিক্ষা দেন, যোগ্য স্ত্রীর সহিত বিবাহ দেন, যথাসময়ে উত্তরাধিকার দেন। গৃহপতি-পুত্র, এই পাঁচ প্রকারে পূর্ব দিকরূপ মাতাপিতা পুত্র কর্তৃক সেবিত হইয়া পাঁচ প্রকারে পুত্রকে অনুকম্পা করেন। এইরূপে পূর্বদিক রক্ষিত হয়, শান্তিপূর্ণ হয়, ভয়হীন হয়।'

২৯. 'গৃহপতি পুত্র, শিষ্য পাঁচ প্রকারে দক্ষিণ দিকরূপ আচার্যগণের সেবা করিবেন : তৎপরতা, সেবা, শুশ্রূষা, পরিচর্যা দ্বারা এবং সসম্মানে শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করিয়া। এই পাঁচ প্রকারে সেবিত হইয়া আচার্যগণ পাঁচ প্রকারে শিষ্যকে অনুকম্পা করেন : তাঁহারা শিষ্যকে সুবিনীত করেন, উত্তমরূপে শিক্ষা দেন, সর্ববিদ্যা শিক্ষা দেন, মিত্র সহায়কবর্গের নির্বাচন করিয়া দেন, সর্বদিক রক্ষা করেন। গৃহপতি-পুত্র, এই পাঁচ প্রকারে দক্ষিণ দিকরূপ আচার্যগণ শিষ্য কর্তৃক সেবিত হইয়া পাঁচ প্রকারে শিষ্যকে অনুকম্পা করেন। এইরূপে দক্ষিণদিক সুরক্ষিত, শান্তিপূর্ণ এবং ভয়হীন হয়।'

৩০. 'গৃহপতি-পুত্র, এই পাঁচ প্রকারে স্বামী পশ্চিম দিকরূপ ভার্যার সেবা করিবেন : সম্মানের দ্বারা, অবজ্ঞা বর্জন দ্বারা, অবিচলিত আনুরক্তির দ্বারা,

ঐশ্বর্য প্রদানের দ্বারা, অলংকার প্রদানের দ্বারা। এইরূপে সেবিত হইয়া পাঁচ প্রকারে পত্নী স্বামীর প্রতি অনুকম্পা করেন—গৃহকর্ম তৎকর্তৃক সুসম্পাদিত হয়, পরিজনবর্গ উত্তমরূপে প্রতিপালিত হয়, তিনি ব্যভিচারিণী হন না, ধন সম্পত্তি রক্ষা করেন, তিনি দক্ষ এবং সর্বকার্যে আলস্যহীন হন। এই পাঁচ প্রকারে স্বামী কর্তৃক পশ্চিমদিকরূপ ভার্যা সেবিত হইয়া পাঁচ প্রকারে স্বামীকে অনুকম্পা করেন। এইরূপে পশ্চিমদিক সুরক্ষিত, শান্তিপূর্ণ এবং ভয়হীন হয়।'

৩১. 'গৃহপতি-পুত্র, পাঁচ প্রকারে কুলপুত্র উত্তর দিকরূপ মিত্র সহায়কবর্গের সেবা করিবেন : দান, প্রিয়বাক্য, অর্থচর্যা, সমামাত্মতা এবং অবিসংবাদিতা দ্বারা। এইরূপে সেবিত হইয়া তাঁহারা পাঁচ প্রকারে কুলপুত্রের প্রতি অনুকম্পা করেন : প্রমত্ত হইলে রক্ষা করেন, তাঁহার ধন সম্পত্তি রক্ষা করেন, ভীত হইলে তাঁহার আশ্রয়স্থল হন, বিপদে পরিত্যাগ করেন না, তাঁহার পরিবারবর্গের অপর সকলেরও সম্মান রক্ষা করেন। এই পাঁচ প্রকারে কুলপুত্র কর্তৃক উত্তর দিকরূপ মিত্র সহায়কবর্গ সেবিত হইয়া পাঁচ প্রকারে তাঁহার প্রতি অনুকম্পা করেন। এইরূপে উত্তরদিক সুরক্ষিত, শান্তিপূর্ণ ও ভয়হীন হয়।'

৩২. 'গৃহপতি-পুত্র, সম্ভ্রান্ত কুলপুত্র পাঁচ প্রকারে অধোদিকরূপ দাস কর্মকারগণের সেবা করিবেন : বলানুরূপ কর্মের বিধান করিয়া, আহার ও বেতন প্রদানের দ্বারা, অসুস্থতায় সেবা করিয়া, উৎকৃষ্ট ভোজনের অংশ প্রদান করিয়া, যথাসময়ে কর্ম হইতে অবকাশ প্রদান দ্বারা। এইরূপে সেবিত হইয়া দাস কর্মকারগণ পাঁচ প্রকারে প্রভুর প্রতি অনুকম্পা করে : তাহারা প্রত্যুষে প্রভুর পূর্বে শয্যাত্যাগ করে, সর্বপশ্চাতে শয়ন করে, বদান্য হয়, উত্তমরূপে কর্ম সম্পাদন করে, প্রভুর কীর্তি ও প্রশংসা ঘোষণা করে। এই পাঁচ প্রকারে সম্ভ্রান্ত কুলপুত্র কর্তৃক দাস কর্মকারগণ সেবিত হইয়া পাঁচ প্রকারে তাঁহার সেবা করে। এইরূপে অধোদিক সুরক্ষিত, শান্তিপূর্ণ ও ভয়হীন হয়।

৩৩. 'পাঁচ প্রকারে কুলপুত্র ঊর্ধ্বদিকরূপ শ্রমণ-ব্রাহ্মণের সেবা করিবেন : মৈত্রীভাবযুক্ত কায়কর্মের দ্বারা, মৈত্রীভাবযুক্ত বাচনিক কর্মের দ্বারা, মৈত্রীভাবযুক্ত মানসিক কর্মের দ্বারা, অবারিত দ্বার হইয়া খাদ্য ভোজ্যাদি প্রদানের দ্বারা। এইরূপে সেবিত হইয়া তাঁহারা ছয় প্রকারে কুলপুত্রের প্রতি অনুকম্পা করেন : পাপ হইতে রক্ষা করেন, কল্যাণে নিয়োজিত করেন, কল্যাণকামী হইয়া অনুকম্পা করেন, অলব্ধ বিদ্যা দান করেন, লব্ধ বিদ্যা পরিমার্জিত করেন, স্বর্গের মার্গ প্রদর্শন করেন। এই পাঁচ প্রকারে সম্ভ্রান্ত

কুলপুত্র কর্তৃক ঊর্ধ্বদিকরূপ শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ সেবিত হইয়া ছয় প্রকারে কুলপুত্রের অনুকম্পা করেন। এইরূপ ঊর্ধ্বদিক সুরক্ষিত, শান্তিপূর্ণ ও ভয়হীন হয়।'

ভগবান এইরূপ বলিলেন।

৩৪. এইরূপ বলিয়া সুগত শাস্তা পুনরায় বলিলেন :

'মাতাপিতা পূর্বদিক, আচার্যগণ দক্ষিণ দিক,
স্ত্রী-পুত্র পশ্চিম দিক, জ্ঞাতি ও মিত্রগণ উত্তরদিক,
দাস কর্মকারগণ অধোদিক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ ঊর্ধ্বদিক,
গৃহী কুলের মঙ্গলার্থে এই সকল দিককে নমস্কার
করিবেন। পণ্ডিত, শীলসম্পন্ন, বিনয়ী, এইরূপ
পূজানিরত, নিরহংকারী, নম্র যশ লাভ করেন।
উৎসাহসম্পন্ন, অনলস, বিপদে ধৈর্যসম্পন্ন, নির্দোষ
এবং মেধাবী পুরুষ যশ লাভ করেন। যিনি জনপ্রিয়,
মিত্র-সংগ্রাহক, বদান্য, বীত-মাৎসর্য, নেতা, বিনেতা,
শান্তি-প্রতিষ্ঠাতা, তিনি যশ লাভ করেন। দান,
প্রিয়বাক্য, অর্থচর্যা, সর্বত্র, সর্বভূতে যথার্থ
সমানাত্মতা—এই সকলের কারণেই, কীলক যেইরূপ
রথচক্রের আবর্তন সম্পাদন করে, সেইরূপ জগৎও
চলিতেছে। যদি এই সকল না থাকিত, তাহা
হইলে মাতা পুত্রের নিকট সম্মান ও পূজা পাইতেন
না, পিতাও পুত্রের নিকট তাহা পাইতেন না।
এই সকলের মূল্য পণ্ডিতগণ যথার্থরূপে দর্শন করিয়া
মহত্ত্বপ্রাপ্ত এবং প্রশংসনীয় হন।'

৩৫. এইরূপ উক্ত হইলে গৃহপতি-পুত্র সিংগালক ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, 'অতি উত্তম, ভন্তে, অতি উত্তম। যেইরূপ উৎপাতিতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথপ্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপ ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমি ভগবানের, ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ভগবান আজ হইতে জীবনের অন্তকাল পর্যন্ত আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।'

সিংগালোবাদ সূত্রান্ত সমাপ্ত

৩২. আটানাটিয় সূত্রান্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১. এক সময় ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। ওই সময় চারি মহারাজা সুবৃহৎ যক্ষসেনা, গন্ধর্বসেনা, কুম্ভণ্ডসেনা এবং নাগসেনা দ্বারা চতুর্দিকে রক্ষিদল, সেনাব্যূহ এবং পরিভ্রমণকারী প্রহরী স্থাপন করিয়া রাত্রির অবসানে অত্যুজ্জ্বল দেহপ্রভায় সমগ্র গৃধ্রকূট পর্বত উদ্ভাসিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। কেহ কেহ ভগবানের দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন, কেহ কেহ আপনাদের নাম-গোত্র প্রকাশ করিয়া, কেহ কেহ মৌন হইয়া একপ্রান্তে আসন গ্রহণ করিলেন।

২. এইরূপে উপবিষ্ট হইয়া মহারাজ বৈশ্রবণ ভগবানকে বলিলেন, 'ভন্তে, প্রখ্যাত যক্ষগণ আছেন যাহারা ভগবানের প্রতি অপ্রসন্ন, ওইরূপ যক্ষগণ আছেন যাহারা ভগবানের প্রতি প্রসন্ন; মধ্যম শ্রেণির যক্ষগণ আছেন যাহারা ভগবানের প্রতি অপ্রসন্ন, ওইরূপ যক্ষগণ আছেন যাহারা ভগবানের প্রতি প্রসন্ন; নিম্ন শ্রেণির যক্ষগণ আছেন যাহারা ভগবানের প্রতি অপ্রসন্ন, ওইরূপ যক্ষগণ আছেন যাহারা ভগবানের প্রতি প্রসন্ন। কিন্তু যাহারা ভগবানের প্রতি অপ্রসন্ন তাহাদের সংখ্যাই অধিক। কী কারণে? ভগবান প্রাণাতিপাত হইতে বিরতির উপদেশ দেন; অদত্তের গ্রহণ হইতে, ব্যভিচার হইতে, মৃষাবাদ হইতে, সুরাদির মদ্য হইতে বিরতির উপদেশ দেন। ভন্তে, যক্ষদিগের মধ্যে যাহারা ওই সকল কর্মে বিরত নহে তাহাদের সংখ্যাই অধিক। এইজন্যই ভগবানের উপদেশ তাহাদের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। ভগবানের শ্রাবকগণ আছেন যাঁহারা দূর অরণ্যে বনপ্রস্থে বাস করেন, যেইস্থানে শব্দ নাই, নির্ঘোষ নাই, যেইস্থানে বিজন বাত প্রবাহিত, যেইস্থান মনুষ্য সমাগমরহিত, যাহা ধ্যানানুশীলনের উপযুক্ত[১]। তথায় প্রতিষ্ঠাবান যক্ষগণ বাস করেন যাহারা ভগবানের এই উপদেশে শ্রদ্ধাহীন। যাহাতে তাহারা শ্রদ্ধাবান হয় সেই নিমিত্ত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এবং উপাসক ও উপাসিকাগণের নিরাপত্তা ও রক্ষার জন্য, তাঁহাদের অনিষ্ট দূরীকরণ ও স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্য ভগবান আটানাটিয় রক্ষা মন্ত্রের ঘোষণা অনুমোদন করুন।

---

[১]। উদুম্বরিক সীহনাদ সূত্রান্ত, ৪ নং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ভগবান মৌন দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

৩. অনন্তর মহারাজ বৈশ্রবণ ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া সেই সময় এই আটানাটিয় রক্ষা মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন :

চক্ষুষ্মান শ্রীমান বিপস্‌সিকে নমস্কার।
সর্বভূতানুকম্পী সিখিকেও নমস্কার।
স্নাতক তপস্বী বেস্‌সভূকে নমস্কার।
মারসেনা-প্রমর্দনকারী ককুসন্ধকে নমস্কার।
পূর্ণব্রহ্মচর্য ব্রাহ্মণ কোনাগমনকে নমস্কার।
সর্বরূপে বিমুক্ত কস্‌সপকে নমস্কার।
শাক্যপুত্র শ্রীমান অঙ্গীরসকে[১] নমস্কার,
তিনি সর্বদুঃখমোচনকারী ধর্মের উপদেশ দিয়াছেন।
যাঁহারা এই জগতে নির্বৃত, যাঁহারা যথার্থদর্শী,
তাঁহারা প্রিয়বাদী, মহান ও প্রশান্ত।
তাঁহারা দেবমনুষ্যগণের হিতকামী
বিদ্যাচরণসম্পন্ন, মহান,
প্রশান্ত গৌতমকে নমস্কার করেন।

৪. যেইস্থান হইতে মহান, মণ্ডলী, আদিত্য সূর্যের উদয় হয়,
যাহার উদয়ে সর্বরীও নিরুদ্ধ হয়, এবং যাহার
উদয় 'দিবস' উক্ত হয়, সেইস্থানে এক গভীর
জলাশয়—জলপ্রবাহের আধার সমুদ্র। এইরূপে
উহা "জলপ্রবাহের আধার সমুদ্র" কথিত হয়।
এই স্থান হইতে "উহা পূর্বদিক" এইরূপ জনগণ
বলিয়া থাকে। ওই দিকের পালনকর্তা যশস্বী-
গন্ধর্বাধিপতি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, তিনি গন্ধর্বগণ
পরিবেষ্টিত হইয়া নৃত্যগীতে রত থাকেন। তাঁহার
বহুপুত্র, সকলেই একই নামবিশিষ্ট, এইরূপ শ্রুত হয়,
তাঁহাদের সংখ্যা একনবতি, তাঁহারা মহাবলশালী
এবং ইন্দ্রনামধারী। তাঁহারাও মহান প্রশান্ত
আদিত্য-বন্ধু বুদ্ধকে দেখিয়া দূর হইতে তাঁহাকে

---

[১]। গৌতম বুদ্ধকে উল্লেখ করা হইয়াছে। "অন্দীরস" শব্দ জ্যোতির অধিবচন।

নমস্কার করেন। ‘হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তোমাকে নমস্কার, হে পুরুষোত্তম, তোমাকে নমস্কার, তুমি আমাদের প্রতি মঙ্গলময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, অমনুষ্যগণও তোমার বন্দনা করে!’ আমরা ইহা সর্বদা শ্রবণ করি, সেইহেতু এইরূপ বলিতেছি, “বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করো, আমরা বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করিতেছি, বিদ্যাচরণসম্পন্ন বুদ্ধ গৌতমের বন্দনা করিতেছি।”

৫. যে স্থানে যাহারা প্রেত কথিত হয়, যাহারা ক্রুর, পৃষ্ঠমাংসখাদক, প্রাণহিংসারত, রুদ্র, চোর ও প্রবঞ্চক, তাহারা বাস করে, সেইস্থান এখান হইতে “দক্ষিণ দিকে”, জনগণ এইরূপ বলিয়া থাকে। কুম্ভণ্ডগণের অধিপতি বিরূঢ় নামক যশস্বী মহারাজ ওই দিক পালন করেন, কুম্ভণ্ডগণ পরিবেষ্টিত তিনি নৃত্যগীতে রত থাকেন। আমি শুনিয়াছি তাঁহার একই নামধারী বহুপুত্র, তাহাদের সংখ্যা একনবতি, তাহারা ইন্দ্রনামধারী ও মহাবলসম্পন্ন। তাঁহারাও মহান প্রশান্ত আদিত্য-বন্ধু বুদ্ধকে দেখিয়া দূর হইতে তাঁহাকে নমস্কার করেন। ‘হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তোমাকে নমস্কার, হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার, তুমি আমাদের প্রতি মঙ্গলময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, অমনুষ্যগণও তোমার বন্দনা করে!’ আমরা ইহা সর্বদা শ্রবণ করি, সেইহেতু এইরূপ বলিতেছি, “বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করো, আমরা বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করিতেছি, বিদ্যাচরণসম্পন্ন বুদ্ধ গৌতমের বন্দনা করিতেছি।”

৬. ‘যে স্থানে মহান, মণ্ডলী, আদিত্য সূর্যের অস্তগমন হয়, যাহার অস্তগমনে দিবসও নিরুদ্ধ হয়, এবং রাত্রির আবির্ভাব হয়, সেইস্থানে এক গভীর জলাশয়—জলপ্রবাহের আধার সমুদ্র। এইরূপে উহা “জলপ্রবাহের আধার সমুদ্র” কথিত হয়। এইস্থান হইতে “উহা পশ্চিম দিক” এইরূপ জনগণ

বলিয়া থাকে। ওই দিকের পালনকর্তা যশস্বী
নাগাধিপতি মহারাজ বিরূপাক্ষ, তিনি নাগগণ
কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নৃত্যগীতে রত থাকেন।
আমি শুনিয়াছি তাঁহার একই নামধারী বহুপুত্র,
তাঁহাদের সংখ্যা একনবতি, তাঁহারা ইন্দ্রনামধারী
ও মহাবলসম্পন্ন। তাঁহারাও মহান, প্রশান্ত
আদিত্য-বন্ধু বুদ্ধকে দেখিয়া দূর হইতে তাঁহাকে
নমস্কার করেন। 'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তোমাকে
নমস্কার, হে পুরুষোত্তম, তোমাকে নমস্কার,
তুমি আমাদের প্রতি মঙ্গলময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করো,
অমনুষ্যগণও তোমার বন্দনা করে!'
আমরা ইহা সর্বদা শ্রবণ করি, সেইহেতু এইরূপ
বলিতেছি, "বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করো,
আমরা বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করিতেছি,
বিদ্যাচরণসম্পন্ন বুদ্ধ গৌতমের বন্দনা করিতেছি।"

৭. 'যে স্থানে রমণীয় উত্তর কুরু এবং সুদর্শন সুমেরু
পর্বত সেইস্থানে মনুষ্যগণ বাস করে যাঁহারা
নিঃস্বার্থ এবং 'আমার' বলিয়া নারীতে স্বত্ব স্থাপনে বিরত।
তাঁহারা বীজ বপন করে না, হলকর্ষণও করে না,
স্বয়ংজাত সালি আহার করে। তাঁহারা কণহীন,
তুষহীন, শুদ্ধ, সুগন্ধ তণ্ডুল উখাতাপে সিদ্ধ করিয়া
আহার করে। তাহারা গাভীকে একোপযুক্ত
যানে পরিণত করিয়া উহাতে আরোহণপূর্বক
দিকে দিকে ভ্রমণ করে, পশুদলকেও ওইরূপে
চালিত করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে,
স্ত্রী, পুরুষ, কুমারী ও কুমারগণ ওইরূপ যানযোগে
গমনাগমন করে, স্বীয় যানে আরোহণ করিয়া
তাহারা রাজসেবায় সর্বদিকে ভ্রমণ করে। যশস্বী
মহারাজের নিমিত্ত হস্তীযান, অশ্বযান, দিব্যযান,
প্রাসাদ ও শিবিকাসমূহ রক্ষিত।
আটানাটা, কুসিনাটা, পরকুসিনাটা, নাটপুরিয়া,
পরকুসিতনাটা নামক তাঁহার নগরসমূহ অন্তরীক্ষে

সুনির্মিত। উত্তরে কপীবন্ত, জনোঘ, নবনবতিয়
এবং অম্বর-অম্বরবতিয় নামক অপরাপর নগর এবং
রাজধানী আলকমন্দা। আয়ুষ্মান, মহারাজ
কুবেরের বিষাণা নামক রাজধানী। তজ্জন্য
মহারাজ কুবের 'বেস্সবণ' (বৈশ্রবণ), উক্ত হন।
যাহারা তাহার রাজবার্তা বহনপূর্বক উহার
ঘোষণা করেন তাহাদের নাম ততোলা, তত্তলা,
ততোতলা, ওজসি, তেজসি, ততোজসি, সূর,
রাজা অরিষ্ট এবং নেমি। ওইস্থানে ধরণী নামক
জলাশয় হইতে মেঘের উৎপত্তি হইয়া বর্ষণ হয়,
বৃষ্টিপাত হয়। ওই স্থানের ভগলবতি নামক
সভায় যক্ষগণ পূজা করেন। ওইস্থানে ময়ূর-
ক্রৌঞ্চ-কোকিলাদির মধুর কণ্ঠ-ধ্বনিত, নানা
বিহঙ্গম সমাকুল, নিত্য ফলবান বৃক্ষরাজী বিদ্যমান।
ওই স্থানে 'জীব' জীব' পক্ষীর রব শ্রুত হয়,
বনদেশ ওট্‌ঠব-চিত্তক-কুকুত্থক-পোক্ষর
সাতকাদির দ্বারা কূজিত। এই স্থানে শুক
ও সারিকার শব্দ শ্রুত হয়, দণ্ড-মানবক নামক পক্ষী
দৃষ্ট হয়, সর্বদা সর্বকালে কুবের-নলিনী-শোভমান
হয়। এই স্থান হইতে "উহা উত্তর দিক"
এইরূপ জনগণ বলিয়া থাকে। ওই দিকের
পালনকর্তা যশস্বী যক্ষাধিপতি মহারাজ কুবের,
তিনি যক্ষগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নৃত্যগীতে
রত থাকেন। আমি শুনিয়াছি তাঁহার একই
নামধারী বহু পুত্র, তাঁহাদের সংখ্যা একনবতি,
তাঁহারা ইন্দ্র নামধারী ও মহাবলসম্পন্ন। তাঁহারাও
মহান, প্রশান্ত, আদিত্য-বন্ধু বুদ্ধকে দেখিয়া দূর
হইতে তাঁহাকে নমস্কার করেন। 'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ,
তোমাকে নমস্কার, হে পুরুষোত্তম। তোমাকে
নমস্কার, তুমি আমাদের প্রতি মঙ্গলময় দৃষ্টি নিক্ষেপ
কর, অমনুষ্যগণও তোমার বন্দনা করে!'
আমরা ইহা সর্বদা শ্রবণ করি, সেইহেতু এইরূপ

বলিতেছি, "বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করো, আমরা
বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করিতেছি, বিদ্যাচরণসম্পন্ন
বুদ্ধ গৌতমের বন্দনা করিতেছি।"

৮. 'ভন্তে, ইহাই ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাগণের নিরাপত্তা ও রক্ষার জন্য, তাহাদের অনিষ্ট দূরীকরণ ও স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্য আটানাটিয় রক্ষামন্ত্র।

'ভন্তে, যেকোনো ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণী, উপাসক অথবা উপাসিকা এই আটানাটিয় রক্ষামন্ত্র উত্তমরূপে শিক্ষা করিবেন, সম্পূর্ণরূপে হৃদয়স্থ করিবেন, তাঁহাকে যদি কোনো অমনুষ্য—যক্ষ অথবা যক্ষিণী, যক্ষ-বৎস অথবা বৎসা, যক্ষ-পারিষদ অথবা যক্ষ-সেবক, গন্ধর্ব অথবা গন্ধর্বী, গন্ধর্ব-বৎস অথবা বৎসা, গন্ধর্ব-পারিষদ অথবা গন্ধর্ব সেবক, কুম্ভণ্ড অথবা কুম্ভণ্ডী, কুম্ভণ্ড-বৎস অথবা বৎসা, কুম্ভণ্ড-পারিষদ অথবা কুম্ভণ্ড সেবক। নাগ অথবা নাগিনী, নাগ বৎস অথবা বৎসা, নাগ পারিষদ অথবা নাগ-সেবক। প্রদুষ্ট চিত্তে গমনে, দণ্ডায়মানে, উপবেশনে অথবা শয়নে অনুসরণ করে, (বিপর্যস্ত করায়), তাহা হইলে, ভন্তে, সেই অমনুষ্য মদীয় গ্রাম বা নগরে সৎকার অথবা সম্মান পাইবে না। ভন্তে, সেই অমনুষ্য আমার রাজধানী আলকমন্দায় বাসভূমি অথবা বাসগৃহ পাইবে না। যক্ষদিগের সভায় সে গমন করিতে পাইবে না। সে আবাহের নিমিত্ত কন্যা পাইবে না এবং বিবাহের নিমিত্ত তাহার কন্যা কেহ গ্রহণ করিবে না। অধিকন্তু, ভন্তে, সেই অমনুষ্যগণের নিকট প্রভূতরূপে উপহাসের পাত্র হইবে। অমনুষ্যগণ রিক্তভাজনের ন্যায় তাহার মস্তক বিপর্যস্ত করিবে, সপ্তধা বিদীর্ণ করিবে।

৯. 'ভন্তে, কোনো কোনো অমনুষ্য আছে যাহারা চণ্ড, রুদ্র, দুর্দান্ত। তাহারা মহারাজগণের বশ্যতা স্বীকার করে না, তাহাদের ঊর্ধ্বতন কর্মচারীগণের অথবা ওই সকলের অধীনস্থগণের বশবর্তী নহে। তাহারা মহারাজগণের বিদ্রোহীরূপে জ্ঞাত। যেইরূপ মগধরাজের রাজ্যে যেইসকল মহাচোর আছে, তাহারা মগধরাজের বশ্যতা স্বীকার করে না, তাঁহার ঊর্ধ্বতন কর্মচারীগণের অথবা ওই সকলের অধীনস্থগণের বশবর্তী নহে, যেইরূপ ওই সকল মহাচোর মগধরাজের বিদ্রোহী কথিত হয়, সেইরূপ অমনুষ্যগণ আছে যাহারা চণ্ড, রুদ্র, দুর্দান্ত। তাহারা মহারাজগণের বশ্যতা স্বীকার করে না, তাহাদের ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদিগের অথবা ওই সকলের অধীনস্থগণের বশবর্তী নহে এবং মহারাজগণের বিদ্রোহী কথিত হয়। যদি কোনো অমনুষ্য-যক্ষ অথবা যক্ষিণী, যক্ষ-বৎস অথবা বৎসা, যক্ষ-পারিষদ অথবা যক্ষ-সেবক,

গন্ধর্ব অথবা গন্ধর্বী, গন্ধর্ব-বৎস অথবা বৎসা, গন্ধর্ব-পারিষদ অথবা গন্ধর্ব সেবক, কুম্ভণ্ড অথবা কুম্ভণ্ডী, কুম্ভণ্ড-বৎস অথবা বৎসা, কুম্ভণ্ড-পারিষদ অথবা কুম্ভণ্ড সেবক। নাগ অথবা নাগিনী, নাগ বৎস অথবা বৎসা, নাগ পারিষদ অথবা নাগ-সেবক। প্রদুষ্ট চিত্তে কোনো ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণী, উপাসক অথবা উপাসিকাকে গমনে, দণ্ডায়মানে, উপবেশনে অথবা শয়নে অনুসরণ (বিপর্যস্ত) করে, তাহা হইলে তাহাকে এই সকল যক্ষ, মহাযক্ষ, সেনাপতি, মহা-সেনাপতিগণকে এইরূপে উদ্দীপিত করিতে হইবে, তাঁহাদের উদ্দেশে আর্তনাদ করিতে হইবে, উচ্চরবে তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে : "এই যক্ষ আমাকে ধৃত করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে আক্রমণ করিতেছে, এই যক্ষ আমার অনিষ্ট করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে আঘাত করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে মুক্তি দিতেছে না।"

১০. 'কোন কোন যক্ষ, মহাযক্ষ, সেনাপতি, মহাসেনাপতিগণকে?

ইন্দ্র, সোম, বরুণ, ভারদ্বাজ, প্রজাপতি,
চন্দন, কামসেট্‌ঠ, কিন্নু ঘণ্ডু, নিঘণ্ডু,
পণাদ, ওপমঞ্‌ঞ, দেবসূত মাতলি,
গন্ধর্ব চিত্রসেন, রাজা নল, জনেষভ
সাতাগির, হেমবত, পুণ্নক, করতিয়, গুল,
সীবক, মুচলিন্দ, বেস্‌সামিত্ত, যুগন্ধর
গোপাল, সূপ্পগেধ, হিরী, নেত্তী, মন্দিয়,
পঞ্চাল-চণ্ড আলবক, পজ্জুন্ন, সুমন, সুমুখ,
দধিমুখ, মণি, মণিচর, দীঘ, এই সকলের সহিত সেরিস্‌সক।

'এই সকল যক্ষ, মহাযক্ষ, সেনাপতি, মহাসেনাপতিগণকে এইরূপে উদ্দীপিত করিতে হইবে, তাঁহাদের উদ্দেশে আর্তনাদ করিতে হইবে, উচ্চরবে তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে : "এই যক্ষ আমাকে ধৃত করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে আক্রমণ করিতেছে, এই যক্ষ আমার অনিষ্ট করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে আঘাত করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে মুক্তি দিতেছে না।"

১১. 'ভন্তে, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এবং উপাসক ও উপাসিকাগণের নিরাপত্তা ও রক্ষার জন্য, তাহাদের অনিষ্ট দূরীকরণ ও স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্য ইহাই আটানাটিয় রক্ষামন্ত্র।'

'এক্ষণে, ভন্তে, আমরা বিদায় লইব, আমাদের বহু কৃত্য, বহু করণীয় আছে।'

'মহারাজগণের যেইরূপ অভিরুচি।'

অনন্তর চারি মহারাজা আসন হইতে উত্থানপূর্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া সেইস্থানে অন্তর্ধান করিলেন। যক্ষগণের মধ্যেও কেহ কেহ আসন হইতে উত্থানপূর্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া সেইস্থানেই অন্তর্ধান করিলেন, কেহ কেহ ভগবানের সহিত মধুর চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপান্তে সেইস্থানেই অন্তর্ধান করিলেন, কেহ কেহ ভগবানের দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া সেইস্থানেই অন্তর্ধান করিলেন, কেহ কেহ আপনাদের নাম-গোত্র প্রকাশ করিয়া, কেহ কেহ তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া সেইস্থানেই অন্তর্ধান করিলেন।

দ্বিতীয় ভাণভার

ভগবানের উক্তি

১২. তদনন্তর ভগবান রাত্রির অবসানে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন, "ভিক্ষুগণ, রাত্রিকালে চারি মহারাজ বৃহৎ যক্ষসেনাবাহিনীসহ গন্ধর্বসেনা, কুম্ভণ্ডসেনা এবং নাগসেনা দ্বারা চতুর্দিকে রক্ষিদল, সেনাব্যূহ এবং পরিভ্রমণকারী প্রহরী স্থাপন করিয়া রাত্রির অবসানে অত্যুজ্জ্বল দেহপ্রভায় সমগ্র গৃধ্রকূট পর্বত উদ্ভাসিত করিয়া যেখানে আমি ছিলাম সেখানে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া একপাশে উপবেশন করিলেন। ভিক্ষুগণ, সেই যক্ষগণ কেহ কেহ আমাকে অভিবাদন করিয়া একপাশে উপবেশন করিলেন। কেহ কেহ আমার সহিত মধুর চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপ করিয়া একপাশে উপবেশন করিলেন। কেহ কেহ আমার দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া একপাশে উপবেশন করিলেন। কেহ কেহ আপনাদের নাম গোত্র প্রকাশ করিয়া একপাশে উপবেশন করিলেন। কেহ কেহ মৌন হইয়া একপাশে উপবেশন করিলেন।

ভিক্ষুগণ, একপাশে উপবিষ্ট মহারাজ বৈশ্রবণ আমাকে বলিলেন, ভন্তে, প্রখ্যাত যক্ষগণ আছেন যাহারা ভগবানের প্রতি অপ্রসন্ন, ওইরূপ যক্ষগণ আছেন যাহারা ভগবানের প্রতি প্রসন্ন; মধ্যম শ্রেণির যক্ষগণ আছেন যাহারা ভগবানের প্রতি অপ্রসন্ন, ওইরূপ যক্ষগণ আছেন যাহারা ভগবানের প্রতি প্রসন্ন; নিম্ন শ্রেণির যক্ষগণ আছেন যাহারা ভগবানের প্রতি অপ্রসন্ন। ওইরূপ যক্ষগণ আছেন যাহারা ভগবানের প্রতি প্রসন্ন। কিন্তু যাহারা ভগবানে অপ্রসন্ন তাহাদের সংখ্যাই অধিক। কী কারণে? ভগবান প্রাণাতিপাত হইতে বিরতির উপদেশ দেন; অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরতির উপদেশ দেন, ব্যভিচার হইতে বিরতির উপদেশ দেন; মৃষাবাদ হইতে বিরতির উপদেশ দেন, সুরাদি

মদ্যপান হইতে বিরতির উপদেশ দেন। ভন্তে, যক্ষদিগের মধ্যে যাহারা ওই সকল কর্মে বিরত নহে তাহাদের সংখ্যাই অধিক। এই জন্যই ভগবানের উপদেশ তাহাদের নিকট অপ্রিয়, ও অমনোজ্ঞ। ভগবানের শ্রাবকগণ আছেন যাঁহারা দূর অরণ্যে বনপ্রস্থে বাস করেন, যেইস্থানে শব্দ নাই, নির্ঘোষ নাই, যেইস্থানে বিজন বাত প্রবাহিত, যেইস্থানে মনুষ্য সমাগম রহিত, যাহা ধ্যানানুশীলনের উপযুক্ত। তথায় প্রতিষ্ঠাবান যক্ষগণ বাস করেন যাহারা ভগবানের এই উপদেশে শ্রদ্ধাহীন। যাহাতে তাহারা শ্রদ্ধাবান হয় সেই নিমিত্ত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এবং উপাসক ও উপাসিকাগণের নিরাপত্তা ও রক্ষার জন্য, তাহাদের অনিষ্ট দূরীকরণ ও স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্য ভগবান আটানাটিয় রক্ষা মন্ত্রের ঘোষণা অনুমোদন করুন।

আমি মৌন দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। অনন্তর ভিক্ষুগণ, মহারাজ বৈশ্রবণ আমার মৌন সম্মতি অবগত হইয়া সেই সময় এই আটানাটিয় রক্ষামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন :

চক্ষুষ্মান শ্রীমান বিপস্‌সিকে নমস্কার।
সর্বভূতানুকম্পী সিখিকেও নমস্কার।
স্নাতক তপস্বী বেস্‌সভূকে নমস্কার।
মারসেনা-প্রমর্দনকারী ককুসন্ধকে নমস্কার।
পূর্ণব্রহ্মচর্য ব্রাহ্মণ কোনাগমনকে নমস্কার।
সর্বরূপে বিমুক্ত কস্‌সপকে নমস্কার।
শাক্যপুত্র শ্রীমান অঙ্গীরসকে নমস্কার,
তিনি সর্বদুঃখ মোচনকারী ধর্মের উপদেশ দিয়াছেন।
যাঁহারা এই জগতে নির্বৃত, যাঁহারা যথার্থদর্শী,
তাঁহারা প্রিয়বাদী, মহান ও প্রশান্ত।
তাঁহারা দেবমনুষ্যগণের হিতকামী
বিদ্যাচরণসম্পন্ন, মহান,
প্রশান্ত গৌতমকে নমস্কার করেন।

১৩. যেইস্থান হইতে মহান, মণ্ডলী, আদিত্য সূর্যের
উদয় হয়,
যাহার উদয়ে সর্বরীও নিরুদ্ধ হয়, এবং যাহার
উদয় 'দিবস' উক্ত হয়, সেইস্থানে এক গভীর
জলাশয়- জলপ্রবাহের আধার সমুদ্র। এইরূপে
উহা "জলপ্রবাহের আধার সমুদ্র" কথিত হয়।

এই স্থান হইতে “উহা পূর্বদিক” এইরূপ জনগণ
বলিয়া থাকে। ওই দিকের পালনকর্তা যশস্বী-
গন্ধর্বাধিপতি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, তিনি গন্ধর্বগণ
পরিবেষ্টিত হইয়া নৃত্যগীতে রত থাকেন। তাঁহার
বহুপুত্র, সকলেই একই নামবিশিষ্ট, এইরূপ শ্রুত হয়,
তাহাদের সংখ্যা একনবতি, তাঁহারা মহাবলশালী
এবং ইন্দ্রনামধারী। তাঁহারাও মহান প্রশান্ত
আদিত্য-বন্ধু বুদ্ধকে দেখিয়া দূর হইতে তাঁহাকে
নমস্কার করেন। ‘হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তোমাকে
নমস্কার, হে পুরুষোত্তম, তোমাকে নমস্কার, তুমি
আমাদের প্রতি মঙ্গলময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করো,
অমনুষ্যগণও তোমার বন্দনা করে!’ আমরা ইহা
সর্বদা শ্রবণ করি, সেইহেতু এইরূপ বলিতেছি,
“বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করো, আমরা বিজয়ী
গৌতমের বন্দনা করিতেছি, বিদ্যাচরণসম্পন্ন বুদ্ধ
গৌতমের বন্দনা করিতেছি।”

১৪. যেইস্থানে যাহারা প্রেত কথিত হয়, যাহারা ক্রুর,
পৃষ্ঠমাংসখাদক, প্রাণহিংসারত, রুদ্র, চোর ও
প্রবঞ্চক, তাহারা বাস করে, সেইস্থান এখান হইতে
“দক্ষিণ দিকে”, জনগণ এইরূপ বলিয়া থাকে।
কুম্ভণ্ডগণের অধিপতি বিরূঢ় নামক যশস্বী মহারাজ
ওই দিক পালন করেন, কুম্ভণ্ডগণ পরিবেষ্টিত
তিনি নৃত্যগীতে রত থাকেন। আমি শুনিয়াছি
তাহার একই নামধারী বহুপুত্র, তাহাদের সংখ্যা
একনবতি, তাঁহারা ইন্দ্রনামধারী ও মহাবলসম্পন্ন।
তাঁহারাও মহান প্রশান্ত আদিত্য-বন্ধু বুদ্ধকে
দেখিয়া দূর হইতে তাঁহাকে নমস্কার করেন।
‘হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তোমাকে নমস্কার, হে পুরুষোত্তম!
তোমাকে নমস্কার, তুমি আমাদের প্রতি মঙ্গলময়
দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, অমনুষ্যগণও তোমার বন্দনা করে!’
আমরা ইহা সর্বদা শ্রবণ করি, সেইহেতু এইরূপ
বলিতেছি, “বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করো, আমরা

বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করিতেছি, বিদ্যাচরণসম্পন্ন
বুদ্ধ গৌতমের বন্দনা করিতেছি।”

১৫. ‘যে স্থানে মহান, মণ্ডলী, আদিত্য সূর্যের অস্তগমন
হয়, যাহার অস্তগমনে দিবসও নিরুদ্ধ হয়, এবং
রাত্রির আবির্ভাব হয়, সেইস্থানে এক গভীর
জলাশয়—জলপ্রবাহের আধার সমুদ্র। এইরূপে
উহা “জলপ্রবাহের আধার সমুদ্র” কথিত হয়।
এইস্থান হইতে “উহা পশ্চিম দিক” এইরূপ জনগণ
বলিয়া থাকে। ওই দিকের পালনকর্তা যশস্বী
নাগাধিপতি মহারাজ বিরূপাক্ষ, তিনি নাগগণ
কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নৃত্যগীতে রত থাকেন।
আমি শুনিয়াছি তাঁহার একই নামধারী বহুপুত্র,
তাঁহাদের সংখ্যা একনবতি, তাঁহারা ইন্দ্রনামধারী
ও মহাবল সম্পন্ন। তাঁহারাও মহান, প্রশান্ত
আদিত্য-বন্ধু বুদ্ধকে দেখিয়া দূর হইতে তাঁহাকে
নমস্কার করেন। ‘হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তোমাকে
নমস্কার, হে পুরুষোত্তম, তোমাকে নমস্কার,
তুমি আমাদের প্রতি মঙ্গলময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করো,
অমনুষ্যগণও তোমার বন্দনা করে!’
আমরা ইহা সর্বদা শ্রবণ করি, সেইহেতু এইরূপ
বলিতেছি, “বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করো,
আমরা বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করিতেছি,
বিদ্যাচরণসম্পন্ন বুদ্ধ গৌতমের বন্দনা করিতেছি।”

১৬. ‘যে স্থানে রমণীয় উত্তর কুরু এবং সুদর্শন সুমেরু
পর্বত সেইস্থানে মনুষ্যগণ বাস করে যাহারা
নিঃস্বার্থ এবং ‘আমার’ বলিয়া নারীতে স্বত্ব স্থাপনে বিরত।
তাহারা বীজ বপন করে না, হলকর্ষণও করে না,
স্বয়ংজাত সালি আহার করে। তাহারা কণহীন,
তুষহীন, শুদ্ধ, সুগন্ধ তণ্ডুল উখাতাপে সিদ্ধ করিয়া
আহার করে। তাহারা গাভীকে একোপযুক্ত
যানে পরিণত করিয়া উহাতে আরোহণপূর্বক
দিকে দিকে ভ্রমণ করে, পশুদলকেও ওইরূপে

চালিত করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে,
স্ত্রী, পুরুষ, কুমারী ও কুমারগণ ওইরূপ যানযোগে
গমনাগমন করে, স্বীয় যানে আরোহণ করিয়া
তাহারা রাজসেবায় সর্বদিকে ভ্রমণ করে। যশস্বী
মহারাজের নিমিত্ত হস্তীযান, অশ্বযান, দিব্যযান,
প্রাসাদ ও শিবিকাসমূহ রক্ষিত।
আটানাটা, কুসিনাটা, পরকুসিনাটা, নাটপুরিয়া,
পরকুসিতনাটা নামক তাঁহার নগরসমূহ অন্তরীক্ষে
সুনির্মিত। উত্তরে কপীবন্ত, জনোঘ, নবনবতিয়
এবং অম্বর-অম্বরবতিয় নামক অপরাপর নগর এবং
রাজধানী আলকমন্দা। আয়ুষ্মান, মহারাজ
কুবেরের বিষাণা নামক রাজধানী। তজ্জন্য
মহারাজ কুবের 'বেস্সবণ' (বৈশ্রবণ), উক্ত হন।
যাহারা তাহার রাজবার্তা বহনপূর্বক উহার
ঘোষণা করেন তাহাদের নাম ততোলা, তত্তলা,
ততোতলা, ওজসি, তেজসি, ততোজসি, সূর,
রাজা অরিষ্ট এবং নেমি। ওইস্থানে ধরণী নামক
জলাশয় হইতে মেঘের উৎপত্তি হইয়া বর্ষণ হয়,
বৃষ্টিপাত হয়। ওই স্থানের ভগলবতি নামক
সভায় যক্ষগণ পূজা করেন। ওই স্থানে ময়ূর-
ক্রৌঞ্চ-কোকিলাদির মধুর কণ্ঠ-ধ্বনিত, নানা
বিহঙ্গম সমাকুল, নিত্য ফলবান বৃক্ষরাজি বিদ্যমান।
ওই স্থানে 'জীব' জীব' পক্ষীর রব শ্রুত হয়,
বনদেশ ওট্ঠব-চিত্তক-কুকুত্থক-পোক্ষর
সাতকাদির দ্বারা কূজিত। এই স্থানে শুক
ও সারিকার শব্দ শ্রুত হয়, দণ্ড-মানবক নামক পক্ষী
দৃষ্ট হয়, সর্বদা সর্বকালে কুবের-নলিনী-শোভমান
হয়। এই স্থান হইতে "উহা উত্তর দিক"
এইরূপ জনগণ বলিয়া থাকে। ওই দিকের
পালনকর্তা যশস্বী যক্ষাধিপতি মহারাজ কুবের,
তিনি যক্ষগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নৃত্যগীতে
রত থাকেন। আমি শুনিয়াছি তাঁহার একই

নামধারী বহু পুত্র, তাঁহাদের সংখ্যা একনবতি,
তাঁহারা ইন্দ্র নামধারী ও মহাবলসম্পন্ন। তাঁহারাও
মহান, প্রশান্ত, আদিত্য-বন্ধু বুদ্ধকে দেখিয়া দূর
হইতে তাঁহাকে নমস্কার করেন। 'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ,
তোমাকে নমস্কার, হে পুরুষোত্তম। তোমাকে
নমস্কার, তুমি আমাদের প্রতি মঙ্গলময় দৃষ্টি নিক্ষেপ
কর, অমনুষ্যগণও তোমার বন্দনা করে।'
আমরা ইহা সর্বদা শ্রবণ করি, সেইহেতু এইরূপ
বলিতেছি, "বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করো, আমরা
বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করিতেছি, বিদ্যাচরণসম্পন্ন
বুদ্ধ গৌতমের বন্দনা করিতেছি।"

১৭. 'ভন্তে, ইহাই ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাগণের নিরাপত্তা ও রক্ষার জন্য, তাহাদের অনিষ্ট দূরীকরণ ও স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্য আটানাটিয় রক্ষামন্ত্র।

'ভন্তে, যেকোন ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণী, উপাসক অথবা উপাসিকা এই আটানাটিয় রক্ষামন্ত্র উত্তমরূপে শিক্ষা করিবেন, সম্পূর্ণরূপে হৃদয়স্থ করিবেন, তাঁহাকে যদি কোনো অমনুষ্য, যক্ষ অথবা যক্ষিণী, যক্ষ-বৎস অথবা বৎসা, যক্ষ-পারিষদ অথবা যক্ষ-সেবক, গন্ধর্ব অথবা গন্ধর্বী, গন্ধর্ব-বৎস অথবা বৎসা, গন্ধর্ব-পারিষদ অথবা গন্ধর্ব সেবক, কুম্ভণ্ড অথবা কুম্ভণ্ডী, কুম্ভণ্ড-বৎস অথবা বৎসা, কুম্ভণ্ড-পারিষদ অথবা কুম্ভণ্ড সেবক। নাগ অথবা নাগিনী, নাগ বৎস অথবা বৎসা, নাগ পারিষদ অথবা নাগ-সেবক। প্রদুষ্ট চিত্তে গমনে, দণ্ডায়মানে, উপবেশনে অথবা শয়নে অনুসরণ করে, (বিপর্যস্ত করায়) তাহা হইলে, ভন্তে, সেই অমনুষ্য মদীয় গ্রাম বা নগরে সৎকার অথবা সম্মান পাইবে না। ভন্তে, সেই অমনুষ্য আমার রাজধানী আলকমন্দায় বাসভূমি অথবা বাসগৃহ পাইবে না। যক্ষদিগের সভায় সে গমন করিতে পাইবে না। সে আবাহের নিমিত্ত কন্যা পাইবে না এবং বিবাহের নিমিত্ত তাহার কন্যা কেহ গ্রহণ করিবে না। অধিকন্তু, ভন্তে, সে অমনুষ্যগণের নিকট প্রভূতরূপে উপহাসের পাত্র হইবে। অমনুষ্যগণ রিক্তভাজনের ন্যায় তাহার মস্তক বিপর্যস্ত করিবে, সপ্তধা বিদীর্ণ করিবে।

১৮. 'ভন্তে, কোনো কোনো অমনুষ্য আছে যাহারা চণ্ড, রুদ্র, দুর্দান্ত। তাহারা মহারাজগণের বশ্যতা স্বীকার করে না, তাহাদের ঊর্ধ্বতন কর্মচারীগণের অথবা ওই সকলের অধীনস্থগণের বশবর্তী নহে। তাহারা

মহারাজগণের বিদ্রোহীরূপে জ্ঞাত। যেইরূপ মগধরাজের রাজ্যে যে-সকল মহাচোর আছে, তাহারা মগধরাজের বশ্যতা স্বীকার করে না, তাহার ঊর্ধ্বতন কর্মচারীগণের অথবা ওই সকলের অধীনস্থগণের বশবর্তী নহে, যেইরূপ ওই সকল মহাচোর মগধরাজের বিদ্রোহী কথিত হয়, সেইরূপ অমনুষ্যগণ আছে যাহারা চণ্ড, রুদ্র, দুর্দান্ত। তাহারা মহারাজগণের বশ্যতা স্বীকার করে না, তাহাদের ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদিগের অথবা ওই সকলের অধীনস্থগণের বশবর্তী নহে এবং মহারাজগণের বিদ্রোহী কথিত হয়। যদি কোনো অমনুষ্য- যক্ষ অথবা যক্ষিণী, যক্ষ-বৎস অথবা বৎসা, যক্ষ-পারিষদ অথবা যক্ষ-সেবক, গন্ধর্ব অথবা গন্ধর্বী, গন্ধর্ব-বৎস অথবা বৎসা, গন্ধর্ব-পারিষদ অথবা গন্ধর্ব সেবক, কুম্ভণ্ড অথবা কুম্ভণ্ডী, কুম্ভণ্ড-বৎস অথবা বৎসা, কুম্ভণ্ড-পারিষদ অথবা কুম্ভণ্ড সেবক। নাগ অথবা নাগিনী, নাগ বৎস অথবা বৎসা, নাগ পারিষদ অথবা নাগ-সেবক। প্রদুষ্ট চিত্তে কোনো ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণী, উপাসক অথবা উপাসিকাকে গমনে, দণ্ডায়মানে, উপবেশনে অথবা শয়নে অনুসরণ (বিপর্যস্ত) করে, তাহা হইলে তাঁহাকে এই সকল যক্ষ, মহাযক্ষ, সেনাপতি, মহা-সেনাপতিগণকে এইরূপে উদ্দীপিত করিতে হইবে, তাঁহাদের উদ্দেশে আর্তনাদ করিতে হইবে, উচ্চরবে তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে : "এই যক্ষ আমাকে ধৃত করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে আক্রমণ করিতেছে, এই যক্ষ আমার অনিষ্ট করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে আঘাত করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে মুক্তি দিতেছে না।"

১৯. 'কোন কোন যক্ষ, মহাযক্ষ, সেনাপতি, মহাসেনাপতিগণকে?

ইন্দ্র, সোম, বরুণ, ভারদ্বাজ, প্রজাপতি,
চন্দন, কামসেট্‌ঠ, কিন্নু ঘণ্ডু, নিঘণ্ডু,
পণাদ, ওপমঞ্ঞ, দেবসূত মাতলি,
গন্ধর্ব চিত্রসেন, রাজা নল, জনেষভ
সাতাগির, হেমবত, পুণ্ণক, করতিয়, গুল,
সীবক, মুচলিন্দ, বেস্‌সামিত্ত, যুগন্ধর
গোপাল, সূপ্পগেধ, হিরী, নেত্তী, মন্দিয়,
পঞ্চাল-চণ্ড আলবক, পজ্জুন্ন, সুমন, সুমুখ,
দধিমুখ, মণি, মণিচর, দীঘ,
এই সকলের সহিত সেরিস্‌সক।

'এই সকল যক্ষ, মহাযক্ষ, সেনাপতি, মহাসেনাপতিগণকে এইরূপে উদ্দীপিত করিতে হইবে, তাঁহাদের উদ্দেশে আর্তনাদ করিতে হইবে, উচ্চরবে

তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে : "এই যক্ষ আমাকে ধৃত করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে আক্রমণ করিতেছে, এই যক্ষ আমার অনিষ্ট করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে আঘাত করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে মুক্তি দিতেছে না।"

২০. 'ভন্তে, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এবং উপাসক ও উপাসিকাগণের নিরাপত্তা ও রক্ষার জন্য, তাঁহাদের অনিষ্ট দূরীকরণ ও স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্য ইহাই আটানাটিয় রক্ষামন্ত্র।'

'এক্ষণে, ভন্তে, আমরা বিদায় লইব, আমাদের বহু কৃত্য, বহু করণীয় আছে।'

'মহারাজগণের যেইরূপ অভিরুচি।'

অনন্তর ভিক্ষুগণ, চারিমহারাজ আসন হইতে উত্থানপূর্বক আমাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া সেইস্থানে অন্তর্ধান করিলেন। যক্ষগণের মধ্যেও কেহ কেহ আসন হইতে উত্থানপূর্বক আমাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া সেইস্থানে অন্তর্ধান করিলেন। কেহ কেহ আমার সহিত মধুর চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপান্তে সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন। কেহ কেহ ভগবানের দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া সেইস্থানেই অন্তর্ধান করিলেন, কেহ কেহ আপনাদের নাম-গোত্র প্রকাশ করিয়া অন্তর্ধান করিলেন। কেহ কেহ তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া সেইস্থানেই অন্তর্ধান করিলেন।

২১. 'ভিক্ষুগণ, আটানাটিয় রক্ষামন্ত্র শিক্ষা করো, সম্পূর্ণরূপে হৃদয়স্থ কর; এই মন্ত্র ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এবং উপাসক ও উপাসিকাগণের নিরাপত্তা ও রক্ষার জন্য, তাহাদের অনিষ্ট দূরীকরণ ও স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্য অর্থপূর্ণ।

ভগবান এইরূপ বলিলেন। সেই ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট হইয়া ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করিলেন।

আটানাটিয় সূত্রান্ত সমাপ্ত

৩৩. সংগীতি সূত্রান্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১.১. এক সময় ভগবান মল্লদিগের দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে পাঁচশত ভিক্ষুসমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত মল্লদিগের পাবা নামক নগরে উপনীত হইয়া ওইস্থানে চুন্দ নামক কর্মকারের আম্রবনে অবস্থান করিতেছিলেন।

২. ওই সময় পাবাবাসী মল্লগণের 'উব্ভটক'[১] নামক অচিরনির্মিত নতুন মন্ত্রণাগারে শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ অথবা অপর কোনো মনুষ্য বাস করে নাই। পাবার মল্লগণ শুনিল—'ভগবান মল্লদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে পঞ্চশত ভিক্ষুসমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত পাবায় উপনীত হইয়া তথায় কর্মকার চুন্দের আম্রবনে অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর পাবার মল্লগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিল। তৎপরে তাহারা ভগবানকে বলিল, 'ভন্তে, এইস্থানে পাবাবাসী মল্লদিগের 'উব্ভটক' নামক অচিরনির্মিত মন্ত্রণাগৃহে শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ অথবা অপর কোনো মনুষ্য বাস করে নাই। ভগবান ওইস্থান সর্বপ্রথম উপভোগ করুন। প্রথমেই ভগবান কর্তৃক অধিকৃত হইলে উহা পরে মল্লদিগের স্থায়ী সুখ ও মঙ্গল বিধায়ক হইবে।'

ভগবান মৌনদ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

৩. অতঃপর মল্লগণ ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হইয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া মন্ত্রণাগৃহে গমনপূর্বক উহা সম্পূর্ণরূপে আস্তরণাচ্ছাদিত করিয়া আসনাদি নির্দিষ্ট করণান্তর তৈল প্রদীপ স্থাপনপূর্বক ভগবানের নিকট গমন করিল। তাঁহারা ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইল। পরে তাঁহারা ভগবানকে বলিল, 'ভন্তে, মন্ত্রণাগৃহ সম্পূর্ণরূপে আস্তরণাচ্ছাদিত, আসনাদি নির্দিষ্ট, তৈলপ্রদীপ স্থাপিত, এক্ষণে ভগবানের যেইরূপ ইচ্ছা।'

৪. তখন ভগবান পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর হস্তে ভিক্ষুসংঘের সহিত মন্ত্রণাগৃহে গমন করিলেন। পাদ প্রক্ষালনান্তে কক্ষে প্রবেশপূর্বক মধ্যস্থ স্তম্ভ আশ্রয় করিয়া পূর্বমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন। ভিক্ষুসংঘও পাদ ধৌত করিয়া কক্ষে প্রবেশপূর্বক পশ্চিমদিকস্থ ভিত্তি আশ্রয়

---

[১]। গৃহের উচ্চতার নিমিত্ত ওই নাম হইয়াছিল।

করিয়া ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়া পূর্বমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন। পাবার মল্লগণও পাদ প্রক্ষালনপূর্বক কক্ষে প্রবেশ করিয়া পূর্বকদিকস্থ ভিত্তি আশ্রয় করিয়া ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়া পশ্চিমমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন। অতঃপর ভগবান পাবার মল্লগণকে বহুরাত্রি পর্যন্ত ধর্মকথা দ্বারা উপদিষ্ট, সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। পরে তিনি তাহাদিগকে 'বাসেট্‌ঠগণ, রাত্রি অবসান, এক্ষণে তোমাদের যাহা ইচ্ছা', এই কথা বলিয়া বিদায় দিলেন।

প্রত্যুত্তরে মল্লগণ 'তথাস্তু' বলিয়া আসন হইতে উত্থানপূর্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

৫. মল্লগণের প্রস্থানের অল্পকাল পরে ভগবান নীরব ভিক্ষুসংঘের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক সারিপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'সারিপুত্র, ভিক্ষুসংঘ স্ত্যান-মিদ্ধ রহিত, তুমি ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হও, আমি পৃষ্ঠদেশে বেদনা অনুভব করিতেছি, আমি উহা প্রসারিত করিব।'

উত্তরে সারিপুত্র ভগবানকে বলিলেন, 'উত্তম, ভন্তে'।

তৎপরে ভগবান সংঘাটি চতুর্গুণ করিয়া বিছাইয়া পাদোপরি পাদ রক্ষাপূর্বক স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত হইয়া মনে উত্থান-সংজ্ঞা রক্ষা করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে সিংহশয্যা আশ্রয় করিলেন।

৬. ওই সময় নিগণ্ঠ নাথপুত্র সম্প্রতি পাবায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে নিগণ্ঠগণ দ্বিধাবিভক্ত ও দ্বন্দ্ব, কলহ বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে মুখাস্ত্রদ্বারা আহত করিতেছিল : 'তুমি এই ধর্ম ও বিনয় অবগত নও, আমি অবগত আছি, তুমি কী প্রকারে এই ধর্ম ও বিনয় জানিবে? তুমি মিথ্যাদৃষ্টির অনুবর্তী হইয়াছ, আমি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন : আমি প্রাসঙ্গিক কথা বলিতেছি, তুমি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিতেছ, পূর্বে কথনীয় তুমি পশ্চাতে বলিয়াছ, পশ্চাতে কথনীয় পূর্বে বলিয়াছ, তোমার বিচার ব্যর্থ হইয়াছে, তোমার আহ্বান গৃহীত হইয়াছে, তুমি নিগৃহীত হইয়াছ, স্বকীয় দৃষ্টি পরিশুদ্ধ করো, যদি সক্ষম হও আপনাকে পাশমুক্ত করো। নাথপুত্রের অনুচর নিগণ্ঠগণ যেন পরস্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাঁহার শ্বেতাম্বরধারী গৃহী শ্রাবকগণও নিগণ্ঠগণের প্রতি উদাসীন হইয়াছিল, বিরক্ত হইয়াছিল, তাহাদের বিরোধী হইয়াছিল, তাহাদের ধর্মবিনয়ের ব্যাখ্যান এতই অপটু হইয়াছিল, উহার প্রচার এতই অফলপ্রদ হইয়াছিল, লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে উহা এতই অক্ষম হইয়াছিল, যেহেতু উহা সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত হয় নাই এবং ভিন্নস্তূপ ও অপ্রতিশরণে পরিণত হইয়াছিল।

৭. অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন, বন্ধুগণ, নিগণ্ঠ নাথপুত্র সম্প্রতি পাবায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে নিগণ্ঠগণ দ্বিধাবিভক্ত ও দ্বন্দ্ব, কলহ, বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে মুখাস্ত্রদ্বারা আহত করিতেছিল : 'তুমি এই ধর্ম ও বিনয় অবগত নও, আমি অবগত আছি, তুমি কী প্রকারে এই ধর্ম ও বিনয় জানিবে? তুমি মিথ্যাদৃষ্টির অনুবর্তী হইয়াছ, আমি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন : আমি প্রাসঙ্গিক কথা বলিতেছি, তুমি অপ্রাসঙ্গিক বলিতেছ, পূর্বে কথনীয় তুমি পশ্চাতে বলিয়াছ, পশ্চাতে কথনীয় পূর্বে বলিয়াছ, তোমার বিচার ব্যর্থ হইয়াছে, তোমার আহ্বান গৃহীত হইয়াছে, তুমি নিগৃহীত হইয়াছ, স্বকীয় দৃষ্টি পরিশুদ্ধ করো, যদি সক্ষম হও আপনাকে পাশমুক্ত করো। নাথপুত্রের অনুচর নিগণ্ঠগণ যেন পরস্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাঁহার শ্বেতাম্বরধারী গৃহী শ্রাবকগণও নিগণ্ঠগণের প্রতি উদাসীন হইয়াছিল, বিরক্ত হইয়াছিল, তাহাদের বিরোধী হইয়াছিল, তাহাদের ধর্মবিনয়ের ব্যাখ্যান এতই অপটু হইয়াছিল, উহার প্রচার এতই অফলপ্রদ হইয়াছিল, লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে উহা এতই অক্ষম হইয়াছিল, যেহেতু উহা সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত হয় নাই এবং ভিন্নস্তূপ ও অপ্রতিশরণে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম ও বিনয়ের সুব্যাখ্যার অভাব, উহার নিষ্ফল প্রচার, লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে উহার অক্ষমতা এবং সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত না হওয়া, এই সকলই ইহার কারণ। কিন্তু, বন্ধুগণ, আমাদিগের ভগবান কর্তৃক ধর্ম স্বাখ্যাত, সুপ্রচারিত, উহা লক্ষ্যে উপনীত করিতে এবং শান্তি প্রদানে সক্ষম এবং সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত। বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্রে উহার সঙ্গায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পাকারক হয়, দেব ও মনুষ্যগণের মঙ্গল ও হিত সাধক হয়।

ওই ধর্ম কী?

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শনসম্পন্ন ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক এক ধর্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে, বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্রে উহার সঙ্গায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পাকারক হয়, দেব ও মনুষ্যগণের মঙ্গল ও হিত সাধক হয়।

৮. এক ধর্ম কী?

সর্বপ্রাণী আহারোপরি স্থিত, সংস্কারোপরি স্থিত। বন্ধুগণ, জ্ঞান ও

দর্শনসম্পন্ন ভগবান কর্তৃক এই ‘এক ধর্ম’ সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্রে উহার সঙ্গায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পাকারক হয়, দেব ও মনুষ্যগণের মঙ্গল ও হিত সাধক হয়।

৯. বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শনসম্পন্ন অর্হৎ ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক দুই ধর্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে, বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্রে উহার সঙ্গায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পাকারক হয়, দেব ও মনুষ্যগণের মঙ্গল ও হিত সাধক হয়।

কোন কোন দুই ধর্ম?

(১) নাম ও রূপ।

(২) অবিদ্যা ও ভব-তৃষ্ণা।

(৩) ভব-দৃষ্টি ও বিভব-দৃষ্টি[১]।

(৪) অবিবেকিতা ও অবিমৃষ্যকারিতা।

(৫) বিবেকিতা ও বিমৃষ্যকারিতা।

(৬) স্বৈরচারিতা ও পাপ-সাহচর্য।

(৭) কোমলতা ও সাধু সাহচর্য।

(৮) আপত্তি[২] কুশলতা ও উহার প্রতিরোধ কুশলতা।

(৯) সমাপত্তি[৩] কুশলতা ও উহা হইতে পুনরুত্থান কুশলতা।

(১০) ধাতুসমূহের সম্যক জ্ঞান এবং উহাতে অভিনিবেশ।

(১১) আয়তনসমূহ এবং প্রতীত্য সমুৎপাদের সম্যক জ্ঞান।

(১২) স্থান-অস্থান কুশলতা।

(১৩) ঋজুতা ও মৃদুতা।

(১৪) ক্ষান্তি ও কোমলতা।

(১৫) মধুর বাক্য ও হৃদয়গ্রাহী আচরণ।

(১৬) করুণা ও অন্তরের পবিত্রতা।

---

[১]। শাশ্বতবাদ ও উচ্ছেদবাদ।

[২]। সংঘসম্বন্ধীয় অপরাধ।

[৩]। ধ্যানের অবস্থাবিশেষ।

(১৭) বিস্মৃতিশীলতা ও অনবধানতা।
(১৮) স্মৃতি ও অবহিত দৃষ্টি।
(১৯) অরক্ষিত ইন্দ্রিয় ও মাত্রাহীন ভোজন।
(২০) রক্ষিত ইন্দ্রিয় ও মিতাহার।
(২১) বিচারবুদ্ধি বল ও ভাবনা বল।
(২২) স্মৃতিবল ও সমাধি-বল।
(২৩) শমথ ও বিপশ্যনা।
(২৪) শমথ-নিমিত্ত ও প্রগ্রহ-নিমিত্ত।
(২৫) প্রগ্রহ ও অবিক্ষেপ।
(২৬) শীল-সম্পদা ও দৃষ্টি-সম্পদা।
(২৭) শীল-বিপত্তি ও দৃষ্টি-বিপত্তি।
(২৮) শীল-বিশুদ্ধি ও দৃষ্টি-বিশুদ্ধি।
(২৯) দৃষ্টি-বিশুদ্ধি ও যথাদৃষ্টি অনুযায়ী প্রয়াস।
(৩০) সংবেগ এবং সংবেজনীয় স্থানে সংবিগ্নের আন্তরিক প্রয়াস।
(৩১) কুশলধর্মে অসন্তুষ্টিতা ও প্রয়াসের প্রয়োগে অধ্যবসায়।
(৩২) বিদ্যা ও বিমুক্তি।
(৩৩) ক্ষয়ের জ্ঞান ও পুনরাবির্ভাব নিবারণের জ্ঞান।

বন্ধুগণ, এই সকল দুই ধর্ম জ্ঞান ও দর্শনসম্পন্ন অর্হৎ ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে, বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে... সাধক হয়।

১০. বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শনসম্পন্ন অর্হৎ ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ত্রয়াত্মক ধর্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে, বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে... সাধক হয়। ওই সকল কী কী?

(১) তিন অকুশল-মূল—লোভ, দ্বেষ ও মোহ।
(২) তিন কুশল-মূল—লোভহীনতা, দ্বেষহীনতা, ও মোহহীনতা।
(৩) তিন দুশ্চরিত—কায়-দুশ্চরিত, বাক্-দুশ্চরিত, মন-দুশ্চরিত।
(৪) তিন সুচরিত—কায়-সুচরিত, বাক্-সুচরিত, মন-সুচরিত।
(৫) তিন অকুশল বিতর্ক—কাম-বিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক, বিহিংসা-বিতর্ক।
(৬) তিন কুশল-বিতর্ক—নৈষ্কাম্য-বিতর্ক, অব্যাপাদ-বিতর্ক, অবিহিংসা-বিতর্ক।
(৭) তিন অকুশল সংকল্প—কামসংকল্প, ব্যাপাদ-সংকল্প, বিহিংসা-

সংকল্প।

(৮) তিন কুশল সংকল্প—নৈষ্কাম্য-সংকল্প, অব্যাপাদ-সংকল্প, অবিহিংসা-সংকল্প।

(৯) তিন অকুশল সংজ্ঞা—কাম-সংজ্ঞা, ব্যাপাদ-সংজ্ঞা, বিহিংসা-সংজ্ঞা।

(১০) তিন কুশল সংজ্ঞা—নৈষ্কাম্য সংজ্ঞা, অব্যাপাদ সংজ্ঞা, অবিহিংসা সংজ্ঞা।

(১১) তিন অকুশল ধাতু—কামধাতু, ব্যাপাদধাতু, বিহিংসাধাতু।

(১২) তিন কুশল ধাতু—নৈষ্কাম্য ধাতু, অব্যাপাদ ধাতু, অবিহিংসা ধাতু।

(১৩) অপর তিন ধাতু—কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু।

(১৪) অপর তিন ধাতু—রূপধাতু, অরূপধাতু, নিরোধধাতু[১]।

(১৫) অপর তিন ধাতু—হীনধাতু, মধ্যমধাতু, প্রণীতধাতু।

(১৬) তিন তৃষ্ণা—কাম-তৃষ্ণা, ভব-তৃষ্ণা, বিভব-তৃষ্ণা।

(১৭) অপর তিন তৃষ্ণা—কাম-তৃষ্ণা, রূপ-তৃষ্ণা, অরূপ-তৃষ্ণা।

(১৮) অপর তিন তৃষ্ণা—রূপ-তৃষ্ণা, অরূপ-তৃষ্ণা, নিরোধ-তৃষ্ণা[২]।

(১৯) তিন সংযোজন—সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ।

(২০) তিন আসব—কামাসব, ভবাসব, অবিদ্যাসব।

(২১) তিন ভব—কাম-ভব, রূপ-ভব, অরূপ-ভব।

(২২) তিন এষণা—কামেষণা, ভবেষণা, ব্রহ্মচর্যেষণা।

(২৩) তিন অহমিকা—'আমি শ্রেষ্ঠ', 'আমি সদৃশ', 'আমি হীন'।

(২৪) তিন কাল—অতীত, অনাগত, বর্তমান।

(২৫) তিন অন্ত—সৎকায়[৩], উহার উৎপত্তি, উহার নিরোধ।

(২৬) তিন বেদনা—সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, অদুঃখ-অসুখ বেদনা।

(২৭) তিন দুঃখতা (দুঃখময় অবস্থা)—দুঃখ (দুঃখ বেদনা), সংস্কার (জন্ম, বার্ধক্য ও মৃত্যুর জ্ঞান), বিপরিণাম।

(২৮) তিন রাশি—কুকর্ম রাশি যাহার অপরিবর্তনীয় ফল অমঙ্গল; সুকর্ম

---

[১]। নির্বাণ

[২]। এই স্থানে 'নিরোধ' উচ্ছেদ দৃষ্টির অর্থে কথিত হইয়াছে। ১৬-১৮ অনুচ্ছেদের মর্ম এই : কাম সম্পর্কে, অস্তিত্বের সর্বপ্রকার সংস্কার, যাহা তৃষ্ণা কথিত হয়, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত; এবং যেহেতু সর্বতৃষ্ণা ইন্দ্রিয়স্পর্শী বাসনা দ্বারা পরিব্যাপ্ত সেই হেতু অপর দুই তৃষ্ণা উহা হইতেই সিদ্ধ।

[৩]। পঞ্চস্কন্ধ (নামরূপ)।

রাশি যাহার অপরিবর্তনীয় ফল মঙ্গল; অনিয়ত রাশি।

(২৯) তিন সংশয়—অতীত, অনাগত এবং বর্তমান সম্বন্ধে সংশয়, বিচিকিৎসা (বিহ্বলতা, কর্তব্যাবধারণে অসামর্থ), অসন্তুষ্টি।

(৩০) তথাগতের তিন অরক্ষ্য[১]—বন্ধুগণ, তথাগত পরিশুদ্ধ কায়সমাচারসম্পন্ন, বাক্সমাচারসম্পন্ন, মনোসমাচারসম্পন্ন; তাঁহার এমন কোনো কায়-দুশ্চরিত, বাক্-দুশ্চরিত, মনো-দুশ্চরিত নাই যাহা অপরের নিকট গোপন করা প্রয়োজন।

(৩১) তিন কিঞ্চন (মল)—রাগ, দ্বেষ ও মোহ।

(৩২) তিন অগ্নি—রাগাগ্নি, দ্বেষাগ্নি, মোহাগ্নি।

(৩৩) অপর তিন অগ্নি—আহ্বানীয় অগ্নি, গার্হপত্য অগ্নি, দক্ষিণেয্য অগ্নি[২]।

(৩৪) ত্রিবিধ রূপ-সংগ্রহ—সনিদর্শন-সপ্রতিঘ রূপ, অনিদর্শন-সপ্রতিঘ রূপ, অনিদর্শন-অপ্রতিঘ রূপ।

(৩৫) তিন সংস্কার—পুণ্য-অভিসংস্কার, অপুণ্য-অভিসংস্কার, অবিক্ষোভ-অভিসংস্কার[৩]।

(৩৬) তিন পুদ্গল (পুরুষ)—শিক্ষার্থী, যাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, যিনি উভয় শ্রেণির কোনোটিরই অন্তর্ভুক্ত নহেন[৪]।

(৩৭) তিন থের—জাতি-থের[৫], ধর্ম-থের[৬], সম্মতি-থের[৭]।

(৩৮) তিন পুণ্য-ক্রিয়াবস্তু—দানময়, শীলময়, ভাবনাময়।

(৩৯) তিন প্রবর্তনা-বস্তু—যাহা দৃষ্ট, যাহা শ্রুত, যাহা শঙ্কার বিষয়ীভূত।

(৪০) কামলোকে ত্রিবিধ উৎপত্তি—বন্ধুগণ, সত্ত্বগণ আছে যাহাদের কামনা উপস্থিত ভোগ্যবস্তুতে বদ্ধ; যথা : কোনো কোনো মনুষ্য, কোনো কোনো দেব, কোনো কোনো বিনিপাতিক। ইহাই কামলোকে প্রথম উৎপত্তি। বন্ধুগণ, সত্ত্বগণ আছে যাহারা ভোগ্যের সৃষ্টি করিয়া উহার বশবর্তী হয়;

১। যাহাতে অবহিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন।

২। অর্থাৎ পিতামাতার সেবা; সন্তানসন্ততি, স্ত্রী ও অধীনস্থগণের সেবা; ধর্মের সেবা।

৩। ইহা অরূপ স্বর্গে পুনর্জন্মের সংকল্পের অধিবচন।

৪। অর্থাৎ পৃথগ্জন, সাধারণ মনুষ্য।

৫। বয়োবৃদ্ধ পুরুষ।

৬। প্রতিষ্ঠাপিত ভিক্ষু।

৭। যথারীতি ‘থের’ পদে স্থাপিত ভিক্ষু।

যথা : নির্মাণরতি দেবগণ। ইহাই কামলোকে দ্বিতীয় উৎপত্তি। বন্ধুগণ, সত্ত্বগণ আছে যাহারা পরসৃষ্ট ভোগ্যের বশবর্তী হয়; যথা : পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণ। ইহাই কামলোকে তৃতীয় উৎপত্তি।

(৪১) ত্রিবিধ সুখময় উৎপত্তি—বন্ধুগণ, সত্ত্বগণ আছেন যাঁহারা (পূর্ব জন্মে) পুনঃপুন, সুখ উৎপাদন করিয়া এক্ষণে সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন; যথা : ব্রহ্মকায়িক দেবগণ। ইহাই প্রথম সুখময় উৎপত্তি। সত্ত্বগণ আছেন যাঁহারা সুখসিক্ত, সুখানুপ্রবিষ্ট, সুখপূর্ণ, সুখ-পরিব্যাপ্ত, তাঁহারা সময়ে সময়ে উদান উচ্চারণ করেন 'অহো সুখ, অহো সুখ!'; যথা : আভাস্বর দেবগণ। ইহাই দ্বিতীয় সুখময় উৎপত্তি। সত্ত্বগণ আছেন যাঁহারা সুখসিক্ত, সুখানুপ্রবিষ্ট, সুখপূর্ণ, সুখ-পরিব্যাপ্ত, তাঁহারা পরম সন্তুষ্টিসহ প্রণীত সুখ অনুভব করেন; যথা : শুভ-কৃৎস্ন দেবগণ। ইহাই তৃতীয় সুখময় উৎপত্তি।

(৪২) তিন প্রজ্ঞা—শৈক্ষ্য প্রজ্ঞা, অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞা, নৈব শৈক্ষ্য-না শৈক্ষ্য প্রজ্ঞা।

(৪৩) অপর তিন প্রজ্ঞা—চিন্তাময়[১] প্রজ্ঞা, শ্রুতময়[২] প্রজ্ঞা, ভাবনাময়[৩] প্রজ্ঞা।

(৪৪) তিন আয়ুধ—শ্রুত-আয়ুধ, প্রবিবেক-আয়ুধ, প্রজ্ঞা-আয়ুধ।

(৪৫) তিন ইন্দ্রিয়—অজ্ঞাতের জ্ঞানলাভ-ইন্দ্রিয়, জ্ঞান-ইন্দ্রিয়, পূর্ণজ্ঞান-ইন্দ্রিয়।

(৪৬) তিন চক্ষু—মাংসচক্ষু, দিব্যচক্ষু, প্রজ্ঞাচক্ষু।

(৪৭) তিন শিক্ষা—অধিশীল-শিক্ষা, অধিচিত্ত-শিক্ষা, অধিপ্রজ্ঞা-শিক্ষা।

(৪৮) তিন ভাবনা—কায়ভাবনা, চিত্তভাবনা, প্রজ্ঞাভাবনা।

(৪৯) তিন অনুত্তর—দর্শন-অনুত্তর, প্রতিপদা-অনুত্তর, বিমুক্তি-অনুত্তর[৪]

(৫০) তিন সমাধি—সবিতর্ক সবিচার-সমাধি, অবিতর্ক বিচার মাত্র-সমাধি, অবিতর্ক-অবিচার সমাধি।

(৫১) অপর তিন সমাধি—শূন্যতা সমাধি[৫], অনিমিত্ত[৬] সমাধি,

---

[১]। চিন্তাপ্রসূত।

[২]। অপরের নিকট হইতে লব্ধ।

[৩]। চিত্তের উৎকর্ষ সাধক।

[৪]। এই তিনটিতে মার্গ, ফল এবং নির্বাণ উল্লিখিত হইয়াছে।

[৫]। যাহা রাগ, দ্বেষ ও মোহ হইতে মুক্ত, বিশেষত আত্মাত্ব হইতে মুক্ত।

[৬]। নির্গুণ।

অপ্রণিহিত[১] সমাধি।

(৫২) ত্রিবিধ শৌচ—কায়-শৌচ, বাক্-শৌচ, মন-শৌচ।

(৫৩) ত্রিবিধ মৌনেয়[২]—কায়-মৌনেয়, বাক্-মৌনেয়, মন-মৌনেয়।

(৫৪) ত্রিবিধ কৌশল্য—আয়-কৌশল্য, অপায়-কৌশল্য, উপায়-কৌশল্য[৩]

(৫৫) ত্রিবিধ মদ—আরোগ্য-মদ, যৌবন-মদ, জীবন-মদ।

(৫৬) তিন আধিপত্য—আত্মাধিপত্য[৪], লোকাধিপত্য[৫], ধর্মাধিপত্য[৬]।

(৫৭) তিন কথাবস্তু—অতীত সম্বন্ধে কথা 'অতীতে এইরূপ হইয়াছিল', অনাগত সম্বন্ধে কথা 'ভবিষ্যতে এইরূপ হইবে', বর্তমান সম্বন্ধে কথা 'বর্তমানে এইরূপ হইয়াছে।'

(৫৮) তিন বিদ্যা—পূর্বজন্মের স্মৃতির জ্ঞানরূপ বিদ্যা, সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তির জ্ঞানরূপ বিদ্যা, আসবসমূহের ক্ষয়ের জ্ঞানরূপ বিদ্যা।

(৫৯) তিন বিহার—দিব্যবিহার[৭], ব্রহ্মবিহার[৮], আর্যবিহার[৯]।

(৬০) তিন প্রাতিহার্য—ঋদ্ধি প্রাতিহার্য, আদেশনা[১০]-প্রাতিহার্য, অনুশাসনী-প্রাতিহার্য।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শনসম্পন্ন ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক এই সকল ত্রয়াত্মক ধর্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে, বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্রে উহার সঙ্গায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পাকারক হয়, দেব ও মনুষ্যগণের মঙ্গল ও হিত সাধক হয়।

১। বাসনামুক্ত।

২। মুনি ভাবজনক ধর্ম।

৩। অগ্রগতি, পশ্চাদ্গতি, সাফল্য। 'আয়, অপায়, উপায়' তিনটি শব্দই 'ই' ধাতু (গমন করা) হইতে নিষ্পন্ন। 'অপায়' শব্দ সাধারণত সর্বপ্রকার দুর্গতিজনক পুনর্জন্মের প্রতি প্রযুক্ত হয়।

৪। আত্মনির্ভরতা, স্বাতন্ত্র্য।

৫। মানুষের উপর পার্থিব বস্তুর প্রভাব।

৬। ধর্মের শাসন।

৭। অষ্ট সমাপত্তি লাভ।

৮। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার অনুশীলন।

৯। মার্গফল প্রাপ্তি।

১০। পরচিত্ত-জ্ঞান।

১১. বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শনসম্পন্ন ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক চারি ধর্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্র হইয়া উহার সঙ্গায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পাকারক হয়, দেব ও মনুষ্যগণের মঙ্গল ও হিত সাধক হয়। কোন চারি ধর্ম?

(১) চারি স্মৃতি-প্রস্থান—বন্ধুগণ, ভিক্ষু উৎসাহপূর্ণ, সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান হইয়া, জগতে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমন করিয়া, কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া বিহার করেন; বেদনায় বেদনানুদর্শী হইয়া বিহার করেন; চিত্তে চিত্তানুদর্শী হইয়া বিহার করেন; ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন।

(২) চারি সম্যক প্রধান—বন্ধুগণ, ভিক্ষু যাহাতে অনুৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন না হয় তজ্জন্য ইচ্ছাশক্তির উৎপাদন করেন, প্রয়াস ও বীর্য প্রয়োগ করেন, সংকল্পবদ্ধ প্রযত্নের সহিত চিত্তকে দৃঢ় করেন। যাহাতে উৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্ম প্রহীন হয়, তজ্জন্য ইচ্ছাশক্তির উৎপাদন করেন, প্রয়াস ও বীর্য প্রয়োগ করেন, সংকল্পবদ্ধ প্রযত্নের সহিত চিত্তকে দৃঢ় করেন। যাহাতে অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ উৎপন্ন হয় তজ্জন্য ইচ্ছাশক্তির উৎপাদন করেন, প্রয়াস ও বীর্য প্রয়োগ করেন, সংকল্পবদ্ধ প্রযত্নের সহিত চিত্তকে দৃঢ় করেন। যাহাতে উৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ স্থায়ী হয়, বিশৃঙ্খল না হয়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বিস্তৃত হয়, বিকশিত হয়, পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য ইচ্ছাশক্তির উৎপাদন করেন, প্রয়াস ও বীর্য প্রয়োগ করেন, সংকল্পবদ্ধ প্রযত্নের সহিত চিত্তকে দৃঢ় করেন।

(৩) চারি ঋদ্ধি পাদ—বন্ধুগণ, ভিক্ষু ছন্দ-সমাধি প্রধান-সংস্কার সমন্নাগত ঋদ্ধি-পাদ ভাবনা করেন। চিত্ত-সমাধি-প্রধান-সংস্কার সমন্নাগত ঋদ্ধি-পাদ ভাবনা করেন। বীর্যসমাধি-প্রধান-সংস্কার সমন্নাগত ঋদ্ধি-পাদ ভাবনা করেন। মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার সমন্নাগত ঋদ্ধি-পাদ ভাবনা করেন।

(৪) চারি ধ্যান—বন্ধুগণ, ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া অকুশলধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। বিতর্ক বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক অবিচার সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। প্রীতিতেও বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া বিহার করেন; তিনি কায়ে সুখ অনুভব করেন—যে সুখ সম্বন্ধে আর্যগণ বলিয়া থাকেন 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান,

সুখবিহারী' এবং এইরূপে তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জন করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্যের তিরোভাব সাধন করিয়া অদুঃখ অসুখ রূপ উপেক্ষা ও স্মৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন।

(৫) চারি সমাধি-ভাবনা—বন্ধুগণ, সমাধি-ভাবনা আছে যাহা অনুশীলিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এই জগতেই সুখ বিধায়ক হয়। সমাধি-ভাবনা আছে যাহা অনুশীলিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জ্ঞান-দর্শন লাভ হয়। সমাধি-ভাবনা আছে যাহা অনুশীলিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান লাভ হয়। সমাধি-ভাবনা আছে যাহা অনুশীলিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে আসবের ক্ষয় হয়।

বন্ধুগণ, কী প্রকার সমাধি-ভাবনা অনুশীলিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এই জগতেই সুখবিধায়ক হয়? ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশলধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। বিতর্ক বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক অবিচার সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। প্রীতিতেও বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া বিহার করেন; তিনি কায়ে সুখ অনুভব করেন—যে সুখ সম্বন্ধে আর্যগণ বলিয়া থাকেন 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' এবং এইরূপে তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জন করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্যের তিরোভাব সাধন করিয়া অদুঃখ অসুখ রূপ অপেক্ষা ও স্মৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। ইহাই সমাধি-ভাবনা যাহা অনুশীলিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এই জগতেই সুখবিধায়ক হয়। কী প্রকার সমাধি-ভাবনা অনুশীলিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জ্ঞান-দর্শন লাভ হয়? ভিক্ষু আলোক-সংজ্ঞা মনে ধারণ করেন, দিবা-সংজ্ঞাতে চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত করেন, 'যেইরূপ দিবা সেইরূপই রাত্রি, যেইরূপ রাত্রি সেইরূপই দিবা', এই প্রকারে উন্মুক্ত অবাধ মনে সপ্রভাস চিত্ত উৎপাদন করেন। এই প্রকার সমাধি ভাবনা অনুশীলিত ও বর্ধিত হইলে জ্ঞান দর্শন লাভ হয়। কী প্রকার সমাধি-ভাবনা অনুশীলিত ও বর্ধিত হইয়া স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান লাভের সহায়ক হয়? বেদনাসমূহ, সংজ্ঞা ও বিতর্কসমূহ যথাক্রমে উৎপন্ন, স্থিত ও অস্তগত হইলে ওই সকল ভিক্ষুর বিদিত। ইহাই সমাধি-ভাবনা যাহা অনুশীলিত ও বর্ধিত হইলে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান লাভ হয়। কী প্রকার সমাধি-ভাবনা অনুশীলিত ও বর্ধিত হইলে

আসবসমূহের ক্ষয় সাধন হয়? ভিক্ষু পঞ্চ উপাদান স্কন্ধে উৎপত্তি-বিলয় দশা হইয়া বিহার করেন—'ইহা রূপ, ইহা রূপের উদয়, ইহা রূপের বিলয়; ইহা বেদনা, ইহা বেদনার উদয়, ইহা বেদনার বিলয়; ইহা সংজ্ঞা, ইহা সংজ্ঞার উদয়, ইহা সংজ্ঞার বিলয়, ইহা সংস্কার, ইহা সংস্কারের উদয়, ইহা সংস্কারের বিলয়; ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিজ্ঞানের উদয়, ইহা বিজ্ঞানের বিলয়।' ইহাই সমাধি-ভাবনা যাহা অনুশীলিত ও বর্ধিত হইলে আসবসমূহের ক্ষয় সাধন হয়।

(৬) চারি অপ্রমাণ্য[১]—ভিক্ষু মৈত্রী-সহগত চিত্তে এক দুই তিন, এইরূপে চতুর্দিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে তিনি ঊর্ধ্বে, অধোদিকে, তির্যকদিকে সর্বত্র সর্বলোক মৈত্রীযুক্ত এবং বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, বৈরহীন, দ্রোহহীন, চিত্ত দ্বারা পরিস্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। করুণাসহগত চিত্তে এক দুই তিন, এইরূপে চতুর্দিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে তিনি ঊর্ধ্বে, অধোদিকে, তির্যকদিকে সর্বত্র সর্বলোক করুণাসহগত চিত্তে এবং বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, বৈরহীন, দ্রোহহীন, চিত্ত দ্বারা পরিস্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। মুদিতা সহগত চিত্তে এক দুই তিন, এইরূপে চতুর্দিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে তিনি ঊর্ধ্বে, অধোদিকে, তির্যকদিকে সর্বত্র সর্বলোক মুদিতা সহগত চিত্তে এবং বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, বৈরহীন, দ্রোহহীন, চিত্ত দ্বারা পরিস্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। উপেক্ষা সহগত চিত্তে এক দুই তিন, এইরূপে চতুর্দিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে তিনি ঊর্ধ্বে, অধোদিকে, তির্যকদিকে সর্বত্র সর্বলোক উপেক্ষাসহগত চিত্তে এবং বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, বৈরহীন, দ্রোহহীন, চিত্ত দ্বারা পরিস্ফুরিত করিয়া বিহার করেন।

(৭) চারি অরূপ—ভিক্ষু সর্বতোভাবে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ সংজ্ঞার অস্তগমনান্তে নানাত্ব সংজ্ঞার চিন্তা পরিহার করিয়া, 'আকাশ অনন্ত' এইরূপ চিন্তা করিয়া আকাশ-অনন্ত-আয়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন। সর্বতোভাবে আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করিয়া, 'বিজ্ঞান অনন্ত' এইরূপ চিন্তা করিয়া বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন[২]। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সর্বাংশে অতিক্রম করিয়া "কিছুই নাই" এইরূপ

---

[১]। ব্রহ্মবিহার রূপে কথিত মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা।

[২]। প্রথম খণ্ড, পোট্ঠপাদ সূত্র দ্রষ্টব্য।

আকিঞ্চনায়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন। আকিঞ্চনায়তন সর্বাংশে অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন।

(৮) ভিক্ষু সম্যক বিচারান্তে বস্তুবিশেষের সেবা করেন, ওইরূপে বস্তুবিশেষ স্বীকার করিয়া লন, বস্তুবিশেষ বর্জন করেন, বস্তু বিশেষ দমন করেন।

(৯) চারি আর্যবংশ—ভিক্ষু যেকোনো প্রকার চীবরে সন্তুষ্ট হন, ওই প্রকার চীবরে সন্তুষ্টির প্রশংসা করেন, চীবর হেতু অনুপযুক্ত অসঙ্গত উপায় অবলম্বন করেন না, চীবর লাভ না হইলে বিক্ষুব্ধ হন না, হইলে উহাতে গ্রথিত হন না, মূর্ছিত হন না, অভিভূত হন না; অমঙ্গল ও পরিণামদর্শী হইয়া উহা উপভোগ করেন। উক্তরূপ সন্তুষ্টির নিমিত্ত তিনি আত্মপ্রশংসা ও পরগ্লানিতে রত হন না। এইরূপে যিনি দক্ষ, অনলস, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসমন্বিত, তিনি পুরাতন সর্বশ্রেষ্ঠ আর্যবংশে স্থিত কথিত হন। পুনশ্চ, বন্ধুগণ, ভিক্ষু যেকোনো প্রকার পিণ্ডপাতে সন্তুষ্ট হন, ওই প্রকার পিণ্ডপাতে সন্তুষ্টির প্রশংসা করেন, পিণ্ডপাত-হেতু অনুপযুক্ত অসঙ্গত উপায় অবলম্বন করেন না, পিণ্ডপাত লাভ না হইলে বিক্ষুব্ধ হন না, হইলে উহাতে গ্রথিত হন না, মূর্ছিত হন না, অভিভূত হন না; অমঙ্গল ও পরিণামদর্শী হইয়া উহা উপভোগ করেন। উক্তরূপ সন্তুষ্টির নিমিত্ত তিনি আত্মপ্রশংসা ও পরগ্লানিতে রত হন না। এইরূপে যিনি দক্ষ, অনলস, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসমন্বিত, তিনি পুরাতন সর্বশ্রেষ্ঠ আর্যবংশে স্থিত কথিত হন। পুনশ্চ, ভিক্ষু যেকোনো প্রকার বাসস্থান হেতু সন্তুষ্ট হন, ওই প্রকার বাসস্থানে সন্তুষ্টির প্রশংসা করেন, বাসস্থান হেতু অনুপযুক্ত অসঙ্গত উপায় অবলম্বন করেন না, বাসস্থান লাভ না হইলে বিক্ষুব্ধ হন না, হইলে উহাতে গ্রথিত হন না, মূর্ছিত হন না, অভিভূত হন না; অমঙ্গল ও পরিণামদর্শী হইয়া উহা উপভোগ করেন। উক্তরূপ সন্তুষ্টির নিমিত্ত তিনি আত্মপ্রশংসা ও পরগ্লানিতে রত হন না। এইরূপে যিনি দক্ষ, অনলস, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসমন্বিত, তিনি পুরাতন সর্বশ্রেষ্ঠ আর্যবংশে স্থিত কথিত হন। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রহানে[১] আনন্দ লাভ করেন, প্রহাণরত হন, উহার বৃদ্ধিতে আনন্দ লাভ করে, উহার বৃদ্ধিতে রত হন, এবং উক্ত প্রহানে আনন্দ লাভ প্রহানে রতি হেতু, উহার বৃদ্ধিতে আনন্দ লাভ ও রতি হেতু আত্মপ্রশংসা ও পরগ্লানিতে রত হন না। এইরূপে যিনি দক্ষ অনলস,

---

[১]। বর্জন।

সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসমন্বিত, তিনি পুরাতন সর্বশ্রেষ্ঠ আর্যবংশে স্থিত কথিত হন।

(১০) চারি প্রধান[১]—সংবর-প্রধান, প্রহাণ-প্রধান, ভাবনা-প্রধান, অনুরক্ষণা প্রধান।

সংবর-প্রধান কী? ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া নিমিত্তগ্রাহী হন না, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন না, চক্ষু ইন্দ্রিয়কে সংযত না করিলে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য রূপ যে-সকল পাপ-অকুশলধর্মসমূহের উৎপত্তি হয়, ওই সকলের সংযমে প্রবৃত্ত হন, চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করেন, উহাকে বশীভূত করেন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া নিমিত্তগ্রাহী হন না, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন না, শ্রোত্র ইন্দ্রিয়কে সংযত না করিলে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য রূপ যে-সকল পাপ-অকুশলধর্মসমূহের উৎপত্তি হয়, ওই সকলের সংযমে প্রবৃত্ত হন, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করেন, উহাকে বশীভূত করেন। নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া নিমিত্তগ্রাহী হন না, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন না, নাসিকা ইন্দ্রিয়কে সংযত না করিলে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য রূপ যে-সকল পাপ-অকুশলধর্মসমূহের উৎপত্তি হয়, ওই সকলের সংযমে প্রবৃত্ত হন, নাসিকা-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করেন, উহাকে বশীভূত করেন। জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করিয়া নিমিত্তগ্রাহী হন না, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন না, জিহ্বা ইন্দ্রিয়কে সংযত না করিলে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য রূপ যে-সকল পাপ-অকুশলধর্মসমূহের উৎপত্তি হয়, ওই সকলের সংযমে প্রবৃত্ত হন, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করেন, উহাকে বশীভূত করেন। ত্বক্ দ্বারা স্পর্শানুভব করিয়া নিমিত্তগ্রাহী হন না, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন না, ত্বক-ইন্দ্রিয়কে সংযত না করিলে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য রূপ যে-সকল পাপ-অকুশলধর্মসমূহের উৎপত্তি হয়, ওই সকলের সংযমে প্রবৃত্ত হন, ত্বক-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করেন, উহাকে বশীভূত করেন। মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হইয়া নিমিত্তগ্রাহী হন না, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন না, মনেন্দ্রিয়কে সংযত না করিলে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যরূপ যে-সকল পাপ-অকুশলধর্মসমূহের উৎপত্তি হয় ওই সকলের সংযমে প্রবৃত্ত হন, মনেন্দ্রিয়কে রক্ষা করেন, উহাকে বশীভূত করেন। বন্ধুগণ, ইহাই সংবর-প্রধান।

প্রহাণ-প্রধান কী? ভিক্ষু উৎপন্ন কাম-বিতর্কের প্রশ্রয় দেন না, উহা বর্জন করেন, দমন করেন, উহার অন্তসাধন করেন, উহার অস্তিত্বের লোপ সাধন করেন। উৎপন্ন ব্যাপাদ-বিতর্কের প্রশ্রয় দেন না, উহা বর্জন করেন, দমন

---

[১]। উত্তম-বীর্য।

করেন, উহার অন্তসাধন করেন, উহার অস্তিত্বের লোপ সাধন করেন। উৎপন্ন বিহিংসা-বিতর্কের প্রশ্রয় দেন না, উহা বর্জন করেন, দমন করেন, উহার অন্তসাধন করেন, উহার অস্তিত্বের লোপ সাধন করেন। উৎপন্ন বিভিন্ন পাপ-অকুশল ধর্মের প্রশ্রয় দেন না, উহা বর্জন ও দমন করেন, উহার অন্তসাধন ও উহার অস্তিত্বের লোপ-সাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাই প্রহাণ-প্রধান।

ভাবনা-প্রধান কী? ভিক্ষু বিবেক, বিরাগ, নিরোধ-নিশ্রিত ত্যাগ-পরিণামী স্মৃতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গের ভাবনা করেন। ভিক্ষু বিবেক, বিরাগ, নিরোধ-নিশ্রিত ত্যাগ-পরিণামী বীর্য-সম্বোজ্ঝাঙ্গের ভাবনা করেন। ভিক্ষু বিবেক, বিরাগ, নিরোধ-নিশ্রিত ত্যাগ-পরিণামী প্রীতি-সম্বোজ্ঝাঙ্গের ভাবনা করেন। ভিক্ষু বিবেক, বিরাগ, নিরোধ-নিশ্রিত ত্যাগ-পরিণামী প্রশ্রব্ধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গের ভাবনা করেন। ভিক্ষু বিবেক, বিরাগ, নিরোধ-নিশ্রিত ত্যাগ-পরিণামী সমাধি-সম্বোজ্ঝাঙ্গের ভাবনা করেন। ভিক্ষু বিবেক, বিরাগ, নিরোধ-নিশ্রিত ত্যাগ-পরিণামী উপেক্ষা-সম্বোজ্ঝাঙ্গের ভাবনা করেন। বন্ধুগণ, ইহাই ভাবনা প্রধান।

অনুরক্ষণা প্রধান কী? ভিক্ষু উৎপন্ন উত্তম সমাধি-নিমিত্ত সযত্নে রক্ষা করেন; যথা : অস্থি-সংজ্ঞা, পূয-সংজ্ঞা, বিনীল-সংজ্ঞা, বিচ্ছিদ্র-সংজ্ঞা, স্ফীত-সংজ্ঞা[১]। বন্ধুগণ, ইহাই অনুরক্ষণা প্রধান।

(১১) চারি জ্ঞান—ধর্ম-জ্ঞান, অন্বয়-জ্ঞান, পরিচ্ছেদ-জ্ঞান, সম্মতি-জ্ঞান।

(১২) অপর চারি জ্ঞান—দুঃখ জ্ঞান, সমুদয় জ্ঞান, নিরোধ জ্ঞান, মার্গ-জ্ঞান।

(১৩) চারি স্রোতাপত্তি-অঙ্গ—সৎপুরুষের সাহচর্য, সদ্ধর্মশ্রবণ, প্রণালিবদ্ধ চিন্তাধারা, ধর্মের সর্বাঙ্গীন অনুশীলন।

(১৪) চারি স্রোতাপন্নের অঙ্গ—আর্যশ্রাবক বুদ্ধে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন : 'ইনিই সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর দম্য-পুরুষ-সারথি, দেব ও মনুষ্যের শাস্তা, ভগবান বুদ্ধ।' ধর্মে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন : 'ধর্ম ভগবান কর্তৃক সুপ্রচারিত, উহা সাংদৃষ্টিক, অবিলম্বে ফলপ্রসূ, আসিয়া দেখিবার নিমিত্ত সাদরে আহ্বানকারী, নির্বাণের পথ প্রদর্শনকারী, উহা বিজ্ঞগণ কর্তৃক স্ব স্ব অন্তরে অনুভূতি-সাপেক্ষ, সংঘে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন : 'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন, ঋজু-প্রতিপন্ন, ন্যায়-প্রতিপন্ন, সামীচি-প্রতিপন্ন, উহা চারি পুরুষ-

---

[১]। মহাসতিপট্ঠান সূত্র, দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

যুগল এবং অষ্ট পুরুষ-পুদ্গল সমন্বিত, তাঁহারা আহুতির যোগ্য, সৎকারের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলি-করণীয়, জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' তাঁহারা আর্য, কান্ত, অখণ্ড, অচ্ছিদ্র, অশবল, অকল্মাষ, মুক্তিদায়ী, বিজ্ঞ-প্রশংসিত, নিষ্কলঙ্ক, সমাধি-সংবর্তনিক শীলসমন্বিত।

(১৫) চারি শ্রামণ্য-ফল—স্রোতাপত্তি-ফল, সকৃদাগামী-ফল, অনাগামী-ফল, অর্হত্ত্ব-ফল।

(১৬) চারি ধাতু—পৃথিবী-ধাতু, আপ-ধাতু, তেজ-ধাতু, বায়ু-ধাতু।

(১৭) চারি আহার—কবলিঙ্কার[১] (কবলী-করণীয়) আহার, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম; দ্বিতীয় আহার স্পর্শ[২]; তৃতীয় আহার মনোসঞ্চেতনা[৩]; চতুর্থ আহার বিজ্ঞান[৪]।

(১৮) চারি বিজ্ঞান-স্থিতি—বন্ধুগণ, যখন বিজ্ঞান আশ্রয়স্থান লাভ করিয়া স্থিত হয়, তখন রূপলগ্ন, রূপাবলম্বন, রূপ-প্রতিষ্ঠিত, সুখান্বেষী হইয়া উহা বিকাশ, বৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হয়। বেদনা-লগ্ন বেদনাবলম্বন, বেদনা-প্রতিষ্ঠিত, সুখান্বেষী হইয়া উহা বিকাশ, বৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হয়। সংজ্ঞা-লগ্ন সংজ্ঞাবলম্বন, সংজ্ঞা-প্রতিষ্ঠিত, সুখান্বেষী হইয়া উহা বিকাশ, বৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হয়। সংস্কার-লগ্ন, সংস্কারাবলম্বন, সংস্কার-প্রতিষ্ঠিত, সুখান্বেষী হইয়া উহা বিকাশ, বৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হয়।

(১৯) চারি অগতি-গমন—ছন্দ-অগতি, দ্বেষ-অগতি, মোহ-অগতি, ভয়-অগতি।

(২০) চারি তৃষ্ণোৎপাদ—চীবর হেতু-ভিক্ষুর তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। পিণ্ডপাত হেতু ভিক্ষুর তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। শয়নাসন-হেতু ভিক্ষুর তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। ভবিষ্যত জন্ম অথবা উচ্ছেদ হেতু[৫] ভিক্ষুর তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়।

(২১) চারি প্রতিপদ (অগ্রগতির পরিমাণ)—যখন প্রতিপদ আয়াস-সাধ্য এবং অভিজ্ঞা মন্দ, প্রতিপদ আয়াসসাধ্য এবং অভিজ্ঞা ক্ষিপ্র, প্রতিপদ সহজ-

---

[১]। শারীরিক।

[২]। যাহা পঞ্চেন্দ্রিয়ের পরিভোগ্য।

[৩]। যাহা মনের উপভোগ্য।

[৪]। যাহা চিত্তের উপভোগ্য, যে হেতু হইতে পুনর্জন্মের উদ্ভব হয়; পুনর্জন্মের ক্ষেত্রে বীজ স্বরূপ।

[৫]। মূলের 'ইতি-ভবাভব' শব্দের অর্থ এইস্থলে বুদ্ধ ঘোষের মতে তৈল, মধু, ঘৃত ইত্যাদি খাদ্য।

সাধ্য এবং অভিজ্ঞা মন্দ, প্রতিপদ সহজসাধ্য এবং অভিজ্ঞা ক্ষিপ্র।

(২২) অপর চারি প্রতিপদ—অক্ষম প্রতিপদ, ক্ষম প্রতিপদ, দম প্রতিপদ, শম প্রতিপদ[১]।

(২৩) চারি ধর্মপদ—অনভিধ্যা ধর্মপদ, অব্যাপাদ ধর্মপদ, সম্যক স্মৃতি ধর্মপদ, সম্যক সমাধি ধর্মপদ।

(২৪) চারি ধর্ম সমাদান—এক প্রকার যাহা বর্তমানে দুঃখদায়ী এবং ভবিষ্যতে দুঃখবিপাকসম্পন্ন। এক প্রকার যাহা বর্তমানে দুঃখময় এবং ভবিষ্যতে সুখবিপাকসম্পন্ন। এক প্রকার যাহা বর্তমানে সুখময় এবং ভবিষ্যতে দুঃখবিপাকসম্পন্ন। এক প্রকার যাহা বর্তমানে সুখময় এবং ভবিষ্যতে সুখবিপাকসম্পন্ন[২]।

(২৫) চারি ধর্মস্কন্ধ—শীলস্কন্ধ, সমাধি-স্কন্ধ, প্রজ্ঞা-স্কন্ধ, বিমুক্তি-স্কন্ধ।

(২৬) চারি বল—বীর্যবল, স্মৃতি-বল, সমাধি-বল, প্রজ্ঞা-বল।

(২৭) চারি অধিষ্ঠান (সংকল্প)—প্রজ্ঞা-অধিষ্ঠান, সত্য-অধিষ্ঠান, ত্যাগ[৩]-অধিষ্ঠান, উপশম[৪]-অধিষ্ঠান।

(২৮) চারি প্রশ্ন-ব্যাকরণ—একাংশ ব্যাকরণ, প্রতিপ্রশ্নের দ্বারা ব্যাকরণ, বিশ্লেষণ দ্বারা ব্যাকরণ, উত্তরদানের অনুপযুক্তরূপে ব্যাকরণ।

(২৯) চারি কর্ম—এক প্রকার কর্ম কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-বিপাক, এক প্রকার শুক্ল, শুক্লবিপাক; এক প্রকার কৃষ্ণ-শুক্ল, কৃষ্ণ-শুক্লবিপাক; এক প্রকার অকৃষ্ণ-অশুক্ল, অকৃষ্ণ-অশুক্ল-বিপাক যাহা কর্মক্ষয়কারক[৫]।

(৩০) চারি সাক্ষাৎ করণীয় ধর্ম—স্মৃতি দ্বারা সাক্ষাৎ করণীয় পূর্বনিবাস (পূর্ব জন্ম); চক্ষু দ্বারা সাক্ষাৎ করণীয় চ্যুতি ও উৎপত্তি; কায় দ্বারা সাক্ষাৎ করণীয় অষ্টবিমোক্ষ, প্রজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করণীয় আসব ক্ষয়।

(৩১) চারি ওঘ—কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, দৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ।

---

[১]। অর্থাৎ ধ্যানানুশীলনে শীতোষ্ণ সহনীয় হয় কি? ইন্দ্রিয়স্পর্শী চিন্তাসমূহ উপেক্ষিত হয় কি?—টীকা।

[২]। প্রথম পন্থা অচেলক তপস্বীগণ কর্তৃক অনুসৃত। যে ধর্মশিক্ষার্থী কামাদি রিপু দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়াও সাশ্রুনয়নে অধ্যবসায় যুক্ত হন, তিনি দ্বিতীয় পন্থার অনুগামী। যাহারা ভোগাসক্ত তাহারা তৃতীয় পন্থার অনুগামী। চতুর্থ পন্থা বৌদ্ধ ভিক্ষু কর্তৃক অনুসৃত।

[৩]। সর্বপাপের পরিহার।

[৪]। আত্মদমন।

[৫]। এই শেষোক্ত কর্ম চতুরঙ্গ মার্গজ্ঞান।

(৩২) চারি যোগ—কাম-যোগ, ভব-যোগ, দৃষ্টি-যোগ, অবিদ্যা-যোগ।

(৩৩) চারি বিসংযোগ—কর্মযোগ-বিসংযোগ, ভবযোগ-বিসংযোগ, দৃষ্টি-যোগ-বিসংযোগ, অবিদ্যাযোগ-বিসংযোগ।

(৩৪) চারি গ্রন্থ[১]—অভিধ্যা কায়-গ্রন্থ, ব্যাপাদ কায়-গ্রন্থ, শীলব্রত-পরামর্শ কায়-গ্রন্থ, ('ইহাই সত্য' রূপ) নিবিশ্যবাদ কায়-গ্রন্থ।

(৩৫) চারি উপাদান—কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান, শীলব্রত-উপাদান, আত্মবাদ-উপাদান।

(৩৬) চারি যোনি—অণ্ডজ-যোনি, জরায়ুজ-যোনি, সংস্বেদজ[২]-যোনি, ঔপপাতিক যোনি।

(৩৭) চারি গর্ভ-অবক্রান্তি (গর্ভপ্রবেশ)—কেহ অজ্ঞাতসারে মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করে, অজ্ঞাতসারে তথায় অবস্থান করে, অজ্ঞাতসারে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। ইহাই প্রথম গর্ভ-অবক্রান্তি। পুনশ্চ, কেহ জ্ঞাতসারে মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করে, অজ্ঞাতসারে তথায় অবস্থান করে, অজ্ঞাতসারে উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। ইহাই দ্বিতীয় গর্ভ-অবক্রান্তি। পুনশ্চ, কেহ জ্ঞাতসারে মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করে, জ্ঞাতসারে তথায় অবস্থান করে, অজ্ঞাতসারে উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। ইহাই তৃতীয় গর্ভ-অবক্রান্তি। পুনশ্চ, কেহ জ্ঞাতসারে মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করে, জ্ঞাতসারে তথায় অবস্থান করে, জ্ঞাতসারে উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। ইহাই চতুর্থ গর্ভ-অবক্রান্তি।

(৩৮) চারি আত্মভাব (ব্যক্তিত্ব) প্রতিলাভ—এক প্রকার যাহাতে আত্ম-সঞ্চেতনা ক্রিয়াশীল হয়, পর-সঞ্চেতনা নহে; এক প্রকার যাহাতে পর-সঞ্চেতনাই ক্রিয়াশীল হয়, আত্ম-সঞ্চেতনা নহে; এক প্রকার যাহাতে আত্ম-সঞ্চেতনা ও পর-সঞ্চেতনা উভয়ই ক্রিয়াশীল হয়; এক প্রকার যাহাতে উভয় সঞ্চেতনার কোনোটিই ক্রিয়াশীল হয় না।

(৩৯) চারি দক্ষিণা-বিশুদ্ধি—দক্ষিণা যাহা দায়ক দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণে দত্ত কিন্তু প্রতিগ্রাহকদ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণে গৃহীত নহে; দক্ষিণা যাহা প্রতিগ্রাহক দ্বারা শুদ্ধীকৃত কিন্তু দায়ক দ্বারা নহে; দক্ষিণা যাহা দায়ক ও প্রতিগ্রাহক কাহারও কর্তৃক শুদ্ধীকৃত নহে; দক্ষিণা যাহা দায়ক ও প্রতিগ্রাহক উভয় কর্তৃক শুদ্ধীকৃত।

---

[১]। সংযোজন যাহা মানুষকে সংসারে বদ্ধ করে।

[২]। স্বেদ হইতে উৎপন্ন।

(৪০) চারি সংগ্রহ-বস্তু—দান, প্রিয়বাক্য, অর্থচর্যা, সমামাত্মতা।

(৪১) চারি অনার্য বাক্-সমাচার—মৃষা-বাদ, পিশুন-বাক্য, কর্কশ-বাক্য, তুচ্ছ প্রলাপ।

(৪২) চারি আর্য বাক্-সমাচার—মৃষাবাদ হইতে বিরতি, পিশুন বাক্য হইতে বিরতি, কর্কশ বাক্য হইতে বিরতি, তুচ্ছ প্রলাপ হইতে বিরতি।

(৪৩) অপর চারি অনার্য বাক্-সমাচার—অদৃষ্টের দৃষ্টরূপে ঘোষণা, অশ্রুতের শ্রুতরূপে ঘোষণা, অননুভূতের অনুভূতরূপে ঘোষণা, অবিজ্ঞাতের বিজ্ঞাতরূপে ঘোষণা।

(৪৪) অপর চারি আর্য বাক্-সমাচার—অদৃষ্টের অদৃষ্টরূপে ঘোষণা, অশ্রুতের অশ্রুতরূপে ঘোষণা, অননুভূতের অননুভূতরূপে ঘোষণা, অবিজ্ঞাতের অবিজ্ঞাতরূপে ঘোষণা।

(৪৫) অপর চারি অনার্য বাক্-সমাচার—দৃষ্টের অদৃষ্টরূপে ঘোষণা; শ্রুতের অশ্রুতরূপে ঘোষণা, অনুভূতের অননুভূতরূপে ঘোষণা, বিজ্ঞাতের অবিজ্ঞাতরূপে ঘোষণা।

(৪৬) অপর চারি আর্য বাক্-সমাচার—দৃষ্টের দৃষ্টরূপে ঘোষণা, শ্রুতের শ্রুতরূপে ঘোষণা, অনুভূতের অনুভূতরূপে ঘোষণা, বিজ্ঞাতের বিজ্ঞাতরূপে ঘোষণা।

(৪৭) চারি পুদ্গল—কেহ আত্মপীড়ক ও আত্মপীড়নানুযুক্ত হন। কেহ পরপীড়ক ও পরপীড়নানুযুক্ত হন। কেহ আত্মপীড়ক, আত্মপীড়নানুযুক্ত এবং পরপীড়ক, পরপীড়নানুযুক্ত হন। কেহ আত্মপীড়কও হন না, আত্মপীড়নানুযুক্তও হন না; পরপীড়কও হন না, পরপীড়নানুযুক্তও হন না। ওইরূপ পুরুষ আত্মপীড়ক ও পরপীড়ক না হইয়া এই জগতেই তৃষ্ণাহীন, নির্বৃত, শীতিভূত, সুখ-প্রতিসংবেদী হইয়া ব্রহ্মার ন্যায় অবস্থান করেন।

(৪৮) অপর চারি পুদ্গল—কেহ আত্মহিতে রত থাকেন, পরহিতে নহে। কেহ পরহিতে রত থাকেন, আত্মহিতে নহে। কেহ আত্মহিতেও রত নহেন, পরহিতেও নহে। কেহ আত্মহিতেও রত, পরহিতেও রত।

(৪৯) অপর চারি পুদ্গল—তমোগুণাচ্ছন্ন তম-পরায়ণ; তমোগুণাচ্ছন্ন জ্যোতি-পরায়ণ; জ্যোতি-সমাপন্ন, তমো-পরায়ণ; জ্যোতি-সমাপন্ন—জ্যোতি-পরায়ণ।

(৫০) অপর চারি পুদ্গল—অচল শ্রমণ, পদ্ম-শ্রমণ, পুণ্ডরীক-শ্রমণ,

সুকুমার-শ্রমণ[১]।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শনসম্পন্ন ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক এই চারি ধর্ম সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্রে উহার সঙ্গায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পাকারক হয়, দেব ও মনুষ্যগণের মঙ্গল ও হিতসাধক হয়।

প্রথম ভাণবার সমাপ্ত

২.১. বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শনসম্পন্ন ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক পঞ্চ ধর্ম সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্রে উহার সঙ্গায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পাকারক হয়, দেব ও মনুষ্যগণের মঙ্গল ও হিতসাধক হয়। কোন কোন পঞ্চ ধর্ম?

(১) পঞ্চস্কন্ধ। রূপ-স্কন্ধ, বেদনা-স্কন্ধ, সংজ্ঞা-স্কন্ধ, সংস্কার-স্কন্ধ, বিজ্ঞান-স্কন্ধ।

(২) পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ। রূপ-উপাদান-স্কন্ধ, বেদনা-উপাদান-স্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদান-স্কন্ধ, সংস্কার-উপাদান-স্কন্ধ, বিজ্ঞান-উপাদান-স্কন্ধ।

(৩) পঞ্চ কামগুণ। চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ যাহা ইষ্ট, কান্ত, মনাপ, প্রিয়, কাম-জড়িত, রঞ্জনীয়; শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ যাহা ইষ্ট, কান্ত, মনাপ, প্রিয়, কাম-জড়িত, রঞ্জনীয়; ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, যাহা ইষ্ট, কান্ত, মনাপ, প্রিয়, কাম-জড়িত, রঞ্জনীয়; জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস, যাহা ইষ্ট, কান্ত, মনাপ, প্রিয়, কাম-জড়িত, রঞ্জনীয়; কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ যাহা ইষ্ট, কান্ত, মনাপ, প্রিয় কামজড়িত, রঞ্জনীয়।

(৪) পঞ্চগতি। নিরয়, তির্যকযোনি, প্রেতযোনি, মনুষ্য, দেব।

(৫) পঞ্চ মাৎসর্য। আবাস-মাৎসর্য, কুল-মাৎসর্য, লাভ-মাৎসর্য, বর্ণ-মাৎসর্য, ধর্ম-মাৎসর্য।

(৬) পঞ্চ নীবরণ। কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা।

(৭) পঞ্চ অবরভাগীয়[১] সংযোজন। সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-

---

[১]। চারি মার্গে স্থিত শ্রমণগণের উল্লেখ হইয়াছে।

পরামর্শ, কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ।

(৮) পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। রূপ-রাগ[২], অরূপ-রাগ[৩], মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা।

(৯) পঞ্চ শিক্ষাপদ। প্রাণাতিপাত হইতে বিরতি, অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরতি, ব্যভিচার হইতে বিরতি, মৃষাবাদ হইতে বিরতি, সুরাদি পানরূপ প্রমাদ হইতে বিরতি।

(১০) চারি অসম্ভাব্য। ক্ষীণাসব ভিক্ষু যে ইচ্ছা করিয়া প্রাণিহত্যা করিবেন তাহা অসম্ভব। অদত্তের গ্রহণরূপ চৌর্য তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। মৈথুন ধর্মের সেবা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। সংকল্পপূর্বক মিথ্যা-ভাষণ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। পূর্বে গৃহস্থ জীবনে তিনি যেইরূপ করিয়াছিলেন সেইরূপ সঞ্চিত পার্থিব সম্পত্তির পরিভোগ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

(১১) পঞ্চ ব্যসন। জ্ঞাতি-ব্যসন, ভোগ-ব্যসন, রোগ-ব্যসন, শীল-ব্যসন, দৃষ্টি-ব্যসন। সত্ত্বগণ জ্ঞাতি-ব্যসন হেতু অথবা ভোগ-ব্যসন হেতু অথবা রোগ-ব্যসন হেতু মরণান্তে দেহের বিনাশে দুর্গতিসম্পন্ন বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয় না। শীল-ব্যসন হেতু অথবা দৃষ্টি-ব্যসন হেতু তাহারা মরণান্তে দেহের বিনাশে দুর্গতিসম্পন্ন বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

(১২) পঞ্চ সম্পদ। জ্ঞাতি-সম্পদ, ভোগ-সম্পদ, আরোগ্য-সম্পদ, শীল-সম্পদ, দৃষ্টি-সম্পদ। সত্ত্বগণ জ্ঞাতি সম্পদ হেতু অথবা ভোগ-সম্পদ হেতু অথবা আরোগ্য-সম্পদ হেতু মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয় না। শীল-সম্পদ হেতু অথবা দৃষ্টি-সম্পদ হেতু তাহারা মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।

(১৩) দুঃশীলের শীলচ্যুতির পঞ্চ দুর্বিপাক। দুঃশীল শীলভ্রষ্ট প্রমাদ হেতু মহৎ ভোগহানিতে উপনীত হয়। ইহাই দুঃশীলের শীলবিপত্তির প্রথম দুর্বিপাক। পুনশ্চ, তাহার পাপাচরণ জনসমাজে ঘোষিত হয়। ইহাই দ্বিতীয় দুর্বিপাক। পুনশ্চ, সে যেকোনো পরিষদেই গমন করুক—ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ-পরিষদ, গৃহপতি-পরিষদ, অথবা শ্রমণ-পরিষদ—তথায় সে আত্মপ্রত্যয়হীন ও হতবুদ্ধি হইয়া অবস্থান করে। ইহাই তৃতীয় দুর্বিপাক।

---

[১]। কামলোক সম্বন্ধীয়।

[২]। রূপলোকে উৎপত্তির বাসনা।

[৩]। অরূপলোকে উৎপত্তির বাসনা।

পুনশ্চ, সে প্রমত্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাই চতুর্থ দুর্বিপাক। পুনশ্চ, সে মরণান্তে দেহের বিনাশে দুর্গতিসম্পন্ন বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। ইহাই পঞ্চম দুর্বিপাক।

(১৪) শীলবানের শীলসম্পদের পঞ্চবিধ উপকারিতা। শীলবান শীলসম্পন্ন অপ্রমাদ-হেতু মহান ভোগের অধিকারী হন। ইহাই প্রথম উপকারিতা। পুনশ্চ, তাঁহার যশ জনসমাজে ঘোষিত হয়। ইহা দ্বিতীয় উপকারিতা। পুনশ্চ, তিনি যেকোনো পরিষদেই গমন করুন—ক্ষত্রিয়-পরিষদ, ব্রাহ্মণ-পরিষদ, গৃহপতি-পরিষদ, অথবা শ্রমণ-পরিষদ—তথায় তিনি আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন ও অবিচলিত হইয়া অবস্থান করেন। ইহা তৃতীয় উপকারিতা। পুনশ্চ, তিনি অপ্রমত্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহা চতুর্থ উপকারিতা। পুনশ্চ, তিনি মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন। ইহা পঞ্চম উপকারিতা[১]।

(১৫) অপরের সংশোধনেচ্ছু সংশোধক ভিক্ষু পাঁচটি ধর্ম আপনার মধ্যে রক্ষা করিয়া অপরের সংশোধনে প্রবৃত্ত হইবেন : 'যথাসময়ে বলিব, অসময়ে নহে; যাহা সত্য তাহাই বলিব, যাহা কল্পিত তাহা নহে; মৃদুভাবে বলিব, পরুষভাবে নহে; অর্থ-সংহিত বাক্য বলিব, অনর্থ-সংহিত নহে; মৈত্রীচিত্ত-যুক্ত হইয়া বলিব, দ্বেষ-যুক্ত চিত্তে নহে।' অপরের সংশোধনেচ্ছু সংশোধক ভিক্ষু এই পাঁচটি ধর্ম আপনার মধ্যে রক্ষা করিয়া অপরের সংশোধনে প্রবৃত্ত হইবেন।

(১৬) পঞ্চ প্রধানীয় অঙ্গ। ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান হন, তথাগতের বুদ্ধত্বে শ্রদ্ধা রক্ষা করেন : 'ইনিই সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয় দম্য-পুরুষ-সারথি দেব ও মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' তিনি স্বাস্থ্যসম্পন্ন, ব্যাধিমুক্ত, নাতিশীতোষ্ণ মধ্যবর্তী পরিপাক-শক্তিসম্পন্ন যাহা প্রধানের উপযোগী। তিনি অশঠ অমায়াবী তিনি শাস্তার নিকট, অথবা পণ্ডিতগণের নিকট অথবা স-ব্রহ্মচারীগণের নিকট আপনাকে যথারূপে প্রকাশ করেন। তিনি অকুশলধর্মসমূহের দূরীকরণের জন্য, কুশলধর্মসমূহের উদ্বোধনের জন্য আরব্ধবীর্য হইয়া বিহার করেন, তিনি উদ্যমসম্পন্ন, দৃঢ়-পরাক্রম এবং কুশলধর্মসমূহে স্বীয় কর্তব্যে ঔদাসীন্যহীন। তিনি বস্তুসমূহের উৎপত্তি ও ক্ষয়ের জ্ঞান এবং সর্বদুঃখনাশী আর্য তীক্ষ্ণ

---

[১]। দীর্ঘনিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাপরিনির্বাণ সূত্রান্ত, ২৩ ও ২৪ নং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

অন্তদৃষ্টিজনক প্রজ্ঞাসমন্বিত হন।

(১৭) পঞ্চ শুদ্ধাবাস। অবিহ, অতপ্প, সুদস্‌স, সুদস্‌সী, অকনিট্‌ঠ[১]।

(১৮) পঞ্চ অনাগামী। যিনি আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইবার পূর্বে পরিনির্বাণ লাভ করেন[২], যিনি আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে পরিনির্বাণ লাভ করেন, যিনি অনায়াসে পরিনির্বাণ লাভ করেন, যিনি আয়াসান্তে পরিনির্বাণ লাভ করেন, যিনি 'ঊর্ধ্বস্রোত' হইয়া অকনিট্‌ঠ দেবলোকগামী হন।

(১৯) চিত্তের পঞ্চ অন্তরায়। ভিক্ষু শাস্তার প্রতি সংশয় ও দ্বিধাসম্পন্ন হন, শাস্তার প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাহীন হন। যেই ভিক্ষু শাস্তার প্রতি ওইরূপভাব পোষণ করেন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য এবং প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের প্রথম অন্তরায়। পুনশ্চ, ভিক্ষু ধর্মে সংশয় ও দ্বিধাযুক্ত হন, ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাহীন হন। যেই ভিক্ষু ধর্মের প্রতি ওইরূপভাব পোষণ করেন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য এবং প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের দ্বিতীয় অন্তরায়। ভিক্ষুসংঘের প্রতি সংশয় ও দ্বিধাযুক্ত হন, সংঘের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাহীন হন। যেই ভিক্ষুসংঘের প্রতি ওইরূপভাব পোষণ করেন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য এবং প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের তৃতীয় অন্তরায়। ভিক্ষু শিক্ষায় সংশয় ও দ্বিধাযুক্ত হন, শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাহীন হন। যেই ভিক্ষু শিক্ষার প্রতি ওইরূপভাব পোষণ করেন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য এবং প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের চতুর্থ অন্তরায়। ভিক্ষু স-ব্রহ্মচারীগণের প্রতি কুপিত হন, বিরক্ত হন, ক্ষুব্ধ হন, নির্মম হন। যেই ভিক্ষু এইরূপভাবাপন্ন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য এবং প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের পঞ্চম অন্তরায়।

(২০) চিত্তের পঞ্চ বন্ধন। ভিক্ষু কামে রাগহীন হন না, ছন্দহীন হন না, প্রেমহীন হন না, পিপাসাহীন হন না, প্রদাহহীন হন না, তৃষ্ণাহীন হন না। যেই ভিক্ষু এইরূপ ভাবাপন্ন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য, প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের প্রথম বন্ধন। পুনশ্চ, ভিক্ষু কায়ে রাগহীন হন না, ছন্দহীন হন না, প্রেমহীন হন না, পিপাসাহীন হন না, প্রদাহহীন হন না, তৃষ্ণাহীন হন না। যেই ভিক্ষু এইরূপ ভাবাপন্ন তাঁহার চিত্ত আতপ্য,

---

[১]। দীর্ঘনিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, পদচ্ছেদ নং ৩১ দ্রষ্টব্য।

[২]। যে জগতে তাঁহার পুনর্জন্ম হইয়াছে, সেই জগতে।

অনুযোগ, সাতত্য, প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহা চিত্তের দ্বিতীয় বন্ধন। ভিক্ষু রূপে রাগহীন হন না, ছন্দহীন হন না, প্রেমহীন হন না, পিপাসাহীন হন না, প্রদাহহীন হন না, তৃষ্ণাহীন হন না। যেই ভিক্ষু এইরূপভাবাপন্ন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য, প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহা চিত্তের তৃতীয় বন্ধন। ভিক্ষু যথেচ্ছা উদরপূর্তি করিয়া ভোজনপূর্বক শয্যা আশ্রয় করিয়া পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে আবর্তন সুখ, এবং তন্দ্রাসুখে অনুযুক্ত হইয়া অবস্থান করেন। এইরূপ ভিক্ষুর চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য, প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহা চিত্তের চতুর্থ বন্ধন। পুনশ্চ, ভিক্ষু কোনো দেবকুলভুক্ত হইবার অভিপ্রায় করিয়া ব্রহ্মচর্য পালন করেন : 'এই ব্রত, শীল, তপ অথবা ব্রহ্মচর্য দ্বারা আমি মহাশক্তিশালী অথবা অপেক্ষাকৃত অল্পশক্তিসম্পন্ন দেবতা হইব।' এইরূপ ভিক্ষুর চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য, প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের পঞ্চম বন্ধন।

(২১) পঞ্চ ইন্দ্রিয় : চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয়।

(২২) অপর পঞ্চ ইন্দ্রিয় : সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়।

(২৩) অপর পঞ্চ ইন্দ্রিয় : শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্যইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়।

(২৪) পঞ্চ নিঃসরণীয়ধাতু। ভিক্ষু যখন অভিনিবেশসহকারে পার্থিব ভোগসমূহকে নিরীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত ওই সকলের দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না; কিন্তু যখন তিনি নৈষ্কাম্যে অভিনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহার চিত্ত নৈষ্কাম্যের দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, কাম হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত কামহেতু উৎপন্ন আসব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ওইরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহাই কাম হইতে নিঃসরণ কথিত হয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু যখন অভিনিবেশ সহকারে ব্যাপাদকে নিরীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত উহার দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না; কিন্তু যখন তিনি অব্যাপাদে অভিনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহার চিত্ত অব্যাপাদের দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, ব্যাপাদ হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত ব্যাপাদ হেতু উৎপন্ন আসব, বিঘাত, প্রদাহ

হইতে মুক্ত হয়, তিনি ওইরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহা ব্যাপাদ হইতে নিঃসরণ কথিত হয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু যখন অভিনিবেশ সহকারে বিহিংসাকে নিরীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত উহার দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না; কিন্তু যখন তিনি অবিহিংসাতে অভিনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহার চিত্ত অবিহিংসার দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, বিহিংসা হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত বিহিংসা হেতু উৎপন্ন আসব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ওইরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহা বিহিংসা হইতে নিঃসরণ কথিত হয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু যখন অভিনিবেশসহকারে রূপকে নিরীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত উহার দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না; কিন্তু যখন তিনি অরূপে অভিনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহার চিত্ত অরূপের দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, রূপ হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত রূপ হেতু উৎপন্ন আসব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ওইরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহা রূপ হইতে নিঃসরণ কথিত হয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু যখন অভিনিবেশসহকারে আত্ম-বাদকে (সৎকায়) নিরীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত উহার দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না; কিন্তু যখন তিনি আত্ম-বাদের নিরোধে অভিনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহার চিত্ত আত্মবাদ-নিরোধের দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, আত্মবাদ হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত আত্মবাদ হইতে উৎপন্ন আসব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ওইরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহা আত্মবাদ হইতে নিঃসরণ কথিত হয়।

(২৫) পঞ্চ বিমুক্তি-আয়তন। ভিক্ষুকে শাস্তা অথবা কোনো গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারী ধর্মোপদেশ দান করেন। শাস্তা অথবা উক্তরূপ সব্রহ্মচারী যেইরূপ ভাবে ভিক্ষুকে উপদেশ দেন, ভিক্ষু সেইরূপভাবেই উহা হইতে অর্থ ও ধর্ম সংগ্রহ করেন। এইরূপে অর্থ ও ধর্ম সংগ্রহের ফলে তাঁহার প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপত্তি হয়, প্রীতিসংযুক্তের চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখ-বেদনা অনুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাধি লাভ করে। ইহাই প্রথম বিমুক্তি-আয়তন। পুনশ্চ, শাস্তা অথবা উক্তরূপ কোনো সব্রহ্মচারী ভিক্ষুকে ধর্মদেশনা না করিলেও ভিক্ষু ধর্ম যেইরূপ শ্রবণ করিয়াছেন এবং

উহা হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন সেইরূপই বিস্তৃতভাবে অপরকে উপদেশ দেন। উহা হইতে পূর্বোক্তরূপে তিনি অর্থ ও ধর্ম সংগ্রহ করেন। ফলে তাঁহার প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতি-সংযুক্তের চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখানুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। ইহা দ্বিতীয় বিমুক্তি-আয়তন। পুনশ্চ, শাস্তা অথবা উক্তরূপ কোনো সব্রহ্মচারী ভিক্ষুকে ধর্মদেশনা না করিলেও, এবং ভিক্ষু স্বয়ং পূর্বোক্তরূপে অপরকে ধর্মদেশনা না করিলেও তৎকর্তৃক যথাশ্রুত এবং যথাধৃত ধর্ম তিনি আবৃত্তি করেন, উহা হইতে পূর্বোক্তরূপে তিনি অর্থ ও ধর্ম সংগ্রহ করেন। ফলে তাঁহার প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিসংযুক্তের চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখানুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। ইহা তৃতীয় বিমুক্তি-আয়তন। পুনশ্চ, ভিক্ষুকে শাস্তা অথবা কোনো সব্রহ্মচারী ধর্মদেশনা না করিলেও এবং ভিক্ষু পূর্বোক্তরূপে অপরকে ধর্মদেশনা না করিলেও, এবং তৎকর্তৃক যথাশ্রুত এবং যথাধৃত ধর্ম তিনি আবৃত্তি না করিলেও, তিনি উহাকে চিন্তার বিষয়ীভূত করেন, ধ্যানের বিষয়ীভূত করেন, উহাতে একাগ্রচিত্ত হন। এইরূপ করিয়া উহা হইতে অর্থ ও ধর্ম সংগ্রহ করেন। ফলে তাঁহার প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতি-সংযুক্তের চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখানুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। ইহা চতুর্থ বিমুক্তি-আয়তন। পুনশ্চ, ভিক্ষুকে শাস্তা অথবা কোনো সব্রহ্মচারী ধর্মদেশনা না করিলেও, এবং ভিক্ষু পূর্বোক্তরূপে অপরকে ধর্মদেশনা না করিলেও, এবং তৎকর্তৃক যথাশ্রুত এবং যথাধৃত ধর্ম তিনি আবৃত্তি না করিলেও, তিনি উহাকে চিন্তা ও ধ্যানের বিষয়ীভূত না করিলেও এবং উহাতে একাগ্রচিত্ত না হইলেও, কোনো এক সমাধি নিমিত্ত তৎকর্তৃক সুগৃহীত, সুমনসীকৃত, সুপ্রচারিত হয় এবং প্রজ্ঞা দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। এইরূপে তিনি উহা হইতে অর্থ ও ধর্ম সংগ্রহ করেন। ফলে তাঁহার প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতি-সংযুক্তের চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখানুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। ইহা পঞ্চম বিমুক্তি আয়তন।

(২৬) পঞ্চ বিমুক্তি-পরিপাচনীয়-সংজ্ঞা। অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শনসম্পন্ন ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক এই পঞ্চ ধর্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্রে উহার সঙ্গায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পাকারক হয়,

দেব ও মনুষ্যগণের মঙ্গল ও হিত সাধক হয়।

২. জ্ঞান ও দর্শনসম্পন্ন ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক ছয় ধর্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহার সঙ্গায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পাকারক হয়, দেব ও মনুষ্যগণের মঙ্গল ও হিতসাধক হয়। কোন কোন ছয় ধর্ম?

(১) ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন। চক্ষু-আয়তন, শ্রোত্র-আয়তন, ঘ্রাণ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায়-আয়তন, মন-আয়তন।

(২) ছয় বাহির-আয়তন। রূপ-আয়তন, শব্দ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শ-আয়তন, ধর্ম-আয়তন।

(৩) ছয় বিজ্ঞান-কায়। চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান।

(৪) ছয় স্পর্শ-কায়। চক্ষু-সংস্পর্শ, শ্রোত্র-সংস্পর্শ, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ, জিহ্বা-সংস্পর্শ, কায়-সংস্পর্শ, মনো-সংস্পর্শ।

(৫) ছয় বেদনা-কায়। চক্ষু সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা সংস্পর্শজ বেদনা, কায় সংস্পর্শজ বেদনা, মনো সংস্পর্শজ বেদনা।

(৬) ছয় সংজ্ঞা-কায়। রূপ-সংজ্ঞা, শব্দ-সংজ্ঞা, গন্ধ-সংজ্ঞা, রস-সংজ্ঞা, স্পর্শ-সংজ্ঞা, ধর্ম-সংজ্ঞা।

(৭) ছয় সঞ্চেতনা-কায়। রূপ-সঞ্চেতনা, শব্দ-সঞ্চেতনা, গন্ধ-সঞ্চেতনা, রস-সঞ্চেতনা, স্পর্শ-সঞ্চেতনা, ধর্ম-সঞ্চেতনা।

(৮) ছয় তৃষ্ণা-কায়। রূপ-তৃষ্ণা, শব্দ-তৃষ্ণা, গন্ধ-তৃষ্ণা, রস-তৃষ্ণা, স্পর্শ-তৃষ্ণা, ধর্ম-তৃষ্ণা।

(৯) ছয় অগৌরব। ভিক্ষু শাস্তার প্রতি ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্যসহকারে বিহার করেন। ধর্মে, সংঘে, শিক্ষায়, অপ্রমাদে, স্বাগত সম্ভাষণে ওইরূপ ভাবাপন্ন হইয়া বিহার করেন।

(১০) ছয় গৌরব। ভিক্ষু শাস্তার প্রতি ভক্তিসহকারে ঔদ্ধত্য হীন হইয়া বিহার করেন। ধর্মে, সংঘে, শিক্ষায়, অপ্রমাদে, স্বাগত সম্ভাষণে ওইরূপ ভাবাপন্ন হইয়া বিহার করেন।

(১১) ছয় সৌমনস্য-উপবিচার। ভিক্ষু চক্ষুরদ্বারা রূপ দর্শন করিয়া সৌমনস্য-স্থানীয় রূপ বিচার করেন। শ্রোত্রদ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া সৌমনস্য-স্থানীয় শব্দ বিচার করেন। ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া সৌমনস্য-স্থানীয় গন্ধ

বিচার করেন। জিহ্বারদ্বারা রস আস্বাদন করিয়া সৌমনস্য-স্থানীয় রস বিচার করেন। কায়দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করিয়া সৌমনস্য-স্থানীয় স্পর্শ বিচার করেন। মনদ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হইয়া সৌমনস্য-স্থানীয় ধর্ম বিচার করেন।

(১২) ছয় দৌর্মনস্য-উপবিচার। ভিক্ষু চক্ষুরদ্বারা রূপ দর্শন করিয়া দৌর্মনস্য-স্থানীয় রূপ বিচার করেন। শ্রোত্রদ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া দৌর্মনস্য-স্থানীয় শব্দ বিচার করেন। ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া দৌর্মনস্য-স্থানীয় গন্ধ বিচার করেন। জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করিয়া দৌর্মনস্য-স্থানীয় রস বিচার করেন। কায়দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করিয়া দৌর্মনস্য-স্থানীয় স্পর্শ বিচার করেন। মনদ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হইয়া দৌর্মনস্য-স্থানীয় ধর্ম বিচার করেন।

(১৩) ছয় উপেক্ষা-উপবিচার। চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া উপেক্ষা স্থানীয় রূপ বিচার করেন। শ্রোত্রদ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া উপেক্ষা স্থানীয় শব্দ বিচার করেন। ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া উপেক্ষা স্থানীয় গন্ধ বিচার করেন। জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করিয়া উপেক্ষা স্থানীয় রস বিচার করেন। কায়দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করিয়া উপেক্ষা স্থানীয় স্পর্শ বিচার করেন। মনদ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হইয়া উপেক্ষা-স্থানীয় ধর্ম বিচার করেন।

(১৪) ছয় প্রকার ভ্রাত্রীয় জীবন যাপন। সব্রহ্মচারীগণের প্রতি ভিক্ষুর প্রকাশ্যে অথবা গোপনে কৃত মৈত্রী-সহগত কায়িক কর্ম নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হয়। ইহা ভ্রাত্রীয় জীবনযাপন যাহা প্রীতি, শ্রদ্ধা, মিলন, শান্তি, সমন্বয় ও ঐক্যের প্রবর্তক। পুনশ্চ, ভিক্ষুর উক্তপ্রকার মৈত্রী-সহগত বাচনিক কর্ম নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হয়। ইহা ভ্রাত্রীয় জীবনযাপন যাহা প্রীতি, শ্রদ্ধা, মিলন, শান্তি, সমন্বয় ও ঐক্যের প্রবর্তক। পুনশ্চ, ভিক্ষুর মৈত্রী-সহগত মানসিক কর্ম নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হয়। ইহাও ভ্রাত্রীয় জীবনযাপন যাহা প্রীতি, শ্রদ্ধা, মিলন, শান্তি, সমন্বয় ও ঐক্যের প্রবর্তক। পুনশ্চ, ভিক্ষু ধর্মানুসারে ধর্ম-লব্ধ সর্ব প্রকারে লাভ, এমনকি ভিক্ষাপাত্রে পতিত অন্ন পর্যন্ত নিরপেক্ষভাবে শীলবান, সব্রহ্মচারীগণের সহিত সমভাবে ভোগ করেন। ইহাও ভ্রাত্রীয় জীবনযাপন যাহা প্রীতি, শ্রদ্ধা, মিলন, শান্তি, সমন্বয় ও ঐক্যের প্রবর্তক। পুনশ্চ, ভিক্ষু সব্রহ্মচারীগণের প্রতি প্রকাশ্যে অথবা গোপনে আর্য, কান্ত, অখণ্ড, অচ্ছিদ্র, অশবল, অকল্মাষ, মুক্তি-দায়ী, বিজ্ঞ-প্রশংসিত, নিষ্কলঙ্ক, সমাধি-সংবর্তনিক শীলসমন্বিত হন। ইহাও ভ্রাত্রীয় জীবন যাপন

যাহা প্রীতি, শ্রদ্ধা, মিলন, শান্তি, সমন্বয় ও ঐক্যের প্রবর্তক[১]। পুনশ্চ, ভিক্ষু যে আর্যদৃষ্টি উহার অনুগামীকে সম্যক দুঃখ-ক্ষয়ের দিকে চালিত করে, স্বব্রহ্মচারীগণের প্রতি প্রকাশ্যে অথবা গোপনে সেইরূপ দৃষ্টি-সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। ইহাও ভ্রাত্রীয় জীবন যাপন যাহা প্রীতি, শ্রদ্ধা, মিলন, শান্তি, সমন্বয় ও ঐক্যের প্রবর্তক।

(১৫) ছয় বিবাদ-মূল। ভিক্ষু ক্রোধস্বভাবসম্পন্ন ও বিদ্বেষের বশবর্তী হন। এইরূপে তিনি শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি, সংঘের প্রতি, ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্যসহকারে বিহার করেন, তাঁহার শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয় না। এইরূপে তিনি সংঘে বিবাদেরজনক হন, এবং ওই বিবাদ বহুজনের অসুখ, অহিত এবং অনর্থকর হয়, দেবমনুষ্যের অহিতকর ও দুঃখকর হয়। বন্ধুগণ, যদি আপনারা আপনাদিগের মধ্যে অথবা বাহিরে এইরূপ বিবাদের মূল দর্শন করেন, তাহা হইলে আপনারা উহার দূরীকরণের নিমিত্ত যত্নবান হইবেন। যদি আপনারা ওইরূপ বিবাদের মূল দর্শন না করেন, তাহা হইলে যাহাতে ভবিষ্যতে উহার উৎপত্তি না হয় তজ্জন্য যত্নবান হইবেন। এইরূপে উক্ত প্রকার বিবাদের মূল দূরীভূত হয় এবং ভবিষ্যতে উহার উৎপত্তি হয় না। পুনশ্চ, ভিক্ষু কাপট্যের প্রশ্রয় দেন এবং বিদ্বেষপরায়ণ হন। এইরূপে তিনি শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি, সংঘের প্রতি, ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্যসহকারে বিহার করেন, তাঁহার শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয় না। এইরূপে তিনি সংঘে বিবাদেরজনক হন, এবং ওই বিবাদ বহুজনের অসুখ, অহিত এবং অনর্থকর হয়, দেবমনুষ্যের অহিতকর ও দুঃখকর হয়। বন্ধুগণ, যদি আপনারা আপনাদিগের মধ্যে অথবা বাহিরে এইরূপ বিবাদের মূল দর্শন করেন, তাহা হইলে আপনারা উহার দূরীকরণের নিমিত্ত যত্নবান হইবেন। যদি আপনারা ওইরূপ বিবাদের মূল দর্শন না করেন, তাহা হইলে যাহাতে ভবিষ্যতে উহার উৎপত্তি না হয় তজ্জন্য যত্নবান হইবেন। এইরূপে উক্ত প্রকার বিবাদের মূল দূরীভূত হয় এবং ভবিষ্যতে উহার উৎপত্তি হয় না। ভিক্ষু ঈর্ষা ও মাৎসর্যপরায়ণ হন। এইরূপে তিনি শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি, সংঘের প্রতি, ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্যসহকারে বিহার করেন, তাঁহার শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয় না। এইরূপে তিনি সংঘে বিবাদেরজনক হন, এবং ওই বিবাদ বহুজনের অসুখ, অহিত এবং অনর্থকর হয়, দেবমনুষ্যের অহিতকর ও দুঃখকর হয়। বন্ধুগণ,

---

[১]। উপরে **১১** নং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য [চারি স্রোতাপন্নের সঙ্গে]

যদি আপনারা আপনাদিগের মধ্যে অথবা বাহিরে এইরূপ বিবাদের মূল দর্শন করেন, তাহা হইলে আপনারা উহার দূরীকরণের নিমিত্ত যত্নবান হইবেন। যদি আপনারা ওইরূপ বিবাদের মূল দর্শন না করেন, তাহা হইলে যাহাতে ভবিষ্যতে উহার উৎপত্তি না হয় তজ্জন্য যত্নবান হইবেন। এইরূপে উক্ত প্রকার বিবাদের মূল দূরীভূত হয় এবং ভবিষ্যতে উহার উৎপত্তি হয় না। ভিক্ষু শঠ ও মায়াবী হন। এইরূপে তিনি শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি, সংঘের প্রতি, ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্যসহকারে বিহার করেন, তাহার শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয় না। এইরূপে তিনি সংঘে বিবাদের জনক হন, এবং ওই বিবাদ বহুজনের অসুখ, অহিত এবং অনর্থকর হয়, দেবমনুষ্যের অহিতকর ও দুঃখকর হয়। বন্ধুগণ, যদি আপনারা আপনাদিগের মধ্যে অথবা বাহিরে এইরূপ বিবাদের মূল দর্শন করেন, তাহা হইলে আপনারা উহার দূরীকরণের নিমিত্ত যত্নবান হইবেন। যদি আপনারা ওইরূপ বিবাদের মূল দর্শন না করেন, তাহা হইলে যাহাতে ভবিষ্যতে উহার উৎপত্তি না হয় তজ্জন্য যত্নবান হইবেন। এইরূপে উক্ত প্রকার বিবাদের মূল দূরীভূত হয় এবং ভবিষ্যতে উহার উৎপত্তি হয় না। ভিক্ষু পাপেচ্ছা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হন। এইরূপে তিনি শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি, সংঘের প্রতি, ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্যসহকারে বিহার করেন, তাঁহার শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয় না। এইরূপে তিনি সংঘে বিবাদেরজনক হন, এবং ওই বিবাদ বহুজনের অসুখ, অহিত এবং অনর্থকর হয়, দেবমনুষ্যের অহিতকর ও দুঃখকর হয়। বন্ধুগণ, যদি আপনারা আপনাদিগের মধ্যে অথবা বাহিরে এইরূপ বিবাদের মূল দর্শন করেন, তাহা হইলে আপনারা উহার দূরীকরণের নিমিত্ত যত্নবান হইবেন। যদি আপনারা ওইরূপ বিবাদের মূল দর্শন না করেন, তাহা হইলে যাহাতে ভবিষ্যতে উহার উৎপত্তি না হয় তজ্জন্য যত্নবান হইবেন। এইরূপে উক্ত প্রকার বিবাদের মূল দূরীভূত হয় এবং ভবিষ্যতে উহার উৎপত্তি হয় না। ভিক্ষু বিষয়াসক্ত হন, ওই আসক্তিতে দৃঢ়রূপে লগ্ন হন, উহা হইতে নিঃসরণে অসমর্থ হন। যে ভিক্ষু ওইরূপ ভাবাপন্ন, তিনি শাস্তা, ধর্ম ও সংঘের প্রতি ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্যসহকারে বিহার করেন, তাঁহার শিক্ষাও পরিপূর্ণতা লাভ করে না। তিনি সংঘে বিবাদের জনক হন, এবং ওই বিবাদ বহুজনের অসুখ, অহিত ও অনর্থকর হয়, দেবমনুষ্যের অহিতকর ও দুঃখকর হয়। যদি আপনারা আপনাদিগের মধ্যে অথবা বাহিরে এইরূপ বিবাদের মূল দর্শন করেন তাহা হইলে আপনারা উহার দূরীকরণের নিমিত্ত যত্নবান হইবেন। যদি আপনারা ওইরূপ বিবাদের মূল দর্শন না করেন, তাহা হইলে যাহাতে ভবিষ্যতে উহার উৎপত্তি না হয় তজ্জন্য যত্নবান

হইবেন। এইরূপে উক্ত প্রকার বিবাদের মূল দূরীভূত হয় এবং ভবিষ্যতে উহার উৎপত্তি হয় না।

(১৬) ছয় ধাতু। পৃথিবী-ধাতু, আপ-ধাতু, তেজ-ধাতু, বায়ু-ধাতু, আকাশ-ধাতু, বিজ্ঞান-ধাতু।

(১৭) ছয় নিঃসরণীয়ধাতু। ভিক্ষু এইরূপ বলিতে পারেন : 'মৈত্রী হইতে উৎপন্ন আমার চিত্তবিমুক্তি, বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্ধিত, সুপরিচালিত। অথচ ব্যাপাদ আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে বলিতে হইবে, 'এইরূপ নহে, আয়ুষ্মান এইরূপ বলিবেন না, ভগবানের অপবাদ করিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা উচিত নয়, ভগবান কখনোই এইরূপ বাক্যের সমর্থন করিবেন না, ইহা ভিত্তিহীন এবং অনর্থিত।' মৈত্রী-উদ্ভূত চিত্তবিমুক্তি, বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্ধিত, সুপরিচালিত; অথচ ব্যাপাদ চিত্তকে অভিভূত করিয়া অবস্থান করিবে, ইহা অসম্ভব। মৈত্রী হইতে উদ্ভূত চিত্তবিমুক্তি, ইহাই ব্যাপাদের নির্গমন। ভিক্ষু এইরূপ বলিতে পারেন : 'করুণা হইতে উৎপন্ন আমার চিত্তবিমুক্তি বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্ধিত, সুপরিচালিত। অথচ বিহিংসা আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে বলিতে হইবে, 'এইরূপ নহে, আয়ুষ্মান এইরূপ বলিবেন না, ভগবানের অপবাদ করিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা উচিত নয়, ভগবান কখনোই এইরূপ বাক্যের সমর্থন করিবেন না, ইহা ভিত্তিহীন এবং অনর্থিত।' করুণা হইতে উদ্ভূত চিত্ত বিমুক্তি, বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্ধিত, সুপরিচালিত; অথচ বিহিংসা চিত্তকে অভিভূত করিয়া অবস্থান করিবে, ইহা অসম্ভব। করুণা হইতে উদ্ভূত চিত্ত বিমুক্তি, ইহাই বিহিংসার নির্গমন। ভিক্ষু এইরূপ বলিতে পারেন : 'মুদিতা হইতে উৎপন্ন আমার চিত্তবিমুক্তি বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্ধিত, সুপরিচালিত। অথচ অরতি আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে বলিতে হইবে, 'এইরূপ নহে, আয়ুষ্মান এইরূপ বলিবেন না, ভগবানের অপবাদ করিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা উচিত নয়, ভগবান কখনোই এইরূপ বাক্যের সমর্থন করিবেন না, ইহা ভিত্তিহীন এবং অনর্থিত।' মুদিতা হইতে উদ্ভূত চিত্তবিমুক্তি বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্ধিত, সুপরিচালিত; অথচ অরতি চিত্তকে অভিভূত করিয়া অবস্থান করিবে, ইহা অসম্ভব। মুদিতা হইতে উদ্ভূত চিত্তবিমুক্তি, ইহাই অরতির নির্গমন। ভিক্ষু এইরূপ বলিতে পারেন :

'উপেক্ষা হইতে উদ্ভূত আমার চিত্তবিমুক্তি, বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্ধিত, সুপরিচালিত। অথচ রাগ আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে বলিতে হইবে, 'এইরূপ নহে, আয়ুষ্মান এইরূপ বলিবেন না, ভগবানের অপবাদ করিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা উচিত নয়, ভগবান কখনোই এইরূপ বাক্যের সমর্থন করিবেন না, ইহা ভিত্তিহীন এবং অনর্থিত।' উপেক্ষা হইতে উদ্ভূত চিত্তবিমুক্তি, বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্ধিত, সুপরিচালিত। অথচ রাগ চিত্তকে অভিভূত করিয়া অবস্থান করিবে, ইহা অসম্ভব। উপেক্ষা হইতে উদ্ভূত চিত্তবিমুক্তি, ইহাই রাগের নির্গমন। ভিক্ষু এইরূপ বলিতে পারেন : 'অনিমিত্ত হইতে উদ্ভূত আমার চিত্তবিমুক্তি, বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্ধিত, সুপরিচালিত। অথচ নিমিত্তানুসারী বিজ্ঞান আমার চিত্তকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে এইরূপ বলিতে হইবে, 'এইরূপ নহে, আয়ুষ্মান এইরূপ বলিবেন না, ভগবানের অপবাদ করিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা উচিত নয়, ভগবান কখনোই এইরূপ বাক্যের সমর্থন করিবেন না, ইহা ভিত্তিহীন এবং অনর্থিত। অনিমিত্ত হইতে উদ্ভূত চিত্তবিমুক্তি বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্ধিত, সুপরিচালিত, অথচ নিমিত্তানুসারী বিজ্ঞান চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকিবে, ইহা অসম্ভব। অনিমিত্ত হইতে উদ্ভূত চিত্তবিমুক্তি, ইহাই সর্বনিমিত্তের নির্গমন। ভিক্ষু এইরূপ বলিতে পারেন : 'আমি আছি' এই সংজ্ঞা আমার নিকট বিরক্তিকর। 'আমি বিদ্যমান' এইরূপ সংজ্ঞাতে আমি গুরুত্বের আরোপ করি না। তথাপি বিচিকিৎসা, এবং সংশয়রূপ শল্য আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে বলিতে হইবে, 'এইরূপ নহে, আয়ুষ্মান এইরূপ বলিবেন না, ভগবানের অপবাদ করিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা উচিত নয়, ভগবান কখনোই এইরূপ বাক্যের সমর্থন করিবেন না, ইহা ভিত্তিহীন এবং অনর্থিত। 'আমি আছি' এই সংজ্ঞা বিরক্তিকর, 'আমি বিদ্যমান' এইরূপ সংজ্ঞাতে গুরুত্বের অনারোপ, অথচ বিচিকিৎসা এবং সংশয়রূপ শল্য যে চিত্তকে অভিভূত করিয়া থাকিবে ইহা অসম্ভব। 'আছি' এই সংজ্ঞার উচ্ছেদ বিচিকিৎসা এবং সংশয়রূপ শল্যের নিঃসরণ।

(১৮) ছয় অনুত্তরীয় : দর্শন-অনুত্তরীয়, শ্রবণ-অনুত্তরীয়, লাভ-অনুত্তরীয়, শিক্ষা-অনুত্তরীয়, পরিচর্যা-অনুত্তরীয়, অনুস্মৃতি-অনুত্তরীয়।

(১৯) ছয় অনুস্মৃতি-স্থান, বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি।

(২০) ছয় সতত বিহার :[১] ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া সুমনা অথবা দুর্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানসমন্বিত হইয়া বিহার করেন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া সুমনা অথবা দুর্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানসমন্বিত হইয়া বিহার করেন। নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া সুমনা অথবা দুর্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানসমন্বিত হইয়া বিহার করেন। জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করিয়া সুমনা অথবা দুর্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানসমন্বিত হইয়া বিহার করেন। কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করিয়া সুমনা অথবা দুর্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানসমন্বিত হইয়া বিহার করেন। মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হইয়া সুমনা অথবা দুর্মনা হন না; তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানসমন্বিত হইয়া বিহার করেন।

(২১) ছয় অভিজাতি : কেহ নিচকুলে উৎপন্ন হইয়া অনুরূপ ধর্মের আচরণ করে। কেহ নিচকুলে উৎপন্ন হইয়া শুদ্ধাচরণ সম্পন্ন হয়। কেহ নিচকুলে উৎপন্ন হইয়া পাপ ও পুণ্যের অতীত নির্বাণ ধর্মের অনুভূতিসম্পন্ন হয়। কেহ উচ্চকুলোদ্ভূত হইয়া অনুরূপ ধর্মের আচরণ করে। কেহ ওইরূপ কুলে জাত হইয়া অশুদ্ধাচরণসম্পন্ন হয়। কেহ ওইরূপ কুলে উৎপন্ন হইয়া পাপ ও পুণ্য উভয়েরই অতীত নির্বাণ ধর্মের অনুভূতিসম্পন্ন হয়।

(২২) ছয় নির্বেধ[২]-ভাগীয় সংজ্ঞা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে-দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা, নিরোধ- সংজ্ঞা।

জ্ঞান ও দর্শনসম্পন্ন ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক এই ছয় ধর্ম সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সকলে একত্রে উহার সঙ্গায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পাকারক হয়, দেব ও মনুষ্যের মঙ্গল ও হিতসাধক হয়।

৩. বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শনসম্পন্ন ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক সাত ধর্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে, সকলে একত্র হইয়া উহার সঙ্গায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পাকারক হয়, দেব ও মনুষ্যের মঙ্গল

---

[১]। নিত্য মানসিক নির্বিকারত্ব।

[২]। অন্তর্দৃষ্টি।

ও হিতসাধক হয়। ওই সাত ধর্ম কী কী?

(১) সাত ধনং : শ্রদ্ধা-ধন, শীল-ধন, হ্রী-ধন, ঔত্তপ্য[১]-ধন, শ্রুত-ধন, ত্যাগ-ধন, প্রজ্ঞা-ধন।

(২) সপ্ত সম্বোজ্ঝাঙ্গ : স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি, উপেক্ষা।

(৩) সপ্ত সমাধি-পরিষ্কার :[২] সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি।

(৪) সপ্ত অসদ্ধর্ম : ভিক্ষু শ্রদ্ধাহীন, হ্রীহীন, ঔত্তপ্যহীন হন, অল্পশ্রুত, অলস, মূঢ়-স্মৃতি এবং দুষ্প্রাজ্ঞ হন।

(৫) সপ্ত সদ্ধর্ম : ভিক্ষু শ্রদ্ধা, হ্রী, ঔত্তপ্য, সমন্বিত হন, বহুশ্রুত আরব্ধ-বীর্য হন, উপস্থিত-স্মৃতিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান হন।

(৬) সপ্ত সৎপুরুষ ধর্ম : ভিক্ষু ধর্মজ্ঞ, অর্থজ্ঞ, আত্মজ্ঞ, মাত্রাজ্ঞ, কালজ্ঞ, পরিষদজ্ঞ এবং পুদ্গালজ্ঞ হন।

(৭) সাত নির্দেশ[৩]-বস্তু : ভিক্ষু শিক্ষা গ্রহণে তীব্র অনুরাগবিশিষ্ট হন, ভবিষ্যতে ও উহার গ্রহণে ওইরূপ মনোবিশিষ্টই হন। ধর্মে অন্তর্দৃষ্টি লাভে, তৃষ্ণার দমনে, নির্জন বাসে, বীর্যারম্ভে, স্মৃতি-কুশলতায়, দৃষ্টি-প্রতিবেধে[৪] ওইরূপই মনোভাববিশিষ্ট হন।

(৮) সাত সংজ্ঞা : অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, অমঙ্গলসংজ্ঞা, প্রহাণসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা।

(৯) সাত বল : শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, হ্রীবল, ঔত্তপ্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল, প্রজ্ঞাবল।

(১০) সাত বিজ্ঞান-স্থিতি[৫] : সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা নানারূপ দেহসম্পন্ন এবং নানারূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন; যথা : কোনো কোনো মনুষ্য, দেবতা এবং বিনিপাতিক নিরয়বাসী। ইহাই প্রথম বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা

---

[১]। বিচক্ষণতা।

[২]। আবশ্যকীয় উপকরণ।

[৩]। পাঠান্তরে নির্দশ। অর্হৎ দিগের মধ্যে যাঁহারা অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির দশ বৎসরের মধ্যে দেহত্যাগ করিতেন, তাঁহাদিগকে 'নির্দশ' বলা হইত অর্থাৎ তাঁহাদের জন্য আর পুনরায় দশ বৎসর নাই। এই অর্থে এইস্থলে 'নির্দেশ' অর্হত্ত্বের অধিবচন।

[৪]। সত্যের স্বপ্রত্যক্ষ জ্ঞানে।

[৫]। দীর্ঘনিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

নানারূপ দেহসম্পন্ন কিন্তু একই রূপ সংজ্ঞাবিশিষ্ট; যথা : ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণ যাঁহারা প্রথম ধ্যানের অনুশীলনে ওইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাই দ্বিতীয় বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা একইরূপ দেহবিশিষ্ট কিন্তু নানারূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন; যথা : আভাস্বর দেবগণ। ইহাই তৃতীয় বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ, বিদ্যমান যাঁহারা একইরূপ দেহ ও সংজ্ঞাবিশিষ্ট; যথা : শুভকৃৎস্ন দেবগণ। ইহাই চতুর্থ বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা রূপ-সংজ্ঞাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ব-সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া "আকাশ অনন্ত" এই অনুভূতির সহিত 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' স্তরে গমন করিয়াছেন। ইহাই পঞ্চম বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া "বিজ্ঞান অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' স্তরে গমন করিয়াছেন। ইহাই ষষ্ঠ বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া "কিছুই নাই" এই অনুভূতির সহিত 'আকিঞ্চন আয়তন' স্তরে গমন করিয়াছেন। ইহাই সপ্তম বিজ্ঞান-স্থিতি।

(১১) সাত পুদ্গল যাঁহারা দক্ষিণেয্য : উভয়ভাগ-বিমুক্ত, প্রজ্ঞাবিমুক্ত, কায়ানুদর্শী, দৃষ্টিপ্রাপ্ত, শ্রদ্ধাবিমুক্ত, ধর্মানুসারী, শ্রদ্ধানুসারী[১]।

(১২) সাত অনুশয়[২] : কামরাগ, প্রতিঘ, মিথ্যাদৃষ্টি, বিচিকিৎসা, মান, ভবরাগ, অবিদ্যা।

(১৩) সাত সংযোজন : অনুনয়, প্রতিঘ, মিথ্যাদৃষ্টি, বিচিকিৎসা, মান, ভবরাগ, অবিদ্যা।

(১৪) যথাক্রমে উৎপন্ন বিবাদসমূহের সমাধান ও শান্তির নিমিত্ত সাত অধিকরণ-শমথ :[৩] সম্মুখ-বিনয় দাতব্য, স্মৃতি-বিনয় দাতব্য, অমূঢ়-বিনয় দাতব্য, অপরাধ স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত অধিকরণ কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, সংঘের বহুজন কর্তৃক উপস্থাপিত অধিকরণ, অবাধ্যের নিমিত্ত অধিকরণ, তৃণাচ্ছাদিত করণের ন্যায় অধিকরণ।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শনসম্পন্ন ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক এই সাত

---

[১]। সম্পসাদনীয় সূত্রান্ত, পদচ্ছেদ সংখ্যা ৮ দ্রষ্টব্য।

[২]। ভ্রান্ত সংস্কার; যাহা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে এবং যাহার নাশ হয় নাই।

[৩]। উত্থাপিত প্রশ্নের সমাধান। বিনয়পিটক, ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

ধর্ম সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহার সঙ্গায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পাকারক হয়, দেব ও মনুষ্যের মঙ্গল ও হিতসাধক হয়।

[দ্বিতীয় ভাণবার সমাপ্ত]

৩.১. জ্ঞান ও দর্শনসম্পন্ন ভগবান, অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক আট ধর্ম সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহার সঙ্গায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পাকারক হয়, দেব ও মনুষ্যের মঙ্গল ও হিতসাধক হয়। ওই আট ধর্ম কী কী?

(১) আট মিথ্যাত্ব : মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্মান্ত, মিথ্যা আজীব, মিথ্যা ব্যায়াম, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি।

(২) আট সম্যকত্ব : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।

(৩) আট দক্ষিণেয় পুদ্গল : স্রোতাপন্ন, স্রোতাপত্তি-ফল-প্রাপ্ত; সকৃদাগামী, সকৃদাগামী-ফল-প্রাপ্ত; অনাগামী, অনাগামী-ফল-প্রাপ্ত, অর্হৎ, অর্হত্ত্বফল-প্রাপ্ত।

(৪) আট আলস্যের ভিত্তি : ভিক্ষুর করণীয় কর্তব্য আছে। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমাকে কর্তব্য করিতে হইবে, কর্তব্য কর্ম করিতে হইলে আমার দেহ ক্লান্ত হইবে, তবে এইবার শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহাই প্রথম আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষুর করণীয় কর্তব্য আছে। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমি কর্ম করিয়াছি' কর্ম করিতে গিয়া আমার দেহ ক্লান্ত হইয়াছে, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহাই দ্বিতীয় আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষুকে পথ ভ্রমণ করিতে হইবে। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমাকে পথ ভ্রমণ করিতে হইবে, উহা করিতে হইলে আমার দেহ ক্লান্ত হইবে, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহা তৃতীয় আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু পথ ভ্রমণরত হইয়াছেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমি পথ ভ্রমণ করিয়াছি,

এইরূপে আমার দেহ ক্লান্ত হইয়াছে, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহা চতুর্থ আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা প্রণীত ভোজ্য পর্যাপ্তরূপে লাভ করেন না। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমি গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হই নাই, আমার দেহ ক্লান্ত ও অকর্মণ্য হইয়াছে, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহা পঞ্চম আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু পূর্বোক্তরূপে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হন, তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমি গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করিয়াছি, এইরূপে আমার দেহ গুরুভার এবং অকর্মণ্য হইয়াছে, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহাই ষষ্ঠ আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু অল্পমাত্র অসুস্থতা অনুভব করেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : আমি অল্পমাত্র অসুস্থতা অনুভব করিতেছি, এই অবস্থায় আমার শয়ন করা উচিত, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহা সপ্তম আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু রোগমুক্ত হন, তিনি অনতিকাল পূর্বে নিরাময় হইয়াছেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমি রোগমুক্ত হইয়াছি, অনতিকাল পূর্বে নিরাময় হইয়াছি, আমার দেহ দুর্বল ও অকর্মণ্য, আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহা অষ্টম আলস্যের ভিত্তি।

(৫) কোনো বিশিষ্ট কর্ম সম্পাদনের আট ভিত্তি : ভিক্ষুর কর্তব্য কর্ম আছে। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমাকে কর্তব্য কর্ম করিতে হইবে, কিন্তু উহা করিতে হইলে বুদ্ধদিগের উপদেশে মনঃসংযোগ করা আমার পক্ষে সুকর হইবে না, আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য প্রয়োগ করিব।' ওই উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য প্রয়োগ করেন। ইহাই প্রথম ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষুর কর্তব্য কর্ম আছে। তাঁহার এইরূপ মনে হয় : 'আমি কর্ম করিয়াছি, কিন্তু উহা করিতে গিয়া আমি বুদ্ধগণের উপদেশে মনঃসংযোগ করিতে পারি নাই, আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির

নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য প্রয়োগ করিব।' ওই উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য প্রয়োগ করেন। ইহা দ্বিতীয় ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষুকে পথ ভ্রমণ করিতে হইবে। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমাকে পথ ভ্রমণ করিতে হইবে, উহা করিতে হইলে বুদ্ধগণের উপদেশে মনঃসংযোগ করা আমার পক্ষে সুকর হইবে না, আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য প্রয়োগ করিব।' ওই উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য প্রয়োগ করেন। ইহা তৃতীয় ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু পথ ভ্রমণে রত হন। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমি ভ্রমণ করিয়াছি, উহা করিতে গিয়া আমি বুদ্ধগণের উপদেশে মনঃসংযোগ করিতে পারি নাই। আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য প্রয়োগ করিব।' ওই উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য প্রয়োগ করেন। ইহা চতুর্থ ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হন না। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমি গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হই নাই, এইরূপে আমার দেহ লঘু এবং কর্মণ্য হইয়াছে, আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য প্রয়োগ করিব।' ওই উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য প্রয়োগ করেন। ইহা পঞ্চম ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হন। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমি গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, এইরূপে আমার দেহ বলসম্পন্ন এবং কর্মণ্য হইয়াছে, এইবার আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য প্রয়োগ করিব।' ওই উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য প্রয়োগ করেন। ইহা ষষ্ঠ ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু অল্পমাত্র অসুস্থতা অনুভব করেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমি অল্পমাত্র অসুস্থতা অনুভব করিতেছি, কিন্তু আমার অসুস্থতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, অতএব আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য প্রয়োগ করিব।' ওই উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য প্রয়োগ করেন। ইহা সপ্তম ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু রোগমুক্ত হন, তিনি অনতিকাল পূর্বে নিরাময় হইয়াছেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমি রোগমুক্ত হইয়াছি, অনতিকাল পূর্বে নিরাময় হইয়াছি, কিন্তু রোগের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা আছে, অতএব আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য প্রয়োগ করিব।' ওই উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য প্রয়োগ করেন। ইহা অষ্টম

ভিত্তি।

(৬) আট দানের ভিত্তি। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দান করা হয়। ভয় হেতু দান করা হয়[১]। 'আমাকে দান করা হইয়াছে' এই হেতু দান করা হয়। 'আমাকে দান করিবে' এই হেতু দান করা হয়। 'দান করিলে মঙ্গল হয়' এই হেতু দান করা হয়। 'আমি পাক করিতেছি, ইহারা করিতেছে না। পাকনিরত আমার পক্ষে যাহারা পাক করিতেছে না তাহাদিগকে না দেওয়া অনুপযুক্ত,' এই হেতু দান করা হয়। 'এই দান করিবার নিমিত্ত আমার কল্যাণ কীর্তিশব্দ উত্থিত হইবে' এই হেতু দান করা হয়। চিত্তের অলংকাররূপে চিত্তের নির্মলতার জন্য দান করা হয়[২]।

(৭) দান হেতু আট প্রকার পুনরুৎপত্তি। কেহ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, পান, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ-বিলেপন, শয্যা, আবাস, প্রদীপোপকরণসমূহ দান করেন। তিনি যাহা দান করেন তাহা পুনঃপ্রাপ্তির আশা পোষণ করেন। তিনি দেখেন ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণ অথবা গৃহপতি মহাশাল পঞ্চকামগুণে সমর্পিত ও সমঙ্গীভূত হইয়া, উহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'অহো! আমি যদি মরণান্তে দেহের বিনাশে ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণ অথবা গৃহপতি মহাশালরূপে জন্মলাভ করিতে পারি!' তিনি ওই চিন্তায় লগ্ন হন, উহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, উহারই অনুশীলন করেন। হীনার্থে চালিত উত্তমার্থে অভাবিত তাঁহার সেই চিত্ত পূর্বোক্ত প্রার্থিতরূপ জন্মেরই অনুকূল হয়। যাহা কথিত হইল তাহা কেবল শীলবানদিগের প্রতিই প্রযোজ্য, দুঃশীলগণের প্রতি নহে। শীলবানদিগেরই চিত্ত সংকল্প শুদ্ধতার[৩] নিমিত্ত সমৃদ্ধি লাভ করে। পুনশ্চ, কেহ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, পান, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ-বিলেপন, শয্যা, আবাস, প্রদীপোপকরণসমূহ দান করেন। তিনি যাহা দান করেন তাহা পুনঃপ্রাপ্তির আশা পোষণ করেন। তিনি এইরূপ শ্রবণ করেন : 'চাতুর্মহারাজিক দেবগণ দীর্ঘায়ু বর্ণবান ও পরম সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হন।' তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'অহো! আমি যদি মরণান্তে দেহের বিনাশে চাতুর্মহারাজিক দেবগণের মধ্যে জন্মলাভ করিতে পারি!' তিনি ওই চিন্তায়

---

[১]। নিন্দা অথবা প্রতিফলের ভয়ে।

[২]। যেহেতু দান দাতা এবং গ্রাহক উভয়েরই চিত্তকে শান্ত করে।

[৩]। অর্থাৎ অবিমিশ্রতার নিমিত্ত।

লগ্ন হন, উহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, উহারই অনুশীলন করেন। হীনার্থে চালিত উত্তমার্থে অভাবিত তাঁহার সেই চিত্ত ওইরূপ প্রার্থিত জন্মেরই অনুকূল হয়। যাহা কথিত হইল তাহা কেবল শীলবানদিগের প্রতিই প্রযোজ্য, দুঃশীলগণের প্রতি নহে। শীলবানদিগেরই চিত্ত-সংকল্প শুদ্ধতার নিমিত্ত সমৃদ্ধি লাভ করে। পুনশ্চ, কেহ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, পান, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ-বিলেপন, শয্যা, আবাস, প্রদীপোপকরণসমূহ দান করেন। তিনি যাহা দান করেন তাহা পুনঃপ্রাপ্তির আশা পোষণ করেন। তিনি এইবার শ্রবণ করেন : 'ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ দীর্ঘায়ু বর্ণবান ও পরম সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হন।' তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'অহো! আমি যদি মরণান্তে দেহের বিনাশে ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের মধ্যে জন্মলাভ করিতে পারি!' তিনি ওই চিন্তায় লগ্ন হন, উহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, উহারই অনুশীলন করেন। হীনার্থে চালিত উত্তমার্থে অভাবিত তাঁহার সেই চিত্ত ওইরূপ প্রার্থিত জন্মেরই অনুকূল হয়। যাহা কথিত হইল তাহা কেবল শীলবানদিগের প্রতিই প্রযোজ্য, দুঃশীলগণের প্রতি নহে। শীলবানদিগেরই চিত্ত-সংকল্প শুদ্ধতার নিমিত্ত সমৃদ্ধি লাভ করে। পুনশ্চ, কেহ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, পান, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ-বিলেপন, শয্যা, আবাস, প্রদীপোপকরণসমূহ দান করেন। তিনি যাহা দান করেন তাহা পুনঃপ্রাপ্তির আশা পোষণ করেন। তিনি এইরূপ শ্রবণ করেন : যামদেবগণ দীর্ঘায়ু বর্ণবান ও পরম সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হন।' তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'অহো! আমি যদি মরণান্তে দেহের বিনাশে যাম দেবগণের মধ্যে জন্মলাভ করিতে পারি!' তিনি ওই চিন্তায় লগ্ন হন, উহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, উহারই অনুশীলন করেন। হীনার্থে চালিত উত্তমার্থে অভাবিত তাঁহার সেই চিত্ত ওইরূপ প্রার্থিত জন্মেরই অনুকূল হয়। যাহা কথিত হইল তাহা কেবল শীলবানদিগের প্রতিই প্রযোজ্য, দুঃশীলগণের প্রতি নহে। শীলবানদিগেরই চিত্ত-সংকল্প শুদ্ধতার নিমিত্ত সমৃদ্ধি লাভ করে। পুনশ্চ, কেহ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, পান, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ-বিলেপন, শয্যা, আবাস, প্রদীপোপকরণসমূহ দান করেন। তিনি যাহা দান করেন তাহা পুনঃপ্রাপ্তির আশা পোষণ করেন। তিনি এইরূপ শ্রবণ করেন : তুষিত দেবগণ দীর্ঘায়ু বর্ণবান ও পরম সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হন।' তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'অহো! আমি যদি মরণান্তে দেহের বিনাশে তুষিত দেবগণের মধ্যে জন্মলাভ করিতে পারি!' তিনি ওই চিন্তায় লগ্ন হন, উহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, উহারই অনুশীলন করেন। হীনার্থে চালিত উত্তমার্থে অভাবিত তাঁহার সেই চিত্ত ওইরূপ প্রার্থিত জন্মেরই অনুকূল হয়। যাহা কথিত হইল তাহা কেবল শীলবানদিগের প্রতিই

প্রযোজ্য, দুঃশীলগণের প্রতি নহে। শীলবানদিগেরই চিত্ত-সংকল্প শুদ্ধতার নিমিত্ত সমৃদ্ধি লাভ করে। পুনশ্চ, কেহ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, পান, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ-বিলেপন, শয্যা, আবাস, প্রদীপোপকরণসমূহ দান করেন। তিনি যাহা দান করেন তাহা পুনঃপ্রাপ্তির আশা পোষণ করেন। তিনি এইরূপ শ্রবণ করেন : নির্মাণরতি দেবগণ দীর্ঘায়ু বর্ণবান ও পরম সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হন।' তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'অহো! আমি যদি মরণান্তে দেহের বিনাশে নির্মাণরতি দেবগণের মধ্যে জন্মলাভ করিতে পারি!' তিনি ওই চিন্তায় লগ্ন হন, উহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, উহারই অনুশীলন করেন। হীনার্থে চালিত উত্তমার্থে অভাবিত তাঁহার সেই চিত্ত ওইরূপ প্রার্থিত জন্মেরই অনুকূল হয়। যাহা কথিত হইল তাহা কেবল শীলবানদিগের প্রতিই প্রযোজ্য, দুঃশীলগণের প্রতি নহে। শীলবানদিগেরই চিত্ত-সংকল্প শুদ্ধতার নিমিত্ত সমৃদ্ধি লাভ করে। পুনশ্চ, কেহ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, পান, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ-বিলেপন, শয্যা, আবাস, প্রদীপোপকরণসমূহ দান করেন। তিনি যাহা দান করেন তাহা পুনঃপ্রাপ্তির আশা পোষণ করেন। তিনি এইরূপ শ্রবণ করেন : পরনির্মিত-বশবর্তী-দেবগণ দীর্ঘায়ু বর্ণবান ও পরম সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হন।' তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'অহো! আমি যদি মরণান্তে দেহের বিনাশে পরনির্মিত-বশবর্তী-দেবগণের মধ্যে জন্মলাভ করিতে পারি!' তিনি ওই চিন্তায় লগ্ন হন, উহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, উহারই অনুশীলন করেন। হীনার্থে চালিত উত্তমার্থে অভাবিত তাঁহার সেই চিত্ত ওইরূপ প্রার্থিত জন্মেরই অনুকূল হয়। যাহা কথিত হইল তাহা কেবল শীলবানদিগেরই প্রতি প্রযোজ্য, দুঃশীলগণের প্রতি নহে। শীলবানদিগেরই চিত্ত-সংকল্প শুদ্ধতার নিমিত্ত সমৃদ্ধিলাভ করে। পুনশ্চ, কেহ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, পান, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ-বিলেপন, শয্যা, আবাস, প্রদীপোপকরণসমূহ দান করেন। তিনি যাহা দান করেন তাহা পুনঃপ্রাপ্তির আশা পোষণ করেন। তিনি এইরূপ শ্রবণ করেন : 'ব্রহ্মকায়িক দেবগণ দীর্ঘায়ু বর্ণবান ও পরম সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হন।' তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'অহো! আমি যদি মরণান্তে দেহের বিনাশে ব্রহ্মকায়িক দেবগণের মধ্যে জন্মলাভ করিতে পারি!' তিনি ওই চিন্তায় লগ্ন হন, উহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, উহারই অনুশীলন করেন। হীনার্থে চালিত উত্তমার্থে অভাবিত তাঁহার সেই চিত্ত ওইরূপ প্রার্থিত জন্মেরই অনুকূল হয়। যাহা কথিত হইল তাহা কেবল শীলবানদিগেরই প্রতি প্রযোজ্য, দুঃশীলগণের প্রতি নহে, যাঁহারা বীতরাগ তাঁহাদের প্রতি প্রযোজ্য, যাঁহারা সরাগ তাঁহাদের প্রতি নহে। শীলবানদিগেরই চিত্ত-সংকল্প রাগহীনতার নিমিত্ত

সমৃদ্ধিলাভ করে।

(৮) আট পরিষদ : ক্ষত্রিয়-পরিষদ, ব্রাহ্মণ-পরিষদ, গৃহপতি-পরিষদ, শ্রমণ-পরিষদ, চাতুর্মহারাজিক-পরিষদ, ত্রয়স্ত্রিংশ-পরিষদ, মার-পরিষদ, ব্রহ্ম-পরিষদ।

(৯) আট লোক ধর্ম : লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ।

(১০) আট অভিভূ-আয়তন[১] : কেহ অধ্যাত্মে রূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে সুবর্ণ অথবা দুর্বর্ণরূপ ক্ষুদ্ররূপে দর্শন করেন, তিনি উহা অভিভূত করিয়া 'জানিতেছি, দেখিতেছি' এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা প্রথম অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্মে রূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে সুবর্ণ অথবা দুর্বর্ণ অপ্রমেয় রূপ দর্শন করেন, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি" এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা দ্বিতীয় অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে সুবর্ণ অথবা দুর্বর্ণ রূপ ক্ষুদ্ররূপে দর্শন করেন, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি" এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা তৃতীয় অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্মে-অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে সুবর্ণ অথবা দুর্বর্ণ অপ্রমেয় রূপ দর্শন করেন, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি", এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা চতুর্থ অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলোভাস; যথা : নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলোভাসসম্পন্ন উমা পুষ্প, অথবা উভয় দিক সুমার্জিত নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলোভাস বারাণসীর বস্ত্র; এইরূপ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলোভাস, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি" এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা পঞ্চম অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীতোভাস; যথা : পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীতোভাস কর্ণিকার পুষ্প, অথবা উভয় দিক সুমার্জিত পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীতোভাস বারাণসীর বস্ত্র; এইরূপ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—পীত, পীত-বর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীতোভাস, তিনি উহা অভিভূত

---

[১]। 'আয়তন' শব্দ এইস্থলে ধ্যানোৎপাদন উল্লিখিত হইয়াছে।

করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি", এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা ষষ্ঠ অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—লোহিত, লোহিত-বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন, লোহিতোভাস; যথা : লোহিত, লোহিত-বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন লোহিতোভাস বন্ধুজীবক পুষ্প অথবা উভয়দিক সুমার্জিত লোহিত, লোহিত-বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন, লোহিতোভাস বারাণসীর বস্ত্র; এইরূপ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—লোহিত, লোহিত-বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন, লোহিতোভাস, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি", এইরূপ সংজ্ঞা, উৎপাদন করেন। ইহা সপ্তম অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—শুভ্র, শুভ্র-বর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্রোভাস; যথা : শুভ্র, শুভ্র-বর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্রোভাস ঔষধি-তারকা, অথবা উভয়দিক সুমার্জিত শুভ্র, শুভ্র-বর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্রোভাস বারাণসীর বস্ত্র; এইরূপ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—শুভ্র, শুভ্র-বর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্রোভাস, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি" এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা অষ্টম অভিভূ-আয়তন।

(১১) আট বিমোক্ষ : রূপী রূপ দর্শন করে। ইহা প্রথম বিমোক্ষ[১]। অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী বাহিরে রূপ দর্শন করে। ইহা দ্বিতীয় বিমোক্ষ। 'সুন্দর'! এই চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হয়। ইহা তৃতীয় বিমোক্ষ। রূপ-সংজ্ঞাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ব সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া 'আকাশ- অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত আকাশ-অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা চতুর্থ বিমোক্ষ। আকাশ-অনন্ত-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'বিজ্ঞান অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা পঞ্চম বিমোক্ষ। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'কিছুই নাই' এই অনুভূতির সহিত আকিঞ্চন-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা ষষ্ঠ বিমোক্ষ। আকিঞ্চন-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা সপ্তম বিমোক্ষ। নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা অষ্টম বিমোক্ষ।

---

[১]। দীর্ঘনিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শনসম্পন্ন ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক এই আট ধর্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহার সঙ্গায়ন করিতে হইবে যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পাকারক হয়, দেব ও মনুষ্যের হিতসাধক হয়।

২. বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শনসম্পন্ন ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক নয় ধর্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহার সঙ্গায়ন করিতে হইবে যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পাকারক হয়, দেব ও মনুষ্যের হিতসাধক হয়। ওই নয় ধর্ম কী কী?

(১) নয় শত্রুতার ভিত্তি। 'আমার অনিষ্ট করিয়াছে' এইরূপে শত্রুতা পোষণ করে। 'আমার অনিষ্ট করিতেছে' এইরূপে শত্রুতা পোষণ করে। 'আমার অনিষ্ট করিবে' এইরূপে শত্রুতা পোষণ করে। 'আমার প্রিয় ও প্রীতির পাত্রের অনিষ্ট করিয়াছে অথবা করিতেছে অথবা করিবে' এইরূপে শত্রুতা পোষণ করে।

(২) শত্রুতার ভিত্তির নয় প্রকার দমন। 'আমার অনিষ্ট করিয়াছে' কিন্তু এইরূপ চিন্তা পোষণ করিয়া কী ফল লাভ হইবে?' এইরূপে শত্রুতা দমন করে। 'আমার অনিষ্ট করিতেছে, কিন্তু এইরূপ চিন্তা করিয়া কি ফল লাভ হইবে?' এইরূপে শত্রুতা দমন করে। 'আমার অনিষ্ট করিবে, কিন্তু এইরূপ চিন্তায় কী ফল লাভ হইবে? এইরূপে শত্রুতা দমন করে। 'আমার প্রিয় ও প্রীতির পাত্রের অনিষ্ট করিয়াছে অথবা করিতেছে অথবা করিবে, কিন্তু এইরূপ চিন্তায় কি ফল লাভ হইবে? এইরূপে শত্রুতা দমন করে।

(৩) নয় সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা নানারূপ দেহসম্পন্ন এবং নানারূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন; যথা : কোনো কোনো মনুষ্য, দেবতা এবং বিনিপাতিক (নিরয়বাসী)। ইহা প্রথম সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা নানারূপ দেহসম্পন্ন কিন্তু একইরূপ সংজ্ঞাবিশিষ্ট; যথা : ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণ যাঁহারা প্রথম ধ্যানের অনুশীলনে ওইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহা দ্বিতীয় সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা একইরূপ দেহবিশিষ্ট কিন্তু নানারূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন; যথা : আভাস্বর দেবগণ। ইহা তৃতীয় সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা একইরূপ দেহ ও সংজ্ঞাবিশিষ্ট; যথা : শুভ-কৃৎস্ন

দেবগণ। ইহা চতুর্থ সত্ত্বাবাস[১]। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাদের সংজ্ঞা নাই, বেদনা নাই; যথা : অসংজ্ঞ-সত্ত্ব দেবগণ। ইহা পঞ্চম সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা রূপ-সংজ্ঞাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ব সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া 'অনন্ত আকাশ' এই অনুভূতির সহিত আকাশ-অনন্ত-আয়তন স্তরে উপনীত হন। ইহা ষষ্ঠ সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ, বিদ্যমান যাঁহারা আকাশ-অনন্ত-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'বিজ্ঞান অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন স্তরে উপনীত হন। ইহা সপ্তম সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা বিজ্ঞান অনন্ত-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'কিছুই নাই' এই অনুভূতির সহিত আকিঞ্চণ্য-আয়তন স্তরে উপনীত হন। ইহা অষ্টম সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা আকিঞ্চন্য-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা' আয়তন স্তরে উপনীত হন। ইহা নবম সত্ত্বাবাস।

(৪) ব্রহ্মচর্য বাসের নয় অক্ষণ অসময় : জগতে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ওই সময় নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য বাসের এই প্রথম অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ওই সময় পশুযোনিতে উৎপন্ন হইয়াছে; ব্রহ্মচর্য বাসের এই দ্বিতীয় অক্ষণ অসময়! পুনশ্চ, জগতে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ওই সময় প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য বাসের এই তৃতীয় অক্ষণ অসময়।

পুনশ্চ, জগতে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ওই সময় অসুর দেহপ্রাপ্ত হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য বাসের এই চতুর্থ অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ওই সময় দীর্ঘায়ু হইয়া কোনো দেবলোকে

---

[১]। উপরে ২/৩ (১০) এবং দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য বাসের এই পঞ্চম অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ওই সময় প্রত্যন্ত জনপদে জ্ঞানহীন ম্লেচ্ছদিগের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে, যেখানে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকাদিগের গতি নাই। ব্রহ্মচর্য বাসের ইহা ষষ্ঠ অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ওই সময় মধ্যদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু মিথ্যাদৃষ্টি ও বিপরীত দর্শনসম্পন্ন—দান নাই, যজ্ঞ নাই, হবন নাই, সুকৃতি দুষ্কৃতির ফল নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতা নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, পূর্ণতাপ্রাপ্ত সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাঁহারা ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া উহার প্রকাশ করেন।' ইহা ব্রহ্মচর্য বাসের সপ্তম অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ওই সময় মধ্যদেশে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া দুষ্প্রাজ্ঞ, জড়, বধির ও মূক হইয়াছে, সুভাষিত অথবা দুর্ভাষিতের অর্থ গ্রহণ করিতে অক্ষম। ইহা ব্রহ্মচর্য বাসের অষ্টম অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, উপশম ও পরিনির্মাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত প্রজ্ঞাপিত ধর্ম উপদিষ্ট হয় নাই; কিন্তু এই পুরুষ মধ্যদেশে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে প্রজ্ঞাসম্পন্ন, জড়তাহীন, সে বধির ও মূক নহে, সে সুভাষিত অথবা দুর্ভাষিতের অর্থ গ্রহণে সক্ষম। ইহা ব্রহ্মচর্য বাসের নবম অক্ষণ অসময়।

(৫) নয় অনুপূর্ব-বিহার : ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশলধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখ মণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। বিতর্ক-বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক অবিচার সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। প্রীতিতেও বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া বিহার করেন; তিনি কায়ে সুখ অনুভব করেন—যে সুখ সম্বন্ধে আর্যগণ বলিয়া থাকেন 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' এবং এইরূপে তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন; সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জন করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্যের তিরোভাব সাধন করিয়া অদুঃখ অসুখ রূপ উপেক্ষা ও স্মৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান

লাভ করিয়া বিহার করেন। রূপ-সংজ্ঞাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ব-সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া 'আকাশ-অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত আকাশ অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। আকাশ-অনন্ত-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'বিজ্ঞান অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। বিজ্ঞান অনন্ত-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'কিছুই নাই' এই অনুভূতির সহিত আকিঞ্চন-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। আকিঞ্চন-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধ উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন[১]।

(৬) নয় অনুপূর্ব-নিরোধ : যাঁহারা প্রথম ধ্যানে উপনীত তাঁহাদের কাম সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা দ্বিতীয় ধ্যানে উপনীত তাঁহাদের বিতর্ক-বিচার নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা তৃতীয় ধ্যানে উপনীত তাঁহাদের প্রীতি নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা চতুর্থ ধ্যানে উপনীত তাঁহাদের আশ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা আকাশ-অনন্ত-আয়তন স্তরে উপনীত তাঁহাদের রূপ-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন স্তরে উপনীত তাঁহাদের আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা আকিঞ্চন-আয়তন স্তরে উপনীত তাঁহাদের বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন স্তরে উপনীত তাঁহাদের আকিঞ্চন আয়তন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ স্তরে উপনীত তাঁহাদের সংজ্ঞা ও বেদনা উভয়ই নিরুদ্ধ হয়।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শনসম্পন্ন ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক এই নয় ধর্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহার সঙ্গায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পাকারক হয়, দেব ও মনুষ্যের হিতসাধক হয়।

৩. বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শনসম্পন্ন ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক দশ ধর্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহার সঙ্গায়ন করিতে হইবে,

---

[১]। উপরে ৩। ১। (১১) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পাকারক হয়, দেব ও মনুষ্যের হিতসাধক হয়। ওই দশ ধর্ম কী কী?

(১) দশ নাথ-করণ[১] ধর্ম : ভিক্ষু শীলবান এবং প্রাতিমোক্ষ-সংবর[২] সংবৃত হইয়া বিহার করেন, আচার-গোচরসম্পন্ন এবং অনুমাত্র পাপে ভয়দর্শী হইয়া শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণপূর্বক উহাদের পালন শিক্ষা করেন। ইহা নাথ-করণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু বহুশ্রুত, শ্রুতধর এবং শ্রুত-সঞ্চয়সম্পন্ন হন। যে-সকল ধর্মের প্রারম্ভ কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময়, অন্ত কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দ সম্পদপূর্ণ, সর্বাঙ্গীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের প্রকাশক, ওই সকল ধর্মে তিনি বহুশ্রুত হন, উহাদিগকে ধারণ করেন, আবৃত্তি দ্বারা অনুক্ষণ উহাদের অনুশীলন করেন, উহাতে একাগ্রচিত্ত হন এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা উহাদের অন্তরে প্রবেশ করেন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু চরিত্রবানের মিত্র সহায় এবং ঘনিষ্ট বন্ধু হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু সুবচ, বিনয়ানুকূল ধর্মসমন্বিত, সহিষ্ণু অনুশাসনী গ্রহণে নিপুণ হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু সব্রহ্মচারীগণের বিবিধ কর্তব্যে দক্ষ ও অনলস হন, ওই সকলের পালন প্রণালির মীমাংসা করণে সক্ষম হন, কর্ম সম্পাদনে এবং সুব্যবস্থাকরণে সক্ষম হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম। পুনশ্চ, তিনি ধর্ম ও ধর্মালাপে অনুরক্ত হন এবং অভিধর্ম ও অভিবিনয়ে বিপুল প্রীতিলাভ করেন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু যেকোনো প্রকার চীবর, পিণ্ডপাত, বাসস্থান এবং পীড়াকালের ওষুধ ও পথ্যে সন্তুষ্ট হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু অকুশল ধর্মের পরিহারের নিমিত্ত, কুশলধর্ম লাভের নিমিত্ত বীর্যসম্পন্ন হন, তিনি কুশলধর্মসমূহে স্থামবান ও দৃঢ়পরাক্রম হন, কখনোই ভারনিক্ষেপ করেন না। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু স্মৃতিসম্পন্ন হন, তিনি শ্রেষ্ঠ স্মৃতি-প্রাখর্যসমন্বিত হইয়া বহু পূর্বে কথিত অথবা কৃতের স্মরণ করেন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রজ্ঞাবান হন, বস্তুসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশের জ্ঞানসমন্বিত হন, আর্য, তীক্ষ্ম, সম্যক দুঃখ-ক্ষয়-প্রদায়িণী প্রজ্ঞাসমন্বিত হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম।

---

[১]। রক্ষণ বিধায়ক।

[২]। বিনয়পিটকে উক্ত ভিক্ষুদিগের পালনীয় সংযমবিধি।

(২) দশ কৃৎস্ন[১] আয়তন। কেহ ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় পৃথিবী-কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় আপ-কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় তেজ-কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় বায়ু-কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় নীল-কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় পীত কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় লোহিত কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় শুভ্র কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় আকাশ কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় বিজ্ঞান কৃৎস্নরূপে অনুভব করে।

(৩) দশ অকুশল কর্মপথ : প্রাণাতিপাত, অদত্তের গ্রহণ, ব্যভিচার, মৃষাবাদ, পিশুনবাক্য, কর্কশবাক্য, তুচ্ছপ্রলাপ, অভিধ্যা, ব্যাপাদ, মিথ্যাদৃষ্টি।

(৪) দশ কুশল কর্মপথ : প্রাণাতিপাত হইতে বিরতি, অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরতি, ব্যভিচার হইতে বিরতি, মৃষাবাদ হইতে বিরতি, পিশুন বাক্য হইতে বিরতি, কর্কশ বাক্য হইতে বিরতি, তুচ্ছ প্রলাপ হইতে বিরতি, অনভিধ্যা, অব্যাপাদ, সম্যক দৃষ্টি।

(৫) দশ আর্য বাস : ভিক্ষু পঞ্চাঙ্গ-বিপ্রহীন হন, ষড়ঙ্গ-যুক্ত হন, একারক্ষ হন, চতুর্বিধ আশ্রয়[২] সমন্বিত হন, সাম্প্রদায়িক মতামত ত্যাগী হন, সম্পূর্ণরূপে বাসনামুক্ত হন, অনাবিল-সংকল্প হন, প্রশ্রব্ধ-কায়-সংস্কার হন, সুবিমুক্ত-চিত্ত ও সুবিমুক্ত-প্রজ্ঞ হন। ভিক্ষু কিরূপে পঞ্চাঙ্গ-বিপ্রহীন হন? তিনি কামছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং বিচিকিৎসা পরিহার করেন। এইরূপে তিনি পঞ্চাঙ্গ-বিপ্রহীন হন। ভিক্ষু কিরূপে ষড়ঙ্গ-যুক্ত হন? তিনি চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করিয়া সুমনা অথবা দুর্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। শ্রোত্রদ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া... ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া... জিহ্বার দ্বারা রস আস্বাদন করিয়া...

---

[১]। 'সকল' অর্থে। ধ্যানোৎপত্তির নিমিত্ত গৃহীত কর্মস্থানের অবলম্বন। উহা সাধারণত দশ প্রকার পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, নীল, পীত, লোহিত, শুভ্র, আকাশ, বিজ্ঞান।

[২]। উপরে বর্ণিত চারি ধর্মের নং (৮) দ্রষ্টব্য।

কায়দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করিয়া... মনদ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হইয়া সুমনা অথবা দুর্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানসমন্বিত হইয়া বিহার করেন। এইরূপে ভিক্ষু ষড়ঙ্গ-যুক্ত হন।

কিরূপে ভিক্ষু একারক্ষ হন? ভিক্ষু স্মৃতি-রক্ষিত চিত্তসমন্বিত হন। এইরূপে তিনি একারক্ষ হন। কিরূপে ভিক্ষু চতুর্বিধ আশ্রয়সমন্বিত হন? ভিক্ষু সম্যক বিচারান্তে বস্তুবিশেষের সেবা করেন, ওইরূপে বস্তুবিশেষ স্বীকার করিয়া লন, বস্তুবিশেষ বর্জন করেন, বস্তুবিশেষ দমন করেন। এইরূপে ভিক্ষু চতুর্বিধ আশ্রয় সমন্বিত হন। কিরূপে ভিক্ষু সাম্প্রদায়িক মতামত ত্যাগী হন? শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িক মতামত ভিক্ষু কর্তৃক দূরীভূত হয়, উদ্গীর্ণ হয়, মুক্ত হয়, লুপ্ত হয়, পরিবর্জিত হয়। এইরূপে ভিক্ষু সাম্প্রদায়িক মতামত ত্যাগী হন। কিরূপে ভিক্ষু সর্ব বাসনা হইতে মুক্ত হন? ভিক্ষুর কামেষণা ও ভবেষণা পরিত্যক্ত হয়, ব্রহ্মচর্যেষণা[১] শান্ত হয়[২]। এইরূপে ভিক্ষু সর্ববাসনা হইতে মুক্ত হন। কিরূপে ভিক্ষু অনাবিল-সংকল্প হন? ভিক্ষুর কাম-সংকল্প পরিত্যক্ত হয়, ব্যাপাদ ও বিহিংসা-সংকল্প পরিত্যক্ত হয়। এইরূপে ভিক্ষু অনাবিল-সংকল্প হন। ভিক্ষু কিরূপে প্রশ্রব্ধ-কায় সংস্কার হন? ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জন করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্যের তিরোভাব সাধন করিয়া, না-দুঃখ না-সুখ রূপ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করেন। এইরূপে ভিক্ষু প্রশ্রব্ধ-কায়-সংস্কার হন। কিরূপে ভিক্ষু সুবিমুক্ত-চিত্ত হন? ভিক্ষুর চিত্ত রাগ হইতে বিমুক্ত হয়, দ্বেষ হইতে বিমুক্ত হয়, মোহ হইতে বিমুক্ত হয়। ভিক্ষু এইরূপে সুবিমুক্ত-চিত্ত হন। কিরূপে ভিক্ষু সুবিমুক্ত-প্রজ্ঞ হন? ভিক্ষু অবগত হন যে, তাঁহার রাগ, দ্বেষ, ও মোহ পরিত্যক্ত, উচ্ছিন্ন-মূল, ভিত্তিচ্যুত তালবৃক্ষ-সম, অস্তিত্বহীন এবং পুনরায় উৎপত্তির অযোগ্য হইয়াছে। এইরূপে ভিক্ষু সুবিমুক্ত-প্রজ্ঞ হন।

(৬) দশ অশৈক্ষ্য ধর্ম : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান (অন্তর্দৃষ্টি), সম্যক বিমুক্তি।

---

[১]। মৃত্যু ও তৎপরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান; যথা : আত্মা, উহার আদি, স্বভাব এবং অন্ত।

[২]। উপরে ১। ১৩। ত্রয়াত্মক ধর্ম (২২) দ্রষ্টব্য।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শনসম্পন্ন ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক এই দশ ধর্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহার সঙ্গায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পাকারক হয়, দেব ও মনুষ্যের হিত সাধক হয়।

৪. অনন্তর ভগবান আসন হইতে উত্থান করিয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে সম্বোধন করিলেন, "সারিপুত্র, সাধু, সাধু! তুমি উত্তমরূপে ভিক্ষুগণকে সংগীতি পর্যায় বলিয়াছ।'

সারিপুত্র এইরূপ বলিয়াছিলেন। ভগবান উহার অনুমোদন করিয়াছিলেন। আনন্দিত চিত্তে ভিক্ষুগণ সারিপুত্রের বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

সংগীতি সূত্রান্ত সমাপ্ত

৩৪. দসুত্তর সূত্রান্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১.১. এক সময় ভগবান চম্পায় গর্গরা পুষ্করিণীর তীরে পঞ্চশত ভিক্ষুসমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষু সংঘের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন, 'বন্ধু ভিক্ষুগণ,' প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুগণ বলিলেন, 'আয়ুষ্মান!' তখন সারিপুত্র বলিলেন :

'নির্বাণ প্রাপ্তির নিমিত্ত, দুঃখের অন্তকরণের
নিমিত্ত, সর্ব সংযোজন হইতে মুক্তির নিমিত্ত
আমি দশোত্তর ধর্ম বলিব।'

২. বন্ধুগণ, এক ধর্ম[১] বহু উপকারী, এক ধর্ম ভাবিতব্য, এক ধর্ম জ্ঞাতব্য, এক ধর্ম পরিত্যাজ্য, এক ধর্ম হান-ভাগীয়[২] এক ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়[৩], এক ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য[৪], এক ধর্ম উৎপাদনীয়, এক ধর্ম অভিজ্ঞেয়, এক ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

---

[১]। ধর্ম—মনের সম্মুখে উপস্থিত যেকোনো বিষয়।
[২]। অনিষ্টকর, এইস্থলে যাহা উন্মার্গগামিতা ও অবিদ্যার অনুকূল।
[৩]। যাহা প্রতিষ্ঠা অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুকূল।
[৪]। যাহার মধ্যে প্রবেশ করা কঠিন।

(১) কোন এক ধর্ম বহু উপকারী? কুশল ধর্মে অপ্রমাদ। ইহা এক ধর্ম যাহা বহু উপকারী।

(২) কোন এক ধর্ম ভাবিতব্য? কায়গতাস্মৃতি[১] যাহা সুখ বেদনার অনুকূল। ইহা এক ধর্ম যাহা ভাবিতব্য।

(৩) কোন এক ধর্ম যাহা জ্ঞাতব্য? আসবযুক্ত উপাদানীয় স্পর্শ। ইহা এক ধর্ম যাহা জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন এক ধর্ম যাহা পরিত্যাজ্য? অহংকার। ইহা এক ধর্ম যাহা পরিত্যাজ্য।

(৫) কোন এক ধর্ম যাহা হান-ভাগীয়? বিশৃঙ্খল চিন্তা[২]। ইহা এক ধর্ম যাহা হান-ভাগীয়।

(৬) কোন এক ধর্ম যাহা বিশেষ-ভাগীয়? সুশৃঙ্খল চিন্তা। ইহা এক ধর্ম যাহা বিশেষ-ভাগীয়।

(৭) কোন এক ধর্ম যাহা দুষ্প্রতিবেধ্য? আনন্তরিক চিত্ত-সমাধি[৩]। ইহা এক ধর্ম যাহা দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন এক ধর্ম উৎপাদনীয়? অকোপ্য জ্ঞান[৪]। ইহা এক ধর্ম যাহা উৎপাদনীয়।

(৯) কোন এক ধর্ম অভিজ্ঞেয়? সর্বপ্রাণী আহারোপরি[৫] স্থিত। ইহা এক ধর্ম যাহা অভিজ্ঞেয়।

(১০) কোন এক ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়? অকোপ্য চিত্তবিমুক্তি। ইহা এক ধর্ম যাহা সাক্ষাৎ করণীয়।

তথাগত[৬] কর্তৃক অভিসম্বুদ্ধ এই দশ ধর্ম—যাহা ভূত, তথ্য, এইরূপ, অবিতথ, নিশ্চিত।

৩. দুই ধর্ম বহু উপকারী, দুই ধর্ম ভাবিতব্য, দুই ধর্ম জ্ঞাতব্য, দুই ধর্ম পরিত্যাজ্য, দুই ধর্ম হান-ভাগীয়, দুই ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়, দুই ধর্ম

---

[১]। সর্ব বস্তুর অনিত্যতার উপলব্ধি।

[২]। অনিত্যে নিত্য সংজ্ঞার আরোপ ইত্যাদি।

[৩]। যেরূপ চিত্ত সমাধির উৎপত্তি এবং ওই উৎপত্তির জ্ঞানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান নাই।

[৪]। অটল চিত্তবিমুক্তির জ্ঞান।

[৫]। উপরে সংগীতি সূত্রান্ত, পদচ্ছেদ সং ৮ দ্রষ্টব্য। আহার চতুর্বিধ : কবলিঙ্কার, স্পর্শ, মনোসঞ্চেতনা এবং বিজ্ঞান।

[৬]। বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধ।

দুষ্প্রতিবেধ্য, দুই ধর্ম উৎপাদনীয়, দুই ধর্ম অভিজ্ঞেয়, দুই ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

(১) কোন দুই ধর্ম বহু উপকারী? স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান। এই দুই ধর্ম বহু উপকারী।

(২) কোন দুই ধর্ম ভাবিতব্য? শমথ ও বিপশ্যনা। এই দুই ধর্ম ভাবিতব্য।

(৩) কোন দুই ধর্ম জ্ঞাতব্য? নাম ও রূপ। এই দুই ধর্ম জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন দুই ধর্ম পরিত্যাজ্য? অবিদ্যা ও ভব-তৃষ্ণা। এই দুই ধর্ম পরিত্যাজ্য।

(৫) কোন দুই ধর্ম হান-ভাগীয়? অবাধ্যতা এবং পাপ-মিত্রতা। এই দুই ধর্ম হীন-ভাগীয়।

(৬) কোন দুই ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়? কোমলতা ও কল্যাণ-মিত্রতা। এই দুই ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়।

(৭) কোন দুই ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য? যাহা সত্ত্বগণের সংক্লেশের হেতু ও প্রত্যয় এবং যাহা সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির হেতু ও প্রত্যয়। এই দুই ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন দুই ধর্ম উৎপাদনীয়? ক্ষয়ে জ্ঞান ও অনুৎপাদে জ্ঞান। এই দুই ধর্ম উৎপাদনীয়।

(৯) কোন দুই ধর্ম অভিজ্ঞেয়? দুই ধাতু : সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত[১]। এই দুই ধর্ম অভিজ্ঞেয়।

(১০) কোন দুই ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়? বিদ্যা[২] ও বিমুক্তি। এই দুই ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

তথাগত কর্তৃক অভিসম্বুদ্ধ এই বিংশ ধর্ম যাহা ভূত, তথ্য, এইরূপ, অবিতথ, নিশ্চিত।

৪। তিন ধর্ম বহু উপকারী, তিন ধর্ম ভাবিতব্য, তিন ধর্ম জ্ঞাতব্য, তিন ধর্ম পরিত্যাজ্য, তিন ধর্ম হান-ভাগীয়, তিন ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়, তিন ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য, তিন ধর্ম উৎপাদনীয়, তিন ধর্ম অভিজ্ঞেয়, তিন ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

---

[১]। সংস্কৃত—পঞ্চস্কন্ধ; অসংস্কৃত- নির্বাণ।

[২]। উপরে সংগীতি সূত্রান্ত, পদচ্ছেদ সং ১০ (৫৮) দ্রষ্টব্য।

(১) কোন তিন ধর্ম বহু উপকারী? সৎপুরুষের সাহচর্য, সদ্ধর্ম শ্রবণ, ধর্মানুযায়ী আচরণ। এই তিন ধর্ম বহু উপকারী।

(২) কোন তিন ধর্ম ভাবিতব্য? সবিতর্ক সবিচার সমাধি, অবিতর্ক বিচার মাত্র সমাধি, অবিতর্ক অবিচার সমাধি। এই তিন ধর্ম ভাবিতব্য।

(৩) কোন তিন ধর্ম পরিজ্ঞেয়? তিন বেদনা—সুখবেদনা, দুঃখবেদনা, অদুঃখ-অসুখবেদনা। এই তিন ধর্ম পরিজ্ঞেয়।

(৪) কোন তিন ধর্ম পরিত্যাজ্য? ত্রিবিধ তৃষ্ণা—কাম-তৃষ্ণা, ভব-তৃষ্ণা, বিভব-তৃষ্ণা। এই তিন ধর্ম পরিত্যাজ্য।

(৫) কোন তিন ধর্ম হান-ভাগীয়? তিন অকুশল মূল—লোভ, দ্বেষ ও মোহ। এই তিন ধর্ম হান-ভাগীয়।

(৬) কোন তিন ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়? তিন কুশল মূল—লোভহীনতা, দ্বেষহীনতা ও মোহহীনতা। এই তিন ধর্ম বিশেষ ভাগীয়।

(৭) কোন তিন ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য? তিন নিঃসরণীয়ধাতু—নৈষ্কাম্য অর্থাৎ কামভোগ হইতে মুক্তি; আরূপ্য অর্থাৎ রূপ হইতে নিষ্কৃতি; যাহা কিছু ভূত, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপাদ তাহার নিরোধজনিত মুক্তি। এই তিন ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন তিন ধর্ম উৎপাদনীয়? অতীত, ভবিষ্যৎ এবং প্রত্যুৎপন্নের জ্ঞান। এই তিন ধর্ম উৎপাদনীয়।

(৯) কোন তিন ধর্ম অভিজ্ঞেয়? তিন ধাতু—কাম-ধাতু, রূপ-ধাতু, অরূপ-ধাতু[১]। এই তিন ধর্ম অভিজ্ঞেয়।

(১০) কোন তিন ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়? ত্রিবিধ বিদ্যা—পূর্বনিবাস অনুস্মৃতি, সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি আসবসমূহের ক্ষয়। এই তিন ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

তথাগত কর্তৃক অভিসম্বুদ্ধ এই ত্রিংশ ধর্ম—যাহা ভূত, তথ্য, এইরূপ, অবিতথ, নিশ্চিত।

৫। চারি ধর্ম বহু উপকারী, চারি ধর্ম ভাবিতব্য, চারি ধর্ম জ্ঞাতব্য, চারি ধর্ম পরিত্যাজ্য, চারি ধর্ম হান-ভাগীয়, চারি ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়, চারি ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য, চারি ধর্ম উৎপাদনীয়, চারি ধর্ম অভিজ্ঞেয়, চারি ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

---

[১]। ত্রিবিধ অস্তিত্ব।

(১) কোন চারি ধর্ম বহু উপকারী? চারি চক্র[১]—প্রতিরূপ দেশে বাস, সৎপুরুষের সংসর্গ, সম্যক আত্ম-প্রণিধান, অতীতের সুকৃতি।

(২) কোন চারি ধর্ম ভাবিতব্য? চারি স্মৃতি-প্রস্থান—ভিক্ষু এই শাসনে কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া উদ্দীপনা সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া লোকসুলভ অভিধ্যা দৌর্মনস্য বিদূরিত করিয়া বিহার করেন। বেদনায় বেদনানুদর্শী হইয়া উদ্দীপনা সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া লোকসুলভ অভিধ্যা দৌর্মনস্য বিদূরিত করিয়া বিহার করেন। চিত্তে চিত্তানুদর্শী হইয়া উদ্দীপনা, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া লোকসুলভ অভিধ্যা দৌর্মনস্য বিদূরিত করিয়া বিহার করেন। ধর্মে ধর্মানুদর্শী হইয়া উদ্দীপনা সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া লোকসুলভ অভিধ্যা দৌর্মনস্য বিদূরিত করিয়া বিহার করেন। এই চারি ধর্ম ভাবিতব্য।

(৩) কোন চারি ধর্ম জ্ঞাতব্য? চারি আহার—কবলিঙ্কার আহার, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম; প্রথম, স্পর্শ আহার যাহা দ্বিতীয়, মনোসঞ্চেতনা যাহা তৃতীয়, বিজ্ঞান যাহা চতুর্থ[২]। এই চারি ধর্ম জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন চারি ধর্ম পরিত্যাজ্য? চারি প্লাবন। কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যা। এই চারি ধর্ম পরিত্যাজ্য।

(৫) কোন চারি ধর্ম হান-ভাগীয়? চারি যোগ—কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যা। এই চারি ধর্ম হান-ভাগীয়।

(৬) কোন চারি ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়? চারি বিসংযোগ—কাম বিসংযোগ, ভব-বিসংযোগ, দৃষ্টি-বিসংযোগ, অবিদ্যা-বিসংযোগ, এই চারি ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়।

(৭) কোন চারি ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য? চারি সমাধি—হান-ভাগীয়-সমাধি, স্থিতি-ভাগীয় সমাধি, বিশেষ-ভাগীয় সমাধি, নির্বেধ-ভাগীয় সমাধি। এই চারি ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন চারি ধর্ম উৎপাদনীয়? চারি জ্ঞান—ধর্মে জ্ঞান অন্বয়ে জ্ঞান, পরিচ্ছেদে জ্ঞান, সম্মতি জ্ঞান, । এই চারি ধর্ম উৎপাদনীয়।

(৯) কোন চারি ধর্ম অভিজ্ঞেয়? চারি আর্যসত্য : দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়,

---

[১]। চারি চক্র—বুদ্ধঘোষের মতে চক্র পাঁচ প্রকার : দারু চক্র যাহা শকটে ব্যবহৃত হয়, রত্নচক্র, ধর্মচক্র, চারি ঈর্যাপথ (উত্থান, ভ্রমণ, উপবেশন, শয়ন), সম্পত্তি (সিদ্ধি) চক্র যাহা এই স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

[২]। উপরে সংগীতি সূত্রান্ত- ১। ১১ (১৭) চারি আহার দ্রষ্টব্য।

দুঃখ-নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধগামী মার্গ। এই চারি ধর্ম অভিজ্ঞেয়।

(১০) কোন চারি ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়? চারি শ্রামণ্য ফল : স্রোতাপত্তি-ফল, সকৃদাগামী-ফল, অনাগামী-ফল, অর্হত্ত্বফল। এই চারি ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

তথাগত কর্তৃক অভিসম্বুদ্ধ এই চত্বারিংশ ধর্ম ভূত, তথ্য, এইরূপ অবিতথ, নিশ্চিত।

৬. পঞ্চ ধর্ম বহু উপকারী, পঞ্চ ধর্ম ভাবিতব্য, পঞ্চ ধর্ম জ্ঞাতব্য, পঞ্চ ধর্ম পরিত্যাজ্য, পঞ্চ ধর্ম হান-ভাগীয়, পঞ্চ ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়, পঞ্চ ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য, পঞ্চ ধর্ম উৎপাদনীয়, পঞ্চ ধর্ম অভিজ্ঞেয়, পঞ্চ ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

(১) কোনো কোনো পঞ্চ ধর্ম বহু উপকারী? পঞ্চ প্রধানীয় অঙ্গ : ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান হন তথাগতের বুদ্ধত্বে শ্রদ্ধা রক্ষা করেন : 'ইনিই সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয় দম্য-পুরুষ-সারথি দেব ও মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' তিনি স্বাস্থ্যসম্পন্ন, ব্যাধিমুক্ত, নাতিশীতোষ্ণ মধ্যবর্তী পরিপাকশক্তিসম্পন্ন যাহা প্রধানের উপযোগী। তিনি অশঠ অমায়াবী তিনি শাস্তার নিকট, অথবা পণ্ডিতগণের নিকট অথবা স-ব্রহ্মচারীগণের নিকট আপনাকে যথারূপে প্রকাশ করেন। তিনি অকুশলধর্মসমূহের দূরীকরণের জন্য, কুশলধর্মসমূহের উদ্বোধনের জন্য আরব্ধ-বীর্য হইয়া বিহার করেন, তিনি উদ্যমসম্পন্ন, দৃঢ়-পরাক্রম এবং কুশলধর্মসমূহে স্বীয় কর্তব্যে ঔদাসীন্যহীন। তিনি বস্তুসমূহের উৎপত্তি ও ক্ষয়ের জ্ঞান এবং সর্বদুঃখনাশী আর্য তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিজনক প্রজ্ঞাসমন্বিত হন। এই পঞ্চ ধর্ম বহু উপকারী।

(২) কোন কোন পঞ্চ ধর্ম ভাবিতব্য? পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধি : প্রীতির স্ফুরণ, সুখ-স্ফুরণ, চিত্ত-স্ফুরণ, আলোক-স্ফুরণ, প্রত্যবেক্ষণ নিমিত্ত। এই পঞ্চ ধর্ম ভাবিতব্য[১]।

(৩) কোন পঞ্চ ধর্ম জ্ঞাতব্য? পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ; যথা : রূপ উপাদান স্কন্ধ, বেদনা উপাদান স্কন্ধ, সংজ্ঞা উপাদান স্কন্ধ, সংস্কার উপাদান স্কন্ধ,

---

[১]। প্রথমটি প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্যানে অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ, দ্বিতীয়টি প্রথম তিন ধ্যানে অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ। তৃতীয়টি পরচিত্ত-জ্ঞান রূপ অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ। চতুর্থ দিব্যদৃষ্টির প্রকাশক। পঞ্চম ধ্যান সমাপ্তির পরবর্তী অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশক।

বিজ্ঞান উপাদান স্কন্ধ। এই পঞ্চ ধর্ম জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন পঞ্চ ধর্ম পরিত্যাজ্য? পঞ্চ নীবরণ : কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা এই পঞ্চ ধর্ম পরিত্যাজ্য।

(৫) কোন পঞ্চ ধর্ম হান-ভাগীয়? চিত্তের পঞ্চ অন্তরায় : ভিক্ষু শাস্তার প্রতি সংশয় ও দ্বিধাসম্পন্ন হন, শাস্তার প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাহীন হন। যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি ওইরূপ ভাব পোষণ করেন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য এবং প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের প্রথম অন্তরায়। পুনশ্চ, ভিক্ষু ধর্মে সংশয় ও দ্বিধাযুক্ত হন ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাহীন হন। যে ভিক্ষু ধর্মের প্রতি ওইরূপ ভাব পোষণ করেন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য এবং প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের দ্বিতীয় অন্তরায়। যে ভিক্ষু সংঘের প্রতি সংশয় ও দ্বিধাযুক্ত হন সংঘের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাহীন হন। যে ভিক্ষু সংঘের প্রতি ওইরূপ ভাব পোষণ করেন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য এবং প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের তৃতীয় অন্তরায়। যে ভিক্ষু শিক্ষায় সংশয় ও দ্বিধাযুক্ত হন, শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাহীন হন। যে ভিক্ষু শিক্ষার প্রতি ওইরূপ ভাব পোষণ করেন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য এবং প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের চতুর্থ অন্তরায়। যে ভিক্ষু সব্রহ্মচারীগণের প্রতি কুপিত হন, বিরক্ত হন, ক্ষুব্ধ হন, নির্মম হন। যে ভিক্ষু এইরূপ ভাবাপন্ন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য এবং প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের পঞ্চম অন্তরায়। এই পঞ্চ ধর্ম হান-ভাগীয়।

(৬) কোন পঞ্চ ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়? পঞ্চ ইন্দ্রিয় : শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্যইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এই পঞ্চ ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়।

(৭) কোন পঞ্চ ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য? পঞ্চ নিঃসরণীয়ধাতু : ভিক্ষু যখন অভিনিবেশ সহকারে পার্থিব ভোগসমূহকে নিরীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত ওই সকলের দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না; কিন্তু যখন তিনি নৈষ্কাম্যে অভিনিবিষ্ট হন তখন তাঁহার চিত্ত নৈষ্কাম্যের দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, কাম হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত কামহেতু উৎপন্ন আসব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ওইরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহাই কাম হইতে নিঃসরণ কথিত হয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু যখন অভিনিবেশ সহকারে ব্যাপাদকে

নিরীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত উহার দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না; কিন্তু যখন তিনি অব্যাপাদে অভিনিবিষ্ট হন তখন তাঁহার চিত্ত অব্যাপাদের দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, ব্যাপাদ হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত ব্যাপাদ হেতু উৎপন্ন আসব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ওইরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহা ব্যাপাদ হইতে নিঃসরণ কথিত হয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু যখন অভিনিবেশ সহকারে বিহিংসাকে নিরীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত উহার দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না; কিন্তু যখন তিনি অবিহিংসাতে অভিনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহার চিত্ত অবিহিংসার দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, বিহিংসা হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত বিহিংসা হেতু উৎপন্ন আসব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ওইরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহা বিহিংসা হইতে নিঃসরণ কথিত হয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু যখন অভিনিবেশ সহকারে রূপকে নিরীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত উহার দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না; কিন্তু যখন তিনি অরূপে অভিনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহার চিত্ত অরূপের দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, রূপ হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত রূপ হেতু উৎপন্ন আসব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ওইরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহা রূপ হইতে নিঃসরণ কথিত হয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু যখন অভিনিবেশ সহকারে আত্ম-বাদকে (সৎকায়) নিরীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত উহার দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না; কিন্তু যখন তিনি আত্ম-বাদের নিরোধে অভিনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহার চিত্ত আত্মবাদ-নিরোধের দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, আত্মবাদ হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত আত্মবাদ হইতে উৎপন্ন আসব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ওইরূপ বেদনা অনুভব করেন না। উহা আত্মবাদ হইতে নিঃসরণ কথিত হয়।

(৮) কোন পঞ্চ ধর্ম উৎপাদনীয়? পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধি। প্রীতির স্ফুরণ, সুখ-স্ফুরণ, চিত্ত-স্ফুরণ, আলোক-স্ফুরণ, প্রত্যবেক্ষণ নিমিত্ত। 'এই

সমাধি বর্তমানে সুখময় এবং ভবিষ্যতে সুখ-বিপাকসম্পন্ন' এইরূপ সহজাত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। 'এই সমাধি আর্য ও নিরামিষ' (নিষ্কাম) এইরূপ সহজাত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। 'এই সমাধি অকাপুরুষ'[১]-সেবিত, এই সহজাত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। 'এই সমাধি স্থির, প্রণীত, শান্তিলব্ধ, একাগ্রতা-প্রাপ্ত, সংস্কার দ্বারা অপ্রতিরুদ্ধ' এইরূপ সহজাত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। 'আমি স্মৃতি-সমন্বিত হইয়া এই সমাধিতে উপনীত হইব, উহা হইতে উত্থান করিব' এইরূপ সহজাত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই পঞ্চ ধর্ম উৎপাদনীয়।

(৯) কোন পঞ্চ ধর্ম অভিজ্ঞেয়? পঞ্চ বিমুক্তি-আয়তন। ভিক্ষুকে শাস্তা অথবা কোনো গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারী ধর্মোপদেশ দান করেন। শাস্তা অথবা উক্তরূপ সব্রহ্মচারী যেইরূপভাবে ভিক্ষুকে উপদেশ দেন, ভিক্ষু সেইরূপভাবেই উহা হইতে অর্থ ও ধর্ম সংগ্রহ করেন। এইরূপে অর্থ ও ধর্ম সংগ্রহের ফলে তাঁহার প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপত্তি হয়, প্রীতিসংযুক্তের চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখ-বেদনা অনুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাধি লাভ করে। ইহাই প্রথম বিমুক্তি-আয়তন। পুনশ্চ, শাস্তা অথবা উক্তরূপ কোনো সব্রহ্মচারী ভিক্ষুকে ধর্মদেশনা না করিলেও ভিক্ষু ধর্ম যেইরূপ শ্রবণ করিয়াছেন এবং উহা হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন সেইরূপই বিস্তৃতভাবে অপরকে উপদেশ দেন। উহা হইতে পূর্বোক্তরূপে তিনি অর্থ ও ধর্ম সংগ্রহ করেন। ফলে তাঁহার প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতি-সংযুক্তের চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখানুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। ইহা দ্বিতীয় বিমুক্তি-আয়তন। পুনশ্চ, শাস্তা অথবা উক্তরূপ কোনো সব্রহ্মচারী ভিক্ষুকে ধর্মদেশনা না করিলেও, এবং ভিক্ষু স্বয়ং পূর্বোক্তরূপে অপরকে ধর্ম দেশনা না করিলেও তৎকর্তৃক যথাশ্রুত এবং যথাধৃত ধর্ম তিনি আবৃত্তি করেন, উহা হইতে পূর্বোক্তরূপে তিনি অর্থ ও ধর্ম সংগ্রহ করেন। ফলে তাঁহার প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিসংযুক্তের চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখানুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। ইহা তৃতীয় বিমুক্তি-আয়তন। পুনশ্চ, ভিক্ষুকে শাস্তা অথবা কোনো সব্রহ্মচারী ধর্মদেশনা না করিলেও এবং ভিক্ষু পূর্বোক্তরূপে অপরকে ধর্মদেশনা না করিলেও, এবং তৎকর্তৃক যথাশ্রুত এবং যথাধৃত ধর্ম তিনি

---

[১]। অকাপুরুষ; যথা : বুদ্ধগণ, মহাপুরুষগণ, ইত্যাদি।

আবৃত্তি না করিলেও, তিনি উহাকে চিন্তার বিষয়ীভূত করেন, ধ্যানের বিষয়ীভূত করেন, উহাতে একাগ্রচিত্ত হন। এইরূপ করিয়া উহা হইতে অর্থ ও ধর্ম সংগ্রহ করেন। ফলে তাঁহার প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতি-সংযুক্তের চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখানুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। ইহা চতুর্থ বিমুক্তি-আয়তন। পুনশ্চ, ভিক্ষুকে শাস্তা অথবা কোনো সব্রহ্মচারী ধর্মদেশনা না করিলেও, এবং ভিক্ষু পূর্বোক্তরূপে অপরকে ধর্মদেশনা না করিলেও, এবং তৎকর্তৃক যথাশ্রুত এবং যথাধৃত ধর্ম তিনি আবৃত্তি না করিলেও, তিনি উহাকে চিন্তা ও ধ্যানের বিষয়ীভূত না করিলেও এবং উহাতে একাগ্রচিত্ত না হইলেও, কোনো এক সমাধি নিমিত্ত তৎকর্তৃক সুগৃহীত, সুমনসীকৃত, সুপ্রচারিত হয় এবং প্রজ্ঞা দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। এইরূপে তিনি উহা হইতে অর্থ ও ধর্ম সংগ্রহ করেন। ফলে তাঁহার প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতি-সংযুক্তের চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখানুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। ইহা পঞ্চম বিমুক্তি আয়তন।

(১০) কোন পঞ্চ ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়? পঞ্চ ধর্ম-স্কন্ধ : শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি, বিমুক্তি-জ্ঞান-দর্শন[১]। এই পঞ্চ ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

তথাগত কর্তৃক সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ এই পঞ্চাশৎ ধর্ম ভূত, তথ্য, এইরূপ, অবিতথ, নিশ্চিত।

৭. ছয় ধর্ম বহু উপকারী; ছয় ধর্ম ভাবিতব্য, ছয় ধর্ম জ্ঞাতব্য, ছয় ধর্ম পরিত্যাজ্য, ছয় ধর্ম হান-ভাগীয়, ছয় ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়, ছয় ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য, ছয় ধর্ম উৎপাদনীয়, ছয় ধর্ম অভিজ্ঞেয়, ছয় ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

(১) কোন ছয় ধর্ম বহু উপকারী? ছয় ভ্রাত্রীয় জীবন যাপন : সব্রহ্মচারীগণের প্রতি ভিক্ষুর প্রকাশ্যে অথবা গোপনে কৃত মৈত্রী-সহগত কায়িক কর্ম নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হয়। ইহা ভ্রাত্রীয় জীবন যাপন যাহা প্রীতি, শ্রদ্ধা, মিলন, শান্তি, সমন্বয় ও ঐক্যের প্রবর্তক। পুনশ্চ, ভিক্ষুর উক্তপ্রকার মৈত্রী-সহগত বাচিক কর্ম নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হয়। ইহা ভ্রাত্রীয় জীবন যাপন যাহা প্রীতি, শ্রদ্ধা, মিলন, শান্তি, সমন্বয় ও ঐক্যের প্রবর্তক। পুনশ্চ, ভিক্ষুর মৈত্রী-সহগত মানসিক কর্ম নিঃসংশয়িতরূপে

---

[১]। সংগীতি সূত্রান্ত, ১। ১১ (২৫) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

প্রতিপন্ন হয়। ইহাও ভ্রাত্রীয় জীবন যাপন যাহা প্রীতি, শ্রদ্ধা, মিলন, শান্তি, সমন্বয় ও ঐক্যের প্রবর্তক। পুনশ্চ, ভিক্ষু ধর্মানুসারে ধর্ম-লব্ধ সর্ব প্রকারে লাভ—এমনকি ভিক্ষাপাত্রে পতিত অন্ন পর্যন্ত নিরপেক্ষভাবে শীলবান, সব্রহ্মচারীগণের সহিত সমভাবে ভোগ করেন। ইহাও ভ্রাত্রীয় জীবন যাপন যাহা প্রীতি, শ্রদ্ধা, মিলন, শান্তি, সমন্বয় ও ঐক্যের প্রবর্তক। পুনশ্চ, ভিক্ষু সব্রহ্মচারীগণের প্রতি প্রকাশ্যে অথবা গোপনে আর্য, কান্ত, অখণ্ড, অচ্ছিদ্র, অশবল, অকল্মাষ, মুক্তিদায়ী, বিজ্ঞ-প্রশংসিত, নিষ্কলঙ্ক, সমাধি-সংবর্তনিক শীলসমন্বিত হন। ইহাও ভ্রাত্রীয় জীবনযাপন যাহা প্রীতি, শ্রদ্ধা, মিলন, শান্তি, সমন্বয় ও ঐক্যের প্রবর্তক[১]। পুনশ্চ, ভিক্ষু যে আর্যদৃষ্টি উহার অনুগামীকে সম্যক দুঃখ-ক্ষয়ের দিকে চালিত করে, সব্রহ্মচারীগণের প্রতি প্রকাশ্যে অথবা গোপনে সেইরূপ দৃষ্টি-সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। ইহাও ভ্রাত্রীয় জীবন যাপন যাহা প্রীতি, শ্রদ্ধা, মিলন, শান্তি, সমন্বয় ও ঐক্যের প্রবর্তক। এই ছয় ধর্ম বহু উপকারী।

(২) কোন ছয় ধর্ম ভাবিতব্য? ছয় অনুস্মৃতি-স্থান : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি।
এই ছয় ধর্ম ভাবিতব্য।

(৩) কোন ছয় ধর্ম জ্ঞাতব্য? ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন : চক্ষু-আয়তন, শ্রোত্র-আয়তন, ঘ্রাণ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায়-আয়তন, মন-আয়তন। এই ছয় ধর্ম জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন ছয় ধর্ম পরিত্যাজ্য? ছয় তৃষ্ণা-কায় : রূপ-তৃষ্ণা, শব্দ-তৃষ্ণা, গন্ধ-তৃষ্ণা, রস-তৃষ্ণা, স্প্রষ্টব্য-তৃষ্ণা, ধর্ম-তৃষ্ণা। এই ছয় ধর্ম পরিত্যাজ্য।

(৫) কোন ছয় ধর্ম হান-ভাগীয়? ছয় অগৌরব : ভিক্ষু শাস্তার প্রতি ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্যসহকারে বিহার করেন। ধর্মের প্রতি ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্যসহকারে বিহার করেন। সংঘের প্রতি ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্যসহকারে বিহার করেন। শিক্ষার প্রতি ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্যসহকারে বিহার করেন। অপ্রমাদ ও স্বাগত সম্ভাষণে ওইরূপ ভাবাপন্ন হইয়া বিহার করেন। এই ছয় ধর্ম হান-ভাগীয়।

(৬) কোন ছয় ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়? ছয় গৌরব : ভিক্ষু শাস্তার প্রতি ভক্তিপূর্ণ হইয়া ঔদ্ধত্যহীন হইয়া বিহার করেন। ভিক্ষু ধর্মের প্রতি ভক্তিপূর্ণ

---

[১]। উপরে ১৪ নং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য [চারি স্রোতাপন্নের অঙ্গ]

হইয়া ঔদ্ধত্যহীন হইয়া বিহার করেন। সংঘের প্রতি ভক্তিপূর্ণ হইয়া ঔদ্ধত্যহীন হইয়া বিহার করেন। শিক্ষার প্রতি ভক্তিপূর্ণ হইয়া ঔদ্ধত্যহীন হইয়া বিহার করেন। অপ্রমাদে স্বাগত সম্ভাষণে ওইরূপ ভাবাপন্ন হইয়া বিহার করেন। এই ছয় ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়।

(৭) কোন ছয় ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য? ছয় নিঃসরণীয় ধাতু। ভিক্ষু এইরূপ বলিতে পারেন : 'মৈত্রী হইতে উৎপন্ন আমার চিত্তবিমুক্তি বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্ধিত, সুপরিচালিত। অথচ ব্যাপাদ আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে বলিতে হইবে, 'এইরূপ নহে, আয়ুষ্মান এইরূপ বলিবেন না, ভগবানের অপবাদ করিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা উচিত নয়, ভগবান কখনোই এইরূপ বাক্যের সমর্থন করিবেন না, ইহা ভিত্তিহীন এবং অনর্থিত।' মৈত্রী-উদ্ভূত চিত্তবিমুক্তি, বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্ধিত, সুপরিচালিত; অথচ ব্যাপাদ চিত্তকে অভিভূত করিয়া অবস্থান করিবে, ইহা অসম্ভব। মৈত্রী হইতে উদ্ভূত চিত্তবিমুক্তি—ইহাই ব্যাপাদের নির্গমন। ভিক্ষু এইরূপ বলিতে পারেন : 'করুণা হইতে উৎপন্ন আমার চিত্তবিমুক্তি বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্ধিত, সুপরিচালিত। অথচ বিহিংসা আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে বলিতে হইবে, 'এইরূপ নহে, আয়ুষ্মান এইরূপ বলিবেন না, ভগবানের অপবাদ করিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা উচিত নয়, ভগবান কখনোই এইরূপ বাক্যের সমর্থন করিবেন না, ইহা ভিত্তিহীন এবং অনর্থিত।' করুণা হইতে উদ্ভূত চিত্তবিমুক্তি বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্ধিত, সুপরিচালিত; অথচ বিহিংসা চিত্তকে অভিভূত করিয়া অবস্থান করিবে, ইহা অসম্ভব। করুণা হইতে উদ্ভূত চিত্তবিমুক্তি, ইহাই বিহিংসার নির্গমন। ভিক্ষু এইরূপ বলিতে পারেন : 'মুদিতা হইতে উৎপন্ন আমার চিত্তবিমুক্তি বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্ধিত, সুপরিচালিত। অথচ অরতি আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে বলিতে হইবে : 'এইরূপ নহে, আয়ুষ্মান এইরূপ বলিবেন না, ভগবানের অপবাদ করিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা উচিত নয়, ভগবান কখনোই এইরূপ বাক্যের সমর্থন করিবেন না, ইহা ভিত্তিহীন এবং অনর্থিত।' মুদিতা হইতে উদ্ভূত চিত্তবিমুক্তি বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্ধিত, সুপরিচালিত; অথচ অরতি চিত্তকে অভিভূত করিয়া অবস্থান করিবে, ইহা অসম্ভব। মুদিতা হইতে উদ্ভূত চিত্তবিমুক্তি, ইহাই অরতির নির্গমন। ভিক্ষু এইরূপ বলিতে পারেন :

'উপেক্ষা হইতে উদ্ভূত আমার চিত্তবিমুক্তি বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্ধিত, সুপরিচালিত। অথচ রাগ আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে বলিতে হইবে : 'এইরূপ নহে, আয়ুষ্মান এইরূপ বলিবেন না, ভগবানের অপবাদ করিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা উচিত নয়, ভগবান কখনোই এইরূপ বাক্যের সমর্থন করিবেন না, ইহা ভিত্তিহীন এবং অনর্থিত।' উপেক্ষা হইতে উদ্ভূত চিত্তবিমুক্তি বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্ধিত, সুপরিচালিত। অথচ রাগ চিত্তকে অভিভূত করিয়া অবস্থান করিবে, ইহা অসম্ভব। উপেক্ষা হইতে উদ্ভূত চিত্তবিমুক্তি, ইহাই রাগের নির্গমন। ভিক্ষু এইরূপ বলিতে পারেন : 'অনিমিত্ত হইতে উদ্ভূত আমার চিত্তবিমুক্তি বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্ধিত, সুপরিচালিত। অথচ নিমিত্তানুসারী বিজ্ঞান আমার চিত্তকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে এইরূপ বলিতে হইবে : 'এইরূপ নহে, আয়ুষ্মান এইরূপ বলিবেন না, ভগবানের অপবাদ করিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা উচিত নয়, ভগবান কখনোই এইরূপ বাক্যের সমর্থন করিবেন না, ইহা ভিত্তিহীন এবং অনর্থিত। অনিমিত্ত হইতে উদ্ভূত চিত্তবিমুক্তি বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্ধিত, সুপরিচালিত, অথচ নিমিত্তানুসারী বিজ্ঞান চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকিবে, ইহা অসম্ভব। অনিমিত্ত হইতে উদ্ভূত চিত্তবিমুক্তি, ইহাই সর্বনিমিত্তের নির্গমন। ভিক্ষু এইরূপ বলিতে পারেন : 'আমি আছি' এই সংজ্ঞা আমার নিকট বিরক্তিকর। 'আমি বিদ্যমান' এইরূপ সংজ্ঞাতে আমি গুরুত্বের আরোপ করি না। তথাপি বিচিকিৎসা, এবং সংশয় রূপ শল্য আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে বলিতে হইবে : 'এইরূপ নহে, আয়ুষ্মান এইরূপ বলিবেন না, ভগবানের অপবাদ করিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা উচিত নয়, ভগবান কখনোই এইরূপ বাক্যের সমর্থন করিবেন না, ইহা ভিত্তিহীন এবং অনর্থিত। 'আমি আছি' এই সংজ্ঞা বিরক্তিকর, 'আমি বিদ্যমান' এইরূপ সংজ্ঞাতে গুরুত্বের অনারোপ, অথচ বিচিকিৎসা এবং সংশয়রূপ শল্য যে চিত্তকে অভিভূত করিয়া থাকিবে ইহা অসম্ভব। 'আছি' এই সংজ্ঞার উচ্ছেদ বিচিকিৎসা এবং সংশয়রূপ শল্যের নিঃসরণ। এই ছয় ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন ছয় ধর্ম উৎপাদনীয়? ছয় সতত বিহার। ভিক্ষু চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করিয়া সুমনা অথবা দুর্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানসমন্বিত হইয়া বিহার করেন। শ্রোত্রদ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া সুমনা

অথবা দুর্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানসমন্বিত হইয়া বিহার করেন। নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া সুমনা অথবা দুর্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানসমন্বিত হইয়া বিহার করেন। জিহ্বাদ্বারা রসাস্বাদন করিয়া সুমনা অথবা দুর্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানসমন্বিত হইয়া বিহার করেন। কায়দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করিয়া সুমনা অথবা দুর্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানসমন্বিত হইয়া বিহার করেন। মনদ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হইয়া সুমনা অথবা দুর্মনা হন না; উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানসমন্বিত হইয়া বিহার করেন। এই ছয় ধর্ম উৎপাদনীয়।

(৯) কোন ছয় ধর্ম অভিজ্ঞেয়? ছয় অনুত্তরীয় : দর্শন-অনুত্তরীয়, শ্রবণ-অনুত্তরীয়, লাভ-অনুত্তরীয়, শিক্ষা-অনুত্তরীয়, পরিচর্যা-অনুত্তরীয়, অনুস্মৃতি-অনুত্তরীয়, এই ছয় ধর্ম অভিজ্ঞেয়।

(১০) কোন ছয় ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়? ছয় অভিজ্ঞা। ভিক্ষু বহুবিধ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হন, একক হইয়াও বহু হইতে সমর্থ হন, বহু হইয়াও একক হইতে সক্ষম হন, তিনি নিজকে আবির্ভূত ও অন্তর্হিত করেন, আকাশে গমনের ন্যায় তিনি ভিত্তি, প্রাকার ও পর্বত ভেদ করিয়া অপর পারে অবাধে গমন করেন। জলে উন্মজ্জন-নিমজ্জনের ন্যায় ভূমিতে উন্মজ্জন-নিমজ্জন করেন। তিনি ভূমিতে গমনের ন্যায় জলোপরি গমন করেন; তিনি পর্যাঙ্কাবদ্ধ হইয়া পক্ষীর ন্যায় আকাশে গমন করে। মহাঋদ্ধি ও মহানুভাব সম্পন্ন এই চন্দ্র-সূর্যকে তিনি হস্তদ্বারা স্পর্শ করেন, পরিমর্দন করেন, সশরীরে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গমন করেন। তিনি দিব্য বিশুদ্ধ অলৌকিক শ্রোত্র দ্বারা দূরস্থ ও নিকটস্থ দৈব ও মনুষ্য উভয় শব্দই শ্রবণ করেন। তিনি স্বচিত্ত দ্বারা অপর সত্ত্বগণের অপর মনুষ্যগণের চিত্ত জানিতে পারেন—সরাগ চিত্তকে সরাগচিত্ত বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানে, অথবা বীতরাগ চিত্তকে বীতরাগ চিত্ত বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন। সদোষ চিত্তকে সদোষ চিত্ত বলিয়া, বীতদোষ চিত্তকে বীতদোষ চিত্ত বলিয়া, অথবা সমোহ চিত্তকে সমোহ চিত্ত বলিয়া, বীতমোহ চিত্তকে বীতমোহ চিত্ত বলিয়া, সংক্ষিপ্ত চিত্তকে সংক্ষিপ্ত চিত্ত বলিয়া, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলিয়া, মহদ্গাত চিত্তকে মহদ্গাত চিত্ত বলিয়া, অমহদ্গাত চিত্তকে অমহদ্গাত চিত্ত বলিয়া, সউত্তর চিত্তকে সউত্তর চিত্ত বলিয়া, অনুত্তর চিত্তকে অনুত্তর চিত্ত বলিয়া, সমাহিত চিত্তকে সমাহিত চিত্ত বলিয়া, অসমাহিত চিত্তকে অসমাহিত চিত্ত বলিয়া, বিমুক্ত চিত্তকে বিমুক্ত চিত্ত বলিয়া, অথবা অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত রূপে জানিতে পারেন। তিনি অনেক বিধ পূর্বজন্ম স্মরণ করেন,—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ

জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত সহস্র জন্ম, বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্তকল্প, এমনকি বহু সংবর্ত-বিবর্তকল্পেও 'ঐ স্থানে আমি ছিলাম, এই ছিল আমার নাম, এই আমার গোত্র, এই জাতি বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ সুখ-দুঃখ অনুভব, এই পরিমাণ পরমায়ু ছিল, তথা হইতে চ্যুত হইয়া অমুক স্থানে আমি উৎপন্ন হইয়াছিলাম, তথায় ছিল আমার এই নাম, এই গোত্র, এই জাতি বর্ণ, এই আহার, এই প্রকার সুখ-দুঃখানুভূতি, এই পরিমাণ পরমায়ু। সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া আমি অত্র (এই যোনিতে) উৎপন্ন হইয়াছি।' এইরূপে বহু পূর্বজন্ম এবং ওই সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন। তিনি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পান—জীবগণ একযোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন—হীনোৎকৃষ্ট জাতীয় উত্তম ও অধম বর্ণের সত্ত্বগণ স্বস্ব কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে, এই সকল মহানুভাব জীব কায় দুশ্চরিত্রসমন্বিত, বাক্-দুশ্চরিত্রসমন্বিত, মন-দুশ্চরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন এবং মিথ্যাদৃষ্টি প্রণোদিত কর্ম পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতিতে, বিনিপাত নিরয়ে (নরকে) উৎপন্ন হইয়াছে, অথবা এই সকল মহানুভাব জীব কায়-সুচত্রিসমন্বিত, বাক্-সুচরিত্রসমন্বিত, মন-সুচরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন এবং সম্যক দৃষ্টি প্রণোদিত কর্ম পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, জীবগণ একযোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে; ইহা দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ লোকাতীত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখেন, প্রকৃষ্টরূপে জানেন—হীনোৎকৃষ্ট জাতীয় উত্তম-অধম বর্ণের জীবগণ আপনাপন কর্মানুসারে সুগতি ও দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। কর্মানুযায়ী গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণকে জানিতে পারেন, আসবসমূহের ক্ষয় হেতু এই জগতেই অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং জ্ঞাত, উপলব্ধ ও প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন। এই ছয় ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

তথাগত কর্তৃক সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ এই ষষ্টি ধর্ম ভূত, তথ্য এইরূপ অবিতথ, নিশ্চিত।

৮। সাত ধর্ম বহু উপকারী, সাত ধর্ম ভাবিতব্য, সাত ধর্ম জ্ঞাতব্য, সাত ধর্ম পরিত্যাজ্য, সাত ধর্ম হান-ভাগীয়, সাত ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়, সাত ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য, সাত ধর্ম উৎপাদনীয়, সাত ধর্ম অভিজ্ঞেয়, সাত ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

(১) কোন সাত ধর্ম বহু উপকারী? সপ্তধন—শ্রদ্ধা-ধন, শীল-ধন, হ্রী-ধন, ঔত্তাপ্য-ধন, শ্রুত-ধন, ত্যাগ-ধন, প্রজ্ঞা-ধন[১]। এই সাত ধর্ম বহু উপকারী।

(২) কোন সাত ধর্ম ভাবিতব্য? সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ—স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি, উপেক্ষা। এই সাত ধর্ম ভাবিতব্য।

(৩) কোন সাত ধর্ম জ্ঞাতব্য? সপ্ত-বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা নানারূপ দেহসম্পন্ন এবং নানারূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন; যথা : কোনো কোনো মনুষ্য, দেবতা এবং বিনিপাতিক নিরয়বাসী। ইহাই প্রথম বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা নানারূপ দেহসম্পন্ন কিন্তু একই রূপ সংজ্ঞাবিশিষ্ট; যথা : ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণ যাঁহারা প্রথম ধ্যানের অনুশীলনে ওইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাই দ্বিতীয় বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা একইরূপ দেহবিশিষ্ট কিন্তু নানারূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন; যথা : আভাস্বর দেবগণ। ইহাই তৃতীয় বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ, বিদ্যমান যাঁহারা একইরূপ দেহ ও সংজ্ঞাবিশিষ্ট; যথা : শুভকৃৎস্ন দেবগণ। ইহাই চতুর্থ বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা রূপ-সংজ্ঞাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ব-সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া "আকাশ অনন্ত" এই অনুভূতির সহিত 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' স্তরে গমন করিয়াছেন। ইহাই পঞ্চম বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া "বিজ্ঞান অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' স্তরে গমন করিয়াছেন। ইহাই ষষ্ঠ বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া "কিছুই নাই" এই অনুভূতির সহিত 'আকিঞ্চন আয়তন' স্তরে গমন করিয়াছেন। ইহাই সপ্তম বিজ্ঞান-স্থিতি। এই সাত ধর্ম জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন সাত ধর্ম পরিত্যাজ্য? সাত অনুশয়—কাম-রাগ, প্রতিঘ, মিথ্যা দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, মান, ভব-রাগ, অবিদ্যা[২]। এই সাত ধর্ম পরিত্যাজ্য।

(৫) কোন সাত ধর্ম হান-ভাগীয়? সাত অসদ্ধর্ম। ভিক্ষু শ্রদ্ধাহীন, হ্রীহীন, ঔত্তাপ্যহীন হন; অল্প-শ্রুত, অলস, মূঢ়-স্মৃতি এবং দুষ্প্রজ্ঞ হন[৩]। এই সাত ধর্ম হান-ভাগীয়।

---

[১]। সংগীতি সূত্রান্ত ২। ৩। (১) দ্রষ্টব্য।
[২]। সংগীতি সূত্রান্ত ২। ৩। (১২) দ্রষ্টব্য।
[৩]। সংগীতি সূত্রান্ত ২। ৩। (৪) দ্রষ্টব্য।

(৬) কোন সাত ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়? সাত সদ্ধর্ম—ভিক্ষু শ্রদ্ধা, হ্রী, ঔত্তাপ্য সমন্বিত হন, বহু-শ্রুত ও আরব্ধ-বীর্য হন, উপস্থিত-স্মৃতিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান হন[১]। এই সাত ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়।

(৭) কোন সাত ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য? সাত সৎপুরুষ ধর্ম। ভিক্ষু ধর্মজ্ঞ, অর্থজ্ঞ, আত্মজ্ঞ, মাত্রাজ্ঞ, কালজ্ঞ, পরিষদজ্ঞ এবং পুদ্গলজ্ঞ হন[২]। এই সাত ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন সাত ধর্ম উৎপাদনীয়? সাত সংজ্ঞা—অনিত্য-সংজ্ঞা, অনাত্ম-সংজ্ঞা, অশুভ-সংজ্ঞা, অমঙ্গল-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা, নিরোধ-সংজ্ঞা[৩]। এই সাত ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৯) কোন সাত ধর্ম অভিজ্ঞেয়? সাত নির্দেশ বস্তু : ভিক্ষু শিক্ষা গ্রহণে তীব্র অনুরাগবিশিষ্ট হন, ভবিষ্যতে ও উহার গ্রহণে ওইরূপ মনোবিশিষ্টই হন। ধর্মে অন্তর্দৃষ্টি লাভে, তৃষ্ণার দমনে, নির্জন বাসে, বীর্যারম্ভে, স্মৃতি-কুশলতায়, দৃষ্টি-প্রতিবেধে ওইরূপই মনোভাববিশিষ্ট হন। এই সাত ধর্ম অভিজ্ঞেয়।

(১০) কোন সাত ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়? সাত ক্ষীণাসব-বল। ক্ষীণাসব ভিক্ষুর নিকট সর্ব সংস্কারের অনিত্যতা সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথারূপ সুদৃষ্ট হয়। ইহা ভিক্ষুর বল স্বরূপ, যে বল হেতু তিনি 'আমার আসবসমূহ বিনষ্ট' এইরূপ আসবক্ষয়ের জ্ঞানে উপনীত হন। পুনশ্চ, অনাসব ভিক্ষুর নিকট অগ্নিকুণ্ড-সম কামসমূহ সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথা : রূপ সুদৃষ্ট হয়, ইহা ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বলস্বরূপ, যে বল-হেতু তিনি 'আমার আসবসমূহ বিনষ্ট' এইরূপ আসবক্ষয়ের জ্ঞানে উপনীত হন। পুনশ্চ, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চিত্ত বিবেকগামী, বিবেক-প্রবণ, বিবেক-প্রাগ্‌ভার, বিবেকস্থ, নৈষ্কাম্যাভিরত সম্পূর্ণরূপে আসবস্থানীয় সর্ব ধর্মের অতীত হয়। ইহা ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বলস্বরূপ, যে বল হেতু তিনি 'আমার আসবসমূহ বিনষ্ট' এইরূপ আসবক্ষয়ের জ্ঞানে উপনীত হন। পুনশ্চ, ক্ষীণাসব ভিক্ষু কর্তৃক চারিস্মৃতি-প্রস্থান ভাবিত হয়, সুভাবিত হয়। ইহা ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বলস্বরূপ, যে বলহেতু তিনি 'আমার আসবসমূহ বিনষ্ট' এইরূপ আসবক্ষয়ের জ্ঞানে উপনীত হন। পুনশ্চ, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর

---

[১]। সংগীতি সূত্রান্ত ২। ৩। (৫) দ্রষ্টব্য।

[২]। সংগীতি সূত্রান্ত ২। ৩। (৬) দ্রষ্টব্য।

[৩]। সংগীতি সূত্রান্ত ২। ৩। (৮) দ্রষ্টব্য।

পঞ্চইন্দ্রিয় ভাবিত হয়, সুভাবিত হয়। ইহা ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বলস্বরূপ, যে বলহেতু তিনি 'আমার আসবসমূহ বিনষ্ট' এইরূপ আসবক্ষয়ের জ্ঞানে উপনীত হন, পুনশ্চ, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর সপ্তবোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়, সুভাবিত হয়। ইহা ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বলস্বরূপ, যে বলহেতু তিনি 'আমার আসবসমূহ বিনষ্ট' এইরূপ আসবক্ষয়ের জ্ঞানে উপনীত হন। পুনশ্চ, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত হয়, সুভাবিত হয়। ইহা ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বলস্বরূপ, যে বলহেতু তিনি 'আমার আসবসমূহ বিনষ্ট' এইরূপ আসবক্ষয়ের জ্ঞানে উপনীত হন। এই সাত ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়?

তথাগত কর্তৃক সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ এই সপ্ততি ধর্ম ভূত, তথ্য এইরূপ অবিতথ, নিশ্চিত।

প্রথম ভাণবার সমাপ্ত

২.১. আট ধর্ম বহু উপকারী। আট ধর্ম ভাবিতব্য, আট ধর্ম জ্ঞাতব্য, আট ধর্ম পরিত্যাজ্য, আট ধর্ম হান-ভাগীয়, আট ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়, আট ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য, আট ধর্ম উৎপাদনীয়, আট ধর্ম অভিজ্ঞেয়, আট ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

(১) কোন আট ধর্ম বহু উপকারী? আদি ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধীয় অপ্রাপ্ত প্রজ্ঞার প্রাপ্তি, প্রাপ্তির বৃদ্ধি, বিপুলতা, ভাবনা এবং পূর্ণতার অনুকূল আট হেতু ও আট প্রত্যয়। বন্ধুগণ, কেহ শাস্তা অথবা গুরুস্থানীয় অপর কোনো সব্রহ্মচারীর নিকট অবস্থান করেন, যাহাতে তিনি তীব্র হ্রী-ঔত্তাপ্য, প্রেম ও গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহা প্রথম হেতু, প্রথম প্রত্যয়। ওই অবস্থায় তিনি সময়ে সময়ে তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, অনুসন্ধান করেন, 'ভন্তে, ইহা কিরূপ? ইহার অর্থ কী?' আয়ুষ্মানগণ উত্তরে যাহা অপ্রকাশিত তাহা প্রকাশ করেন, অসরলকে সরল করেন, অনেক প্রকার সংশয়জনক বিষয়ে সংশয় দূর করেন। ইহা দ্বিতীয় হেতু, দ্বিতীয় প্রত্যয়। ওই ধর্ম শ্রবণ করিয়া তিনি বিশুদ্ধ দেহে ও মনে উহা পালন করেন। ইহা তৃতীয় হেতু, তৃতীয় প্রত্যয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু শীলবান হন, তিনি প্রাতিমোক্ষ-সংযম দ্বারা সংযত হইয়া বিহার করেন, আচার-গোচরসম্পন্ন হইয়া অনুমাত্র পাপে ভয়দর্শী হইয়া শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণপূর্বক উহাতে শিক্ষিত হন। ইহা চতুর্থ হেতু, চতুর্থ প্রত্যয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু বহু-শ্রুত, শ্রুত-ধর, এবং শ্রুত-সন্নিচয় হন, যে-সকল ধর্ম আদিতে কল্যাণময়, মধ্যে কল্যাণময়, অন্তে কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও ব্যঞ্জনসম্পন্ন যাহা সর্বাঙ্গীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের

প্রকাশক ওই সকল ধর্মে বহু-শ্রুত হন, উহাদের ধারক হন, ওই সকল ধর্ম আবৃত্তি দ্বারা তৎকর্তৃক সুরক্ষিত হয়, তিনি ওই সকলে একাগ্র-চিত্ত হন এবং অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা উহাতে গভীরভাবে প্রবেশ করেন। ইহা পঞ্চম হেতু, পঞ্চম প্রত্যয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু অকুশলধর্মসমূহের দূরীকরণের নিমিত্ত কুশলধর্মসমূহের উৎপাদনের নিমিত্ত আরব্ধ-বীর্য, অবিচলিত, দৃঢ় পরাক্রমশালী এবং কুশলধর্মসমূহে অচ্যুত হইয়া বিহার করেন। ইহা ষষ্ঠ হেতু, ষষ্ঠ প্রত্যয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু স্মৃতি-মান হন, শ্রেষ্ঠ স্মৃতি ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হন, বহু পূর্বে কৃত এবং ভাষিতের স্মরণ করেন, অনুস্মরণ করেন। ইহা সপ্তম হেতু, সপ্তম প্রত্যয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু পঞ্চ উপাদান স্কন্ধে উদয়-ব্যয়-দর্শী হইয়া বিহার করেন, 'ইহা রূপ, ইহা রূপের সমুদয়, ইহা রূপের বিলয়, ইহা বেদনা, ইহা বেদনার সমুদয়, ইহা বেদনার বিলয়, ইহা সংস্কার, ইহা সংস্কারের সমুদয়, ইহা সংস্কারের বিলয়, ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিজ্ঞানের সমুদয়, ইহা বিজ্ঞানের বিলয়।' ইহা অষ্টম হেতু, অষ্টম প্রত্যয়। এই আট ধর্ম বহু উপকারী।

(২) কোন আট ধর্ম ভাবিতব্য? আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। এই আট ধর্ম ভাবিতব্য।

(৩) কোন আট ধর্ম জ্ঞাতব্য? আট লোকধর্ম—লাভ, অলাভ, অযশ, যশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ। এই আট ধর্ম জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন আট ধর্ম পরিত্যাজ্য? অষ্ট মিথ্যাত্ব : মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্মান্ত, মিথ্যা আজীব, মিথ্যা ব্যায়াম, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি। এই আট ধর্ম পরিত্যাজ্য।

(৫) কোন আট ধর্ম হীন-ভাগীয়? আট আলস্যের ভিত্তি :[১] ভিক্ষুর করণীয় কর্তব্য আছে। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমাকে কর্তব্য করিতে হইবে, কর্তব্য কর্ম করিতে হইলে আমার দেহ ক্লান্ত হইবে, তবে এইবার শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহাই প্রথম আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষুর করণীয় কর্তব্য আছে। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমি কর্ম করিয়াছি' কর্ম করিতে গিয়া আমার দেহ ক্লান্ত হইয়াছে, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ,

---

[১]। সংগীতি সূত্রান্ত ৩। ১। (৪) দ্রষ্টব্য।

অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহাই দ্বিতীয় আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষুকে পথ ভ্রমণ করিতে হইবে। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমাকে পথ ভ্রমণ করিতে হইবে, উহা করিতে হইলে আমার দেহ ক্লান্ত হইবে, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহা তৃতীয় আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু পথ ভ্রমণরত হইয়াছেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমি পথ ভ্রমণ করিয়াছি, এইরূপে আমার দেহ ক্লান্ত হইয়াছে, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহা চতুর্থ আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা প্রণীত ভোজ্য পর্যাপ্তরূপে লাভ করেন না। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমি গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হই নাই, আমার দেহ ক্লান্ত ও অকর্মণ্য হইয়াছে, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহা পঞ্চম আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু পূর্বোক্তরূপে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হন, তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমি গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করিয়াছি, এইরূপে আমার দেহ গুরুভার এবং অকর্মণ্য হইয়াছে, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহাই ষষ্ঠ আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু অল্পমাত্র অসুস্থতা অনুভব করেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমি অল্পমাত্র অসুস্থতা অনুভব করিতেছি, এই অবস্থায় আমার শয়ন করা উচিত, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহা সপ্তম আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু রোগমুক্ত হন, তিনি অনতিকাল পূর্বে নিরাময় হইয়াছেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমি রোগমুক্ত হইয়াছি, অনতিকাল পূর্বে নিরাময় হইয়াছি, আমার দেহ দুর্বল ও অকর্মণ্য, আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহা অষ্টম আলস্যের ভিত্তি। এই আট ধর্ম হান-ভাগীয়।

(৬) কোন আট ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়? কোনো বিশিষ্ট কর্ম সম্পাদনের আট

ভিত্তি। ভিক্ষুর কর্তব্য কর্ম আছে। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমাকে কর্তব্য কর্ম করিতে হইবে, কিন্তু উহা করিতে হইলে বুদ্ধদিগের উপদেশে মনঃসংযোগ করা আমার পক্ষে সুকর হইবে না, আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য প্রয়োগ করিব।' ওই উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য প্রয়োগ করেন। ইহাই প্রথম ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষুর কর্তব্য কর্ম আছে। তাঁহার এইরূপ মনে হয় : 'আমি কর্ম করিয়াছি, কিন্তু উহা করিতে গিয়া আমি বুদ্ধগণের উপদেশে মনঃসংযোগ করিতে পারি নাই, আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য প্রয়োগ করিব।' ওই উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য প্রয়োগ করেন। ইহা দ্বিতীয় ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষুকে পথ ভ্রমণ করিতে হইবে। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমাকে পথ ভ্রমণ করিতে হইবে, উহা করিতে হইলে বুদ্ধগণের উপদেশে মনঃসংযোগ করা আমার পক্ষে সুকর হইবে না, আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য প্রয়োগ করিব।' ওই উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য প্রয়োগ করেন। ইহা তৃতীয় ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু পথ ভ্রমণে রত হন। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমি ভ্রমণ করিয়াছি, উহা করিতে গিয়া আমি বুদ্ধগণের উপদেশে মনঃসংযোগ করিতে পারি নাই। আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য প্রয়োগ করিব।' ওই উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য প্রয়োগ করেন। ইহা চতুর্থ ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হন না। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমি গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হই নাই, এইরূপে আমার দেহ লঘু এবং কর্মণ্য হইয়াছে, আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য প্রয়োগ করিব।' ওই উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য প্রয়োগ করেন। ইহা পঞ্চম ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হন। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমি গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, এইরূপে আমার দেহ বলসম্পন্ন এবং কর্মণ্য হইয়াছে, এইবার আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য প্রয়োগ করিব।' ওই উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য প্রয়োগ করেন। ইহা ষষ্ঠ ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু অল্পমাত্র অসুস্থতা অনুভব করেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমি অল্পমাত্র অসুস্থতা অনুভব করিতেছি, কিন্তু আমার অসুস্থতা

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, অতএব আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য প্রয়োগ করিব।' ওই উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য প্রয়োগ করেন। ইহা সপ্তম ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু রোগমুক্ত হন, তিনি অনতিকাল পূর্বে নিরাময় হইয়াছেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয় : 'আমি রোগমুক্ত হইয়াছি, অনতিকাল পূর্বে নিরাময় হইয়াছি, কিন্তু রোগের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা আছে, অতএব আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য প্রয়োগ করিব।' ওই উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য প্রয়োগ করেন। ইহা অষ্টম ভিত্তি। এই আট ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়।

(৭) কোন আট ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য? ব্রহ্মচর্য বাসের আট অক্ষণ অসময়। জগতে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ওই সময় নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য বাসের এই প্রথম অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ওই সময় পশুযোনিতে উৎপন্ন হইয়াছে; ব্রহ্মচর্য বাসের এই দ্বিতীয় অক্ষণ অসময়! পুনশ্চ, জগতে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ওই সময় প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য বাসের এই তৃতীয় অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ওই সময় অসুর দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য বাসের এই চতুর্থ অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ওই সময় দীর্ঘায়ু হইয়া কোন দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য বাসের এই পঞ্চম অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ওই সময় প্রত্যন্ত জনপদে জ্ঞানহীন ম্লেচ্ছদিগের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে, যেখানে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকাদিগের গতি নাই। ব্রহ্মচর্য বাসের ইহা ষষ্ঠ অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের

আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ওই সময় মধ্য দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু মিথ্যাদৃষ্টি ও বিপরীত দর্শনসম্পন্ন—দান নাই, যজ্ঞ নাই, হবন নাই, সুকৃতি দুষ্কৃতির ফল নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতা নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, পূর্ণতাপ্রাপ্ত সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাঁহারা ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া উহার প্রকাশ করেন।' ইহা ব্রহ্মচর্য বাসের সপ্তম অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ওই সময় মধ্যদেশে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া দুষ্প্রজ্ঞ, জড়, বধির ও মূক হইয়াছে, সুভাষিত অথবা দুর্ভাষিতের অর্থ গ্রহণ করিতে অক্ষম। ইহা ব্রহ্মচর্য বাসের অষ্টম অক্ষণ অসময়। এই আট ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য?

(৮) কোন আট ধর্ম উৎপাদনীয়? আট মহাপুরুষ-বিতর্ক—'এই ধর্ম যিনি অল্পেচ্ছু তাঁহার জন্য, যিনি মহেচ্ছু তাঁহার জন্য নহে; যিনি সন্তুষ্ট তাঁহার জন্য, যিনি অসন্তুষ্ট তাঁহার জন্য নহে; প্রবিবিক্তের জন্য, সঙ্গপ্রিয়ের জন্য নহে; যিনি আরব্ধবীর্য তাঁহার জন্য, অলসের জন্য নহে; যিনি প্রত্যুৎপন্নমতি তাঁহার জন্য, যিনি মূঢ়-স্মৃতি তাঁহার জন্য নহে, যিনি সমাহিত তাঁহার জন্য, অসমাহিতের জন্য নহে; প্রজ্ঞাবানের জন্য, প্রজ্ঞাহীনের জন্য নহে; যিনি প্রপঞ্চ[১] হীনতায় আনন্দ লাভ করেন, তাঁহার জন্য, প্রপঞ্চ-যুক্তের জন্য নহে।' এই আট ধর্ম উৎপাদনীয়।

(৯) কোন আট ধর্ম অভিজ্ঞেয়? আট অভিভূ আয়তন। কেহ অধ্যাত্মে রূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে সুবর্ণ অথবা দুর্বর্ণরূপ ক্ষুদ্ররূপে দর্শন করেন, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি" এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা প্রথম অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্মে রূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে সুবর্ণ অথবা দুর্বর্ণ অপ্রমেয় রূপ দর্শন করেন, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি" এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা দ্বিতীয় অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে সুবর্ণ অথবা দুর্বর্ণ রূপ ক্ষুদ্ররূপে দর্শন করেন, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি" এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা তৃতীয় অভিভূ-আয়তন।

---

[১]। প্রপঞ্চ—তৃষ্ণা, দৃষ্টি ও মান।

কেহ অধ্যাত্মে-অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে সুবর্ণ অথবা দুর্বর্ণ অপ্রমেয় রূপ দর্শন করেন, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি", এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা চতুর্থ অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলোভাস; যথা : নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলোভাস সম্পন্ন উমা পুষ্প, অথবা উভয় দিক সুমার্জিত নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলোভাস বারাণসীর বস্ত্র; এইরূপ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলোভাস, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি" এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা পঞ্চম অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীতোভাস; যথা : পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীতোভাস কর্ণিকার পুষ্প, অথবা উভয় দিক সুমার্জিত পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীতোভাস বারাণসীর বস্ত্র; এইরূপ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—পীত, পীত-বর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীতোভাস, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি", এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা ষষ্ঠ অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—লোহিত, লোহিত-বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন, লোহিতোভাস; যথা : লোহিত, লোহিত-বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন লোহিতোভাস বন্ধুজীবক পুষ্প অথবা উভয়দিক সুমার্জিত লোহিত, লোহিত-বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন, লোহিতোভাস বারাণসীর বস্ত্র; এইরূপ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—লোহিত, লোহিত-বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন, লোহিতোভাস, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি", এইরূপ সংজ্ঞা, উৎপাদন করেন। ইহা সপ্তম অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—শুভ্র, শুভ্র-বর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্রোভাস; যথা : শুভ্র, শুভ্র-বর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্রোভাস ওষধি-তারকা, অথবা উভয়দিক সুমার্জিত শুভ্র, শুভ্র-বর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্রোভাস বারাণসীর বস্ত্র; এইরূপ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—শুভ্র, শুভ্র-বর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্রোভাস, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি" এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা অষ্টম অভিভূ-আয়তন। এই আট ধর্ম অভিজ্ঞেয়।

(১০) কোন আট ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়? আট বিমোক্ষ। রূপী রূপ দর্শন করে। ইহা প্রথম বিমোক্ষ। অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী বাহিরে রূপ দর্শন করে।

ইহা দ্বিতীয় বিমোক্ষ। 'সুন্দর!' এই চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হয়। ইহা তৃতীয় বিমোক্ষ। রূপ-সংজ্ঞাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ব সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া 'আকাশ-অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত আকাশ-অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা চতুর্থ বিমোক্ষ। আকাশ-অনন্ত-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'বিজ্ঞান অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা পঞ্চম বিমোক্ষ। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'কিছুই নাই' এই অনুভূতির সহিত আকিঞ্চন-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা ষষ্ঠ বিমোক্ষ। আকিঞ্চন-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা না-অসংজ্ঞা-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা সপ্তম বিমোক্ষ। নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা অষ্টম বিমোক্ষ। এই আট ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

তথাগত কর্তৃক সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ এই অশীতি ধর্ম ভূত, তথ্য, এইরূপ, অবিতথ, নিশ্চিত।

২। নয় ধর্ম বহু উপকারী। নয় ধর্ম ভাবিতব্য, নয় ধর্ম জ্ঞাতব্য, নয় ধর্ম পরিত্যাজ্য, নয় ধর্ম হান-ভাগীয়, নয় ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়, নয় ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য, নয় ধর্ম উৎপাদনীয়, নয় ধর্ম অভিজ্ঞেয়, নয় ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

(১) কোন নয় ধর্ম বহু উপকারী? নয় সুশৃঙ্খল চিন্তা-মূলক ধর্ম। সুশৃঙ্খল চিন্তা হইতে প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিযুক্ত মনসম্পন্নের দেহ শান্ত হয়, শান্ত দেহ সুখানুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাহিত হয়, সমাহিত চিত্তের দ্বারা যথারূপ জ্ঞাত ও দৃষ্ট হয়, উহা হইতে বিতৃষ্ণা জন্মে, বিতৃষ্ণা হইতে বৈরাগ্যের উৎপত্তি হয়, যিনি বীতরাগ তিনি মুক্ত হন। এই নয় ধর্ম বহু উপকারী।

(২) কোন নয় ধর্ম ভাবিতব্য? নয় পরিশুদ্ধি-প্রধানীয় অঙ্গ : শীল বিশুদ্ধি, চিত্ত-বিশুদ্ধি, দৃষ্টি-বিশুদ্ধি, সংশয়-মুক্তি-বিশুদ্ধি, মার্গামার্গজ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি, প্রতিপদাজ্ঞানদর্শন-বিশুদ্ধি, জ্ঞানদর্শন-বিশুদ্ধি, প্রজ্ঞা-বিশুদ্ধি, বিমুক্তি-বিশুদ্ধি। এই নয় ধর্ম ভাবিতব্য।

(৩) কোন নয় ধর্ম জ্ঞাতব্য? নয় সত্ত্বাবাস—সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা নানারূপ দেহসম্পন্ন এবং নানারূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন; যথা : কোনো কোনো মনুষ্য, দেবতা এবং বিনিপাতিক (নিরয়বাসী)। ইহা প্রথম সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ

বিদ্যমান যাঁহারা নানারূপ দেহসম্পন্ন কিন্তু একইরূপ সংজ্ঞাবিশিষ্ট; যথা : ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণ যাঁহারা প্রথম ধ্যানের অনুশীলনে ওইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহা দ্বিতীয় সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা একইরূপ দেহবিশিষ্ট কিন্তু নানারূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন; যথা :আভাস্বর দেবগণ। ইহা তৃতীয় সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা একইরূপ দেহ ও সংজ্ঞাবিশিষ্ট যথা : শুভ-কৃৎস্ন দেবগণ। ইহা চতুর্থ সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাদের সংজ্ঞা নাই, বেদনা নাই; যথা : অসংজ্ঞ-সত্ত্ব দেবগণ। ইহা পঞ্চম সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা রূপ-সংজ্ঞাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ব সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া 'অনন্ত আকাশ' এই অনুভূতির সহিত আকাশ-অনন্ত-আয়তন স্তরে উপনীত হন। ইহা ষষ্ঠ সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ, বিদ্যমান যাঁহারা আকাশ-অনন্ত-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'বিজ্ঞান অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন স্তরে উপনীত হন। ইহা সপ্তম সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা বিজ্ঞান অনন্ত-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'কিছুই নাই' এই অনুভূতির সহিত আকিঞ্চণ্য-আয়তন স্তরে উপনীত হন। ইহা অষ্টম সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা আকিঞ্চণ্য-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা' আয়তন স্তরে উপনীত হন। ইহা নবম সত্ত্বাবাস। এই নয় ধর্ম জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন নয় ধর্ম পরিত্যাজ্য? নয় তৃষ্ণা-মূলক ধর্ম : তৃষ্ণা হইতে পর্যেষণা[১], পর্যেষণা হইতে লাভ, লাভ হইতে বিনিশ্চয়, বিনিশ্চয় হইতে ছন্দ-রাগ, ছন্দ-রাগ হইতে সংসক্তি, সংসক্তি হইতে পরিগ্রহ, পরিগ্রহ হইতে মাৎসর্য, মাৎসর্য হইতে আরক্ষ, আরক্ষ হইতে দণ্ড গ্রহণ, শস্ত্র গ্রহণ, কলহ-বিগ্রহ-বিবাদ-দ্বন্দ্ব-পৈশুণ্য-মৃষাবাদ রূপ অনেক পাপ অকুশলের উৎপত্তি হয়। এই নয় ধর্ম পরিত্যাজ্য।

(৫) কোন নয় ধর্ম হান-ভাগীয়? নয় শত্রুতার ভিত্তি। 'আমার অনিষ্ট করিয়াছে' এইরূপে শত্রুতা পোষণ করে। 'আমার অনিষ্ট করিতেছে' এইরূপে শত্রুতা পোষণ করে। 'আমার অনিষ্ট করিবে' এইরূপে শত্রুতা পোষণ করে। 'আমার প্রিয় ও প্রীতির পাত্রের অনিষ্ট করিয়াছে অথবা করিতেছে অথবা করিবে' এইরূপে শত্রুতা পোষণ করে। এই নয় ধর্ম হান-

---

[১]। দ্বিতীয় খণ্ড, পদচ্ছেদ নং ৯ দ্রষ্টব্য।

ভাগীয়।

(৬) কোন নয় ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়? শত্রুতার ভিত্তির নয় প্রকার দমন। 'আমার অনিষ্ট করিয়াছে' কিন্তু এইরূপ চিন্তা পোষণ করিয়া কী ফল লাভ হইবে?' এইরূপে শত্রুতা দমন করে। 'আমার অনিষ্ট করিতেছে, কিন্তু এইরূপ চিন্তা করিয়া কি ফল লাভ হইবে?' এইরূপে শত্রুতা দমন করে। 'আমার অনিষ্ট করিবে, কিন্তু এইরূপ চিন্তায় কী ফল লাভ হইবে? এইরূপে শত্রুতা দমন করে। 'আমার প্রিয় ও প্রীতির পাত্রের অনিষ্ট করিয়াছে অথবা করিতেছে অথবা করিবে, কিন্তু এইরূপ চিন্তায় কী ফল লাভ হইবে? এইরূপে শত্রুতা দমন করে। এই নয় ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়।

(৭) কোন নয় ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য? নয় নানাত্ব : ধাতুর নানাত্ব হেতু স্পর্শের নানাত্ব জন্মে, স্পর্শের নানাত্ব হেতু বেদনার নানাত্ব জন্মে; বেদনার নানাত্ব হেতু সংজ্ঞার নানাত্ব জন্মে, সংজ্ঞার নানাত্ব হেতু সংকল্পের নানাত্ব জন্মে; সংকল্পের নানাত্ব হেতু ছন্দের নানাত্ব জন্মে, ছন্দের নানাত্ব হেতু প্রদাহের[১] নানাত্ব জন্মে, প্রদাহের নানাত্ব হেতু পর্যেষণার নানাত্ব জন্মে; পর্যেষণার নানাত্ব হেতু লাভের নানাত্ব জন্মে। এই নয় ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন নয় ধর্ম উৎপাদনীয়? নয় সংজ্ঞাঃ অশুভ-সংজ্ঞা, মরণ-সংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতি-সংজ্ঞা, অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে-দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা। এই নয় ধর্ম উৎপাদনীয়।

(৯) কোন নয় ধর্ম অভিজ্ঞেয়? নয় অনুপূর্ব বিহার। ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশলধর্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখ মণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। বিতর্ক-বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক অবিচার সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। প্রীতিতেও বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া বিহার করেন; তিনি কায়ে সুখ অনুভব করেন—যে সুখ সম্বন্ধে আর্যগণ বলিয়া থাকেন 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' এবং এইরূপে তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন; সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জন করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্যের তিরোভাব সাধন করিয়া অদুঃখ অসুখ রূপ উপেক্ষা ও

---

[১]। রাগসমূহ।

স্মৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। রূপ-সংজ্ঞাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ব-সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া 'আকাশ-অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত আকাশ অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। আকাশ-অনন্ত-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'বিজ্ঞান অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। বিজ্ঞান অনন্ত-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'কিছুই নাই' এই অনুভূতির সহিত আকিঞ্চন-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। আকিঞ্চন-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধ উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। এই নয় ধর্ম অভিজ্ঞেয়।

(১০) কোন নয় ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়? নয় অনুপূর্ব নিরোধ। যাঁহারা প্রথম ধ্যানে উপনীত তাঁহাদের কাম সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা দ্বিতীয় ধ্যানে উপনীত তাঁহাদের বিতর্ক-বিচার নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা তৃতীয় ধ্যানে উপনীত তাঁহাদের প্রীতি নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা চতুর্থ ধ্যানে উপনীত তাঁহাদের আশ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা আকাশ-অনন্ত-আয়তন স্তরে উপনীত তাঁহাদের রূপ-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন স্তরে উপনীত তাঁহাদের আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা আকিঞ্চন-আয়তন স্তরে উপনীত তাঁহাদের বিজ্ঞান- অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন স্তরে উপনীত তাঁহাদের আকিঞ্চন আয়তন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ স্তরে উপনীত তাঁহাদের সংজ্ঞা ও বেদনা উভয়ই নিরুদ্ধ হয়। এই নয় ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

তথাগত কর্তৃক সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ এই নবতি ধর্ম ভূত, তথ্য, এইরূপ, অবিতথ, নিশ্চিত।

৩। দশ ধর্ম বহু উপকারী, দশ ধর্ম ভাবিতব্য, দশ ধর্ম জ্ঞাতব্য, দশ ধর্ম পরিত্যাজ্য, দশ ধর্ম হান-ভাগীয় দশ ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়, দশ ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য, দশ ধর্ম উৎপাদনীয়, দশ ধর্ম অভিজ্ঞেয়, দশ ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

(১) কোন দশ ধর্ম বহু উপকারী? দশ নাথ-করণ ধর্ম। ভিক্ষু শীলবান এবং প্রাতিমোক্ষ-সংবর সংবৃত হইয়া বিহার করেন, আচার-গোচরসম্পন্ন এবং অনুমাত্র পাপে ভয়দর্শী হইয়া শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণপূর্বক উহাদের পালন

শিক্ষা করেন। ইহা নাথ-করণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু বহুশ্রুত, শ্রুতধর এবং শ্রুত-সঞ্চয়সম্পন্ন হন। যে-সকল ধর্মের প্রারম্ভ কল্যাণময়, মধ্যকল্যাণময়, অন্তকল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দ সম্পদপূর্ণ, সর্বাঙ্গীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের প্রকাশক, ওই সকল ধর্মে তিনি বহুশ্রুত হন, উহাদিগকে ধারণ করেন, আবৃত্তি দ্বারা অনুক্ষণ উহাদের অনুশীলন করেন, উহাতে একাগ্রচিত্ত হন এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা উহাদের অন্তরে প্রবেশ করেন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু চরিত্রবানের মিত্র সহায় এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু সুবচ, বিনয়ানুকূল ধর্ম সমন্বিত, সহিষ্ণু অনুশাসনী গ্রহণে নিপুণ হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু সব্রহ্মচারীগণের বিবিধ, কর্তব্যে দক্ষ ও অনলস হন, ওই সকলের পালন প্রণালির মীমাংসা করণে সক্ষম হন, কর্ম সম্পাদনে এবং সুব্যবস্থাকরণে সক্ষম হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম। পুনশ্চ, তিনি ধর্ম ও ধর্মালাপে অনুরক্ত হন এবং অভিধর্ম ও অভিবিনয়ে বিপুল প্রীতিলাভ করেন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু যেকোনো প্রকার চীবর, পিণ্ডপাত, বাসস্থান এবং পীড়াকালের ওষুধ ও পথ্যে সন্তুষ্ট হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু অকুশল ধর্মের পরিহারের নিমিত্ত, কুশলধর্ম লাভের নিমিত্ত বীর্যসম্পন্ন হন, তিনি কুশলধর্মসমূহে স্থামবান ও দৃঢ়পরাক্রম হন, কখনোই ভারনিক্ষেপ করেন না। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু স্মৃতিসম্পন্ন হন, তিনি শ্রেষ্ঠ স্মৃতি-প্রাখর্যসমন্বিত হইয়া বহু পূর্বে কথিত অথবা কৃতের স্মরণ করেন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রজ্ঞাবান হন, বস্তুসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশের জ্ঞানসমন্বিত হন, আর্য, তীক্ষ্ম, সম্যক দুঃখ-ক্ষয়-প্রদায়িণী প্রজ্ঞা সমন্বিত হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম। এই দশ ধর্ম বহু উপকারী।

(২) কোন দশ ধর্ম ভাবিতব্য? দশ কৃৎস্ন-আয়তন। কেহ ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় পৃথিবী-কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় আপ- কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় তেজ- কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় বায়ু- কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় নীল-কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় পীত-কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় লোহিত-কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় শুভ্র-কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক দিক

অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় আকাশ-কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় বিজ্ঞান কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। এই দশ ধর্ম ভাবিতব্য।

(৩) কোন দশ ধর্ম জ্ঞাতব্য? দশ-আয়তন : চক্ষু-আয়তন, রূপ-আয়তন, শ্রোত্র-আয়তন, শব্দায়তন, ঘ্রানায়তন, গন্ধায়তন, জিহ্বায়তন, রসায়তন, কায়ায়তন, স্প্রষ্টব্য-আয়তন। এই দশ ধর্ম জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন দশ ধর্ম পরিত্যাজ্য? দশ মিথ্যাত্ব : মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্মান্ত, মিথ্যা আজীব, মিথ্যা ব্যায়াম, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি[১], মিথ্যাজ্ঞান, মিথ্যাবিমুক্তি। এই দশ ধর্ম পরিত্যাজ্য।

(৫) কোন দশ ধর্ম হান-ভাগীয়? দশ অকুশল কর্মপথ। প্রাণাতিপাত, অদত্তের গ্রহণ, ব্যভিচার, মৃষাবাদ, পিশুনবাক্য, কর্কশবাক্য, তুচ্ছপ্রলাপ, অভিধ্যা, ব্যাপাদ, মিথ্যাদৃষ্টি। এই দশ ধর্ম হান-ভাগীয়।

(৬) কোন দশ ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়? দশ কুশল কর্মপথ। প্রাণাতিপাত হইতে বিরতি, অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরতি, ব্যভিচার হইতে বিরতি, মৃষাবাদ হইতে বিরতি, পিশুনবাক্য হইতে বিরতি, কর্কশবাক্য হইতে বিরতি, তুচ্ছ প্রলাপ হইতে বিরতি, অনভিধ্যা, অব্যাপাদ, সম্যক দৃষ্টি। এই দশ ধর্ম বিশেষ-ভাগীয়।

(৭) কোন দশ ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য? দশ আর্যাবাস। ভিক্ষু পঞ্চাঙ্গ-বিপ্রহীন হন, ষড়ঙ্গ-যুক্ত হন, একারক্ষ হন, চতুর্বিধ আশ্রয়সমন্বিত হন, সাম্প্রদায়িক মতামত ত্যাগী হন, সম্পূর্ণরূপে বাসনামুক্ত হন, অনাবিল-সংকল্প হন, প্রশ্রব্ধ-কায়-সংস্কার হন, সুবিমুক্ত-চিত্ত ও সুবিমুক্ত-প্রজ্ঞ হন। ভিক্ষু কিরূপে পঞ্চাঙ্গ-বিপ্রহীন হন? তিনি কামছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং বিচিকিৎসা পরিহার করেন। এইরূপে তিনি পঞ্চাঙ্গ-বিপ্রহীন হন। ভিক্ষু কিরূপে ষড়ঙ্গ-যুক্ত হন? তিনি চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া সুমনা অথবা দুর্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানসমন্বিত হইয়া বিহার করেন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া সুমনা অথবা দুর্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানসমন্বিত হইয়া বিহার করেন। ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া সুমনা অথবা দুর্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানসমন্বিত হইয়া বিহার করেন। জিহ্বার দ্বারা রস আস্বাদন করিয়া সুমনা অথবা দুর্মনা হন না, তিনি

---

[১]। সংগীতি সূত্রান্ত ৩। ১। (১) দ্রষ্টব্য।

উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানসমন্বিত হইয়া বিহার করেন। কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করিয়া সুমনা অথবা দুর্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানসমন্বিত হইয়া বিহার করেন। মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হইয়া সুমনা অথবা দুর্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানসমন্বিত হইয়া বিহার করেন। এইরূপে ভিক্ষু ষড়ঙ্গ-যুক্ত হন।

কীরূপে ভিক্ষু একারক্ষ হন? ভিক্ষু স্মৃতি-রক্ষিত চিত্তসমন্বিত হন। এইরূপে তিনি একারক্ষ হন। কিরূপে ভিক্ষু চতুর্বিধ আশ্রয়সমন্বিত হন? ভিক্ষু সম্যক বিচারান্তে বস্তু বিশেষের সেবা করেন, ওইরূপে বস্তু বিশেষ স্বীকার করিয়া লন, বস্তু বিশেষ বর্জন করেন, বস্তু বিশেষ দমন করেন। এইরূপে ভিক্ষু চতুর্বিধ আশ্রয়সমন্বিত হন। কিরূপে ভিক্ষু সাম্প্রদায়িক মতামত ত্যাগী হন? শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িক মতামত ভিক্ষু কর্তৃক দূরীভূত হয়, উদ্গীর্ণ হয়, মুক্ত হয়, লুপ্ত হয়, পরিবর্জিত হয়। এইরূপে ভিক্ষু সাম্প্রদায়িক মতামত ত্যাগী হন। কিরূপে ভিক্ষু সর্ব বাসনা হইতে মুক্ত হন? ভিক্ষুর কামেষণা ও ভবেষণা পরিত্যক্ত হয়, ব্রহ্মচর্যেষণা শান্ত হয়। এইরূপে ভিক্ষু সর্ববাসনা হইতে মুক্ত হন। কিরূপে ভিক্ষু অনাবিল-সংকল্প হন? ভিক্ষুর কাম-সংকল্প পরিত্যক্ত হয়, ব্যাপাদ ও বিহিংসা-সংকল্প পরিত্যক্ত হয়। এইরূপে ভিক্ষু অনাবিল-সংকল্প হন। ভিক্ষু কিরূপে প্রশ্রব্ধ-কায় সংস্কার হন? ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জন করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্যের তিরোভাব সাধন করিয়া, না-দুঃখ-না-সুখ রূপ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করেন। এইরূপে ভিক্ষু প্রশ্রব্ধ-কায়-সংস্কার হন। কিরূপে ভিক্ষু সুবিমুক্ত-চিত্ত হন? ভিক্ষুর চিত্ত রাগ হইতে বিমুক্ত হয়, দ্বেষ হইতে বিমুক্ত হয়, মোহ হইতে বিমুক্ত হয়। ভিক্ষু এইরূপে সুবিমুক্ত-চিত্ত হন। কিরূপে ভিক্ষু সুবিমুক্ত-প্রজ্ঞ হন? ভিক্ষু অবগত হন যে, তাঁহার রাগ, দ্বেষ, ও মোহ পরিত্যক্ত, উচ্ছিন্ন-মূল, ভিত্তিচ্যুত তালবৃক্ষ-সম, অস্তিত্বহীন এবং পুনরায় উৎপত্তির অযোগ্য হইয়াছে। এইরূপে ভিক্ষু সুবিমুক্ত-প্রজ্ঞ হন। এই দশ ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন দশ ধর্ম উৎপাদনীয়? দশ সংজ্ঞা : অশুভ-সংজ্ঞা, মরণ-সংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতি-সংজ্ঞা, অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে-দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ সংজ্ঞা। এই দশ ধর্ম উৎপাদনীয়।

(৯) কোন দশ ধর্ম অভিজ্ঞেয়? দশ নির্জর[১]-বস্তু : সম্যক দৃষ্টিসম্পন্নের মিথ্যাদৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া যায়, যে-সকল পাপ-অকুশলধর্ম মিথ্যাদৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হয়, ওই সকলও তাঁহার ক্ষীণ হইয়া যায়, সম্যক দৃষ্টি হেতু বহু কুশলধর্ম ভাবনা দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। সম্যক সংকল্পসম্পন্নের মিথ্যা সংকল্প ক্ষীণ হইয়া যায়, যে-সকল পাপ-অকুশলধর্ম মিথ্যা সংকল্প হইতে উৎপন্ন হয়, ওই সকলও তাঁহার ক্ষীণ হইয়া যায়, সম্যক সংকল্প হেতু বহু কুশলধর্ম ভাবনা দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। সম্যক বাক্যসম্পন্নের মিথ্যা বাক্য ক্ষীণ হইয়া যায়, যে-সকল পাপ-অকুশলধর্ম মিথ্যা বাক্য হইতে উৎপন্ন হয়, ওই সকলও তাঁহার ক্ষীণ হইয়া যায় সম্যক বাক্য হেতু বহু কুশলধর্ম ভাবনা দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। সম্যক কর্মান্তসম্পন্নের মিথ্যা কর্মান্ত ক্ষীণ হইয়া যায়, যে-সকল পাপ-অকুশলধর্ম মিথ্যা কর্মান্ত হইতে উৎপন্ন হয়, ওই সকলও তাঁহার ক্ষীণ হইয়া যায়, সম্যক কর্মান্তহেতু বহু কুশলধর্ম ভাবনা দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। সম্যক আজীবসম্পন্নের মিথ্যা আজীব ক্ষীণ হইয়া যায়, যে-সকল পাপ-অকুশলধর্ম মিথ্যা আজীব হইতে উৎপন্ন হয়, ওই সকলও তাঁহার ক্ষীণ হইয়া যায়, সম্যক আজীব হেতু বহু কুশলধর্ম ভাবনা দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। সম্যক ব্যায়ামসম্পন্নের মিথ্যা ব্যায়াম ক্ষীণ হইয়া যায়, যে-সকল পাপ-অকুশলধর্ম মিথ্যা ব্যায়াম হইতে উৎপন্ন হয়, ওই সকলও তাঁহার ক্ষীণ হইয়া যায়, সম্যক ব্যায়াম হেতু বহু কুশলধর্ম ভাবনা দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। সম্যক স্মৃতিসম্পন্নের মিথ্যা স্মৃতি ক্ষীণ হইয়া যায়, যে-সকল পাপ-অকুশলধর্ম মিথ্যা স্মৃতি হইতে উৎপন্ন হয়, ওই সকলও তাঁহার ক্ষীণ হইয়া যায়, সম্যক স্মৃতি হেতু বহু কুশলধর্ম ভাবনা দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। সম্যক সমাধিসম্পন্নের মিথ্যা সমাধি ক্ষীণ হইয়া যায়, যে-সকল পাপ-অকুশলধর্ম মিথ্যা সমাধি হইতে উৎপন্ন হয়, ওই সকলও তাঁহার ক্ষীণ হইয়া যায়, সম্যক সমাধি হেতু বহু কুশলধর্ম ভাবনা দ্বারাপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সম্যক জ্ঞানসম্পন্নের মিথ্যাজ্ঞান ক্ষীণ হইয়া যায়, যে-সকল পাপ-অকুশলধর্ম মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, ওই সকলও তাঁহার ক্ষীণ হইয়া যায়, সম্যক জ্ঞান হেতু বহু কুশলধর্ম ভাবনা দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। সম্যক বিমুক্তিসম্পন্নের মিথ্যাবিমুক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়, যে-সকল পাপ-অকুশলধর্ম মিথ্যাবিমুক্তি হইতে উৎপন্ন হয়, ওই সকলও তাঁহার ক্ষীণ হইয়া যায়, সম্যক বিমুক্তিহেতু বহু কুশলধর্ম ভাবনা দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। এই দশ

---

[১]। ক্ষয়সাধক।

ধর্ম অভিজ্ঞেয়।

(১০) কোন দশ ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়? দশ অশৈক্ষ্য ধর্ম সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান (অন্তর্দৃষ্টি), সম্যক বিমুক্তি। এই দশ ধর্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

তথাগত কর্তৃক সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ এই শত ধর্ম ভূত, তথ্য, এইরূপ, অবিতথ, নিশ্চিত।

আয়ুষ্মান সারিপুত্র এইরূপ বলিলেন। আনন্দিত হইয়া ভিক্ষুগণ সারিপুত্রের বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

দসুত্তর সূত্রান্ত সমাপ্ত

[পাটিক বর্গ সমাপ্ত]

সর্ব দুঃখ দূর করিতে,
সর্ব সুখ লাভ করিতে
ধর্মরাজের নিকট
অমৃত শান্তি পাইতে।

[দীর্ঘনিকায় (তৃতীয় খণ্ড) সমাপ্ত]

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
হতে প্রকাশিত বইগুলোর তালিকা

১. খুদ্দকনিকায়ে উদান — *২০০/-*
অনুবাদ : শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু

২. খুদ্দকনিকায়ে মহানির্দেশ — *৩০০/-*
অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

৩. খুদ্দকনিকায়ে অপদান (প্রথম খণ্ড) — *৩৫০/-*
অনুবাদ : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

৪. খুদ্দকনিকায়ে অপদান (দ্বিতীয় খণ্ড) — *২০০/-*
অনুবাদ : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

৫. খুদ্দকনিকায়ে চুলনির্দেশ — *২০০/-*
অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

৬. খুদ্দকনিকায়ে বুদ্ধবংশ — *১০০/-*
অনুবাদ : শ্রীধর্মতিলক ভিক্ষু

৭. পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) — *প্রতি সেট ২০,০০০/-*

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ একটি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা। এই প্রকাশনা সংস্থার অর্থের উৎস মূলত শত শত ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ নরনারীর মাসিক কিস্তিতে ১০০/- টাকা হারে প্রদত্ত শ্রদ্ধাদান।

এই প্রকাশনা সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। লেখক, অনুবাদক ও শ্রদ্ধাদান দাতা উপাসক-উপাসিকাদের আন্তরিক সহায়তায় ত্রিপাসো বাংলাদেশ অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাবে বলে আমাদের আশা। ত্রিপাসো ইতিমধ্যেই কিছু মূল পিটকীয় বই প্রকাশ করেছে। এবং এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে মোট ৫৯টি বইকে ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে প্রকাশ করেছে। সামনের দিনগুলোতেও এ ধারা অব্যাহত রাখাই সোসাইটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। একি সাথে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত সংকলিত ও গবেষণামূলক বই প্রকাশেও সবিশেষ আগ্রহী সোসাইটি। বৌদ্ধধর্মীয় বই প্রকাশ করে এদেশে ধর্মের প্রচার-প্রসারে যতটা সম্ভব অবদান রাখাই সোসাইটির লক্ষ্য।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ডাকযোগে চিঠি লিখতে পারেন ও ই-মেইল করতে পারেন :

সাধারণ সম্পাদক
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
শান্তিগিরি বন ভাবনা কেন্দ্র
রাঙ্গাপানি ছড়া, খাগড়াছড়ি - ৪৪০০
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
E-mail: tpsocietybd@gmail.com